“হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগাভী (র) এর মাসাবীহুস-সুন্নাহ ও ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ খতীব আত তাবরীযী (র) এর মিশকাতুল মাসাবীহ: একটি পর্যালোচনা”

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

গবেষক
আব্দুল্লাহ আল মামুন
পিএইচ. ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজি. নং- ২৮
শিক্ষাবর্ষ- ২০১১-২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক আব্দুল্লাহ আল মামুন কর্তৃক দাখিলকৃত, "হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগাভী (র) এর মাসাবীহুস-সুন্নাহ ও ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ খতীব আত তাবরীযী (র) এর মিশকাতুল মাসাবীহ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম এবং এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, ইতঃপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতে এ শিরোনামে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক।

আমি এ অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

rashidnumani@yahoo.com

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগাভী (র) এর মাসাবীহুস-সুন্নাহ ও ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ খতীব আত তাবরীযী (র) এর মিশকাতুল মাসাবীহ : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে এ শিরোনামে ইতঃপূর্বে কোথাও কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য এ অভিসন্দর্ভ পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে আমি অন্য কোথাও কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

(আব্দুল্লাহ আল মামুন)
পিএইচ. ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজি. নং- ২৮
শিক্ষাবর্ষ- ২০১১-২০১২

KZÁZv ¯^xKvi

ÒûmvBb Beb gvmD' Avj evMvfx (i) Gi gvmvexûm-mbvn I Iqwj DÏxb gnv¤§v' LZxe AvZ Zveixhx (i) Gi wgkKvZj gvmvexn : GKwU chv‡jvPbvÓ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়ায় মস্তক অবনত করছি। দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের উপর।

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদকে, যিনি আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তিনি আমার জন্য যেভাবে ত্যাগ স্বীকার করে গবেষণা কর্মের সার্বিক নির্দেশনা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন এবং অভিসন্দর্ভটি নিখুঁতভাবে আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, তা ছিল সত্যিই অতুলনীয়। আমি তাঁর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ ও চির ঋণী।

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. হাবীবুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আ. ন. ম রইছ উদ্দিন, অধ্যাপক আবদুল মালেক প্রমূখসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলিকে, যাঁরা সব সময় আমাকে গবেষণার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁদের প্রতিও জ্ঞাপন করছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার গবেষণা কর্মে যিনি উৎসাহ দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল। আমি তাঁর কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করার এ মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম আত্মীয়বর্গকে। বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মরহুম হেদায়েতুল ইসলাম এবং আম্মাজান ওয়াহিদুন নেছা, শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই ওমর ফারুক, আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মরহুম এড. আবদুস সালাম খান, শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ি আম্মা আম্বিয়া খানম ও আমার জীবন সঙ্গিনী মিসেস সালমা খানমকে। আমার উচ্চতর ডিগ্রী লাভের পেছনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য, তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। আমি তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও পরম কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া আরও যাঁদের কথা স্মরণ না করলে আমি অকৃতজ্ঞদের কাতারে শামিল হয়ে যাবো তারা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীনসহ তা'মিরুল মিলাত কামিল মাদরাসা ঢাকার সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী, ফেনী আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার লাইব্রেরী, জাতীয় আরকাইভ, জাতীয় প্রেসক্লাব লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতিও জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ ও পরম কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে থিসিসের কম্পোজসহ বিভিন্ন তথ্য ও বই-পুস্তক সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যারা আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন এম আজিজ উল্লাহ ও কামাল হোসাইন, এইচ. এম মুশফিকুর রহমান, আব্দুল আউয়াল তাদেরকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'আলা আমার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

নির্দেশিকা

এ অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত বানান নীতিমালাগুলো অনুসরণ করা হয়েছে।

১. ‘আরবি, ফারসি ও ইংরেজি (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়নে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন:

أ=আ.a	ج =জ dj, j	ر =ড় r	ظ =জ z	م =ম m
إ =ই i	ج =চ c	ز =য z	ع =‘	ن =ন n
ا =উ u	ح =হ h	ژ =ঝ zh	غ =গ gh	و =ও w
ب =ব b	خ =খ kh	س =স s	ف =ফ f	ء =’
ب =প p	د =দ d	ش =শ sh	ق =ক k,q	ى =য় y
ذ =ত t	د =ড d	ص =স s	ك =ক k	ي =এ ে y
ث =ছ th	ذ =য dh	ض =দ/য d	ك =গ g	
	ر =র r	ط =ত t	ل =ল L	
যের+ى =ঈ,ী,	পেশ+و =উ,ূ			

২. অভিসন্দর্ভে কোন উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে অনুসৃত প্রতিবর্ণায়নের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে ।

৩. ফুটনোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমবার গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম, খণ্ড, অনুবাদকের নাম, প্রকাশক, প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশনার সময়কাল, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে শুধু গ্রন্থকারের নাম, অথবা গ্রন্থের নাম কিংবা শুধু (প্রাগুক্ত) ও (Ibid) ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. জার্নাল, পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে লেখকের পরিবর্তে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সূচনা বক্তব্য

হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাভী (র.) ছিলেন হিজরি চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি একাধারে হাফিয, ইমাম, মুফাসসির, মুহাদ্দীস, ফকিহ, মুজতাহিদ ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর কারণেই তিনি পরবর্তী যুগের মনীষীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করে রয়েছেন। বিশেষত তাফসীর শাস্ত্রে মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি রচনা করে তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাসে তিনি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। এ গ্রন্থটি সনদ ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ।"মাসাবিহুস-সুন্নাহ"এটি আল্লামা বাগাভী (র.) সংকলিত হাদীসের অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। বিষয়বস্তুর ক্রমধারা অনুযায়ী সংক্ষিপ্তাকারে সনদসমূহ পরিত্যাগ করে, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ তিনি এ গ্রন্থে সংকলন করেন। কারও কারও মতে, এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা ৪৭১৯ টি। তন্মধ্যে বুখারী থেকে ৩২৫টি, মুসলিম থেকে ৮৭৫ টি এবং মুত্তাফাকুন আলাইহি হিসেবে ১০৫১ টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ছিল শরী'আতের অনুসারী লোকদের জন্য এমন একটি সম্পদ প্রস্তুত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক পথ অনুযায়ী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যা তাদেরকে সহায়তা করতে পারে। আলিমগণ এ গ্রন্থটিকে তৎকালীন যুগ থেকে অদ্যাবধি অত্যন্ত মূল্যবান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারণ করে আসছেন।

ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব আত-তাবরীযী ইলমে হাদীসের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইলমে হাদীসের শিক্ষাদান, হাদীস শাস্ত্রের প্রচার প্রসারে ও এর গুরুত্বপূর্ণ সংকলন তৈরিতে তিনি গবেষণা করেছেন সমগ্র জীবনব্যাপী। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ইসলামের অতি প্রয়োজনীয় এবং ইসলামী জীবন প্রণালীর অপরিহার্য বর্ণনা সম্বলিত হাদীসগুলোর সমন্বয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন। "মিশকাতুল মাসাবীহ" নামক তাঁর এ অনবদ্য সংকলনের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। গ্রন্থটি হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। মুসলিম জাহানে এটি অসামান্য সমাদর লাভ করেছে। মুসলিম জাহানের এমন কোন স্থান নেই যেখানে এটি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ ওয়ালি উদ্দীন ছিলেন বহু গুণাবলীর অধিকারী। একাধারে তিনি ছিলেন আবেদ, বিশিষ্ট জ্ঞান সাধক, মুহাক্কিক আলিম, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, বহু ভাষাবিদ, লেখক ও গবেষক। হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনীর ওপর তাঁর দখল ছিল ঈর্ষণীয়। এক্ষেত্রে তিনি الاكمال فى اسماء الرجال নামে একটি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী তিনি রাসূল (সা.) এর অমীয়বাণীর খিদমত করেছেন। হাদীসে তাঁর অমর কীর্তি ÔwgkKvZj gvmvwexnÕ এর অনবদ্য সংকলনের জন্য তাকে মুহিউচ্ছুন্নাহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

আল্লামা বাগাভী (র.) বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর শিক্ষাদানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি আত্মসংযম ও পরহেযগারীতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পাঠদানের সময় সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অযুর সাথে থাকতেন। জ্ঞানচর্চার প্রসারের লক্ষ্যে তিনি মারুর-রুয এবং তৎসংলগ্ন আত-তায়সার নামক স্থানকে বেছে নেন। তিনি এ স্থানদ্বয়ে অবস্থান করে তাঁর সঞ্চিত জ্ঞানসমূহকে অকাতরে বিলিয়ে দেন। এ স্থানে তাঁর অবস্থান জানতে পেরে বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞান-পিপাসুরা জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তিনি তাঁদেরকে শিক্ষা দান করেন। শিক্ষা দানের পাশাপাশি তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি লাভ ঘটে।

অপরদিকে ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন মুফাসিসর, মুহাদ্দিস, সুবক্তা, আসমাউর রিজাল এর গ্রন্থাকার, মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের সংকলক। তিনি সুদীর্ঘ সময় হাদীসের খেদমত করেছেন। রিজাল শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শিক্ষক। দক্ষ হাদীস বেত্তা। ইলমে হাদীসের গবেষণা করেছেন জীবনব্যাপি। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান বক্তা। দ্বীনের খেদমতে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন।

তাঁদের এ বর্ণাঢ্য জীবন, ইলমে হাদীস চর্চায় তাঁদের বিশাল অবদান, তাঁদের সংকলিত মাসাবীহুস-সূন্নাহ I মিশকাতুল মাসাবীহ এর ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক একটি পর্যালোচনা গবেষণার নিরিখে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করে তার সুফল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সুন্দর ও পরিপাটি করে উপস্থাপন করা সময়ের দাবি। কিন্তু এখনো এ বিষয়ে তেমন কোন কাজ হয়নি।

এ গবেষণাকর্মে সমসাময়িক সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে আল্লামা বাগাভী (র.) ও ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এর জীবনদর্শন এবং ইলমে হাদীস চর্চায় তাঁদের বিশাল অবদান যথাযথভাবে উপস্থাপন ও মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি। আমি যেসব উপাদান অবলম্বন করে গবেষণা কাজে নিয়োজিত হয়েছি তা হল :

১. আল্লামা বাগাভী (র.) ও ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (র.) এর রচনাবলী।

২. তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ।

৩. তাঁদের সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ-বিবৃতি, ইতিহাস, দলিল দস্তাবেজ, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, স্মরণিকা-সংকলন ও আনুষঙ্গিক উপাদান সংগ্রহপূর্বক ব্যাপক পাঠ।

৪. বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

৫. বিভিন্ন রিসার্চ একাডেমি এবং লাইব্রেরি ও গ্রন্থাগার থেকে তাঁদের সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ।

এ গবেষণা কর্মকে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য দশটি অধ্যায় ও বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

c_g Aa¨v‡qi wk‡ivbvg n‡”Q nv'xm cwiwPwZ, nv'xm msiÿY I msKj‡bi BwZnvm। বস্তুত মাসাবীহুস-সূন্নাহ ও মিশকাতুল মাসাবীহ সম্পর্কে জানার পূর্বে হাদীসের সংজ্ঞা, সুন্নাত, খবর ও আসার-এর সাথে হাদীসের পার্থক্য, হাদীসের শ্রেণি বিভাগ, হাদীসের উৎস ও উৎপত্তি জানা প্রয়োজন। হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইলমে হাদীস চর্চা, সংরক্ষণ ও সংকলন, খুলাফায়ে রাশেদার সময়ে ইলমে হাদীস চর্চা, সংরক্ষণ ও সংকলন, হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত হাদীস চর্চা সংরক্ষণ ও সংকলন, হিজরি তৃতীয় শতাব্দি থেকে ৫ম শতাব্দি পর্যন্ত হাদীস চর্চা ও সংকলন, হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দি থেকে অধ্যাবদি হাদীস চর্চা ও সংকলনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

wØZxq Aa¨v‡q ûmvBb Beb gvmD' Avj evMvfx (i.) Gi Rxeb PwiZ I mgmvgwqK Ae¯v উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মজীবন, ছাত্রবৃন্দ, আকীদা ও মাযহাব, সফর, আখলাক স্বভাব চরিত্র, পারিবারিক জীবন, হাদীস বর্ণনা, উল্লেখযোগ্য গুণাবলী, উল্লেখযোগ্য রচনাবলী, সমসাময়িক অবস্থা ইত্যাদি এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ZZxq Aa¨v‡q Iqwj DÏxb gnv¤§v' LZxe AvZ Zveixhx (i.) Gi Rxeb PwiZ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্মস্থানের নামকরণ, ভৌগোলিক অবস্থান, তাবরীযের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মজীবন, উল্লেখযোগ্য গুণাবলী ও উল্লেখযোগ্য রচনাবলী ইত্যাদি এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

PZ_ Aa¨v‡qi wk‡ivbvg gvmvexûm-mbvn-Gi msKjb c×wZ I ˆewkó¨ chv‡jvPbv Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| মাসাবীহুস-সুন্নাহ পরিচিতি, মাসাবীহুস-সুন্নাহ এর সংকলন পদ্ধতি, মাসাবীহুস-সুন্নাহ এর বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা এ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

cÂg Aa¨v‡q wgkKvZj gvmvexn Gi msKjb c×wZ I ˆewkó¨ chv‡jvPbv করা হয়েছে মিশকাতুল মাসাবীহ পরিচিতি, মিশকাতুল মাসাবীহে সংকলিত হাদীসের রেওয়ায়ত কারী প্রসিদ্ধ ইমামগণের সংক্ষিপ্ত

জীবন বৃত্তান্ত, মিশকাতুল মাসাবীহ এর সংকলন পদ্ধতি, মিশকাতুল মাসাবীহের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

lô Aa¨v‡q wgkKvZj gvmvexn M‡š' †hme Mš' †_‡K nv'xm msKjY Kiv n‡q‡Q †mme Mš' I MšKvi cwiwPwZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থকার ওয়ালীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ 'মাসাবীহ'র প্রত্যেক হাদীস সম্পর্কে তা কোথা হতে গ্রহণ করা হয়েছে তার সন্ধান দিয়ছেন। হাদীসের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে প্রথম বর্ণনাকারী যে সাহাবী বা তাবিঈ হতে হাদীসটি বর্ণিত তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন এবং শেষের দিকে হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে যাঁরা তাঁদের কিতাবে এ হাদীস রেওয়ায়ত করেছেন, তাঁদের নাম জুড়ে দিয়েছেন। যথা- (১) ইমাম মালেক (মৃ. ১৭৯ হি.) (২) শাফেয়ী (মৃ. ২০৪ হি.), (৩) আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.), (৪) বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.), (৫) মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি.), (৬) তিরমিযী (মৃ. ২৭৯ হি.), (৭) আবু দাউদ (মৃ. ২৭৫ হি.), (৮) নাসায়ী (মৃ. ৩০৩ হি.), (৯) ইবনে মাজাহ (মৃ. ২৭৩ হি.), (১০) দারেমী (মৃ. ২৫৫ হি.), (১১) দারা কুতনী (মৃ. ৩৮৫ হি.), (১২) বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) (১৩) রাযীন (মৃ. ৫২৫ হি.) (১৪) ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) (১৫) ইবনে জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) প্রমুখ।

mßg Aa¨v‡q wgkKvZj gvmvexn I gvmvexûm-mbvn Gi e¨vL¨v Mš' I MšKvi cwiwPwZi eYbv †'qv n‡q‡Q| এ গ্রন্থদ্বয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অনেক বিজ্ঞ আলিম এর শরাহ লিখেছেন। এ গ্রন্থের চুলছেড়া বিশ্লেষণ করেছেন। কঠিন শব্দসমূহের সহজ অনুবাদ করেছেন। হাদীসগুলোকে তাখরীজ করেছেন।

Aóg Aa¨v‡q gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn এর মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে উভয় গ্রন্থের সংকলন পদ্ধতি, অধ্যায় বিভক্তি করণ, সনদ উল্লেখ করা অথবা না করা, হাদীসের শেষে মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা অথবা না করাসহ অনেকগুলো বিষয়ে তুলনামূলক একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

beg Aa¨v‡q evsjv‡'‡k wgkKvZj gvmvexn wkÿv'vb I PPv : cwZôvb I e¨w³ এ শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান ও চর্চা এবং যে সকল স্বনামধন্য মুহাদ্দিসগণ মিশকাতুল মাসাবীহ তথা হাদীস চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

'kg Aa¨v‡q evsjv‡'‡k cKvwkZ evsjv I Ab¨vb¨ fvlvq Abw'Z wgkKvZj gvmvexn M‡š'i উপর একটি সমীক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে| মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব বিধায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীসহ অনেক বিজ্ঞ আলিম এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করছেন। এছাড়াও বাংলাদেশে আরও অনেক বিজ্ঞ আলিম এ গ্রন্থের উর্দূ, আরবি ও ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।

উপসংহারে সমগ্র অভিসন্দর্ভের একটি সার্বিক পর্যালোচনা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত করা হয়েছে।

আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে একটি নতুন সংযোজন হিসেবে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি এ ও প্রত্যাশা করি যে এ অভিসন্দর্ভের দ্বারা যে ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হবে। সেই সাথে আমি এও আকাঙ্ক্ষা করি যে মহান আল্লাহ আমাকেও প্রতিটি পাঠককে এ অভিসন্দর্ভ দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করবেন। আল্লাহ আমাদের সব ভালো কাজ কবুল করুন। আমীন।

গবেষক
আব্দুল্লাহ আল মামুন

ÒûmvBb Beb gvmD‘ Avj evMvfx (i) Gi gvmvexûm-mbvn I Iqwj DÏxb gnv¤§v‘ LZxe AvZ Zveixhx (i) Gi wgkKvZj gvmvexn : GKwU chv‡jvPbvÓ

mwPcÎ

cô v

cZ¨qbcÎ

†NvlYvcÎ

KZÁZv ¯xKvi 1

wb‡‘wkKv 2

mPbv e³e¨ 3-5

mwPcÎ 6-9

c_g Aa¨vq : nv‘xm cwiwPwZ, nv‘xm msiÿY I msKj‡bi BwZnvm 10-130

c_g cwi‡”Q‘ : nv‘x‡mi msÁv, mbvZ, Lei I Avmvi-Gi mv‡_ nv‘x‡mi cv_K¨

wØZxq cwi‡”Q‘ : nv‘x‡mi †kwYwefvM, nv‘xm M‡š’i †kwYwefvM, nv‘xm M‡š’i ¯Íiwe b¨vm

ZZxq cwi‡”Q‘ : nv‘x‡mi Drm I DrcwË

PZ_ cwi‡”Q‘ : nv‘xm msiÿ‡Yi ¸iæZ I c‡qvRbxqZv

cÂg cwi‡”Q‘ : ivmj jøvn (mv.) Gi RxeÏkvq Bj‡g nv‘xm PPv, msiÿY I msKjb

lô cwi‡”Q‘ : Ljvdv‡q iv‡k‘vi mg‡q Bj‡g nv‘xm PPv, msiÿY I msKjb

mßg cwi‡”Q‘ : wnRwi wØZxq kZ‡Ki c_g n‡Z ZZxq kZ‡Ki c_g cv‘ chš Í nv‘xm PPv, msiÿY I msKjb

Aóg cwi‡”Q‘ : wnRwi ZZxq kZwã †_‡K 5g kZwã chš Í nv‘xm PPv I msKjb

beg cwi‡”Q‘ : wnRwi 6ô kZwã †_‡K A‘¨vewa nv‘xm PPv I msKjb

wØZxq Aa¨vq : ûmvBb Beb gvmD‘ Avj evMvfx (i.) Gi Rxeb PwiZ I mgmvgwqK Ae¯v 131-181

c_g cwi‡”Q‘ : bvg I esk cwiPq, Rb¥ I Rb¥¯vb, ˆkkeKvj I cwiev‡ii m‘m¨

wØZxq cwi‡”Q‘ : wkÿvRxeb, wkÿ KgÐjx, wkÿv cwZôvb, KgRxeb, QvÎe›‘

ZZxq cwi‡”Q‘ : AvKx‘v I gvhnve, mdi, AvLjvK I ¯fve PwiÎ, cwiewiK Rxeb, Rxeb hvcb, n¾ cvjb, nv‘xm eYbv

PZ_ cwi‡”Q‘ : D‡jøL‡hvM¨ ¸Yvewj, B‡šÍKvj, Bgvg evMvfx (i.) m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

cÂg cwi‡”Q‘ : D‡jøL‡hvM¨ iPbvejx

lô cwi‡”Q‘ : mgmvgwqK Ae¯v

mßg cwi‡”Q‘ : mgKvjxb gnwÏme›‘

Aóg cwi‡”Q‘ : Zvdmxi PPvq Zvi Ae‘vb

ZZxq Aa¨vq : Iqwj DÏxb gnv¤§v‘ LZxe AvZ Zveixhx (i.) Gi Rxeb PwiZ 182-253

c_g cwi‡”Q‘ : Rb¥ I esk cwiPq, Rb¥¯vb, Rb¥¯v‡bi bvgKiY, †fŠ‡MvwjK Ae¯vb, Zveix‡hi ivR‰bwZK I mvgwRK BwZnvm

wØZxq cwi‡”Q‘ : wkÿ KgÐjx, wkÿv cwZôvb, KgRxeb, QvÎe›‘, BwšÍKvj, LZxe AvZ Zveixhx (i.) m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

ZZxq cwi‡”Q‘ ¸Yvewj : Iqwj DÏxb gnv¤§v‘ LZxe AvZ Zveixhx (i.) Gi D‡jøL‡hvM¨

PZ_ cwi‡”Q‘ : D‡jøL‡hvM¨ iPbvejx

cÂg cwi‡”Q‘ : mgKvjxb gnwÏme›‘

PZ_ Aa¨vq : gvmvexûm-mbvn-Gi msKjb c×wZ I ˆewkó¨ chv‡jvPbv 254-268

c_g cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn cwiwPwZ

wØZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn Gi msKjb c×wZ I G m¤ú‡K wewfb gbxwli AwfgZ I mgv‡jvPbv

ZZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn Gi ˆewkó¨ chv‡jvPbv

cÂg Aa¨vq : wgkKvZj gvmvexn Gi msKjb c×wZ I ˆewkó¨ chv‡jvPbv 269-281

c_g cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn cwiwPwZ

wØZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn Gi msKjb c×wZ I G m¤ú‡K wewfb gbxwli AwfgZ

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvex‡ni ˆewkó¨ chv‡jvPbv

lô Aa¨vq : wgkKvZj gvmvexn M‡š' †hme Mš' †_‡K nv‘xm msKjY Kiv n‡q‡Q †mme Mš' I MšKvi cwiwPwZ 282-381

c_g cwi‡”Q‘ : Bgvg gv‡jK (g. 179 wn.), Bgvg kv‡dqx (g. 204 wn.), Bgvg Avng‘ Be‡b nv¤j (g. 241 wn.),

wØZxq cwi‡”Q‘ : Bgvg eLvix (g. 256 wn.), Bgvg gmwjg (g. 261 wn.), Bgvg wZiwghx (g. 279 wn.), Bgvg Ave ‘vD‘ (g. 275 wn.), Bgvg bvmvqx (g. 303 wn.), Bgvg Be‡b gvRvn (g. 273 wn.)

ZZxq cwi‡”Q‘ : Bgvg ‘v‡igx (g. 255 wn.), Bgvg ‘viv KZbx (g. 385 wn.), Bgvg evqnvKx (g. 458 wn.) Bgvg ivhxb (g. 525 wn.) Bgvg beex (g. 676 wn.) Be‡b RvIhx (g. 597 wn.)

mßg Aa¨vq : wgkKvZj gvmvexn I gvmvexûm-mbvn Gi e¨vL¨v Mš I MšKvi cwiwPwZ 382-473

c_g cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn Gi e¨vL¨v Mš I MšKvi cwiwPwZ

wØZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn Gi e¨vL¨v Mš I MšKvi cwiwPwZ

Aóg Aa¨vq : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn GKwU Zjbvgj K chv‡jvPbv 474-485

c_g cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn Gi g‡a¨ mb‘ ms‡hvRb A_ev we‡qvRb msµvš Í cv_K¨

wØZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn Gi g‡a¨ Aa¨vq wefw³ KiY msµvš Í cv_K¨

ZZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn Gi g‡a¨ Ab¨vb¨ weI‡q cv_K¨

beg Aa¨vq : evsjv‡‘‡k wgkKvZj gvmvexn wkÿv ‘vb I PPv cwZôvb I e¨w³ 486-582

c_g cwi‡”Q‘ : Awjqv gv‘ivmv

wØZxq cwi‡”Q‘ : KvIgx gv‘ivmv

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡”Q‘ : wekwe‘¨vjq
PZ_ cwi‡”Q‘ : gnwÏme›‘

‘kg Aa¨vq : evsjv‡‘‡k cKwkZ evsjv I Ab¨vb¨ fvlvq Abw‘Z wgkKvZj gvmvexn M‡ši GKwU mgxÿv 583-612

c_g cwi‡”Q‘ : evsjvfvlvq Abw‘Z wgkKvZj gvmvexn GKwU mgxÿv
wØZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn Gi D‘ Abev‘
ZZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn Gi Aviwe I Bs‡iwR Abev‘

Dcmsnvi : 613-618

MšcwÄ : 619-642

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq : nv‘xm cwiwPwZ, nv‘xm msiÿY I msKj‡bi BwZnvm

c_g cwi‡”Q‘	:	nv‘x‡mi msÁv, mbvZ, Lei I Avmvi-Gi mv‡_ nv‘x‡mi cv_K¨
wØZxq cwi‡”Q‘ ¯Íiweb¨vm	:	nv‘x‡mi †kwYwefvM, nv‘xm M‡ši †kwYwefvM, nv‘xm M‡ši
ZZxq cwi‡”Q‘	:	nv‘x‡mi Drm I DrcwË
PZ_ cwi‡”Q‘	:	nv‘xm msiÿ‡Yi ¸iæZ I c‡qvRbxqZv
cÂg cwi‡”Q‘	:	ivmjjøvn (mv.) Gi RxeÏkvq Bj‡g nv‘xm PPv, msiÿY I msKjb
lô cwi‡”Q‘	:	Ljvdv‡q iv‡k‘vi mg‡q Bj‡g nv‘xm PPv, msiÿY I msKjb
mßg cwi‡”Q‘	:	wnRwi wØZxq kZ‡Ki c_g n‡Z ZZxq kZ‡Ki c_g cv‘ chšÍ nv‘xm PPv, msiÿY I msKjb
Aóg cwi‡”Q‘	:	wnRwi ZZxq kZwã †_‡K 5g kZwã chšÍ nv‘xm PPv I msKjb
beg cwi‡”Q‘	:	wnRwi 6ô kZwã †_‡K A‘¨vewa nv‘xm PPv I msKjb

c_g cwi‡"Q' : nv'x‡mi msÁv, mbvZ, Lei I Avmvi-Gi mv‡_ nv'x‡mi cv_K¨

nv'xm k‡ãi DrcwË

হাদীস (حديث) শব্দটি الحدْث অথবা الحدُوثُ থেকে উদ্ভূত।[১] বহুবচনে আহাদীস (أحادِيْث)।[২] যেমন, قَطِيْع এর বহুবচন أَقَاطِيْع হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩] কুরআন মজীদে এসেছে,[৪] وعَلَّمْتَنِى منْ تأويلْ الأحاديْثِ-'এবং (আল্লাহ) আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন।' যদি শব্দটি (حدوثٌ) অথবা (حدْث) শব্দমূল থেকে নির্গত হয় তখন এর অর্থ হবে, নতুন কোন বিষয় উদ্ভাবন করা, যা পুরাতনের বিপরীত।[৫] নবোদ্ভুত বস্তু, এমন নতুন বিষয় যা পূর্বে ছিল না।[৬]

বৈয়াকরণিকদের দৃষ্টিতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে خلاف القِياس হলেও হাদীস শব্দের বহুবচন 'আহাদীস' (أحاديث) ব্যবহৃত হয়।[৭] নাহু শাস্ত্রবিদ আল-ফাররা (মৃ.২০৭/৮২২)-এর মতে, 'আহাদীস' শব্দের একবচন হলো 'উহ্দুসা' (أحدوثه)[৮]

ইবন বাররী বলেন, আল-ফাররার এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা الأحدوثة অর্থ হলো 'الأعجوبة' আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। যেমন বলা হয়: قد صارفلان أحدوثة অমুক ব্যক্তি অদ্ভুত বা আশ্চার্যান্বিত হয়েছে। অথচ আহাদীস শব্দের একবচনে শুধু হাদীস (حديث) শব্দই ব্যবহৃত হয়।[৯]

আল্লামা যামাখশারী (মৃ.৫৩৮/১১৪৩)[১০] তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কাশশাফ'-এ উল্লেখ করেন যে, 'আহাদীস' শব্দটি ইসমে জমা' "اسم جمع"।[১১] কিন্তু আবু হায়য়ান (৬৫৪-৭৫৪/১২৫৬-১৩৫৩)-এর

---

১. ইব্ন মানযুর, wjmvbj ÔAvie, (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়ুত্তুরাসুল আরবি, ২য় সং. ১৪১৩/১৯৯৩) ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫; রাগেব আল-ইসফাহানী, Avj-gdiv'vZ dx Mvixwej- KiAvb, (মিসর : আল মাতবায়াতুল মাইমানিয়্যাহ, তা.বি) পৃ. ১০৮; আহমদ ইব্ন ফারিস, gÔRvg gvKvBwmj jMvn, (বৈরূত : দারুল ফিক্র ১৩৯৯/১৯৭৯) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬; 'আব্দুল কাদের আর-রাযী বলেন, الْحُدُوثُ بالضَّم كَوْنُ الشَّيْءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ. (দ্র : মুখতারুস-সিহাহ, পৃ. ৫৩)

২. wjmvbj ÔAvie ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫; লুইস মা'লুফ বলেন, হাদীস শব্দটির বহুবচন যথাক্রমে, حِدْثَاءُ ও حِدْثَان أَحْداثٌ হয়ে থাকে (দ্রঃ আল-মুনজিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১; যামাখশরী বলেন, إِنَّ الأَحَادِيْثَ اسْمُ جَمْع দ্রঃ আল-কাশশাফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩; ফার্‌রা বলেন, إن واحِدَ الأَحَادِيْثِ أحدُوْثَةً. ثم جَعَلُوْهُ جَمعا للحَدِيْثِ. দ্র : আয্-যুবাইদী, তাযুল-উরুস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭)

৩. মুহাম্মাদ'উজাজ খতীব ড., ÔDmjj- nv'xm Djgû Iqv gmZvjvûû, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪০১/১৯৮১) পৃ. ২৭

৪. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়ত : ১০১

৫. হাদীস (حَدِيث) শব্দটি যদি (حَدْث) হদ্‌স শব্দ থেকে নির্গত হয় তবে অর্থ হবে, كَوْنُ الشَّيْءِ لِمْ يَكُنْ 'নব উদ্ভূত বস্তু, যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না।' (দ্রঃ wjmvbj ÔAvie, ১১ খণ্ড, পৃ. ১৩১)

৬. আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়া, gvKvBwmj jMvn, তাহক্বীক্ব, আব্দুস সালাম মুহাম্মাদ হারূন (বৈরূত : দারুল ফিক্র ১৩৯৯/১৯৭৯), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১

৭. মুহাম্মাদ সাব্বাগ ড., Avj-nv'xm Avb beex, (আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৬/ ১৯৮২) পৃ. ১৩৯; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'উসূলে হাদীস'-বিষয়ে লিখিত গ্রন্থ 'মিন আতইয়াবিল মুনাহ', (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সং, ১৪০০হি.) পৃ. ৬ ; ফাদার লুইস মালুফ, Avj gbwR' (Aviex-D'), (করাচী : দারুল ইশায়াত, ১৯৬৭) পৃ. ২৩৩

৮. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, Avn‡j nv'xm Av‡›'vjb (রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬/১৯৯৬) পৃ. ২৬

৯. মুহিবুদ্দীন আবুল ফায়য আয-যুবায়দী (মৃঃ ১২০৫/১৭৯০), ZvRj Di/m wgb RvIqvwnwij Kvgm, (মিশর : আল-মাতবা'আ আল- খায়রিয়্যা, ১ম সং ১৩০৬হি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৩

১০. যামাখশারী : মাহমূদ ইবন উমর আয-যামাখশারী ইরানের খাওয়ারিযম এর যামাখশার নামক গ্রামে ৪৬৭/১০৭৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও জ্ঞানী। আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন কিন্তু তিনি মু'তাযিলাদের অকীদা লালন করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিশের অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থ 'আল-কাশশাফ' কুরআনের ব্যাকরণ ও অলংকারিক বৈশিষ্ট্য

বিরোধিতা করে বলেন, আহাদীস শব্দটি ইসমে জমা নয়। বরং শব্দটি নিয়ম বহির্ভূতভাবে হাদীস শব্দের জমা তাকসীর جمع تكسير।[১২] যেমন: 'قطيع' শব্দের বহুবচন 'أقاطيع', 'بطيل' শব্দের বহুবচন 'أباطيل'- অথচ ইসমে জমা এ ওযনে ব্যবহৃত হয় না।[১৩]

কারো কারো মতে, আল্লাহ তা'আলার বাণী : وأما بنعمة ربك فحدث [১৪] এর মাঝের فحدث শব্দ হতে হাদীস শব্দের উৎপত্তি। কেননা অত্র আয়াতে নিয়ামতের অর্থ : হিদায়াত। আল্লাহ তা'আলা فحدث শব্দ দ্বারা তাঁর রাসূল (সা.) কে হিদায়াত প্রচার কার্যের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৫] হাদীস শব্দের উৎপত্তি যে শব্দ হতে যে ভাবেই হোক না কেন তাতে সংবাদ প্রদানের অর্থই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। কেননা আক্ষরিক অর্থে প্রত্যেক বাক্য বা সংবাদই হলো হাদীস।[১৬]

nv'xm k‡ãi AwfawbK A_©

হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ (ضِدّ الْقَدِيْم) বা পুরাতনের বিপরীত তথা নতুন। এ শব্দটি কথা বা বাণী অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১৭] যেমন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حدِيْثًا "আল্লাহর চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে"।[১৮]

'হাদীস' শব্দের বিশ্লেষণ করে ইমাম রাগিব আল ইসফাহানী (মৃ.৫০২/১১১০)[১৯] লিখেছেন, 'হাদীস' আর 'হুদুস' বলতে বুঝায় কোন একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, তা কোন মৌলিক জিনিস হোক কি অমৌলিক। আর মানুষের নিকট শ্রবণেন্দ্রিয় বা ওহীর সূত্রে নিদ্রায় কিংবা জাগরণে যে কোন কথা পৌঁছায়, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকেও হাদীস বলা হয়।[২০] তিনি অন্যত্র লিখেছেন, উচ্চতর জগত হতে একজনের অর্ন্তলোকে যা কিছু উদ্রিক্ত হয় তাই হাদীস।[২১] স্বপ্নকালীন কথাবার্তাকে কুরআনে হাদীস

তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনন্য স্থান দখল করে আছে। তিনি দীর্ঘদিন কা'বা শরীফে অবস্থান করায় 'জারুল্লাহ' বা 'আল্লাহর প্রতিবেশী' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ৫৩৮/১১৪৩ সনে ৭১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন দাউদী, ZvevKvZj gdvmmxixb (কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা, ১৩৯২/১৯৭২) ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৩

১১. আবুল কাসিম জারুল্লাহ মাহমূদ ইবন উমর আয-যামাখশারী, Avj-Kvkkvd Avb-nvKvBwKZ Zvbwhj Iqv Dqbj AvKvexj, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা,বি) ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৩

১২. جمع تكسير এর সংজ্ঞা : ما تغير فيه بناء مفرده অর্থাৎ যে জমা বা বহুবচনে একবচন শব্দের ভিত্তি পরিবর্তিত হয়ে যায়। রশীদ আশ-শারতুনূ, gveww'Dj Avieweq¨v, (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, নতুন সং,) ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৯

১৩. আবু হায়য়ান, Avj-evniæj gnxZ, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১২/১৯৯২) ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৮১; আইয়ূব ইবন মূসা আল হুসাইনী আবুল বাকা, Avj-KwjøqvZ wdj jMvn (আল আমাবিয়্যাহ প্রেস, ১৩৮০ হিজরী), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

১৪. আল-কুরআন, ৯৩ : ১১

১৫. শিব্বির আহমদ উসমানী, dvZûj gjwng (করাচী : মাকতাবাতুল হিজায, তা. বি) ১ম খণ্ড, পৃ. ১-২; তাকী উসমানী, 'viwm wZiwghx, (দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি) ১ম খণ্ড, পৃ. ২২; মোহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী, nv'xm kv¯¿ cwiwPwZ, (ঢাকা : ই,ফা,বা, ১, প্রকাশ, ১৪১৫/১৯৯৫) পৃ: ২

১৬. ইব্রাহীম আনীস ড. Avj gÕRvgj IqvmxZ (ইউ. পি : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, তা, বি) পৃ. ১৬০; সুবীহ সালিহ ড., Djgj nv'xm Iqv gmZvjvûû, (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৭শ সং ১৯৮৮) পৃ: ৪

১৭. আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম আল-মা'রূফ ইবনে মানযুর, wjmvbj Avie (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা,বি) ২য় খ. পৃ. ১৩১

১৮. আলকুরআন, ৪ : ৮৭

১৯. নাম হুসায়ন ইবনে মুহাম্মাদ। আল-রাগীব আল ইসফাহানী ইস্ফাহানে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে অবস্থান করেন। তাফসীর ও ভাষাজ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো : জামিউত তাফসীর, মুফদারাত আল-ফাযিল কুরআন প্রভৃতি। তিনি ৫০২/১১০৮ সনে ইন্তিকাল করেন। (লুইস মালুফ ফাদার, Avj-gbwR' wdj AvÔjvg, লিবানন : মাতবা'আ আল-কাসুলিকীয়া, ১২তম সং ১৯৮২, পৃ. ৩০২)

২০. আবুল কাসিম আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ আর রাগিব আল-ইসফাহানী, Avj-gdiv'vZ dx Mvixwej KiAvb(বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, তা,বি) পৃ. ১০৮

২১. প্রাগুক্ত

বলা হয়েছে -وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأوِيْلِ الأَحَادِيْثِ "স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ"।[২২] ইমাম রাগিব এই আয়াতের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, অর্থাৎ লোককে স্বপ্নযোগে যে সব কথা বলা হয়।[২৩]

নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন,[২৪] الحديث فهو في اللغة الكلام الذي يتحدث به وينقل بالصوت والكتابة 'আভিধানিক অর্থে হাদীস বলা হয় এমন কথাকে যা বলা হয় অথবা শব্দ ও লিখনীর মাধ্যমে নকল করা হয়।'

ড. সুবহী বলেন,[২৫] الحديث هو إسم من التحديث، وهو الأخبار 'হাদীস হল নাম-কথা বলার, সংবাদ দানের।'

এ ছাড়া বর্ণনা [২৬], ঘটনা প্রবাহ[২৭], অস্তিত্বহীন কোন জিনিস অস্তিত্বলাভ করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[২৮]

'কামূস ইলিয়াস আল আনসারী' অভিধানে হাদীসের আভিধানিক অর্থ করা হয়েছে,[২৯]

News, Recent, Novel, Chat, Familiar talk, Discourse, Conversation, Talk, Rumour.

The New Encyclopedia Britannica-Gi eYbv g‡Z, nv'x‡mi AwfavwbK A_ n‡jv *News of story.*[30]

হাদীস শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো সংবাদ বা কথোপকথন। চাই তা ধর্মীয় বিষয়ে হোক বা পার্থিব।[৩১] কতিপয় আলিম হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ বলেছেন, নতুন যা পুরাতনের বিপরীত। তাঁরা কাদীম বা পুরাতন বলতে কুরআন মাজীদকে বুঝিয়েছেন এবং নতুন বলতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসকে বুঝিয়েছেন।[৩২] এ ছাড়াও হাদীস শব্দটি নতুন, অনাদি-এর বিপরীত, সংবাদ, বর্ণনা, কথাবার্তা, উপদেশ, আধুনিক, উপন্যাস, বাণী প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩৩]

---

[২২]. আলকুরআন, ১২ : ১০১

[২৩]. আবুল কাসিম আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ আর রাগিব আল-ইসফাহানী, Avj-gdiv'vZ dx Mvixwej KiAvb, (বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, তা,বি) পৃ. ১০৮

[২৪]. নাসিরুদ্দীন আলবানী, Avj-nv'xm ûw¾qvZb, (কুয়েত : দারুস সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬/১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫

[২৫]. ড. সুবহী সালেহ,ÛDjgj-nv'xm Iqv gmZvjvûû, (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৫শ সংস্করণ, ১৯৮৪) পৃ.৩

[২৬]. ইলিয়াছ আনতুন ইলিয়াছ, Avj-Kvgm Avj-gv'ivmx, (নতুন দিল্লি : তাজ কোম্পানী, তা. বি) পৃ. ৮২; A. K. lein. *The religion of Islam* .P.24

[২৭]. Hans where. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. P-161; The Religion of Islam. P-24

[২৮]. রাগেব আল-ইসফাহানী, Avj-gdiv'vZ dx Mvixwej KiAvb, পৃ. ১০৮

[২৯]. এ্যাডওয়ার্ড ই, ইলিয়াস, Kvgm Bwjqvm Avj-Avmix, (৭ম সং, ১৯৫৪) পৃ. ১৩৮

[৩০]. *The New Encyclopaedia Britannica : Macropaedia*, (Chicago :15th Edition, 1995) Vol-5, P-607.

* হাদীস অর্থ : বাক্য, গল্প, খবর বা নতুন কোন কিছু। ইব্রাহীম খাঁ ও আহছান উল্লাহ, ইছলাম সোপান, (ঢাকা : ই, ফা,বা ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৮) পৃ: ৯৬; ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, (উর্দু), প্রধান সম্পাদক : কাসিম মাহমুদ, (করাচী : মাদানী কুতুবখানা, তা,বি) পৃ.৭৬৬

[৩১]. বতরূস আল-বুস্তানী, 'vBivZj gvÕAwid Avj-Bmjwgqv (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি) ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০; সম্পাদনা পরিষদ, msw ÿ ß Bmjvgx wek‡Kvl, (ঢাকা : ই. ফা. বা, ১৪০৮/১৯৮৭) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬

[৩২]. Djgj nv'xm Iqv gmZvjvûû, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪-৫

[৩৩]. *Encyclopedia of Islam,* (Leiden : E.J. Brill, 1971) Vol-iii, P. ২৩ ; মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আজহারী, Aviex-evsjv Awfavb, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)
Encyclopedia Americana, (New York, 1949) Vol-xiii, P. 609; Eword William lane, An Arabic-English Lexicon, (Beirut, 1980 part-2, P. 529; F, steingass, The Student Arabic English Dictionary, (London: W. H Allen and Co. 1884) P.24; F.A. Klein,The Religion of Islam, (New Dilhi: Cosmo publications 1978) P. 24; ইলিয়াছ আনতুন ইলিয়াছ, Avj Kvgmj gv'ivmx (মিসর : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, তাবি) পৃ. ৮২

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসে 'আল-কুরআন' কে হাদীস নামে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله "অতঃপর উৎকৃষ্ট হাদীস হলো আল্লাহর কিতাব।[৩৪]

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং তাঁর বাণীকে হাদীস নামে অভিহিত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি নবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের সৌভাগ্য কোন ব্যক্তির হবে? নবী (সা.) বললেন, আমি মনে করি এ 'হাদীস' সম্পর্কে তোমার পূর্বে আর কেউই আমায় জিজ্ঞেস করেনি। বিশেষত এ কারণে যে, হাদীস শুনার জন্য তোমাকে সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষিত ও আগ্রাহান্বিত দেখতে পাচ্ছি। কিয়ামতের দিবসে আমার সুপারিশে ধন্য হবে ঐ ব্যক্তি, যে তাঁর খাঁটি মন থেকে বলে "আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই"।[৩৫]

মোটকথা আভিধানিক অর্থে হাদীস শব্দটি কথা, নতুন বস্তু, বর্ণনা, সংবাদ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

gnvMš Avj KiAv‡b nv'xm k‡ãi e¨envi

পবিত্র কুরআনে হাদীস শব্দটি বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৩৬] وأمّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحدّثْ 'তুমি তোমার রবের নি'য়ামতের কথা বর্ণনা কর।' আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৩৭] فبأيّ حدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤمِنُون -'অতঃপর তারা কোন কথাকে বিশ্বাস করবে?' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৩৮] وهَلْ أتاكَ حدِيْثُ مُوسى -'মূসার খবর জানতে পেরেছ কি?' এছাড়া সংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৩৯] هَل أتاك حدِيْثُ الغَشِيَةِ -'সবকিছু আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের সংবাদ তোমার নিকট এসেছে?' وعَلّمْتنِى مِنْ تاْوِيْلِ الْأَحادِيْث- "স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ"। ومَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حدِيْثًا "আল্লাহর চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে"।[৪০]

মোট কথা, আরবি অভিধান ও কুরআনের ব্যবহারের দৃষ্টিতে 'হাদীস' শব্দের অর্থ কথা, বাণী, সংবাদ, খবর, ব্যাপার ও বিষয়। নবী কারীম (সা.) আল্লাহর বাণী পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে লোকদের সাথে কথা বলতেন, নিজের কথার সাহায্যে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথা, তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতেন, নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন, বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতেন, এই জন্য তা 'হাদীস' নামে অভিহিত হয়েছে।

nv'x‡mi cwifwlK A_

হাদীস ইসলামী শরী'আতের এক বিশেষ পরিভাষা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যে সব কথা, কর্ম অথবা কথা ও কাজের অনুমোদন এবং সমর্থন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত, ইসলামী পরিভাষায় তা-ই হাদীস

---

[৩৪]. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল-খতীব আত-তিবরিযী, wgkKvZj gvmwen, তাহকীক : নাসির উদ্দীন আলবানী, (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ /১৯৮৫) ১ম খন্ড. পৃ. ৫১

[৩৫]. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, mnxn Avj-eLvix, (মীরাট : হাশেমী প্রেস, ১৩২৮ হি.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭২ ; mnxn Avj-eLvix, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইসলামীয়া) ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৪ ; ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, dvZûj evix, (কায়রো : মাতবা'আ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৭৮ / ১৯৫৯) ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪

[৩৬]. আলকুরআন ৯৩ : ১১

[৩৭]. আলকুরআন ৭ : ১৮৫

[৩৮]. আলকুরআন ২০ : ৯

[৩৯].আলকুরআন ৮৮ : ১

[৪০]. আলকুরআন ৪ : ৮৭

নামে পরিচিত।[৪১] অনুরূপভাবে সাহাবীগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি এবং তাবে'ঈগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।[৪২]

নবী করীম (সা.) এর কথাকে মারফূ'[৪৩], সাহাবীগণের কথাকে মাওকূফ[৪৪] এবং তাবে'ঈগণের কথাকে মাকতু'[৪৫] হাদীস বলা হয়।

আল্লামা আবুল-বাকা'[৪৬] (মৃত ১০৯৩/১৬৮২) বলেন,[৪৭]

الحديث هو اسم من التحديث، وهو الإخبار، ثم سُمى به قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام

'হাদীস নাম হচ্ছে কথা বলার এবং সংবাদ দানের। এরপর নবী করীম (সা.) এর প্রতি আরোপিত বাণী, কর্ম এবং মৌনসমর্থনকে হাদীস বলে অভিহিত করা হয়।'

মুহাম্মদ 'আব্দুর রহমান আস-সাখাভী (র.) (মৃত ৯০২ হিজরি) বলেন[৪৮]

الحديث إصطلاحا : ما أُضِيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لهُ أو فعلا أو تقريرا أو صفةً حتى الحركات والسكنات في اليقظة والنوم.

'পরিভাষায় হাদীস হল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং তাঁর গুণ, এমন কি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও এর অন্তর্ভুক্ত।'

---

৪১. বতরূস আল-বুস্তানী, 'vBivZj gvÔAwid (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১২৯৯ / ১৮৮২) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭১৫; وما أثر عن النبى من قول وفعل و تقرير وصفة আল-হাদীস আন-নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৪২. আবূ তাইয়্যেব আস-সিদ্দীক হাসান বলেন, وكذلك يُطْلق قول الصحابي وفعله وتقريره، وعلى قول التّابعي وفعله وتقريره (দ্র. আল-হিত্তাহ, পৃ. ৫৫-৫৬; আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৩; মুফতী আমীমুল ইহসান বলেন, وكذا يُطلق على قول الصحابى والتابعى وفعلهم وتقريرهم দ্র: KvIqvÔB'j-wdKn, পৃ. ২৬)

৪৩. যে সব হাদীসের বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে যে সুত্রের মাধ্যমে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কোন কথা, কোন কাজ করার বিবরণ কিংবা কোন বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত হয়েছে, এবং মাঝখান হতে একজন রাবীও বাদ পড়েনি তা হাদীসে মারফূ নামে পরিচিত। (দ্র: হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ৩৮); মুহাম্মাদ ইবন ওলুভী আল-মাক্কী বলেন,

هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القول أو الفعل أو التقرير وسُمِّى مرفُوعاً

দ্র: Avj-KvIqvB'j-Avmvmxq¨vn dx Bjwg gmZvjwnj nv'xm,(জিদ্দা : মাতবা'য়া সহর ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৬) পৃ. ২৮; ড. মুহাম্মাদ সাব্বাগ বলেন, .وهو ما أُضِيفَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم خَاصَّة مِنْ قولٍ أو فعل أو تقرير (দ্র: আল-হাদীসুন-নববী, পৃ. ২৭৬)

ইবনু'স সালাহ বলেন, المرفوع هو ما أُضِيفَ إلى رَسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقِعُ على غيْر ذالك على الصَّحابة وغيرهم (দ্র: gKwÏgvn BebÓm mvjvn, njà: 193 Djgj nv'xm, পৃ. ৪৫

৪৪. যে সব হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে-কোন সাহাবীর কথা কিংবা কাজ বা অনুমোদন যেসব সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে তাকে হাদীসে মাওকুফ বলে।

المضاف إلى الصحابي، سواء كان قولا أو فعلا وسواء اتصل سنده إليه أمْ انْقَطَعَ

দ্র: Avj-KvIqvB'j-Avmvmxq¨vn, পৃ. ৩১)

৪৫. যে সনদসূত্রে কোন তাবেয়ীর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয় তাকে হাদীসে মাকতু বলে। ড. মাহমুদ তাহান বলেন, ما أُضِيف إلى التابعي أو مِن دونه من قول أو فعل (দ্র : ZvBmxiæj gmZvjwj-nv'xm, করাচী : কাদামী কতুবখানা, তা.বি পৃ. ১৩৩; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ খতীব বলেন বলেন, وهو ما روى عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم

দ্র : ÔDmjj-nv'xm, পৃ. ৩৮১)

৪৬. তাঁর নাম আইয়ুব ইবন মূসা আল-হুসায়নী আল-কারীমী আল-কাফাভী। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি জেরুজালেম-এর বিচারপতি পদে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। হানাফী ফিকহ শাস্ত্রে তুর্কী ভাষায় তুহফাতুল-শাহান নামে তিনি একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কুল্লিয়াত ফিল-লুগাহ নামে তাঁর আর একটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

৪৭. আবুল বাকা', KwjøqvZ wdj-jMvn, পৃ. ১৫২

৪৮. মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুর-রহমান আস-সাখাভী, dvZûj-gMxm, (দারুল ইমাম আততাবারী : ২য় সংস্করণ১৪১২/১৯৯৬) ১ম খণ্ড, পৃ. ৮

শায়খ 'আব্দুল-হক দিহলূভী (মৃত ১৩৫০/১৯৩১) বলেন,[৪৯]

إعلم أن الحديث في إصطلاح جمهور المحدثين يُطلقُ علي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ... وكذلك يُطلق على قول الصحابي وفعله وتقريره وعلى قول التابعي وفعله وتقريره.

'অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর পরিভষায় হাদীস বলতে নবী করীম (সা.) এর কথা, কাজ এবং তাঁর মৌনসম্মতিকে বুঝায়। অনুরূপভাবে সাহাবীগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি এবং তাবি'ঈগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।'

'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী[৫০] (মৃত ৮৫৫ হিজরি) বলেন,[৫১] فَهُو عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَقْوالُ النَّبِىِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ و أَفْعَالُهُ و أَحوالُهُ- 'হাদীস এমন জ্ঞানের নাম, যার সাহায্যে নবী করীম (সা.) এর কথা কাজ এবং তাঁর অবস্থা জানা যায়।'

আর একটি মতে নবী করীম (সা.), সাহাবা-ই-কিরাম এবং তাবি'ঈগণের ফাতওয়াকেও আসার নামে অভিহিত করা হয়। যেমন- ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর হাদীস গ্রন্থদ্বয়কে শারহু মা'আনিল-আসার এবং 'মুশকিলুল-আসার নামে নামকরণ করেন। এ ছাড়া 'আল্লামা সাখাভী (র.) এর মতে ইমাম তিবরানী (র.) তাঁর একটি হাদীস গ্রন্থের নাম রাখেন 'তাহযীবুল-আসার'। অথচ এ গ্রন্থে বিশেষভাবে মারফূ' হাদীসই স্থান লাভ করছে। প্রসিদ্ধ মতে নবী করীম (সা.), সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের বর্ণনাকেই হাদীস বলা হয়। আর সাম্রাজ্য, সম্রাট ও অতীতযুগের কাহিনীকে বলা হয় খবর। এ কারণে নবী করীম (সা.)-এর সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে 'মুহাদ্দিস' এবং ইতিহাসের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে 'আখবারী' নামে অভিহিত করা হয়।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭১-১৪৪৮) লিখেছেন, যে সকল কথা ও কাজ নবী (সা.) এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়, তাই হাদীস।[৫২]

"*The Encyclopaedia of Islam*"- এ হাদীসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

"Hadith with the definite articale is used for traditions, being an account if what the prophet said or did or of his tacit approval of something said or done it his presence" হাদীস বলতে বুঝায় এমন কিছু ঐতিহ্যপূর্ণ বিষয়কে যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন বা করেছেন। কিংবা তার সামনে কোন কথা বলা হয়েছে বা কোন কাজ করা হয়েছে এবং তাতে তার মৌনসম্মতি ছিল।

---

[৪৯]. শায়খ 'আব্দুল-হক দেহলূভী, Avj-gKvÏvgvn, (লাহোর : মাকতাবাহ মুস্তাফাই, ১৯৯৫) পৃ. ৩

[৫০]. নাম : বদরুদ্দীন, উপনাম : আবু মুহাম্মাদ । পিতার নাম : আহমদ । পূর্ণ নাম : মাহমূদ ইবন আহমদ বদরুদ্দীন আল-'আয়নী আল-হানাফী (র.)। তিনি আয়নাতাবী স্থানে ৭৬২ হিজরির ১৭ ই রমযানে মতান্তরে ৭২৫/ ১৩২৪ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মভুমিতেই বড় হন, শিক্ষা অর্জন করেন এবং পিতার নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বহু দেশ ভ্রমন করেন। 'আয়নী (র.) হাদীস, ফিকহ, তারীখ, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'উমদাতুল-কারী, বুখারীর শরাহ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এটি বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। বৈরুতের দারুল-ফিকর থেকে এটি ২৫ খন্ডে মুদ্রিত হয়। তিনি ইমাম তাহাভী (র.) এর শরহু মা'আনি'ল-আসার গ্রন্থের দুটি বড় বড় শরাহ গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে نخب الأفكار গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত। তিনি ২ খণ্ডে সুনানু আবী দাউদের একটি শরাহ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত আল-হিদায়াহ- এর শরাহ البناية ১০ খণ্ডে রচিত এবং অতি প্রসিদ্ধ। এছাড়াও তাঁর রচিত আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে।
(দ্রঃ মুকাদ্দামাহ, ÔDg'vZj-Kvix, পৃ. ২-১০; ওমর রিয়া কাহহালাহ, gÔRvgj-gAwjødxb, বৈরুত মুয়াস্‌সাসতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪/১৯৯৩ ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৯৭-৭৯৮; ইবনুল-'ইমাদ, kvhvivZh-hvnve, ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২৮৭-২৮৮; ইসমাঈল পাশা, Bhvnj-gvKbb, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২, ১১৯; শাওকানী, Avj-ev'iæZZ-ZvjxÔ, ২য় খ., পৃ. ২৯৪-২৯৫)

[৫১]. বদরুদ্দীন আইনী, ÔDg'vZj-Kvix, (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি) ১ম খণ্ড, পৃ. ১১

[৫২]. হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী, bhnvZb bhi dx ZvIhxn bLevZj wdwKi (দেওবন্দ : মাকতাবাত থানবী, তা, বি) পৃ. ৫

The New Encyclopaedia Britannica-এ হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,
"Hadith is the spoken traditions attributed to the prophet Muhammad (sm.) which are revered in Islam as a major source of religious law and moral guidance". হাদীস হলো নবী (সা.) এর এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথামালা যা ইসলামের অধিকাংশ আইনের উৎস ও নৈতিক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অনুরণিত।

অল্লামা তীবী সহ কিছু সংখ্যক হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবী ও তাবে'ঈদের কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতির বর্ণনাকে হাদীস বলে।
Ò*The Encyclopaedia of Religion"*- এ অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে হাদীসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ইসলামী পরিভাষায় হাদীস শব্দটি প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাক্য, কর্ম, সমর্থন ইত্যাদির বর্ণনায় বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। পরবর্তীকালে সাহাবীদের উক্তি, কার্য ও সমর্থনকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবী (সা.) ও তার সাহাবীদের বচন ও কর্মের লিখিত বিবরণ হাদীস নামে কথিত হয়। এ অর্থে হাদীসের সুবৃহৎ লিখিত সংকলনগুলোও সমষ্টিগতভাবে হাদীসরূপে গণ্য এবং হাদীস সম্পর্কিত বিষয়াদির পর্যালোচনা, অনুসন্ধান, গবেষণা ইত্যাদিকে 'ইলমুল হাদীস' বলা হয়।

কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ নবী করীম (সা.) এর নবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে হাদীস ও সুন্নাহর মধ্যে শামিল করেছেন। উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে প্রাক নবুওয়াত যুগে মুহাম্মদ (সা.) এর সকল কথা, কাজ, আমল, আচরণ মুসলিম মিল্লাতের জন্য অনুকরণীয় সুন্নাত হিসেবে বিবেচ্য। অথচ পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অনুসরণ বিষয়ক বিভিন্ন আয়াতের মর্মানুযায়ী নবুওয়াত উত্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কথা, কর্ম, আচরণ সমূহের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। নবুওয়াত পূর্ববর্তী আমল উম্মতের জন্য অনুকরণীয় সুন্নাত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রিয় সাহাবীগণ তা একান্ত সাধনার মত সুন্নাতের উপর অবশ্যই আমল করতেন। অথচ তারা তা কখনও করেন নি, বরং তারা নিয়মিত জুম'আর জাম'আতে অংশগ্রহণ করেছেন, জিহাদের মাঠে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুলুল্লাহ্ (সা.) এর নবুওয়াত পরবর্তী জীবনের সকল আমলের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নবুওয়াত পূর্ব আচরণ উম্মাতের জন্য অনুসরণীয় সুন্নাত বা হাদীস নয়। তবে তা পরবর্তী জীবনে মুহাম্মদ (সা.) এর নবী বা রাসূল হওয়ার অকাট্য সাক্ষ্য বহন করে।

ইতোপূর্বের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, হাদীস হলো কাদীম বা পুরাতনের বিপরীত বস্তু। এখানে কাদীম বলতে আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, যা চিরন্তন। আর হাদীস হলো নতুন, যা মুখ থেকে অল্প অল্প করে বের হয়। অনেক আয়াতে কুরআনকেও হাদীস বলা হয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত দার্শনিক ও তাফসীরকারক ইমাম রাযী বলেন, আল-কুরআনের ভাষা ও বাক্য সমষ্টি মাখলূক বা সৃষ্ট; যদিও তার মূল ভাবটি কাদীম বা চিরন্তন।

মু'তাযিলা ও জাহমিয়াদের মতে, কুরআন মৌলভাব ও ভাষা উভয় দিক থেকেই সৃষ্ট। অ্যারিস্টটলের অনুসারী আল-ফারাবী, ইবনে সীনা, তূসী প্রমূখ দার্শনিকদের মতে, আল্লাহর কালামের স্বাতন্ত্র্যভাবে কোন বাহ্যিক রূপ নেই। উচ্চ কল্পনা শক্তির মাধ্যমেই শুধু তা উপলব্ধি করা যায়। যার মূল বক্তব্য হল, বর্তমান কুরআন চিরন্তন নয় বরং সৃষ্ট।

কিলবিয়া ও আশ'আরীয়াদের মতে, কুরআনের ভাব কাদীম, কিন্তু ভাষা নতুন বা সৃষ্ট। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,"বরং তা হলো মহিমান্বিত কুরআন যা সুরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ) আছে"[৫৩] "আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে রুহুল কুদুস জিব্রাইল (আ.) তা (কুরআন) নিয়ে সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়েছেন"[৫৪]। অবশ্যই তা শব্দ, অর্থ ও বাক্যহীন অন্তঃসারশূন্য কিতাব ছিল না। তাই কোন যুক্তিতেই কুরআনকে মাখলূক বা সৃষ্ট বলা যায় না। আল্লাহ তা'আলার সত্তা যেমন, চিরন্তন-অবিনশ্বর, তেমনি তার কালামও সন্দেহাতীত ভাবে কাদীম বা চিরন্তন। অতএব, কুরআনকে হাদীস বা সৃষ্ট বলার পক্ষে ইমাম রাযী সহ অন্যান্য পণ্ডিতদের প্রদত্ত অভিমত যুক্তিযুক্ত ও সঠিক নয়।

মাওয়ার্দী বলেন, কুরআনকে হাদীস বলার দু'টি কারণ হতে পারে-

ক. কুরআন মহান আল্লাহর বাণী বা বক্তব্য। এখানে বাণী, কথা বা বক্তব্য অর্থেই কুরআনকে হাদীস বলা হয়েছে।

খ. অবতরণের সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য আসমানী কিতাবের তুলনায় কুরআন সাম্প্রতিক বা নতুন। কেননা তা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে নাজিল হয়েছে।
আল্লামা শাওকানী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা শার'ঈ বিধানসহ বিভিন্ন বিষয়ে জগৎবাসীকে সংবাদ প্রদান করেছেন। সুতরাং খবর বা সংবাদ দেয়া ও বর্ণনা করা অর্থে কুরআন অবশ্যই হাদীস।

আল্লামা আলূসী বলেন, কাদীম বা চিরন্তনের বিপরীত হিসেবে নয় বরং বাণী হিসেবেই কুরআনকে হাদীস নামে অভিহিত করা হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিশেষে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, আল-কুরআন প্রকৃতপক্ষে ভাব ও ভাষা উভয় দিক থেকেই কাদীম বা চিরন্তন। কিন্তু বাণী অবতরণের সময় বা কালের বিচারে তুলনামুলকভাবে তা হাদীস বা সাম্প্রতিক। বাণী বা বক্তব্য হিসেবেও কুরআনকে হাদীস বলা যেতে পারে। কেননা হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থই হলো কথা, বাণী, নতুন, আধুনিক ইত্যাদি যা আমরা হাদীসের আভিধানিক অর্থে আলোচনা করেছি। তবে ইসলামী পরিভাষাগত দিক থেকে সর্বসম্মতভাবে কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়াতী জীবনের সকল কথা, কর্ম, অবস্থা ও অনুমোদনকে হাদীস নামে অভিহিত করা হয়। সুন্নাত, খবর ও আসরকেও হাদীসের সমার্থক বলে অভিমত পোষণ করা হয়েছে।

হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মনগড়া কোন বক্তব্য নয়, আলকুরআনে এর অকাট্যতা বিদ্যমান। শাশ্বত ধর্ম ইসলাম বিশ্ব মানবতার জন্য এক বিশেষ নি'য়ামাত। ইসলামকে পূর্ণতা দানও মহান আল্লাহ তা'আলর এক বিশাল নি'য়ামাত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নি'য়ামাতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম"।[৫৫] উল্লেখিত আয়াতে ইসলামকে আল্লাহর নি'য়ামাত বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেছেন "তোমরা তোমাদের প্রভুর নিয়ামাতসমূহ বর্ণনা কর"।[৫৬] এ আয়াতে তা প্রকাশ ও ব্যক্ত করারও নির্দেশ এসেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাম্মাদ (সা.) নবী ও রাসূল হিসাবে যে সব কথা বলেছেন ও যে সব কাজ করেছেন তার ভাষাগত বিবরণকে ইসলামী পরিভাষায় হাদীস বলা হয়েছে।

---

[৫৩]. আলকুরআন, ৮৫ : ২১- ২২
[৫৪]. আলকুরআন, ১৬ : ১০২
[৫৫]. আলকুরআন ৫ : ০৩
[৫৬]. আলকুরআন ৯৩ : ১১

অনরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কোন সাহাবী কোন কথা বললে বা কোন কাজ সম্পাদন করলে যদি তিনি তার প্রতিবাদ না করেন এবং মৌন সম্মতি দান করে থাকেন, তবে তার বিবরণও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা রাসূলল্লাহ (সা.) এর সামনে শরী'য়াত বিরোধী কোন কাজ করা হবে আর তিনি তার প্রতিবাদ করবেন না, এমনটা কল্পনাও করা যায় না। তাতে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অথচ আল্লাহর নির্দেশ হল "হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ হতে যা আপনার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, তা যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিন, যদি তা না করেন, তবে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না"।[৫৭] রাসূলুলল্লাহ (সা.) তাঁর ওপর অর্পিত রিসালাতের মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। এজন্য নবুওয়াতী জীবনে তাঁর নিজের কথা, কাজ এবং তিনি যে কথা ও কাজ সমর্থন করেছেন, তা হাদীস নামে পরিচিত।

এ সম্পর্কে ইবনে জারীর আত-তাবারী ইবনে সায়াদ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, "নবী (সা.) যদি ওহী লব্ধ কোন বিষয় গোপন করতে চাইতেন, তবে তিনি স্বীয় ত্রুটি সম্পর্কিত অবতীর্ণ সূরা আবাসা ওয়াতা ওয়াল্লা কে অবশ্যই গোপন রাখতেন"

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার ওপর অর্পিত রিসালাতের মহান দায়িত্ব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তেও যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাবলীগে দ্বীনের সূচনালগ্নে এ ধর্মের প্রচারাভিযান বন্ধ করলে তৎকালীন আরবের একগুচ্ছ রাজত্ব, বিপুল ধনভাণ্ডার এবং অপরূপা সুন্দরী রমণী প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এ জন্য নবুওয়াতী জীবনে তার নিজের কথা, কাজ এবং তিনি যে কথা ও কাজ সমর্থন করেছেন, তা হাদীস নামে খ্যাত।

---

[৫৭]. আলকুরআন ৫ : ৬৭

mbvZ, Lei I Avmvi-Gi mv‡_ nv'x‡mi cv_K¨

mbvZ k‡ãi AwfavwbK A_©

হাদীসের অপর নাম হচ্ছে সুন্নাহ। এর শাব্দিক অর্থ চলার পথ বা রাস্তা। যেমন বলা হয়, سَنَنْتُ الشَّيءَ بالمِسَنِّ 'আমি বস্তুটিকে ভারি পাথর দ্বারা চিহ্নিত করলাম।' কর্মের নীতি ও পন্থা-পদ্ধতি,[৫৮] রীতি-নীতি, নিয়ম-প্রক্রিয়া, জীবন-চরিত[৫৯] স্বভাব-চরিত্র[৬০] ইত্যাদি। যেমন, নবী করীম (সা.) বলেছেন,[৬১]
"যে ব্যক্তি উত্তম কোন সুন্নাত বা রীতির প্রবর্তন করবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে, সে তার পূণ্য লাভ করবে। আর যে তার অনুসরণ করবে, তার পূণ্যের অংশও সে লাভ করবে। কিন্তু তাদের পূণ্যের ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দ সুন্নাত বা খারাপ রীতির সূচনা করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে, সে এর মন্দ ফল ভোগ করবে। আর যারা ঐ রীতির অনুসরণ করবে তাদের পাপের অংশ ও তার ওপর বর্তাবে। অথচ তাদের পাপের কোন কমতি হবে না"।

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি (র.) (মৃত ৫০২ হিজরি) বলেন, سنة النبي: طريقته الذي كان يتحرّاها নবী করীম (সা.) এর সুন্নাত বলতে তাঁর এমন রীতি-নীতিকে বুঝায় যা তিনি বেছে নিতেন এবং অবলম্বন করে চলতেন।

আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-ফায়উমী (মৃত ৭৭০ হিজরি) বলেন,[৬২]
السنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة والجمع سُنَنٌ 'সুন্নাহ অর্থ জীবন চরিত তা প্রশংসিত হোক বা কুৎসিত। এর বহু বচন সুনানু।

---

[৫৮]. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান ড., AvZ-ZvkixÔDj-Bmjvgx Iqv DÔKevZj gRwigxb,(রাজশাহীঃ আল মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪২২/২০০২) পৃ.৭০; আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ, ÔBjgj-Dmwjj-wdKn,(কুয়েতঃ দারুল কালাম, ১ম সংস্করণ১৪০৩/১৯৮৩) পৃ. ৩৬; 'আমীমূল ইহসান, KvIqvB'j wdKn, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৮১/১৯৬১) পৃ. ৩২৮; সা'দী আবূ জাইয়্যেব, Avj-Kvgmj wdKnx, (পাকিস্তানঃ ইদারাতুল-কুরআন, তা.বি) পৃ. ১৮৪; gÔRvg jMwZj dKvnv, c. ২৫০; আল ফাইয়ুমী, আহমদ ইবন মুহাম্মাদ আল মুকরী আল ফাউমী, Avj wgmevûj-gbxi (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ১৪১৪/১৯৯৪), ১ম খণ্ড, পৃ.২৯২; আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আল জুরজানী, AvZ-ZvixdvZ,(ইস্তাম্বুলঃ মাতবায়াতু আহমদ কামেল, ১৩২৭ হিজরী) পৃ. ৮২; ড. সালিহ ইবন 'আব্দিল 'আযীয আল-মানসূর, Dmjj-wdKn Iqv Beb ZvBwgq¨vn, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭; মুহাম্মদ আলী আস-সিইন, ZvixLj wdKwnj Bmjvgx,(মিসরঃ মাকতাবাতু মুহাম্মদ আলী সাবীহ, তা.বি) পৃ. ২৯; F.A. Kleim, *The Religion of Islam,* P.24; A.S. Trition , *Islam belief and practices*, P.111.

[৫৯]. wjmvbj ÔAvie, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৯; gnv¤§' wbhvgÏxb Avj-Avbmvix e‡jb,السنة لغة العادة السيرة
(দ্রঃ wKZve dvIqwZûi ingZ wekviwn gmvjøvgm-meZ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬; Anawar Ahmad Qadri বলেন, sunnah habit of life Cf. Islamic jurisprudence in the modern world. P-189; *Dictionary of Modern written Arabic,* p.433.)

[৬০]. সা'দী আবূ জাইয়্যেব, Avj-Kvgmj-wdKnx, (পাকিস্তানঃ ইদারাতুল- কুরআন, তা.বি) পৃ. ১৮৩; লুইস মা'লুফ, Avj-gbwR' wdj-jMvn Iqvj AvÔjvg, (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক, ১৯৮৬, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৫৩; Avj-gÔRvgj IqwRh, পৃ. ৩২৫; AvZ-ZvkixÔDj Bmjvgx, পৃ. ৭০; মুহাম্মদ 'আলী আত-থানূভী বলেন, في اللُّغة: الطريقة حسنة كانت أو سيئة. السنة (দ্রঃ Kvkkvd BmwZjvnwZj-dbb, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৩

[৬১]. সহীহ মুসলিমে জারীর ইবন 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদীসের অংশ নিম্নরূপ,
سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بعده كتب له مثل أجر مَن عمل بها ولا يُنقص من أجورهم شيء. ومن سنَّ في الإسلام سُنة سيِّئة فعمل بها بعده كتب عليه مث وزر من عمل بها ولا يُنقصُ من أوزارهمْ شيء.

[৬২]. আহমদ ইবন মুহাম্মাদ আল মুকরী আল ফাউমী, Avj wgmevûj-gbxi (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ১৪১৪/১৯৯৪), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯২

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা খাত্তাবী বলেন,[৬৩]

السّنّة أصلها الطريقة المحمودة فإذا اطلقت إنصرفت إليها وقد يُستعمل في غيرها مقيدة

‘সুন্নাহ-এর মূল অর্থ প্রশংসিত পদ্ধতি এটি যদি তার সাথে কোন শব্দ সংযোগ ছাড়া ব্যবহৃত হয় তখন এ অর্থই বুঝাবে। আর অন্য অর্থ বুঝাতে হলে তার সাথে কোন শব্দ সংযোগ করে সে অর্থে ব্যবহার করা হয়।’

সুন্নাত আরবি শব্দ। শব্দটি একবচন, এর বহুবচন সুনানুন। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুন্নাত অর্থ : পথ, রীতি, কর্মপন্থা বা চরিত, তা উত্তম হোক বা মন্দ।

সুন্নাত অর্থ : পদ্ধতি বা প্রথা, ব্যবহার, অভ্যাস, নীতি, সংবিধান প্রভৃতি। সুন্নাত এমন পথ বা পন্থা যা পূর্বসূরিগণ কর্তৃক অনুসৃত এবং উত্তরসূরিগণ দ্বারা অনুসরণীয়। আল্লাহর সুন্নাত বলতে তার কর্ম কুশলতার বাস্তব পন্থা এবং তার আনুগত্য করার নিয়ম-পদ্ধতিকে বুঝায়।

সুন্নাতের অপর আক্ষরিক অর্থ দাগ। ছুরি ধার দেয়ার জন্য পাথরের উপর উপর্যপুরি ঘর্ষণের ফলে তাতে যে দাগের সৃষ্টি হয়, তাই সুন্নাত। নিয়মিতভাবে কোন কাজ করাকে সুন্নাত বলা হয়। যেমন, আরব জাতির উক্তি ‘আমি অবিরাম গতিতে পানি প্রবাহিত করেছি’। এজন্য কিসাঈ সুন্নাতের অর্থ করেছেন নিয়মিত। আল্লামা শাওকানী এর অর্থ করেছেন প্রচলিত পদ্ধতি বা রূপ। আর আল্লামা খাত্তাবী এর নিকট সুন্নাত অর্থ প্রশংসনীয় রীতি বা পদ্ধতি। তবে কখনো তা অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সুন্নাত অর্থ : প্রশংসনীয় এবং সুদৃঢ় ও সঠিক পথ বা পন্থা। যেমন বলা হয় ‘অমুক ব্যক্তি আহলে সুন্নাতের অনুসারী’ এর অর্থ প্রশংসনীয় সঠিক পথের অনুসারী।

আল্লামা আলবানী (র.) বলেন, সুন্নাত হলো সমাজ জীবনে প্রচলিত সাধারণ রীতি-পদ্ধতির নাম।
এছাড়াও আরব জাতির নিকট সুন্নাত অর্থ- এমন রীতি বা পদ্ধতি যা ইতিপুর্বে কেউ প্রবর্তন করে নি। যেমন আরবদের উক্তি আমি তোমার জন্য একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি, তোমরা তা অনুসরণ কর। যখন তুমি এমন কোন কাজ কর, যা তোমার পূর্বে কেউ করে নি। আর তুমি আশাবাদী যে, অন্যেরা তোমার এ প্রবর্তিত কাজের অনুসরণ করুক।

আল মাওয়ার্দীর অভিধানে সুন্নাতের অর্থ লিখা হয়েছে : Rule, Law, Custum, Rubric, Practice, Usage, Tradition, Mores, Line of conduct, Mode of life, Nature etc.

মোটকথা সুন্নাত শব্দটি আভিধানিক দিক থেকে পথ, পদ্ধতি, রীতি-নীতি, স্বভাব-প্রকৃতি, রূপরেখা, প্রথা, ব্যবহার, অভ্যাস, সংবিধি প্রভৃতি প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ আভিধানিক অর্থেই পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী ও জাহেলী যুগের আরবদের কবিতায় সুন্নাত শব্দের ব্যাপক ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় । নিম্নে এর কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত হলো।

ইসলামী শরী‘আতের পরিভাষায় সুন্নাহ বলা হয়, নবী করীম (স.) এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, কার্যপ্রণালী এবং তাঁর মৌনসম্মতি ব্যাপকার্থে সাহাবী ও তাবি‘ঈগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকেও সুন্নাহ বলা হয়ে থাকে।[৬৪]

---

[৬৩]. মুহাম্মাদ আলী আশ শাওকানী, Bikv‘j dvûj, (বৈরুত : দারুল মা‘রিফাহ, তা.বি) পৃ. ২৯

[৬৪]. যাকিউদ্দীন শ‘বান, Dmjj-wdKûj-Bmjvgx, (মিসর : মাতবা‘আাতু দারিত-তা’লীফ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪) পৃ. ৫৭; সায়ফুদ্দীন ‘আলী ইবন মুহাম্মাদ আল আমাদী, Avj-AvnKvg dx Dmwjj-AvnKvg, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা ১৪০০/১৯৮০) ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১; Dmjj-wdKn Iqv Beb ZvBwgq¨vn, পৃ. ২৩৭; *Encyclopedia of Religion and Ethics,* Vol-৭, P.862

আল্লামা আল-জাযায়েরী (র) বলেন

أما السنة فتطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي صلى الله علية وسلم، ومن قول أو فعل أو تقرير، فهي مرادفة للحديث عند علماء الأصول.

'সুন্নাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবী করীম (সা.) এর নামে কথিত কথা কাজ ও মৌনসমর্থনকে বুঝায়। বিশেষজ্ঞগণের মতে এটা হাদীসের সমার্থবোধক।'

'আল্লামা 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী ও ড. সুবহী সালিহ বলেন, মুহাদ্দিসগণের পরিভষায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়াত পূর্ববর্তী কিছু কিছু কথা ও কাজ এবং নবুওয়াত পরবর্তী সর্বপ্রকার কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকেই সুন্নাহ বলে।[৬৫]

'আরবি ভাষাবিদগণের মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা ও কর্ম-জাতীয় আদেশ, নিষেধ ও মৌনসম্মতি যে গুলো পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয় নি তাকে সুন্নাহ বলা হয়।[৬৬]

Anwar Ahmad Said:[67]
Sunnah is the utteronces of the prophet (other than the Quran) or his personal acts and sayings of others tacitly approved by Him.

James Hastings said:[68]
According to Muslim theory, the sunnah of the prophet of the prophet Consists of three elements: (1) His qawl (decisions) (2) His fit (manner of Conduct); and (3) His sukut or taqrir (tacit approbation of the deeds and words or others).

nv'xm wekvi '‡'i cwi fvlvq mbvZ

মুহাদ্দিসগণ সুন্নাতের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যার বাক্য বিন্যাস ভিন্নরূপ হলেও অর্থে ও ভাব অভিন্ন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা পেশ করা হলো।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ আলবানী (র.) এর মতে, ওহীর সাথে সম্পর্কহীন নিজ সত্তাগত ও দুনিয়াবী বিষয়সমূহের বাইরে মহানবী (সা.) এর শরী'আত বিষয়ক সকল কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে সুন্নাত বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সকল কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি, চারিত্রক গুণাবলি, ও আচরণ প্রভৃতিকে সুন্নাত বলে। তা নবুওয়াতের পূর্বে হোক বা পরে।

সায়ফুদ্দীন আমিদী সুন্নাতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর শরী'আত বিষয়ক কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে সুন্নাত বলা হয়, যা ওহী-ই গায়িব মাতলু বা অপঠিত ওহী এবং কুরআন বা পঠিত ওহী নয়। ইবন তায়মিয়াহও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রচারিত যে উচ্চতম আইন বিধান আল্লাহ তা'আলার মত ও মর্জি প্রমাণ করে বা প্রকাশ করে, তাই সুন্নাত। আল-কুরআনের ভাষায় 'মহানতম আদর্শ' বলতে এ সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে।

আল্লামা শাতিবী (র.) সুন্নাতের তিনটি অর্থ করেছেন, ক) দ্বীনে অনুমোদিত ও প্রচলিত বিষয়ের নাম, যার বিপরীত শব্দ বিদ'আত। খ) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কথা ও কাজ এবং গ) ঐ সব বিধি-বিধান যার ওপর সাহাবীগণ আমল করেছেন।

---

৬৫. মুহাম্মদ আবূ যাহু, Avj-nv'xm Iqvj gnwÏmb, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল আরবী, ১৪০৪/১৯৮৪) পৃ. ১০; AvZ-ZvkixÔDj-Bmjvgx, পৃ. ৭৩; (দ্রঃ Avm-mbvZ KvejvZ-Zv' fxb, পৃ. ১৬)
লিসানুল 'আরব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.৩৯৯

৬৭. *Islamic jurisprudence in the modern world.*P-189

৬৮. *Encyclopedia of Religion and Ethics,* Vol-7, P.862

আল্লামা বশীর সাহমোযানীর ভাষায় সুন্নাত হলো সে বিশেষ পথ, পন্থা ও পদ্ধতি যা নবী কারীম (সা.) এর সময় থেকেই দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে কোন কাজ করা বা না করার দিক দিয়ে বাস্তবভাবে অনুসরণ করা হয়।

"The Encyclopaedia of Religion"- এ বলা হয়েছে, The Sunnite is the follower of the Sunnah, or the view and usage of the Prophet……. The Sunnah of the Prophet would be found embodied in a tradition (hadith).

সুন্নাতের অনুসারী অথবা নবী (সা.) এর দৃষ্টিভঙ্গি ও তার রীতি-নীতির অনুসারীদেরকেই সুন্নী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নাত হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত।

ড. আহমাদ শালবী বলেন, সুন্নাত বলতে দু'ধরনের বিষয়কে বুঝায়,

ক. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে যখন নতুন কোন কাজ বিষয় উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ বিষয়ের বিধান বর্ণনা করে ওহী নাযিল করেন। কিন্তু ওহীটি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর চিন্তা জগতে উদয় হয়, অতঃপর তিনি নিজ শব্দে তা প্রকাশ করেন; তখন তাকে সুন্নাত বলে।

খ. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন সমস্যায় উপনীত হওয়ার পর সমাধানকল্পে ওহী না আসলে তিনি তার সূক্ষ চিন্তা-গবেষণার দ্বারা এ শর্তে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত বিধান পরে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। পরে যদি ঐ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওহী-ই কুরআন নাযিল না হয়, তবে তাকে সুন্নাত হিসেবে গণ্য করা হয়।

Dmjwe'‡'i cwifvlvq mbvZ

উসূলবিদগণের মতে, সুন্নাহ হচ্ছে, নবী করীম (স.) এর মুখনিঃসৃত বাণী যাকে হাদীস বলা হয় অথবা তাঁর কর্ম অথবা তাঁর কর্ম অথবা তাঁর মৌন সম্মতিকে।[৬৯]

উসূলবিদদের নিকট মৌলিক বিধানগত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কথা, কর্ম এবং মৌন সমর্থনকে সুন্নাত বলে। এমনিভাবে খুলাফায়ে রাশিদীনের কথা, কাজ এবং সম্মতিও উসূলবীদদের নিকট সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত। কেননা, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

"আমার সুন্নাত এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা তোমাদের উচিত"।[৭০]

wdKnwe'‡'i cwifvlvq mbvZ

ফিকহ শাস্ত্রবিদগণের মতে, সুন্নাহ বলা হয়, নবী করীম (সা.) এর নিকট থেকে বর্ণিত বস্তুকে, যা ফরজ অথবা ওয়াজিব নয়।[৭১]

ফিকহ্ শাস্ত্রে সুন্নাত বলা হয় এমন কাজকে যা ফরজ বা ওয়াজিব নয় বটে, কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কথা, কর্ম বা অনুমোদন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ফকীহবিদদের নিকট সুন্নাত বিদ'আত এর বিপরীত পরিভাষা। যেমন বলা হয়, সুন্নাতী তালাক ও বিদ'আতী তালাক।

---

[৬৯]. AvZ-ZvkixÔDj-Bmjvgx পৃ. ৭৩; Avj-AvnKvgv wd Dmwjj-AvnKvg, পৃ. ২৪১; Avj-Kvgmj-wdKnx পৃ. ১৮৪; KvIqvÔB'j-wdKn, পৃ. ৩২৮; ZvixLj- wdKwnj-Bmjvgx, পৃ.২৯; Bjgj-Dmwjj-wdKn, পৃ. মুহাম্মদ ইবনুল-হাসান আল-হাজভী আত-তাআবী আল-ফাসী বলেন, দ্রঃ আল-ফিকরুস-সামী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১

[৭০]. عن عرباض بن سارية قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين ا لمهديين من بعدي و عضوا عليها بالنواجذ

আবু জাফর আহমদ ইবন মুহাম্মাদ আততাহাবী, kviû gkwKjj Avmvi, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৫হি. হাদীস নং ১১৮৬

[৭১]. AvZ-ZvkixÔDj-Bmjvgx, পৃ. ৭৩; Bikv'j-dûj, পৃঃ২৯; Islamic jurisprudence in the modern world. চ-১৮৯; ড. ইউসুফ হামিদ আল-'আলিম বলেন,

السنة في اصطلاح الفقاء: تُطلق على ما يُقال بل الفرض وهذا عند الشّافعية والحنابلة، وأما عند الحنفية فهى ما قابل الفرض والواجب.

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সুন্নাত সম্পর্কে হাদীসবিদদের পরিভাষা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক, যা অন্যান্য পরিভাষা গুলোকেও অর্ন্তভুক্ত করে। কেননা উক্ত পরিভাষা অনুযায়ী দ্বীন সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যাবতীয় কথা, কর্ম ও মৌন সমর্থন সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। তা শারঈ বিধি-বিধান সংক্রান্ত হোক, যা উসূলবিদদের বক্তব্য কিংবা ব্যবহারিক সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ প্রভৃতি সংক্রান্ত হোক যা ফিকহবিদদের বিষয়বস্তু।

সাধারণ ব্যাখ্যানুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কর্ম, উক্তি ও সমর্থনকে সুন্নাত বলা হয়। সুন্নাতের নির্দেশ পালন, নবী (সা.) এর আদর্শ পালন নামে অভিহিত।

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ জোসেফ শাখত এর মতে, মুহাম্মদী আইনের সর্বোৎকৃষ্ট মতবাদ অনুযায়ী সুন্নাত হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দৃষ্টান্তমূলক আচরণসমূহের নাম। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সুন্নাত বলতে পূর্ব দৃষ্টান্ত ও জীবন পদ্ধতিকে বুঝায়। গোল্ডহিযর বলেন, সুন্নাত পৌত্তলিকদের পরিভাষা যা পরে ইসলামে গৃহিত হয়েছে। প্রফেসর শাখত মার্গোলিয়থের এর মতে, আইনের উপাদান হিসেবে সুন্নাতের প্রকৃত অর্থ হলো আদর্শ, যা পরবর্তীতে শুধু নবী (সা.) কর্তৃক আচরিত দৃষ্টান্ত সমূহের সঙ্গে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, উসমান (রা.) এর সময়কাল পর্যন্ত সুন্নাহ শব্দটি 'সুন্নাতি নববী' অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, বরং শুধু প্রচলিত রীতি অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

Avj-KiAv‡b mbvZ k‡ãi e¨envi

আল্লাহ তায়ালা বলেন, سُنّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلنَا قَبْلَكَ مِنْ رّسُلِنَا ولاَ تجِدُ لِسُنّتنَا تحويْلا
"আমর রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম-পদ্ধতি ছিল। আর তুমি আমার নিয়ম-রীতির কোন ব্যতিক্রম পাবে না"[৭২]
উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে সুন্নাত শব্দটি আভিধানিক অর্থে মোট ১৬ (ষোল) স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

nv'x‡m AwfawbK A‡_ mbvZ k‡ãi e¨envi

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبعض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، متبغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه

"তিন শ্রেণির লোক আল্লাহর সর্বাপেক্ষা ক্রোধের শিকার। তারা হলো হারাম শরীফে সীমালংঘনকারী, ইসলামের মধ্যে জাহিলিয়াতের রীতি প্রবর্তনকারী এবং অন্যায়ভাবে মানুষের রক্ত প্রবাহের দাবিদার।[৭৩]

أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقأكم له، لكني أصوم وأفطر أصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"
আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এসে বললেন, তোমরা কি এরূপ বলেছ ?.... যে ব্যক্তি আমার জীবন পদ্ধতি (সুন্নাত) হতে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়।[৭৪]

ইবনু হাজর বলেন, অত্র হাদীসে সুন্নাত বলতে পথ বা পন্থাকে বুঝানো হয়েছে।[৭৫] অনুরূপ আরো অনেক হাদীসে সুন্নাত শব্দের প্রয়োগ (আভিধানিক অর্থে) পরিদৃষ্ট হয়।

---

[৭২]. আলকুরআন ১৭ : ৭৭
[৭৩]. mnxn eLvix, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১৬
[৭৪]. mnxn gmwjg, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯
[৭৫]. ইবন হাজার আসকালানী, dvZûj evix, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

Rwnjx h‡Mi KweZvq AwfavwbK A‡_ mbvZ k‡ãi e¨envi

জাহিলী যুগের অনেক কবিতায় সুন্নাত শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি চরণ উল্লেখ করা হলো,

কবি খালিদ ইবন উৎবা আল-হুযালীর কবিতায়

لا تجز عن من سنة أنت سرتها * وأول راض سنة من يسير ها

(কবি তার বিশ্বাসঘাতকতার পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, হে আবূ যুওয়ায়ব! প্রেমিকার নিকট প্রেরিত দূত হিসেবে বিশ্বাসঘাতকতার) যে রীতি তুমি চালু করেছিলে, সেই রীতি অনুযায়ী (আজ আমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য) তুমি পেরেশান হয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি এ প্রথা চালু করেছে, সে প্রথমেই এতে সম্মত ছিল।[৭৬]

প্রখ্যাত কবি লাবীদ ইবন রাবী'আ আল আমেরী তার কবিতায় বলেন,

من معشر سنت لهم آبائهم * ولكل قوم سنة وإمامها

(তোমরা প্রশংসিত গোত্র নেতার এটা কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয়, বরং) তিনি এমন এক বংশের যাদের পিতৃপুরুষগণ এ (সুন্দর) প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। বস্তুত প্রত্যেক গোত্রেই নিজস্ব রেওয়াজ এবং তার প্রবর্তনকারী রয়েছে।[৭৭]

Bmjvgx h‡Mi KwreZvq AwfavwbK A‡_ mbvZ k‡ãi e¨envi

ইসলামী যুগের মুসলিম কবিদের কবিতাতেও সুন্নাত শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বনু তামীমের জবাবে এবং মহানবী (সা.) এর সভাকবি হাসসান ইবন সাবিত আল-আনসারী নবী বংশের প্রশংসায় বলেন, إن الزوائب من فهر وإخوانهم * قد بينوا سنة للناس تتبع

"নিশ্চয়ই (আরব) নেতৃবৃন্দ ফিহর ও তার ভ্রাতৃ তথা কুরায়শদের বংশধর। তারা জনগণের জন্য রীতি-রেওয়াজ প্রবর্তন করেছেন, যা অনুসরণ করা হয়ে থাকে"।[৭৮]

প্রখ্যাত উমাইয়্যা যুগের কবি ফারযদাক বলেন,

فجاء بسنة العمرين فيها* شفاء للصور من السقام

"তিনি এলেন দু'উমরের রীতির অনুসরণে, যা ছিল সর্ব প্রকার ব্যাধি হতে হৃদয়ের আরোগ্য স্বরূপ"।[৭৯]

প্রফেসর শাখত মার্গোলিয়থের ব্যাখ্যাকে সঠিক এবং ইমাম শাফিঈ এর ব্যাখ্যাকে ভূল প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ আলোচনান্তে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সুন্নাত হলো সর্ব স্বীকৃতি প্রথা বা সামাজিক প্রথার নাম। যার মূল কথা এ দাঁড়ায় যে, সাহাবা, তাবেঈন, ফকীহ, মুজাতাহিদ এবং পরবর্তী যুগে মুসলিম উম্মাহ এর মধ্যে প্রচলিত সকল সামাজিক প্রথাই হবে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। মিসরীয় খ্যাতনামা পণ্ডিত ড. আলী হাসান আব্দুল কাদির আরো এক স্তর এগিয়ে সরাসরি ইমাম শাফঈ (র.) কেই অভিযুক্ত করে বলেন, সুন্নাত পরিভাষাটি সামাজিক প্রথা অর্থে ইসলামী যুগে হিজায, ইরাক সর্বত্র চালু ছিল। কিন্তু ইমাম শাফঈ (র.) এর কারণে হিজরী ২য় শতাব্দীর শেষলগ্নে এসে এ রীতির পরিবর্তন ঘটে এবং তা শুধুমাত্র সুন্নাতে নববী অর্থেই নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।

---

৭৬. মুহাম্মাদ আদীব সালেহ ড., jvgnvZ dx Dmwjj nv'xm, (বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯হিজরি) পৃ. ৩

৭৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন কর্তৃক উর্দু অনুবাদ সহ ÔmvevÔAv gÔAvjøvKvZÕ Gi 4_ gqvjøvKv csw³ bs ৮১ (ঢাকাঃ ইমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫) পৃ. ১৭৩

৭৮. 'xIqvb nvmmvb Beb mvweZ (বৈরুত : দারুল উন্দালিস, ১৩৮৬হিঃ) পৃ. ৩০৪

79. w'ivmvZb wdj nv'xm Avb-befx, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩

অথচ প্রকৃতপক্ষে এ মন্তব্য আদৌ সঠিক নয়। কেননা ইমাম শাফঈ (র.) এর বহু পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগ হতেই সুন্নাত বলতে সাধারণত নববী কে বুঝানো হতো। ইমাম রাগিব ইসফাহানী (র.) বলেন, সুন্নাতু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতে সে প্রথা ও রীতি-পদ্ধতিকে বুঝায় যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বাছাই করে নিতেন বা অবলম্বন করে নিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অনেক হাদীস থেকেই এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ মিলে। তিনি বলেন,

تركت فيكم أمرين لن تضل ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

"আমি তোমাদের নিকট দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন ঐ বস্তুদ্বয়কে কঠিনভাবে আকঁড়ে ধরে থাকবে পথ ভ্রষ্ট হবে না । তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত"[৮০]।

তিনি আরো বলেন,

إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء هم الذين يصلحون مأفسد الناس من بعدي من سنتي

"দ্বীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছিল। পুনরায় সে তার প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব, সুসংবাদ সেই নিঃসঙ্গ লোকদের জন্য যারা আমার পরে লোকদের দ্বারা বিনষ্ট সুন্নাতগুলোকে পুনঃসংস্কারে ব্রতী হবে।[৮১] এরূপ আরো অনেক হাদীসেই সুন্নাত শব্দটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগ হতেই তার কথা, কাজ, অনুমোদন, আচরণ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হয়ে আসছে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, সুন্নাত শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে প্রাচীন ও ইসলামী যুগে সমভাবে প্রচলিত থাকলেও ইসলামী পরিভাষায় শব্দটি বিশেষ অর্থ জ্ঞাপক। এটি ইমাম শাফিঈ (র.) এর সৃষ্ট নয় বা শাখত - এর ব্যাখ্যানুযায়ী পূর্ব দৃষ্টান্ত এবং মার্গোলিয়থের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সামাজিক প্রথা নয়। বরং বিশেষজ্ঞদের মতে, সুন্নাত শব্দটি হাদীসের সমার্থবোধক। অর্থাৎ সুন্নাত বলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কথা, কাজ, অনুমোদন, চারিত্রিক ও মানবীয় গুণাবলি প্রভৃতিকে বুঝায়।

Lei k‡ãi AwfawbK A_

খবর (الخبر) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, সংবাদ (نبأ), যা বর্ণনা করা হয় (ما ينقل) বা যার দ্বারা অবহিত করা (يخبر به) হয় এবং পরিবেশিত এই সংবাদটি সত্য মিথ্যার সম্ভাবনা রাখে। শব্দটির বহুবচন আখবার (أخبار)।[৮২] কেউ কেউ বলেন, কখনো খবর শব্দটি আল খাবারু (الخبر) শব্দ হতে উৎকলিত হয়। যার অর্থ, (الأرض الرخوة) ধুলি-বালি পূর্ণস্থান। যেহেতু সংবাদ অনেক উপকার প্রদান করে তেমনি ধুলি-বালির স্থানে উট বা ঘোড়া তাদের খুর দিয়ে পদাঘাত কালে ধুলি-বালি উঠায়।[৮৩] এ ক্ষেত্রে খবরের প্রথমোক্ত আভিধানিক অর্থটিই আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

Bmjvgx cwifvlvq : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার সাহাবীগণ এবং তাবেঈদের প্রতি সম্বন্ধিত কথা, কাজ, অনুমোদন, মানবীয় বা চারিত্রিক গুণাবলিকে খবর বলে।[৮৪] আবার কেউ কেউ বলেন, সাহাবী, তাবেঈ বা তৎপরবর্তীদের কথা, কাজ ও সম্মতিকে খবর বলে।[৮৫]

---

৮০. ইমাম মালিক, gqvËv, কদর অধ্যায়, (পাকিস্তান: মাকতাবা ফারুকিয়া, ত.াবি,) পৃ. ৫৬১; মুহাম্মাাদ আল খতীব তাবরিযী, wgkKvZj gvmvexn,(দিল্লী : আসাহ্হুল মাতাবি, ১৩৫০/১৯৩২) পৃ. ৩১

৮১. মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত তিরমিযী, Avj Rv‡gÔ AvZ wZiwghx, ২য় খণ্ড, পৃ ১০৫

৮২. Zvqmxiæ gmZvjvnxj nv'xm, পৃ. ১৪

৮৩. gwRjøvZ RwgÔAvZj Bgvg gnv¤§v' Beb mvD' Avj Bmjwgqv, প্রাগুক্ত, পৃ.২২

৮৪. আইনুল বারী আলিয়াভী, nv'x‡mi BwZewË (কলকাতা : কাওমী প্রেস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২) পৃ. ১৪

৮৫. আত-তায়সীর, পৃ. ১৪

প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী খবর হাদীসের সমার্থক। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী হাদীসের চেয়ে খবর ব্যাপক। অর্থাৎ সব খবরই হাদীস, কিন্তু সব হাদীসই খবর নয়। রবং কতিপয় খবরকে হাদীস বলা হয়। সুতরাং প্রতিটি হাদীসই খবর, কিন্তু সকল খবরই হাদীস নয়।

gnwÏmM‡Yi cwifvlvq

হাদীস ও খবর একই অর্থে ব্যবহৃত।[৮৬] অনেকে হাদীসকে নির্দিষ্ট করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈদের কথা, কর্ম ও সম্মতির সঙ্গে এবং খবরকে নির্দিষ্ট করেছেন ঐতিহাসিক বিষয়সমূহের সঙ্গে।

সে কারণে হাদীস ও সুন্নাহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে মুহাদ্দিস এবং ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ‘আখবারী’ বলা হয়।[৮৭] ইবন হাজার(৭৭৩-৮৫২) বলেন, বিশেষজ্ঞদের নিকট খবর হাদীসেরই প্রতিশব্দ। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে (حدثنا وأخبرنا) “পরিভাষাদ্বয় সমভাবে চালু আছে”।[৮৮] ইমাম তাহাভী (মৃ.৩২১/৯৩৩)[৮৯] বলেন : আল-কুরআন ও সুন্নাহ পর্যলোচনা করলে হাদীস ও খবরের মাঝে কোন পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না।[৯০] যেমন মহান আল্লাহর বাণী, يَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا “সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে”।[৯১] এখানে হাদীস ও খবর শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের আরো অনেক আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী, أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن “ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা আমায় এমন বৃক্ষের সংবাদ দাও যার দৃষ্টান্ত মু’মিনের ন্যায়”।[৯২]

“بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج” আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার থেকে একটি আয়াত হলেও অন্যকে পৌঁছিয়ে দাও। বনী ইসরাঈল থেকে হাদীস বর্ণনা কর, তাতে কোন দোষ নেই।[৯৩]

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أول أشراط الساعة؟ قال أخبرني جبريل إن نارا تحشرهم من المشرق.

রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হল,কিয়ামতের প্রথম চিহ্ন কোনটি? তিনি বললেন, জিব্রাঈল (আ.) আমায় সংবাদ দিয়েছেন যে, তা হলো, একটি আগুন তাদেরকে পূর্ব দিক থেকে ধাওয়া করবে।[৯৪]

উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মূলত হাদীস ও খবরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

---

৮৬. আব্দুলহক দেহলভী, gKvÏvgv wgkKvZ (দিল্লী, ১৩৫০হি.) পৃ. ১

৮৭. জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়তী, Zv‘ixei ivex, (করাচী, মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২/১৯৭২) পৃ. ১৪

৮৮. ইবন হজার, kviû bLevZj wdwKi, পৃ. ৫; ইবন কাসীর, BLwZmviæ Djwgj nv‘xm, আহমদ মুহাম্মদ এর ভাষ্য আল বা’সুল হাদীস সহ (বৈরুত দারুল ফিকর, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ১০৪

৮৯. ইমাম তাহাভী : আবূ জা‘ফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ আত-তাহাভী মিসরের সাঈদ এলাকায় অবস্থিত তাহা গ্রামে ১৩৯/৮৫৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি প্রথমত, পিতার কাছ থেকে ও পরে সে যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস ও ইসলামী শরীআতের অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। বিশেষত তিনি তাঁর মামা ইমাম মুযানী থেকে হাদীস, ফিকহ্-এর জ্ঞান লাভ করেন। প্রথমত, তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শী আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। শারহু মা‘য়ানী আল-আসার তাঁর বিখ্যাত রচনা। তিনি ৩২১/৯৩৩ সালে মিসরে ইন্তিকাল করেন। -মাকরীযী, খিতাত বৈরূত: দারুস সাদির, নতুন সং.) ১ম খ, পৃ. ১৮৯। ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভী : জীবন ও কর্ম, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১ম প্রকাশ. ১৪১৮/১৯৯৮) পৃ. ৬১-১০০।

৯০. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভী : জীবন ও কর্ম, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ১ম প্রকাশ. ১৪১৮/১৯৯৮) পৃ. ২৩৩

৯১. আলকুরআন ৯৯ : ০৪

৯২. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড পৃ. ১৪

৯৩. mbvb Av‘ ‘v‡igx (দারু ইয়াহইয়া আস-সুন্নাহ আন নববীয়্যা, তা. বি) ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬

৯৪. mnxn Avj eLvix, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৬৯

Avmvi (أثر) k‡ãi AwfavwbK A_

আসার (أثر) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, চিহ্ন বা কোন বস্তুর অবশিষ্টাংশ।[৯৫] এর বহুবচন আসে "آثار"। যেমন আল্লাহর বাণী, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ "এবং আমরা তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখি।[৯৬] আবার কেউ কেউ বলেন, আসার অর্থ, ঐতিহ্য বা যা বিগতদের নিকট হতে বর্ণিত[৯৭]।

cwifvwlK A_

আসার এর পারিভাষিক অর্থে দুইটি অভিমত রয়েছে

K. আসার হাদীসের সমার্থবোধক, এর অধিকাংশ হাদীস বিশারদের অভিমত।[৯৮] ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬/১২৩৩-১২৭৭)[৯৯] বলেন, সকল প্রকার হাদীসই মুহাদ্দিসগণের নিকট আসার নামে পরিচিত। এ জন্যই হাদীস বর্ণনাকারীকে আসারীও (أثاري) বলা হয়।[১০০] অর্থাৎ আসার বিশারদ তথা হাদীস বিশারদ।

L. আসার বলতে সাহাবী ও তাবেঈদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে বুঝায়। এ অর্থেই ইমাম মুহাম্মদ[১০১] (র.) এ ধরনের হাদীস সম্বলিত তার লিখিত গ্রন্থকে "কিতাবুল আসার" নামকরণ করেছেন। অনেকে আসার বলতে সাহাবী, তাবেঈ ও তাবি'তাবেঈদের কথা ও আচরণকে বুঝিয়েছেন। শায়খ আলবাণী (র.) এটাকে উত্তম বলেছেন[১০২]। আবার কেউ কেউ সাহাবী ও তাবেঈদের বাণী ও কর্মকে আসার এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদনকে হাদীস বলে অভিহিত করেছেন।[১০৩]কারো কারো মতে সাহাবীদের কথা, কাজে ও অনুমোদনকে আসার এবং তাবেঈ ও তাবি-তাবেঈদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে ফাতাওয়া বলে।[১০৪] ইবনুন সালাহ (৫৭৭-৬৪৩)[১০৫] বলেন, খুরাসানী পণ্ডিতগণ মাওকূফ (যে

---

৯৫. AvZ Zvqmxi, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫; nv'x‡mi BwZeË, পৃ. ১২

৯৬. আলকুরআন ৩৬ : ১২

৯৭. Athar, trace, Vestige, *Encyclopaedia of Islam,* Ibid., p. 23

৯৮. Djgj nv'xm Iqv gmZvjvûû, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯৯. ইমাম নববী : তাঁর পূর্ণ নাম: মহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শারফ হুরানী আন-নববী ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ আলিম, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ। তিনি তাঁর পূর্ণ জীবনটাকে ইসলামের খিদমতে উৎসর্গ কনে। তিনি ছিলেন চির কুমার। বিনা বেতনে তিনি দামিস্কে দারুল- হাদীস আশরাফীয়ার শায়খুল হাদীস-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সহীহ মুসলিম-এর ভাষ্য গ্রন্থ শারহুন নববী, সহীহ হাদীসের সংকলন- রিয়াদুস সালিহীন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস দামিস্কের নাওয়া গ্রামে ৬৭৬/১২৭৭ সনে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমণ করেন। সুয়ূতী, তাবাকাতুল হুফফায, (কায়রো: মাকতাবা ওয়াহাবা, ১৩৯৩/১৯৭৩) পৃ. ৫১০

১০০. আল-লামহাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪; Djgj nv'xm Iqv gmZvjvûû, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; সুয়তী, তাদরীবুর রাবী, পৃ.৬

১০১. ইমাম মুহাম্মদ (র.) : ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে ইমাম মুহাম্মদ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাম: মুহাম্মদ, উপনাম : আবূ আব্দুল্লাহ। পিতার নাম: হাসান। ইমাম মুহাম্মাদ ১৩১-৩২/৭৪৮-৪৯ সনে ইরাকের ওয়াসিত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমসাময়িক যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) এর সাহচার্য গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সিকাহ্ রাবী এবং হাদীসের হাফিয। বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তা তিনি রচনা করেন। (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, অনু: মুহাম্মদ মুসা,(ই.ফা.বাদ, ১৪০৮/১৯৮৮)পৃ.১-২)

১০২. আলবানী, Avj nv'xm ûw¾qvZb, পৃ. ১৬

১০৩. মুহাম্মদ ইবন আলী আত থানবী, Kvkkvd Bw¯Í jvwnj dbb, (বৈরুত দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ১৯৯৮খৃ.) ১ম খণ্ড পৃ. ৮৭

১০৪. ড. এফ. এম. এ. এইচ তাকী, evsjv mwn‡Z¨ gnv¤§v' (mv.) Gi PwiZ Dcv'v‡bi HwZnwmKZv, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ.২০; উলুমুল হাদীস পৃ. ৪০

১০৫. ইবনুস সালাহ : (মৃ. ৩৬১/৯৫) তাকী উদ্দীন আবূ আমর উসমান ইবন সালাহ উদ্দীন আব্দুল রহমান উবন উসমান ওরফে ইবনুস সালাহ তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও উসূর ফিকহ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইবনু খাল্লিকান এর মতে তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মূফতী ছিলেন। উসূলে হাদীসের উপরে লেখা মোকদ্দমা ইবন সালাহ তাঁর বিখ্যাত রচনা। তিনি ৬৪৩/১২৪ সনে মারা যান। তাকী উদ্দীন সুবকী, তাবাকাতুস শাফিঈয়া, বৈরুত: অফসেট ছাপা, তা. বি.) ৫ম খ, পৃ. ১৩৭

সকল কথা ও কর্ম সাহাবীদের সঙ্গে সম্পর্কিত) হাদীসকে 'আসার' বলে এবং মারফূ (যে সকল কথা ও কাজ রাসূলের সঙ্গে সম্পর্কিত) হাদীসকে খবর বলে থাকেন।[১০৬]

cwi fvlv¸‡jvi gv‡S cvi¯úwiK cv_K¨

সুন্নাত, খবর ও আসারের সাথে হাদীসের পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পরিভাষাগুলোর মাঝে আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুৎপত্তিগত কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও উল্লেখিত সকল পরিভাষাকেই মুহাদ্দিসগণ ইখবার ও তাহদীস তথা সংবাদ দেয়া ও বর্ণনা করা অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবন মাজাহ প্রমূখ মনীষীদের জগত বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহকে 'সুনান' (সুন্নাতের বহুবচন) নামে অভিহিত করা হয়েছে। অনুরূপ ইমাম তাহাভীর মুশকিলুল আসার, শারহু মা'আনিল আসার, ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসার, আল্লামা সাখাবীর তাহযীবুল আসার প্রভৃতি গ্রন্থগুলো হাদীসেরই গ্রন্থ। এ ছাড়াও খবরে ওয়াহিদ, খবরে মাশহুর, খবরে মুতাওয়াতির প্রভৃতি হাদীসের শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে। যাতে প্রতিযমান হয় যে, খবর, সুন্নাত, আসার, হাদীসের সমার্থ জ্ঞাপক।

আবার কেউ কেউ হাদীস ও সুন্নাতের মধ্যে সূক্ষ পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন, সুন্নাত হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাস্তব কর্মনীতি, আর হাদীস বলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)এর কাজ ছাড়াও কথা ও সমর্থনকে শামিল করে।[১০৭]

The Religion of Islam"- গ্রন্থে সুন্নাত ও হাদীসের পার্থক্যে বলা হয়েছে,
Sunnah indicates the doing and Hadith the Saying of the Prophet; but in effect both cover the same ground and are applicable to his actions, Practices and Saying, Hadith being the narration and record of the Sunnah but containing, in addition, various Prophetical and historical elements.[108]

সুন্নাত বলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কর্ম এবং হাদীস বলতে তার বর্ণনাসমূহকে বুঝায়। কিন্তু বাস্তবে উভয় শব্দটি একইক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কর্ম, অনুশীলন ও কথামালার বিবরণ। এছাড়াও হাদীস হচ্ছে নবী (সা.) এর বর্ণনা ও কার্যাবলির দলীল। এতে তার নবুওয়াত ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বৈচিত্র্যময় উপাদান বিদ্যমান।

আবার অনেক পণ্ডিত হাদীস ও সুন্নাতের ব্যবহারগত পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যেমন : আব্দুর রহমান ইবন মাহদী (১৩৫/১৯৮)[১০৯] বলেন, সুফিয়ান সাওরী (৯৭-১৬১)[১১০] ছিলেন হাদীসের ইমাম,

---

[১০৬]. gKv Ïvgv Bebm mvjvn, (মিসর : সা'দাহ প্রেস, ১৩২৬হি.) পৃ. ১৮-১৯

[১০৭]. জিলহজ আলী, nv'x‡mi cwiPq, (ঢাকা : সীমান্ত প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২) পৃ ১২

[১০৮]. Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Delhi: Motilal Banarsidass, Ist Indian Edition, 1994) P. 44

[১০৯]. আব্দুর রহমান ইবন মাহদী : প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম ইবন মাহদী ইরাকের বসরা নগরীতে ১৩৫/৭৫২ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। যুগ শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদদের নিকট থেকে হাদীস ও ফিকহের অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদ ইমাম মালেক (র.) এর পাঠশালায় বসেও লোকেরা তার থেকে হাদীস লিখতেন। ইমাম আহমদ (র.) বলেন একবার আমি তার থেকে প্রায় ছয়-সাত শত হাদীস লিখেছি। তাঁর হাদীস বিষয়ক জ্ঞানকে যাদুর সাথে তুলনা করা হতো। ইমাম ইবনুল মাদানী বলেন, আমি হাযারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে দাঁড়িয়ে হলফ করে বলতে পারি যে, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী-এর চেয়ে বেশী হাদীস বিশারদ আর কাউকে কখনই দেখিনি। এ খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ১৮৯/৮০৪ সনে ইন্তিকাল করেন। হাফিয আহমদ ইবন আলী আল-খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, (মিসর: মাতবায়াতুস সা'আদা, ১৩৪৯) ১০ম খ, পৃ. ২৪০-২৪৮

[১১০]. সুফিয়ান সাওরী : হাদীস, ফিকহ ও আসমাউর রিজালের প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন সুফিয়ান সাওরী। তিনি খলীফা সুলায়মান ইবন আব্দুল মালিক এর যুগে ৯৭/৭১৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি বিখ্যাত তাবিঈ ইমাম আবূ ইসহাক সাবীয়ী, আ'মাশ, আইয়ুব সাখতিয়াণী, আমর ইবন দীনার প্রমূখ মনীষী থেকে হাদীস কণ্ঠস্থ কনে। তাঁর থেকেও ইমাম আওযায়ী ইবন জুরাইজ, ইবন ইসহাক, ইমাম মালিক প্রমূখ যুগ শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি দশ হাজার হাদীস

Dhaka University Institutional Repository

আওযাঈ (৮৮-১৫৭)[১১১] সুন্নাতের ইমাম, মালিক (র.) (৯৩-১৭৯)[১১২] ছিলেন হাদীস ও সুন্নাত উভয়ের ইমাম।[১১৩]

মূলত এগুলো শাব্দিক পার্থক্য মাত্র। কারণ হাদীস ও সুন্নাতের বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। সে কারণে সকল মুহাদ্দিসদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলতে পারি যে, হাদীস, সুন্নাত, খবর ও আসারের মাঝে আভিধানিক অর্থে কিছু পার্থক্য থাকলেও পারিভাষিক, প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। বরং উল্লোখিত পরিভাষাগুলো প্রকারান্তরে হাদীসের অর্থ ও ভাব প্রকাশ।

মুখস্থ করেছিলেন। ওয়ালিদ ইবন মুসলিম বলেন, আমি সাওরীকে মক্কায় ফাতাওয়া দিতে দেখেছি অথচ তাঁর চেহারায় তখনও দাড়ি-গোঁফের রেখাও দেখা যায়নি। ইমাম ওয়াকী বলেন, তিনি ছিলেন বিদ্যার সাগর। হাদীসের বিদ্যা যেন তার চোখের সামনে ছবির মত ছিল। ইবন মুবারক বলেন, আমি ১১০০ শিক্ষা গুরু থেকে হাদীস শিখেছি কিন্তু তাঁদের মধ্যে সুফিয়ান সাওরী (র.) এর চেয়ে উত্তম কাউকেই পাইনি। তিনি আল-জামি' নামে হাদীসের সংকলন তৈরী করেন। ইমাম আবূ দাউদ একে সর্বোত্তম জামি' গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেছেন। হাদীসের এই কালজয়ী ইমাম আব্দুর রহমান ইবন মাহদীর গৃহে ১৬৫ হি. শা'বান মাসে ৬৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। (শায়খ আইনুল বারী আলিয়ভী, হাদীসের সংরক্ষণ যুগে যুগে, কলকাতা: কাওমী প্রেস, ১৯৯৪) পৃ. ৯৮-১০৩

[১১১]. ইমাম আওযাঈ : তাঁর নাম আব্দুর রহমান। পিতা : আমর। আবূ যুরআর মতে তাঁর বংশ সিন্দুর বন্দীদের মধ্যে ছিল। অত:পর দামিস্কের 'আওযা' নামক গ্রামে এসে তাঁরা বসতী স্থাপন করেন। এজন্য তাঁকে আওযাঈ বলা হয়। বা'লাবাক্কা শহরে ৮৮ বা ৯৩ হি. তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যুগ শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নিকট থেকে তিনি হাদীস, ফিকহ ও শরীআতের অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন। ২৫ বছর হতে মৃত্যু অবধি তিনি ফাতাওয়া দান কার্যে নিমগ্ন থাকেন। হিকল ইবন ইয়াযীদ বলেন, তিনি হাদ্দাসানা ও আখবারানা দ্বারা সত্তর হাযার মাসআলার ফাতওয়া দিয়েছেন। কিতাবুল মাসাইল ফিল ফিকহি এবং কিতাবুস সুনান ফিল ফিকহি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ফিকহ শাস্ত্রের এ কালজয়ী ইমাম ১৫৭ হি. সফর মাসের ২ তারিখে ইন্তিকাল করেন। (দ্র. ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, বৈরূত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৮৫, ১০ম খ, পৃ. ১১৮-১১৯; হাদীসের সংকলন যুগে যুগে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯৩)

[১১২]. ইমাম মালিক : মালিক ইবন আনাস (র.) ৯৩/৭১১ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নয়শ শিক্ষা গুরু হতে হাদীস শিক্ষা গহণ করেন। তাঁদের মধ্যে তিনশত জন তাবেঈ এবং ছয়শ তাবি'-তাবেঈ ছিলেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল তেরশ। তন্মধ্যে চার-পাঁচ জন ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন নিজ নিজ এলাকার যুগবিদ্বান। ইমাম শাফিঈ বলেন, যে ব্যক্তি হাদীস শিখতে চায় সে ইমাম মালিকের কাছে ঋণী হবে। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাবিঈদের পরে আমার নিকটে ইমাম মালিকের চেয়ে অধিক মহান ও নির্ভরযোগ্য, হাদীসের ব্যাপারে অধিক বিশ্বস্ত ও দূর্বল হাদীস কম বর্ণনাকারী আর কেউ নেই। তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সেই ফাতাওয়া দেয়ার যোগ্য হন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। (হাদীসের সংরক্ষণ যুগে যুগে পৃ. ১০৭-১১৬; মাওঃ মোঃ যাকারিয়া কান্দাহলভী, মুকাদ্দামা আওজাযুল মাসালিক, মক্কা : আল-মাকতাবাতুল ইমদাদীয়া, তা.বি ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-১৯; মুহাম্মদ আবূ যাহু, ZvixLj gvhwne Avj-Bmjwgqv wdm wmqvmv Iqvj AvKvB' Iqv ZwiwKj gvhwne Avj-wdKwnq¨v, কায়রো: দারুল ফিকর আল-আরাবী পৃ.৩৬৬)

[১১৩]. Djgj nv'xm Iqv gmZvjvûû, প্রগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡"Q' : nv'x‡mi †kÖYxwefvM, nv'xm M‡ši †kÖYxwefvM, nv'xm M‡ši ¯Íiweb¨vm

nv'xm c_gZ wZb cKvi

কাওলী, ফে'লী ও তাকরিরী। কথা জাতীয় হাদীসকে কাওলী, কার্য-বিবরণ সম্বলিত হাদীসকে ফে'লী এবং সম্মতিসূচক হাদীসকে তাকরিরী হাদীস বলে। এই তিন প্রকারের হাদীসেরই নিম্নরূপ শ্রেণিবিভাগ রয়েছে।

mb‡'i †kl ¯Íi wKsev eYbv avivi wn‡m‡e nv'xm Avevi wZb cKvi

K. gvid : যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনা ধারা রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে।[১১৪]

যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পোঁছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহর হাদীস বলেই সাব্যস্ত হয়েছে তাকে 'হাদীস মারফূ'[১১৫] বলে।[১১৬]

L. gvIKd : যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে।[১১৭]

যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পোঁছেছে, অর্থাৎ, যা স্বয়ং সাহাবীর হাদীস বলেই সাব্যস্ত হয়েছে তাকে 'হাদীসে মাওকূফ'[১১৮] বলে। এর অপর নাম 'আছার'।[১১৯]

L. gvKZÛ : যে হাদীসের সনদ কোন তাবেঈ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।[১২০]

যে হাদীসের সনদ কোন তাবেঈ পর্যন্ত পোঁছেছে, অর্থাৎ, যা স্বয়ং তাবেঈর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে 'হাদীসে মাকতূ'[১২১] বলে। [অনেকে মাওকূফ, ও মাকতূ'কে 'হাদীস' না বলে 'আছার' বলে থাকেন। আবার কখনও কখনও 'আছার' অর্থে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসকেও বুঝায়]।[১২২]

---

১১৪. আজমী নূর মুহাম্মদ, nv'x‡mi ZË I BwZnvm, (ঢাকা : এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২), পৃ. ৫; আত-তায়সীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭; হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২; আল-বাইস আল-হাসীস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭; হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২; আল-বাইস আল-হাসীস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩; মোঃ আব্দুস সালাম, মাওলানা শামসুল হক আযিমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম (অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) পৃ. ১৪৫; জামাল উদ্দীন আল-কাসিমী, কাওয়াইদুত তাহদীস ফী ফুনুনি মুসতালাহিল হাদীস, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্য, ১৩৯৯) পৃ. ১০৪।

১১৫ هو الحديث ا لذي اضيف الي النبي صلي الله عليه وسلم من القول او الفعل او التقرير وسمي مرفوعا
(দ্র. মুহাম্মাদ ইবন ওলভী আল মাক্কী, আল কাওয়াইদুল আসাসিয়্যাহ, ফী ইলমি ইসতিলাহিল হাদীস, জিদ্দা মাতবা'আ সহর, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরী)

১১৬. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, †gkKvZ kixd, c_g wRj' (e½vbev' I e¨L¨vmn) (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, অষ্টম মূদ্রন, ১৯৯৩) পৃ. ৫

১১৭. লামহাত ফী উসূলিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০; হাদীছের তত্ত্ব ও ইতহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫; আদ দুরারুস সামীনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; মুকাদ্দামাতু ইবনুস সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; মীযানুল আখবার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১১৮ هو الحديث المضاف الي الصحابي سواء كان قولا او فعلا و سواء اتصل سنده اليه أم انقطع
(দ্র. ইবন সালাহ, gKwÏgv Beb mvjvn, উলূমুল হাদীস, হলপ্প : ১৯৩১ খৃ.)

১১৯. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, †gkKvZ kixd(e½vbev' I e¨L¨vmn) (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, অষ্টম মূদ্রন, ১৯৯৩) পৃ. ৫

১২০. Zvqmxi gmZvjvûj nv'xm, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২; আল-লামহাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩; তাদরীবুর রাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪; আল-হাদীস আন-নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮; আদ-দুরারুস সামীনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

১২১ ما اضيف الي التابعي او من دونه من قول او فعل (দ্র. মাহমুদ তাহান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ১৩৩)

১২২. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, †gkKvZ kixd, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

nv‘x‡mi eYbv avivi wewfbZvi wePv‡i †kwY wefvM

সনদ বা হাদীসের বর্ণনা ধারার বিভিন্নতার বিচারে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এ সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞানার্জন ব্যতীত হাদীস হৃদয়ঙ্গম, চর্চা, অনুশীলন এবং এর শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই সম্ভব নয়।

nv‘xm cavbZ ‘ÕcKvi : K. mwnn ev weï× L. hvCd ev ‘ej

হাফিয ইবন কাসীর (মৃ. ৭৭৪/১৩৭২) এবং অধিকাংশ প্রবীন মুহাদ্দিসগণ প্রথমত হাদীসকে এ দু'ভাগেই বিভক্ত করেছেন।[১২৩]

K. mwnn ev weï× : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদের প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ 'আদালত' ও 'যবত' গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি 'শুযুয' ও 'ইল্লত' হতে দোষমুক্ত- সে হাদীসকে 'হাদীসে সহিহ' বলে। [অর্থাৎ, যে হাদীসটি 'মুনকাতে' নয়, 'মুআল্লাক' নয়, 'মুদাল্লাস' নয়, কারো কারো মতে 'মুরসাল'ও নয়, 'মুবহাম' অথবা প্রসিদ্ধ যঈফ রাবীর হাদীস নয়, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার দরুণ অনেক ভুল করেন এমন 'মুগাফফাল' বারীর হাদীস নহে এবং হাদীসটি 'শায' ও 'মুআল্লাল'ও নয়-একমাত্র সে হাদীসকেই 'হাদীসে সহিহ' বলে।[১২৪]]

যে হাদীস ধারাবহিক সূত্রে বর্ণিত, সনদের প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর নাম সঠিকভাবে উল্লেখিত, বর্ণনাকারীগণ সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত বা সিকাহ তাঁদের স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যাতে বিরল ও ত্রুটি যুক্ত বর্ণনাকারী একজনও নেই, তাকেই সহিহ হাদীস বলে।[১২৫]

ইমাম নববী (র.) সহিহ হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, الصحيح ما اتصل سنده بالعدول الضابطين غير معلل ولا شذوذ যে হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিকরূপে সংরক্ষণকারীদের সংযোজনে পরম্পরা পূর্ণ এবং যাতে বিরল ও ত্রটিপূর্ণ বর্ণনাকারী একজনও নেই এরূপ হাদীসকে সহিহ হাদীস বলে।[১২৬] ড. আদিব সালিহও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।[১২৭]

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে সহিহ হাদীসের জন্য পাঁচটি শর্ত পূর্ণ হওয়া জরুরি। তা হলো

১. মুত্তাসিলুস সনদ অর্থাৎ সনদের প্রথম থেকে শেষ অবধি কোন স্তর হতে কোন রাবী বাদ না পড়া এবং প্রত্যেক রাবী তার উপরস্থ রাবী হতে সরাসরি হাদীস গ্রহণ করা।[১২৮]

২. প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মুসলমান, আদালত বা সাধুতা এবং ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্মভীরুতার গুণে গুণান্বিত হওয়া। কোন অবস্থাতেই শিরক, বিদ'আত এবং ফিসকী কার্যে লিপ্ত না হওয়া। সে সাথে নিচ প্রকৃতি, রুচিহীনতা এবং এ জাতীয় সর্ব প্রকার ঘৃণ্য কার্য ও জঘন্যভাব হতে দূরে থাকা।[১২৯]

---

[১২৩]. ইবন কাসীর, Avj ev⁰Bm Avj-nvmxm dx BLwZmvi Djwgj nv‘xm, (পাকিস্তান: মাদানী কুতুবখানা, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ৬; আল-হাদীস আন-নবভী, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৯

[১২৪] . নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, †gkKvZ kixd, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

[১২৫] . الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াভী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩; ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة, তায়সীর, মুসতালহুল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; আল হাদীস আন-নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০; هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا আল-বাইস আল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[১২৬]. মুকদ্দামা সহীহ মুসলিম, পৃ. ১৬

[১২৭]. লামহাত ফী উলূমিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

[১২৮] . তায়সীরু মুসতালাহুল হাদীস, পৃ. ৩৩; আল-হাদীস আন-নবভী, পৃ. ২৩০

[১২৯]. মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১; আত-তায়সীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; আল-হাদীস আন-নবভী, পৃ. ২৩১ ড.সাব্বাগ الضبطএর সংজ্ঞায় বলেছেন: معناه يشمل كمال الملكات العقلية والباهات وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم والحفظ والمعرفة بأحوال الناس আল-হাদীস আল-নবভী, পৃ. ২৩২

৩. প্রত্যেক রাবীকেই تام الضبط বা পূর্ণমাত্রায় প্রখর স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। تام الضبط আবার দু'প্রকার।

ক. স্মৃতিপটে পূর্ণ সংরক্ষণ (ضبط الصدر) : অর্থাৎ বিবরণগুলোকে এমন সকতর্কতার সহিত স্মরণ করে রাখার পূর্ণ ক্ষমতা থাকতে হবে যাতে প্রয়োজনবোধে তিনি পূর্ণ বিবরণটা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারেন।

খ. লিখার মাধ্যমে সংরক্ষণ (ضبط الكتابة) : অর্থাৎ হাদীস শ্রবণের সময় নিজ দায়িত্বে এমন সতর্কতা ও যোগ্যতার সহিত সেগুলোকে লিখে রাখা যেন বর্ণনা করার সময় কোন প্রকার ভ্রম সংঘটিত হওয়ার কোন সংশয়- সন্দেহ না থাকে এবং রাবী যেন এ আমানত অবিকৃতভাবে অন্যের নিকট পৌঁছাতে পারেন।[১৩০]

৪. বর্ণনাটি মু'আল্লাল (معلل) না হওয়া : মু'আল্লাল বলা হয় এমন হাদীসকে যাতে প্রকাশ্য কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্ট হয় না, বরং বাহ্যত তাতে সহীহ হাদীসের সমস্ত শর্তই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাতে এমন কিছু সূক্ষ্ম ও মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে, যা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ ব্যতীত অন্যেরা বা সাধারণ পাঠক অনুধাবন করতে পারেন না। যেমন : কোন হাদীসের বর্ণিত বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সাহাবীর উক্তি (موقوف), কিন্তু পরবর্তী রাবী ভুলক্রমে বা অন্য কোন কারণে তা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উক্তি বলে চালিয়ে দেওয়া।[১৩১]

৫. রিওয়ায়েত বা বর্ণনাটি শায (شذوذ) না হওয়া : অর্থাৎ বর্ণনাকারী নিজ অপেক্ষা বিশ্বস্ততম রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত কোন বিষয়ের বর্ণনা না করা।[১৩২]

K. mwnn nv'xm Avevi 'ÔcKvi

1. mwnn wjhwZnx **(الصحيح لذاته)** : যে হাদীস পূর্ণ ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত, বর্ণনাকারীগণ সকল দিক থেকে বিশ্বস্ত ও প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন এবং যাদের সংখ্যা কোন স্তরেই একজন হয় নি।[১৩৩]
2. mwnn wj Mvqwinx **(الصحيح لغيره)** : যে সহিহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাঝে স্মরণশক্তির কিছুটা স্বল্পতা রয়েছে, তবে এ অভাবটুকু অধিক বর্ণনা এবং অন্যান্য উপায়ে পূর্ণ হয়ে যায়, এরূপ হাদীসকে সহিহ লি গায়রিহী বলে।[১৩৪]

   হাদীস বিশারদগণ সহিহ ও যাঈফ হাদীসের মাঝে হাসান (الحسن) হাদীস নামে আরেকটি শ্রেণি বিন্যাস করে থাকেন।

nvmvb nv'xm : যে হাদীসে সহিহ হাদীসের সকল শর্ত পাওয়া যায়, তবে বর্ণনাকারীর মাঝে (تام الضبط) তথা পূর্ণ মাত্রায় স্মৃতি শক্তির যদি কিছুটা অভাব থাকে, আর সে অভাব দূর করার অন্য কোন পন্থা না থাকে, তবে তাকে হাসান হাদীস বলে।[১৩৫] যে হাদীসের রাবীর 'যবত' গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে - সে হাদীসকে 'হাদীসে হাসান' বলে।

---

[১৩০]. লামহাত ফী উলূমিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩; আল-হাদীস আন-নববী, পৃ. ২৩২

[১৩১]. আল-হাদীস আন-নববী, পৃ. ২৬১৬২ লামহাত ফী উলূমিল হাদীস, পৃ. ১১৩; তাদরীবুর রাবী, পৃ. ১৬১

[১৩২]. তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ৩৩; মোস্তফা চরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২; আল-হাদীস আন-নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

[১৩৩]. তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ৪৪-৪৫; আল-হাদীস আল-নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬; কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[১৩৪]. তাওযীহুল নযর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৩; আল-হাদীস আন-নববী, পৃ. ২৩৬; আত-তায়সীর, পৃ. ৫০

[১৩৫]. তাদরীবুর রাবী, পৃ. ১৫৩; আত-তায়সীর, পৃ. ৪৪; হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি, পৃ. ৪১; মোস্তফা চরিত, পৃ. ৭২

nvmvb nv'xm Avevi 'ÖcKvi

1. nvmvb wj hwZwn (الحسن لذاته) : যে সহিহ হাদীসের বর্ণনাকারীর মাঝে স্মৃতিশক্তি কিছুটা কম। আর এ স্বল্পতা দূর করার কোন পন্থা নেই। এরূপ হাদীসকে হাসান লি যাতিহী বলে।[১৩৬]

2. nvmvb wj Mvqwinx (الحسن لغيره) : কোন যা'ঈফ বা দুর্বল হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ায় বর্জনের স্তর হতে গ্রহণের স্তরে উন্নীত হলে এরূপ হাদীসকে হাসান লি গায়রিহী বলে।[১৩৭] যেমন : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী طلب العلم فريضة على كل مسلم "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বিদ্যা অর্জন করা ফরয"।[১৩৮] হাদীসটি দুর্বল। কিন্তু আলী ইবন মাসউদ, আবূ সাঈদ কুদরী, আনাস, ইবন আব্বাস এবং হুসায়ন (রা.) হতে একাদিক সনদ পরম্পরায় মারফু হিসেবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রত্যেকটি বর্ণনাই দুর্বল। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন সনদ সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ায় তা হাসান লি গায়রিহীর শ্রেণিভুক্ত হয়েছে।

L. hvÔCd ev 'ej : যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্নও নহেন- সে হাদীসকে 'হাদীসে যঈফ' বলে। [রাবীর 'যো'ফ' বা দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে যঈফ বলা হয়, অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলের কোন কথাই যঈফ নহে। যঈফ হাদীসের যো'ফ কম ও বেশি হতে পারে। খুব কম হলে উহা হাসানের নিকটবর্তী থাকে। আর বেশি হতে হতে উহা একেবারে মাওযূ'তেও পরিণত হতে পারে। প্রথম পর্যায়ের যা'ঈফ হাদীস আমলের ফজিলত বা আইনের উপকারিতার বর্ণনায় ব্যবহার করা যেতে পারে, আইন প্রণয়নে নয়।[১৩৯]]

যা'ঈফ হাদীস (الحديث الضعيف) : ইমাম নববী যাঈফ হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন هو ما لم توجد فيه شروط الصحة والحسن অর্থাৎ "যাতে সহিহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ (আংশিক বা পূর্ণ মাত্রায়) অনুপস্থিত, তাকেই যা'ঈফ হাদীস বলে।"[১৪০]

সহিহ বা হাসান হাদীসের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যদি বর্ণনাকারীদের মাঝে আংশিক পাওয়া যায় আর আংশিক অনুপস্থিত থাকে তবে ঐ হাদীসকে যাঈফ হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।

যে হাদীসে যত অধিক সংখ্যক শর্তের অভাব হবে সে হাদীস তত অধিক পরিমাণে দুর্বল বলে গণ্য হবে।

মোটকথা বিশুদ্ধতার দিক থেকে হাদীস প্রধানত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা : সহিহ, হাসান ও যা'ঈফ। ইসলামী শারী'আতের বিভিন্ন বিষয়ের দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস অধিক গ্রহণযোগ্য, অতঃপর হাসান এবং সবশেষে যা'ঈফ-এর স্থান।

---

[১৩৬]. শারহু নুখবাতিল ফিকর, প্রাগুক্ত, প্র. ৩৪; কাওয়াঈদ ফী উলূমিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; দাইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭

[১৩৭]. আত তায়সীর, পৃ. ৫১; কাওয়াঈদ ফী উলূমিল হাদীস, পৃ. ২৫; শায়খ আলিয়াভী, চার পাঁচ শো হিজরীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও উসূলে হাদীস, (কলকাতা : কাওমী প্রেস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯) পৃ. ১২৮

[১৩৮]. সুনান ইবন মাজা, পৃ. ২০

[১৩৯]. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, অনূদিত, †gkKvZ kixd, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

[১৪০]. মুকাদ্দামাতু সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; লামহাত ফী উলূমিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২; উলূমুল হাদীস লি ইবনিস সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; সূয়ূতী বলেছেন الضعيف هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن তাদরীবুর রাবী, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৯; الضعيف هو وقع فيه شك خطير ; দাইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; কাওয়াঈদ ফী উলূমিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; الضعيف هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة ইবনুস সালাহ, উলূমুল হাদীস, পৃ. ৩৭; আল হাদীস আল-নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

hvÔCd nv'xm Avevi †ek K‡qK †kÖY‡Z wef 3 [141]

নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েক প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো

1. gimvj (**مرسل**) : কোন হাদীসের সনদের শেষের দিকে তাবিঈর পরবর্তী বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়ে যাওয়াকে মুরসাল হাদীস বলে। যেমন: তাবিঈ নাফি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপ বলেছেন।[১৪২] যে হাদীসে সনদের 'ইনকেতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে এবং স্বয়ং তাবেঈ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে 'হাদীসে মুরসাল' বলে।

   মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য কি-না এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়।

K. AMnY‡hvM¨ : কারণ তাবেঈ পরবর্তী রাবী অজ্ঞাত। ফলে তিনি সাহাবী ব্যতীত অন্য কেউ হওয়ারও সম্ভবনা রয়েছে। এটা জমহুর মুহাদ্দিস এবং অধিকাংশ ফকীহ ও উসূলবিদদের মত। ইমাম মুসলিমও এ মত সমর্থন করেছেন।[১৪৩]

L. AvB¤§v mvjvmv, (ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক ও আহমদ) -এর নিকট তাবেঈ যদি সিকাহ হয় এবং সিকাহ রাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য এবং প্রামাণ্য হবে।[১৪৪]

M. Bgvg kvwdC I KwZcq Avnwj Bj‡gi g‡Z, বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য।[১৪৫]

2. gbKwZ (**منقطع**) : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি, এর সনদের মধ্যে কোন স্তরে একজন রাবী বা বিভিন্ন স্তরে একাধিক রাবী বাদ পড়েছে, এরূপ হাদীসকে মুনকাতি হাদীস বলে।[১৪৬] যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে হাদীসে

---

[১৪১]. ইবন হিব্বান ৪৯ ভাগে, ইবন সালাহ صفات القبول বা গ্রহণ যোগ্যতার গুণাবলীর অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে যাঈফ হাদীসকে বহু ভাগে বিভক্ত করেছেন। হাফিয আল-ইরাকী شرح الألفية গ্রন্থে যাঈফ হাদীসকে ৪২ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। দ্র. তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরিবীন তাওয়াভী, পৃ.১৭৯; উলূমুল হাদীস লি ইবনি সালাহ, পৃ. ৩৭; আল-হাদীস আল-নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

[১৪২]. هو ما سقط منه الصحابي হাকিম নিশাপুরী, মা'আরিফাতু উলূমিল হাদীস, (বৈরুত : দারু মাকতাবাতুল হিলাল, ১ম সং ১৪০৯/১৯৮৯) পৃ. ২৫; শরহু নুখবাতুল ফিকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; আল-হাদীস আল-নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২; هو ما سقط من آخر إسناد من بعد التابعي ড. নূরুদ্দীন আতার, মানহাজুন নকদ ফী উলূমিল হাদীস, (বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি) পৃ. ৩৬৯; তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ৭০; নাযহাতুল নযর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩; ইবন কাসীর বলেন, অধিকাংশ ফকীহ এবং উসূলবিদদের নিকট তাবিঈ বা অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে মুরসাল হাদীস বলে। আল-বাইস আল-হাসীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; তাদরীবুর রাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫-৯৬; ইবনুল আসীরের মতে, সমসাময়িক নহে এমন ব্যক্তি হতে কেহ হাদীস বর্ণনাকে মুরসাল হাদীস বলে। জামি' আল-আসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২; এ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত মতটি জমহুর মুহাদ্দিসের এবং এটিই বিশুদ্ধ।

[১৪৩]. তায়সীর মুসতালাহিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১; আল-বা'ইস আল-আল-হাসীস, পৃ. ২৬; মুকাদ্দামুতু সহীহ মুসলিম, পৃ. ২৪; আল-হাদীস আল-নবভী, পৃ. ২৫৩; মুকাদ্দমাতু ইবনুস সালাহ পৃ. ৫০

[১৪৪]. খতীব বাগদাদী, আল-কিফায়া ফী ইলমির রিওয়ায়া, (ভারত: দাইরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানীয়, ১৩৫৭) পৃ. ৫৮৫; আল-হাদীস আল-নবভী, পৃ. ২৫৫; তাদরীবুর রাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

[১৪৫]. তায়সীর মুসতালাহিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২; লামহাত ফী উসূলিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

[১৪৬]. المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه লামহাত ফী উসূলিল হাদীস; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫; তায়সীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬; মা'আরিফাতু উলূমিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৭; তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াভী প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭; ড. সাব্বাগ বলেন, সনদ হতে কেবল একজন ব্যক্তি বাদ পড়ে যাওয়া কিংবা অজ্ঞাত (مبهم) কোন ব্যক্তির নাম সনদে উল্লেখ থাকলে ঐ হাদীসকে মুনকাতি বলে। আল-হাদীস আন-নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭; আল-বা'ইস, আল-হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; ইবন আব্দিল বার বলেন, যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল চায় তার সনদ নবী (সা.) পর্যন্ত উন্নীত হোক বা অন্য পর্যন্ত উন্নীত হোক এরূপ হাদীসকে মুনকাতি বলে। ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা লিমান মা'আনী ওয়াল আসানীদ, (মরক্কো, তাবি) ১ম খণ্ড, পৃ. ২১

মুনকাতে' বলে। আর এ বাদ পড়াকে বলা হয় 'ইনকেতা। এ হাদীস প্রধানত দুই প্রকার : 'মুরসাল' মুআল্লাক'।

ব্যবহারিক দিক থেকে তাবি' তাবেঈ তাঁর পরবর্তী রাবী অর্থাৎ তাবেঈ-এর নাম বাদ দিয়ে সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে মুনকাতি হাদীস বলে। যথা : মালিক (র.)-এর বর্ণনা ইবন ওমর (রা.) হতে। অথচ উভয়ের মাঝে আরেকজন রাবী (তাবিঈ) রয়েছেন তিনি হলেন নাফি।[১৪৭] এরূপ হাদীস সর্বসম্মতক্রমে দুর্বল।[১৪৮]

3. gỏ'vj (معضل) : সনদের যে কোন স্থান হতে পরপর দু'জন রাবীর নাম বাদ পড়ে যাওয়াকে মু'দাল হাদীস বলে। যেমন: মালিক (র.) তাবিঈ ও সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপ বলেছেন।[১৪৯] যদি পরপর রাবীর নাম বাদ না পড়ে তবে তা হবে মুনাকতি। সুতরাং প্রত্যেক মু'দাল-ই-মুনকাতি, কিন্তু প্রত্যেক মুনকাতি মু'দাল নয়।[১৫০]

এধরনের হাদীস গুলোর হুকুম হলো এ গুলো দুর্বল এবং অধিক রাবী বাদ পড়ে যাওয়ার কারণে এদের অবস্থান মুরসাল এবং মুনকাতি-এরও নিম্ন পর্যায়ে।[১৫১]

4. g'vjøvm (مدلس) : মুদাল্লাস শব্দটি দালাস (دلس) শব্দ হতে উৎপন্ন। যার আভিধানিক অর্থ অন্ধকার হওয়া, ধোকা দেওয়া, দোষ গোপন করা ইত্যাদি।[১৫২]

cwifvlvq g'vjøvm ejv nq : إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره সনদের দোষ গোপন রাখা এবং বাহ্যিক দিকটিকে সুন্দর করে দেখানো।[১৫৩] যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম না করে তাঁর উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই ওটি উপরস্থ শায়খের নিকট শুনেছেন, অথচ তিনি নিজে ওটি তাঁর নিকট শুনেন নি, (বরং তাঁর প্রকৃত উস্তাদই ওটা তাঁর নিকট শুনেছেন) সে হাদীসকে 'হাদীসে মুদাল্লাস' বলে এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এরূপ করেছেন তাঁকে 'মুদাল্লেস' বলে। মুদাল্লেসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না তিনি একমাত্র সেকাহ রাবী হতেই তাদলীস করেন বলে সাব্যস্ত হয় অথবা তিনি ওটি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিস্কারভাবে বলে দেন।[১৫৪]

g'vjøvm ev Zv'jxm cavbZ 'ỏcKvi : K. Zv'jxmj Bmbv', L. Zv'jxmk ïqL

K. Zv'jxmj Bmbv' : তাদলীসুল ইসনাদ হলো সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে এমন কিছু বর্ণনা করা যা সে তার থেকে শুনে নি অথবা সমসাময়িক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করা, অথচ তার সাথে সাক্ষাৎ হয় নি এ ধারণায় যে সে তার থেকে শুনেছে।[১৫৫] এ ক্ষেত্রে আবূ আহমদ ইবন আমর, বাযযার এবং আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান-এর সংজ্ঞা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, তাদলীসুল ইসনাদ হলো[১৫৬] أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ এরূপ যে, বর্ণনাকারী তার শায়খ থেকে কিছু হাদীস শুনেছেন কিন্তু যে হাদীসটি তিনি তাদলীস করতে যাচ্ছেন সেটা ঐ শায়খ থেকে শুনেন নি বরং তা অন্য শায়খ থেকে শুনেছেন অতঃপর তার নাম বাদ দিয়ে পূর্ব

---

১৪৭. Avj-jvgnvZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫, Zv'ixei ivex প্রাগুক্ত, ২৮, Avj-nv'xm Avb-befx, প্রাগুক্ত ২৫৭
১৪৮. Zvqmxi gmZvjvûj nv'xm, পৃ. ৭৭
১৪৯. Avj-nv'xmAvj-befx, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮; AvZ-Zvqmxi প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪; jvgnvZ dx Dmwjj nv'xm,পৃ. ২৭৩
১৫০. Avj-nv'xm Avb-beex, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
১৫১. Zvqmxi gmZvjvûj nv'xm, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪; jvgnvZ dx Dmwjj nv'xm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮
১৫২. Avj-Kvgm, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪; wjmvbj Avie, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৬
১৫৩. Zvqmxi gmZvjvûj nv'xm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১৫৪. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, অনূদিত, †gkKvZ kixd, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
১৫৫. Avj-evỏBm Avj-nvmxm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২ Avj-jvgnvZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯; Zv'ixei ivex, পৃ. ২২৩-২২৪
১৫৬. Zvqmxi gmZvjvûj nv'xm, পৃ. ৭৮-৭৯

শায়খ হতে এমন শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যা দ্বারা শ্রবণ বা অনুরূপ অর্থ বুঝায়। যথা, قال (তিনি বলেন) অথবা عن (তার থেকে বর্ণিত) ইত্যাদি। যাতে অন্যরা এ ধারণা পোষণ করে যে তিনি হাদীসটি তার থেকে শুনেই বর্ণনা করেছেন। অথচ বাস্তবে তা নয়।[১৫৭]

L. Zv'wjmk ïqL : রাবী তার শায়খ থেকে শুনে কোন হাদীস বর্ণনা করলেন, অতঃপর ঐ শায়খকে তাঁর অপ্রসিদ্ধ নাম, উপনাম বা উপাধিতে উল্লেখ করলেন, যাতে তাকে চেনা না যায়। যথা: আবূ বকর ইবন মুজাহিদ এর বক্তব্য حدثنا عبد الله بن ابى عبد الله - এর দ্বারা তিনি আবূ বকর ইবন আবূ দাউদ সিজিস্তানীকে বুঝিয়েছেন।[১৫৮]

এ উভয় প্রকার তাদলীস-ই মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। তাদলীসুল ইসনাদ অধিকতর ঘৃণিত। শু'বাহ সহ অধিকাংশ আলিম এর প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন التدليس أخو الكذب তাদলীস হলো মিথ্যার সহোদর।[১৫৯]

5. ghZvive **(مضطرب)** : কোন হাদীস যদি এক বা একাধিক বর্ণনাকারী হতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হয় এবং ঐ গুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয় তবে এরূপ হাদীসকে মুযতারাব বলে।[১৬০] এরূপ ইযতিরাব বা গোলযোগ হাদীসের সনদ, মতন কিংবা উভয় ক্ষেত্রেও হতে পারে। যবত (ضبط) এর অনুপস্থিতির কারণে এ ধরনের হাদীস দুর্বল বলে গণ্য হবে।[১৬১] সমন্বয় সাধন সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত এ সব হাদীসের ব্যাপারে তাওয়াককুফ (অপেক্ষা) করতে হবে, প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।[১৬২]

যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন- সে হাদীসকে 'হাদীসে মুযতারাব' বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এটা সম্পর্কে তাওয়াককুফ (অপেক্ষা) করতে হবে।[১৬৩] (অর্থাৎ, এটাকে প্রমাণে ব্যবহার করা চলবে না।)

৬. gvKje **(مقلوب)** : হাদীসের সনদ কিংবা মতনের মধ্যে এক শব্দকে অন্য শব্দের দ্বারা পরিবর্তন করা কিংবা অগ্র-পশ্চাত করাকে মাকলুব হাদীস বলে।[১৬৪] সনদে পরিবর্তন যথা كعب بن مرة হতে বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে রাবী বলল عن مرة بن كعب অথবা সালিম (سالم) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসের ক্ষেত্রে রাবী বলল عن نافع নাফি হতে বর্ণিত।[১৬৫] মতনে পরিবর্তন যথা: সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। ৭ ব্যক্তি আল্লাহর ্আরশের ছায়ায় স্থান পাবে এ হাদীসে এসেছে ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله বলেছেন।[১৬৬] অথবা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রাবী এক হাদীসের মতনকে অন্য হাদীসের সনদের সাথে বা এক হাদীসের

---

[১৫৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

[১৫৮]. আল-হাদীস আন-নববী, পৃ. ২৫৯; আল-বাইস আল-হাসীস, পৃ. ৩৩; আত-তায়সীর, পৃ. ৮১

[১৫৯]. আব্দুল হাই লৌখনোভী, যাফরুল আমানী ফী মুখতারাসিরিল জুরজানী (বৈরূত : দারু ইবন হযম, ১৪১৮/১৯৯৭) পৃ. ৪২৫; আল-বা'ইস আল-হাসীস, পৃ. ৩২; আত-তায়সীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২; আল-লামহাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

[১৬০]. jvgnvZ dx Dmwj j nv'xm, পৃ. ২৪৭; তাদরীবুর রাবী, পৃ. ২৬২; ড. মাহমূদ তাহান বলেন هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة আত-তায়সীর, পৃ. ১১১

[১৬১]. তাদরীবুর রাবী, পৃ. ২৬২ আলহাদীস আন-নববী, পৃ. ২৬৫; আত-তায়সীর,পৃ. ১১৩;Av'-'iviæm mvgxb পৃ. ৮৫

[১৬২]. নূর মোহাম্মদ আজমী, nv'x‡Qi ZË I BwZnvm, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২) পৃ. ৬; শায়খ আলিয়াভী, উসূলে হাদীস, পৃ. ১১৯

[১৬৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[১৬৪]. আত-তায়সীর, পৃ. ১০৬; Av'-'iviæm mvgxbv, পৃ. ৮২ Avj-nv'xmb-befx, পৃ. ২৬৫;মানহাজুন নকদ পৃ. ৪৩৫

[১৬৫]. তাদরীবুর রাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১; আত-তায়সীর পৃ. ১১৬

[১৬৬]. mnxn gmwjg, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২০; gqvËv gwjK, ২য় খণ্ড পৃ. ৯৫২

সনদকে অন্য হাদীসের মতনের সাথে পরিবর্তন করা। যেমন আহলি বাগদাদ ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬/৮৬৯)-এর সাথে করেছিলেন।[১৬৭] হাদীসে কলব বা মাকলূব যদি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা শর্ত সাপেক্ষে বৈধ। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে হলে তা বৈধ নয়।[১৬৮]

7. g◊Avjøvj (معلل) : যদি কোন হাদীসের সনদে এমন সূক্ষ্মত্রুটি থাকে, যা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় না, কিন্তু হাদীস বিশেষজ্ঞের নিকট ধরা পড়ে তবে এরূপ হাদীসকে মু'আল্লাল বলে।[১৬৯] আর এরূপ ত্রুটিকে ইল্লাত বলে। ইল্লাত হাদীসের জন্য একটা মারাত্মক দোষ। হাদীস সহিহ বা বিশুদ্ধ হওয়ার এটা প্রতিবন্ধক।[১৭০]
যে হাদীসের সনদে এমন কোন সূক্ষ্ম ত্রুটি রয়েছে যাকে কোন বড় হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যতীত ধরতে পারেন না, সে হাদীসকে, 'হাদীসে মুআল্লাল' বলে। আর এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লত' বলে। ইল্লত হাদীসের পক্ষে একটা মারাত্মক দোষ। মুআল্লাল হাদীস 'সহিহ' হতে পারে না।

8. kvh (شاذ) : কোন সিকাহ রাবীর বর্ণিত হাদীস যদি তাঁর থেকেও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থি হয় তবে তাকে শায হাদীস বলে।[১৭১] এরূপ হাদীস مردود বা পরিত্যাজ্য।[১৭২]

9. gbKvi (منكر) : কোন দুর্বল (ضعيف) রাবীর বর্ণিত হাদীস যদি সিকাহ রাবীর বর্ণিত হাদীসের হয়, তবে তাকে মুনকার হাদীস বলে।[১৭৩] আর এরূপ হওয়াকে নাকারাৎ বলে। নাকারাৎ হাদীসের জন্য একটা বড় দোষ।[১৭৪]

10. gvZi|K (متروك) : যে হাদীসের রাবী কথা-বার্তায় মিথ্যাবাদী হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত; হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক বা পরিতাজ্য হাদীস বলে।[১৭৫] এরূপ ব্যক্তির সমস্ত হাদীসই পরিত্যাজ্য। অবশ্য সে যদি পরে খাঁটি তাওবা করে এবং মিথ্যা পরিত্যাগ ও সত্য অবলম্বনের লক্ষণ তার কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পায় তবে পরবর্তী কালে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।[১৭৬]
যে হাদীসের রাবী হাদীসের ব্যাপারে নয়; বরং সাধারণ কাজ কারবারে মিথ্যা কথা বলেন বলে খ্যাত হয়েছেন- তার হাদীসকে 'হাদীসে মাতরূক' বলে।

11. g'ivR : যে হাদীসের মধ্যে রাবী তাঁর নিজের অথবা অপর কারও উক্তি প্রক্ষপ করেছেন- সে হাদীসকে হাদীসে মুদরাজ (প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এরূপ করাকে 'ইদরাজ' বলে। ইদরাজ হারাম- যদি না ওটি কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশার্থে হয় এবং মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়।

12. genvg : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায় নি। যাতে তাঁর দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে-তাঁর হাদীসকে 'হাদীসে মুবাহ' বলে। এরূপ ব্যক্তি সাহাবী না হলে তাঁর হাদীস গ্রহণ করা যায় না।

---

১৬৭. ZvixLj evM'v', ২য় খণ্ড, পৃ. ২০: Zv'exiæi ivex, পৃ. ২৯৩; আত-তায়সীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
১৬৮. Av'-'iviæm mvgxbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩; AvZ-Zvqmxi প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
১৬৯. আজমী নূর মুহাম্মদ, nv'x‡mi ZË I BwZnvm, (ঢাকা : এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২) পৃ. ৭; هو الحديث الذي اطلع فيه على علة نقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها আত-তায়সীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮; আদ-দুরারুস সামীনা, পৃ. ৭৭
১৭০. nv'x‡Qi ZË I BwZnvm, পৃ. ৭; হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি, পৃ. ৪৬; আল-হাদীস আন-নবভী, পৃ. ২৬১
১৭১. আত-তায়সীর পৃ. ১১৬; শায়খ আলিয়াভী, Dm‡j nv'xm, পৃ. ১২৪
১৭২. Zvqmxi gmZvjvûj nv'xm প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
১৭৩. শায়খ আলিয়াভী, Dm‡j nv'xm, পৃ. ১২৪; আত-তায়সীর, পৃ. ৯৫
১৭৪. nv'x‡mi ZË I BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১৭৫. AvZ-Zvqmxi পৃ. ৯৩; Avj-jvgnvZ, পৃ. ২৬৩-৬৪; nv'xm kv¯¿ cwiwPwZ, পৃ. ৪৫
১৭৬. আজমী নূর মুহাম্মদ, nv'x‡mi ZË I BwZnvm, (ঢাকা : এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২) পৃ. ৮; nv'xm kv¯¿ cwiwPwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

13. gAvjøvK : যে হাদীসের সনদের 'ইনকেতা' প্রথম দিকে হয়েছে অর্থাৎ, সাহাবীর পর এক বা একাধিক নাম বাদ পড়েছে তাকে 'মুআল্লাক বলে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। ['মুরসাল' ও 'মুআল্লাক' 'মুনকাতে'রই যে দুটি রকমবিশেষ তা পূর্বেই বলা হয়েছে]।
কোন কোন গন্থকার কোন কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে 'তা'লীক' বলে। কখনও কখনও তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তা'লীক' বলে। ইমাম বুখারী (রা.) এর কিতাবে এরূপ বহু 'তা'লীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এ সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

যাঈফ হাদীসের এরূপ আরো প্রকারভেদ রয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে যার আলোচনা সম্ভব নয়। যাঈফ হাদীস সর্ব সম্মতক্রমে শরী'আতের হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বিভিন্ন আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে যাঈফ হাদীসের ওপর আমল করা জমহুর মুহাদ্দিসের নিকট বৈধ। কিন্তু ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (মৃ. ২৩৩/৮৪৭) ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬/৮৬৯) ইমাম মুসলিম (মৃ. ২৬১/৮৭৪) ইবন হাযম (মৃ. ৪৫৬/১০৬৩) প্রমূখ মুহাদ্দিসগণের নিকট ফাযাঈলের ক্ষেত্রেও যাঈফ হাদীস আমলযোগ্য নয়।[১৭৭]

ÔgZv‡eÕ I kv‡n` : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায়, তা হলে এ দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির 'মুতাবে' বলে- যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ, সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে 'মুতাবাআত' বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে প্রথম ব্যক্তি হাদীসের 'শাহেদ' বলে। আর এরূপ হওয়াকে 'শাহাদত' বলে। মুতাবাআত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।
Ôgvl hÕ : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও রাসূলুল্লাহর নামে ইচ্ছা করে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে তার হাদীসকে 'হাদীসে মাওযূ' বলে। এরূপ ব্যক্তির কোন হাদীসই কখনও গ্রহণযোগ্য নয় যদিও সে অতঃপর খালেস তওবা করে।

eYbvKvix‡`i msL¨vi w`K †_‡K nv`xm Avevi `ÔcKvi : K) gZvIqvwZi L) Avnv`

K. gZvIqvwZi (**متواتر**) : যে সহিহ হাদীসকে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক স্তরে সনদের প্রথম থেকে শেষ অবধি এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন যাদের পক্ষে একত্রে মিথ্যা বলা সাধারণত অসম্ভব বিবেচিত হয়।[১৭৮] যথা قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار এ হাদীসটি মুতাওয়াতির। [১৭৯]
ইবনুস সালাহ বলেন, এ হাদীসটি ৬২ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। অন্যমতে, একশত মতান্তরে দু'শত রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১৮০]
যে সহিহ হাদীসকে প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রেওয়ায়ত করেছেন যত লোকের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব- সে হাদীসকে 'হাদীসে মুতাওয়াতির' বলে এবং এরূপ হওয়াকে 'তাওয়াতুর' বলে। মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এলমে ইয়াকীন অর্থাৎ, এমন দৃঢ় জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ হয়,

---

১৭৭. আল হাদীস আল-নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮/২৬৯

১৭৮. আল-জুরজানী, আত-তারীফাত, (বৈরূত: মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৬৯) পৃ. ৭৪,১০২; আবুল ফাতাহ আল-মুতরিযী, আল-মাগরিব, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-আরাবী, তাবি) পৃ. ৪৭৫: যাফরুল আমানী, পৃ. ৪০; আল-আমিদী, আল-ইহকাম, (রিয়াদঃ মূআসসাসাতুন নূর, ১৩৮৭) ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪; হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৮: আল-হাদীস আল-নবভী, পৃ. ২৩৬: তায়সীর মুসতালাহুল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; রুহুদ্দীন আল-ইসলামী, পৃ. ৫০৪-৫০৫

১৭৯. সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১; সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০; সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড পৃ. ২৮৭; সুনান আদ-দারিমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬; আল-হাকিম নিশাপুরী, আল মুস্তাদরাক, (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩৪ হি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩

১৮০. তাদরীবুর রাবী ফী শরহি তাকরীবিল নাওয়াভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

যা সমস্ত শোবাহ সন্দেহের উর্ধ্বে। হাদীস প্রধানত দুই প্রকারে মুতাওয়াতির হতে পারে (ক) মুতাওয়াতিরে লফযী- যার লফয বা শব্দ একইরূপে সব যুগে বহু লোক বর্ণনা করেছেন। উপরে দেয়া সংজ্ঞাটি এরই। (খ) মুতাওয়াতিরে মা'নবী' যার শব্দ ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার বিভিন্ন হলেও মূল 'মানে' বা অর্থটি সব যুগেই বহু লোক বর্ণনা করেছেন। যথা: দোআ করতে হাত উঠান। [১৮১]

রাসূলে করীম (সা.) কোন কোন দোআয় কি কি রূপে হাত উঠিয়েছেন তার বর্ণনা একরূপ না হলেও তিনি যে দোআয় হাত উঠিয়েছেন, এ মূল অর্থটি সবাই বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আমল বা কার্য দ্বারাও একটি হাদীস 'মুতাওয়াতির' হতে পারে। যে হাদীসকে প্রত্যেক যুগেই বহু লোক কার্যকরী করে আসছে- সে হাদীসকে 'হাদীসে মুতাওয়াতিরে আমলী' বলা যেতে পারে। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে আহকামের সমস্ত হাদীসই মুতাওয়াতির। কেননা, এসব হাদীস সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগ হতে এ যুগ পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানই কার্যকরি করে আসছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাদীসের রাবীর এ সংখ্যাগত প্রশ্নটি শুধু সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগেরই বিচার্য বিষয়। অতঃপর হাদীসমূহ কিতাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার দরুণ সমস্ত হাদীসই মুতাওয়াতির হয়ে গিয়েছে। মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা সর্বসম্মত ভাবে ইলমুল ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। একে অস্বীকার করা কুফুরের নামান্তর।[১৮২]

L. Avnv' (آحاد) : যে সব হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেনি ঐসব হাদীসকে আহদ হাদীস বলে।[১৮৩] এটা তিন প্রকার। যথা :১. মাশহূর, ২. আযীয ও ৩. গারীব

1. gvkûi (مشهور) : যে সহিহ হাদীসকে প্রত্যেক যুগে কমপক্ষে তিন বা তদোর্ধ্ব জন রাবী বর্ণনা করেছেন।[১৮৪]

   যে সহিহ হাদীসকে প্রত্যেক যুগে অন্তত তিনজন রাবী রেওয়ায়ত করেছেন- সে হাদীসকে 'হাদীসে মাশহূর' বলে। ফকিহগণ একে 'মুস্তাফীয' বলে।

2. Avhxh (عزيز) : যে সহিহ হাদীসকে প্রত্যেক যুগেই অন্তত দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন।[১৮৫]যে সহিহ হাদীসকে প্রত্যেক যুগেই অন্তত দুজন রাবী রেওয়ায়ত করেছেন সে হাদীসকে 'হাদীসে আযীয' বলে।

3. Mvixe (غريب) : যে সহিহ হাদীসকে সনদের কোন এক স্তরে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন।[১৮৬]যে সহিহ হাদীসকে কোন যুগে মাত্র একজন রাবী রেওয়ায়ত করেছেন- সে হাদীসকে 'হাদীসে গরীব' বলে।

   আহাদ হাদীস দ্বারা ইলমুয যন্ন বা ধারণামূলক জ্ঞান লাভ হয়। অধিকাংশের মতে এর দ্বারা আমল ওয়াজিব হয়, তবে ইলমুল ইয়াকীন লাভ হয় না। অবশ্য ইবন হাযম (মৃ. ৪৫৬/১০৬৩)-এর দ্বারা ইলমুল ইয়াকীন লাভ হয় বলেও অভিমত পোষণ করেছেন।[১৮৭]

---

[১৮১]. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা,অনূদিত, †gkKvZ kixd, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

[১৮২]. লামহাত ফী উসূলিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[১৮৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩; আদ-দুরারুস সামীনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[১৮৪]. আল হাদীস আল-নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৮; আল-লামহাত, পৃ. ৯৪

[১৮৫]. তায়সীর মুসতালাহুল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; আল-হাদীস আন-নবভী, প্রগুক্ত, পৃ. ২৮৩; হাদীসের তত্ত্ব ও ইতহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; যাফর আহমদ ইসমানী, gKvÏvgvZ BÕjvDm mbvb, (করাচীঃ আল মাকতাবাতুস সাউদিয়া, তা. বি) পৃ. ২৩

[১৮৬].আল-হাদীস আন-নবভী, প্রগুক্ত, পৃ. ২৮২; আত-তায়সীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; আদ-দুরারুস সামীনা, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪

[১৮৭] . লামহাত ফী উসূলিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩; nv'x‡mi ZË¡ I BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০; আল হাদীস আল-নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

G Qvov nv'xm‡K Av‡iv cavb 'Öfv‡M fvM Kiv n‡q _v‡K| Zv n‡jv :

1. nv'x‡m befx 2. nv'x‡m K'mx

1. nv'x‡m befx (الحديث النبوي) : (نبوي) শব্দের (ي) টি নিসবিতী বা সম্বন্ধবাচক, অর্থাৎ যা নবী (সা.)-এর সাথে সম্বন্ধিত। অত্র অভিসন্দর্ভের প্রথম পরিচ্ছেদে হাদীস বলতে যা বুঝানো হয়েছে তাই হাদীসে নববী।

2. nv'x‡m K'mx (الحديث القدسي) : القدسي অর্থ হচ্ছে যা পূত-পবিত্র মহামহিম সত্তার সাতে সম্বন্ধ যুক্ত।[১৮৮] যেহেতু হাদীসে কুদসীর বর্ণনা ধারা ঐ পবিত্র সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু-ই হাদীসে কুদসী বলে এর নামকরণ করা হয়েছে।[১৮৯] হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ হাদীসে কুদসীর পারিভাষিক অর্থ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংজ্ঞা পেশ করেছেন।[১৯০] যা থেকে একজন গবেষক অনায়াসে বলতে পারে যে, যার বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন তাকেই হাদীসে কুদসী বলে। অর্থাৎ : যে হাদীসের শব্দাবলী মহানবী (সা.)-এর কিন্তু অর্থ ও ভাব আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে প্রাপ্ত, তাই হাদীসে কুদসী।[১৯১] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারের মধ্যে হাদীসে কুদসীর একটি স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধিত এ শ্রেণির হাদীসকে মহিমান্বিত করেছে। হাদীসে কুদসীর সংখ্য তুলনা মূলকভাবে অল্প।[১৯২] উদ্দেশ্য ও বিষয়গত দিক থেকে এ পরিসর সীমিত । শরী'আতের বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে হাদীসে কুদসীর তেমন একটা সংশ্লিষ্টতা নেই। কেননা এর মাধ্যমে প্রধানত বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে।[১৯৩]

---

১৮৮. মুনীর বায়াল বাক্কী, Avj-gvIwi' (বৈরূত: দারুল ইলম ১ম সংস্কার., ১৯৭৭) পৃ. ৮১০; J.M. Cowan, Arabic-English Dictionary (New York; Spoken Language Service, 1976), P. 747; আল-হাদীস আন-নবভী, পৃ. ১৫৯; আতায়সীর, পৃ. ১২৬

১৮৯. লামহাত ফী উসূলিল হাদীস, পৃ. ৪৬; আত-তায়সীর, পৃ. ১২৬

১৯০. স্বনামধন্য হাদীস ভাষ্যকার মুল্লা আলী কারীর মতে: الحديث القدسي ما يرويه صدر الرواة وبد الثقات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات عن الله تعالى تارة بواسطة جبريل وتارة بالوحي والإلهام والمنام مفوضا عليه التعبير بأي عبارة شاء من أنواع الكلام; লামহাত ফী উসূলিল হাদীস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১; শায়খ মুহাম্মদ আল-মাদানী: আল ইতফাহাতুস সুন্নিয়্যা ফিল আহাদীসিল, কুদসীয়্যা, (কায়রো: আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়া লিত-তুরাস, তা. বি.) পৃ. ১৮৭; ড. আদিব সালিহ বলেন; হাদীসে কুদসী ঐ হাদীসকে বলে যা নবী (সা.) আল্লাহর বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেন। পরবর্তীতে তা বর্ণনা কালে বর্ণনাকারী তা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মধ্যস্থতায় বর্ণনা করে থাকেন, যার সর্বোচ্চ সূত্র পরম্পরা আল্লাহা তা'আলা পর্যন্ত পৌছে থাকে। -লামহাত ফী উসূলিল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; মু'জামু মুগাতিল ফুকাহা এর প্রণেতা বলেন, "হাদীস কুদসী হলো যা রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর পক্ষ হতে অবহিত হয়ে বর্ণনা করে থাকেন। যার ভাবার্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম বা নিদ্রার মাধ্যমে নবী (সা.) কে জানিয়ে দেয়া হয়, আর রাসূল (সা.) স্বী বাক্যে তার প্রকাশ য়টিয়ে থাকেন। মুজামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ১৭৭; আহমদ সাঈদ বলেন, Hadith-e-qudsi can be defined as Allah has either revealed shown in the vision or sent the world through Hazrat Gabriel to his Holy Prophet (sm.) and he discribed the revealed visualised or delivered word in his own language," Ahmad Saeed: Hadees-e-Qudsi Translated by Mohammad Salman, (Delhi: Dini Book Depo, 3rd Ed., 1988), P. iii; In 'Dictionary of Islam': Hadis Qudsi- Adivin saying a form used for a Hadis which relates a revelation from Allah in the language of the prophet (sm.). Dictionary of Islam, Idib, P.153; ড. মাহমূদ তাহহান- এর ভাষায়: هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل তায়সীর মুসতালাহুল হাদীস, প্রগুক্ত, পৃ. ১২৬।

১৯১. আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৯২. কোন কোন গবেষকের মতে, হাদীসে কুদসীর সংখ্যা একশত বা তার কিছু বেশী, আবার কেহ দু'শত আটশত কিংবা তারও কিছু বেশী বলে উল্লেখ করেছেন। দ্র, আল-হাদীস আন-নবভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৬; আল-লামহাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১; তায়সীর মুসতালাহুল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৯৩ . jvgnvZ dx Dmwjj nv'xm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; আত-তায়সীর, প্রাগুক্ত, ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

nv‘xm M‡ši †kwYwefvM, nv‘xm M‡ši ¯Íiweb¨vm, nv‘xm kv‡¯i KwZcq cwifvlv

nv‘xm M‡ši †kwYwefvM

হাদীস গ্রন্থসমূহকে বিন্যাস ভংগির প্রেক্ষিতে প্রধানত নিম্নে বর্ণিত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. Rwgò : এটি হাদীসের এমন গ্রন্থ, যাতে আটটি প্রধান শিরোনামের হাদীস স্থান লাভ করেছে। শিরোনামগুলো এই, (ক) সিয়ার (খ) আদাব (গ) তাফসীর (ঘ) আকাইদ (ঙ) রিকাক (চ) আশরাত (ছ) আহকাম এবং (জ) মানাকিব। নিম্নেলিখিত শ্লোকে এ শিরোনামগুলোকে সুন্দরভাবে গ্রথিত করা হয়েছে,

سیر وآداب تفسیر وعقائد * رقاق واشراط أحكام ومناقب

সিহাহ সিত্তাহ-এর মধ্যে সহীহুল-বুখারী এবং সুনানুত-তিরমিযী জামি’ গ্রন্থ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। সহিহ আল-মুসলিম-এ আটটি শিরোনামের হাদীস স্থান লাভ করা সত্ত্বেও তাতে তাফসীর-এর হাদীস কম হওয়ার কারণে এ গ্রন্থখানাকে জামি’ বলা হয় না। জামি’ গ্রন্থ সংকলনকারী সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হচ্ছেন, ইমাম সাওরী (মৃত ১৬১/৭৭৭) (র.)।[১৯৪]

ড. নুরুদ্দীন আতার বলেন,[১৯৫]

الجامع في اصطلاح المحدثين: هو كتاب الحديث المرتب على الأبواب الذي يوجد فيه أحاديث في جميع موضوعات الدين وأبوابه، وعددها ثمانية أبواب رئيسية.

Rv‡g[196]- যে কিতাবে হাদীসসমূহকে বিষয় অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং যাতে আকায়েদ, সিয়ার, তাফসীর, ফেতান, আদাব, আহকাম, রেকাক ও মানাকেব- এ আটটি প্রধান অধ্যায় রয়েছে তাকে ‘জামে’ বলে। যথা ‘জামে’ সহীহ’- ইমাম বুখারী, ‘জামে’ তিরমিযী’, তিরমিযীর কিতাবটি আসলে ‘জামে’ হলেও উহা ‘সুনান’ নামেই প্রসিদ্ধ। এ জাতীয় কিতাবে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের হাদীস রয়েছে।[১৯৭]

2. mbvb : এটি হাদীসের এমন গ্রন্থ, যা ফিকহ গ্রন্থের ক্রমানুসারে বিন্যাস করা হয়। যেমন, সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন-নাসাঈ, সুনানু ইবন মাজাহ প্রভৃতি।

যে কিতাবে হাদীসসমূহকে বিষয় অনুসারে সাজান হয়েছে এবং যাতে তাহারাত, নামাজ, রোজা প্রভৃতি আহকামের হাদীসসমূহ সংগ্রহের প্রতিই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তাকে সুনান, বা ‘মুসান্নাফ’ বলে। যথা- ‘সুনানে আবু দাউদ’, ‘সুনানে ইবনে মাজাহ’, ‘সুনানে দারেমী’, ‘মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ’, ‘মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক’ প্রভৃতি।[১৯৮]

ড. নুরুদ্দীন আতার বলেন,[১৯৯]

كتب السنن هي الكتب الذي تجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مرتبة على أبواب الفقه.

‘সুনান হাদীসের এমন গ্রন্থসমূহকে বলা হয় যাতে আহকাম সম্বলিত মারফূ’ হাদীসগুলোকে ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিন্যাস অনুসারে সন্নিবেশ করা হয়।

মুহাদ্দিসগণ বলেন,

---

[১৯৪]. ড. সুবহী সালেহ, ÔDjgj-nv‘xm I qv gmZvjvûû, পৃ. ১২২; ইউসূফ বিন্নৌরী, মা’আরিফুস-সুনান, পৃ. ১৮

[১৯৫]. ড. নুরুদ্দীন আতার, gvbnvRb-bvK‘ dx ÔDjwgj-nv‘xm, পৃ. ১৯৮

[১৯৬]. জামে’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে কিতাবে বিভিন্ন মূল কিতাব হতে ব্যাপকভাবে হাদীস সংকলিত হয়েছে তাকে জামে’ বলা হয়ে থাকে।

[১৯৭]. নূর মোহাম্মদ আ’জমী মাওলানা, †gkKvZ kixd, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[১৯৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[১৯৯]. ড. নুরুদ্দীন আতার, gvbnvRb-bvK‘ dx ÔDjwgj-nv‘xm, পৃ. ১৯৯

علما عند المحدثين أن كتب الحديث على أنواع مختلفة منها السنن، والسنن ما كانت يترتب
على الأبواب الفقهية، وفي اصطلاح المحدثين الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من
الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها.

'মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে হাদীস গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সুনান। সুনান এমন গ্রন্থ যাতে ফিকহ শাস্ত্রের অধ্যায় বিন্যাস অনুসারে হাদীসকে সজ্জিত করা হয়। হাদীসবিদগণের পরিভাষায়, ফিকহী বাবের তারতীব অনুসারে সজ্জিত কিতাবকে সুনান বলা হয়। যেমন, ঈমান, তাহারাত, সালাত, যাকাত এবং এ অনুসারেই শেষ পর্যন্ত বাবগুলোকে সাজানো হয়।'

ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ বলেন,[২০০]

وهي كتب تكتفي بذكر الأحاديث وتقتصر عليها ولا تذكر شيئا من الآثار، وتلتزم غالبا الترتيب
على أبواب الأحكام

'যে হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র আসার ব্যতীত হাদীসসমূহ উল্লেখের সীমাবদ্ধতা করা হয়েছে এবং আহকামের ধারাবাহিকতার আলোকে সাজানো হয়েছে তাকে সুনান বলে।'

মুহাম্মদ ইবন জা'ফর আল-কাত্তানী বলেন,[২০১]

وهي في إصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة
إلى آخرها وليس فيها شيء من الموقوف لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة ويسمى حديثا.

'পরিভাষায় সুনান বলা হয় ফিকহ-এর গ্রন্থসমূহ যেমন ঈমান, তাহারাত, সালাত যাকাত ইত্যাদি অধ্যায়সমূহ দ্বারা সুবিন্যস্ত। অনুরূপভাবে যে হাদীস গ্রন্থসমূহের অধ্যায়সমূহ একইভাবে সুবিন্যাস্ত তাকে সুনান বলা হয়।

যতদূর জানা যায় সা'ঈদ ইবন মানসূর (মৃত ২২৭/৮৪১) সর্বপ্রথম সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২০২] সিহাহ সিত্তায় সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন-নাসাঈ, সুনানুত-তিরমিযী ও সুনানু ইবন মাজাহকে এক সাথে সুনানু আরবাআ' বলা হয়। এছাড়াও সুনানু দারেমী, সুনানু দারা-কুতনী, সুনানু বায়হাকী, সুনানু সা'ঈদ ইবন মানসূর এ জাতীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ।

3. gmbv' : মুসনাদ (مسند) শব্দটি একবচন, বহুবচনে আল-মাসানীদ (المسانيد)। মুসনাদ এমন গ্রন্থকে বলে যাতে সাহাবীগণের নামের ক্রমানুসারে হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়। এতে একজন সাহাবীর সমস্ত হাদীস একসাথে উল্লেখ করার পর অনুরূপভাবে অপর সাহাবীর হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়।
যে কিতাবে হাদীসসমূহকে সাহাবীগণের নাম অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং এক এক সাহাবী হতে বর্ণিত হাদীসসমূহকে এক এক অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে তাকে 'মুসনাদ' বলে। যথা- 'মুসনাদে ইমাম', 'মুসনাদে তায়ালসী', 'মুসনাদে আবদ ইবনে- হোমাইদ' প্রভৃতি।[২০৩]

নাওয়াদ সিদ্দীক হাসান খান (মৃ. ১৩০৭ হিজরী) ও ড. নূরুদ্দীন আতার বলেন,[২০৪]

المسند هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث علي ترتيب الصحابة رضي الله عنهم، بحيث يوافق
حروف الهجاء، أويوافق السوابق الإسلامية أو شرافة النسب.

মুসনাদ এমন হাদীস গ্রন্থকে বলা হয়, যাতে সাহাবীগণের ক্রমানুসারে তাঁদের হাদীস সন্নিবেশ করা হয়। এ ক্রমধারা তাঁদের নামের আরবী বর্ণমালা অনুসারে হতে পারে অথবা ইসলাম গ্রহণের ক্রমানুসারে হতে পারে অথবা বংশীয় মর্যাদানুসারে হতে পারে।

---

২০০. ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ, Avj-nv'xmb-beex, c. ৩৪৮
২০১. মুহাম্মদ ইবন জাফর আল-কাত্তানী, Avi-wimvjvZj-gmZvZwidvn, পৃ. ২৫
২০২. ড. সুবহী সালেহ, ÔDjgj-nv'xm Iqv gmZvjvûû, পৃ. ১২২; ইউসূফ বিন্নৌরী, gvÔAwidm-mbvb, পৃ. ১৮
২০৩. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, †gkKvZ kixd, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
২০৪. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, Avj-wnËvn, পৃ. ৬৭; ড. নূরুদ্দীন আতার, gvbnvRb-bvK', পৃ. ২০১

আব্দুল আযীয আল-খাওলী বলেন,[২০৫]

المسانيد وهو أن يجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه سواء كان صحيحا أو غير صحيح ويجعله على حدة وإن اختلف أنواعه.

মুসনাদ এমন গ্রন্থকে বলা হয় যাতে এক এক সাহাবীর সকল হাদীসকে একইসাথে সন্নিবেশ করা হয়, সে সব হাদীস সহিহ হতে পারে নাও হতে পারে অথবা বিভিন্ন প্রকারেরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
মুহাম্মদ আবূ যাহু বলেন,[২০৬]

ان يجمع المحدث في ترجمة كل صحابي ما يرويه عنه سواء كان صحيحا ام غير صحيح ويجعله على حدة وإن اختلفت أنواعه.

'মুহাদ্দিস এক একজন সাহাবীর প্রসঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সব হাদীসকে এক সাথে উল্লেখ করেন, তা সহিহ কিংবা সহিহ নয়, তার কোন পাথ্যর্ক করেন না এবং হাদীসসমূহের বিষয়বস্তুও হয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ ধরনের গ্রন্থকেই মুসনাদ কবলে।'
ইমাম কাযিম (র.) (মৃত ৭৯৯/১৩৯৬/১৩৯৭) সর্বপ্রথম মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) (মৃত. ২৪০/৮৫৪)-এর মুসনাদ সর্বাধিক খ্যাত।[২০৭]

4. gÕRvg : যে গ্রন্থে মুহাদ্দিস তাঁর শিক্ষকগণের হাদীস পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন তাকে মুজাম বলা হয়। এ ধরনের হাদীস গ্রন্থের পথিকৃত হচ্ছেন ইমাম তাবারানী (মৃত. ৩৫১/৯৩২ মতান্তরে ৩৬০/৯৭০)। তিনি আল-কাবীর , আল-মুতাওয়াসসাত এবং আস-সাসীর নামে তিনটি মু'জাম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২০৮] তবে সর্বপ্রথম মু'জাম গ্রন্থ সংকলন করেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবন কানী (র.) (মৃত. ৩৫১/৯৬২)।[২০৯]

যে কিতাবে হাদীসসমূহকে শায়খ অর্থাৎ, উস্তাদগণের নাম অনুসারে (তাঁদের মর্যাদা বা বর্ণানুক্রমে) সাজানো হয়েছে তাকে 'মু'জাম বলে। যথা-'মু'জামে ইবনে কানে', 'মু'জামে তাবারানী (মু'জামে কবীর, মু'জামে ছগীর, মু'জামে আওছাত) প্রভৃতি। শেষোক্ত 'মু'জাম তিনটি তাবারানী কর্তৃক রচিত। এতে তিনি হাদীসসমূহকে বর্ণানুক্রমে সাজিয়েছেন।[২১০]
ড. নূরুদ্দীন আতার বলেন,[২১১]

المعجم في إصطلاح المحدثين: كتاب تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ، والغالب عليها اتباع الترتيب على حروف الهجاء، فيبدأ المؤلف العمجم بالأحاديث الذي يرويها عن شيخه أبان، ثم إبراهيم، وهكذا.

'মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মু'জাম এমন হাদীস গ্রন্থকে বলা হয় যাতে শায়খের ক্রমধারানুসারে হাদীস উল্লেখ করা হয়। এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শায়খগণের নামের বর্ণমালার ক্রমানুসারে সজ্জিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ সংকলক তার মু'জামে প্রথমে তাঁর আবান নামক শায়খের হাদীস উল্লেখ করবেন। অতঃপর ইবরাহীম নামক শায়খের হাদীস উল্লেখ করবেন এবং এরূপ ক্রমধারা অনুসরণ করতে থাকবেন।

---

২০৫. আব্দুল আযীয আল-খাওলী, wgdZvûm-mbœvn, পৃ. ৩০
২০৬. মুহাম্মদ আবূ যাহু, Avj-nv'xm Iqvj-gnwÏm, পৃ. ....
২০৭. ড. সুবহী সালেহ, ÔDjgj-nv'xm Iqv gmZvjvûû, পৃ. ১২৪; ইউসূফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস-সুনান, পৃ. ১৮
২০৮. ড. সুবহী সালেহ, ÔDjgj-nv'xm Iqv gmZvjvûû, পৃ. ১২৪।
২০৯. Hafiz Ibn Hajar Al-asqalani & his contribution of Hadith literature, P-150.
২১০. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, †gkKvZ kixd, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
২১১. ড. নুরুদ্দীন আতার, gvbnvRb-bvK' dx ÔDjwgj-nv'xm, পৃ. ২০৩

5. mwnn : যাতে সংকলক শুধুমাত্র সহিহ হাদীস সন্নিবেশ করেন। ইমাম বুখারী (র.) (মৃত. ২৫৬/৮৬৯) সর্বপ্রথম এরূপ গ্রন্থ সংকলন করেন। সহিহ হাদীস গ্রন্থের সংখ্যা ছয়টি। সেগুলো হচ্ছে, বুখারী , মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবন মাজাহ। তবে মুহাদ্দিসগণ ইবন মাজাহ-এর ক্ষেত্রে একাধিক মত পোষণ করেন। যেমন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস রাযীন (র.) এবং ইবনুল-আসীর (র.)-এর মতে সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক (র.)। আর ইবন হাজার 'আসকালানী (র.)-এর মতে ইবন মাজাহ-এর পরিবর্তে ষষ্ঠ গ্রন্থখানা হচ্ছে মুসনাদুদ-দারিমী (র.)। কখনও কখনও হাদীস বর্ণনার পর মুহাদ্দিসগণ (رواه الخمسة) এই বাক্যটি লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এর দ্বারা ইবন মাজাহ ছাড়া সিহাহ সিত্তাহ-এর অপর পাঁচ খানা গ্রন্থকেই বুঝানো হয়ে থাকে। "الصحيحين" শব্দ দ্বারা শুধু বুখারী এবং মুসলিম-শরীফকে বুঝানো হয়।[২১২]

6. AVj-Rh : যাতে কোন একজন বিশেষ সাহাবী অথবা পরবর্তী কোন একজন মুহাদ্দিসের হাদীস স্থান লাভ করে। অথবা যাতে কোন একটি বিশেষ শিরোনামের হাদীস সন্নিবেশিত হয়।
যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহকে একত্র করা হয়েছে। তাকে 'রেসালাহ' বা 'জুয' বলে। যথা 'কিতাবুত তাওহীদ-ইবনে খুযায়মা' এতে শুধু তাওহীদ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে। কিতাবুত তাফসীর-সাঈদ ইবনে জুবায়র, এতে কেবল তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসসমূহ জমা করা হয়েছে।[২১৩]
ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ বলেন,[২১৪]

الجزء كتاب يضم أحاديث مروية عن صحابي معين، أو عن تابعي معين، أو أحاديث متعلقة بموضوع واحد.

'জুয সে সব হাদীস গ্রন্থকে বলা হয়, যার মধ্যে নির্দিষ্ট সাহাবী অথবা নির্দিষ্ট তাবি'ঈ কর্তৃক কোন একটি বিষয় সম্পর্কিত হাদীস সন্নিবেশিত রয়েছে। নাওয়াদ সিদ্দীক হাসান খান (মৃত ১৩০৭ হিজরি) বলেন,[২১৫]

الجزء في اصطلاح المحدثين: هو تأليف يجمع الأحاديث المروية عن رجل واحد سواء كان ذلك الرجل من طبقة الصحابة أو من بعدهم: كجزء حديث أبي بكر، وجزء حديث مالك.

'মুহাদ্দিসগণের পরিভষায় আল-জুয এমন হাদীস গ্রন্থকে বলা হয় যাতে কোন একজন রাবীর হাদীস একত্রিত করা হয়। এ রাবী সাহাবীগণের স্তরে অথবা তারা পরবর্তী স্তরের হতে পারেন। যেমন, আবূ বকরের হাদীসের জুয এবং মালিকের হাদীসের জুয।'
প্রথমটিকে আল-মুফরাদও বলা হয়। আর দ্বিতীয়টিকে আর-রিসালাহও বলা হয়। যেমন হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.) (মৃত ৪৮/৬৬৮) কর্তৃক সংকলিত 'রিসালাতুল-ফারাইয'। তিনিই হচ্ছেন এরূপ রিসালাহ গ্রন্থের সর্বপ্রথম সংকলন।[২১৬]

---

[২১২]. ড. সুবহী সালেহ, 'উলুমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ১২৪
[২১৩]. শায়খ ওয়লীউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ, নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা,অনূদিত †gkKvZ kixd, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
[২১৪]. ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ, আল-হাদীসুন-নববী, পৃ. ৩৪৮
[২১৫]. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আল-হিত্তাহ, পৃ. ৬৭
[২১৬]. Aftab Ahmad Rahmani, *Hafiz Ibn Hajar al-asqalani & his Contribution of Hadith literature*, P-150.

nv‘x‡mi M‡ši ¯Íiweb¨vm

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবকায় ভাগ করা যেতে পারে। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (র.)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' নামক কিতাবে হাদীসের কিতাবসমূহকে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

c_g ¯Íi

এ স্তরের কিতাবসমূহে নিছক সহিহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি; 'মুওয়াত্তা ইমাম মালেক,' 'সহিহ বুখারী ' ও 'সহিহ মুসলিম'। দুনিয়ায় এ কিতাব তিনটির যত অধিক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে, অপর কোন কিতাবের এরূপ হয় নি। আলোচনায় এটাই সাব্যস্ত হয়েছে যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহিহ।[২১৭]

wØZxq ¯Íi

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহিহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এটাতে নেহাৎ নগণ্য। মুজতাবা আন-নাসাঈ, সুনান আবু দাউদ, জামি'তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনানে দারেমী, সুনানে ইবনে মাজাহ এবং শাহ ওলীউল্লাহ সাহেবের মতে মুসনাদে ইমাম আহমদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এ দুই স্তরের কিতাবের উপরই সব মাযহাবের ফকিহ্গণ নির্ভর করে থাকেন।[২১৮] এগুলোর সংকলকগণ বিশ্বস্ততা, ন্যায়নিষ্ঠা, 'আদালত, হিফজ এং হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে গভীরতা অর্জনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। হাদীসের ক্ষেত্রে তারা কোন শিথিলতা প্রদর্শন করেন নি। পরবর্তীগণ এসব গ্রন্থকে গ্রহণ করেছেন। প্রথম স্তরের কিতাবগুলোর সাথে সাথে এ কিতাবগুলোর হাদীসের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছেন।

ZZxq ¯Íi

ইমাম বুখারী (র.) এবং মুসলিম (র.) এর পূর্বে অথবা তাঁদের সমকালীন যুগে অথবা তাঁদের পরবর্তী যুগে সংকলিত এ স্তরের কিতাবে সহিহ, হাসান, যঈফ, শায, মা'রূফ, মুনকার, গরিব, মাকলুব সব রকমের হাদীসই রয়েছে। আর এসব হাদীসগ্রন্থ যদিও অপরিচিতির স্তর অতিক্রম করেছে কিন্ত আলিমগণের মাঝে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। হাদীসবিদগণও সেগুলোর বিশুদ্ধতা এবং দূর্বলতা নিয়ে বিরাটাকারে তথ্যানুসন্ধান করেন নি। কোর অভিধানবিদ এগুলোর কঠিন কঠিন দিকের বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন নি। কোন ফিকহ শাস্ত্রবিদও পূর্ববর্তী মাযহাবসমূহের সাথে এগুলোর সমন্বয়ের চেষ্টায় নিয়োজিত হননি। অতএব এ গ্রন্থগুলো গোপন এবং সুপ্ত অবস্থায় থেকে গিয়েছে। যেমন, মুসনাদে আবুইয়ালা, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফে আবু বকর ইবনে আবু শায়বাহ, মুসনাদে আবদ ইবনে হোমাইদ, মুসনাদে তায়ালসী এবং বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানীর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।[২১৯] এ সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল প্রাপ্ত সব হাদীসকে একত্রিত করা।

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এসকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

PZ_© ¯Íi

চতুর্থ স্তরে রয়েছে হাদীসের এমন গ্রন্থাবলি যেগুলোর সংকলকগণ সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর এমন হাদীস জমা করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সংকলন করেছেন যেসব হাদীস প্রথম দুটি তবকার গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত হয় নি। বরং সেগুলো বিভিন্ন জামি' এবং মুসনাদে পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা এসব হাদীসের মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। আর এসব হাদীস ছিল এমন ব্যক্তিদের মুখে মুখে প্রচলিত, যাদের হাদীস মুহাদ্দিসগণ লিপিবদ্ধ করেন নি। যেমন, কট্টর ওয়া'ইয, নফসের তাবে'দার এবং য'ঈফ বর্ণনাকারীগণ। অথবা এগুলো হচ্ছে সাহাবী এবং

---

২১৭. শায়খ ওয়লীউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ, নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, অনূদিত †gkKvZ kix`d, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

তাবে'ঈগণ থেকে বর্ণিত অথবা জ্ঞানী ব্যক্তি ও ওয়া'ইযগণের বক্তব্য। হাদীস বর্ণনাকারীগণ ভ্রমবশত অথবা ইচ্ছা করে নবী (সা.) এর হাদীসের সাথে সেগুলোকে মিশ্রিত করে দেয়। এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুয যুআফা, ইবনে আসীরের কামেল এবং খতীব বাগদাদী, আবু নোআইম, জাওজাকানী, ইবনে আসাকির, ইবনে নাজ্জার ও ফেরদাউস দায়লামীর কিতাবসমূহ এ স্তরে কিতাব। মুসনাদে খাওয়ারেযমীও এ স্তরের যোগ্য।[২২০]

cÂg ¯Íi

উপরিউক্ত স্তরে যেসকল কিতাবের স্থান নেই। সেসব কিতাবই এ স্তরের কিতাব। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, প্রথম স্তর ব্যতীত কোন স্তরেরই সমস্ত কিতাবের নাম এখানে দেয়া হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ কেবল কয়েকটি কিতাবের নাম দেয়া হয়েছে।[২২১]

nv'xm kv‡¯¿i KwZcq cwifvlv

†mKvn

যে ব্যক্তির মধ্যে 'আদালত' ও 'যবত' উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে 'সেকাহ' 'সাবেত' বা 'সাবাত' বলে।

kvqL

হাদীস রাবীকে তাঁর শাগরেদের তুলনায় 'শায়খ' বলা হয়ে থাকে।

gnv‡Ïm

যে ব্যক্তি হাদীসচর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে 'মুহাদ্দেস' বলে।

nv‡dh, û¾vZ I nv‡Kg

(সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগের পর) যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাফেয' (হাফেযে হাদীস) বলে। এরূপে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হুজ্জাত' আর যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাকেম' বলে। এযাবৎ দুনিয়ায় কত 'হাফেজে হাদীস' জন্মগ্রহণ করেছেন তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। হাফেয জাহবী (মৃ. ৭৪৮ হি.) তাঁর 'তাযকেরাতুল হুফফায' নামক কিতাবে ১১ শতেরও অধিক হাফেযের জীবনী লিখেছেন। 'হুজ্জাত'গণের সংখ্যাও অনেক। তাঁর কিতাবে বহু হুজ্জাতের জীবনী রয়েছে। 'হাকম'দের সংখ্যাও কম নয়। হাদীসের হেফাযতের জন্য এসব লোকের সৃষ্টিকে মুসলিম জাতির প্রতি সত্যই আল্লাহর এক বিরাট দান বলতে হবে।

kvqLvBb

ইমাম বুখারী ও মুসলিমকে এক সঙ্গে 'শায়খাইন' বলে। [কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে 'শায়খাইন' বলতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত ওমর ফারূক (রা.) কেই বুঝায়। এভাবে হানাফী ফিকহে 'শায়খাইন' বলতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসূফকে বুঝায়।]

wQnvn wQËv

সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, জামে' আত-তিরমিযী, সুনান আন-নাসাঈ ও ইবন মাজাহ- হাদীসের এ ছয়খানা কিতাবকে এক সঙ্গে 'ছিহাহ ছিত্তা' বলে, এটাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিশিষ্ট আলেমগণ 'ইবনে মাজাহ' এর স্থলে 'মুআত্তা ইমাম মালেক' আবার কেউ কেউ 'সুনানে দারেমীকেই 'ছিহাহ ছিত্তার' শামিল করেন।

---

২২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

mnxnvBb

সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমকে এক সঙ্গে ‘সহীহাইন’ বলে।

mbv‡b Avievʼ Av

‘ছিহাহ ছিত্তার’ অপর চার কিতাব (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)- কে এক সঙ্গে ‘সুনানে আরবাআ’ বলে।

gËvdvKb AvjvBwn

যে হাদীসকে একই সাহাবী হতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন তাকে ‘হাদীসে মুত্তাফাক আলাইহি’ বা ঐক্যসম্মত হাদীস বলে।

যে হাদীস নির্গত করার ব্যপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ঐক্যমত পোষণ করেছেন তাকে ‘হাদীসে মুত্তাফাক আলাইহি’ বলে। শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, তবে শর্ত হল এটা একই সাহাবী হতে বর্ণিত হবে।[২২২]

[২২২]. শায়খ ওয়লীউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ, আবুল মোহসেন আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ অনুদিত, Avmgvi †iRvj, (ঢাকা : আর আই এস পাবলিকেশন্স, ২০০২) পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡”Q' : nv'x‡mi Drm I DrcwË

nv'x‡mi Drm

আল্লাহ রব্বুল আলামীন রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত ওহী প্রধানত দু'প্রকার, প্রথম প্রকারকে 'ওহী'য়ে মাতলু আর দ্বিতীয় প্রকারকে 'ওহী'য়ে গায়রে মাতলু বলা হয়।

শরীয়াতের মূল ভিত্তি হিসেবে কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। আল্লাহর হেদায়েত ও নির্ভুল নির্ভরযোগ্য সত্য জ্ঞানের যে উৎস হতে কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ, হাদীসও ঠিক সেই উৎস হতেই নিঃসৃত। কুরআন মাজিদের ঘোষণা হতেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

و أنزل الله عليك الكتاب و الحكمة و علمك ما لم تكن تعلم

হে নবী! আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।[২২৩] এই আয়াতের তাফসীর আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন

وما أنزل عليه من الكتاب و هو القرآن و الحكمة و هى السنة

আয়াতে উল্লেখিত আল-কিতাব অর্থ কুরআন মজিদ এবং হিকমত অর্থ সুন্নাহ বা হাদীসে রাসূল (এবং এ উভয় জিনিসই আল্লাহর নিকট হতে আল্লাহ কর্তৃক অবর্তীণ)।[২২৪]

নবী করীম (সা.) এর নিম্নোক্ত বাণীও প্রমাণ করে যে, কুরআন এবং হাদীস উভয়ই একই স্থান ও একই সূত্র হতে প্রাপ্ত। তিনি বলেছেন, إنى أوتيت القرآن و مثله معه

"আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং সে সঙ্গে তারই মত আর একটি জিনিস"।[২২৫] 'তার মত আর একটি জিনিস' কথাটির অর্থ হাদীস ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কেননা দুনিয়ার মানুষ রাসূলে করীম (সা.) এর নিকট হতে এই দুটি জিনিসই লাভ করেছে। হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা.) বলেছেন,

كان جبريل ينزل على النبى صلى الله عليه و سلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن و يعلمه إياه كما يعلمه القرآن

জিবরাঈল (আ.) হযরতের নিকট সুন্নাত বা হাদীস নিয়ে নাযিল হতেন, যেমন নাযিল হতেন কুরআন নিয়ে এবং তাঁকে সুন্নাত ও শিক্ষা দিতেন, যেমন শিক্ষা দিতেন কুরআন।[২২৬] হাসান ইবনে আতীয়া বলেছেন,

كان الوحى ينزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم ويحضره جبريل بالسنة الذى تفسر ذلك

রাসূলে করীম (সা.) এর প্রতি 'ওহী' নাযিল হতো এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর নিকট সুন্নাত নিয়ে হাজির হতেন, যা প্রথম প্রকার ওহী কুরআনের ব্যাখা দান করে।[২২৭]

কুরআনের আয়াত ছাড়া শুধু হাদীস নিয়েও হযরত জিবরাঈল নবী করীমের নিকট উপস্থিত হতেন, একথা মুসলিম শরীফের একটি হাদীস হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কিতাবুল জিহাদ এ উল্লেখিত,

باب بيان ما أعده الله للمجاهد فى الجنة فى الدرجات

---

[২২৩]. আলকুরআন ৪ : ১১৩

[২২৪]. আবুল ফাদা ইসমাঈল ইবন উমর ইবনে কাসীর আল কুরাশী, Zvdmx‡i Be‡b Kvmxi (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৯হি.) আল কুরআন ৪ : ১১৩ আয়াতের তাফসীর

[২২৫]. আলাউদ্দীন আলী ইবন হুসাম উদ্দীন ইবন কাজী আল হিন্দি, KvÄj Dg¥vj dx mbwbj AvKIqvj IqvJ Avdqvj, (মুয়াসসাতুর রিসালা, ৫ম সংস্করণ ১৪০১/১৯৮১)

[২২৬]. মুহাম্মদ আবূ যাহু, Avj-nv'xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ১১

[২২৭]. Zvdmx‡i gvnwm‡bZ Zvexj, ১ম খণ্ড পৃ. ১৯১

হাদীসে আত্মনিবেদিত নিষ্ঠাবান মুজাহিদের গুনাহ মাফ হওয়া সম্পর্কে এক লম্বা কথা বর্ণনা করার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, فإن جبريل عليه السلام قال لى ذلك জিবরাঈল (আ.) নিজেই আমাকে এ কথা বলে গেলেন।[২২৮] এ কথাটি এ পর্যায়ে খুবই স্পষ্ট ও অকাট্য।

বস্তুত নবী করীম (সা.) দ্বীন সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহর নিকট হতে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করার পরেই কথা বলতেন। দ্বীন সম্পর্কিত কোন কথাই তিনি নিজস্ব আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে বলতেন না। এর বাস্তব প্রমাণ এ যে, তাঁর নিকট দ্বীন-ইসলাম সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে এবং সে বিষয়ে তাঁর পূর্ব জ্ঞান না থাকলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তার কোন জবাব দিতেন না। বরং জিবরাঈলের মারফতে আল্লাহর নিকট হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভের অপেক্ষায় থাকতেন। তিনি এ উপায়ে যখন জানতে পারতেন, তখনই সে জিজ্ঞাসার জওয়াব দান করতেন।

nv'x‡mi DrcwË

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়াতী জীবনের সব কথা, কাজ, মৌন সম্মতি, আচরণ, গুনাবলি পরিভাষায় যেহেতু হাদীস নামে অভিহিত; সুতরাং হাদীসের উৎপত্তি যে মহানবী (সা.) থেকে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

নবী করীম (সা.) এর নিকট হতে হাদীসের সর্বপ্রথম শ্রোতা সাহাবায়ে কিরাম। দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য তাঁরা রাসূলের দরবারে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতেন । তাঁরা নবী করীম (সা.) কে চব্বিশ ঘণ্টা পরিবেষ্টন করে রাখতেন। তিনি কোথায়ও চলে গেলে তাঁরা ছায়ার মত তাঁর অনুসরণ করতেন।

রাসূলে করীম (সা.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ছিলেন ইসলামী বিধানের ব্যাখ্যাদাতা। কেবল মুখের কথায়ই নয়, নিজের কাজকর্ম ও সাহাবীদের কথা ও কাজের সমর্থন দিয়েও তিনি তার বাস্তব ব্যাখ্যা দান করতেন। সাহাবীগণ এর মাধ্যমেই হাদীসের মহান সম্পদ সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতেন। দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যখনই কোন জটিলতা কিংবা অজ্ঞতা দেখা দিত অথবা কোন প্রশ্নের উদ্রেক হত, তখনই রাসূলের নিকট সংশিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জওয়াব হাসিল করতেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে এর সংরক্ষণ করতেন।

এতদ্ব্যতীত হাদীস উৎপত্তির আরো উপায় ইলমে হাদীসের ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। হযরত জিবরাঈল (আ.) কখনো কখনো ছদ্মবেশে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হতেন এবং রাসূলের নিকট নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে ও তার জওয়াব হাসিল করে উপস্থিত সাহাবীগণকে পরোক্ষভাবে শিক্ষা দান করতেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত 'হাদীসে জিবরাঈল' নামের প্রখ্যাত হাদীসটি এর অকাট্য প্রমাণ। এতে বলা হয়েছে যে একজন অপরিচিত ও সুবেশী লোক রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও কিয়ামত প্রভৃতি বুনিয়াদী বিষয়ে প্রশ্ন করেন। রাসূলে করীম (সা.) প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ জওয়াব দান করেন। অতপর তিনি দরবার হতে চলে যান। রাসূলে করীম (সা.) উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে হযরত উমর ফারুক (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেন,

يا عمر أتدرى من السائل

হে উমর, তুমি জান কি এই প্রশ্নকারী লোকটি কে? হযরত উমর (রা.) স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করলে রাসূলে করীম (সা.) নিজেই বললেন فإنه جبرائيل أتاكم ليعلمكم دينكم এ প্রশ্নকারী ছিলেন জিবরাঈল, তিনি তোমাদের নিকট তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এসেছেন।[২২৯]

---

[২২৮]. mnxn gmwjg, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৫
[২২৯]. mnxn gmwjg, কিতাবুল ঈমান, পৃ. ২৭

কেবল মদীনায় উপস্থিত লোকেরাই যে রাসূলের নিকট প্রশ্ন করতেন তা নয়; সুদূরবর্তী শহর ও পল্লী অঞ্চল হতেও নওমুসলিম লোকেরা দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করতেন। একদিন নবী করীম (সা.) সাহাবাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মসজিদে নববীতে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উটের উপর সওয়ার হয়ে এসে উপস্থিত হল। রাসূলের নিকট প্রশ্ন করার অনুমতি চেয়ে বলল, **إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة فلا تجد على فى نفسك** আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করব; প্রশ্ন করার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত কঠোরতাও প্রদর্শন করব, আপনি কিন্তু আমার সম্পর্কে মনে কোন কষ্ট নিতে পারবেন না।[২৩০]

অতঃপর নবী করীম (সা.) তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দান করলে সে আল্লাহর সম্পর্কে, সমগ্র মানুষের প্রতি রাসূলের রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, একমাসের রোজা এবং ধনীদের নিকট হতে যাকাত আদায় করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা ফরজ হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলে করীম (সা.) উত্তরে বললেন **اللهم نعم** হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা এ সবই ফরজ করেছেন। শেষ কালে সেই লোকটি রাসূলের জওয়াবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বললেন, **آمنت بما جئت به و أنا رسول من ورائى من قومى وأنا ضمام بن ثعلبة** আপনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি আমি ঈমান আনলাম। আমার নাম যিমাম ইবনে সা'লাবা; আমি আমার জাতির লোকদের প্রতিনিধি হয়েই আপনার নিকট এসেছি।[২৩১]

আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী যা লিখেছেন, তা এখানে উল্লেখযোগ্য-

إن الصحابة كانوا يسألونه عن كثير من المعانى و كان عليه السلام يجمعهم و يعلمهم وكان طائفة تسأل وأخرى تحفظ و تبلغ حتى أكمل الله دينه

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলের নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করতেন। নবী করীম (সা.) তাদেরকে একত্র করতেন, তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দান করতেন। সাহাবাদের কিছু লোক রাসূলের নিকট প্রশ্ন করে জওয়াব লাভ করতেন, অপর কিছু লোক তা স্মরণ করে রাখতেন, কিছু লোক তা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেন, অপরকে জানাতেন এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতায় পরিণত করে নেন।[২৩২]

হাদীস শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এটি এক প্রামাণ্য ভাষণ, সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কাইয়্যোমের একটি উদ্ধৃতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বনুল মুনফাতিক নামক এক কবীলার আগমন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের এক প্রশ্নের উল্লেখ করেছেন।

নবী করীম (সা.) কেবল যে লোকদের সওয়ালেরই জওয়াব দিতেন এবং তাতেই হাদীসের উৎপত্তি হত, তাই নয়। তিনি নিজে প্রয়োজন অনুসারে সাহাবীগণকে দ্বীন সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা দান করতেন। হাদীসে এই পর্যায়ে বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা এখানে এই পর্যায়ের দুই একটি বিবরণের উল্লেখ করছি।

১. হযরত আবু যায়েদ আনসারী (রা.) বলেন, একদিন নবী করীম (সা.) আমাদের নিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন। পরে তিনি মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন ও আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন। জোহরের নামাজের সময় পর্যন্ত এ ভাষণ চলল। তখন তিনি নেমে জোহরের নামাজ পড়লেন। নামায পড়া হয়ে গেলে তিনি আবার মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন ও ভাষণ দিতে থাকলেন। আসরের নামাজ পর্যন্ত তা চলল। আসরের নামাজের সময় উপস্থিত হলে তিনি নেমে এসে আসরের নামাজ পড়লেন। নামাজ পড়া হয়ে গেলে তিনি আবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে লাগলেন। এ ভাষণ সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত চলল। এ একদিন ব্যাপি দীর্ঘ ভাষণে তিনি আমাদের নিকট অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক কথাই বললেন। শুধু বলেন-ই নি, আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন ও মুখস্থ করিয়ে দিলেন।[২৩৩]

---

[২৩০]. mnxn eLvix, eve gv Rvqv dxj Bjwg, nv'xm bs 63, 1g LÐ, c. 35
[২৩১]. প্রাগুক্ত, nv'xm bs 63, 1g LÐ, c. 35
[২৩২]. বদরুদ্দীন আইনী, Dg'vZj Kvix, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬
[২৩৩]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, gmbv‡' Avng' Be‡b nv¤j, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩

২. হযরত হানযালা (রা.) বলেন, আমরা একদিন রাসূল (সা.) এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদেরকে জান্নাত জাহান্নামের কথা সবিস্তারে বলেন। এর ফলে এই দুটি জিনিস আমাদের সামনে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেয়েছি।[২৩৪]

মোট কথা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ভাষণ, প্রশ্নোত্তর, কর্ম, অনুমোদন, সাহাবীদের বক্তব্য ও কার্যাবলী যা রাসূলুল্লাহ (সা.) সমর্থন করেছেন এবং জিব্রাইল (আ.) এর দ্বীনী বিষয় শিক্ষা দানের মাধ্যমে ইলমে হাদীস উৎপত্তি লাভ করে।

[২৩৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ cwi‡"Q' : nv'xm msiÿ‡Yi ¸iæZ I c‡qvRbxqZv

nv'xm msiÿ‡Y ivmjjøvn (mv.) Gi ¸iæZv‡ivc : কুরআনুল কারীমের ন্যায় হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারেও নবী (সা.) সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

তিনি বলেছেন, **نَضّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ منّا حدِيْثًا فَحفِظَهُ حتى يَبْلُغَهُ فَرُبّ حامِلِ فقْه إِلى مَنْ هُو أَفْقَهُ منْهُ**
"আল্লাহ সে ব্যক্তিকে আলোকোদ্ভাসিত করে দিবেন, যে আমার কথা শুনে তা সংরক্ষণ করল, এটিকে পূর্ণ হিফাযত করল এবং অপরের নিকট তা পৌঁছিয়ে দিল। অনেক জ্ঞানবহনকারী লোকই এমন ব্যক্তির নিকট এটা পৌঁছিয়ে দেয়, যে তার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।"[২৩৫]

নবী কারীম (সা.) আরো বলেছেন,-**نَضّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحفِظَهَا ووعَاهَا فَأَدّاهَا إِلى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا الخ-**
Ò আল্লাহ তার জীবন উজ্জ্বল করবেন, যে আমার কথা শুনে এটাকে মুখস্থ করল ও এটাকে সঠিকরূপে স্মরণ রাখল এবং এটা এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাল যে তা শুনতে পায় নি।"[২৩৬]

nv'xm msiÿ‡Yi c‡qvRbxqZv : ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য এক চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। এজন্য এর প্রধান ও প্রাথমিক বুনিয়াদ কুরআন মাজীদের হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, إِنّا نَحنُ نَزّلنَا الذكْرَ وإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ
নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।[২৩৭]

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদ নাজিল করার সঙ্গে সঙ্গে এর পূর্ণ সংরক্ষণের সার্বিক ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করেছেন। হযরত জিবরাঈলের (আ.) মারফতে রাসূলে কারীম (সা.) এর নিকট কুরআন নাজিল হয়েছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তা লোকদেরকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। অতঃপর একে চিরতরে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে দু'টি উপায় অবলম্বিত হয়েছে। একদিকে সাহাবায়ে-কিরাম কুরআন শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে নিয়েছেন, অন্যদিকে স্মরণশক্তির মণিকোঠায় এর প্রতিটি শব্দ ও অক্ষর চিরদিনের তরে সুরক্ষিত করে নিয়েছেন। ফলে এর একটি বিন্দুও বিলুপ্ত বা বিকৃত হতে পারে নি। এ উপায়ে সংরক্ষণ লাভের দিক দিয়ে ও কুরআন মাজীদ আসমানী গ্রন্থাবলির ইতিহাসে অতুলনীয়, দুনিয়ার অপর কোন গ্রন্থই এ উপায়ে সংরক্ষিত হয় নি।

অপরদিকে কুরআন নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী কারীম (সা.) সর্বক্ষণ নিযুক্ত ওহী লেখকদের দ্বারা তা লিখিয়ে নিয়েছেন। হযরত বারা ইবনে আজিব (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি এর প্রমাণ,
لَمّا نُزلت لَا يَسْتَوِىْ الْقَاعِدونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ والْمُجَاهِدونَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ النّبِىّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ
اُدْعُ لِىْ زَيْدًا ولْيَجِىْء بِاللّوحِ والدّواةِ والْكَتِفِ .... ثُمّ قَالَ اُكْتُبْ لَا يَسْتَوِىْ الْقَاعِدُونَ
"নিষ্ক্রিয় মু'মিন লোক ও আল্লাহর পথে জিহাদকারী লোক কখনো সমান হতে পারে না।" এ আয়াত যখন নাজিল হল, তখন নবী কারীম (সা.) বলেন, যায়েদকে ডেকে দাও এবং তাকে দোয়াত, তখতি ইত্যাদি নিয়ে আসতে বল। তিনি (যায়েদ) যখন আসলেন, তখন নবী কারীম (সা.) বলেন, আয়াতটি লিখ।[২৩৮]
এভাবে সমস্ত কুরআন মাজীদ নবী কারীম (সা.) এর জীবদ্দশায়ই নির্দিষ্ট লেখকের দ্বারা লিখিত হয়।

---

[২৩৫]. সুলায়মান ইবনুল আশআস আসসিজিস্তানী, Ave 'vD', Avm-mbvb, (ইন্ডিয়া : মাতবা'আহ, আসাহ্হুল-মাতাবি' ১৯৮৫ খৃ.) ২য় খণ্ড. হাদীস নং ৩৬৬২

[২৩৬]. মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত তিরমিযী, Avj Rv‡gÔ AvZ wZiwghx, (দিল্লী : আসাহহুল মাতাবি, তা,বি) ৪র্থ খণ্ড. হাদীস নং ২৫৯৩-৫

[২৩৭]. সূরা আল হিজর : ৯

[২৩৮]. মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী, mnxn eLvix, (পাকিস্তান : নূর আসাহহুর-মাতাবি',১৯৬১/১৩৮১) ২য় খণ্ড. হাদীস নং ৪৯৯০

কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে কেবল কুরআন মাজীদকে রক্ষা করাই দ্বীন ইসলাম রক্ষা ও স্থায়িত্বের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এ কারণে আমরা দেখেছি, কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা হাদীস সংরক্ষেণেরও যথাযথ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাসে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কুরআন সংরক্ষণের জন্য প্রধানত যে দুইটি বাহ্যিক উপায় (অর্থাৎ লিখে রাখা এবং মুখস্থ করে রাখা) অবলম্বিত হয়েছে, রাসূলের সুন্নাত তথা হাদীসও প্রধানত ঠিক সে দু'টি উপায়েই সুরক্ষিত হয়েছে।

nv'xm msiÿY I msKj‡bi wewfb chvq

হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও ক্রমবিকাশ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগ থেকে শুরু হয়। হাদীসের ক্রমবিকাশের ধারা বা ইতিহাসকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়

c_g hM : রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগ থেকে ৯৯হি. অর্থাৎ দ্বিতীয় উমারের এর খিলাফত লাভ পর্যন্ত **১১২** বছরের দীর্ঘ সময়কালকে বুঝানো হয়েছে। এটি মূলত: সাহাবী ও প্রবীন তাবেঈদের যুগ

wØZxq hM : হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত

ZZxq hM : হিজরি তৃতীয় শতাব্দির দ্বিতীয় পাদ হতে পঞ্চম শতাব্দির শেষ পর্যন্ত

PZ_ hM : হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর পর হতে অদ্যাবধি

nv'xm msiÿ‡Yi Rb¨ MnxZ cšvmgn

হাদীস সংরক্ষণের স্বাভাবিক ব্যবস্থা যাচাই ও পরীক্ষা করে দেখলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করেছে বলে মনে হয়। c_gZ তদানীন্তন আরবদের স্বাভাবিক স্মরণশক্তির তীক্ষ্নতা ও প্রখরতা; wØZxqZ সাহাবায়ে কিরামের জ্ঞান-পিপাসা, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানানুশীলনের অপূর্ব তিতীক্ষা এবং ZZxqZ ইসলামী আদর্শ ও জ্ঞান বিস্তারের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ।

c_gZ : Avie RwZi ¯§iYkw³

তদানীন্তন আরব জাতির স্মরণশক্তি বস্তুতই এক ঐতিহাসিক বিস্ময়। কুরআন এবং হাদীসের সংরক্ষণে এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কুরআন মাজিদ একে একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, بل هو آيت بينات فى صدور الذين اوتوا العلم
"বরং এ কুরআন সুস্পষ্ট আয়াত সমষ্টি, এটা জ্ঞানপ্রাপ্ত লোকদের মানসপটে সুরক্ষিত"।[২৩৯]

এ আয়াতে সে কালের মুসলিম জ্ঞানী লোকদের স্মরণশক্তির দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এবং কুর'আন মজিদ যে তাদের মানসপটে স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত ছিল, তাও ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লামা বায়যাভী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, "তাঁরা কুরআনকে এমনভাবে হিফজ করে রাখতেন ও এর সংরক্ষণ করতেন যে, কেউ এটাকে বিকৃত বা রদবদল করতে পারত না।"[২৪০] ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, তদানীন্তন আরব সমাজের লোকদের স্মরণশক্তি অসাধারণ প্রখর ছিল। কোনো কিছু স্মরণ করে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ সম্পর্কে ইবন আব্দিল বার লিখিত এ ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখযোগ্য, "আরব জাতি স্বভাবতই স্মরণশক্তি সম্পন্ন ছিল এবং ওটা ছিল তাদের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য। তারা স্বাভাবিকভাবেই স্মরণশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করত।"[২৪১] "একথা প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত যে, আরব জাতি মুখস্থ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি ও প্রতিভার অধিকারী ছিল। তাদের এক একজন লোক যে কারো দীর্ঘ

---

২৩৯. আল কুরআন ২৯ : ৪৯

২৪০. কাযী নাছির উদ্দীন বায়যাভী, AvbIqviæZ-Zvbhxj Iqv AvmiviæZ-Zvexj (বৈরুত : দারুল কুতুবুল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৩), ২য় খণ্ড., পৃ. ১৬৯

২৪১. ইবন আব্দুল বার, Rv‡gÔD-evqwbj-'Bjg Iqv dvØwjwn (বৈরুত : দার আল-ফিকর, তা. বি.), বাবু কারাহিয়াতু কিতাবাত আল-'ইলম য়া তাখলিদুহু ফি আল-সাহফে, ১ম খণ্ড., পৃ. ৩৭৫

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা একবার শুনেই মুখস্থ করে ফেলত ও স্মরণ রাখতে সক্ষম হত।"[২৪২] আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন এ আরব জাতিকেই মুহাম্মাদ (সা.) এর নবুয়্যাত ও তাঁর প্রচারিত বাণীর সংরক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন এসব হৃদয়কে কুর'আনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস মুখস্ত রাখার জন্য পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত করেছিলেন।[২৪৩]

wØZxqZ : mvnvev‡q wKiv‡gi Ávb-wccvmv I ÁvbPPv

রাসূল (সা.) এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করে অবসর সময় সুযোগ ও প্রয়োজনমত একত্র হয়ে পারস্পরিক হাদীস চর্চা ও আলোচনায় লিপ্ত হতেন। কোনো কোনো সময় হাদীস আলোচনার জন্য মসজিদে নববী অথবা কোনো সাহাবীর বাড়িতে বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করতেন। এসব বৈঠকের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে কারো কোনো অজ্ঞতা বা সন্দেহ থাকলে তা দূর হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) বলেন, "আমরা রাসূল (সা.) এর নিকট হাদীস শ্রবণ করতাম, তিনি যখন মজলিস হতে উঠে চলে যেতেন, তখন আমরা বসে শ্রুত হাদীসসমূহ পরস্পর পুনরাবৃত্তি করতাম, চর্চা করতাম, পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সবকয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিতাম। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তর জন লোক উপস্থিত থাকত। এ বৈঠক হতে আমরা যখন উঠে যেতাম তখন আমাদের প্রত্যেকের সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত"।[২৪৪] উল্লেখিত হাদীস থেকে সাহাবীদের প্রবল জ্ঞান পিপাসা ও অদম্য জ্ঞান চর্চার পরিচয় পাওয় যায়।

ZZxqZ : Bmjvgx Av'k I Ávb we¯Í‡ii e¨w³MZ I mgwóMZ 'wqZ‡eva

নবী (সা.) বলেছেন, আমার নিকট হতে একটি আয়াত হলেও তা পৌঁছিয়ে দাও।[২৪৫] মোল্লা আলী ক্বারী এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "আমার হাদীসসমূহ খুব অল্প পরিমাণ হলেও প্রচার কর।"[২৪৬] হাদীসে রাসূল হতে আরো জানা যায় যে, দূর দূরান্ত হতে নও-মুসলিমগণ রাসূল (সা.) এর দরবারে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করতেন। রাসূল (সা.) তাদেরকে ইসলামী আদর্শ ও শরীয়াহ শিক্ষা দিতেন। তারা যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করত তা স্মরণ রাখার জন্য এবং ফিরে গিয়ে নিজ এলাকার লোকদেরকে শিক্ষা দান ও প্রচার করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে সাহাবী মালিক ইবনুল হুয়াইরিস বর্ণিত হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, আমরা কিছু সংখ্যক যুবক ও সমবয়স্ক লোক রাসূলে কারীম (সা.)-এর দরবারে বিশ দিন ও রাত্র অবস্থান করার পর বাড়ি প্রত্যবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তখন তিনি বললেন, " তোমরা তোমাদের ঘরের লোকদের নিকট ফিরে যাও, তাদের সাথে বসবাস করতে থাক, তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দাও এবং তা যথাযথ পালন করার জন্য আদেশ কর। এ সময় রাসূল (সা.) কতকগুলি কাজের উল্লেখ করেন, যা আমি মুখস্থ করে নিলাম। তিনি আমাদেরকে এটাও বললেন যে, আমাকে তোমরা যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছো ঠিক সেভাবে নামাজ পড়"।[২৪৭] এভাবে রাসূলের নির্দেশের ফলে এবং সাহাবীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ববোধের কারণে দ্রুতগতিতে হাদীস প্রচার হয় এবং সংরক্ষণের একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

---

[২৪২]. প্রাগুক্ত

[২৪৩]. মুহাম্মদ আবূ যাহু, Avj-nv'xm Iqvj-gnvÏxmb (বৈরুত : দার আল-কুতুব আল 'আরাবী ১৪০৪/১৯৮৪), পৃ. ৪৯

[২৪৪]. হাফিজ আবুল হাসান নূর উদ্দীন 'আলী ইবন আবি বকর আশাফি'ঈ আল হায়সামী, gvhgvDj-hvIqvB' Iqv gvbevDj-dvIqvB' (বৈরুত : দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮), ১ম খ., পৃ. ১৬১

[২৪৫] .আল-বুখারী, mnxn, কিতাবুল-আম্বিয়া বাবু মা যাকারা 'আল বনী ইসরাঈল, খ.৩, পৃ. ১২৭৫, হাদীস নং-৩২৭৪,

[২৪৬]. সিদ্দিক হাসান খান আল-কানুজী, Avj-wnËvZ dx whKi Avj-wmnvn wmËv (বৈরুতঃ দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫), পৃ. ১২

[২৪৭]. আল বুখারী, mnxn, ২য় খণ্ড., পৃ. ১০৭৬

cÂg cwi‡”Q` : ivmjjøvn (mv.) Gi RxeÏkvq Bj‡g nv`xm PPv, msiÿY I msKjb

১. ivmjjøvn (mv.) Gi RxeÏkvq nv`xm msiÿY c×wZ

সাহাবীগণ রাসূল (সা.) এর প্রতিটি কথা মনোযোগের সাথে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও গতিবিধি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। ফলে মুহাম্মাদ (সা.) এর কথা ও কাজ সাহাবাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সঞ্চিত ও সংরক্ষিত হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কেবল স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক সংরক্ষণের ওপরই নির্ভর করা হয় নি। নবী (সা.) নিজেও তাঁর জীবদ্দশায় এর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় যে সব পদ্ধতি হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গৃহিত হয়েছিল তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

K. nv`xm cPvi I msiÿY Ki‡Z ivmj (mv.) Gi Drmvn c`vb

নবী কারীম (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় কথা, আদেশ-নিষেধ ও উপদেশাবলী মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করতে যেমন বলেছেন, তেমনি ওটাকে স্মরণ রাখতে ও অন্যদের পর্যন্ত তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিতেও আদেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বাসিত করে দিবেন, যে আমার কথা শুনে তা স্মরণ করে রাখল, ওটাকে পূর্ণ হিফাযত করল এবং অপরের নিকট তা পৌঁছিয়ে দিল। অনেক জ্ঞানবহনকারী লোকই এমন ব্যক্তির নিকট এটা পৌঁছিয়ে দেয়, যে তার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।"[২৪৮] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে কতক হাদীস শিক্ষা দেয়ার পর বলেছিলেন احفظوه واخبروه من ورائكم "তোমরা একে ভালরূপে মুখস্থ করে নাও আর যারা অনুপস্থিত তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও"।[২৪৯] অন্য বর্ণনায় আছে তোমরা স্বীয় পরিজনদের কাছে গিয়ে এগুলো তাদের শিক্ষা দাও।[২৫০]

L. ivmjjøvn (mv.) KZK mvnvex‡`i nv`xm wkÿv `vb

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, "রাসূল (সা.) আমাদেরকে নামাজের তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে কুর'আনের সূরা শিক্ষা দিতেন"।[২৫১] সাহাবীগণ যাতে তাঁর বক্তব্য বা হাদীস সঠিকভাবে বুঝতে পারে এজন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো তিন তিন বার করে পুনরাবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং তা লোকদেরকে পৌঁছিয়ে দাও। তোমরা ফারায়েজ বা মিরাসী আইন শিক্ষা কর ও অন্যান্য লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও। তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তা লোকদেরকে শিক্ষা দাও কেননা একদিন আমাকে চলে যেতে হবে"।[২৫২]

M. Abcw¯Z †jvK‡`i wbKU nv`xm †cŠ‡Q †`qvi wb‡`k

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণের শেষভাগে রাসূলে করিম (সা.) উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع- Òএখানে উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের পর্যন্ত আমার এই কথাগুলো পৌঁছে দেয়। কেননা যাদের নিকট এটা পৌঁছানো হবে, তাদের অনেকেই আজকের শ্রোতাদের অপেক্ষা অধিক হাদীস হিফাযতকারী হতে পারে"।[২৫৩]

---

[২৪৮]. মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, AvZ-wZiwghx, mbvb (দিল্লী : মুজতাবায়ী প্রেস, ১৩০৮/১৮৯০), ২য় খ., পৃ. ৯৪

[২৪৯]. আল-বুখারী, mnxn, ১ম খণ্ড., ১৯

[২৫০]. ইবন হাজার আসকালানী, dvZûj evix (বৈরূতঃ দার আল-মা'আরিফাহ, ১৩৭৯ হি.), ১ম খণ্ড., পৃ. ১২৮-১২৯

[২৫১]. আবু বকর ইবন শায়বা, gmvbvd (পাকিস্তানঃ ইদারা আল-উলুম আল-ইসলামিয়্যা, ১৪০৬/১৯৯৭), ১ম খণ্ড,পৃ ২২৪

[২৫২]. আব্দুল্লাহ আদ-দারেমী, mbvb Av`-`v‡igx (পাকিস্তান : হাদীস একাডেমী, নাশাত আবাদ, ১৪০৪ হি.), পৃ. ৪০

[২৫৩]. আল-বুখারী, mnxn, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১

N. nv‘xm wkÿv I PPvi Rb¨ ˆbkwe‘¨vjq ¯vcb

মদীনার বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবাগণ কর্তৃক স্থাপিত দ্বীন শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ সাধারণত দিনের বেলায়ই শিক্ষাদান করা হত। সে কারণে অনেক শ্রমজীবি ও বিভিন্ন পেশা অবলম্বনকারী লোক এতে অংশগ্রহণ করতে ও জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেতেন না। এ জন্য তাঁরা নৈশবিদ্যালয় ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে বাধ্য হন। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল লিখেছেন, "রাত্রির অন্ধকার যখন তাদেরকে ঢেকে ফেলত, তখন তারা মদীনায় অবস্থিত তাদের শিক্ষকদের নিকট চলে যেতেন এবং তারা সকাল বেলা পর্যন্ত পড়াশোনার কাজে মশগুল হয়ে থাকতেন।"[২৫৪]

বলা বাহুল্য, এসব কেন্দ্রে কুরআনের সাথে সাথে হাদীসেরও শিক্ষাদান করা হত। ঠিক এ কারণেই অনেক সাহাবী রাসূলের হাদীস সরাসরি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা না করে অপর কোনো সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবন মালিক (রা.) এর উক্তি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "আমরা তোমাদের নিকট যেসব হাদীস বর্ণনা করি, তার সবই আমরা সরাসরি রাসূলের নিকট হতে শুনি নি বরং আমাদের (সাহাবীদের) লোকেরা পরস্পরের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন"।[২৫৫]

O. nv‘xm wkÿv ‘vb‡K bdj Bev‘v‡Zi †P‡q ¸iæZ c‘vb

রাসূলুল্লাহ (সা.) নফল ইবাদাতের চেয়ে হাদীস শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। রাসূল (সা.) নিজেই জ্ঞানচর্চারত সাহাবীদের বৈঠকে অংশগ্রহণ করে তাদের এ কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা.) বলেন, "একদিন নবী (সা.) তাঁর কোন এক হুজরা হতে বের হয়ে আসলেন এবং মসজিদে দু'টি জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। একটিতে সমবেত লোকেরা কুরআন পাঠ করছিল ও আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করতে মগ্ন ছিল। আর অপরটির লোকেরা (হাদীস) শিক্ষা গ্রহণ করছিল ও শিক্ষাদান করছিল। নবী (সা.) বলেন, এই উভয় সমাবেশের লোকই কল্যাণের কাজ করছে। এরা (একদল লোক) কুরআন পাঠ করছে ও আল্লাহকে ডাকছে, আল্লাহ চাইলে তিনি তাদেরকে প্রার্থিত জিনিস দান করতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন । আর অপরদলের লোকেরা জ্ঞান ও হাদীস শিক্ষা করছে এবং শিক্ষা দিচ্ছে। 'আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি'- এ বলে তিনি তাদের সাথেই বসে গেলেন"।[২৫৬]

P. ev¯Íe Abmi‡Yi cwZ ¸iæZv‡ivc

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহবীগণ তাঁর থেকে প্রাপ্ত হাদীস কেবল মুখস্থ করে, প্রচার করে, বৈঠকসমূহে চর্চা করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করেন নি, বরং এগুলোকে ব্যক্তি জীবনে পরিপালনের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, "আমাদের কেউ যখন দশটি আয়াত শিক্ষালাভ করত, এগুলোর অর্থ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা ও তদানুযায়ী আমল করার পূর্বে সে আর কিছু শেখার জন্য অগ্রসর হত না"।[২৫৭]

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সাহাবায়ে কেরাম নবী (সা.) এর নিকট যা কিছু শিক্ষালাভ করতেন, তা তারা আমল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। আর সেটা আমলের জন্যে রাসূলের কথা, কাজ ও অনুমোদন থেকে বাস্তব নমুনা গ্রহণ করার বিকল্প ছিল না। ফলে রাসূলের প্রত্যেকটি কথা, আদেশ ও ফরমান অনতিবিলম্বে কার্যকর ও বাস্তবে রূপায়িত হত।

ইসলামের মৌলিক আইন-কানুন সাহাবীদের বাস্তবজীবনে আমল করার ব্যাপারে নবী (সা.) নিজেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। ইসলামের ব্যবহারিক আচার-আচরণও অনুসরণের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ

---

[২৫৪]. ইবন 'আব্দিল বার, Av j BmZxÔAve gvÔAv j Bmvev (বৈরুত : দার আল-ফিকর তা. বি.), ৭ম খ., পৃ. ২০৫

[২৫৫]. আল-হাকিম, Av j gmZv ‘ ivK (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরবী, তা,বি) পৃ. ৯৫

[২৫৬]. আদ-দারেমী, mbvb Av ‘-‘v‡igx, ১ম খণ্ড., পৃ. ৮২

[২৫৭]. ইবন আব্দিল বার, RvwgÔD evqvb Av j-‘Bjg I qv dvØwjnx (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ২০০০), পৃ. ৮৭

করা হত। এ প্রসঙ্গে নবী (সা.)-এর দু'টি বাণী নিম্নে উল্লেখ করা হল, "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ, ঠিক সেভাবেই নামাজ পড়।"[২৫৮] এবং "তোমরা আমার নিকট হজ্জের নিয়ম কানুন গ্রহণ কর"।[২৫৯]

এ বাণী দু'টি হতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে সালাত, সাওম, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি ইবাদাত-বন্দেগীর সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও এসবের বিস্তারিত নিয়ম-কানুন তাতে উল্লেখ নেই। সুতরাং তা কুরআনের বার্তাবাহক নবী (সা.) এর নিকট থেকে গ্রহণ করতে হবে। রাসূল (সা.) কে পরিপূর্ণ অনুসরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন করতে হবে। বস্তুত সাহাবীদের এরূপ অনুসরণের মাধ্যমেই রাসূলের প্রতিটি কথা ও কাজ এবং কাজের বিবরণ চিরদিনের জন্য সুরক্ষিত রয়েছে; রাসূলের তৈরি করা সমাজ তা কোনদিনই ভুলে যেতে পারে নি। রাসূলের হাদীস সংরক্ষণের এটি এক অন্যতম ভিত্তি।

Q. Bmjvg cPv‡ii gva¨g wn‡m‡e nv'xm‡K MnY

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীগণ ইসলাম সম্পর্কে তাঁর নিকট থেকে যা কিছু শিক্ষালাভ করতেন, কুর'আন ও হাদীসের যে জ্ঞানই তাঁরা অর্জন করতেন তা তারা কেবল নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও কুক্ষিগত করে রাখতেন না, বরং এটি একটি মৌলিক দায়িত্ব হিসেবেই তা জনগণের মধ্যে প্রচার করতে নিরন্তর ব্যস্ত থাকতেন। তাঁদের এটি একটি প্রধান দায়িত্ব ছিল। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ মুসলিম জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মুসলিম জাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا- "এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যম পন্থানুসারী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা জনগণের পথপ্রদর্শক হও এবং রাসূল হবে তোমাদের পথ প্রদর্শনকারী।"[২৬০]

ইসলাম প্রচারের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন ছাড়াও নবী (সা.) এর জীবদ্দশায় সরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেও হাদীস প্রচারিত হয়েছে। কেননা নবী (সা.) বিভিন্ন স্থানে ও দেশে ইসলাম প্রচারকার্যে ব্যক্তি ও দল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমেও হাদীস সর্বত্র বিপুল ও ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। এক্ষেত্রে আবূ উমামাহ আল-বাহেলী (রা.) বলেছেন, "রাসূল (সা.) আমাকে আমার নিজ কবীলা ও এলাকার লোকদের প্রতি তাদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দান ও তাদের সম্মুখে ইসলামী শরীয়াতের বিধান পেশ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন।"[২৬১] তিনি আরও বলেন "আমাকে খেজুরের দেশে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি মনে করি ওটা 'ইয়াসরিব' বা মদীনা ছাড়া অন্য কোন দেশ হবে না। এখন তুমি কি আমার পক্ষে হতে তোমার নিজগোত্রে ও এলাকার লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজ করতে পারবে"।[২৬২]

এ ছাড়াও নবী (সা.) 'আদল' ও 'কাররা' নামক গোত্রদ্বয়ের প্রতি দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান দান, কুরআন ও ইসলামী শরীয়তের বিধান শিক্ষাদানের জন্য ছয় জন শিক্ষক প্রেরণ করেন। তাঁরা হলেন, মারসাদ ইবন আবী মারসাদ, আসেম ইবন সাবেত, হাবীব ইবন আদী, খালেদ ইবনুল বুকায়র, যায়েদ ইবন দাসনা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক (রা.)।[২৬৩]

---

[২৫৮]. আল-বুখারী, mnxn, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭৬

[২৫৯]. ইউসূফ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন আব্দিল বার, RwgÔD evqvb Avj-'Bjg Iqv dvØwjnx, ২য় খ., পৃ. ১৯০। সহীহ মুসলিমে কথাটি এভাবে উল্লেখিত হয়েছে : لتأخذوا مناسككم "তোমরা যেন তোমাদের হজ্জ উদযাপনের নিয়মাবলী গ্রহণ কর- জেনে নাও।"

[২৬০]. আল কুরআন ২ : ১৪৩

[২৬১]. আল-হাকিম, Avj gmZv'ivK (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরবী, তা,বি) ৩য় খণ্ড., পৃ. ৬৪১

[২৬২]. মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, mnxn gmwjg (বৈরুত : দার আল-আফাক আল-জাদিদাহ, তা.বি.), ২য় খণ্ড., পৃ. ২৭৬

[২৬৩]. ইবন 'আব্দিল বার, Avj BmZxÔAve gv'Avj-Bmvev, ২য় খণ্ড., পৃ. ৫১০

R. Bmjvgx ivó cwiPvjbvi wfwË wn‡m‡e nv`x‡K MÖnY Kiv

নবী (সা.) যেসব সাহাবীকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন, তাঁরা শাসনকার্য সম্পাদনের জন্য কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসকেও অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মু'য়ায ইবন জাবালকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় রাসূল (সা.) এর সাথে যে কথোপকথন হয়েছিল তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। নবী (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করবে? মু'আয বলেন, কুরআনের ভিত্তিতে। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনে যদি কিছু না পাওয়া যায় তখন মু'আয বলেন,

فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "রাসূলের সুন্নাতের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করব।" এ আলোচনার শেষভাগে রাসূলে কারীম (সা.) অতিশয় সন্তোষসহকারে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন এবং মু'আযের বুকে হাত রেখে বলেন, الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله-"যে আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রেরিত ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূলের সন্তোষমূলক কাজ ও নীতি নির্ধারণ করার তাওফীক দিয়েছেন, তাঁরই প্রশংসা।"[২৬৪]

2. wjL‡bi gva¨‡g nv`xm msiÿY

প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণভাবে মুখস্ত করা, মৌখিক চর্চা, বর্ণনা ও আলোচনার মাধ্যমেই হাদীস সংরক্ষিত হয়। কারণ, এ পর্যায়ে সকলকেই কুরআন ব্যতীত অপর কিছু লিখতে নিষেধ করা হয়। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সাহাবীগণকে হাদীস লিখার অনুমতি প্রদান করা হয়। তখন হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে কুরআনের মতই সাহাবীদের স্মরণশক্তি, পারস্পরিক চর্চা ও বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে লেখনী শক্তিরও পূর্ণ ব্যবহার হতে থাকে। হাদীস লিখনের বিভিন্ন পর্যায় নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

K. Bmjv‡gi cv_wgK chv‡q nv`xm wjL‡b wb‡lavÁv

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিশেষ প্রেক্ষাপটে হাদীস লেখার সাধারণ অনুমতি ছিল না। ফলে ব্যাপকভাবে তখন হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কুরআনের সাথে মিলে যাবার আশঙ্কায় ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) এর বাণী আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "তোমরা আমার নিকট হতে কোন কথাই লিখো না। আমার থেকে কুরআন ব্যতীত কেউ কিছু লিখে থাকলে সে যেন তা মুছে ফেলে।" যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে কুর'আন ব্যতীত অন্য কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হাদীস লিখছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বের হয়ে এসে বললেন, তোমরা কি লিখছো? আমরা বললাম, আপনার থেকে শ্রুত হাদীস লিখছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের সাথে কি তোমরা আমার হাদীস মিলিয়ে নিচ্ছো? অথচ পূর্ববর্তী উম্মাতগণ আল্লাহর কিতাবের সাথে অন্যকিছু লেখার কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছিল। রাসূলল্লাহ্ (সা.) যে সব কারণে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

1. KiAv‡bi mv‡_ wg‡j hvIqvi Avk¼v

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন পরিচিত হওয়ার পূর্বে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যেকের জন্যই প্রযোজ্য ছিল, যাতে কুরআনের সাথে হাদীস মিশ্রিত হওয়ার এবং তদ্দরুণ সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির কোন আশঙ্কা নাথাকে। পরে যখন কুরআন ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এবং হাদীসের সাথে মিলে যাবার আশঙ্কা দূরীভূত হয়,

---

[২৬৪]. আবু দাউদ, Avj-mbvb, কিতাবুল ক্বাদ্বা', বাবু ইজতিহাদ আল-রায় ফি আল-ক্বাদ্বা'(বৈরূত : দার আল-ফিকর তা. বি.) হাদীস নং ৩৫৯২; ইবন কাসীর, Avj we`vqv Iqv Avj-wbnvqv (বৈরূত : দার ইহ্ইয়ায়ুত তুরাসুল আরবী, তা.বি.) ৫ম খ.,পৃ. ১০৩

তখন হাদীস লেখার অনুমতি দেয়া হয়।[২৬৫] আব্দুর রহমান মুবারকপুরী এ কারণকে অধিক যথার্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬৬]

2. wndh ev KÉ¯ Ki‡Yi cwZ ¸iæZ nvm cvIqvi fq

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীস লেখার নিষেধাজ্ঞা ছিল প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন সাহাবীদের প্রতি। কারণ, তাঁরা যদি লিখনীর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার অভ্যাস করতে শুরু করেন, তবে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়।[২৬৭] এ জন্য নবী (সা.) এর এ নিষেধাজ্ঞা কেবল প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন সাহাবীদের জন্য নির্দিষ্ট (খাস) ছিল। কিন্তু যাঁদের স্মৃতিশক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল, যেমন আবূ শাহ (রা.) কিংবা যিনি অধিক হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় নিয়োজিত ছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.), রাসূলল্লাহ্ (সা.) তাঁদেরকে হাদীস লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন।[২৬৮]

3. GKB KvM‡R GKmv‡_ KiAv‡bi mv‡_ nv'xm †jLv wb‡la wQj

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর হাদীসকে কুরআনের সাথে একই কাগজে একই সাথে লিখতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা সাহাবীগণ কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা শুনে কখনও কুরআনের সাথেই তা লিখে রাখতেন। তাই কুরআন ও তার ব্যাখ্যা তথা হাদীস একত্রে মিলে যাওয়ার ভয়ে একই কাগজে লিখতে নিষেধ করেছিলেন।[২৬৯]

4. AmveavbZvekZ wjwLZ wel‡q i'e'j

অনেক সময় লিখিত বিষয়কে অন্যের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা যায় না। কিন্তু, যে কথা মানুষের স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে যায়, তার মধ্যে কেউ রদ-বদল করতে পারে না। এ জন্যই হাদীস লেখার চেয়ে মুখস্থ করার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[২৭০]

5. †jLvcov Rvbv †jv‡Ki Afve I wjLbKv‡h 'ejZv

লেখাপড়া জানা লোকের অভাব, লিখনকার্যে দুর্বলতা ও অপারদর্শিতার কারণে হাদীস লিখতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তা লিখতে নিষেধ করা হয়েছে।[২৭১]

L. nv'xm wjLvi AbgwZ c'vb

প্রথম পর্যায়ে সকলকেই কুরআন ব্যতীত অপরকিছু লিখতে নিষেধ করা হলেও তাতে ব্যতিক্রম ছিল। প্রচণ্ড স্মরণশক্তি সম্পন্ন সাহাবীদেরকে হাদীস মুখস্থ পরিত্যাগ করে কেবল লিখনী শক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যাঁরা স্মরণশক্তি ও লেখনী উভয় শক্তির ব্যবহার করতে চেয়েছেন তাদেরকে তিনি হাদীস লিখতে নিষেধ করেন নি, বরং তাদেরকে তিনি অনুমতিই দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) এর হাদীস হতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। "আব্দুল্লাহ ইবন আমর হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূল (সা.) এর নিকট এসে বলেন, হে রাসূল, আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। এ জন্য আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছি,

---

[২৬৫]. নববী ইয়াহইয়া ইবন শরফুদ্দীন ইমাম, mnxn gmwjg wekviwn Avb beex, (বৈরূত : দার আল-ফিকর তা. বি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯; আশ শায়খ তাহির আল জুযাইরী, ZvIhxûb bvhi Bjv Dmwjj Avmvi, (মিসর : ১৩২৮/১৯১০) পৃ. ৬

[২৬৬]. আল মুবারকপুরী, আব্দুর রহমান, ZndvZj AvnIqvhx, (gKvÏvgv), (বৈরূতঃ দার আল-ফিকর তা. বি. ২য় সংস্করণ ১৩৯৯/১৯৭৯) পৃ.৩৯-৪০

[২৬৭]. আব্দুর রহীম মাওলানা, nv'xm msKj‡bi BwZnvm, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১০ম সংস্করণ ২০০৭খৃ) পৃ. ১৯২

[২৬৮]. আবু শাহবা, w'dvÔDb Awbm mbvn, (বৈরূত : দারুল জায়ল, ১ম সংস্করণ,১৪১১/১৯৯৮) পৃ. ৪৪৩

[২৬৯]. আজমী নূর মুহাম্মদ, nv'x‡mi ZË I BwZnvm, (ঢাকা : এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২) পৃ. ৬৯

[২৭০]. BmjwgK dvD‡Ðkb cwÎKv, (৩৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল- জুন, ১৯৯৭) পৃ. ৬২

[২৭১]. w'dvÔDb Awbm mbvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য আপনি যদি তা পছন্দ করেন।" তখন নবী (সা.) বলেন, "আমার হাদীস লিখতে চাইলে তা স্মরণ রাখার সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখার কাজও করতে পারো।"[২৭২]

এ প্রসঙ্গে ইবন কুতাইবা লিখেছেন, " রাসূল (সা.) প্রথমে হাদীস লিখতে নিষেধ করেন এবং পরে লিখে হিফাজত করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন।"[২৭৩] আল্লামা ইবনুল জাওযী লিখেছেন, "প্রথমাবস্থায় লিখতে নিষেধ করেছেন কিন্তু পরে লেখার অনুমতি দান করেন।"[২৭৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, "ইলমে হাদীসকে লিপিবদ্ধ করে রাখ।"[২৭৫]

সুতরাং এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ে সকলকেই কুরআন ব্যতীত অন্যকিছু লিখতে নিষেধ করা হলেও তাতে ব্যতিক্রমও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের প্রখর স্মৃতিশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। এজন্য প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন সাহাবীগণকে হাদীস কণ্ঠস্থ করা বাদ দিয়ে কেবল লেখনীর ওপর নির্ভরশীল হতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু যারা স্মৃতিশক্তি ও লেখনী উভয় মাধ্যমকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীতে তাদেরকে তিনি হাদীস লিখতে নিষেধ করেন নি বরং তাদেরকে লেখার অনুমতিই প্রদান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগেও হাদীস লিখে রাখা বৈধ ছিল এবং তা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অধিভুক্ত ছিল। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করা হল :

ivmjjøvn (mv.) Gi RxeÏkvq nv'xm wjL‡bi GKwU msw ÿß weeiY

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদীস লিখার ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পরবর্তীতে বিশেষ করে হিজরতের পর ৬২২খৃষ্টাব্দে কুরআন ও হাদীসের পারস্পরিক পার্থক্যবোধ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠলে একদিকে যেমন হাদীস লিখার সাধারণ অনুমতি প্রদান করা হয়, অন্যদিকে নবী (সা.) এর নির্দেশেও তাঁর দরবারে অনেক হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২য় হি. বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে মদীনার মুসলিম বালকদেরকে লেখা-পড়া শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হওয়ার পর হাদীস লেখা অধিকতর সহজ হয় এবং এর মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। আবদুল্লাহ্ ইবন সাঈদ ইবনুল আস (রা.) লেখা শিক্ষা দেয়ার জন্য মসজিদে নববীতে প্রশিক্ষণ চালু করেছিলেন। ২য় হিজরিতে মদীনায় ৯টি মসজিদ ছিল এবং সবগুলোই মাদরাসা বা শিক্ষাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ফলে নবী (সা.) এর যুগেই অনেক সাহাবী লিখন বিদ্যায় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখে রাখার জন্য অনেক লেখক নিযুক্ত করেছিলেন। যারা লিখনকার্য সম্পাদনের জন্য সার্বক্ষণিক বা সাময়িকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন, তাদের সংখ্যা ৫০ ঊর্ধ্ব ছিল। ওহী লেখার কার্যে আব্দুল্লাহ ইবন আকরাম ও আল'উলা ইবন উকবা (রা.) খেজুরের ফসলের ওপর যাকাতের পরিমাণ লেখার জন্য হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা.), গণীমতের মালের বিবরণ লেখার জন্য মু'য়ায়কীব ইবন আবু ফাতিমা আদ-দূসী (রা.) দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবীদের তালিকাও লেখে রাখা হত। হানযালা (রা.) অনুপস্থিত কোন লেখকের দায়িত্ব পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সীলমোহরও তিনি ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতেন। অনেকে রাসূলের আদেশক্রমে বিদেশি ভাষাও শিখে নিয়েছিলেন। যেমন যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) কে নবী (সা.) সুরিয়ানী ভাষা শিখতে আদেশ দিলে তিনি তা শিখে নেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাদের পত্রাবলি পড়ে শোনাতেন।

---

২৭২. আব্দুল্লাহ আদ-দারেমী, mbvb Av'-'v‡igx, পৃষ্ঠা ৬৭

২৭৩. cÖv¸³, পৃষ্ঠা ৬৮

২৭৪. ইবন হাজার আসকালানী, dvZûj evix (বৈরূত : দারু ইহইয়াততুরাসুল আরবী, ২য় সং১৪০৩ হি.), ১ম অধ্যায়, পৃ. ১০৬

২৭৫. ইবন আব্দিল বার, RvwgÔD evqvbAvj-ÔBjg Iqv dvØwjnx, ১ম খণ্ড., পৃ. ৭২

1. wnRi‡Zi c‡e bex Kvixg (mv.) Gi ‘ÕwU wjwLZ digvb

হিজরতের অব্যবহিত পূর্বে নবী কারীম (সা.) অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে লিখিত ফরমান দিয়েছিলেন (K) তামীমুদ্দারীকে এক লিখিত পরোয়ানা প্রেরণ করেন।[২৭৬] (L) হিজরত করে মদীনা যাওয়ার পথে নবী কারীম (সা.) সুরাকা ইবনে মালিক মুদলেজিকে এক নিরাপত্তালিপি লিখে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন," সুরাকা বলল, আমার জন্য একটি দলিল লিখে দিন, যা আমার ও রাসূলের মধ্যবর্তী এই মুক্তির সিদ্ধান্তের প্রমাণ হবে। অতঃপর নবী কারীম (সা.) আমার জন্য হাড় বা পাতা বা ছেঁড়া কাপড়ে একটি লেখা তৈরি করে দিলেন"।[২৭৭]

2. g‘xbv mb‘

নবী কারীম (সা.) মদীনায় হিজরত করে স্থানীয়ভাবে বসবাস শুরু করার পর সর্বপ্রথম যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন, মদীনার ইয়াহূদী ও আশেপাশের খৃস্টান এবং মদীনার আনসার ও মুহাজির মুসলমানের পারস্পরিক অনাক্রমণ ও অন্যান্য শর্ত সম্বলিত এক দীর্ঘ চুক্তিনামা রচনা করা তার অন্যতম। এর ভাষা ছিল,

هَذا كتابُ مُحمّدٍ النّبِىّ رَسُول اللهِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ والمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ واَهْل يَثْرِبَ ومَنْ تبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وجَاهَدَ مَعَهُمْ:اِنّهُمْ اُمّةٌ واحدَةٌ مِنْ دُون النّاس

মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর নবী ও রাসূল কর্তৃক কুরাইশ বংশের মুমিন মুসলমান ও মদীনাবাসী যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হবে ও একত্রে জিহাদ করবে, তাদের মধ্যে লিখিত চুক্তিনামা এটি। সিদ্ধান্ত এই যে, তারা অন্যান্য লোকদের হতে পৃথক এক স্বতন্ত্র উম্মত তথা জাতি হবে। এই চুক্তিনামা ইসলামের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক অমূল্য সম্পদ। এতে মোট ৫২টি দফা সন্নিবেশিত হয়। এতে মদীনা মুনাওয়ারাকে মুসলমানের জন্য 'হেরেম' ঘোষণা করা হয়। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হতে প্রমাণিত হয় যে, চুক্তিনামা যথারীতি লিখিত হয়েছিল এবং ইসলামে এটাই সর্বপ্রথম লিখিত সনদ বা সংবিধান ।

عن رفع بن خديج فان المدينة حرم حرمهارسو ل الله صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب عند نا فى اديم خولا ني

হযরত 'রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মদীনা একটি হেরেম। রাসূলে কারীম (সা.) উহাকে হেরেম ঘোষণা করেছেন। আমাদের নিকট এই চুক্তিনামা খাওলানী চর্মে লিখিত রয়েছে। হযরত আলী (রা.) এর নিকট এই লিখিত চুক্তিনামা পরবর্তীকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল।

3. Av‘gïgwi

রাসূলে কারীম (সা.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর মুসলিম নাগরিকদের আদমশুমারি গ্রহণ করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় এক ফরমান জারি করেন, اكتبوا لى من من تلفظ بالاسلام من الناس যে সব লোক ইসলাম কবুল করার কথা বলেছেন, তাদের নাম-ধাম আমার জন্য লিখে দাও। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, فكتبنا له وخمسما ئه رجل অতঃপর আমরা রাসূলকে এক হাজার পাঁচশত ব্যক্তির নাম-ধাম ও পরিচয় লিখে দিলাম।[২৭৮] এটিও রাসূলে কারীম (সা.) এর জীবনকালেরই এক লিখিত সম্পদ।

---

[২৭৬]. মালিক ইবন আনাস ইমাম, Avj gqvËv, (করাচী, মাকতাবা ফারুকীয়া, তা.বি) ২য় খ. পৃ. ১৮১

[২৭৭]. আল-হাকিম, Avj gmZv‘ivK (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরবী, তা,বি) ৩য় খ. পৃ.৭; ইবন কাসীর, Avj we‘vqv Iqvb wbnvqv, (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়ুত্তুরাসুল আরবী, ১ম সং. ১৪১৭/১৯৯৭) ৩য় খ. পৃ. ১৮৫

[২৭৮]. মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী, mnxn eLvix, (পাকিস্তান : নূর আসাহহুর-মাতাবি',১৯৬১/১৩৮১) কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ১৮১

4. ebx Rvgiv †Mv‡Îi mv‡_ bex Kvixg (mv.) Gi mwÜPw³

তৃতীয় হিজরি সনের সফর মাসে বনী জামরা গোত্রের সাথে নবী কারীম (সা.) এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিনামাও লিখিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।[২৭৯]

5. Ave kvn‡K ivm‡j Kvixg (mv.) Gi wjwLZ fvlY c‘vb

হযরত আবু হুরাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের বছর খোজয়া গোত্রের লোকগণ লাইস গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এই সংবাদ রাসূলে কারীমের নিকট পৌঁছলে তিনি তার জন্তর পৃষ্ঠে আরোহী অবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তাতে তিনি হেরেম শরীফের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং নর হত্যার দণ্ড ও দিয়ত সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম-আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। ভাষণ সমাপ্ত হলে হযরত আবু শাহ নামক জনৈক সাহাবী রাসূলে কারীম (সা.) কে বললেন, اكتبوه لى يارسول الله হে রাসূল! আমার জন্য ভাষণটি লিখে দিন। তখন নবী কারীম (সা.) তার আবেদন মঞ্জুর করে জনৈক সাহাবীকে বললেন, اكتبوه لابي شاه "আবু শাহ কে ভাষণটি লিখে দাও"।[২৮০]

6. bex Kvixg (mv.) KZK Avgi Be‡b nvhg I Ab¨vb¨‡K wjwLZ '¯Ív‡eR c'vb

ঐতিহাসিক হাফিজ ইবনে আবদুল বার লিখেছেন, নবী কারীম (সা.) আমর ইবনে হাযম ও অন্যান্যকে সাদকা, দিয়ত, ফরজ ও সুন্নাত সম্পর্কে এক দস্তাবেজ লিখে দিয়েছেনে।[২৮১] আল্লামা শাওকানী (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫) বিভিন্ন স্থানে এ কিতাবখানিরই উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিক (র.) এই কিতাবখানির উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন,

عن عبد الله بن ابى بكر بن حزم ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صل الله عليه وسلم لعمر بن حزم وغيره ان لايمس القران الاطاهر

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযম হতে এ কথাটি বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম (সা.) আমর ইবনে হাযমের জন্য যে কিতাবখানি লিখে দিয়েছিলেন তাতে লিখিত রয়েছে কুরআন মাজীদকে কেবল পবিত্র ব্যক্তিই স্পর্শ করবে।

ইমাম বায়হাকী তাঁর دلائل النبوة গ্রন্থে এই কিতাবখানি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনার উল্লেখ করেছেন,

عن عبد الله بن ابى بكر بن حزم قال هذا الكتاب الذى كتبه رسول الله صل الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه الى اليمن يفقه اهلها ويعلمهم السنة وياخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وامره فيهم امره

আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাযম হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, এটা নবী কারীম (সা.) কর্তৃক লিখিত সে কিতাব, যা তিনি আমর ইবনে হাযমকে ইয়েমেনে পাঠাবার সময় লিখে দিয়েছিলেন। তাকে পাঠিয়েছিলেন সেখানকার অধিবাসীদেরকে দ্বীন-ইসলামের গভীর জ্ঞান দান ও সুন্নাতের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এবং তাদের নিকট হতে যাকাত আদায় করার জন্য। এতে তার জন্য নিয়োগপত্র ও প্রতিশ্রুতি এবং সেখানকার লোকদের মধ্যে তার দায়িত্ব পালনের বিষয়ও লিখিত ছিল।[২৮২]

7. bex Kvixg (mv.) KZK bvRivbevmx‡'i‡K GKLvbv wjwLZ '¯Ív‡eR c'vb

হিজরি দশম সনে নবী কারীম (সা.) হযরত আমর ইবনে হাজম (রা.) কে নাজরান অধিবাসীদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি যখন নাজরান এলাকার দিকে রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন তাকে একখানা

২৭৯. প্রাগুক্ত, ১ম খ. পৃ. ৪৩০

২৮০. মুসলিম ইবনু'ল হাজ্জাজ, mnxn gmwjg, (লাহোর : গোলাম আলী এন্ড সন্স, ১৩৭৬ হি) ১ম খ. পৃ. ৪৩৯

281. ইবন আব্দিল বার, RwgÕD- evqwbj, Bjg Iqv dvhwjnx, (সাউদী আরব : দারু ইবনুল জাওযী, ১৯৯৮/১৪১৯) ১ম খ. পৃ. ৭২

২৮২. আবু ইউসুফ, ইমাম, wKZvej LvivR, (বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৯ইং) পৃ.৭২

দস্তাবেজ শাসনতান্ত্রিক আইন ও বিধান হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রদান করা হয়। ইমাম আবূ দাউদ উল্লেখ করেছেন, ان رسول الله صل الله عليه وسلم صالح اهل نجران وكتب لهم كتابا নবী কারীম (সা.) নাজরান বাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং তাদের জন্য একখানা কিতাব লিখিয়ে দিয়েছেন।[২৮৩]

8. Bqv‡gbevmx‡`i wbKU ivmjjøvn (mv.) Gi ÔwKZvej wRivnÕ bvgK Ô`¯Ív‡eRÕ †cÖiY

নবী কারীম (সা.) ইয়েমেনের অধিবাসীদের জন্য আর একখানি 'দস্তাবেজ' লিখে পাঠিয়েছিলেন। এর নাম ছিল 'কিতাবুল জিরাহ'। এর সূচনায় লিখিত হয়েছিল, وهذا كتاب من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود এটি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের তরফ হতে প্রদত্ত ফরমান, হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ কর।[২৮৪] এই ঘোষণাপত্র উষ্ট্রচর্মের উপর লিখিত ছিল। হাফিয ইবনে কাসীর লিখেছিলেন, এই গ্রন্থখানি ইসলামের প্রাথমিক ও পরবর্তীকালের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কর্তৃক সমাদৃত, নিয়মিত পঠিত ও সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জ্ঞানের উৎসরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। এমন কি كان اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يرجعون اليه ويدعون اراءهم রাসূলের সাহাবীগণ এই দস্তাবেজের দিকে সবসময়ই ফিরে তাকাতেন এবং এর মুকাবিলায় নিজেদের রায় ও মতামত পরিহার করতেন।[২৮৫]

9. ivmjjøvn (mv.) KZK eb mvKxd Gi mv‡_ wjwLZ Pw³cÎ m¤úv`b

নবী (সা.) বনু সাকীফের প্রতিও একখানা সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাতে এভাবে লেখা শুরু করা হয়, هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم এটা সাকীফ গোত্রের জন্য আল্লাহর রাসূলের লিখিত সন্ধিনামা।

10. m`Kv I hvKvZ m¤úwKZ wjwLZ `¯Ív‡eR

নবী কারীম (সা.) সদকা ও যাকাত সম্পর্কে একখানা পূর্ণাঙ্গ দস্তাবেজ লিখে নিয়েছিলেন। এটাকে ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্বশীলের নিকট প্রেরণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তা পাঠাবার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। পরে এটা খিলাফতে রাশেদার কার্যপরিচালনার ব্যাপারে পুরোপুরি দিকদর্শন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা শওকানী এই দস্তাবেজখানি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন,

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفى قال فأخرجها ابو بكر من بعده فعمل بها حتى توفى ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها- قال فلقد هلك بوصية عمر يوم هلك وإن لك لمقرون

নবী কারীম (সা.) সদকা সম্পর্কে একখানি কিতাব রচনা করিয়েছিলেন। কিন্তু ওটা তাঁর কর্মচারিদের নিকট প্রেরণ করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন । তারপর হযরত আবু বকর তা বের করে তদানুযায়ী আমল করেন। তার ইন্তিকালের পর হযরত উমর এটাকে বের করে আনেন এবং তদানুযায়ী কাজ করেন। হযরত উমরের ইন্তিকালের পর এটা তার এক অসিয়তের সাথে নথি করা অবস্থায় পাওয়া যায়।[২৮৬] উমর (রা.) এর সন্তান সন্তুতিগণ তা সংরক্ষণ করেন। ইমাম ইবন শিহাব জুহুরী এই দস্তাবেজখানা দেখতে পেয়েছেন এবং বলেছেন, এটা নবী কারীমের সদকা সম্পর্কে লিখিত কিতাব। জুহুরী সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবন উমরের নিকট তা পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তা নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে নিয়েছেন।[২৮৭] উত্তরকালে উমর ইবনে আবদুল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে

---

[২৮৩]. আবু উবায়দ আল কাসিম ইবন সালাম, wKZvej AvgIqvj, (কায়রো : নাশর মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হিজরি) পৃ. ১৮৮

[২৮৪]. ইবন কাসীর, Avj we`vqv Iqvb wbnvqv, (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়ুত্তুরাসুল আরবী, ১ম সং. ১৪১৭/১৯৯৭) ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৬

[২৮৫]. আবু উবায়দ আল কাসিম ইবন সালাম, wKZvej AvgIqvj, (কায়রো : নাশর মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হিজরি) পৃ. ১৯০

[২৮৬]. মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, bvqjj AvIZvi, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি.) ৪র্থ খ. পৃ. ১৮৯; আবু উবায়দ, wKZvej AvgIqvj, (কায়রো : নাশর মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হিজরি) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬২

[২৮৭]. ইব্রাহীম মীর, Zvix‡L Avn‡j nv`xm (নয়াদিল্লী : তাওহীদ লাইব্রেরী, ১৯৮৩ইং) পৃ. ৩২০

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বংশধরদের নিকট হতে তা গ্রহণ করেন এবং এর প্রতিলিপি তৈরি করে নেন।

11. nhiZ gÛqvR Be‡b Rvevj (iv.) Gi cwZ mv'vKv m¤úwKZ '¯Ív‡eR

মুসা ইবনে তালহা বলেন, عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه و سلم আমাদের নিকট নবী কারীম (সা.) এর নিকট হতে প্রাপ্ত মু'আয ইবনে জাবালের একখানি কিতাবও আছে।

12. û'vqweqvi mwÜ

৬ষ্ঠ হিজরিতে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধি আলী (রা.) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) লিখিয়েছিলেন। যা সর্বজন স্বীকৃত।[২৮৮]

এতদ্ব্যতীত নবী কারীম (সা.) এর লিখিত আরো বহুসংখ্যক সন্ধিচুক্তি ও অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ পাওয়া গিয়েছে। হাদীস বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সে সবের মূল্য অপরিসীম। এ ধরনের দস্তাবেজসমূহের সংখ্যা হিসাব করলে তিন শতাধিক হবে।

'মিফতাহুল আকরার' গ্রন্থে নবী কারীম (সা.) এর প্রেরিত ৩৬ খানা চিঠির প্রতিলিপির উল্লেখ করা হয়েছে। সুস্পষ্টরূপে হাদীসের সাথে সম্পর্কিত কয়েকখানি দস্তাবেজের নাম এখানে উল্লেখ করা হল।

1. বিভিন্ন কবীলা ও গোত্রের প্রতি বিভিন্ন সময়ে লিখিত ফরমান।[২৮৯]
2. বিভিন্ন দেশের বাদশাহ ও রাষ্ট্রনেতাদের নিকট লিখিত ইসলামী দাওয়াতের পত্রাবলি।[২৯০]
3. আবদুল্লাহ ইবনে হাকীম সাহাবীর নিকট রাসূলের প্রেরিত চিঠি। এই চিঠিতে মৃত জন্তু ইত্যাদি সম্পর্কে আইন লিখিত হয়েছিল।[২৯১]
4. ওয়ায়েল ইবনে হাজার সাহাবীর জন্য সালাত, মদ্যপান ও সুদ ইত্যাদি সম্পর্কে নবী কারীম (সা.) বিধান লিখিয়ে দিয়েছিলেন।[২৯২]
5. জাহাক ইবনে সুফিয়ান সাহাবীর নিকট রাসূলে কারীম (সা.) এর লিখিত ও প্রেরিত একখানি হিদায়াতনামা বর্তমান ছিল, তাতে স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রী কর্তৃক রক্তপাতের বদলা আদায় করার বিধান লিখিত ছিল।[২৯৩]
6. ইয়েমেনবাসীদের প্রতি বিভিন্ন ফসলের যাকাত সম্পর্কে নবী কারীম (সা.) কর্তৃক লিখিত ও প্রেরিত এক দস্তাবেজ।[২৯৪]
7. ইয়েমেনবাসীদের প্রতি রাসূলে কারীম (স.) এর লিখিত অপর একখানি পত্র, যাতে লিখিত ছিল, من أسلم من يهودى أو نصرنى فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهوديته أونصرانيته فإنه لايفتن عنها و عليه الجزية ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে যারা ইসলাম কবুল করবে, তারা মুমিন লোকদের মধ্যে গণ্য হবে, তাদের অধিকার ও কর্তব্য মুমিনদের সমান হবে। আর যারা

---

২৮৮. ইবন কাসীর, Avj we'vqv I qvb wbnvqv, (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়ুত্তুরাসুল আরবী, ১ম সং. ১৪১৭/১৯৯৭) ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৬৮; আবু উবায়দ আল কাসিম ইবন সালাম, wKZvej Avg I qvj, (কায়রো: নাশর মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হিজরি) ৪র্থ খ. পৃ. ১৬৮

২৮৯. আবু উবায়দ, wKZvej Avg I qvj, (কায়রো : নাশর মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হিজরি) পৃ. ২১

২৯০. আবু উবায়দ, wKZvej Avg I qvj, (কায়রো : নাশর মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হিজরি) ১ম খ. পৃ. ২০-২৩

২৯১. সুলাইমান ইবন আহমাদ আতাবরানী, gÔRvgm mMxi wjZZveivbx,(বৈরূত : দারু আম্মার, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫) ; আব্দুর রহীম মাওলানা, nv'xm msKj‡bi BwZnvm, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১০ম সংস্করণ ২০০৭খৃ) পৃ.১৭৩

২৯২. প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৩

২৯৩. সুলায়মান ইবনুল আশআস আসসিজিস্তানী, আবু দাউদ, Avm-mbvb, (দিল্লী : আসাহহুল মাতাবি',১৯৮৫খৃ.) ; প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৩

২৯৪. মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, bvqjj AvI Zvi, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি.) ৪র্থ খ. পৃ. ৩৫

ইয়াহুদী বা খৃস্টান থেকে যাবে, তাদেরকে তাদের ধর্ম পালন হতে বিরত রাখার চেষ্টা করা হবে না, তবে তারা 'জিযিয়া' আদায় করতে বাধ্য থাকবে।[২৯৫]

8. রাসূলুল্লাহ (সা.) হুযাইফা ইবনে আয়ামান (রা.) কে এক ফরমান লিখে দিয়েছিলেন। তাতে যাকাতের ফরজগুলি সম্পর্কে বিবরণ লিখিত ছিল।[২৯৬]
9. আলা ইবনুল হাজারামীকে রাসূলে কারীম (সা.) যাকাতের মাসয়ালা লিখে দিয়েছিলেন।
10. নবম হিজরি সনে হযরত আবু বকর (রা.) কে আমীরে হজ্জ নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাতে নবী করীম (সা.) হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি লিখে দিয়েছিলেন।[২৯৭]
11. সূরা তাওবা নাযিল হওয়ার পর নবম হিজরি সনে মদীনা হতে হযরত আলী (রা.) কে মক্কায় বিশেষ পয়গাম সহকারে প্রেরণ করেন। তাকে হজ্জের সময় লোকদেরকে জানিয়ে দেয়ার জন্য নিম্নোক্ত ঘোষণা লিখে দেন, أن لا يقرب البت بعد العام مشرك ولايطتف بالبيت عريان ولايدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى كل ذى عهد عهده এই বছরের পর কোন মুশরিকই কাবা শরীফের নিকট যেতে পারবে না, উলঙ্গ হয়ে কেউ এর তওয়াফ করতে পারবে না, বেহেশতে মুমিন ব্যতীত কেউ দাখিল হতে পারবে না এবং প্রত্যেকে প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে বাধ্য থাকবে।[২৯৮]
12. উমর ইবনে আকসা সুলামীকে এক লিখিত ফরমান পাঠানো হয়, তাতে সদকা ও যাকাত সম্পর্কিত আইন-কানুন লিখিত ছিল।
13. গালিব ইবনে আবদুল্লাহকে এক ফরমান পাঠানো হয়, তাতে গনীমতের মাল সম্পর্কে বিস্তারিত মাসয়ালা-মাসায়েল লিখিত ছিল।
14. সুমামা প্রতিনিধিদলকে রাসূলে কারীম (সা.) ফরজসমূহ এবং সাদাকার মাসয়ালা লিখে দিয়েছিলেন।
15. আবূ রাশেদুল আজদীকে নামাজের নিয়ম-কানুন ও আইন লিখিয়ে দেন।
16. নাজরানবাসীদের এক পাদ্রীর প্রতি রাসূলে কারীম (সা.) এর এক লিখিত ফরমান প্রেরণ করা হয়। এতে ইসলামের দাওয়াত ও জিযিয়ার আদেশ লিখিত হয়।
17. 'হাজরামাউত' এর শাসনকর্তার নামে সালাত, যাকাত ও গণীমতের মালের বিবরণ লিখে পাঠানো হয়।
18. 'দুমাতুল জান্দাল' অধিবাসীদের নামে জিযিয়া ও যাকাতের বিধান লিখে পাঠানো হয়।[২৯৯]
19. দুমাতুল জান্দাল ও কতনের অধিবাসীদের নামে উশর সম্পর্কিত মাসয়ালা লিখে পাঠানো হয়।
20. হর্‌রা ও আজরাহ্ কবীলাসমূহের নামে জিযিয়ার বিধান লিখে পাঠানো হয়।
21. বনূ নাহাদ কবীলার নামে যাকাতের পশু সম্পর্কে নির্দেশ পাঠানো হয়।
22. বনূ হানিফা কবীলাকে জিযিয়ার মাসয়ালা লিখে পাঠানো হয়।
23. 'হাজার' বাসীদের প্রতি এক ফরমান পাঠানো হয়। এতে ইসলামের ওপর মজবুত হয়ে দাঁড়াতে ও শাসনকর্তার আনুগত্য করতে বলা হয়।
24. আয়লা ও ইউহানাবাসীদিগকে আমানতনামা লিখে দেয়া হয়। ইবনে কাসীর লিখেছেন, وكتب لهم رسول الله كتابا فهو عندهم রাসূল তাদের জন্য একটি দস্তাবেজ লিখে দেন। এটা তাদের নিকট রক্ষিত ছিল। এর শুরুতে লিখিত ছিল بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمانة من الله ومحمد النبى الله ليوحنا وأهل أيلة- দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে এটা আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মাদের তরফ থেকে 'ইউহানা' ও 'আয়লা' বাসীদের জন্য দেয়া এক আমানত।[৩০০]

---

[২৯৫]. আবু উবায়দ, wKZvej Avgl qvj, (কায়রো : নাশর মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হিজরী), ১ম খ.পৃ. ২১

[২৯৬]. ইবন সায়াদ, আত ZvevKwZj Keiv, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'ইলমিয়্যা প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হি./ ১৯৯০ খৃ.); আব্দুর রহীম মাওলানা, nv'xm msKj‡bi BwZnvm (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১০ম সংস্করণ ২০০৭খৃ) পৃ.১৭৪

[২৯৭]. শিহাবুদ্দীন আল আলুসী, Zvdmx‡i iæûj gvqvbx, (মিশর : আল মুতবায়াতুল মুনিরিয়্যাহ ১৩৩৫হি.) ১০ম খ. পৃ. ৪৪; ইবন হিশাম, mxivZ Beb wnkvg, (বৈরুত : দারুল-ফিকির, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪খৃ.) ১ম সংস্করণ পৃ. ৫৫৬

[২৯৮]. ইবন হিশাম, mxivZ Beb wnkvg, (বৈরুত : দারুল-ফিকির, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪খৃ.) পৃ. ৫৫৩

[২৯৯]. আবু উবায়দ, wKZvej Avgl qvj, (কায়রো : নাশর মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হিজরী), ১ম খ.পৃ. ১৯৫

[৩০০]. প্রাগুক্ত পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

25. বনু ইয়ারক কবীলার প্রতিনিধিদলকে ফল ও চারণভূমি সম্পর্কে ইসলামের বিধান লিখে দেয়া হয়।
26. তমীমুদ্দারী কবীলাকে উপঢৌকন কবুল করা ও স্বর্ণ নির্মিত জিনিসপত্র ব্যবহার করা সম্পর্কে ইসলামী বিধান লিখে দেয়া হয়।
27. আম্মানের শাসনকর্তা জাফর ও আবদের নামে ইসলামের 'দাওয়াত','ওশর'ও'যাকাত' ইত্যাদির মাসয়ালা লিখে পাঠানো হয়।
28. খালিদ ইবনে জামাদকে ইসলামের 'আরকান' লিখে দেয়া হয়।
29. জুরয়া ইবনে সাইফকে জিযিয়া ও যাকাতের বিধান লিখে দেয়া হয়।[৩০১]
30. রবীয়া ইবনে যী-মারহাব হাজরীকে শুল্ক ইত্যাদি মাসয়ালা লিখে দেয়া হয়।
31. শারাহবীল, হারেস, নয়ীম, বনু আবদু-কালানকে গনীমতের মাল, ওরশ ও যাকাতের মাসয়ালা লিখে দেয়া হয়।
32. মুসলিম জনগণের জন্য এক ফরমানে নবী কারীম (সা.) ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে এর বিক্রয় ও বায়তুলমালের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করার পূর্বে গনীমতের মাল হতে নিজেদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের বিধি-বিধান লিখে দিয়েছিলেন।
33. বিক্রয় করার পূর্বে পণ্যদ্রব্যের দোষ প্রকাশ করার প্রয়োজনয়ীতা সম্পর্কে আদা ইবনে খালিদকে এক বয়ান লিখে দেয়া হয়।
34. হযরত উমর (রা.) কে সাদাকার মাসয়ালাসমূহ লিখে দেয়া হয়।
35. হযরত আবূ বকর (রা.) কে যাকাতের যাবতীয় হুকুম-আহকাম লিখে দেন।
36. তামীমুদ্দারী ইসলাম কবুল করলে তাকে তার গ্রামের একখণ্ড জমি লিখে দেয়া হয়। হযরত উমর (রা.) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর সেই লিখিত দস্তাবেজ তার নিকট পেশ করা হয় এবং তিনি উক্ত ভূমিখণ্ড তার জন্য বরাদ্দ করেন।[৩০২]
37. মাজ্জয়া ইয়ামনীকে একখণ্ড জমি লিখে দেয়া হয় এবং এর জন্য দস্তাবেজ তৈরি করে দেয়া হয়। আবূ সা'লাবাতা খুশানীকেও অনুরূপ দস্তাবেজ তৈরি করে একখণ্ড জমি দেয়া হয়।
38. মতরফ ইবনে কাহেন বাহেলীকে যাকাতের মাসয়ালা-মাসায়েল লিখে দেন।
39. মুনযির ইবনে সাবীকে জিযিয়ার মাসয়ালা লিখে দেয়া হয়। অগ্নিপূজকদের প্রতি ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কেও এক বয়ান লিখে দেয়া হয়।[৩০৩]
40. 'আকীদর' বংশের লোকদেরকে এক ফরমান লিখে দেয়া হয়। তখন পর্যন্ত রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতি স্ট্যাম্প তৈরি না হওয়ার কারণে এর ওপর হযরতের টিপসহি লাগানো হয়।[৩০৪]
41. মুসাইলামাতুল কাযযাবের নামে রাসূলে কারীম (সা.) এক ফরমান লিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন (এই ফরমানের আলোকচিত্র ১৮৯৬ সনে লন্ডনের Picture Megazine এ প্রকাশিত হয়)।
42. খায়বরের ইয়াহুদীদের এলাকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সহল (রা.) কে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়। তখন নবী কারীম (সা.) ইয়াহুদীদেরকে এর দিয়ত দেয়া সম্পর্কে এক পত্র লিখে পাঠান।[৩০৫]
43. ইয়েমেনবাসীদেরকে লিখে পাঠানো হয় যে, মধুরও যাকাত দেয়া কর্তব্য। বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, إن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور- নবী কারীম (সা.) ইয়েমেনবাসীদেরকে লিখলেন যে, মধু চাষকারীদের নিকট হতে যাকাত নেয়া হবে।[৩০৬]

---

৩০১. প্রাগুক্ত পৃ. ২০১

৩০২. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৪

৩০৩. প্রাগুক্ত পৃ. ২৮০-২৮১

৩০৪. ইবন হাজার আসকালানী, Avj Bmvevn dx ZvgBqxwhm mvnvev, (বৈরূত : দারুল ফিকির, তা.বি) ১ম খ. পৃ. ১৩১

৩০৫. ইবন হিশাম, mxivZ Beb wnkvg, (বৈরুত : দারুল-ফিকির, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪খৃ.) পৃ. ৪৭৩

৩০৬. ইবন হাজার আসকালানী, Av'w' ivqvn dx ZvLix‡R Avnv'xwmj wn'vqvn Iqv bvmei ivBqvn wjjhvBjvÔqx, (বৈরূত : দারুল মা'য়রিফা, তা.বি) ১ম খণ্ড. পৃ. ১৮২

44. হযরত মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা.) কে নবী কারীম (সা.) নগদ টাকা ও স্বর্ণের যাকাত সম্পর্কে এক বিধান লিখে পাঠান,

أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب على معاذ بن جبل أن تأخذ من كل مائتى درهم ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال-

নবী কারীম (সা.) মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা.) কে লিখে পাঠান যে, প্রতি দুইশত দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম ও প্রতি কুড়ি মিসকাল স্বর্ণ হতে অর্ধ মিসকাল যাকাত গ্রহণ করবে।[৩০৭]

45. ইয়েমেনবাসীদের প্রতি প্রেরিত অপর এক ফরমান সম্পর্কে ইমাম দারেমী লিখেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل ملاك ولا عتلق حتى يتباع-

নবী কারীম (সা.) ইয়েমেনের অধিবাসীদিগকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, কুরআন মজীদকে কেবল পাক ব্যক্তিই স্পর্শ করবে, বিবাহের মালিকানার বা স্বামীত্ব লাভের পূর্বে তালাক হতে পারে না এবং খরিদ করে লওয়ার পূর্বে গোলাম আযাদ করা যায় না।[৩০৮]

46. আরবের সকল কবীলার নামেই নবী কারীম (সা.) এক সময় দিয়তের মাসয়ালা লিখে পাঠিয়েছিলেন।[৩০৯]

47. খায়বরের দখলকৃত জমি ইয়াহুদীদের মধ্যে বন্টনের চুক্তিনামা লিখিত হয়।[৩১০]

48. নবী কারীম (সা.) 'হামদান' গোত্রের প্রতি এক পত্র হযরত আলী (রা.) এর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। এ পত্র তাদেরকে পাঠ করে শোনালে তারা সকলেই ইসলাম কবুল করে। আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন,-وقرأ عليهم رسول الله فأسلمت همدان جميعا

হযরত আলী তাদেরকে রাসূলে কারীম (সা.) এর পত্র পাঠ করে শোনালেন। তারা যখন সব শুনলেন, তখন 'হামদান' গোত্রের সব লোক একত্রে ইসলাম কবুল করে।[৩১১]

49. জুরবা ও আযরাহবাসীদের নামেও রাসূলে কারীম (সা.) আমান-নামা লিখে দেন। আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন,

وكتب لأهل جرباء وأذوح بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لأهل جرباء وأذوح أنهم آمنون بأمان الله و أمان محمد-

রাসূলে কারীম (সা.) জুরবা ও আযরাহবাসীদের জন্য আমান-নামা লিখেছেন। এর শুরুতে বিসমিল্ল-াহ লেখার পর লিখিত হয়, এটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের তরফ হতে জুরবা ও আযরাহবাসীদের জন্য লিখিত দলিল, তারা আল্লাহর ও মুহাম্মাদের নিকট হতে প্রদত্ত আমান ও পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে।[৩১২]

50. হেমইয়ারের বাদশাহর প্রতি রাসূলের লিখিত পত্র, আলামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم- রাসূলে কারীম (সা.) তাদের প্রতি পত্র লিখলেন।[৩১৩]

51. নবী কারীম (সা.) নাজরানের বিশপ পাদ্রীর নামে এক পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল,

من محمد النبى رسول الله إلى أسقف نجران أسلم أنتم فإنى أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد أدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم أذنتكم بحرب والسلام-

---

[৩০৭]. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃ. ১৭৫

[৩০৮]. আব্দুল্লাহ আদ-দারেমী, mbvb Av'-'v‡igx, (পাকিস্তান : হাদীস একাডেমী, নাশাত আবাদ, ১৪০৪ হি.) পৃ. ২৯৩

[৩০৯]. মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, bvqjj AvlZvi, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি.) ৭ম খ. পৃ. ২৪২

[৩১০]. আল-বালাযুরী, আবুল হাসন,dZûj ej'vb, (বৈরূত : দারু ওয়া মাকতাবাতুল হেলাল, ১৯৮৮ইং) পৃ. ৩৬-৪২

[৩১১]. ইবন কাসীর, Avj we'vqv Iqvb wbnvqv, (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়ুত্তুরাসুল আরবী, ১ম সং. ১৪১৭/১৯৯৭) ৫ম খ. পৃ. ১০৫

[৩১২]. প্রাগুক্ত, ৫ম খ. পৃ. ১৬-১৭

[৩১৩]. প্রাগুক্ত, ৫ম খ. পৃ. ৭৫

আল্লাহর রাসূল ও নবী মুহাম্মাদের তরফ হতে নাজরানের বিশপের প্রতি, তুমি ইসলাম কবুল কর, আমি তোমার নিকট ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহর হামদ করছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বান্দার দাসত্ব হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার ও মানুষের বন্ধুত্ব-পৃষ্ঠপোষকতার আশ্রয় গ্রহণের আহবান জানাচ্ছি। এটা কবুল না করলে তোমরা জিযিয়া দিতে বাধ্য থাকবে। আর তাও অস্বীকার করলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব।[৩১৪]

ivmj (mv.) Gi mvnvexMY nv'xm msKj‡bi cw_KZ

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই কুরআনের সাথে হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে অনবদ্য অবদান রেখেছেন । হাদীসের হিফাযত ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে হিফজ ও কিতাবাত এ উভয় মাধ্যমকেই তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক জাহিলিয়াতের যুগেই লিখতে ও পড়তে জানতেন। অপরদিকে বদর যুদ্ধে ধৃত মক্কার লেখাপড়া জানা লোকদের নিকট অনেক যুবক সাহাবীই শিক্ষালাভ করেছিলেন। ফলে তাদের অনেকেই নবী কারীম (সা.) এর নিকট শ্রুত হাদীস ব্যক্তিগতভাবে লিখে রাখতে সমর্থ ছিলেন। নবী কারীম (সা.) সাধারণভাবে সকলকেই হাদীস লিখতে প্রথম পর্যায়ে নিষেধ করলেও উত্তরকালে এর জন্য তিনি সাধারণ অনুমতি দান করেন।

এমনকি, হাদীস লেখার পথে কোনরূপ অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে তাও তিনি দূর করে দিতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, আমি নবী কারীম (সা.) এর নিকট শ্রুত প্রত্যেকটি কথাই হিফাযতের উদ্দেশ্যে লিখে নিতাম। এটা দেখে কুরাইশ বংশের সাহাবীগণ আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। আমাকে তারা বলেন, تكتب كل شئ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم فى الرضا والغضب- তুমি রাসূলের মুখে যা-ই শুনতে পাও, তা সবই লিখে রাখো? অথচ রাসূল (সা.) একজন মানুষ তো, তিনি কখনো সন্তোষ আর কখনো ক্রোধের মধ্যে থেকে কথা বলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর আমি হাদীস লেখা বন্ধ করে দেই এবং একদিন রাসূলের নিকট ব্যাপারটি উল্লেখ করি এবং বলি,

يا رسول الله إن قريشا يقول تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر-

হে আল্লাহর রাসূল! কুরাইশরা বলে, তুমি রাসূলের সবকথাই লিখছ? অথচ তিনি একজন মানুষ। সাধারণ মানুষের মতই তিনি কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন। রাসূল কারীম (সা.) আমার একথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুই ওষ্ঠের দিকে ইশারা করে বলে ওঠলেন,

أكتب فوالذى نفس بيده ما يخرج منه إلا الحق- তুমি লিখতে থাক, যে আল্লাহর মুষ্টিবদ্ধ আমার প্রাণ, তার শপথ, আমার এ মুখ হতে প্রকৃত সত্য কথা ছাড়া কিছুই বের হয় না।[৩১৫] এ আদেশ শ্রবণের পর হযরত আবদুল্লাহ্ রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন,-يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك হে রাসূল! আপনার নিকট হতে যা কিছু শুনতে পাই তা সবই কি লিখে রাখব? রাসূল বললেন, نعم হ্যাঁ; আবদুল্লাহ্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,-عند الغضب والرضا- ক্রুদ্ধ ও সন্তোষ উভয় অবস্থায় বলা সব কথাই কি লিখব? তখন রাসূল চূড়ান্তভাবে বললেন,-نعم فإنى لا أقول فى ذلك كله إلا حقا হ্যাঁ, এ সকল অবস্থায়ই আমি প্রকৃত সত্য ছাড়া আর কিছুই বলি না।[৩১৬]

---

[৩১৪]. প্রাগুক্ত, ৫ম খ. পৃ. ৩৫

[৩১৫]. আব্দুল্লাহ আদ-দারেমী, mbvb Av'-'v‡igx, (পাকিস্তান : হাদীস একাডেমী, নাশাত আবাদ, ১৪০৪ হি.) পৃ.৬৭; আল-হাকিম, Avj gmZv'ivK (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরবী, তা,বি), ১ম খ. পৃ. ১০৪

[৩১৬]. ইবন আব্দিল বার, RvgÕD- evqwbj, ÔBjg Iqv dvhwjnx, (সাউদী আরব : দারু ইবনুল জাওযী, ১৯৯৮/১৪১৯) ১ম খ. পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

এ বর্ণনা হতে এক সঙ্গে দু'টি কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। প্রথমত, এই যে, নবীর কণ্ঠ হতে কখনো সত্যের বিপরীত প্রকাশিত ও উচ্চারিত হয়নি। কখনো কথা বলে ফেললে বা বলতে উদ্যত হলেও আল্ল-াহর সামগ্রিক হেফাজতের সাহায্যে নবী সে ভুল হতে রক্ষা পেয়েছেন। উপরের উদ্ধৃতি হতে সত্য কথা বলার ব্যাপারে নবীর অপ্রতুল দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ মানসিকতা প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত, হাদীস লিখে রাখা কেবল সঙ্গতই নয়, সেজন্য রাসূলের কেবল অনুমতিই ছিল না, সেই সঙ্গে হাদীস লিখে রাখার সুস্পষ্ট আদেশও তিনি করেছিলেন। রাসূলের এই আদেশ বিশেষ কোন সময় বা অবস্থার মধ্যে সীমিত ছিল না। সকল সময় ও অবস্থায় বলা সব কথাই লিখবার জন্য তিনি বলিষ্ঠ স্বরে অনুমতি দিয়েছেন। কেননা, রাসূল সা. সর্বসাধারণ মুসলিমের জন্য সকল সময়ে ও সকল অবস্থায়ই অনুসরণীয় ছিলেন। তার প্রত্যেকটি অবস্থা ও প্রত্যেক সময়ের সকল কথা ও সকল প্রকার কাজই ইসলামী শরীয়াতের অন্যতম উৎসরূপে গণ্য।

আসহাবে রাসূলের মধ্যে প্রায় ৫২ জন সাহাবী এমন ছিলেন যাদের কাছে হাদীসসমূহ লিখিত ছিল বা নিজেদের হাদীসসমূহ শাগরিদদেরকে লিখিয়ে দিয়েছিলেন। আয়েশা (রা.) তাঁর গোলামকে দিয়ে হাদীস ও কুরআনের অনেক ব্যাখ্যা লিখিয়ে রাখতেন। কতক সাহাবী লিখিত হাদীসের সংকলনও তৈরি করেন।
নিম্নে সাহাবীগণ কর্তৃক লিখিত হাদীসের বিভিন্ন সহীফা বা সংকলনের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো :

1. Avm-mnxdv Avm-mw`‘Kv

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) রাসূলের সব কথা লিপিবদ্ধ করে যে হাদীসের সংগ্রহ তৈরি করেছিলেন নবী কারীম (সা.) নিজেই ওটির নামকরণ করেছিলেন 'সহীফায়ে সাদেকা'। এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'সের অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, ما يرغبنى فى الحياة إلا الصادقة والوهط فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم- জীবনের প্রতি মাত্র দু'টি জিনিসই আমাকে আকৃষ্ট করেছে, তারমধ্যে একটি হচ্ছে 'সাদেকা' আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার জমি। তবে 'সাদেকা' এমন একখানি গ্রন্থ, যা আমি নবী (সা.) এর নিকট হতে (শুনে) লিখে নিয়েছি।[৩১৭] এতে এক হাজার হাদীস সংগৃহীত হয়েছিল।[৩১৮] হযরত আবদুল্লাহর ইন্তিকালের পর এই 'সাদেকা' গ্রন্থখানি তার পৌত্র শোয়াইব ইবনে মুহাম্মাদের হস্তগত হয়। তার নিকট হতে পুত্র আমর সাদেকা'র হাদীসসমূহ লোকদের নিকট বর্ণনা করেন। عن عمرو بن شعيب عن ابيه جده-হাদীস গ্রন্থসমূহে আমর ইবনে শুয়াইব, তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে সূত্রে যত হাদীসই বর্ণিত হয়েছে, তা সবই এই 'সাদেকা সহীফা' হতে গৃহিত ও বর্ণিত। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল গ্রন্থে এই সহীফাখানি সম্পূর্ণ শামিল হয়েছে। ফিকহের চারজন ইমামই এই গ্রন্থের হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করতেন।[৩১৯]

2. mnxdv‡q Avjx (iv.)

নবী জামাতা আলী (রা.) যেমনিভাবে কুরআন লিখতেন, তেমনি রাসূলের হাদীসও লিখে রাখতেন। আবূ তুফায়ল আমির ইবন ওয়াসিল (রা.) বলেন, আলী (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনার নিকট গোপন করে কিছু বলে গিয়েছেন কি? জবাবে তিনি বলেন, না। আল্লাহর কিতাব, মুসলিম ব্যক্তিপ্রদত্ত বোধশক্তি এবং এই সহীফায় লিখিত জিনিস ব্যতীত আমার নিকট আর কিছুই নাই। জিজ্ঞেস করা হলো এ সহীফার মধ্যে কি কি লিখিত আছে? তিনি বললেন, এতে রক্তপাতের বদলা, বন্দি

---

[৩১৭]. আব্দুল্লাহ আদ-দারেমী, mbvb Av`-`v‡igx, (পাকিস্তান : হাদীস একাডেমী, নাশাত আবাদ, ১৪০৪ হি.) পৃ. ৬৭
[৩১৮]. ইবনুল-আসীর, Dm`‘j Mvevn, তরজমা আব্দুল্লাহ ইবন আমর, (রিয়াদ : দারুল মুয়াইয়েদ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খৃ.) ৩য় খ. পৃ. ২৩৩
[৩১৯]. ইবনুল কাইয়্যেম, hv`‘j gvqv`,(কায়রো : আল মাতবা'আতুল মিসরিয়্যা, ১ম সং ১৩৪৭/১৯৮২)৩য় খ. পৃ. ৪৫৮

মুক্তিদান ও কাফির হত্যার শাস্তিস্বরূপ মুসলিম নিহত হবে না- এসব কথাগুলো লিখিত আছে।[৩২০] তাঁর লিখিত সহীফায় উল্লেখিত বিষয় ছাড়াও আরো কিছু বিষয় যে উল্লেখ ছিল তা বুখারী বর্ণিত হাদীসে বুঝা যায়। ইয়াযীদ ইবন শরীফ বলেন, خطبنا على من بر من اجر عليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها: المدينة حرم من غير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا وعدلا وإذا فيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا زإذا فيه ومن آل قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه صرفا ولا عدلا-

আলী (রা.) একদিন 'আজুর' নামক স্থানে মিম্বারে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর স্কন্ধে ঝুলানো তরবারিতে একখানা সহীফা লটকানো ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব ও এই সহীফা ব্যতীত আমার নিকট পাঠযোগ্য কোন কিতাব নেই। এই বলে তিনি সহীফাখানি খুলে ধরলেন, তাতে উষ্ট্রের দাঁত রক্ষিত দেখলাম এবং লিখিত দেখলাম "মদীনা 'আইব' নামক স্থান হতে অমুক পাহাড় পর্যন্ত হারাম। এ স্থানে যদি কেহ কোন বিদ'আত করে তবে তার ওপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার কোন অর্থব্যয় বা বিনিময় কবুল করবেন না। এতে আরো লিখা ছিল, সব মুসলিমের জিম্মা এক, এর জন্য তাদের সকলেই চেষ্টা করবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবে তাদের ওপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সব মানুষের অভিশাপ। যে ব্যক্তি স্বীয় পৈত্রিক সম্পর্ক ব্যতীত অপর কারো সহিত পৈত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করবে, তার ওপরও আল্লাহ, ফিরিশতা ও মানবকুলের অভিশাপ। তার কোন ব্যয় বা বদলা গ্রহণ করা হবে না।"[৩২১] আলী (রা.) এর এ সহীফায় কি ধরনের হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল তার উল্লেখ পাওয়া গেলেও এর হাদীস সংখ্যা কত ছিল তা জানা যায় নি।

3. mnxdv Rvwei Beb Avãjøvn Avj-Avbmvix

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) (মৃ.৭৮/৬৯৭) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অন্যতম সাহাবী ছিলেন। হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মসজিদে নববীতে তাঁর এক শিক্ষা বৈঠক হতো, তাতে তিনি ছাত্রদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস লিপিবদ্ধ করে এক সংকলন তৈরি করেন। হাসান বসরী, কাতাদা, সুলায়মান ইবনুল কায়স, আবূ যুবায়ের, আবূ সুফিয়ান, শা'বী প্রমূখ তাবেঈ মুহাদ্দিসগণ এ সংকলন হতে হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করতেন। আবূ সুফিয়ান (রা.) জাবির (রা.) হতে যত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সবই এ সহীফা হতে গৃহিত।[৩২২] জাবির (রা.) এর এ হাদীস সংকলনের কথা প্রায় সকল মুহাদ্দিসই উল্লেখ করেছেন। হাফিয যাহাবী কাতাদা বসরাবাসীদের মধ্যে অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যা কিছু শুনতেন তার সবই মুখস্থ করে ফেলতেন। একদা তাঁর সামনে জাবির (রা.) এর সহীফা পাঠ করা হলে তিনি তা মুখস্থ করে নেন।[৩২৩] সুলায়মান আল-ইয়াশকারী (রা.)এর জাবির (রা.) হতে সংগৃহিত এক হাদীস গ্রন্থ ছিল, কাতাদা তা হতে হাদীস বর্ণনা করতেন, সম্ভবত সুলয়মান আল-ইয়াশকারী (র.) জাবির (রা.) এর সহীফা নকল করে নিয়েছিলেন এবং তিনি জাবির (রা.) এর একজন শিষ্য ছিলেন। ইবন হাজার এ মতকে সমর্থন করেছেন। সম্ভবত কাতাদা জাবির (রা.) এর সহীফা সুলায়মানের মাতা এ সহীফা নিয়ে আসলে তা সাবিত, কাতাদা ও বাশর (র.) এর কাছে পাঠ করে শোনানো হয়। তাঁরা ওটির সম্পূর্ণ হাদীসই বর্ণনা

---

৩২০. মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী, mnxn eLvix, কিতাবুল ইলম,(পাকিস্তান : নূরআসাহহুরমাতাবি',১৯৬১/১৩৮১) ১ম খ. পৃ. ২১

৩২১. মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী, mnxn eLvix, (,(পাকিস্তান : নূর আসাহহুর-মাতাবি',১৯৬১/১৩৮১)) ২য় খ. পৃ. ১০৮৪

৩২২. মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত তিরমিযী, Avj Rv‡gD AvZ wZiwghx, (ভারত : মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫খৃ.) বাবু মাজায়া ফী আরদিল মুশতারিক ইউরিদু বা'য়দুহুম বাইয়ু তুসিবুহু তুকাইয়েদুল ইলম, পৃ.১০৮

৩২৩. শামছুদ্দীন আযযাহাবী, ZvhwKivZzj ûddvR,(বৈরুত : দারুল কতুবিল ইলমিয়্যা, তাঃ বি) ১ম খ. পৃ. ১১৬

করেন। জাবির (রা.) এর এ সহীফা হজ্জ সম্পর্কিত হাদীসের সমষ্টি ছিল বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

4. mnxdv Beb AveŸvm (iv.)

ইবন আব্বাস (রা.) (মৃ. ৬৮হি.) অত্যন্ত বোধশক্তি সম্পন্ন জ্ঞানবান সাহাবী ছিলেন। তিনি তৃতীয় হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য দু'আ করেন। তিনি ترجمان القران খেতাবে ভূষিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। বিশেষত নবী (সা.) এর ইন্তিকালের পর তিনি সাহাবীদের থেকে হাদীস শুনে তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। যা ক্রমান্বয়ে হাদীসের সহীফা বা সংকলনে রূপ নেয়। তায়িফের কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস তাঁর নিকট থেকে শুনে এ সংকলনখানি নকল করেছিলেন।[৩২৪] তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর এ সহীফা প্রকাশ পায়। তাঁর পুত্র আলী ইবন আব্দুল্লাহ এ সংকলন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন।[৩২৫] তাঁর লিখিত ও সংগৃহিত হাদীস সম্পদ যে কত বিশাল ছিল মূসা ইবন উকবা (মৃ.১৪১/৭৫৮)-এর বর্ণনা থেকে তা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, وضع عندنا كريب (مولى عبد الله ابن عباس) حمل بعير أو عد بعير من كتب ابن عباس- আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর গোলাম কুরায়ব আমাদের সামনে তাঁর (ইবন আব্বাস) লিখিত হাদীস সম্ভারের এক উষ্ট্রী বোঝাই সম্পদ পেশ করেন। হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস লেখা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা উল্লে-খযোগ্য। আলকাতানী তবাকাতে ইবনে সায়াদে'র সুত্রে আবূ রাফে'র স্ত্রী সালমা'র এই কথাটির উল্লেখ করেছেন, رأيت ابن عباس مع الواح يكتب عليها عن ابى رافع شيئا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- আমি ইবনে আব্বাসকে কিছু লেখার তখতি নিয়ে তার ওপর আবূ রাফে হতে রাসূলের কাজকর্ম সম্পর্কে কোন কথা লিখতে দেখেছি।[৩২৬] আল-কাতানী এটাও লিখেছেন, كان ابن عباس يأتى ابا رافع فيقول ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذا- مع ابن عباس من يكتب ما يقول- ইবনে আব্বাস আবূ রাফে'র নিকট আসতেন বলতেন, রাসূলে কারীম (সা.) অমুক দিন কী করেছেন ? .... ইবনে আব্বাস সঙ্গে এমন একজন লোক নিয়ে আসতেন, আবূ রাফে যা বলতেন সে লিখে নিত।[৩২৭]

5. mnxdv Ave û ivqiv (iv.)

অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) (মৃ.৫৯হি.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদীস লিপিবদ্ধ না করলেও তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি যে নবী (সা.) থেকে শ্রুত হাদীসসমূহ লিখে রেখে ছিলেন বা অন্যের মারফত লিখিয়ে নিয়েছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, ما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحد حديثا عنه منى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب- রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীদের মধ্যে আমার অপেক্ষা অধিক কেউ রাসূলের হাদীস বর্ণনা করেন নি। তবে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স অধিক বর্ণনা করেছেন। এর কারণ এই যে, তিনি হাদীস লিখে রাখতেন, কিন্তু আমি লিখতাম না ।[৩২৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা.) যে রাসূলের হাদীসসমূহ লিখে রাখতেন, তা ইতোপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। তবে হযরত আবূ হুরায়রার নিজ সম্পর্কিত উক্তি তার প্রথম জীবনের জন্য প্রযোজ্য, জীবনের শেষ ভাগের জন্য নয়। কেননা তিনি প্রথম পর্যায়ে রাসূলের হাদীস লিখে রাখতেন না,

---

[৩২৪]. ইবন সায়াদ, আত ZvevKvZj Keiv ,(বৈরুত : দারুল কতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৯০/১৪১০) ২য় খ. পৃ. ২

[৩২৫] . প্রাগুক্ত, ৫ম খ. পৃ, ২১৬

[৩২৬]. Avj KvZvbx dxZ ZviZxwej B'vivn, ২য় খ. পৃ. ২৪৭ ; আব্দুর রহীম মাওলানা, nv'xm msKj‡bi BwZnvm (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১০ম সংস্করণ ২০০৭খৃ.) পৃ.১৯২

[৩২৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭; পৃ.১৯২

[৩২৮]. আব্দুল্লাহ আদ-দারেমী, mbvb Av'-'v‡igx, (পাকিস্তান : হাদীস একাডেমী, নাশাত আবাদ, ১৪০৪ হি.) পৃ. ৬৭

তখন তা লিখে রাখার প্রয়োজনবোধ করতেন না। তিনি যা শুনতে পেতেন, তা মুখস্থ করে রাখাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। আর তিনি অপরের তুলনায় অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্নও ছিলেন। তার শক্তি সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে يحفظ ما لايحفظون- অপরে যা স্মরণ রাখতে পারতেন না, তা তিনি স্মরণ রাখতে পারতেন।[৩২৯] হযরত আবূ হুরায়রার স্মরণশক্তি অধিক হওয়া সম্পর্কে তার নিজের জবানীতেই একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে– একদিন নবী কারীম (সা.) মজলিসে উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করে বলেন, أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثى هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার কাপড় বিছিয়ে দিয়ে আমার এই হাদীস শ্রবণ করবে, তার পর ওটিকে নিজের বুকের সাথে মিলাবে, সে যা শুনবে, তার কোন কথাই সে কখনো ভুলে যাবে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, فبسطت بردة علىّ حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدرى نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثنى به-

এ কথা শোনে আমি আমার স্কন্ধে রক্ষিত চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম। রাসূল (সা.) যখন তার কথা সম্পূর্ণ করলেন, তখন চাদরখানাকে আমার বুকের সাথে লাগালাম। অতঃপর রাসূলের নিকট শোনা কোন হাদীসই আমি ভুলে যাই নি।[৩৩০] স্মরণশক্তির এ প্রখরতা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত হাদীস লিখে রাখতে শুরু করেন এবং তিনি বিপুল সংখ্যক হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তার লিখিত হাদীসের সংখ্যা ছিল পাঁচ সহস্রাধিক।[৩৩১]

তাঁর ছাত্র হাসান ইবন আমর জামিরী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) এর নিকট আমি একটি হাদীস বর্ণনা করলাম, কিন্তু তিনি হাদীসটি অজ্ঞাত মনে করে অস্বীকার করলেন। আমি বললাম, এ হাদীসটি আমি আপনার কাছ থেকেই শুনেছি। তিনি বললেন, যদি আমার নিকটই শুনে থাকো তাহলে তা আমার নিকটস্থ কিতাবে লিখা আছে, এই বলে তিনি আমার হাত ধরে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস লেখা অনেক কিতাব দেখালেন, তাতে এ হাদীসটিও পাওয়া গেল।[৩৩২] অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বলি নি যে, যদি এ হাদীসটি আমি বলে থাকি তবে তা আমার কিতাবে লেখা আছে। উল্লেখ্য, এরূপ ভুলে যাওয়ার বিষয়টি তাঁর বার্দ্ধক্যজনিত কারণে হয়েছিল। বশীর ইবন নুহায়ক আবূ হুরায়রা (রা.) এর মৃত্যুর পূর্বে এ সহীফা তাঁর থেকে লিখে নেন এবং তাঁকে পড়ে শোনান। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে প্রায় আটশত বা ততোধিক সাহাবী ও তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'মুসনাদে আবী হুরায়রা' নামক গ্রন্থখানি সাহাবীদের যুগেই সংকলিত হয়।[৩৩৩]

6. mnxdv mv\`' Beb Dev'v Avj-Avbmvix (iv.)

প্রসিদ্ধ সাহাবী খযরাজ নেতা সা'দ ইবন উবাদা আল-আনসারী (মৃ. ১৫/৬৩৬)-এর নিকট হাদীসের সহীফা বা সংকলন ছিল। তাঁর পুত্র এ সংকলন হতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কিছু আমল বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারীর মতে, এটি ছিল আব্দুল্লাহ্ ইবন আবী আওফা (রা.) এর সহীফার একখণ্ড পাণ্ডুলিপি। তিনি নিজ হাতে হাদীস লিখতেন। আর সাহাবী ও তাবেঈগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

---

৩২৯. প্রাগুক্ত, ১ম খ. পৃ. ২২

৩৩০. মুসলিম ইবনু'ল- হাজ্জাজ, mnxn gmwjg, বাবু ফাদায়েলে আবু হুরায়রা (লাহোর : গোলাম আলী এন্ড সন্স, ১৩৭৬ হি) ২য় খ. পৃ. ৩০২,

331. আল-হাকিম, Avj gmZv'ivK (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরবী, তা,বি) ৩য় খ. পৃ. ৫১১

৩৩২. ইবন হাজার আসকালানী, dvZûj evix, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'ইলমিয়্যা, তা, বি) ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে, আবু হুরায়রা কর্তৃক সংগৃহীত হাদীস বিপুল পৃষ্ঠায় ছড়িয়েছিল, ইবন ওহাব দেখেছিলেন

333. ইবন সায়াদ, AvZ ZvevKvZj Keiv (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'ইলমিয়্যা প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হি./ ১৯৯০ খৃ.) ৪র্থ খ. পৃ. ১৮৬

7. mnxdv mvgiv Beb Rb‘e (iv.)

সামুরা ইবন জুনদব (রা.) (মৃ. ৬০/৬৭৯) বেশকিছু হাদীস একত্রিত করে হাদীসের সংকলন তৈরি করেন। তদীয়পুত্র সুলায়মান পিতার এ সংকলন হতে হাদীস বর্ণনা করেন। এ সহীফা তার পুত্রের প্রতি লিখিত রিসালা বলেও ধারণা করা হয়। ইবন সিরীন (মৃ.১১০/৭২৮) বলেন, সামুরা (রা.) সংকলিত সহীফায় বহু মূল্যবান জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে।[৩৩৪] ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, সামুরা ইবন জুনদুব কর্তৃক তার পুত্রের প্রতি লিখিত প্রথম রিসালায় যা লেখা ছিল তা হলো, بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه: إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا اننصلى كل ليلة بعد المكتوبة ماقل اركثر ونجعلهاوترا পরম দয়লু ও দাতা আল্লাহর নামে, সামুরা ইবন জুনদব হতে তাঁর পুত্রের প্রতি লিখিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে আদেশ দিতেন প্রতিরাতে ফরজ নামাজের পরও কমবেশি কিছু নফল পড়তে এবং শেষে বিতর পড়তে।

8. mnxdv Avgi Beb nvhg (iv.)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আমর ইবন হাযম (রা.) (মৃ. ৫৩/৬৭২) কে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে ইয়ামান বা নাজরানে পাঠান, তখন এক সহীফা তাঁর নিকট হস্তান্তর করা হয়, যা উবায় ইবন কা‘ব কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল। এর মধ্যে তাহারাত, সালাত, যাকাত, হজ্জ, ওমরা, জিহাদ, সিয়াম এবং গণীমতের মাল সম্পর্কিত হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল।

9. mnxn Beb gvmE‘ (iv.)

অন্যান্য সাহাবীর ন্যায় আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা.) (মৃ. ৩২/৬৫২) ও হাদীস লিখে রাখতেন। তিনি বিপুলসংখ্যক হাদীসের এক সংকলন তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর এ সংকলন তাঁর পুত্রদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান একখানি হস্তলিখিত হাদীস সংকলন দেখিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! এটি আমার পিতার হস্তলিখিত হাদীস সংকলন।[৩৩৫]

10. mnxdv Avbvm (iv.)

হযরত আনাস (রা.)ও হাদীস লিখে রাখতেন। তিনি দশ বছর বয়সকালেই লিখতে ও পড়তে পারতেন। তার পিতা তাকে রাসূলের খেদমতের জন্য পেশ করে বলেছিলেন, يا رسول الله هذا ابنى وهو غلام كتب- হে রাসূল! এই আমার পুত্র, লিখতে জানা বালক।[৩৩৬] তিনি রাসূলের খেদমতে ক্রমাগত দশ বছর কাল অতিবাহিত করেন। রাসূলের নিকট তিনি যা কিছু শুনতেন, তা যে তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন, তা আর বিচিত্র কি! সায়ীদ ইবনে হেলাল বলেন,

كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك رضى الله عنه فأخرج إلينا محالا عنده فقال هذهسمعتها من النبى صلى الله عليه وسلم كتبتها وعرضتها عليه-

আমরা আনাস ইবনে মালিক (রা.) কে হাদীস বর্ণনা করার জন্য শক্ত করে ধরলে তিনি একটি চোঙা বের করে আনতেন এবং বলতেন, এটা সে সব হাদীস, যা আমি নবী কারীম (সা.) এর নিকট শুনেছি এবং লিখে নেওয়ার পর এটা তাকেই পড়ে শুনিয়েছি।[৩৩৭]

এটা হতে জানা গেল যে, হযরত আনাস (রা.) রীতিমত হাদীস লিখে রাখতেন। শুধু নিজে নিজে লিখেই স্তুপ করতেন না, বরং তা রাসূলকে পড়ে শোনাতেন এবং ভুলক্রুটি সংশোধন করে নিতেন। তিনি তার পুত্রদেরও হাদীস লিখে রাখতে আদেশ করে বলতেন,

---

[৩৩৪]. ইবন হাজার আসকালানী, ZvnhxeZ Zvnhxe, (বৈরূত : দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ ১৪১৬হি./১৯৯৫খৃ), ৪র্থ খ. পৃ. ১৯৮

[৩৩৫]. ইবন সায়াদ, আত ZvevKvwZj Keiv, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ‘ইলমিয়্যা প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হি.১৯৯০খৃ.) ৪র্থ খ. পৃ.১৮৬

[৩৩৬]. ইবনুল আসীর, Dm‘j Mvev, (রিয়াদ : দারুল মুয়াইয়েদ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খৃ) পৃ. ১২৮

[৩৩৭]. আল-হাকিম, Avj gmZv‘ivK, (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরবী, তা,বি) ৩য় খ. পৃ. ৫৭৩

يا بنى قيدوا هذا العلم- হে পুত্রগণ! এই ইলমে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখ। তিনি যখন বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে তথায় গিয়েছিলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) তার নিকট একখানি হাদীস সংকলন প্রেরণ করেছিলেন। এর শুরুতে ছিল,

بسم لله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة الذى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والذى أمر الله بها رسوله-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- এটা সাদাকার বিধান, রাসূল (সা.) মুসলমানদের প্রতি এটি নির্ধারিত করেছেন এবং আল্লাহ তার রাসূলকে এরই আদেশ দান করেছেন।[৩৩৮] হযরত আনাসের বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে এ সংকলনেরও যে বহু হাদীস রয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

11. mnxdv‡q BqvigK

আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) নবী কারীম (সা.) এর ইন্তিকালের পর অপর একখানি হাদীস সমষ্টি তৈরি করেন। ঐতিহাসিকদের এক বর্ণনায় জানা যায়, স্বয়ং নবী (সা.) ই তা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩৩৯] এর নাম ছিল সহীফায়ে ইয়ারমুক।

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে উপরোল্লেখিত সাহাবীগণ ছাড়াও আরো অনেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগে হাদীস লিখে রাখতেন এবং হাদীসের সংকলন তৈরি করেছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) তাঁর ভাগ্নে উরওয়া ইবনুয যুবায়েরকে এবং হাসান ইবন আলী তাঁর পুত্রদেরকে হাদীস লিখে রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে শিফা বিনত আব্দিল্লাহ ও উম্মু কুলসুম লেখা জানতেন। নবী (সা.) এর নির্দেশে শিফা (রা.) হাফসা (রা.) কে লেখা শিখিয়েছিলেন। হযরত হাফসা (রা.) তাঁর এ লেখনীর মাধ্যমকে হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে ছিলেন বলে অনুমিত হয়। আয়েশা (রা.) এর লিখিত (অন্যের মাধ্যমে) হাদীসগুলো একত্রিত করলেও এক বৃহৎ সংকলনে রূপ নিতো।

---

[৩৩৮]. মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী, mnxn eLvix, (পাকিস্তান : নূর আসাহহুর-মাতাবি',১৯৬১/১৩৮১) ১ম খ. পৃ. ১৯৫; সুলায়মান ইবনুল আশআস আসসিজিস্তানী, আবু দাউদ, Avm-mbvb (দিলী : আসাহহুল মাতাবি' তা.বি), হাদীস নং ১৫৬৭

[339]. ইবন আব্দিল বার, Avj BmZxÔqve gvqvj Bmvev, (বৈরুত : দারুল-ফিকর, তাঃ বি) ২য় খ. পৃ. ৩৩৯

Dhaka University Institutional Repository

lô cwi‡”Q‘ : Ljvdv‡q iv‡k‘vi mg‡q Bj‡g nv‘xm PPv, msiÿY I msKjb

c_g Ljxdv nhiZ Ave eKi wmÏxK (iv.)

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নিজে পাঁচশত হাদীসের এক সংকলন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষভাগে তিনি নিজেই তা বিনষ্ট করে ফেলেন। এর কারণস্বরূপ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসসমূহ সংকলন করার পর তিনি মোটেই স্বস্তি লাভ করতে পারেন নি। তাঁর মনে কয়েক প্রকার ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি এজন্য বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়েন যে, প্রথমত তাঁর সংকলিত হাদীসসমূহের মধ্যে একটি কথা-একটি শব্দও যদি রাসূলে করীমের মূল বাণীর বিন্দুমাত্রও বিপরীত হয়ে পড়ে, তা হলে রাসূলের কঠোর সতর্কবাণী অনুযায়ী তাঁকে জাহান্নামের ইন্ধন হতে হবে।
দ্বিতীয়ত, তাঁর মনে এই ভয়ও জাগ্রত হল যে, তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থকে মুসলিম জনগণ যদি কুরআনের সমতুল্য মর্যাদা দিয়া বসে কিংবা অন্যান্য সাহাবীদের বর্ণিত ও সংকলিত হাদীস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দিতে শুরু করে, তা হলেও মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হবে। তার ফলে হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ ও অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে। এসব চিন্তার ফলেই তিনি তা নষ্ট করে ফেলেন।[৩৪০]
ব্যাপারটিকে আমরা যতই গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করে দেখি না কেন, এতে একটি বিশেষ মনস্তাত্বিক ও মানসিক অবস্থার পরিণাম বলা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।
কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত আবূ বকর (রা.) হাদীস সংকলন করতে নিষেধ করেন নেই। বরং তিনি নিজেও কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস হচ্ছে ইমাম সয়ূতীর মতে ১৪২টি। এ হাদীসসমূহ হাদীসের কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর এত কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনার মূলেও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ইমাম সয়ূতী এ বিষয়ে লিখেছেন,

وسبب قلة روايته أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الاحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها-

তার কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনার কারণ এই যে, হাদীসের প্রচার ও তাবেয়ীন কর্তৃক তা শ্রবণ করা, শিক্ষা ও সংরক্ষণ করার কাজ শুরু করার পূর্বেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়।[৩৪১]

হযরত আবূ বকর (রা.) হতে কম সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ প্রসংগে ইমাম সয়ূতী উপরিউক্ত গ্রন্থের অন্যত্র লিখেছেন,

وإنما لم يروعنه من الاحاديث المسندة الا قليل لقصر مدته وسرعه. وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم والا فلوطالت مدته لكثو ذلك عنه جدا- ولم يترك الناقلون عنه حديثا الا نقلوه ولكن كان الذين في زمانه من الصحابة لا يحتاج احد منهم ان ينقل عنه ماقد شاركه هوفي روايته- فكانوا ينقلون عنه ما ليس عند هم-

হযরত আবূ বকর (রা.) হতে সনদ সম্পন্ন হাদীস খুব কম সংখ্যক বর্ণিত হয়েছে। কেননা হযরতের ইন্তেকালের পর তাঁর আয়ুষ্কাল খুবই অল্প ছিল ও তাঁর মৃত্যু খুব তাড়াতাড়িই সংঘটিত হয়েছিল। অন্যথায় তিনি যদি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁর নিকট হতো বহু সংখ্যক হাদীসই বর্ণিত হত তাতে সন্দেহ নেই এবং হাদীস বর্ণনাকারিগণও তাঁর প্রত্যেকটি হাদীসই বর্ণনা করতেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন সাহাবাদের কেউই তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কেননা সমস্ত ব্যাপারে তাঁরা সমানভাবেই শরীক ছিলেন। যা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল কেবল তাই তাঁরা তাঁর নিকট হতে বর্ণনা করতেন।[৩৪২]

---

৩৪০. কিন্তু আল্লামা যাহ্বী হযরত আবূ বকর কর্তৃক তাঁর নিজেরই সংকলিত হাদীস গ্রন্থ বিনষ্ট করে দেওয়ার বর্ণনাকে সত্য বলে স্বীকার করেন নাই।

৩৪১. আব্দুর রহমান ইবন আবুবকর জালাল উদ্দীন আস সয়ূতী, ZwiLj Ljvdv, (মাকতাবাতু নাযার মুস্তাফা আল বায, ১ম সংস্করণ ১৪২৫/২০০৪) পৃ. ৬৩

৩৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২,৩৩

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীও এ কথাই লিখেছেন,

محتاج نشدند دربسيار از احاديث وى بلكه اكثر ان حديث از زبان انحضرت صلى الله عليه وسلم شنيده بودند-

সাহাবাগণ হযরত আবূ বকরের সূত্রে খুব বেশি হাদীস বর্ণনা করার জন্য প্রয়োজনশীল ছিলেন না। কেননা অধিক সংখ্যক হাদীস তাঁরা নিজেরাই রাসূলের মুখে শুনেছিলেন।[৩৪৩]

এতদ্ব্যতীত হযরত আবূ বকর (রা.) হযরতের অন্তর্ধানের পর মাত্র আড়াই বছরকাল জীবিত ছিলেন। এ আড়াইটি বছর তাঁর খিলাফতের কঠিন দায়িত্ব পালন ও ভীষণ প্রতিকূল ঝড়-ঝাপটার মধ্যে অতিবাহিত হয়। ফলে এই সময়ে অন্যান্য দীর্ঘায়ূসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামের মত হাদীস বর্ণনার নিরবচ্ছিন্ন অবসর ও অনুকূল পরিবেশও তিনি পান নি।

উপরন্তু মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করাই ছিল তাঁর এই সময়কার বড় কাজ। ইসলামী খিলাফতের প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও পরামর্শভিত্তিক হওয়ার কারণে প্রত্যেকটি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সামগ্রিক ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে এবং কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই কাজ করা হত। এসব ক্ষেত্রে হযরত আবূ বকরের নিজের হাদীস বর্ণনা করার অবকাশ খুব কমই হত।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খিলাফতের যাবতীয় কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে করআন মজীদের পরেই হাদীসের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। খলীফা নির্বাচিত হয়েই তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেই তিনি কুরআনের পরে পরেই হাদীসের গুরুত্ব ঘোষণা করে বলেছেন,

يا ايها الناس قد وليت امركم ولست بخير كم ولكن نزل القرآن وسن النبي صلى الله عليه وسلم للسنن فعلمنا فعلمنا

হে লোকগণ! আমাকে তোমাদের রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। কিন্তু কুরআন নাজিল হয়েছে এবং নবী করীম (সা.) তাঁর সুন্নাত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এই উভয় জিনিসের শিক্ষা দান করেছেন, আর আমরা তা শিখে নিয়েছি।[৩৪৪]

খিলাফতের কাজের ক্ষেত্রেও বাস্তবভাবেই তিনি কুরআনের পরেই হাদীসের উৎস হতে নির্দেশ ও বিধান লাভ করতেন। প্রামাণ্য গ্রন্থাবলিতে তাঁর এ নীতির কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে

كان أبو بكر اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنة قضى به.

হযরত আবূ বকরের নিকট যখন মীমাংসার যোগ্য কোন ব্যাপার উপস্থিত হতো তখন তিনি প্রথমত আল্লাহর কিতাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। তাতে যদি ফয়সালা করার ভিত্তি খুঁজে পোতেন, তবে তার ভিত্তিতে লোকদের মধ্যে ফয়সালা করে দিতেন। আর কুরআনে কিছু না পেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলের সুন্নাত যদি কিছু জানা যেত, তবে ওটার ভিত্তিতে মীমাংসা করে দিতেন।[৩৪৫]

হযরতের ইন্তেকালের পর যতগুলি সামগ্রিক ব্যাপারেই মতভেদ দেখা দিয়েছে হযরত আবূ বকর (রা.) তার প্রায় প্রত্যেকটি ব্যাপারেই মীমাংসা করেছেন রাসূলে করীমের হাদীস পেশ করে এবং তাঁর উপস্থাপিত হাদীস সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সব মতভেদ খতম করে দিয়েছে। হযরতের ইন্তেকালের পর সকীফায়ে বনী সায়েদায় সাহাবীদের মধ্যে প্রথম জটিল প্রশ্ন দেখা দেয়– খলীফা কে হবে ? অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে,

---

[৩৪৩]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, BhvjwZj wLdv Avb wLjvdwZj Ljvdv, খণ্ড. ২, পৃ. ২৪
[৩৪৪]. ZevKv‡Z Beb mvqv', খণ্ড. ৩, পৃ. ১২৯
[৩৪৫]. mbv‡b 'v‡igx, পৃ. ২৩

এ বিষয়ে কোন মীমাংসা করাই তখন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) দাঁড়িয়ে রাসূলে করীম (সা.) এর একটি হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, **الأئمة** .من قريش ইমাম ও খলীফা কুরায়শদের মধ্য হতে হবে। সে সঙ্গে রাসূলের এ হাদীসটিও পেশ করলেন,.لايزال **هذا** الأمر في **هذا لحي** من قريش. খিলাফতের এই পদ কুরাইশ বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।[৩৪৬]

এ হাদীস শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকল সাহাবী এর সত্যতা স্বীকার করে নিলেন। অতঃপর খলীফা নির্বাচনের কাজ নির্বিবাদে সম্পন্ন হয়।

নবী করীম (সা.) কে কোথায় দাফন করা হবে, তা নিয়ে যখন মতবিরোধ দেখা দিল, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হাদীস পেশ করলেন,

سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شياء ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا في **الموضع الذي** يجب أن يدفن فيه.

আমি রাসূলের নিকট একটি কথা শুনেছিলাম, যা আমি ভুলে যাই নি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাঁর নবীর জান কবজ করেন সে স্থানে, যেখানে তাঁকে দাফন করা কর্তব্য হয়।

অতঃপর বললেন, **ادفنوه في موضع** فراشه অতএব তোমরাও রাসূলে করীম (সা.) কে তাঁর মৃত্যুশয্যার স্থানেই দাফন কর।[৩৪৭]

হযরত আয়েশা (রা.) প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকরের নিকট নবী করীমের সম্পত্তি হতে অংশ লাভের দাবি করলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم **يقول لا نورث ماتركنا** صدقة إنما يئاكل آل محمد من **هذا المال.**

আমি রাসূলে করীম (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, আমরা কাকেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানাই না। যা কিছু রেখে যাই, তা সবই আল্লাহর পথে দান। কাজেই মুহাম্মাদের বংশধর বায়তুলমাল হতে জীবিকা গ্রহণ করবে।

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন,

والله لادع امرا **رأيت رسول** الله صلى الله عليه وسلم يصنعه قيه إلا صنعته.

আল্লাহর শপথ, রাসূলকে আমি যে যে কাজ করতে দেখেছি আমি তা প্রত্যেকটিই কার্যে পরিণত করব, একটিও ছেড়ে দিব না।

এ হাদীস বর্ণনার উপস্থিত ফল এত ত্বরান্বিত দেখা দেয় যে, হাদীসের বর্ণনাকারী শেষ ভাগে বলেন,

فهجرته فاتمة **فلم تكلمة حتى ماتت.** অতঃপর হযরত ফাতিমা মীরাসের দাবি পরিত্যাগ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর এ বিষয়ে কোন কথা বলেন নি।[৩৪৮]

তবে একথা সত্য যে, হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা.) বিশেষ কড়াকড়ি করতেন। বিশেষভাবে ও অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে যখন রাসূলের কোন হাদীস প্রমাণিত হতো, তখন তিনি ওটার সম্মুখে মাথা নত করে দিতেন। পরন্তু কোন হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত না হতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হতেন না।[৩৪৯]

---

৩৪৬. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন খালদুন, gK¡Ïvgv Beb Lvj ‘b, (দারুল ফিকর, তা. বি) পৃ. ২২৩

৩৪৭ . kvgv‡q‡j wZiwghx, পৃ. ৩০, باب ما جاء في وفات رصول الله صلى الله عليه وسلم; gqvËv gwjK, পৃ. ৮০

৩৪৮ . mnxn eLvix, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৯৫-৯৯৬

৩৪৯ . শামসুদ্দিন আযযাহাবী, ZvhwKivZj ûddvR, খণ্ড. ১, পৃ. ৩

হাফেজ যাহ্বী লিখেছেন, كان أول من احتاط فى قبول الأخبار হাদীস গ্রহণে হযরত আবূ বকরই সর্ব প্রথম বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন।[৩৫০]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত আনাস (রা.) কে যখন বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি যাকাতের হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত এক বিস্তারিত দস্তাবেজ লিখে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। এই বিস্তারিত দস্তাবেজের শুরুতে লিখিত ছিল,

بسم لله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة الذى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والذى امر الله بها رسوله الخ.

দয়াবান করুণাময় আল্লাহর নামে। এটা যাকাতের ফরজ হওয়া সংক্রান্ত দস্তাবেজ। রাসূলে করীম (সা.) মুসলমানদের জন্য এটি ফরজ করেছেন এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৫১]

---

৩৫০ . ZiRgvn wgb AveeKi, খণ্ড ১, পৃ. ৩

৩৫১ . mnxn eLvix, খণ্ড ১, পৃ. ১৯৫

wØZxq Ljxdv nhiZ Dgi dvi‚K (iv.)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা.) নিজে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে দ্বীন-ইসলামের ভিত্তি হিসেবে কুরআন মজীদের পরই ছিল সুন্নাহ বা হাদীসে রাসূলের স্থান। তিনি বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের শাসকদের নিকট পেরণ করেছিলেন এবং সর্বসাধারণ্যে ওটির ব্যাপক প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইলমে হাদীসের শিক্ষা ব্যাপকতর করে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সংখ্যক মাদরাসা কায়েম করেন। প্রখ্যাত সাহাবিগণকে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীস শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। এ পর্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, হযরত ইমরান ইবনে হাসাইন (রা.) ও হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) কে সিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন।[৩৫২] আরজান ইবনে আবূ হালাকে এই উদ্দেশ্যেই মিসরে পাঠিয়েছিলেন।[৩৫৩]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে তথায় গমন করেন ও সেখানকার মুসলমানগণকে সম্বোধন করে বলেন, بعثني إليكم عمر بن الخطب اعلمكم كتب لله وسنة نبيكم.
আমাকে হযরত উমর (রা.) তোমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও তোমাদের নবীর সুন্নাত হাদীস শিক্ষা দিব।[৩৫৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কেও তিনি কূফায় হাদীস ও কুরআনের শিক্ষাদাতা করে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করার জন্য কূফাবাসীদিগকে আদেশ করেছিলেন।[৩৫৫]
আল্লামা খাজরী লিখেছেন,
وقد قلم الكوفة يأخذ منه اهلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلمهم وقاضيهم.
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কূফায় অবস্থান করলেন। সেখানকার লোকেরা তাঁর নিকট রাসূল (সা.) এর হাদীস শিক্ষা করতেন। তিনি ছিলেন তাঁদের শিক্ষক ও বিচারপতি।[৩৫৬]

হযরত উমর (রা.) হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে প্রথম খলীফার মত খুবই কঠোর নীতি অবলম্বন করতেন। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসের সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি তাঁকে (আবূ মুসাকে) কঠোর ভাষায় নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, لتأتيني على ذلك بينة أو لافعلن بك.
দলিল পেশ কর, নতুবা আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দিব। পরে তাঁর কথার সমর্থনে অপর এক সাহাবীকে যখন সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হল, তখন তিনি আশ্বস্ত হলেন।[৩৫৭]

আল্লামা যাহবী তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,
وهو الذى سن للمحدثين التثبت في النقل. হাদীস বর্ণানা করার ব্যাপারে তিনি মুহাদ্দিসদের জন্য দৃঢ় ও মজবুত নীতি অবলম্বনের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।[৩৫৮]
হযরত আবূ মুসা তাঁর বর্ণিত হাদীসের সপক্ষে আর একজন সাহাবীকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করলেন। তার পরই হযরত উমর (রা.) তা কবুল করলেন। এটা হতে প্রমাণিত হয়

---

৩৫২. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, BhvjwZj wLdv Avb wLjvdwZj Ljvdv, খণ্ড. ২, পৃ. ৬
৩৫৩. ûmbj gnv‡miv dx Zwi‡L wgmi Iqvj Kv‡niv AvnKv‡g mjZwbqv, মাওয়ারদী, উর্দূ পৃ. ৪০১-৪০২
৩৫৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, BhvjwZj wLdv Avb wLjvdwZj Ljvdv, খণ্ড. ২, পৃ. ২১৫
৩৫৫. শামসুদ্দিন আযযাহাবী, ZvhwKivZj ûddvR, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৯/১৯৯৮) তরজমাহ ইবন মাসউদ
৩৫৬. মানা'আ ইবন খলীল আল কাতান, ZvixLZ Zvkixqx Bmjvgx, (মাকতাবা ওয়াহবাহ, ১৪২২/২০০১)
৩৫৭. শামসুদ্দিন আযযাহাবী, ZvhwKivZj ûddvR, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৯/১৯৯৮)১ম খণ্ড, পৃ.৭; আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৭০
৩৫৮. প্রাগুক্ত, খণ্ড. ১, পৃ.৬

إذا رواه ثنتان كان أقوى وارجح مما انفرد به واحد وفى ذلك حض على تكثير طروق الحديث لكى يرتقى من درجة الظن إلى درجة العلم.
কোন হাদীস যখন অন্তত দুইজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, তখন তা একজনের বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য, শক্তিশালী ও অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য হয়। এ হাদীস বর্ণনার বহু সংখ্যক সূত্র লাভ করার জন্যও এটা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। এর ফলে হাদীস 'সাধারণ ধারনার ' (ظن) পর্যায়ে হতে নিঃসন্দেহ ইলমের (নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান) পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।[৩৫৯]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব একটি হাদীস বর্ণনা করলে হযরত উমর (রা.) বললেন,
لتأتينى على ما تقول بينة.
আপনি যে হাদীস বর্ণনা করলেন, তার সত্যতা সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ পেশ করতে হবে।[৩৬০]
হযরত উবায় আনসারদের মধ্য হতে কয়েকজন সাহাবীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলে খলীফা বললেন,
إنى لم اتهمك ولكن احببت أن أثبت.
আমি আপনার প্রতি কোন সন্দেহ করি নি, হাদীসকে অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই আমি আপনার নিকট প্রমাণের দাবি,করেছিলাম।[৩৬১]

হযরত উমর ফারূকের সময়-ই সরকারী পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হাদীস সম্পদ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ওটাকে সুসংবদ্ধ করে নেয়ার প্রশ্ন সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়। হযরত উমর (রা.) নিজেই এই বিরাট কাজ সম্পন্ন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবীর সাথে পরামর্শও করেছিলেন। মুসলমানরা তাঁকে এর অনুকূলেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর নিজের মনেই এই সম্পর্কে দ্বিধা ও সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, এটা করা সমীচীন হবে কিনা? তিনি প্রায় একমাস কাল পর্যন্ত অনেক চিন্তা-ভাবনা ও ইস্তেখারা করতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই একদিন বললেন,
إنى كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم-ثم تذكرت فإذا أناسٌ من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فاكتبوا عليها وتركوا كتاب الله وإنى و الله لا البس كتاب الله بشئ فترك كتاب السنن.
আমি তোমাদের নিকট হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করার কথা বলেছিলাম, একথা তোমরা জান। কিন্তু পরে মনে হল, তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাব লোকেরাও এমনিভাবে নবীর কথা সংকলিত করেছিল, ফলে তারা তাই আঁকড়িয়ে ধরল এবং আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করল। আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর কিতাবের সাথে কোন কিছুই মিশ্রিত করব না। অতঃপর তিনি হাদীস সংকলিত করার সংকল্প ত্যাগ করেন।

বস্তুত সুসংবদ্ধ ও সংকলিত হাদীস-গ্রন্থ পেয়ে লোকেরা হয়তো ওটিতে এতখানি মনোনিবেশ করে বসবে যে, কুরআন শরীফকেও তারা ভুলে যাবে, লোকদের নিকট ওটির গুরুত্ব নগণ্য হয়ে পড়বে ও কেবলমাত্র হাদীসকে ভিত্তি করেই তারা চলতে চাইবে কেবলমাত্র এ আশংকায় হযরত উমর ফারূক (রা.) নিজে হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করার কাজ করেন নি। অন্যথায় একে তিনি কোন নাজায়েয কাজ নিশ্চয়ই মনে করতেন না। তাঁর এ আশংকা কতখানি যুক্তিসংগত ছিল, তা পরবর্তীকালের অবস্থার দৃষ্টিতে বিচার করলেই বুঝতে পারা যায়।[৩৬২] এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের ফলেই আজ মুসলিম মিল্লাত কুরআন মাজীদকে প্রথম এবং হাদীসকে এর পরেই দ্বিতীয় গুরুত্ব দিতে শিখেছে। এরূপ সতর্কতা অবলম্বিত না হলে মুসলমানদের নিকটই হয়তো কুরআন মজীদের স্থান প্রথম ও মুখ্য না হয়ে গৌণ হয়ে পড়ত, যেমন হয়েছে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট তাদের ধর্মগ্রন্থ।

---

[৩৫৯]. প্রাগুক্ত, খণ্ড. ১, পৃ.৭
[৩৬০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
[৩৬১]. প্রাগুক্ত
[৩৬২]. ZevKv‡Z Beb mvqv', খণ্ড. ৩, পৃ. ২০২; Rv‡gD evqwbj Bjg, খণ্ড ১, পৃ ৬৪; Kvbhj D¤§vj, আল আলী মুত্তাকী আল হিন্দি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৯ .

ZZxq Lj xdv nhiZ Dmgvb (iv.)

হযরত উসমান (রা.) নিজে হাদীস বর্ণনা করেছেন; কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক হাদীসই তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ প্রদর্শন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন,

ما يمنعني ان احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا اكون اوعى اصحابه عنه ولكني اشهد لسمعته يقول من قال علي ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار.

রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে রাসূলের অধিক হাদীস সংরক্ষণকারী আমি নই, এ কারণটি আমাকে রাসূলের হাদীস বর্ণনা করা হতে বিরত রাখে নি। বরং হাদীস বর্ণনা হতে বিরত থাকার কারণ এই যে, আমি নিজেই রাসূল করীম (সা.) কে এ কথা বলতে শুনেছি বলে সাক্ষ্য দিয়েছি যে, রাসূল যা বলেন নি তা যদি কেউ তার ওপর আরোপ করে তবে সে যেন জাহান্নামে তার আশ্রয় খুঁজে নেয়।[৩৬৩]

হযরত উসমান অল্প কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা ছাড়া এর অপর কোন বৃহত্তর খিদমত করেছেন বলে কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

PZ_ Lj xdv nhiZ Avjx (iv.)

যে কয়জন সাহাবী নিজেদের হাতে রাসূলের নিকট শ্রুত হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন হযরত আলী (রা.) তাঁদের অন্যতম। তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস রাসূলের নিকট হতে শ্রবণ করে লিখেছিলেন। এই হাদীস সমষ্টির তিনি নাম দিয়াছিলেন 'সহীফা'। এটাকে ভাঁজ করে তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপের মধ্যে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। এতে ব্যবহারিক ও কাজকর্ম সংক্রান্ত হুকুম আহকামের কয়েকটি হাদীস লিখিত ছিল।[৩৬৪]

পরবর্তীকালে এই সহীফাখানিকে তিনি হযরত উসমানের নিকট পাঠিয়ে দেন হাদীসের একখানি লিখিত দস্তাবেজ হিসাবে। তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়া বলেন,

ارسلني أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة.

আমাকে আমার পিতা এ বলে পাঠিয়ে দিলেন যে, এই কিতাবখানি নিয়ে খলীফা উসমান (রা.) এর নিকট যাও। এতে সদকা ও যাকাত সম্পর্কে রাসূলে করীমের ফরমান লিখিত রয়েছে।[৩৬৫]

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে হাদীস প্রচারিত হয়েছে, ওটি শিক্ষাদানের কাজ পূর্ণ মাত্রায় চলেছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিচার-আচারে উহা আইনের অন্যতম ভিত্তি হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। খণ্ডভাবে বিভিন্ন লোকদের দ্বারা ওটি লিখিত এবং সংগৃহিতও হয়েছে। কিন্তু হাদীস যথাযথভাবে গ্রন্থকারে সংকলিত হয় নি। তখন পর্যন্ত তা বহু সাহাবীর স্মৃতিপটে সংরক্ষিত এবং নিজস্ব দস্তাবেজ হিসাবে লিখিত রয়েছে। বহু তাবেঈ তাদের নিকট হতে এটি শিক্ষা ও সংগ্রহ করে বহু লোকের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার করে দিয়েছেন। কিন্তু হাদীস যথারীতি গ্রন্থকারে সংকলনের কাজ এ পর্যায়ে কেউ করেছেন- ইতিহাসে এর কোন নজির পাওয়া যায় না। এভাবেই ইসলামী ইতিহাসের প্রায় একটি শতাব্দিকাল অতিক্রম হয়। হিজরি প্রথম শতকের শেষভাগে ব্যতিক্রম ঘটে এবং হাদীস সংকলনের ব্যাপারে এক বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

---

৩৬৩. gmbv' Bgvg Avng', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫

৩৬৪. mnxn eLvix, কিতাবুল ইলম ও কিতাবুল ই'তেসাম, মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০৯

৩৬৫. mnxn eLvix, باب ما ذكر من ورع النبي صلى الله عليه وسلم

nhiZ Dgi Be‡b Ave‘j Avhxh (i.) I nv‘xm msKjb

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) ৯৯ হিজরি সনে খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই হাদীসের বিরাট বিক্ষিপ্ত সম্পদ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, ইসলামী জীবন-যাপন ও খিলাফত পরিচালনার জন্য হাদীস এক অপরিহার্য সম্পদ। অনতিবিলম্বে এর সংকলন ও পূর্ণ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই সম্পদ হতে গোটা উম্মতের বঞ্চিত হওয়ার আশংকা। সাহাবায়ে কিরামের প্রায় সকলেই দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত তাবেঈদেরও অধিক সংখ্যক লোক তাদেরই অনুগামী হয়েছেন। এখনও যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরা আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন তার নিশ্চয়তা কিছু নেই। অতএব অনতিবিলম্বে এ মহান সম্পদ সংগ্রহ ও সংকলন এবং ওটাকে সুবিন্যস্তকরণ একান্তই আবশ্যক।

অতঃপর তিনি ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নোক্ত ভাষায় ফরমান লিখে পাঠালেন,

انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا.

রাসূলে করীমের হাদীসের প্রতি অনতিবিলম্বে দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলন করতে শুরু কর।[৩৬৬]

মদীনায় শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাযমকেও নিম্নোক্ত মর্মে এক ফরমান লিখে পাঠান,

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسنته أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه لى فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء.

রাসূলের হাদীস, তাঁর সুন্নাত কিংবা হযরত উমরের বাণী অথবা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায়, তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্য লিখে নাও। কেননা আমি ইলমে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীস সম্পদের বিলুপ্তির আশংকা বোধ করছি।[৩৬৭]

ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلموا حتى يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا.

আর হাদীসে-রাসূল ছাড়া আর কিছুই যেন গ্রহণ করা না হয়। লোকেরা যেন এ ইলমে হাদীসকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। হাদীস শিক্ষাদানের জন্য যেন মজলিস অনুষ্ঠিত হয়, যারা জানে না, তারা যেন শিখে নিতে পারে। কেননা ইলম গোপন করা হলেই তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।[৩৬৮]

ইমাম দারেমী আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-এর জবানীতে এই কথাটি নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন,

اكتب إلىّ بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمر فإنى خشيت دروس العلم وذهاب العلماء.

রাসূলের যেসব হাদীস তোমার নিকট প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত, তা এবং হযরত উমরের হাদীসসমূহ আমার নিকট লিখে পাঠাও। কেননা আমি ইলমে হাদীস বিনষ্ট ও হাদীসবিদদের বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা বোধ করছি।[৩৬৯]

ঐতিহাসিক ইবনে সায়াদ উমর ইবনে আবদুল আযীযের ফরমানের আর একটি অংশেরও উল্লেখ করেছেন। তাঁর উদ্ধৃত অংশটুকু এরূপ,

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن حزم ان يكتب له احاديث عمرة.

উমর ইবনে আবদুল আযীয আবূ বকর ইবনে হাযমকে উমরা বর্ণিত হাদীসসমূহও লিখে তার নিকট পাঠিয়ে দেয়ার জন্য ফরমান পাঠিয়েছিলেন।[৩৭০]

---

৩৬৬. ফাতহুলবারীباب كيف يقبض العلم ، .মুকাদ্দামা ফাতহুলবারী, পৃ. ৩

৩৬৭. সুনান আদদারেমী ১ম খণ্ড, পৃ ১২৬; তারীখ আস সাগীর, ইমাম বুখারী, পৃ ১০৫; তাবাকাতে ইবন সায়াদ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩

৩৬৮. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ২০

৩৬৯. সুনান আদদারেমী بلب من رخص في كتلب العلم ،

৩৭০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সায়াদ, ZvevKv‡Z Beb mvqv‘, (মাকতাবা আসসাদিক আততায়েফ, ১ম সংস্করণ ১৪১৪/১৯৯৩) তরজমা আবু বকর ইবন হাজম

ইবনে সায়াদের বর্ণনা হতে এটাও জানা যায় যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসসমূহও লিখে পাঠাতে বলেছেন। আর উমরা বিনতে আবদুর রহমানের বর্ণিত হাদীস সংগ্রহ , লিপিবদ্ধ করে পাঠাবার জন্য এ কারণেই তাগিদ করেছিলেন। কেননা মুসলমানের আকাইদ ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য জরুরি হুকুম-আহকাম হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসসমূহেই বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।[৩৭১] আর এ উমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর ক্রোড়েই লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট হাদীসের শিক্ষা পূর্ণমাত্রায় লাভ করেছিলেন। উমর ইবনে আবদুল আজীজ নিজেই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

ما بقى احد اعلم بحديث عائشة من عمرة.

হযরত আয়েশার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে উমরা অপেক্ষা বড় আলিম আর কেউ অবশিষ্ট নেই।[৩৭২]
ইমাম জুহরীও তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, فوجدتها بحرا ينزف.
আমি তাকে হাদীস জ্ঞানের এক অফুরন্ত সমুদ্রের মত পেয়েছি।[৩৭৩]

ইমাম মালিক বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয আবূ বকর ইবনে হাজমকে উমরা বিনতে আবদুর রহমানের সঙ্গে সঙ্গে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বর্ণিত হাদীসও লিখে পাঠাতে আদেশ করেছিলেন।[৩৭৪]
এ কাসেম কে ছিলেন? ইমাম বুখারী তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

قل ابوه فربّى يتيما في حجر عمّته عائشة فتفقه بها.

তাঁর পিতা নিহত হলে তিনি তাঁর ফুফু-আম্মা হযরত আয়েশার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হন এবং তাঁর নিকট দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।[৩৭৫] ইবনে হিব্বান এ কাসেম সম্পর্কে লিখেছেন,

كان من سادات التابعين من افضل اهل زمانه علما وادبا وفقها.

কাসিম তাবেঈ এবং তাঁর যামানার লোকদের মধ্যে হাদীস ও দ্বীনের জ্ঞানের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ও সর্দার ব্যক্তি ছিলেন।[৩৭৬]

আবূ বকর ইবনে হাযম সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে যে, তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। সেই সঙ্গে বিচারপতির দায়িত্বও তাঁকেই পালন করতে হত। তিনি তদানীন্তন মদীনার একজন প্রধান ফকিহ ছিলেন। ইসলামী আইন-কানুনে তাঁর অতুলনীয় পারদর্শিতা ছিল। পূর্বোক্ত উমরা বিনতে আবদুর

রহমানের নিকট হযরত আয়েশা বর্ণিত যাবতীয় হাদীস পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে নিজের নিকট রেখে দিয়েছিলেন। উমরা তার আপন খালা হতেন।[৩৭৭]

কাযী আবূ বকর খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীযের আদেশানুক্রমে বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ ও হাদীসের কয়েকখানি গ্রন্থ সংকলন করে নিয়েছিলেন। কিন্তু খলীফার ইন্তেকালের পূর্বে তা 'দারুল খিলাফতে' পৌঁছানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে নাই। এ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী ইবনে আবদুল বার লিখিত 'আত-তামহীদ' গ্রন্থের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, فتوفى عمر وقد كتب ابن حزم كتباً قبل ان يبعث بها اليه.
ইবনে হাযম কয়েক খণ্ড হাদীস-গ্রন্থ সংকলন করেন; কিন্তু তা খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট পাঠিয়ে দেয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।[৩৭৮]

---

৩৭১. ZvevKv‡Z Beb mvqv' ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫
৩৭২. শামসুদ্দীন আয যাহাবী, ZvhwKivZz ûddvR, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা.বি) ZiRgv Rnix
373. cv¸ ³
374. ইবন হাজার আসকালানী, ZvnhxeZ Zvnhxe, (বৈরুত : দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৫) ZiRgv Ave eKi nvRg
375. ইবন হাজার আসকালানী, ZvnhxeZ Zvnhxe, (বৈরুত : দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৫) ZiRvgv Kv‡mg Beb gnv¤§v'
376. wKZvem wmKvZ wjBeb wneŸvb ZiwR‡g Kv‡mg
৩৭৭. Rv‡gD evqvwbj Bjg wenvIqvwbwn, LZevZ wm'ivm mjvBgvb b'ex
৩৭৮. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ূতী, gKvÏvgvZ Zvbexiæj nvIqvwjK kiwnj gIqvËv Bgvg মালিক, (মিসর : আল মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৮৯হি./১৯৬৯), c. 6

কিন্তু অতঃপর এ হাদীস-সংকলনসমূহের পরিণাম কি হল? এই সম্পর্কে ইমাম মালিক বলেছেন, আমি এই হাদীস গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে কাযী আবূ বকরের পুত্র আবদুল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ضاعت তা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।[৩৭৯] কিন্তু এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা খলীফা ইন্তেকাল করেছেন বলেই সরকারি ব্যবস্থাপনায় তৈরি করা হাদীস সংকলনসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে, তার রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থাই হবে না– এমন কথা হতে পারে না। নিশ্চয়ই ওটা জনগণের নিকট রক্ষিত ছিল এবং পরবর্তীকালে ওটা ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে হাদীসের প্রচার করা হয়েছে।

কোন কোন বর্ণনা হতে এ কথা জানা যায় যে, খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয মদীনায় আবূ বকর ইবনে হাযম ছাড়া সালেম ইবনে আব্দুল্লাহকেও হাদীস সংগ্রহ করে পাঠাতে আদেশ করেছিলেন। আল্লামা সুয়ূতী ইমাম জুহুরীর সূত্রে লিখেছেন,

كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله يكتب إليه بسيرة عمر بن الخطاب في الصدقات.

উমর ইবনে আবদুল আযীয সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে হযরত উমরের যাকাত ও সদকা সম্পর্কে অবলম্বিত রীতি-নীতি লিখে পাঠাবার জন্য আদেশ করেছিলেন।[৩৮০]

ইমাম সুয়ূতী সালেম সম্পর্কে অতঃপর লিখেছেন,

فكتب إليه بالذى سالو كتب إليه إنك إن عملت بمثل عمر في زمانه ورجاله في مثل زمانك ورجالك كنت عند الله خيرا من عمر.

সালেম যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তা তিনি পুরাপুরি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি (সালেম) তাঁকে এটাও লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, হযরত উমর (রা.) তাঁর আমলেও তদানীন্তন লোকদের মধ্যে যেসব কাজ করেছিলেন, আপনিও যদি আপনার আমলে এখনকার লোকদের মধ্যে অনুরূপ কাজ করেন তবে আপনি আল্লাহর নিকট উমর ফারূক হতেও উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত ও পরিগণিত হবেন।[৩৮১]

এ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আনসারী বলেন,

لما استخلف عمر بن عبد العزيز ارسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات وكتاب عمر بن الخطاب فوجد عند آل عمر بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقاذ ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول لله صلى الله عليه وسلم قال فنعيخا له.

উমর ইবনে আবদুল আযীয যখন খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন তিনি মদীনায় রাসূলে করীমের ও হযরত উমরের যাকাত ইত্যাদি সংক্রান্ত লিখিত দস্তাবেজ সংগ্রহের জন্য তাগীদ করে পাঠালেন। পরে আমর ইবনে হাযমের বংশধরদের নিকট রাসূলে করীমের অনুরূপ লিখিত দস্তাবেজ পাওয়া গেল।[৩৮২]

উমর ইবনে আবদুল আযীয ইমাম জুহরীকে বিশেষভাবে হাদীস সংকলনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।[৩৮৩] ইমাম জুহরী সম্পর্কে উমর ইবনে আবদুল আযীয নিজেই বলেছেন,

لم يبق احد اعلم بسنة ماضية من الزهرى.

সুন্নাত ও হাদীস সম্পর্কে যুহরী অপেক্ষা বড় আলিম বিগত কালের আর একজনও বেঁচে নেই।[৩৮৪]

এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র.) নিজেই বলেন,

أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا فبعث إلى كل أرض له عليهاسلطان دفترا.

---

[৩৭৯]. ইবন হাজার আসকালানী, ZvnhxeZ Zvnhxe, (বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৫) ZiRgv Ave eKi wgmix

[৩৮০]. আসসয়ুতী, ZwiLj Ljvdv পৃ. ৪১

[৩৮১]. আসসয়ুতী, ZwiLj Ljvdv, পৃ. ৪১

[৩৮২]. আবু ওবায়েদ, wKZvej Avg Iqvj, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮

[৩৮৩]. ZeKv‡Z Beb mvqv', ২য়খণ্ড, পৃ.১৩৪

[384]. শামসুদ্দীন আয যাহাবী, ZvhwKivZj ûddvR,(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা.বি), ZiRgv Bgvg Rnix

উমর ইবনে আবদুল আযীয আমাদিগকে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার জন্য আদেশ করলেন। এই আদেশ পেয়ে আমরা হাদীসের বিরাট গ্রন্থ লিখে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি নিজেই তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রদেশে এক-একখানি গ্রন্থ পাঠিয়ে দিলেন।[৩৮৫]

সংগৃহিত হাদীস সম্পদ যে কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নি, এ কথা হতে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

ইমাম মালিক (রা.) বলেছেন, أول من دونَ العلم ابنُ شهاب.
সর্বপ্রথম যিনি হাদীস সংকলন করেন, তিনি হলেন ইবনে শিহাব যুহরী।[৩৮৬] ইমাম আবদুল আযীয দারাওয়ার্দী নামক অপর এক মনীষীও এ কথারই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন,
أول من دوّنَ العلم وكتبه بن شهاب.
হাদীস সংকলন ও ওটি লিপিবদ্ধকরণের কাজ সর্বপ্রথম করেছেন ইবনে শিহাব যুহরী।[৩৮৭]
ইমাম যুহরী এ গৌরবের দাবি করে নিজেই বলেছেন, لم يدون هذا لعلم احد قبل تدويني. আমার পূর্বে ইলমে হাদীস আর কেউ সংকলন করেন নি।[৩৮৮]
উমর ইবনে আবদুল আযীয কেবল হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করণেরই নির্দেশ দেন নি, বরং সর্বত্র ওটার ব্যাপক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্যও তিনি সুস্পষ্ট ফরমান পাঠিয়েছিলেন। অপর একজন শাসনকর্তার নামে নিম্নোক্ত ভাষায় এক ফরমান প্রেরিত হয়েছিল, أما بعد فأمُر اهل العلم أن يُنشروا العلم في مساجدهم فإن للسنة كانت قد أميتت. হাদীসবিদ ও বিদ্বান লোকদেরকে আদেশ করলেন, তাঁরা যেন মসজিদে মসজিদে হাদীসের শিক্ষাদান ও উহার ব্যাপক প্রচার করেন। কেননা হাদীসের জ্ঞান প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে।[৩৮৯]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি ও ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এ কথায় কোন-ই সন্দেহ থাকে না যে, উমর ইবনে আবদুল আযীযের হাদীস-সংগ্রহ সম্পর্কিত ফরমান বিশেষ একটি মাত্র স্থানে প্রেরিত হয় নি, বরং ইসলামী রাজ্যের সর্বত্রই এ ফরমান পাঠানো হয়েছিল এবং এর ফলে সর্বত্রই হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের অভিযান সুষ্ঠুভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ অভিযানের অনিবার্য ফলস্বরূপ সর্বত্রই হাদীস সংকলিত হয়। সে সময় জীবিত প্রায় সকল হাদীসবিদই হাদীস সংকলনের মহতি কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁদের সংকলিত বিরাট বিপুল সম্পদ মুসলিম সামাজের নিকট চিরকালে অমূল্য ধনরূপে গণ্য ও সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে।

উমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) অন্য লোকদিগকে আদেশ করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি নিজেও হাদীস লিখে নেয়ার কাজ শুরু করেছিলেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ তাবেঈ ও হযরত আনাস হতে হাদীস বর্ণনাকরী আবূ কালাবা[৩৯০] বলেছেন,
خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلوة الظهر ومعه قرطاس ثم خرج علينا لصلوة العصر وهو معه فقلت له يا امير المؤمنين ما هذا الكتاب قال هذا حديث حدثني به عون بن عبد الله فاعجبني فكتبته فإذا فيه هذا الحديث.
উমর ইবনে আবদুল আযীয একদা জোহরের নামাজের জন্য মসজিদে আসলে আমরা তাঁর হাতে কিছু কাগজ দেখতে পেলাম। পরে আসরের নামাজের জন্য বের হয়ে আসলেও তাঁর সাথে সে কাগজই দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এ লিখিত জিনিসটি কি? জবাবে তিনি বললেন,

---

385. শামসুদ্দীন আয যাহাবী, ZvhwKivZj ûddvR, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা.বি), ZvRwKiv Rvnvex
386. Rv‡gD evqvwbj Bjg, c. ৩৩৬
387. ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ খাতীব আতাবরিযী, Avj BKgvj dx AvmgvBi wiRvj,(দিল্লীঃ কুতুবখারা রশীদিয়া, তা.বি) পৃ. ৩৫
388. সাইয়েদ শরীফ মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল কাতানী, Avivimvj vZj gmZvZwidvn, (দারুল বাশায়েরুল ইসলামিয়্যা,) পৃ. ৪
৩৮৯. আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল হাকীম আবু মুহাম্মাদ আল মিসরী, mxivZ Igi Beb Avãj AvRxR, (বৈরুতঃ আলামিল কুতুব, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃ. ৯৪
৩৯০. ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ খাতীব আতাবরিযী, Avj BKgvj dx AvmgvBi wiRvj,(দিল্লী : কুতুবখারা রশীদিয়া, তা.বি) পৃ. ৩৫

আওন ইবনে আব্দুল্লাহ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, ওটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আমি তা লিখে নিয়েছি। তার মধ্যে এ হাদীসটিও রয়েছে।[৩৯১]

উমাইয়া বংশের ‘খলীফায়ে রাশেদা’ উমর ইবনে আবদুল আযীয হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ফরমান জারি করার পর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর এ ফরমানের ফলে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের যে প্রবাহ তরংগায়িত হয়ে উঠেছিল, তা অতঃপর কয়েক শতাব্দিকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইমাম যুহরীর পরবর্তী মনীষী ও হাদীসবিদগণ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অতঃপর এই কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে।

[৩৯১] . mbvb Av' 'v‡igx, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

mßg cwi‡”Q' : wnRwi wØZxq kZ‡Ki c_g n‡Z ZZxq kZ‡Ki c_g cv' chšÍ nv'xm PPv, msiÿY I msKjb

wØZxq hM : হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত। এ যুগ তাবেঈ ও তাবি তাবেঈদের যুগ। প্রবীণ সাহাবী ও তাবেঈদের অধিকাংশই এ যুগে জীবিত ছিলেন না। এক বিশাল সম্রাজ্য জুড়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। হাদীস বর্ণনার ধারাও তখন ব্যাপক ও বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

nv'xm wkÿvKi‡Y Zv‡eC I Zwe Zv‡eC‡'i fwgKv

সাহাবীদের অনুসৃত পথ ধরে ও তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনায় পর্যায়ক্রমে তাবেঈ ও তাবি তাবেঈগণ হাদীস শিক্ষা করণে যুগপৎ অবদান রাখেন। তাঁরা রাসূলের এক একটা হাদীস শিক্ষার জন্য তৎকালের হাদীসের কেন্দ্র মক্কা, মদীনা, বসরা, কূফা, শাম, মিসর প্রভৃতি দেশে সফর করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (মৃ. ৯৮/৭১২) বলেন, "আমি মাত্র একটি হাদীস জানার উদ্দেশ্যে একাধিক্রমে কয়েক দিন ও কয়েক রাত সফর করতাম।"[৩৯২] কূফা নগরে অবস্থানরত বিশিষ্ট তাবেঈ শা'বী (মৃ. ১০৩/৭২১) একবার তাঁর সন্তান ও অধীনস্থদের হাদীস শিক্ষাদানকল্পে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করতঃ বলেন, এ হাদীসটি ভালভাবে গ্রহণ কর, এর বিনিময়ে তোমাদের কিছুই দিতে হলো না। অর্থাৎ কোন কষ্ট স্বীকার করতে হলো না। যদিও এমন এক সময় ছিল যখন এক এক ব্যক্তিকে এর চেয়ে অল্প কথার জন্যও (কূফা হতে) মদীনা পর্যন্ত সফর করতে হতো।[৩৯৩]

তাবেঈ আবুল আলীয়া (মৃ. ৯৩/৭১১)[৩৯৪] বলেন, "আমরা (বসরা থেকে) মদীনায় অবস্থিত সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস (লোক মারফত) শুনতে পেতাম কিন্তু মদীনা যেয়ে না শোনা পর্যন্ত কিছুতেই সান্তনা পেতাম না।"[৩৯৫]

তাবি' তাবেঈদের সময়ে এ অভিযান পূর্বাপেক্ষাও ব্যাপকতর রূপ লাভ করে। তাবেঈদের পর তাঁদেরই যোগ্য উত্তরসূরী তাবি' তাবেঈদের জামা'আত হাদীস প্রচার ও সংরক্ষণের এ মহান ব্রত পূর্ণমাত্রায় নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ করেন। তাঁরাও পূর্ববর্তীদের ন্যায় হাদীস শিক্ষাকল্পে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেন।

Zv‡eC I Zwe Zv‡eC‡'i nv'xm wndhKiY

সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় তাবেঈ ও তাবি তাবেঈগণও হাদীস মুখস্থ করণের ব্যাপারে পূর্ণ উদ্যম, উৎসাহ, অপরিসীম আগ্রহ এবং নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা মুখস্থকরণের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁদের স্মৃতিশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রখর ও নির্ভরযোগ্য।

ইমাম শা'বী (র.) বলেন, আমি কখনও সাদা কাগজে কালির দাগদেই নি, যা একবার শুনি তাই আমার হিফয হয়ে যায়। আমি কোনদিন কাউকে কোন হাদীস পুনঃ বলতে অনুরোধ করি নি।[৩৯৬]

---

392. gvÔAwidvZ Djwgj nv'xm, পৃ. ৮০৭; nv'xm msKj‡bi BwZnvm, পৃ. ৩৩২, w'dvDb Awbm mbvn, পৃ. ২৪

৩৯৩. Avj-nv'xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ১১২

394. আবুল আলীয়াঃ প্রসিদ্ধ তাবেঈ আবুল আলীয়া (র.) এর প্রকৃত নাম রফী। পিতা মিহরান। রিয়াহ্ বংশের এক মহিলার কৃতদাস ছিলেন বলে তাঁকে রিয়াহী বলা হয়। নবী (সা.) -এর ইন্তিকালের দু'বছর পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন। হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তিনি ৯৩/৭১১ সনে মারা যান। -ZvhwiKvZj ûddvh, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২; nv'x‡mi msiÿY h‡M h‡M, পৃঃ ১৮-২০

395. mbvb Av'-'v‡igx, c. 64

৩৯৬. nv'x‡Qi ZË I BwZnvm পৃ. ৭৪; nv'x‡mi msiÿY h‡M h‡M পৃ. ৪৩

প্রসিদ্ধ তাবেঈ কাতাদা (মৃ. ১১৭/৭৩৫) মুহাদ্দিস সাঈদ ইবন আরারাকে সূরা বাকারার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ শুনিয়ে বললেন, জাবির (রা.) সংকলিত সহীফা সাদিকা সূরা বাকারা অপেক্ষাও অধিক মাত্রায় আমার মুখস্থ আছে।[৩৯৭]

ইমাম যুহরী (মৃ. ১২৪/৭৪১)[৩৯৮] বলেন, "আমি যখন জান্নাতুল বাকীর দিকে যাই, তখন কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখি, যাতে বাজে কথা আমার কানে ঢুকে না পড়ে। আল্লাহর শপথ, একবার যে কথা আমার কানে প্রবেশ করে তা আমি কখনও ভুলি না।"[৩৯৯]

তাবেঈ ও তাবি তাবেঈদের মধ্য থেকে অনেকেই এরূপ প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁরা এ মেধাকে হাদীস সংরক্ষণ, মুখস্থকরণ ও এর ক্রম বিকাশে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তাঁদের অনেকেই লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে ছিলেন। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হাফিযে হাদীসের নাম নিম্নে দেয়া হলো,

১. আমর ইবন দীনার (মৃ. ১১৬/৭৩৪),
২. কাতাদা ইবন দাআমা (মৃ. ১১৭/৭৩৫),
৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামার (মৃ. ১৩৬/৭৫৩),
৪. ইবন শিহাব যুহরী (মৃ. ১২৪/৭৪১),
৫. আব্দুর রহমান ইবন কাসিম (মৃ. ১২৬/৭৪৩),
৬. আবূ ইসহাক সাবেয়ী (মৃ. ১২৭/৭৪৪), (৩৮ জন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন)।
৭. রাবীয়াতুর রায় (মৃ. ১৩৬/৭৫৩), (ইমাম মালেকের উস্তাদ)।
৮. দাউদ ইবন দীনার (মৃ. ১৩৯/৭৫৬),
৯. ইউনুস ইবন উবায়দ (মৃ. ১৩৯/৭৫৬),
১০. সালমা ইবন দীনার (মৃ. ১৩৯/৭৫৬),
১১. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (মৃ. ১৪৭/৭৬৪),
১২. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (মৃ. ১৫১/৭৬৮), (মাগাজী সম্পর্কে হাদীসের কিতাব রচনা করেন)।
১৩. আব্দুল্লাহ ইবন আওন (মৃ. ১৫১/৭৬৮),
১৪. সুফিয়ান সাওরী (মৃ. ১৬৩/৭৭৯),
১৫. আবূ যুর'আ ইবন ইয়াহইয়া বাসরী (মৃ. ১৬৪/৭৮০)
১৬. মানছুর বিন মো'তামের(১৩৬ হি.)(কূফা) (তিনি হুজ্জাত ছিলেন)।
১৭. সোলাইমান তাইমী (১৪৩হি.)
১৮. ওকাইল বিন খালিদ আইলী (১৪৩হি.) (তিনি হুজ্জাত ছিলেন)।
১৯. হিশাম বিন ওরওয়া (১৪৬হি.) (তিনি হুজ্জাত ছিলেন এবং হাদীস লিখেও ছিলেন)।
২০. ইসমাঈল বিন আবু খালেদ (১৪৭হি.)
২১. হোসাইন মুয়াল্লিম বসরী (১৪৯হি.) (তিনি হুজ্জাত ছিলেন)।
২২. মামার বিন রাশেদ (১৫৩ হি.) (তিনি হুজ্জাত ছিলেন)।
২৩. আবু জোরআ ইবনু আবু শাইবাহ (খোরাসন) (লক্ষাধিক হাদীস তার মুখস্থ ছিল) প্রমূখ।[৪০০]

---

৩৯৭. ZvixLj Kvexi wj j eLvix, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২

৩৯৮. ইমাম যুহরী : তাঁর নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবূ বকর, পিতার নাম মুসলিম। দাদার নাম শিহাব। এ সম্পর্কে তিনি ইবন শিহাব নামে প্রসিদ্ধ। ৫০/৬৭০ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৮০ দিনে তিনি কুরআন হিফয করেন। তিনি ছিলেন তাবি তাবেঈ, প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ ও ফকীহ। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। উমর ইবন আব্দুল আযীযের নির্দেশে তিনিই প্রথম হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেন। এ প্রখ্যাত মনীষী ১২৪/৭৪১ সনে ইন্তেকাল করেন; ইবনু খাল্লিকান, IqvdqZj AvBqvb, (বৈরুত: দারুস সাকাফা, ১৯৬৮) ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮; nv'x‡mi msiÿY h‡M h‡M,পৃ.৩৭-৩৯

৩৯৯. Rvwg evqvwb j Bj g, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫

Zv‡eC I Zwe Zv‡eC‡`i nv`xm wkÿv`vb

হাদীসের শিক্ষাকরণ ও হিফজ করণের ন্যায় তা শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তাবেঈ, তাবি তাবেঈদের আগ্রহ ও তৎপরতার অন্ত ছিল না। তাঁদের প্রত্যেকেই হাদীসের একজন মুআল্লিম ছিলেন। রিজালের কিতাবে এরূপ কয়েক হাজার তাবেয়ীন, তাবাতাবেয়ীনের জীবনী রয়েছে, যাঁরা আজীবন হাদীস শিক্ষায় (রেওয়ায়তে) ব্যাপৃত ছিলেন। ইবনু সায়াদ তাঁর 'তাবাকাতে' এইরূপ ......হাজার লোকের জীবনী আলোচনা করেছেন। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী তাঁর 'মারেফাতে উলুমিল হাদীস' গ্রন্থে এদের সাড়ে পাচঁ শত (৫৪১) এমন লোকের নাম করেছেন যাঁদের নিকট হাদীস শিক্ষা করাকে বরকত ও গৌরবের ব্যাপার বলে মনে করা হতো। নিচে এইরূপ কতিপয় হাদীস শিক্ষাদাতার নাম দেয়া গেল-

g`xbvq

হজরত সাইদ বিন মুসায়্যাব(মৃত ৯৪ হি.)
হজরত উরওয়া বিন জোবায়ের (৯৪ হি.)
হজরত আবু বোরদাহ বিন্ আবু মুছা আশ্আরী (১০৪ হি.)
হজরত ইকরামা মাওলা ইব্নু আব্বাছ (১০৭ হি.)
হজরত কাছেম বিন্ মোহাম্মদ বিন্ আবুবকর ছিদ্দীক (১০৭ হি.)
হজরত নাফে' মাওলা ইব্নু ওমর (১১৭ হি.)
হজরত ইব্নু শিহাব জুহ্রী (১২৪ হি.)
হজরত আবদুল্লাহ্ বিন দীনার (১২৭ হি.)
হজরত আবুজ্ জেনাদ (১৩১ হি.)
হজরত জায়দ বিন আসলাম (১৩৬ হি.)
হজরত হিশাম বিন ওর্ওয়াহ্ (১৪৬ হি.)
হজরত ইবনু আবি জে'বা
হজরত ইমাম মালেক (১৭৯ হি.) প্রমুখ

g°vq

হজরত মুজাহিদ বিন জাবার (১০৪ হি.)
হজরত আতা বিন আবি রাবাহ (১১৪ হি.)
হজরত আমার বিন দীনার (১২৬ হি.)
হজরত ইবনু জোরাইজ (১৬০ হি.) প্রমুখ

Kdvq

হজরত ইব্রাহিম নাখায়ী (৯৫ হি.)
হজরত ছাইদ বিন জোবায়ের (৯৫ হি.)
হজরত শা'বী (আমের) (১০৩ হি.)
হজরত আবু ইছহাক ছাবিয়ী (১১৭ হি.)
হজরত আ'মাশ (১৪৮ হি.)
হজরত মিছ্আর বিন কেদাম (১৫৫ হি.)
হজরত জায়েদাহ্ বিন কোদমাহ্ (১৬১ হি.)
হজরত ইমাম ছুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি.)
হজরত ছুফিয়ান বিন উয়াইনাহ্–(১৯৮ হি.) প্রমুখ

---

[৪০০]. নূর মোহাম্মদ আজমী মাওলানা, nv`x‡mi ZË I BwZnvm, ঢাকাঃ এমদাদীয়া লাইব্রেরী, তৃতীয় সং. ১৯৮৬,পৃ. ৯৬-৯৭

emivq

হজরত আবু ওছমান নাহ্দী (১০০ হি.)
হজরত কাতাদা বিন দাআমা (১১৫ হি.)
হজরত আইয়ুব ছিখ্ তেয়ানী (১৫৪ হি.)
হজরত হেশাম দস্তওয়াইহ্ (১৫৪ হি.)
হজরত ছা'ঈদ বিন আবি আরুবাহ্ (১৫৬ হি.)
হজরত ইমাম শো'বাহ বিন হাজ্জাজ (১৬০ হি.)
হজরত ইবনু আওন (১৫০) প্রমুখ[৪০১]

Zv‡eC I Zwe Zv‡eC‡'i nv'xm wjLb

সাহাবীদের ন্যায় তাবেঈ ও তাবি তাবেঈগণ হাদীস মুখস্থকরণের সাথে সাথে হাদীস লিপিবদ্ধকরণের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হন। এ দ্বিতীয় যুগে এসে বিভিন্ন কারণ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক আকারে হাদীসের লিখন কার্য শুরু হয়।

ইসলাম বিভিন্ন দেশে বিস্তৃতির ফলে অনারবদের পক্ষে হাদীস সংরক্ষণের জন্য শুধু স্মৃতি শক্তির ওপর নির্ভর করা সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু হিজরি প্রথম শতকের মধ্যভাগ হতে ইসলামী উম্মাহর মাঝে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়সহ অনেক নতুন নতুন বাতিল ফিরকার উদ্ভব হতে শুরু করে। তৎকালীন সময়ে সামগ্রিকভাবে হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলিত না থাকার কারণে তারা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের মতামতকে হাদীসের আলোকে প্রমাণসিদ্ধ করার জন্য জাল হাদীস তৈরি করে তা রাসূলের হাদীস বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। এভাবে তারা বহু মিথ্যা হাদীস সমাজে প্রচলন করতে সমর্থ হয়।[৪০২] শিয়াদের সর্বপথম হাদীস জালকারী মুখতার ইবন আবূ উবায়দ কূফায় আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা.) সাথে সাক্ষাতকালে জনৈক মুহাদ্দিসকে বলেছিলেন, "আমার জন্য রাসূলের নামে এমন কিছু হাদীস রচনা করে দাও, যা থেকে প্রমাণিত হবে যে, আমি তার পরেই খলীফা হবো।"[৪০৩]

এ সকল কার্যক্রম দেখে তখন আশংকা হচ্ছিল যে, সত্য হাদীসগুলোও মিথ্যার সয়লাবে ভেসে যায় কি-না। তাই তীব্র প্রয়োজন দেখা দিল একটি গ্রহণযোগ্য নীতিমালার অধীনে অর্থাৎ সনদ সহকারে হাদীস সংকলন করার।

এহেন পরিস্থিতিতে উমাইয়্যা খলীফা উমর ইবন আব্দুল আযীয (র.) হাদীসের বিরাট বিক্ষিপ্ত সম্পদ অনতিবিলম্বে সংগ্রহ, সংকলন ও তা সুবিন্যস্ত করণের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদীস লিখার জন্য সরকারি লিখিত ফরমান পাঠান। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলনে ব্রতী হও।"[৪০৪]

মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবূ বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন হাযমকেও (মৃ. ১১৭/৭৩৫ হি:) এ মর্মে লিখে পাঠান যে, রাসূলের হাদীস তাঁর সুন্নাত কিংবা উমরের বাণী বা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায় তার প্রতি

[৪০১]. নূর মোহাম্মদ আজমী মাওলানা, nv'x‡mi ZË I BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
[৪০২]. মুশতাক আহমদ, nv'x‡mi msKjb: †cwÿZ I cwµqv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২
[৪০৩]. nv'xm kv¯¿ I Zvi µgweKvk, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
[৪০৪]. ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪; gKÏgv Zvbweiæj nvIqwjK, পৃ. ২; Avm-mbvn KvejvZ Zv' fxb,পৃ. ৩২৯

দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্য লিখে লও। কেননা আমি "ইলমে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান এবং হাদীস সম্পদের বিলুপ্তির আশংকা বোধ করছি।"[৪০৫]

উমর ইবন আব্দুল আযীয (র.) ইমাম যুহরী (মৃ. ১২৪/৭৪১) কেও বিশেষ ভাবে হাদীস সংকলনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র) নিজেই বলেন, খলীফার আদেশ পেয়ে আমরা হাদীসের বিরাট বিরাট গ্রন্থ লিখে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। তিনি রাজ্যের প্রতিটি প্রদেশে এক এক খানি গ্রন্থ পাঠিয়ে দেন।[৪০৬]

খলীফা উমর ইবন আব্দুল আযীয (র.) হাদীস সংগ্রহ কার্যে আলিমদেরকে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে মাথাপিছু একশ' দীনার হারে মাসিক সম্মানীর ব্যবস্থা করেন।[৪০৭] ফলে হাদীস সংগ্রহে তাদের মাঝে ব্যাপক উদ্যম সৃষ্টি হয়। ইমাম মালিক (র.) বলেন, সর্ব প্রথম যিনি হাদীস সংকলন করেন তিনি হলেন ইবন শিহাব যুহরী (র)।[৪০৮] ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেন, সর্ব প্রথম হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ করেন রুবাঈ ইবন সুবাই (মৃ. ১৬০/৭৭৬) ও সা'দ ইবন আবূ আরূরা (মৃ. ১৫৬/৭৭২) এবং আরো অনেকেই। তাঁরা হাদীসের প্রত্যেকটি অধ্যায়কে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করেন।[৪০৯]

ইমাম মাকহুল (মৃ. ১২৪/৭৪১)[৪১০] গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ার পূবেই কিতাবুস সুনান নামে হাদীসের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আবার সুয়ুতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) বলেন, ইমাম শা'বী (মৃ. ১০৪/৭২২) একই বিষয় সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্রে সংকলন করার কাজ করেন সর্ব প্রথম।[৪১১]
সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করে এ মতপার্থক্যকে এ ভাবে নিরসন করা যায় যে, মদীনায় ইবন হাযম, সালিম ও যুহরী প্রথম হাদীস সংকলন করেন। আর অধ্যায় ভিত্তিতে হাদীসের গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ করেন ইমাম শা'বী সহ অন্যান্য কূফার মুহাদ্দিসগণ।

wØZxq h‡M wjwLZ KwZcq nv'x‡mi wKZve

তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থ ঐতিহাসিক ইবনুন নাদীম (মৃ. ৩২৬) তার আল ফিহরিস্ত নামক গ্রন্থ-পরিচিতি কিতাবে দ্বিতীয় শতাব্দিতে রচিত প্রায় অর্ধশত হাদীসের কিতাবের নামে উল্লেখ করেছেন। নিচে ওগুলোর মধ্যে কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা হল :

১. কিতাবুছ ছুনান-ইমাম মকহুল শামী (মৃ. ১১৬ হি.)
২. কিতাবুল ফরায়েজ-আবু হিশাম মুগিরা ইবনে মাকছাম (মৃ. ১৬৩ হি.)
৩. কিতাবুছ ছুনান-ইমাম আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ (মক্কায়) (মৃ. ১৫০ হি./৭৬৭)
৪. কিতাবুছ ছুনান-ছাঈদ বিন আবি আরূবা (মৃ. ১৫৭ হি.)

---

[৪০৫]. mnxn Avj-eLvix, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬, AvZ-ZvevKvZ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; Avj-nv'xm Iqvj gnwÏmb,পৃ. ২৪৪; ZwiLm mMxi wjj eLvix, পৃ. ১০৫, সুনান দারেমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬, eûmb dx ZvixwLm mbvn Avj-gkvi ivdv, পৃ. ২৩১; Avm-mbvn KvejvZ Zv' fxb, পৃ. ৩২৯

[৪০৬]. ড. তাকী উদ্দীন নদভী, gnwÏmx‡b Bhvg Avl i DbKx Bjwg Kvibvgx, (আযম গড়, ১৯৯৫) পৃ. ৪২; Rwg evqwbj Bjg, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬; Avm-mbvn KvejvZ Zv' fxb, পৃ. ৩৩২, nv'xm msKj‡bi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

[৪০৭]. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ নু'মানী, Beb gvRv Avl i Bjwg nv'xm, (করাচীঃ নূর মুহাম্মদ আসাহহুল মাতাবি, তাবি) পৃ. ১৫৪; Bmjvgx wek‡Kvl, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬

[৪০৮]. Rwg evqwbj Bjg, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬; ûwjqvZj Avlwjqv, (মিসর ১৩৫১/১৯৩২), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩

[৪০৯]. Zvbexiæj nvlqwjK gKvÏgv, পৃ. ৬

[৪১০]. মাকহুলঃ ইমাম মাকহুল খ্যাতনামা তাবেঈ এবং সিরিয়ার অনন্য মনীষী ছিলেন। হিজরী ১ম শতকে তিনি কিতাবুস সুনান ও কিতাবুল মাসায়িল নামে হাদীস ও ফিকহের দু'খানি গ্রন্থ রচনা কনের। তিনি ১১৬ বা ১১৮ হিজরিতে মারা যান। (Avj-we'vqv Iqvb wbnvqv, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭; nv'x‡mi msiÿY h‡M h‡M, প্রগুক্ত, পৃ. ৪৬)

[৪১১]. Zv'ixei ivex, পৃ. ২৪, মাওঃ মুশতাক আহমদ, nv'x‡mi msKjb: †cwÿZ I cwµqv, পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৫. কিতাবুছ ছুনান-ইবনু আবি জে'ব (মৃ. ১৫৯ হি.)
৬. কিতাবুছ ছুনান-ইমাম আওজা'ঈ (সিরিয়ায়) (মৃ. ১৫৯ হি./৭৭২)
৭. কিতাবুল জামে'উল কবীর-ইমাম ছুফিয়ান ছাওরী (কুফায়)(মৃ. ১৬১ হি./৭৭৭)
৮. কিতাবুল জামে'উছ ছগীর- ঐ
৯. কিতাবুছ ছুনান-জায়েদা বিন কোদামা ছকফী (মৃ. ১৬১ হি.)
১০. কিতাবুল জোহদ- ঐ
১১. কিতাবুল মানাকিব- ঐ
১২. কিতাবুছ ছুনান-ইমাম হাম্মাদ বিন ছালেমা (মৃ. ১৬৫ হি.)
১৩. কিতাবুল মাগাজী-আবদুল মালিক বিন মোহাম্মদ বিন আবু বকর বিন হাজম (মৃ. ১৭৬ হি.)
১৪. কিতাবুছ ছুনান-ইমাম আবদুল্লাহ বিন মোবারক (খুরাসনে) (মৃ. ১৮১ হি.)
১৫. কিতাবুজ জোহদ- ঐ
১৬. কিতাবুল বিররে ওয়াছছেলাহ- ঐ
১৭. কিতাবুছ ছুনান-আবু ছাঈদ ইয়াহয়া বিন জাকারিয়া বিন জায়েদা (মৃ.১৮৩ হি.) ইনি মাদায়েনের কাজী ছিলেন।
১৮. কিতাবুছ ছুনান-হুশাইম বিন বশীর (ওয়াসত) (মৃ. ১৮৩ হি./৭৯৯)
১৯. কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুছ ছালাত, কিতাবুল মানাছিক-ইমাম ইছমাঈল বিন উলাইয়া (মৃ.১৯৩ হি)
২০. কিতাবুছ ছুনান-ওয়ালিদ বিন মুছলিম (মৃ. ১৯৪ হি.)
২১. কিতাবুল মাগাজী- ঐ
২২. কিতাবুছ ছুনান-মুহাম্মদ বিন ফোজইল বিন গোজওয়ান (মৃ. ১৯৫ হি.)
২৩. কিতাবুজ জোহদ- ঐ
২৪. কিতাবুছ ছিয়াম- ঐ
২৫. কিতাবুদ দো'আ- ঐ
২৬. কিতাবুছ ছুনান-ইমাম ওয়াকী বিন জাররাহ (মৃ. ১৯৭ হি.)
২৭. কিতাবুল মানাছিক, কিতাবুল ছালাত, কিরা'আত-ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইছহাক আজরক (মৃ.১৯৫ হি)
২৮. কিতাবুল খারাজ-ইমাম ইয়াহয়া বিন আদম (মৃ. ২০৩ হি.) এটি প্রকাশিত
২৯. কিতাবুল ফারায়েজ-ইমাম এজীদ বিন হারুন (মৃ. ২০৬ হি.)
৩০. কিতাবুছ ছুনান-ইমাম আবদুর রাজ্জাক বিন হুমাম ছন'আনী (মৃ. ২১১ হি.)
৩১. কিতাবুল মাগাজী- ঐ [৪১২]

এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় যুগে আরো অনেক কিতাব লেখা হয়েছে, যথা:

১. আল জামে-ইমাম মা'মার বিন রাশেদ(ইয়ামানে) (মৃ. ১৫১ হি.)
২. কিতাবুল মাগাজী-আবু মা'শার নজীহ ছিন্দী (মৃ. ১৭০ হি.)
৩. কিতাবুল জম্মল মালাহী-ইবনু আবিদ্দুনয়া (মৃ. ১৮০ হি.)
৪. মুওয়াত্তা-ইমাম মালেক (মদীনায়)(মৃ. ১৭৯ হি./৭৯৫)

[৪১২]. ইবনুন নাদীম, wKZvej wdnwi¯Í, বৈরুত : মাকতাবাতুল খায়্যাত, ১৯৭২ খৃ. পৃ. ৩১৪-৩২৬

৫. কিতাবুল খারাজ-ইমাম আবু ইউছুফ (মৃ. ১৮২ হি.)। এতে রাজস্ব সম্পর্কীয় বহু হাদীস রয়েছে। (প্রকাশিত)

৬. মোআত্তা-ইমাম মোহাম্মদ (মৃ. ১৮৯)

৭. মোআত্তা কবীর-আবদুল্লাহ বিন ওহব (মৃ. ১৯৭ হি:)

৮. আহওয়ালুল কিয়ামাহ-ঐ

৯. আলমুছনাদ-ইমাম শাফেয়ী (মৃ. ২২৪ হি.)

১০. কিতাবুল উম্ম-ঐ। এটা ফিকহের কিতাব হলেও এটাতে সনদ সহ বহু হাদীস রয়েছে।

১১. আল-মুছনাদ-ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (১৬২-২৪০ হি.)

দ্বিতীয় শতাব্দিতে রচিত এ সব হাদীস গ্রন্থের অধিকাংশ আজ পাওয়া না গেলেও তৃতীয় শতাব্দি পর্যন্ত এ সব গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। ইবনুন নাদীম এ সব গ্রন্থের রচয়িতাদের নিকটতম যুগের লোক ছিলেন বলে তিনি স্বয়ং এই গুলির প্রায় সবটিই দেখেছিলেন বা এ সম্পর্কে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছিলেন। তৃতীয় শতাব্দির হাদীস সংকলক মুহাদ্দিসগণ এ সকল গ্রন্থকার প্রমুখাৎ শুনে সে সব গ্রন্থের প্রায় সমস্ত হাদীসই তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত ইমাম শাফি'ঈ (র.) (মৃত ২০৪ হিজরি)-এর মুসনাদ এবং তাঁরই সংকলিত অপর গ্রন্থ মুখতালাফুল-হাদীস। ইমাম 'আব্দুর রায্‌যাক ইব্‌ন হাম্মাম আস্‌-সম'আনী (র.) এর (মৃত ২১১ হিজরি) আল-জামি'গ্রন্থ। শু'বাহ ইবনু'ল হাজ্জাজের (মৃত ১৬০ হিজরি) মুসান্নাফ। সুফিয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়নাহর (মৃত ১৯৮ হিজরি) মুসান্নাফ এবং লায়স ইব্‌ন সা'দের (মৃত ১৭৫ হিজরি) মুসান্নাফ। আর এ সকল হাদীস বিশারদগণের সম-সাময়িক হাদীসের হাফিযগণের সংগৃহীত গ্রন্থাবলি ও লিপিবদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহও দ্বিতীয় হিজরির হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ইমাম আওযা'ঈ ও হুমায়দীর (মৃত ২১৯ হিজরি) রচিত হাদীস গ্রন্থ।

এ যুগের প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থের মাঝে মুয়াত্তা ইমাম মালিক[৪১৩] ও জামি' সূফিয়ান সাওরী[৪১৪] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে ইমাম আহমাদ (মৃ. ২৪১/৮৫৫) রচিত মুসনাদ আহমাদকে দ্বিতীয় যুগের গ্রন্থের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৪১৫]

Bgvg gwjK I Zvi iwPZ gIqvËv

ইমাম মালিক[৪১৬] তিনি হচ্ছেন, আবূ 'আব্দিল্লাহ মালিক ইবনে আনাস । তিনি দারুল হিজরাত তথা মদীনার ইমাম এবং হিজাযের ফকিহগণের শিরমণি। তিনি আরবি এবং হিময়ার রাজ বংশদ্ভূত ব্যক্তি। তিনি মদীনা

---

৪১৩. মুয়াত্তাঃ ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক সংকলিত প্রাথমিক পর্যায়ের বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। খলীফা আবূ মানসূরের অনূরোধে তিনি এ গ্রন্থ সঙ্কলনে ব্রতী হন। দশ হাজার হাদীস থেকে ছাটাই বাছাই করে মোট এক হাজার সাতশ বিশটি হাদীস এবং সাহাবী ও তাবেঈদের বক্তব্য সমন্বিত করে এ গ্রন্থ রচনা করেন। এতে মারফূ হাদীস ৬০০, মুরসাল ২২২, মাওকূফ ৬১৩ এবং তাবেঈদের উক্তি রয়েছে ২৭৫টি। ইমাম শাফিঈ এক অত্যন্ত বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেছেন। nv'x‡mi msiÿY h‡M h‡M, পৃঃ ১১৬-১১৮; হানিফ গাংগুহী, hvdiæj gnvmwmjxb, (দেওবন্দঃ হানিফ বুক ডিপো, ১৩৮৯ হি.) পৃ. ৮৭-৮৮); Avj nv'xm I qvj gnwÏmb, পৃ. ২৫৫-২৫৭; AvIRvhj gvmwjK, মুকদ্দামা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০

৪১৪. জামি' সুফিয়ান সাওরী : হিজরী দ্বিতীয় শতকের বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১/৭৭৭) আল-জামি' নামে হাদীসের এক সংকলন তৈরি করেন। তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফার উক্তি আলী ইবনমুসহির মারফতে গ্রহণ করতেন এবং তাঁর সহযোগিতা ও পরামর্শে গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) এটাকে সর্বোত্তম জামি' গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেছেন। এককালে এ গ্রন্থটি হাদীসবিদদের নিকট বড়ই সমাদৃত ছিল। ইমাম বুখারী (র.) নিজেও এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। -আবূ দাউদ, wimvjv, (মিসরী ছাপা, তা.বি) পৃ. ৭; nv'xm msKj‡bi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩

৪১৫. nv'x‡Qi ZË I BwZnvm ৮১; আমীমুল ইহসান, nv'xm msKj‡bi BwZnvm, অনু. মাও. শরীফ মো. ইউসুফ, (ঢাকাঃ কুতুব খানা রাশীদিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি.) পৃ. ৩৯

মুনাওয়ারায় হিজরি ৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় লালিত-পালিত হন।[৪১৭] তিনি উত্তম ফিকহশাস্ত্রবিদ তাবি'ঈ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের যুগ লাভ করেন এবং তাঁদের নিকট গমন করে তাঁদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তিনি সর্বদা জ্ঞান অর্জনে ও সুন্নাহ সংগ্রহে কঠিন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকতেন। এরই পরিণামে তিনি আল্লাহ তা'আলার জমিনে আল্লাহর দলিল সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দলিল হিসেবে পরিগণিত হন এবং উদাহরণে পরিণত হন।[৪১৮] এ প্রসঙ্গে বলা হত, لايفتى ومالك بالمدينة -'মালিক (র.), মদীনায় জীবিত থাকাকালীন সময়ে তথায় তিনি ছাড়া আর কেউ ফাতওয়া প্রদানের অধিকার রাখে না। খলীফাগণ তাঁর পদমর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তাঁরা তাঁর নিকট উপঢৌকনসরূপ দিরহাম পেশ করেন।

একদা খলীফা মনসূরের মদীনার গভর্নরের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর তখন তিনি তাঁকে বিবস্ত্র করে সত্তরটি বেত্রাঘাত করেন।[৪১৯] এ খবর যখন খলীফা মনসূরের নিকট পৌঁছে তখন তিনি তাঁর গভর্নরের ওপর ক্ষিপ্ত হন এবং তাকে পদচ্যুত করেন। অতঃপর তাকে উটের গদিতে বসিয়ে বাগদাদ নিয়ে আসেন। পরবর্তী হজ্জের মৌসুমে খলীফা মনসুর ইমাম মালিক (র.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিকট ওযর পেশ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁর সাথে ধর্মীয় অনেক বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁর নিকট বিশুদ্ধ হিসেবে গৃহিত হাদীসসমূহকে একত্রিত করে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশ করে জনগণের জন্য প্রস্তুত করার অনুরোধ জানান । এতে ইমাম মালিক (র.) অপারগতার 'ওযর পেশ করেন, কিন্তু খলীফা তাঁর এ ওযর গ্রহণ করেন নি। এরপর তিনি হাদীস ও ফিকহের ওপর তাঁর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থ সংকলন করেন। এর পরবর্তী হজ্জের মৌসুমে মাহদী (মনসুরের পুত্র) ইমাম মালিক (র.)এর নিকট আগমন করে তাঁর নিকট থেকে আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থ শ্রবণ করেন এবং তাঁকে পাঁচ হাজার দীনার এবং

---

[৪১৬]. ইমাম মালিক : মালিক ইবন আনাস (র.) ৯৩/৭১১ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নয়শ শিক্ষা গুরু হতে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে তিনশত জন তাবেঈ এবং ছয়শ তাবি'-তাবেঈ ছিলেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল তেরশ। তন্মধ্যে চার-পাঁচ জন ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন নিজ নিজ এলাকার যুগবিদ্বান। ইমাম শাফিঈ বলেন, যে ব্যক্তি হাদীস শিখতে চায় সে ইমাম মালিকের কাছে ঋণী হবে। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাবিঈদের পরে আমার নিকটে ইমাম মালিকের চেয়ে অধিক মহান ও নির্ভরযোগ্য, হাদীসের ব্যাপারে অধিক বিশ্বস্ত ও দুর্বল হাদীস কম বর্ণনাকারী আর কেউ নেই। তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সেই ফাতাওয়া দেয়ার যোগ্য হন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। (হাদীসের সংরক্ষণ যুগে যুগে পৃ. ১০৭-১১৬। মাওঃ মোঃ যাকারিয়া কানদাহলভী, gKvÏvgv AvIRvhj gvmwjK, (মক্কা : আল-মাকতাবাতুল ইমদাদীয়া, তা.বি) ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-১৯; মুহাম্মদ আবূ যাহু, ZvixLj gvhwne Avj-Bmjwgqv wdm wmqvmv Iqvj AvKvB' Iqv ZwiwKj gvhwne Avj-wdKwnq¨v, (কায়রোঃ দারুল ফিকর আল-আরাবী) পৃ.৩৬৬

[৪১৭]. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

مولد مالك على الاصح في سنة ثلاث وتسعين عام موت انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم

(দ্রঃ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, wmqviæ AvÕjwgÕb-bevjv, বৈরুতঃমুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, একাদশ সংস্করণ ১৯৯৬/১৪১৭হি.) ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৯। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, mxqviæ AvÕjwgÕb-bevjv, ৮ম খণ্ড, পৃ.৪৮-১৩৫; ইমাম নববী, Zvnhxe AvmgvBÕj-jMvn, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৯; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, ZvevKvZÕj-ûddvh, বৈরুতঃদারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪/১৪১৪হি. পৃ. ৯৬-৯৭; ইবন কাসীর, Avj we'vqv Iqvb wbnvqv, বৈরূত : দারু ইহইয়ায়ুত্তুরাসুল আরবী, ১ম সং. ১৪১৭/১৯৯৭ ১০ম খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৫; আবু নু'আইম আল-ইস্পাহানী, wnwjqvZj-AvDwjqv, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১৬; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, Avj-ÔBevi, বৈরুতঃ দারুল ফিকির, তা.বি ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, ZvhwKivZÕj-ûddvh, বৈরুতঃদারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা.বি ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮-২১৩)

[৪১৮]. ইমাম শাফি'ঈ বলেন, مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعن

দ্রঃ ইব্ন হাজর 'আসকালানী, ZvnhxeÕZ-Zvnhxe,(বৈরুতঃদারুল ফিকির, ১ম সংস্করণ ১৯৯৫/১৪১৬হিজরী) ৮ম খণ্ড,পৃ. ৯

[৪১৯]. মদীনার এ গভর্ণরের নাম, সুলায়মান ইব্ন জা'ফর। বেত্রাঘাতে তাঁর পৃষ্টদেশ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তিনি পিঠ থেকে রক্ত মুছে মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করেন এবং বলেন, যখন সা'ঈদ ইবনু'ল মুসায়্যাবকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল তখন তিনিও এরূপ করেছিলেন।

(দ্র. আব্দুল করিম ইবন মুহাম্মাদ সাম'আনী, Avj-Avbmve, বৈরুতঃ দারুল ফিকির, ১ম সংস্করণ ১৯৯৮/১৪১৯হিজরি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪)

তাঁর শিষ্যদের জন্য এক হাজার দীনার প্রদানের হুকুম দেন। এর অব্যবহিত পরেই খলীফা মনসূর ইন্তেকাল করেন এবং ইরাকবাসীগণের ফিকহী মতামত ইমাম মালিকের ফিকহী মতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও খলীফা হারূনুর রশীদ এবং তাঁর পুত্রগণকে হিজায গমন করে ইমাম ইমাম মালিক (র.) এর নিকট থেকে মুওয়াত্তা গ্রন্থ শ্রবণ থেকে বিরত রাখেন নি; বরং তারা তা শ্রবণ করেন এবং অধিকভাবে শ্রবণ করেন। ইমাম মালিক (র.) প্রাথমিক পর্যায়ে ধনহীন ব্যক্তি ছিলেন। অতঃপর তাঁর প্রতি যখন খলীফাগণের দান অধিকহারে শুরু হয় তখন তাঁর অবস্থা সুপ্রসন্ন হয়। তাঁর ওপর আল্লাহ প্রদত্ত এ নিয়ামতের প্রকাশ ঘটাতে থাকে। এ সময় তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং নিজের সম্পদে তাঁদের শরীক করতে থাকেন। এ ধরনের 'আলিমগণের মধ্যে ইমাম শফি'ঈ (র.) হচ্ছেন অন্যতম।

তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির মধ্যে দানশীলতা, মহানুভবতা, হাস্যোজ্জলতা, মহত্ত্বতা, জ্ঞানের গভীরতা ও বিনম্রতা ছিল উল্লেখযোগ্য। রাসূলের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল বর্ণনাতীত।[৪২০] এমনকি মদীনার ভূখণ্ডে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দেহ মোবারক শায়িত রয়েছে বলে তিনি মদীনায় কোন সওয়ারীর ওপর আরোহণ করতেন না। ইমাম মালিক (র.) হিজরী ১৭৯ সালে মদীনায় ইন্তিকাল করেন এবং জান্নাতুলবাকী' গোরস্থানে সমাহিত হন।[৪২১]

g I qvËv iPbv

ইমাম মালিক (র.) হাদীসের এই গ্রন্থখানি সংকলন করেন আব্বাসী খলীফা আল-মনসুর-এর আদেশক্রমে। মুহাম্মাদ আবূ যাহু নামক এ যুগের একজন মিসরীয় গ্রন্থ প্রণেতা লিখেছেন,

طلب ابو جعفر المنصور الخليفة العباسى الى الامام مالك ان يجمع ماثبت لديه ويدونه فى كتاب ويؤطئه للناس فئالف كتابه هذا وسماه الموطاء-

আব্বাসীয় খলীফা আবূ জাফর আল-মনসুর ইমাম মালিক (র.) কে ডেকে বললেন, তিনি যেন তাঁর নিজের নিকট প্রমাণিত ও সহীহরূপে সাব্যস্ত হাদীসসমূহ সংকলন ও একখানি গ্রন্থাকারে তা প্রণয়ন করেন এবং এটাকে যেন তিনি লোকদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার জন্য নির্দিষ্ট করেন। অতঃপর তিনি তাঁর এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এর নাম নির্দিষ্ট করেন 'আল-মুওয়াত্তা'।[৪২২]

'মুওয়াত্তা' গ্রন্থের ধারা এভাবে সাজানো হয়েছে যে, প্রথমে রাসূলে করীম (স.) এর হাদীস–কথা বা কাজের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার পর ওটাতে সাহাবায়ে কিরামের কথা এবং তাবেঈদের কুরআন-হাদীসভিত্তিক ফতোয়াসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।[৪২৩]

ইমাম মালিক (র.) এই গ্রন্থখানি প্রণয়নে অপরিসীম শ্রম-মেহনত ও অমলিন ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিয়োগ করেছিলেন। ইমাম সুয়ূতী ইবনুল হুবাব-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন,

ان مالكا روى مائة الف حديث جمع منه الموطا عشرة الاف ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويخبرها بلاثار والاخبار حتى رجعت الى خمسمائة-

ইমাম মালিক (র.) প্রথমে এক লক্ষ হাদীস বর্ণনা করেন। তা হতে দশ হাজার হাদীসের সমন্বয়ে 'মুয়াত্তা' গ্রন্থ সংকলন করেন। অতঃপর তিনি একে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে যাচাই করতে থাকেন। সাহাবীদের

---

৪২০. wgdZvûm mbvn, পৃঃ ২৩

৪২১. ইবন সা'দ ইমাম মালিকের মৃত্যু সাল সম্পর্কে মুস'আব আয-যুবায়রী থেকে বর্ণনা করেন,
انى احفظ الناس لموت مالك، مات في صفرسنة تسع وتسعين ومائة (দ্রঃ ইব্ন হাজর 'আসকালানী, ZvnhxeóZ-Zvnhxe, বৈরুতঃ দারুল ফিকির, ১ম সংস্করণ ১৯৯৫/১৪১৬হিজরী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯)

৪২২. আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবা আদদিনূরী, Avj Bgvgvn I qvmwmqvmvZ whK‡i gvbmi (বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি), পৃ. ১০১, ১০৯

৪২৩. মুহাম্মদ আবূ যাহু, Avj-nv'xm I qv j-gnvÏxmb (বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল 'আরাবী, ১৯৯৪/১০১৪হি.),পৃ. ১০১- ১৯৭

আ'সার ও অন্যান্য খবর-এর ভিত্তিতেও এর পরীক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত এতে মাত্র পাঁচশত হাদীস সন্নিবেশিত করেন।[৪২৪]

ইমাম সূয়ূতী আতীক ইবনে ইয়াকুবের সূত্রে নিম্নোক্ত বর্ণনাও উদ্ধৃত ,করেছেন, وضع مالك الموطا نحو من عشرة الاف حديث فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقى منه هذا ইমাম মালিক প্রায় দশ সহস্র হাদীসের সমন্বয়ে 'মুয়াত্তা' রচনা করেন। অতঃপর তিনি এর ওপর প্রত্যেক বছর দৃষ্টি দিতে ও যাচাই করতে এবং এটা হতে হাদীস প্রত্যাহার করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বর্তমান আকারে এটা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।[৪২৫]

এই গ্রন্থ প্রণয়ন চুড়ান্তভাবে সম্পূর্ণ করতে ইমাম মালিকের পূর্ণ চল্লিশটি বছর সময় লেগেছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, قالوا انه مكث فى تاليفه اربعين سنة كاملة ينقحه ويهذبه-
মুহাদ্দিসগণ বলেছেন , ইমাম মালিক এই গ্রন্থখানি প্রণয়নে পূর্ণ চল্লিশটি বৎসর অতিবাহিত করেছেন। এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি এটাকে যাচাই ও বাচাই করছিলেন এবং এটাকে সুসংবদ্ধরূপে সজ্জিত, নির্ভুল ও শৃংঙ্খলিত করতে ব্যস্ত ছিলেন।[৪২৬]

এ গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে ইমাম মালিক নিজেই বলেছেন,

عرضت كتابى هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم وطانى عليه فسميته الموطاء-

আমার এ কিতাবখানা আমি মদীনায় বসবাসকারী সত্তর জন ফিকাহবিদ-এর সম্মুখে পেশ করেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই এর জন্য আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। এই কারণে আমি এর নাম রেখেছি 'মুয়াত্তা'।[৪২৭]

Bgvg Awng' Beb nv¤j I Zvi gmbv‡' Avng'

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) ইলমে হাদীসে এক অনন্য সাধারন ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ও সুদক্ষ মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হচ্ছে, আবূ 'আব্দিল্লাহ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল আশ-শায়বানী (র.)। তাঁর মাতা তাঁকে গর্ভে ধারণ করে মারব শহর থেকে যাত্রা করেন এবং ১৬৪ হিজরি সালে বাগদাদে গিয়ে তাঁকে প্রসব করেন।[৪২৮] প্রথমে তিনি ইমাম আবু ইউসুফের মজলিসে শরীক হতে শুরু করেন । পরে হিজরি ১৮৭ সনে তিনি হাদীস শিক্ষায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন হাদিস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম জাহানের সবকটি শহর ও অঞ্চল সফর করেন।

প্রথমে বাগদাদের মুহাদ্দিসদের নিকট হতেই তিনি হাদিস শিক্ষা করতে শুরু করেন । এ পর্যায়ে তাঁর হাদীসের উস্তাদ হচ্ছেন হুশাইম ইবনে বশীর ইবনে আবু হাযেম (মৃ. ১৮৩ হিজরি) । তাঁর খিদমতে তিনি একাদিক্রমে চার বছর পর্যন্ত অবস্থান করেন ১৬ বৎসর বয়স হতে ২০ বৎসর পর্যন্ত (১৭৯-১৮৩) । এই সময়ে তিনি বাগদাদের অপর একজন মুহাদ্দিস উমাইর ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে খালিদ হতে যথেষ্ট সংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী ও আবূ বকর ইবনে আইয়াশ নামক অপর দুইজন মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শিখেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৬ হিজরি সনে তিনি হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেন। প্রথমে বসরা গমন করেন, তারপর হিজায উপস্থিত হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইয়েমেন ও কূফা শহরে তিনি পরপর পাঁচবার উপস্থিত হন। কোন কোন বার তথায় তিনি ক্রমাগতভাবে তিন চার মাস করে অবস্থান করেন। হিজাযেও তিনি পাঁচবার গমন করেছেন। বিদেশে এইসব সফরের মূলে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করা

---

৪২৪. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ূতী, gKvÏvgvZ Zvbexiæj nvIqvjK kiwnj gIqvËv Bgvg মালিক, (মিসর : আল মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৮৯হি./১৯৬৯) পৃ. ৭

৪২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৪২৬. মুহাম্মদ আবূ যাহু, Avj-nv'xm Iqvj-gnvÏxmb (বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল 'আরাবী, ১৯৯৪/১০১৪হি.) পৃ. ২৪৬

৪২৭. gKvÏvgvZ Zvbexiæj nvIqwjK kiwnj gIqvËv Bgvg gwjK পৃ. ৭

৪২৮. ইবন হাজার 'আসকালানী, ZvnhxeÔZ-Zvnhxe, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭-৯৮; wmqviæ AvÔjwgÔb-bevjv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৭৯

ইমাম আহমদ হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের অভিযানে প্রথম হতেই একটি নীতি পালন করে চলতেন। তা হচ্ছে হাদীস শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে লিখে নেয়া।

তিনি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করতেন না বরং যাই শুনতে পেতেন তাই কাগজের ওপর লিখে নেয়া ছিল তাঁর স্থায়ীভাবে অনুসৃত নীতি।

তাঁর শ্রুত হাদীসসমূহ তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থই থাকত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোন হাদীস স্বীয় পাণ্ডুলিপি না দেখে কখনো বর্ননা করতেন না । কেউ কোন হাদীস সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলে তা স্মরণ ও মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও স্বীয় কিতাবে এটার সন্ধান করতেন ও তা সম্মুখে পড়ে শোনাতেন । তিনি যখন কাউকে হাদীস লিখাতেন তখন হাদিস লিখিত হওয়ার পর তাঁকে বলতেন, যা লিখেছ তা পড়ে শোনাও । এর মূল লক্ষ্য থাকত যে, হাদীসের ভাষা ও শব্দে যেন কোনরূপ পার্থক্য হতে না পারে ।

তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের হাদীস বিশারদগণের ইমাম। ধারণা করা হয় যে, তিনি তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এত হাদীস জমা করেছেন যে, তা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর শিষ্যগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর একান্ত অনুসারী। ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর মিসর যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করেন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,[৪২৯]

خرجت من بغداد وما خلّفت بها اتقى ولا افقهَ من ابن حنبلٍ

"আমি বাগদাদ থেকে বের হয়ে পড়ি এবং তথায় ইবন হাম্বল (র.) থেকে অধিক মুত্তাকী এবং অধিক ফিকহশাস্ত্রবিদ আর কাউকে ছেড়ে আসি নি।"

কুরআন চিরন্তন[৪৩০] (خَلْقُ القُرْان) মতের স্বীকৃতি প্রদানের প্রতি তাঁকে আহবান জানান হয়, কিন্তু তিনি এ আহবানে সাড়া দেন নি। ফলে তিনি প্রহৃত ও বন্দি হন। তবুও তিনি এ মতের অস্বীকৃতির ওপর দৃঢ় থাকেন।[৪৩১] এ ঘটনা খলিফা আল-মু'তাসিম-এর আমলে ২২০ হিজরি সালের রমযান মাসের শেষ দশকে সংঘটিত হয়েছিল। হাদীসবিদগণের একটি উত্তম দল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী এবং মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নায়সাপূরী, আবু দাউদ। তাঁর জীবনকালের শেষ প্রান্তে জ্ঞান ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না।

ইমাম আহমদ (র.) ছিলেন সুন্দর মুখমণ্ডল ও মধ্যম আকার-আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি মেহেন্দি দ্বারা খেযাব করতেন, লাল খেযাব করতেন না। তাঁর স্বল্প সংখ্যক দাঁড়ি কৃষ্ণ বর্ণের ছিল।[৪৩২] ইমাম আহমদ ২৪১ হিজরি সালের রবি'উল-আওয়্যাল মাসের ১২ তারিখে জুমু'আর দিবসের সূর্যোদয়ের পর মুহূর্তে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় অসংখ্য লোক শরিক হন। তাঁকে বাবু হারব (بلب حرب) গোরস্থানে দাফন করা হয়।[৪৩৩] তিনি দু'জন সম্ভ্রান্ত পুত্র সন্তান রেখে যান। একজনের নাম সালিহ (২০৩-২৬৬ হিজরী), তিনি ছিলেন ইস্পাহানের কাযী। অপরজনের নাম আব্দুল্লাহ (২১৩-২৯০ হিজরী)। এ নাম অনুসারেই ইমাম আহমদ (র.)-এর কুনিয়্যাত ছিল আবূ আব্দিল্লাহ।

---

৪২৯. ইবন হাজার 'আসকালানী, Zvnhxe©Z-Zvnhxe, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, ZvhwKivZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২

৪৩০. 'আলী ইবনু'ল-মাদীনী বলেন, إن الله أيّد هذا الدِّينَ بابيْ بكر الصديق يوم الردة وباَحمد بن حنبل يوم المحنة (দ্র. wmqvi æ Avjwgb-bevjv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৯৬)

৪৩১. ইবন হাজার 'আসকালানী, ZvnhxeZ-Zvnhxe, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০

432. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

৪৩৩. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, ZvhwKivZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, "আমি দুশত মনীষী মাশায়েখকে দেখেছি, কিন্তু আহমদ ইবন হাম্বল (র.) এর ন্যায় কাউকেও দেখি নি"। আহমদ দারেমী বলেন "রাসূলের হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে আহমদ ইবন হাম্বল অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।" আলী বিন মাদানীও এরূপ মন্তব্য করেছেন।[৪৩৪]

وصف مسنده Zvi gmbv‡'i eYbv

ইমাম আহ্মদ বিন-হাম্বল (২৪০ হি.) সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস হতে বাছাই করে তার এই কিতাব লিখেছেন। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত 'তক্রার' বাদ মোট ৩০ ত্রিশ হাজারের মত হাদীস রয়েছে। মুসনাদসমূহের মধ্যে এটা একটি বৃহত্তর ও বিশ্বস্ততর মুসনাদ। এতে কিছু 'জয়ীফ' হাদীস রয়েছে। এ সকল 'জয়ীফ' হাদীস ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল্লাহ যোজন করেছেন বলে মুহাদ্দিসগণ মনে করেন। ইমাম-ইবনে জাওজী প্রমুখ সমালোচকগণ এর কতিপয় হাদীসের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু হাফেজ-ইবনে হাজর ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী এর খণ্ডন করেছেন। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী এ পর্যন্ত বলেছেন যে, এর জয়ীফ হাদীস পরবর্তী লোকদের 'সহীহ' হাদীস অপেক্ষাও উত্তম।

মুছনাদ পদ্ধতিতে লেখা কিতাবের শরাহ করার রীতি মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রচলিত নয়। তথাপি শেখ আবুল-হাছান সিন্দী এর এক শরাহ করেছেন বলে জানা যায়। এছাড়া মিসরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আহমদ আবদুর রহমান ছাআতী একে সুনানের নিয়মে বিষয় অনুসারে সাজিয়ে এর এক সংক্ষিপ্ত শরাহ করেছেন এবং নামকরণ করেছেন আল-ফাতহুররব্বানী। এটা বর্তমানে মিসর হতে ২২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৩৫] ইমাম আহমদ (র.)-এর মুসনাদ সুন্নাহর মৌলিক গ্রন্থাবলির মধ্যে একটি মহান গ্রন্থ। এতে সুলাসিয়াত[৪৩৬] হাদীসের সংখ্যা প্রায় তিনশত।

[৪৩৪]. নূর মোহাম্মদ আজমী মাওলানা, nv'‡mi ZË I BwZnvm, ঢাকাঃ এমদাদীয়া লাইব্রেরী, তৃতীয় সং. ১৯৮৬, পৃ. ১০৪

[৪৩৫]. প্রাগুক্ত. পৃ. ১০৭

[৪৩৬]. সুলাসিয়াত এমন সনদ বিশিষ্ট হাদীসকে বলে, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত রাবীগণের সংখ্যা ৩ জন।

Dhaka University Institutional Repository

Aóg cwi‡”Q‘ : wnRwi ZZxq kZwã †_‡K 5g kZwã chš— nv‘xm PPv, msiÿb I msKjb

ZZxq hM (¯Y hM)

হিজরি তৃতীয় শতাব্দির দ্বিতীয় পাদ হতে পঞ্চম শতাব্দির শেষ পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দির যুগ। এ যুগে ইলমে হাদীসের অভুতপূর্ব উন্নতি-উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইলমে হাদীস একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। এর এক একটি বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত হয়। এ যুগকে হাদীস সঙ্কলনের স্বর্ণ যুগ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

পূর্বেই বলেছি যে, মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভিন্ন বাতিলী-ফিতনার উদ্ভব হওয়ার কারণে হাদীসের সনদ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যার ফলশ্রুতিতে হাদীসের সাথে সাহাবী ও তাবেঈদের ফাতাওয়া সংযোজনের বিষয়টি বাদ দিয়ে সনদ সংযোজনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। আবার বিভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তির কারণে প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁদের মতের স্বপক্ষীয় হাদীসটির গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য একাধিক সনদে হাদীসটি পেশ করার প্রবণতায় লিপ্ত হন। কারণ একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার অর্থই হল হাদীসটি সম্পর্কে অনেকেই অবগত। সুতরাং হাদীসটি আমলযোগ্য। যেমনঃ قلتان (দু'কুল্লা)[৪৩৭] -এর হাদীসটিকে প্রমাণসিদ্ধ করার জন্য ইমাম দার কুতণী ৫৪ টি সূত্র বা সনদ বর্ণনা করেছেন।[৪৩৮]

wØZxq h‡Mi gnwÏmMY me ai‡bi mb‘‡K wePvi-we‡kølY QvovB eYbv K‡i w‘‡Zb| hvPvB Gi c‡qvRb I †Zgb GKUv nZ bv| KviY,

১. তখন পর্যন্ত সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান সৃষ্টি হয় নি
২. বর্ণনাকারীদের সাথে সংশ্রবের কারণে তাঁদের পরিচিতি সম্পর্কে সাধারণভাবে সকলেই অবহিত ছিলেন।
৩. এছাড়া হাদীস বর্ণনাকারীগণ তখন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকটি নগরীতেই অবস্থান করতেন

wKš ZZxq h‡M G‡m mb‘ wePvi-we‡køl‡Yi cwZ ¸iæZ eû¸‡Y †e‡o hvq| KviY,

১. সাহাবীদের যুগ থেকে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের কারণে সনদ বা সূত্রও দীর্ঘায়িত হয়
২. ইসলাম বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করায় সকল বর্ণনাকারীর পরিচয় লাভ করা কঠিন হয়ে পড়ে
৩. খায়রুল কুরূন তথা সাহাবী, তাবেঈ ও তাবি' তাবেঈদের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বস্ততার অভাব পরিলক্ষিত হয়
৪. বাতিল মতাদর্শের অধিকারী ব্যক্তিরা নিজেদের ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জাল হাদীস বর্ণনা করল কি-না তা খতিয়ে দেখার জন্য সনদ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়

হিজরি তৃতীয় শতাব্দি ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ।[৪৩৯] এ শতকের মুহাদ্দিস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণ হাদীসের সন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করেন। মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্র খুঁজে আতি-পাতি করে ছাড়েন। এক একটি শহর এক একটি গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে বিক্ষিপ্ত হাদীসসমূহকে একত্রিত করেন। পূর্ণ সনদ হাদীসসমূহ স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন। সনদ ও বর্ণনাসূত্রের ধারাবাহিকতা এবং তার বিশুদ্ধতার

---

[৪৩৭]. দু'কুল্লা পাঁচশ কিরাব, অর্থাৎ পাঁচশ কিংবা এক হাযার বাগদাদী রতল- ইবন হাজার, dvZûj evix, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭; ইউসুফ নিন্নৌরী, gvÔAwidm mbvb, (করাচী : আল মাকতাবুল বিন্নৌরিয়া, ১ম সং, ১৪৮৩/১৯৬৪) ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০

[৪৩৮]. nv‘xm kv¯ I Zvi µgweKvk, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৪৩৯]. পূর্বোক্ত

ওপর পূর্ণমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রয়োজনে 'আসমাউর-রিজাল' এক স্বতন্ত্র জ্ঞান বিভাগ হিসেবে সংকলিত ও বিরচিত হয়। হাদীস যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের সুক্ষ্ম তত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠে। প্রখ্যাত 'সিহাহ-সিত্তাহ' এ শতকেই সংকলিত হয়।[৪৪০] এ সময়ে জনগণের মধ্যে হাদীস শিক্ষা ও চর্চার অদম্য উৎসাহ এবং বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এক একজন মুহাদ্দিসের সামনে দশ হাজার হাদীস শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকতেন। হাফিজ শামছুদ্দিন আয-যাহাবী (র.) (মৃত ৭৪৮/১৩৪৭) অষ্টম পর্যায়ের একশত ত্রিশজন মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করার পর বলেন, এদের সমপর্যায়ের বড় এক জমা'আত হাফিজে হাদীস-এর কথা উল্লেখই করলাম না। এ সময় একটি দারসে হাদীসের বৈঠকে দশ হাজার কিংবা ততোধিক দোয়াত একত্রিত হত। হাদীস শিক্ষার্থীগণ নবী করীম (সা.) এর হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন এবং এরূপ মর্যাদা সহকারেই তাঁরা এর প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য দিতেন। তাঁদের মধ্যে দুইশত লোক ছিলেন হাদীসের ইমাম। তাঁরা যেমন হাদীসের ভিত্তিতে ফাতওয়া দেওয়ার যোগ্য ছিলেন, তেমনি তাঁরা প্রকাশ্যভাবে ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ শুরুও করেছিলেন। [৪৪১]

এ যুগে হাদীসে পারদর্শী এবং তার প্রচার ও শিক্ষাদানকারী লোক মুসলিম জাহানে কত ছিলেন এর সঠিক হিসাব নির্ধারন করা সম্ভব নয়। ইমাম আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী (র.) বলেন, তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাফিয মুসলিম ইবন ইবরাহীম ফরাহীদী (মৃত ২২/৮৩৭) প্রায় এক হাজার মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এ জন্য তাঁর নিজ শহরের বাইরেও বিদেশ সফর করার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নি।[৪৪২]

হিজরি তৃতীয় শতকে মুসলিম জাহানের প্রায় সর্বত্রই হাদীসের ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে কয়েকটি অঞ্চল ছিল হাদীস সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় কেন্দ্র। খুরাসান এবং মাওয়ারা আ-নাহার ছিল এর মধ্যে অন্যতম। এ রত্নপ্রসবিনী এলাকা হাদীস এবং ফিকহশাস্ত্রে এমন মহৎ ব্যক্তিগণের জন্ম দেয় যাঁদের তুলনা ইসলামী জগতে বিরল। আল-মাকদিসী (মৃত ৩৬৯/১০০৬) এ অঞ্চলের প্রশংসায় মুখর হয়ে বলেন, এটা একটি মহামর্যাদাপূর্ণ অঞ্চল। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মহত্ত্বের অধিকারী এবং জ্ঞানী। এটা পূণ্যের খনি, জ্ঞানের আধার, ইসলামের সুদৃঢ় স্তম্ভ ও মহাদূর্গ। এখানকার শাসকগণ হচ্ছেন সর্বোত্তম শাসক এবং সেনাবাহিনী হচ্ছে উত্তম সেনাবাহিনী। এখানকার ফিকহশাস্ত্রবিদগণ ছিলে শাসকগণের সমমর্যাদা সম্পন্ন।[৪৪৩]

GB mRjv-mdjv Dei GjvKvq QqwU weï× nv'xm M‡ši msKjKMY Rb¥MnY K‡ib| Zviv n‡"Qb,

১. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী আবূ 'আব্দিল্লাহ (১৯৪/৮১০-২৫৬/৮৭০)

২. মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপূরী আবুল-হুসাইন (র.) (২০২/৮১৭-২৬১/৮৭৫)

৩. সুলায়মান ইবন আশ-'আশ আস-সিজিস্তানী (র.) আবূ দাউদ (২০২/৮১৭-২৭৫/৮৮৯)

৪. মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন ইসহাক আত্-তিরমিযী আবূ 'ঈসা (র.) (২০৬/৮২১-২৭৯/৮৯২)

৫. আহমদ ইবন 'আলী ইবন শু'আইন আন-নাসাঈ (র.) (২১৫/৮৩০-৩০৩/৯১৫)

৬. মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আবূ 'আব্দিল্লাহ (র.) (২০৯/৮২৪-২৭৩/৮৮৬)

এ যুগে হাদীসের সনদে উল্লেখিত রাবীদের ব্যক্তিত্ব, নৈতিক চরিত্র, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি ও মেধার বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ শুরু হয়। ফলে হাদীস বিজ্ঞানে 'জারহ-তা'দীল' ও 'আসমাউর রিজাল' নামে দু'টি নতুন শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এ যুগে কিছু মনীষী জারহ-তা'দীল বিষয়ে মুখ্য ভুমিকা

---

[৪৪০]. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, nv'xm msKj‡bi BwZnvm, পৃ. ৪৬০
[৪৪১]. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, ZvhwKivZj-nddvh, পৃ. ৫২৯-৫৩০
[৪৪২]. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, nv'xm msKj‡bi BwZnvm, পৃ. ৪৬৪
[৪৪৩]. হাফিয আল-মাকদিসী, AvnmvbZ-ZvKvmxg wd gvÔwidwZj-AvKvjxg, পৃ.২৯৪

পালনের কারণে ঐ বিষয়ক ইমামের (إمام الجرح والتعديل) খেতাবে ভূষিত হন। তাঁদের মধ্যে শু'বা ইবনুল হাজ্জায (মৃ. ১৬০/৭৭৬) ইয়াহ ইয়া ইবন সাঈদ আল কাত্তান, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী, আলী ইবনুল মাদিণী (মৃ. ২৩৪/৮৪৮) প্রমুখ ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য।

তাঁদের সূক্ষবিচার বিশ্লেষণ ও সনদ পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে হাদীসগুলোকে সহীহ, হাসান, যাঈফ, মুরসাল, মুনকাতি, শায ইত্যাদীতে শ্রেনিবিন্যাস করা হয়। প্রথম যুগে এ ধরনের প্রকারভেদ ছিল না। এর ফলে বহু হাদীস যা পূর্বসূরীদের নিকট প্রমাণযোগ্য ছিল, এ যুগে এসে তা প্রমাণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এ কারণেই প্রথম যুগের ফিকহ্ গ্রন্থসমূহে যে সব হাদীস দিয়ে দলিল দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে পরবর্তী গবেষকগণ দুর্বল, শায ইত্যাদি মন্তব্য করেছেন।[৪৪৪]

হিজরি তৃতীয় শতাব্দির প্রথমার্ধ থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের মধ্য থেকে সাহাবীদের আসার এবং তাবেঈদের কথাসমূহ আলাদা করে শুধু হাদীসে নববী সংকলনে প্রয়াসী হন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ দ্বারা এর শুভ সূচনা করেন। আর এ যুগে এসে এ প্রচেষ্টা আশ্চর্যজনক সাফল্য অর্জন করে। এ যুগে এসেই ইত্তিসালে সনদের ভিত্তিতে সহীহ হাদীস সংকলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সিহাহ সিত্তার ন্যায় জগতবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থগুলো এ যুগেই সংকলিত হয়।

wmnvn wmËvn cwiwPwZ

সিহাহ সিত্তাহ বলতে জগৎ বিখ্যাত ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থকে বুঝায়। এ গুলোকে একত্রে কুতুবুস সিত্তাহও বলা হয়। এর মধ্যে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের সকল হাদীসই সর্ব সম্মতভাবে সহীহ বা বিশুদ্ধ। বাকি চারটি গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীসই সহীহ। তবে সহীহ হাদীস যে শুধু এ ছয়টি কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। এর বাইরেও অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। নিম্নে এ বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

1. Ômnxûj-eLvixÕ ev ÔAvj-RwgÕÕ

ইমাম বুখারীর আল-জামি'উস-সহীহ গ্রন্থটি ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রন্থটি 'সহীহুল-বুখারী' বা 'আল-জামি'' নামে পরিচিত লাভ করেছে। এ গ্রন্থের রচয়িতা ইমাম বুখারীর আসল নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ আব্দিল্লাহ। উপাধি 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস'। পিতার নাম ইসমাঈল। বংশ পরম্পরা হলো মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ ইবন বারদিযবাহ আল-জুফী আল বুখারী।[৪৪৫] উজবেকিস্তানের বুখারা নামক অঞ্চলে তিনি ১৯৪ হি. ১৩ শাওয়াল জুমাবার জুম'আর নামাজের পর জন্মগ্রহণ করেন।[৪৪৬] জন্মস্থানের প্রতি সম্বন্ধিত করেই তাঁকে বুখারী বলা হয়। শৈশবে তিনি পিতাকে হারিয়ে মাতৃক্রোড়ে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। বুখারার মকতবে পড়ালেখা করা অবস্থায় তাঁর মনে হাদীস শিক্ষার তীব্র বাসনা জাগ্রত হয়। তাই স্থানীয় মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা আরম্ভ করেন। বাল্যকালেই তিনি ৭০ হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন বলে জানা যায়। [৪৪৭] এগার বছর বয়সে তিনি ইমাম দাখিলীর হাদীসের দারসে উপস্থিত হয়ে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।[৪৪৮] ১৬ বছর বয়সে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক ও

---

[৪৪৪] . তদেব, পৃ. ৫৮

[৪৪৫]. ইবন হাজার আসকালনী, nv'xDm mvix (রৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০/১৯৮৯) পৃ. ৬৬২ আয-যাহাবী, wmqvià AvÔjwgb bevjv, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯১

[৪৪৬]. ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান, প্রগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯০; আব্দুল মজিদ, Aw¤qvZj nv'xwmb beex, (বৈরূতঃ মুনতাসিরাতুল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, তা.বি) পৃ. ১০৮; wgdZvûm mbvn, পৃ. ৩৮

[৪৪৭]. Avj- we'vqv Iqvb wbnvqv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৫; ইউসুফ কাত্তানী, iæevBqvZj Bgwgj eLvix, (বৈরূতঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৮৪খৃ.) পৃ. ২৫

[৪৪৮]. Avj-nv'xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ৩৫৩; mxivZj Bgvg Avj-eLvix, পৃ. ৪৭

ইমাম ওয়াকীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেছিলেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করে হাদীস সংগ্রহ করেন।[৪৪৯]তিনি সিরিয়া, মিসর এবং জাযীরায় ভ্রমণ করেন। তিনি হিজাযে ৬ বছর অবস্থান করেন। তিনি হাদীস বিশারদগণের সাথে কূফা এবং বাগদাদে অগণিতবার গমনাগমন করেন।[৪৫০] তাঁর বয়স ১৮বছরে উপনীত হওয়ার পূর্বেই লোকেরা তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন শুরু করেন। তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্ধী হাদীস বিশারদ। ইবন খুযায়মা তাঁর সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন যে, আমি এ ভূপৃষ্ঠে ইমাম বুখারী (র.) অপেক্ষা রাসূল (সা.) এর হাদীস সম্পর্কে অধিক পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব আর কাউকে দেখি নি।[৪৫১] তিনি ২৫৬ হি. ঈদুল ফিতরের রাতে এশার নামাজের পর ইন্তিকাল করেন।

Avj-RwgÕDm-mnxn cYqb

ইমাম বুখারী (র.) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই এবং নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ ষোল বছর সময়ে তাঁর আল-জামি'উস-সহীহ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র.) এর উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, اخرجت هذا الكتب من نحوستمائة الف حديث – وصفته فى ست عشرسنة وجعلته حجة فيما بينى وبين الله এ খ্যাতনামা হাদীস বিশারদ অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তম্মধ্যে আস-সহীহ গ্রন্থটি সর্বত্র অধিক সমাদৃত ও খ্যাতি অর্জন করেছে। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর আল-জামি'উস-সহীহ গ্রন্থটি কোন সময়ে সংকলন কর্ম শুরু করেন তার সঠিক তারিখ জানা যায় নি। অবশ্য গ্রন্থটি সংকলন করার পর মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.), ইমাম আলী ইবন মাদায়িনী (র.) ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন এর নিকট পেশ করেন। তাঁরা সকলে গ্রন্থখানি দেখে فلستحسنوه وشهدو انه بالصحة একে খুবই পছন্দ করেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলে স্পষ্টভাষায় সাক্ষ্য দান করেন।[৪৫২] ইয়াহইয়া ইবন মু'ঈন (র.) ২৩৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (র.) ২৩৩ হিজরির পূর্বেই এ গ্রন্থটির সংকলন কাজ সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থটি সংকলন করতে তাঁর ষোল বছর সময় লেগেছিল। অতত্রব এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী (র.) ২৩ বছর বয়সে তাঁর 'আল-জামি' গ্রন্থটি সংকলন কাজ শুরু করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) এর জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে আল-জামি'উস-সহীহ। এটি সহীহ হাদীস সম্বলিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। এ সম্পর্কে আল ইরাকী বলেন,[৪৫৩]

اول من صنف فى الصحيح * محمد – وخص فى الترجيح

M‡ši bvgKiY

ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রন্থটি 'সহীহুল-বুখারী' বা 'আল-জামি' নামে পরিচিত লাভ করেছে। কিন্তু ইমাম নববী বলেন, ইমাম বুখারী (র.) এর নামকরণ করেছেন।

الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহান বাণী, জীবন বৃত্তান্ত এবং ঘটনাবলীর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত সংকলন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরে সমগ্র গ্রন্থের মাঝে এ গ্রন্থটি অধিক বিশুদ্ধ।

mnxûj-eLvix cYq‡b Bgvg eLvix (i.) Gi kZvejx

ইমাম বুখারী (র.) যে সব শর্তাবলীর ভিত্তিতে আল-জামি'উস-সহীহ সংকলন করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে -

১. হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (ধারাবাহিক) হতে হবে।

---

[৪৪৯]. Aw¤qvZj nv'xmb beex, প্রগুক্ত, পৃ. ১১১

[৪৫০]. ইবন কাসীর, জামী'উল মাসানীদ ওয়া'স- সুনান, মুকাদ্দামা, পৃ. ৭৯

[৪৫১]. আবু যাকারিয়া মহি উদ্দিন ইয়াহইয়া ইবন শারফ আন নববী, Zvnhxej Avmgv Iqvj jMvZ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০; AvZ-ZvevKvZk kwdBq¨vn, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮

[৪৫২]. Avj-nv'xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ৩৭৮

[৪৫৩]. হাফিজ সাখাভী, ফাতহুল-মুগীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

২. বর্ণনাকারী মুসলিম, সত্যবাদী হতে হবে এবং তাকে মুদাল্লিস ও মুখতালিত হওয়া চলবে না।
৩. তাকে ন্যায়পরায়ণ (আদেল) সংরক্ষরণকারী, স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, জ্ঞানী, অল্প ভুলকারী, সঠিক আকীদার অধিকারী হতে হবে।
৪. বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খকে আদেল হতে হবে।[৪৫৪]
৫. বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খকে একই যুগের হতে হবে এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে হবে।[৪৫৫]

Avj-RwgÕDm-mnxn Gi nv'xm msL¨v

ইমাম বুখারী (র.) দীর্ঘ ষোল বছর অক্লান্ত সাধনা করে ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করত তা যাচাই-বাছাই করে মুয়াল্লাক, মুতাবি এবং মওকূপ হাদীস ছাড়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হাদীস সহ মাত্র ৭৩৯৭টি বিশুদ্ধ হাদীস ও গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।[৪৫৬]

হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী উল্লেখ করেছেন যে, মুয়াল্লাক, মুতাবি এবং মওকূপ হাদীস ছাড়া পুনরুল্লেখ ব্যতিত এ গ্রন্থের মুত্তাসিল হাদীসের সংখ্যা প্রায় ২৬০২।[৪৫৭] এমন মু'আল্লাক মারফু' হাদীস যা বুখারীর কোন স্থানেই মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়নি তার সংখ্যা ১৫৯টি । অতএব, মুকাররার নয় এমন হাদীসের সংখ্যা ২৭৬১টি। আর এগুলোর মধ্যে মু'আল্লাক হাদীসের সংখ্যা ১৩৪১টি।[৪৫৮] এতে মুতাবি' এবং রেওয়ায়েতের ভিন্নতা সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সংখ্যা ৩৪৪টি। ইবন হাজার (র.) বুখারীর এমন হাদীসের সংখ্যা উল্লেখ করেন নি যেগুলি সাহাবী থেকে মওকূপ রূপে এবং তাবি'ঈ এবং তাঁদের পরবর্তীগণ থেকে মাকতু হাদীস রূপে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, মাওকূপ এবং মাকতু ছাড়া বুখারীতে মুকাররারসহ উল্লিখিত হাদীসের সংখ্যা ৯০২৮টি। এতে ১৬০টি অধ্যায়, ৩৪৫০টি পরিচ্ছেদ ও ২২টি এমন হাদীস রয়েছে যা মাত্র তিনটি মাধ্যমে ইমাম বুখারী পর্যন্ত পৌঁছেছে। পরিভাষায় এরূপ হাদীসকে সুলাসিয়াত বলে।[৪৫৯] এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা সর্ব মহলে স্বীকৃত। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমি এ কিতাবে প্রতিটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করেছি এবং দু'রাকাত নামাজ পড়েছি।[৪৬০] ইমাম নাসাঈ (র.)বলেন, ইমাম বুখারীর এ গ্রন্থে সমগ্র হাদীস গ্রন্থের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট।[৪৬১]

ইবনুস-সালাহ ও আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী এর মতে পুনরুল্লেখ সহ জামি'উস-সহীহ্ গ্রন্থের হাদীস সংখ্যা হবে ৭২৭৫। পুনরুল্লেখ ছাড়া হাদীস সংখ্যা হবে ৪০০০। এ সম্পর্কে আল্লামা নববী এর মতটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, সহীহ বুখারীতে সন্নিবেশিত সনদযুক্ত মোট হাদীস হচ্ছে সাত হাজার দু'শত পঁচাত্তর (৭২৭৫)টি। এতে পুনরুল্লেখিত হাদীসসমূহ গণ্য। আর তা বাদ দিয়ে হিসেব করলে সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার।

---

[৪৫৪]. হুদা আস-সারী, পৃ . ৯
[৪৫৫]. তারীখুস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৪৫
[৪৫৬]. সিদ্দীক হাসান খান কানুযী, Avj-wnËvn we whKwi wmnvn wmËvn, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-আরাব্যিা, ১৯৮৬) পৃ.৮৭
[৪৫৭]. gnwÏmx‡b-ÔBhvg পৃ.১২৭; এ গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যা নিয়ে আরো কিছু মতভেদ রয়েছে
[৪৫৮]. Avj nv'xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ৩৭৯
[৪৫৯]. মুহাম্মদ হাসান রহমতী, ইমাম বুখারী (র) ও সহীহ বুখারী, BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৩৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ১০৪
[৪৬০]. ZviwRgj gnwÏmxb I gvbwnRûg, তদেব, পৃ.৯১
[৪৬১]. আবু যাকারিয়া মহি উদ্দিন ইয়াহইয়া ইবন শারফ আন নববী, Zvnhxej Avmgv Iqvj jMvZ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪; gnwÏmx‡b Bhvg, তদেব, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল আযীয আল-খাওলীর মতে, ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে মু'আল্লাক, মওকূফ এবং মাকতু হাদীস উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সেগুলো তাঁর কিতাবের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি সেগুলো শুধু সাহায্যার্থে এবং ইসতিশহাদের জন্যই বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণেই এগুলোর বর্ণনা মূল হাদীস থেকে ভিন্নভাবে করেছেন, যাতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রতীয়মান হয়।

আবূ যায়িদ মারওয়াযী (র.) বলেন, আমি একবার হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীমের মাঝে শুয়ে ছিলাম। স্বপ্নে নবী (সা.) এর যিয়ারত লাভ করি। নবী (সা.) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে আবূ যায়িদ! ইমাম শাফিঈ (র.) এর দারস কবে শুরু করবে? আর শেষে আমার গ্রন্থের দারস কখন দেবে? আমি বললাম হুজুর আপনার গ্রন্থ কোনটি? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারীর আল-জামি' আস-সহীহ্ গ্রন্থটিই আমার গ্রন্থ।[৪৬২]

mnxûj-eLvixi iPbv ˆkjx, nv'xm Pqb, wewfb Ab‡"Q' I Aa¨v‡q web¨vm

ইমাম বুখারীর এ বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থটি পদ্ধতিগত, রচনা শৈলী, হাদীস চয়ন, বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়ে বিন্যাস, পূর্বাপর সম্পর্ক প্রভৃতি দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যে মুহ্যমান। ইমাম বুখারী (র.) প্রথমে শুধু হাদীস সংকলন করেন। অতঃপর সেগুলোকে সমালোচনার দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করেন, নীতিমালা প্রণয়ন করেন এবং হাদীসের স্তর নির্ণয় করেন। যে সব সহীহ ও পরম নির্ভরযোগ্য হাদীস হিসেবে সর্ব দিক দিয়ে সমালোচনার মাপকাঠিতে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে, কেবল সে সব হাদীসকেই তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। এটাই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট ও অনন্য কৃতিত্ব।[৪৬৩]

ترجمة الباب পরিচ্ছেদ শিরোনাম এ গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর মধ্য দিয়েই ইমাম বুখারীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতা ফুটে উঠেছে। এতে তিনি কখনও সংশ্লিষ্ট কুরআনী আয়াত, সাহাবী ও তাবেঈদের বক্তব্য এবং ফিকহবিদদের অভিমত উল্লেখ করে গভীর চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা সঠিক মত উদ্ভাবনে প্রয়াসী হয়েছেন।[৪৬৪] ওহী ইসলামী শরী'আতের মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং তাওহীদ এর মূল মন্ত্র। এ বিশেষ দিকটির প্রতি খেয়াল রেখে তিনি গ্রন্থটির প্রারম্ভনা করেছেন বাবুল ওহী দ্বারা এবং পরিসমাপ্তি টেনেছেন তাওহীদ বিষয়ক হাদীস দিয়ে।[৪৬৫] ইমাম বুখারী (র.) থেকে এ হাদীস গ্রন্থ প্রায় ৯০ হাজার লোক শুনেছে। বিশেষত মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-ফাররাবী (মৃ. ২৯৪হি.), ইবরাহীম ইবন মা'কাল (মৃ.৩২০হি.), হাম্মাদ ইবন শাকিরআন-নাসাবী (মৃ.২৯০হি.), এবং আবূ তালহা মানসুর ইবন মুহাম্মদ আল-বাযদুবী (মৃ.৩২৯ হি.) তাঁর এ চারজন শিষ্য থেকে পরবর্তীতে অনেকেই এ গ্রন্থ শ্রবণ করেছেন। এ গ্রন্থটির বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে ও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে এ হাদীস গ্রন্থটি যেমন মুদ্রিত হচ্ছে তেমনি অনুদিতও হচ্ছে বিভিন্ন ভাষায়। সহীহ আল-বুখারী হাদীস জগতে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম একটি হাদীস সংকলন।

---

৪৬২. ইবন হাজার আসকালানী, gKvÏvgZ dvZûj evix, (মাসাদেরুল হাদীস আসসুন্নিয়্যাহ- কিসমুল ফিকহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮) পৃ. ৫৭৭

৪৬৩. আইনী, Dg'vZj Kvix, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮; মুহামুদ হাসান রহমতী, Bgvg eLix (i.) I mnxn eLvix, তদেব, পৃ. ১০৪

৪৬৪. আব্দুস সালাম আল মুবারকপুরী, mxivZj Bgvg Avj-eLvix (মুক্কা আল মুকার্‌রামা : দারু আলিমিল ফাওয়য়েদ, ১৪২২হি.), পৃ. ১৭১-১৭২

৪৬৫. আবূ শাহবাহ, Avjvgj gnwÏmxb, (মিসরঃ দারুল কুতুব আল-আরাবী, তা.বি) c. 112

Dhaka University Institutional Repository

2. mnxn gmwjg

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু'ল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (র.) রচিত হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি সহীহ মুসলিম নামে পরিচিত। ইমাম মুসলিম (র.) ইরানের খুরাসান প্রদেশের নিশাপুর নামক স্থানে ২০৪ মতান্তরে ২০৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৬৬]

ইমাম মুসলিম ছিলেন অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন। নিশাপুর থেকেই তিনি হাদীস শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। ২১৮ হি. সনে তিনি খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ইমাম যুহালীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি ইলমে হাদীসে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র পরিভ্রমণ করেন। ইমাম বুখারী (র) সহ তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অনেক জ্ঞানপিপাসু তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। এ ক্ষণজন্মা মুহাদ্দিস ২৬১/৮৭৫ সনের ২৫ রজব রবিবার ৫৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। নিশাপুরের নাসিরাবাদ নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৬৭]

bvgKiY

ইমাম মুসলিম (র.) এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থটির নাম আস-সহীহ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে তবে কেউ কেউ এ গ্রন্থটিকে আল-জামি' বলেও অভিহিত করেন। আব্দুল আযীয (র.) এটিকে জামি' এর অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এ হাদীস গ্রন্থটিতে জামি' এর আটটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে তাফসীর বিষয়ক বর্ণনা খুবই কম হওয়ায় 'ওলামায়ে-কিরাম' এ গ্রন্থটিকে আল-জামি' বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। তবে পরবর্তী যুগের আলিমগণের মতে এতে তাফসীর বিষয়ক হাদীস কম হলেও যেহেতু তাফসীর বিষয়ক হাদীস বিদ্যমান সেহেতু এ গ্রন্থটিকে আল-জামি' বলে অভিহিত করা যায়।[৪৬৮] হাজী খলিফা এটিকে আল-জামি' বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৬৯]

mnxn gmwjg cYqb

ইমাম মুসলিম (র.) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে আছেন। জগৎ বিখ্যাত সহীহ গ্রন্থটি তাঁর অমর কীর্তি। হাদীস জগতে সহীহ বুখারীর পরেই সহীহ মুসলিমের স্থান।[৪৭০]

ইমাম মুসলিম (র.) স্বীয় ওস্তাদের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে দীর্ঘ ১৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণা করে 'আস-সহীহ' গ্রন্থটি সংকলন করেন। ইমাম তাঁর এ গ্রন্থের প্রারম্ভনায় একটি ভূমিকা সংযোজন করেছেন। যাতে সংকলনের লক্ষ উদ্দেশ্য হাদীস ও রিওয়ায়েত শাস্ত্র সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান লাভ করেছে।[৪৭১]

সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি কখন সংকলন করেন তার সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা যায় না। আল-ইরাকী এবং হাজী খলীফাহ বলেন, মুসলিম (র.) তাঁর গ্রন্থটি ২৫০ হিজরি সালে সংকলন করেছেন। ইমাম মুসলিমের

---

৪৬৬. wmqviæ AvÔjvgb bevjv, তদেব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৮: তাকী উদ্দীন নদভী, gnwÏmx‡b Bhvg,(আযম ঘাট: নশর ওয়া ইশায়াত জামি'আহ ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫) পৃ. ১৩৭

৪৬৭. Avj-we'vqv Iqvb wbnvqv, তদেব, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৪; IqwdqvZj AvBqvb, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫

৪৬৮. মিফতাহুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৭

৪৬৯. হাজী খলীফা, কাশফুয যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬

৪৭০. gnwÏmx‡b Bhvg, পৃ. ১৪৯; অবশ্য কেউ কেউ সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর উপর প্রধান্য দিয়ে থাকেন তবে তাদের এ অভিমতটি যথার্থ নয়

৪৭১. আমীমূল ইহসান, nv'xm msKj‡bi BwZnvm, তদেব, পৃ. ৫৪-৫৫

শিষ্য এবং আস-সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন সুফইয়ান নায়সাপুরী (র.) বলেন, মুসলিম (র.) আমাদের নিকট তাঁর কিতাবটির পাঠ সমাপ্ত করেছেন ২৫৭ হিজরি সালের রমযান মাসে।
ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর গ্রন্থটি প্রণয়ন সম্পন্ন করে তদানীন্তন প্রখ্যাত হাদীসের হাফিয ইমাম আবূ যর'আর নিকট পেশ করেন। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম নিজেই বলেন,[৪৭২]

عرضت كتابى هذا على ابى زرعة الرازى فكل ما اشار انه علة تركته وكل ما قال انه صحيح وليس له علة خرجته

ইমাম মুসলিম (র.) এর এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মনে করে তাঁর এ গ্রন্থে শামিল করেন নি বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়ে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকটও পরামর্শ চেয়েছেন এবং সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন কেবল তাই তিনি তাঁর এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

mnxn gmwjg- G nv'xm msKjb c×wZ

ইমাম মুসলিম (র.) কেবলমাত্র সে সকল হাদীস তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যা দু'জন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ দু'জন সাহাবা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে প্রায় সব পর্যায়ে তিনি দু'জন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর সংগৃহীত হাদীসসমূহকে একত্রিত করার পর এগুলোকে গুরুত্বানুসারে রাবী তথা হাদীস বর্ণনা কারীদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।

ক. তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ও বিশ্বস্ততার অধিকারী রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ।
খ. মধ্যম স্মরণ শক্তি ও বিশ্বস্ততার অধিকারী রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ।
গ. য'ঈফ বা দুর্বল রাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

ইমাম মুসলিম (র.) প্রথম স্তরের রাবীগণ কর্তৃক হাদীসসমূহ তার আল-সহীহ গ্রন্থে স্থান দেন এবং কখন ও কখনও মুতাবি'আত বা সহায়ক হিসেবে দ্বিতীয় প্রকারের রাবীগণের হাদীস সমূহকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তৃতীয় স্তরের রাবীগণের বর্ণিত হাদীস বর্জন করেছেন।[৪৭৩]

Avm-mnxn Mš cYq‡b kZ©v‡ivc

ইমাম মুসলিম (র.) কিছু শর্ত সাপেক্ষে হাদীসসমূহ তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।
ক. বর্ণনাকারী রাবী অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে।
খ. হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর সদা জাগ্রত অনুভূতি থাকতে হবে।
গ. তাঁর নিকট বর্ণনাকারী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত বর্ণনায় ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকতে হবে।
ঘ. সনদ বা মতনে কোন প্রচ্ছন্ন ত্রুটি থাকতে পারবে না।[৪৭৪]

mnxn gmwj‡gi ˆewkó¨

ইমাম মুসলিমের এ গ্রন্থটি স্বাতন্ত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্যসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো, সহীহ মুসলিমের রয়েছে এক মহান বৈশিষ্ট্য ও বিজ্ঞানময় পদ্ধতি। এ পদ্ধতি হল, সহীহ মুসলিম থেকে হাদীস খুঁজে বের করা সহজ। কেননা এতে ইমাম মুসলিম (র.) হাদীসসমূহকে যথাস্থানে সংস্থাপন করেছেন এবং একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসকে একত্রিত করেছেন।

[৪৭২]. তাহযীবুল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২
[৪৭৩]. আল হিত্তাহ, পৃ. ২০২; আল হাদীসুন নববী, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭
[৪৭৪]. Criticisim Of Hadith, P-119-120

পছন্দিত হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেছেন এবং তাতে নির্ভরযোগ্য সনদসমূহ ও বর্ণিত শব্দমালার উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম শুধু নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা নির্ভর হয়ে কোন হাদীসকে সহীহ মনে করে এ গ্রন্থে স্থান দেন নি। বরং প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমকালীন হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট পরামর্শ করে যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন কেবল সে ধরনের হাদীসকেই তিনি এ গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করেছেন।[৪৭৫] গ্রন্থটির বিন্যাস পদ্ধতি চমৎপ্রদ ও তা ফিকহী গ্রন্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পরিচ্ছেদের কোন শিরোনাম গ্রন্থকার সংযোজন করেন নি। পরে তা ইমাম নববী কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে। এতে তিন রাবী বিশিষ্ট হাদীস না থাকলেও চার রাবী বিশিষ্ট হাদীসের সংখ্যা আশির অধিক।[৪৭৬] মোটকথা সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহর জন্য এক মূল্যবান হাদীস সম্ভার যা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং এর ভাষ্য গ্রন্থের তালিকায় উত্তরোত্তর নতুন নতুন ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংযোজিত হচ্ছে।

Avm-mnxn-Gi nv'xm msL¨v

সহীহ মুসলিম এর হাদীস সংখ্যা নির্ধারণে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের কারণেই সংখ্যার এ পার্থক্য দেখা দিয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যার উল্লেখ করা হল।
ইমাম মুসলিম (র.) এর বিশিষ্ট শাগরিদ আহমদ ইব্ন সালিমার মতে, সহীহ মুসলিম-এ হাদীসের সংখ্যা ১২,০০০ (বার হাজার) এ প্রসঙ্গে আল্লামা যাহাবী (র.) বলেন, পুন:পুন উল্লেখিত হাদীস মিলেই এ সংখ্যা দাঁড়ায়।

হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন জুমু'আহ আবূ কুরায়শ আল-কুহসতানী এর মতে, সহীহ মুসলিম-এ মুকাররার হাদীস বাদে হাদীসের সংখ্যা ৪০০০ (চার হাজার)।[৪৭৭]

ওমর ইব্ন আব্দিল মাজীদ আল মায়্যানিশিয়্য (মৃত ৫৮১ হিজরী) এর মতে, মুকাররার হাদীসসহ সহীহ মুসলিম এ হাদীস সংখ্যা আট হাজার।[৪৭৮] আধুনিক কালের উস্তাদ মুহাম্মদ ফুশআদ আবদুল বাকীর গণনা অনুসারে মুকাররার ছাড়া হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার তেত্রিশটি। ড. খলীল মোল্লা খাতিব ও অনুরূপভাবে হাদীস গণনা করে হাদীসের সংখ্যা নিধারণ করেছেন চার হাজার ছয়শত ষোলটি। প্রাচ্যবিদ ওয়ানসাক সহীহ মুসলিম এর প্রত্যেকটি বাবের হাদীস গণনা হাদীসের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন পাঁচ হাজার সাতশত একাশিটি। কেউ কেউ বলেন এ গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যা পুনরুল্লেখ সহ ৭২৭৫টি আর পুনরুল্লেখ ব্যতিত চার হাজার মতান্তরে (৩৩৩৩) তিন হাজার তিন শত তেত্রিশটি।[৪৭৯]

3. Rwgô AvZ-wZiwghx

জামি' আত-তিরমিযী ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সারওয়াহ ইবন সাদ্দাদ ইবন ঈসা আস-সালামী আত-তিরমিযী (২০০হি.) রচিত জগতবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি জামি' আত-তিরমিযী নামে পরিচিত। ইমাম তিরমিযী (র.) তিরমিয নামক এক প্রাচীন শহরে ২০০ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান তিরমিযের প্রতি সম্বন্ধিত করেই তাঁকে তিরমিযী বলা হয়। ইমাম শিহাব উদ্দিন আল-বাগদাদী তিরমিযকে প্রসিদ্ধ এক গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন, যা সাগারিয়ান নিয়ন্ত্রিত জীহুন বা বলখ নদীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত।

---

[৪৭৫]. mnxn gmwjg, ১ম খণ্ড, তাশাহুদ অধ্যায়; Djgj nv'xm, তদেব, পৃ.২৮৯
[৪৭৬]. Avj-nv'xmb beex, পৃ. ৩৭৬; AvkÕAvZj jgAvZ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮
[৪৭৭]. ইকমালুল-মু'য়াল্লিম, পৃ. ৩০
[৪৭৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
[৪৭৯]. gKvÏvgvZ RwgDj gvmvbx' পৃ. ৯৭

গ্রামটির চার পাশে প্রাচীর বেষ্টিত এবং এর বাজার গুলোও ইট বিছানো ও সমৃদ্ধ।[৪৮০] আবার কেউ বলেছেন, তিরমিয মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার পাশে জীহুন নদীর বেলাভুমিতে অবস্থিত একটি শহর।[৪৮১] বর্তমানে তিরমিয স্থানটি উত্তর ইরানে অবস্থিত।[৪৮২] ইমাম তিরমিযী (র.) এর যুগে হাদীসের বিকাশ ও চর্চা চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তিনি বাল্যকাল হতেই ইলমে হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান অন্বেষণে উৎসুক ছিলেন। এ ক্ষেত্রে অক্লান্ত ত্যাগ ও সাধনা উপরন্তু আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ-অনুকল্পনা তাঁকে জগতবিখ্যাত মুহাদ্দিস হতে সহায়তা করেছিল। মহল্লার আলিমদের থেকে কুরআন ও হাদীসের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করত হাদীস অভিজ্ঞানে পারদর্শী ও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনের নিমিত্তে তিনি বসরা, কূফা, ওয়াসাত, রায়, খুরাসান ইরাক, মক্কা, মদীনা, হিজায, প্রভৃতি নগরী বছরের পর বছর পরিভ্রমণ করেন এবং সে সব দেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও পণ্ডিতদের থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন।[৪৮৩] তাঁর উস্তাদগণের সংখ্যা ২২০ জনের অধিক ছিল বলে জানা যায়।[৪৮৪]

AmvaviY cwZfv

ইমাম তিরমিযী (র.) ছিলেন অসাধারণ প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। কোন হাদীস একবার শুনলে সাথে সাথেই তাঁর তা মুখস্থ হয়ে যেত। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গেলে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে তিনি উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে একস্থানে তিনি মাথা নিচু করেন। সফর সংগীরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এখানে সম্ভবত বৃক্ষ রয়েছে। পরে গ্রামবাসী তাঁদেরকে অবহিত করলো যে, সত্যিই এখানে বৃক্ষ ছিল, যার শাখা-প্রশাখা এমনভাবে নিচের দিকে নুইয়ে পড়েছিল যে, পথচারীদের মাথা নিচু করে এ স্থান অতিক্রম করতে হতো। এ অসুবিধার কারণে গাছটি অনেক দিন আগেই কেটে ফেলা হয়েছে। এতে সকলে ইমাম তিরমিযীর স্মরণশক্তি দেখে অবাক হন।[৪৮৫] ইবনে হিব্বান বলেছেন, ইমাম তিরমিযী ছিলেন হাদীস একত্রিকারী, সংকলনকারী, মুখস্থকারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করতেন।[৪৮৬] ইমাম বুখারী ইমাম তিরমিযীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তুমি আমার নিকট থেকে যতটুকু উপকার লাভ করেছ আমি তোমার নিকট থেকে তদপেক্ষা অধিক উপকার লাভ করেছি। হিজরি ২৭১ সালের রজব মাসের শেষ পর্যায়ে তিনি ইন্তিকাল করেন।

Avj-Rvwgô AvZ-wZiwghx cYqb

ইমাম তিরমিযী (র.) বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কৃতজ্ঞতার পাশে দাঁড় করিয়েছেন। বিশেষ করে ইলমে হাদীসের জগতে 'আল-জামি' নামে যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা করে তিনি যে অসাধারণ অবদান রেখে গিয়েছেন তার তুলনা সত্যিই বিরল। এটি জামি'আত-তিরমিযী নামে পরিচিত। এ গ্রন্থের মধ্যে সিয়ার, আদাব, তাফসীর, আকাইদ, ফিতান, আশরাত, আহকাম ও মানাকিব সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে বলে এটি 'জামি'। অপরদিকে এ গ্রন্থকে সুনানও বলা হয় । কারণ

---

[৪৮০]. শিহাব উদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ আল-বাগদাদী, gôRvgj ej'vb, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ. ১৪১০/১৯৯০) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১

[৪৮১]. Bmjvgx wek‡Kvl, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২৭

[৪৮২]. wmqviæ Avô jwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭১

[৪৮৩]. ZvnhxeZ Zvnhxe, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭; wmqviæ Avô jwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭১

[৪৮৪]. BDmd Avj-ûmvqbx, মা'আরিফুস সুনান, (পাকিস্থানঃ মাকতাবাতুল বানুরিয়্যা, ১৩৮৩ হি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮

[৪৮৫]. nv'xm msKj‡bi BwZnvm, তদেব, পৃ. ৯২-৯৩

[৪৮৬]. ZvnhxeZ Zvnhxe, তদেব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭

এ গ্রন্থটিতে ফিকহের তারতীব অনুযায়ী তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ প্রভৃতি বিষয়গুলোকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর এ জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থখানি ইমাম আবু দাঊদ ও ইমাম বুখারীর (র.) অনুসৃত গ্রন্থ প্রণয়ন রীতি অনুযায়ী সংকলিত করেছেন। তিনি গ্রন্থটিতে ফিকহী তারতীবে (প্রথমে কিতাবুত তাহারাত, পরে সালাত...) অধ্যায় রচনা করেছেন।

এ গ্রন্থটিতে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের তুলনায় হাদীসের সংখ্যা খুবই কম এবং পুনরুক্তিও ওগুলোর তুলনায় একেবারেই কম। এতে বিশেষভাবে মানাকিব (সাহাবীদের প্রশংসা সূচক) ও তাফসীরুল কুরআন পরিচ্ছেদ দু'টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও বিস্তৃত।

Avj-Rwgô AvZ-wZiwghx Gi nv'xm msL¨v

ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর এ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় জরুরি হাদীসসমূহ সুবিন্যস্ত করেছেন। হাফিয আবূ জা'ফর ইবন জুবাই (মৃ.৭০৮ হি.) সিহাহ সিত্তাহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ইমাম তিরমিযী বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস একত্র করে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করত যে বিশিষ্টতা লাভ করেছেন, তাতে তিনি অবিসংবাদিত।[৪৮৭] এ গ্রন্থে ৪৬টি অধ্যায় এবং ২৪১৪টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এতে সর্বমোট ৩৮১২টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তম্মধ্যে পুনরুল্লেখ হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।[৪৮৮]

Rwgô AvZ-wZiwghxi cavb wKQ ˆewkó¨

এতে ফকিহগণের দলীল রূপে ব্যবহৃত হাদীসসমূহকে বিশেষভাবে স্থান দেয়া হয়েছে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ না যাঈফ, মারফূ না মাওকূফ, মাকবূল না মাতরূক সে সম্পর্কেও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। হাদীসের সনদ বিষয়ে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে; রাবী বা বর্ণনাকারীদের পরিচয় এতে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন রাবী যদি কুনিয়াত বা উপনামে প্রসিদ্ধ হয়, তবে তাঁর উপনাম আর মূল নামে প্রসিদ্ধ হলে মূল নাম উল্লেখিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কোন কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দসমূহের অর্থ ও ভাব বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এতে সনদ সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য বিধৃত হয়েছে, হাদীস বর্ণনার পর ওটার প্রকারভেদ উল্লেখ করত উক্ত হাদীসের ওপর যারা আমল করেছেন সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।[৪৮৯] সিহাহ সিত্তার মাঝে জামি' আত-তিরমিযীর স্থান ৩য় পর্যায়ে।[৪৯০]

ইমাম তিরমিযীর (র.) জামি' গ্রন্থখানি হাদীস জগতে এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। তৎকালে যুগের সর্বস্তরের মুহাদ্দিস এর প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। তাঁর এ গ্রন্থ সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী (র.) নিজেই বলেছেন, আমি এ সহীহ সনদ যুক্ত হাদীস গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে হিজাযের হাদীসবিদদের সমীপে পেশ করলাম, তারা তা দেখে খুবই পছন্দ করলেন ও সন্তোষ প্রকাশ করলেন। অতঃপর গ্রন্থখানিকে খুরাসানের হাদীস বিশারদদের খেদমতে পেশ করলে তাঁরাও এতে তুষ্ট হন এবং এর প্রশংসা করেন।[৪৯১] এ গ্রন্থ

---

৪৮৭. nv'xm msKj‡bi BwZnvm, পৃ. ৫২৫

৪৮৮. nv'xm msKj‡bi BwZK_v, পৃ. ৯৪; উলূমুল হাদীস, পৃ. ২৯৬

৪৮৯. gnwÏmx‡b Bhvg, তদেব, পৃ. ১৮৮

৪৯০. gKvÏvgvZ ZndvZj Avnlqvhx, পৃ. ১৭৯-৮০

৪৯১. Avj-we'vqv Iqvb wbnvqv, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭১; wmqvi æ Avôjwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪

সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যার গৃহে এ গ্রন্থ রয়েছে মনে করা হবে তার গৃহে স্বয়ং নবী (সা.) উপস্থিত থেকে কথা বলছেন।[৪৯২]

হাফিয ইবনুল আসীর বলেন, ইমাম তিরমিযীর সহীহ গ্রন্থটি অতি উৎকৃষ্ট মানের, অধিক উপকারী, চমৎকারভাবে সন্নিবেশিত, পুনরুক্তির পরিমাণ নেহায়েত কম, বিভিন্ন মাযহাবের দলিল, হাদীসের সহীহ, সাকীম, গরীব এবং জারহ ও তা'দীল সম্পর্কে এমন আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে যা অন্যান্য কিতাবে বিরল।[৪৯৩]

ইবন আতিয়াহ (র.) বলেন, মুহাম্মাদ ইবন তাহির আল-মাকদিসীর কাছে শুনেছি তিনি আবূ ইসমাইল আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-আনসারীর কাছে শুনেছেন, তিনি বলেন, জামি' আত-তিরমিযী (র.) আমার নিকট সহীহাঈন (বুখারী-মুসলিম) থেকেও অধিক উপকারী বলে মনে হয়। কারণ বুখারী-মুসলিম থেকে বিজ্ঞ আলিম ব্যতীত সাধারণ পাঠক তেমন উপকার লাভ করতে পারে না। অথচ জামি আত-তিরমিযী হতে আলিম, ফকিহ, মুহাদ্দিস, সাধারণ পাঠক নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হতে পারেন।[৪৯৪] মোটকথা জামি' আত-তিরমিযী মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশেষ উপকারী হাদীস গ্রন্থ।

3. mbvb Ave ‘vE‘

ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আস ইবন ইসহাক ইবন বশীর ইবন শাদ্দাদ আল-আযাদী আস-সিজিস্তানী (২০২/৮১৭-২৭৫/৮৮৮) কর্তৃক প্রণীত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থটি সুনান আবূ দাউদ নামে খ্যাত। তাঁর উর্ধ্বতন প্রপিতামহ ইমরান সিফফিনের যুদ্ধে (৬৫৭ খৃ.) হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছিলেন।[৪৯৫] ইমাম আবূ দাউদ (র.) ছিলেন প্রখর মেধাবী। নিকটস্থ শিক্ষকদের থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে হাদীসের ওপর অগাধ জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি মিসর, সিরিয়া, ইরাক, খুরাসান, হিজায, আরব উপদ্বীপ সহ প্রায় সমগ্র ইসলামী দেশ সফর করেন। জীবনে একাধিকবার তিনি বাগদাদে গমন করেন এবং হাদীস চর্চাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। মুহাদ্দিস ইব্রাহীম হারাবী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা হাদীস শাস্ত্রকে ইমাম আবূ দাউদের জন্য সে রূপ কোমল ও সহজ করে দিয়েছেন যে রূপ দাউদ (আ.)এর উপকারার্থে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। [৪৯৬] খতীব আত-তিবরিযী (র.) বলেছেন, ইমাম আবূ দাউদ অগণিত শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন।[৪৯৭] তাঁর ছাত্রের সংখ্যাও ছিল অসংখ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম আবূ দাউদের জন্য গৌরবের বিষয় হলো ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ছিলেন। এমনকি ইমাম আহমাদ ও তাঁর কতিপয় শিক্ষকও ইমাম আবূ দাউদ থেকে হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করেছিলেন।[৪৯৮] তিনি ২৭৫ হিজরি সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন।

---

[৪৯২] . Avj-we‘vqv Iqvb wbnvqv, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭১; Avj-wnËvn, তদেব, পৃ. ২০৭
[৪৯৩] . gKvÏvgvZ ZndvZj AvnIqvhx, পৃ. ১৭৫
[৪৯৪]. Avj-we‘vqv Iqvb wbnvqv, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭১; gKvÏvgvZ ZndvZj AvnIqvhx, পৃ. ১৭৫
[৪৯৫]. ZvnhxeZ Zvnhxe, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৯
[৪৯৬]. Avj-we‘vqv Iqvb wbnvqv, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৯
[৪৯৭]. আবূ শাহবাহ, Avjvgj gnwÏmxb, (মিসরঃ দারুল কুতুব আল-আরাবী, তা. বি) পৃ. ১৫৭
[৪৯৮]. ZvhwKivZj ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩ ; Avj-wnËvn dx whKwi wmnvn wmËvn, পৃ. ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

mbvb Ave ‘vD‘ msKjb

ইমাম আবূ দাঊদ আজীবন হাদীসের খিদমত করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ উম্মতকে উপহার দিয়ে যান। তন্মধ্যে তাঁর সুনান এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন ইমাম আবু দাউদের সুনান গ্রন্থ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম অপেক্ষা সুন্দরভাবে বিন্যস্ত এবং অধিক ফিকহ সম্বলিত। ইমাম আবু সুলায়মান আল খাত্তাবী তাঁর মু‘আলিমু’স-সুনান গ্রন্থে বলেন, এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। সব স্তরের জনগণের নিকট গ্রন্থটি গ্রহণীয় হয়েছে। ইমাম গাযযালী (র.) বলেন এটি আহকামের হাদীসের ক্ষেত্রে মুজতাহিদের জন্য যথেষ্ট। আবূ যাহু বলেছেন, একজন মুজতাহিদের জন্য ফিকহী মাস‘আলা বের করার ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের পর সুনান আবূ দাউদ গ্রন্থই যথেষ্ট।[৪৯৯] হাফিয আবূ তাহির হাসান ইবন মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হাসান ইবন মুহাম্মদ আমাকে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে চায় তার উচিত সুনান আবূ দাউদ অধ্যয়ন করা।[৫০০]

ইমাম আবূ দাউদ (র.) নিজেই তাঁর কিতাব সম্পর্কে বলেন, আমি আমার কিতাবে এমন কোন হাদীস উল্লেখ করিনি, যা ত্যাগ করার ওপর হাদীসবিদগণ একমত হয়েছেন। এ গ্রন্থে উল্লেখিত যে হাদীসে অতি দূর্বলতা রয়েছে বা যার সনদ সহীহ নয় আমি সেটা বর্ণনা করে দিয়েছি। যে হাদীস সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করি নি তা সালিহ বা গ্রহণ করার উপযুক্ত। আর কোন কোন হাদীস অপর হাদীস অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ। এটি এমন কিতাব, যাতে নবী করীম (সা.) থেকে প্রাপ্ত সকল হাদীসই তুমি লাভ করবে। কুরআন মাজীদের পর এ কিতাব ছাড়া আমি আর এমন কোন কিতাব সম্পর্কে অবগত নই, যার শিক্ষার্জন করা জনগণের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ কিতাবটি লিপিবদ্ধ করার পর যদি কোন ব্যক্তি আর কোন কিতাব লিপিবদ্ধ না করে তবে তার জন্য কোন ক্ষতি হবে না। মক্কাবাসীগণের নিকট লিখিত তাঁর পত্রে তিনি সুনানের আরও বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র.)-এর সুনান গ্রন্থটি সার্বিকভাবে আহকাম-এর হাদীস গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এতে অনেক মুরসাল হাদীস রয়েছে। ইমাম শাফি’ঈ (র.) এর পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ মুরসাল হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করতেন। যেমন ইমাম সুফইয়ান (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আওযাঈ (র.)।[৫০১]

mbvb Ave ‘vE‘ Gi nv‘xm msL¨v

ইমাম আবূ দাউদ ৫ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই বাছাই করে ৪৮৪৮ বা ৪৮০০ হাদীস এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এতে ৩০ টি অধ্যায় ও ১৫৪৪ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এতে ৬০০ মুরসাল হাদীস রয়েছে যা অধিকাংশের মতে প্রমাণযোগ্য[৫০২] ইমাম নববী (র.) বলেন,[৫০৩]

قل محمد بن صالح الهاشمي قال لنا **ابو داود اقمت بطرسوس** عشرين سنة **اكتب المسند فكتبت اربعة الاف** حديث ثم نظرت **فإذا مرار الاربعة الآلاف على اربعة** احاديث لمن وفقه الله **تعالى.**

‘মুহাম্মদ ইবন সালিহ আল-হাশিমী বলেন, আমাদের আবূ দাউদ (র.) বলেছেন যে, আমি তারসূস-এ বিশ বছর যাবৎ অবস্থান করে আল-মুসনাদ গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করতে থাকি। আমি এতে চার হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করি। এরপর আমি লক্ষ্য করে দেখি যে, এ চার হাজার হাদীসের ভিত্তি এতে উল্লিখিত চারটি হাদীসের ওপর রয়েছে। আর এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ তা‘আলা তাওফীক দান করেন।

---

[৪৯৯]. Avj-nv‘xm I qvj gnẅÏmb, পৃ. ৪১১

[৫০০]. hvdiæj gnvmwmjxb পৃ. ১৩৫; gnwÏmx‡b Bhvg, পৃ. ১৬২

[৫০১]. মিফতাহুস সুন্নাহ, পৃ. ৮৬

[৫০২]. Avj nv‘xm I qvj gnwÏmb, পৃ. ৪১৩; Avj-wnËvn, পৃ. ২১৫

[৫০৩]. ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৬

আবু বকর ইবন দাসাহ বলেন, আমি আবূ দাউদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন[৫০৪]

كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة الف حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن جمعت فيه اربعة آلاف وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ويكفي الإنسان لدينه اربعة احاديث فذكر هذه الاربعة إلا انه ذكر بدل الثالث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে চার হাজার আটশত হাদীস কিতাবুস-সুনান গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছি। আমি সহীহ, সহীহের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত এবং তার কাছাকাছি হাদীস এতে উল্লেখ করেছি। ব্যক্তির দ্বীনদারীর জন্য চারটি হাদীসই যথেষ্ট। তিনি এ চারটি হাদীসের উল্লেখ করেন। তবে তৃতীয়টির পরিবর্তে তিনি যে হাদীসের উল্লেখ করেন তা এই, তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্যে তা পছন্দ করে যা নিজের জন্যে পছন্দ করে থাকে।

এ গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীসই আহকাম সম্পর্কিত এবং এতে হাদীসের তেমন পুনরুল্লেখ হয় নি। ইমাম আবু দাউদ বলেন, সুনানে এমন সব হাদীস তিনি সন্নিবেশিত করেছেন যেগুলো কোন না কোন ইমাম তাঁদের মাযহাবের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৫০৫] হাদীসের সনদে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকলে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। মোট কথা সুনান আবূ দাউদ সিহাহ সিত্তার একটি অন্যতম গ্রন্থ। মুসলিম উম্মাহর জন্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হাদীস সম্ভার।

wmnvn wmËvi g‡a¨ mbvb Avex ‘vD‘-Gi ¯vb

ভারত উপমহাদেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলূভী (র.) (১১১৪/১৭০৪-১১৭৬) বিশুদ্ধতার দিক থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। প্রথম স্তরে তিনি মুওয়াত্তা, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমকে স্থান দেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি সুনানু আবী দাউদ, জামি' আত-তিরমিযী এবং মুজতাবা আন-নাসাঈকে স্থান দেন।[৫০৬] শাহ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে আবূ দাউদ শরীফের স্থান প্রথম।

কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে, বুখারী এবং মুসলিম-এর পর স্থান হচ্ছে নাসাঈর। আবার কেউ কেউ জামি' তিরমিযীকে তৃতীয় স্থান প্রদান করেন।

মিফতাহুস-সা'আদাহ এর গ্রন্থকার বুখারী এবং মুসলিম-এর পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে সুনানু আবী দাউদকে স্থান দান করেন।[৫০৭]

4. mbvb Avb-bvmvC

ইমাম আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুয়াইব ইবন আলী আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ (২১৫/৮৩০-৩০৩/৯১৫) বিরচিত সুনান গ্রন্থটি সুনান আন-নাসাঈ নামে পরিচিত। এছাড়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম উম্মাহকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বিশ্বখ্যাত সুনান গ্রন্থটি তাঁর অমর রচনা। এটি সুনানুস সুগরা নামেও পরিচিত। এর অপর নাম সুনানুল মুজতাবা। নিম্নে সুনান সম্পর্কে বর্ণনার পূর্বে ইমাম নাসাঈ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা হল।

---

[৫০৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

[৫০৫]. ZvivRgj gnwÏmxb, পৃ. ১১৮

[৫০৬]. ওয়ালিউল্লাহ দেহলূভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৪

[৫০৭]. মুহাদ্দিসিনে ইযাম, পৃ. ১৯৮- ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

bvg I esk cwiPq : ইমাম আন-নাসাঈ (র.) এর প্রকৃত নাম আহমদ। উপনাম আবূ আব্দির রহমান। পিতার নাম শুয়াইব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, আহমদ ইবন শুয়াইব ইবন সিনান[৫০৮] ইবন বাহর ইবন দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ।[৫০৯]

Rb¥ I Rb¥ ¯'vb : তিনি ২১৫ হিজরি মোতাবেক ৮৩০ খৃ. খুরাসানের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৫১০] ইমাম নাসাঈ (র.) ২১৫ হিজরি মোতাবেক ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে খুরাসানের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন রিজাল শাস্ত্রবিদের মতে, তিনি ২১৪ হিজরি সালে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্ত এ মতটি বিশুদ্ধ নয় । কারণ ইমাম নাসাঈ (র.) কে তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'সম্ভবত আমার জন্ম সাল ২১৫ হিজরি।' ফলে ২১৫ হিজরিই তাঁর জন্মতারিখ বলে মনে করা হয়। সুতরাং তিনি ইমাম তিরমিযী (র.) (মৃত ২৭৯ হিজরি) থেকে ৬ অথবা ৭ বছরের ছোট ছিলেন । এ সম্পর্কে D. Muhammad Zubayar siddiqi বলেন, Another Important Sunan work is compiled by Abu Abd al-Rahman Ahmad b. Shuayb al-Nasa'i who was born in the year 214 or 215 A. H. (6 or 7 years after al-Tirmidhi) at Nasa" a town in khurasan[511]

তিনি খুরাসানের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে নাসাঈ বলা হয়। পরবর্তীতে এ নামেই তিনি অধিক পরিচিতি লাভ করেন ।[৫১২]

আল কাত্তানী বলেন, নাসা শহরের প্রতি সম্পৃক্ত করে নাসাঈ বলা হয়। এটি খুরাসানের একটি শহর। কারো কারো মতে এটি নায়সাপুরের একটি শহর। কিয়াস অনুসারে নিসবতী শব্দটি 'নাসাবিয়্যিন' হওয়া যুক্তিসংগত ।[৫১৩]

evj¨Kvj : ইমাম নাসাঈ (র.) এর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ জন্মভূমি নাসাতে শুরু হয় এবং নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আট বছর বয়সে তিনি পবিত্র আল কুরআনুল কারীম মুখস্থ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই তিনি ইলমে নাহু, সরফ, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ এবং হাদীস শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ ও শহর পরিভ্রমণ করেন।

nv'xm wkÿv : ইমাম নাসাঈ ছিলেন অত্যন্ত মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী। হাদীস অভিজ্ঞানে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি ২৩০ হি. হতে দেশ ভ্রমণ শুরু করেন। হাদীস শিক্ষার জন্য তিনি অনেক দেশ সফর করে তথাকার মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। [৫১৪] বালখের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস

---

৫০৮. তাঁর দাদার নাম নিয়ে মত প্রার্থক্য রয়েছে, কারও কারও মতে তাঁর দাদার নাম আলী । কারও কারও মতে বাহর ইবন সিনান। শামসুদ্দীন আয যাহাবী (র.) বলেন, আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুয়াইব ইবন ইবন আলী ইবন সিনান বাহর আল খুরাসনী। হাফিয ইবন কাসীর, ইবন খাল্লিকান, ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ইমাম আন-নাসাঈ (র.) এর নসব নামা এভাবে উল্লেখ করেছেন, আহমদ ইবন আলী ইবন শুয়াইব ইবন আলী।

৫০৯. শামসুদ্দীন আয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬

৫১০. শামসুদ্দীন আয যাহাবী বলেন,ولد بنسا في سنة خمس عشرة ومئتين (দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb bevjv, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২১৫)

৫১১. Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith Literature, P-112-113.

৫১২. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, Avj-wnËvn, পৃ. ২৫৩

৫১৩. আল কাত্তানী, Avi wimvjvZzj-gmZvZwidvn, পৃ. ৯-১০

৫১৪. শামসুদ্দিন আয-যাহাবী বলেন, হাদীস শিক্ষার জন্য ইমাম নাসাঈ খুরাসন, হিজায, সিরিয়া, মিসর, নাজদ, বসরা, এবং সীমান্ত এলাকায় সফর করেন। অত:পর মিসরে নিবাস গ্রহণ করেন। হাদীসের হাফিযগণ তাঁর নিকট গমন করেন। তাঁর যুগে হাদীসে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। (দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb bevjv, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৭)

কুতায়বা ইবন সাঈদ এর নিকট এক বছর দু'মাস হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। পরে হিজায, সিরিয়া, মিসর, নাজদ, বসরা, খুরাসন, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে সফর করে সেখানকার বড় বড় মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন এবং এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৫১৫] হাফিয আবূ আলী নিশাপুরী বলেন, তিনি ছিলেন হাদীস অভিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একজন ইমাম।[৫১৬] তিনি ছিলেন হাদীসের উপলব্ধি, সত্যনিষ্ঠা এবং উচ্চ সনদের ক্ষেত্রে একক।

ইমাম যাহাবী (র.) বলেন, তিনি ছিলেন হাদীস, ইলমুল হাদীস এবং ইলমুর রিজালে ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র.) অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব, এমন কি ইমাম বুখারী ও আবূ যুর'আহর সমপর্যায়ের হাদীস বিশেষজ্ঞ।[৫১৭]

mbvb Avb-bvmvC msKjb

ইমাম নাসাঈ (র.) দীর্ঘকাল হাদীস সংগ্রহের পর প্রথম 'আস-সুনানুল-কুবরা' নামে একটি বিশাল হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু এ হাদীস গ্রন্থে সহীহ ও দোষমুক্ত উভয় প্রকার হাদীস বিদ্যমান হয়েছিল। মিসরের আলিমগণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে খুবই আনন্দিত হন। রামল্লার তৎকালীন আমীর ইমাম নাসাঈ (র.)-এর হাদীস গ্রন্থটি দেখার ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি তাঁর বৃহদায়তন হাদীস গ্রন্থ 'আস-সুনানুল-কুবরা' রামল্লার আমীরের নিকট পেশ করেন। তখন আমীর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, -اكل ما فيها صحيح- এতে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস কি সহীহ? ইমাম নাসাঈ (র.)-এর জবাবে বলেন, এতে সহীহ, হাসান এবং এ দু'টোর কাছাকাছি হাদীস রয়েছে। এতে আমীর তাঁকে বলেন, আপনি আমার জন্য শুধু সহীহ হাদীসকে পৃথক করে একটি গ্রন্থ সংকলন করুন। তখন তিনি 'সুনানুল কুবরা' থেকে দুর্বল সনদযুক্ত হাদীসগুলোকে ছাটাই করে 'আস-সুনানুস-সুগরা' (للسنن الصغرى) নামে একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন এবং তার নামকরণ করেন 'আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান' (المجتبى من للسنن)।[৫১৮] পরবর্তীতে এ গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫১৯]
এ গ্রন্থটি সংকলনে ইমাম নাসাঈ (র.) ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.)-এর গ্রন্থ প্রণয়ন রীতির অনুসরণ করেছেন। এ উভয় গ্রন্থের সমন্বয় ঘটেছে ইমাম নাসাঈ (র.)-এর 'আল-মুজতাবা' গ্রন্থে। হাফিয আবূ আব্দিল্লাহ ইবন রূশাইদ (মৃত ৭২১ হিজরি) বলেন,[৫২০]

انه ابدع الكتب المصنفة في للسنن تصنيفا واحسنها ترصيفا وهو جامع بين طريقتى البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل.

'সুনান পর্যায়ে হাদীসের যত গ্রন্থই প্রণয়ন করা হয়েছে তন্মধ্যে এ গ্রন্থটি অতীব অভিনব রীতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। আর সংযোজন ও সজ্জায়নের দৃষ্টিতেও এটি এক উত্তম গ্রন্থ। এতে বুখারী ও মুসলিম উভয়েরই রচনারীতির সমন্বয় হয়েছে। এর বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে হাদীসের দোষ-ত্রুটি বর্ণনায়।'

nv'xm Mn‡Y Bgvg bvmvC (i.) Gi kZvevwj

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম নাসাঈ (র.) অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি সিহাহ সিত্তার অন্যান্য ইমামের ন্যায় তাঁর সুনান গ্রন্থ রচনায় কতিপয় শর্তারোপ করেছেন এবং তাঁর শর্তাবলি ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাঁর

---

[৫১৫]. wmqvi æ AvÔjvwgb bevjv, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭; Avj-wnËvn, পৃ. ২৫৪
[৫১৬]. ZvnhxeZ Zvnhxe, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬
[৫১৭]. wmqvi æ Avjvwgb bevjv, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৯
[৫১৮]. মিফতাহুস সুন্নাহ, পৃ. ৭৯
[৫১৯]. আল হিত্তাহ, পৃ. ২১৯
[৫২০]. মুকাদ্দিমাতু যাহরির রুবা, মুহাদ্দিসিনে 'ইযাম, পৃ. ২৫১-২৫২

হাদীস গ্রহণের শর্ত ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.)-এর আরোপিত শর্তের চেয়েও কঠোর ছিল।[৫২১]

হাফিয আবূ 'আলী নায়শাপূরী বলেন,[৫২২]

للنسائي شرط في الرجل أشد من شرط مسلم بن الحجاج، وكان من أئمة المسلمين.

'তার শর্ত ইমাম মুসলিম (র.)-এর চেয়েও কঠিন। তিনি ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের অন্যতম ইমাম।'

হাদীস বিশারদগণ ইমাম নাসাঈর শর্তাবলিকে খুবই গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। তাঁর আরোপিত শর্তকে গুরুত্ব দিয়ে অনেকেই ইমাম নাসাঈকে ইমাম মুসলিম-এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

হাফিয আল-মাকদাসী বলেন, একদা আমি পবিত্র মক্কায় আবূল কাসেম সা'দ ইবন 'আলী আস-যানজানী (র.) কে জনৈক রাবীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উক্ত রাবীর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরশীলতার স্বীকৃতি দিলেন। আমি বললাম, ইমাম 'আবদুর রহমান নাসাঈতো তাঁকে দুর্বল বলেছেন। একথা শুনে তিনি বললেন,[৫২৩]

يابنى إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجل أشد من شرط البخاري ومسلم

'হে প্রিয় বৎস! রিজাল শাস্ত্রে ইমাম নাসাঈর শর্তাবলি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তের চেয়েও অধিক কঠোর।'

ইমাম নাসাঈ (র.) যে সকল বর্ণনাকারীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন তাদের ব্যাপরে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে ইস্তেখারা করতেন। আহমদ ইবন মাহবুব আর-রমলী বলেন, আমি নাসাঈ (র.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,[৫২৪]

لما عزمت على جمع السنن استخرت الله في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء

'যখন আমি সুনান গ্রন্থটি সংকলনের সংকল্প গ্রহণ করি তখন এমন কিছু শায়খের বর্ণিত রাবীগণ থেকে বর্ণনার ব্যাপারে আমি ইস্তিখারা করি যাদের সম্পর্কে অন্তরে কিছু প্রশ্ন বা সন্দেহ ছিল।'

এমন কি তিনি এ শর্তের আলোকে কোন কোন ক্ষেত্রে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর বর্ণনাকারীগণের নিকট থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেন নাই। ইবন হাজার আসকালানী (র.) (মৃত ৮৫২ হিজরি) বলেন,[৫২৫]

فكم من رجل اخرج له ابو داود والترمذى تجنب النسائي إخراج حديثه بل تجنب النسائي اخراج حديث جماعة من رجل الصحيحين.

'এমন অনেক রাবী যাদের হাদীস ইমাম আবূ দাউদ (র.) এবং তিরমিযী (র.) তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কিন্তু নাসঈ (র.) তাদের হাদীস নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন। বরং নাসাঈ (র.) সহীহাইন এর বেশ কিছু রাবীর হাদীস তার গ্রন্থে বর্ণনা করা থেকেও বিরত থাকেন।'

এ কারণেই বলা হয়েছে ইমাম নাসাঈর শর্ত ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.)-এর শর্তের চাইতে কঠোর।

শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরি) বলেন,[৫২৬]

إن لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم

'ইমাম নাসাঈ (র.) এমন কিছু রাবীর সমালোচনা করেছেন যাঁরা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।'

---

৫২১. Avj nv'xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ৪১০
৫২২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪
৫২৩. wmqvi æ Avjwgb bevjv, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩১
৫২৪. জামি'উল মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১০১
৫২৫. Avj nv'xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ৪১০
৫২৬. wmqvi æ Avjwgb bevjv, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩১

ইমাম নাসাঈ (র.) মুত্তাছিল সনদের বর্ণনা গ্রহণ করাকে অগ্রাধিকার দেন। ইমাম নাসাঈ কোন দুর্বল ও পরিত্যাক্ত রাবীর বর্ণনা স্বীয় সুনান গ্রন্থে স্থান দেন নি। এজন্য এর রাবীগণ অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য এবং তাঁদের রেওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য।

mbvb Avb-bvmvC Gi nv'xm msL¨v

এ গ্রন্থ রচনায় ইমাম নাসাঈ (র.) বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে এতে কিছু স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট ফুটে উঠেছে। ফিকহী গ্রন্থের বিন্যাস অনুযায়ী তিনি এর অধ্যায়সমূহ সাজিয়েছেন। ইমাম নাসাঈ (র.) আস-সুনানুল-কুবরা থেকে যাচাই-বাছাই করে সুনানু-নাসাঈ সংকলন করেন। এ গ্রন্থে মোট ৫৭৬১টি হাদীস ২১৩৮টি পরিচ্ছেদ ও ৫১ টি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে।[৫২৭] কারও কারও মতে সুনানুন-নাসঈতে ৪৪৮২টি হাদীস সন্নিবেশিত রয়েছে।[৫২৮]

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানুন-নাসাঈ অধিকতর ব্যাপক। এ গ্রন্থে ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সব দিক সম্পর্কিত অধ্যায় সংযোজন করেছেন। সুনানু নাসাঈতে তিন প্রকার হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

c_g cKvi : ঐ সব হাদীস, যা আল-জামি' আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

wØZxq cKvi : এমন হাদীস, যা ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিমের (র.) শর্তে উত্তীর্ণ হয়েছে।

তৃতীয় প্রকার : ঐ সব হাদীস, যা শুধুমাত্র ইমাম নাসাঈ (র.) এর শর্তে উত্তীর্ণ হয়েছে।[৫২৯]

ইমাম নাসাঈ এ গ্রন্থ প্রণয়নে এমন শর্তাবলির অনুসরণ করেছেন যা ইমাম বুখারী ও মুসলিমের অনুসৃত শর্তাবলি অপেক্ষাও কঠিন ও সুদৃঢ়। ফলে এতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বৈশিষ্ট্যসমূহের সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে।[৫৩০] মোট কথা সুনান আন-নাসাঈ হাদীস জগতে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। যুগ-যুগান্তরে মুসলিমউম্মাহ এ গ্রন্থ থেকে বিশেষ ভাবে উপকৃত হচ্ছে।

5. mbvb Beb gvRvn

ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মাজাহ আর-রাবাঈ আল-কাযবীনী (২০৭-২০৯/৮২৪-২৭৩/৮৮৬) রচিত জগৎ বিখ্যাত হাদীসের গ্রন্থটি সুনান ইবন মাজাহ নামে পরিচিত। মাজাহ কার নাম এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। শাহ আব্দুল আযীয দেহলভীর মতে মাজাহ তাঁর মাতার নাম।[৫৩১] মুহাদ্দিস রাফিয়ীর মতে, মাজাহ তাঁর পিতার উপাধি ছিল। হাফিয ইবন কাসীরও এ মতকে সমর্থন করেছেন।[৫৩২]

আব্বাসীয় খলীফা মামুনের (মৃ.৮৩৩ খৃ.) আমলে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়, ইমাম ইবন মাজাহ তখন প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি হাদীস শিক্ষার সুযোগ পান। ২১-২২ বছর পর্যন্ত তিনি স্বদেশেই হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। ২৩০ হিজরিতে তিনি হাদীস অন্বেষণে ইরাক, বাসরা, কুফা, রায়, বাগদাদ, মিসর, শাম, খুরাসান, ইরাক, হিজায প্রভৃতি দেশ সফর করে হাদীস সংগ্রহ করেন।[৫৩৩]

---

[৫২৭]. Bmjvgx wek‡Kvl, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৯; nv'xm msKj‡bi BwZK_v, পৃ. ১৩৩
[৫২৮]. মিফতাহুল উলুম ওয়াল ফুনুন. পৃ. ৬৭
[৫২৯]. জামি'উল মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৯৯-১০০
[৫৩০]. তারাজিমুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১১২
[৫৩১]. আব্দুল আজীজ ইবন ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, e¯Ívbj gnwÏmxb, (দারুল গারব আল ইসলামী, ১ম সংস্করণ ২০০২) পৃ. ২৯৮
[৫৩২]. Avj-we'vqv Iqvb wbnvqv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২; হানিফ গাংগুহী, hvdiæj gnvmwmjxb (দেওবন্দঃ হানিফ বুক ডিপো, ১৯৮০ ইং) পৃ. ১৩৭
[৫৩৩]. IqwdqvZj AvBqvb, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১৪; ZvnhxeZ Zvnhxe, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৩০

অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি হাদীস জগতে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। আবূ ইয়ালা অল-খলীলী (র) বলেন, ইমাম ইবন মাজাহ (র.) ছিলেন তৎকালীন যুগের একজন নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য, খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, ইমাম, হাজ্জাত ও প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।[৫৩৪] ইমাম ইবন মাজাহ (র.) ২৭৫ হিজরি সালের ২২শে রমযান মঙ্গলবার দিন ইন্তেকাল করেন।[৫৩৫]

mbvb Beb gvRvn msKjb

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র.) ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন। তিনি হাদীস প্রচার ও প্রসারে অনেক কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর এ মহৎ কাজে অনেকেই তাঁকে সাহায্য করেছেন।

ইলমে হাদীস সহ ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সুনান তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি। ড. মুহাম্মাদ জুবায়ের সিদ্দিকী বলেন, He compiled several works in Hadith of which the most important is the sunan[৫৩৬]। ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন শাখার সকল প্রয়োজনীয় মাস'আলার প্রতি এ গ্রন্থে সংক্ষেপে হলেও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে হাদীসকে সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করণ, পুনরাবৃত্তি পরিহার এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করার যে বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থে বিদ্যমান তা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থে সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। রচনাশৈলি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে গ্রন্থটি সমপর্যায়ের অন্যান্য সকল গ্রন্থের মাঝে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। হাফিয ইবন হাজার আসকালানি (র.) বলেন ইমাম ইবন মাজাহ এককভাবে প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলো সহীহ। অতএব য'ঈফ বলতে রাবীকে বুঝানোই শ্রেয়, হাদীসকে নয়।

mbvb Beb gvRvn Gi ˆewkó¨

১. জমহুর আলিমের মতে, এ কিতাবখানি সিহাহ সিত্তার মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারী গ্রন্থ। তবে কোনও কোনও ব্যক্তি এ কিতাবটিকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন নি। আবুল ফযল ইব্‌ন তাহির আল-মাকদাসী (র.) সর্বপ্রথম এ গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন।
২. সুনান ইব্‌ন মাজাহ গ্রন্থের কিতাবসমূহকে ফিকহ এর তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। আর এর বাবগুলোতে এত দুষ্প্রাপ্য কিছু হাদীস আছে যা অন্য কিতাবে পাওয়া যায় না।
   এ হাদীস গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এতে কোন হাদীসকে তাকরার বা পুনরোল্লেখ করা হয় নি।
৩. অন্যান্য সুনান গ্রন্থ থেকে সুনান ইব্‌ন মাজাহ (র.) অনেক সংক্ষিপ্ত।
৪. তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহকে জীবিত করার জন্য এ কিতাব সম্পাদন করেছেন।
৫. এ কিতাবটি ফিকহী মাস'আলার এক বিস্তারিত বিবরণ।
৬. এর মধ্যে দ্বীন ও শরী'আতের অনেকগুলো বিধান স্থান পেয়েছে।
৭. এর বাব গুলোকে পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সাজানোর কারণে এটাকে অন্যান্য কিতাব থেকে আলাদা করা সম্ভব হয় এবং সহজেই একজন গবেষক তার প্রয়োজনীয় হাদীসটি খুঁজে বের করতে পারে। তাই এটা অত্যন্ত উপকারী কিতাব।
৮. সুনান ইবন মাজাহ গ্রন্থের মধ্যে ৫টি ছুলাছিয়াত হাদীস রয়েছে। যা সহীহ বুখারী ছাড়া সিহাহ সিত্তাহর অন্যান্য সকল গ্রন্থের চেয়ে অধিক। সহীহ বুখারীতে ছুলাছিয়াত হাদীসের সংখ্যা বাইশটি, সুনান দাউদ ও সুনান তিরমিযীতে এ ধরনের হাদীস সংখ্যা একটি করে। সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসায়ীতে এর ধরনের কোন হাদীস নেই।

---

৫৩৪. wmqvi‡ Avˆjwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭

৫৩৫. তাঁর মৃত্যু সাল সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে, শামসুদ্দীন আযযাহাবী বলেন- وميتين مات في رمضان سنة ثلاثة وسبعين والأول صحيح وقيلسنة خمس (দ্র. wmqvi‡ Avˆjwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৯)

৫৩৬. D. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith Literature, P-103

৯. এ গ্রন্থে এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যা বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রেওয়ায়াতের চেয়ে আরো বেশি বিশুদ্ধ।

mbvb Beb gvRvn m¤úv‡K wewfbœ nv‡`xm wekvi`‡`i gZvgZ

ইলমে হাদীস সহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সুনান তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি। সিহাহ সিত্তাহর মাঝে এর অবস্থান ৬ষ্ঠ স্থানে। সর্বপ্রথম ইবন তাহির আল মাকদাসী (মৃত ৬০০ হিজরি) (র) এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।[৫৩৭] হাফিয ইবন হাজার (র) বলেন, ইবন মাজাহ এর সুনান গ্রন্থটি শারঈ হুকুম আহকাম ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।[৫৩৮] ইমাম ইবন মাজাহ এ কিতাবকে স্বীয় উস্তাদ আবূ যুরআ সমীপে পেশ করলে তিনি তা দেখে বলেন, যদি মানুষের হাতে এ কিতাব পৌঁছে যায় তবে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রণীত অধিকাংশ হাদীসগ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।[৫৩৯]

mbvb Beb gvRvn Gi nv`xm msL¨v

ইমাম ইবন মাজাহ (র.) লক্ষাধিক/এক লক্ষ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে যাচাই-বাছাই করে চার হাজার হাদীস নির্বাচন করতঃ এ সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৫৪০] মতান্তরে এ কিতাবের হাদীস সংখ্যা ৪৩৪১টি। এর মধ্যে ১৩৩৯টি হাদীস ইবন মাজাহর নিজস্ব সংগ্রহ। যা সিহাহ সিত্তার অন্য কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয় নি। এ অতিরিক্ত হাদীসগুলোর কারণে তিনি যেমন প্রশংসিত হয়েছেন তেমনি সমালোচিতও হয়েছেন কিছু সংখ্যক দুর্বল, অপ্রমাণ্য হাদীস সন্নিবেশের কারণে।[৫৪১] গ্রন্থটি ৩২টি অধ্যায় ও পনের শত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। হাফিয যাহাবী আবূ যুরআর উদ্বৃতি নকল করে বলেন, সুনান ইবন মাজায় ৩০টি দুর্বল সনদের হাদীস রয়েছে। ইবনুজ জাওযী (র.) এ গুলোকে মাওযূ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর এ মন্তব্য সঠিক নয়।[৫৪২]

সিহাহ সিত্তাহ বা উপরোল্লেখিত এ বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ মুসলিম উম্মাহর নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত ও সমাদৃত।

wnRwi ZZxq kZvãx‡Z msKwjZ Av‡iv K‡qKwU cwm× nv`xm M‡š'i bvg wb‡g D‡jøL Kiv nj,

১. ইমাম জারুদ (মৃত ৩০৭ হিজরি) (র)এর আল মুনতাকা ফিল আহকাম
২. ইবনে আবি শায়বাহ (মৃত ২৩৫ হিজরি) (র.) এর মুসান্নাফ
৩. মুহাম্মদ ইবনে নাসর আল মিরুয়াজি (মৃত ২৯৪ হিজরি) (র.) এর কিতাব
৪. সায়েদ ইবনে মানসুর (মৃত ২২৭ হিজরি) (র.) এর মুসান্নাফ
৫. বাকি ইবনে মাখলাদ আল কুতুবি (মৃত ২৭৬ হিজরি) (র.) এর আল মুসনাদুল কাবির গ্রন্থ, এতে তিনি আশারাহ মুবাশ্বারাহ, আহলুল বায়াত, মাউয়ালী, মুসনাদ ইবনে আব্বাস (রা.) এর অংশ বিশেষ উল্লেখ করেন, তিনি এতে এক লক্ষ ত্রিশ হাজারের ও অধিক সাহাবী থেকে হাদিস বর্ননা করেছেন, এরপর তিনি সাহাবীর হাদীসকে ফিকহের বাবে সজ্জিত করেন, গ্রন্থাকারের বিশ্বস্ততা, সংরক্ষণ ক্ষমতা

---

[৫৩৭]. নওয়াব সিদ্দীক হাসান, Avj wnËvZ dx whKwi mÔm wmnvn wmËvn, পৃ. ২২১
[৫৩৮]. hvdiæj gnvmwmjxb, পৃ. ১৪১
[৫৩৯]. wmqvi æ Avôjvwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৮; nv`xm msKj‡bi BwZnvm, পৃ. ৫২৯
[৫৪০]. msw ÿ ß Bmjvgx wek‡Kvl, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬
[৫৪১]. gKvÏvgvZ ZndwZj Avnlqvhx, পৃ. ৬৬; hvdiæj gnvmwmjxb, তদেব, পৃ. ১৪১
[৫৪২]. Avj-nv`xm lqvj gnwÏmb, পৃ. ৪১৯

এবং হাদীস বর্ননার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তারঁ মুসনাদটি একটি মহান গ্রন্থে রূপ লাভ করেছে

৬. ওবাইদুল্লাহ ইবনে মুসা (মৃত ২১৩ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
৭. ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ (মৃত ২৩৭ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
৮. আবু ইয়ালা আল মুসিলি (মৃত ৩০৭ হিজরি) (র.)এর মুসনাদ
৯. ইবনে আবি আসিম আহমাদ ইবনে আমার আশশায়বানি (মৃত ২৮৭ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১০. ইবনে আবি উসামাহ আল-হারিস ইবনে মুহাম্মাদ আত-তামিমি (মৃত ২৮৪ হিজরি) (র) এর মুসনাদ
১১. ইবনে আবি আমর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-মাদিনি (মৃত ২৪৩ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১২. ইমাম আবি আহমদ ইবনে শুয়াইব আন নাসায়ী (মৃত ৩০৩ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১৩. ইব্রাহিম ইবনে ইসমাইল আত-তাসি (মৃত ২৮০ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১৪. ইমাম বুখারী (র.) এর আল মুসনাদুল কাবির
১৫. মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ (মৃত ২২৮ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১৬. মুহাম্মাদ ইবনে মাহদি (মৃত ২৭২ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১৭. আল-হুমাইদি (মৃত ২১৯ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১৮. ইব্রাহিম ইবনে মাকাল আন-নাসাফি (মৃত ২৯৫ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১৯. ইব্রাহিম ইবনে ইউসুফ আল হানজাবি (মৃত ৩০১ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
২০. আহমাদ ইবনে শুয়াইব আন নাসাায়ী (মৃত ৩০৩ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
২১. আল -হাসান ইবনে সুফওয়ান (মৃত ৩০৩ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
২২. আবু বাকার আল বাযযার (মৃত ২৯২ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
২৩. ইবনে সানজার (মৃত ২৫৮ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
২৪. ইয়কুব ইবনে শায়বাহ (মৃত ২৬২ হিজরি) (র.)এর আল মুসনাদুল কাবির
২৫. আলি ইবনুল মাদিনি (মৃত ২৩৪ হিজরী) (র.) এর মুসনাদ
২৬. ইবনে আবি ওযরাহ আহমাদ ইবনে হাযিম (মৃত ২৭৬ হিজরী) (র.) এর মুসনাদ
২৭. ওসমান ইবনে আবি শায়বাহ (মৃত ২৩৯ হিজরী) (র.) এর মুসনাদ
২৮. আব্দুর রায্যাক ইবন হুমাম (মৃ.২১১/৮২৬) কৃত মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক
২৯. আবূ উবায়দ (মৃ. ২২৪/৮৩৮) কৃত কিতাবুল আমওয়াল
৩০. আবদ ইবন হুমায়দ (মৃ. ২৪৯/৮৬৩) কৃত মুসনাদে কাবীর
৩১. আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দারেমী (মৃ. ২৫৫/৮৬৮) কৃত সুনানে দারেমী
৩২. ইব্রাহীম ইবন আসকারী (মৃ. ২৪২/৮৯৫) কৃত মুসনাদে বাজ্জার

wnRwi PZ_© kZ‡Ki K‡qKwU cÖwm× nv`xm M‡š'i bvg wb‡g D‡jøL Kiv nj,

১. ইমাম সুলায়মান ইবন আহমদ আত-তাবারানী (মৃত ৩৬০ হিজরি) (র.)এর ১. আল মুজামূল কাবীর ২. আল মুজামূল সাগির ৩.আল মুজামূল আওসাত

২. ইমাম তাবারানী (র.) আল-মুজামূল- কাবীর এ আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাহাবীগনের নাম বিন্যাস করে তাদের হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন, এতে বিশ হাজার পাচঁশত হাদিস স্থান লাভ করেছে, ইমাম তাবারানী (র.) তাঁর আল আওসাত এবং আস সাগির ও তাঁর শায়খগনের নাম আরবী বর্নমালার ক্রমানুসারে সজ্জিত করে তাদেঁর থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন, ইমাম আলাউদ্দিন আলী ইবন বলসিবান আল-ফারসী (মৃত ৩৫৪ হিজরি) (র.) এর আল-মুজামূল কাবির গ্রন্থকে অতি সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন।

৩. ইমাম দারাকুতনী (মৃত ৩৮৫ হিজরি) (র.) এর সুনান
৪. আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান আল-বাসতি (মৃত ৩৫৪ হিজরি) (র.) এর সহীহ
৫. আবূ আওয়ানাহ ইয়াকুব ইবন ইসহাক (মৃত ৩১৬ হিজরি) (র.) এর সহীহ

Dhaka University Institutional Repository

৬. ইবন খুযায়মা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র.) এর সহীহ
৭. ইবনুস সাকান সাইদ ইবন ওসমান আল বাগদাদী (মৃত ৩৫৩ হিজরি) (র.) এর সহীহুল মুনতাকা
৮.আন্দালুসের মুহাদ্দিস কাসিম ইবন আসবাগ (মৃত ৩৪০ হিজরি) (র.) এর আল-মুনতাকা
৯. ইমাম তাহাবী (মৃত ৩২১ হিজরি) (র.) এর মুসান্নাফ
১০. ইবন জামী মুহাম্মাদ আহমদ (মৃত ৪০২ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১১. মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (মৃত ৩১৩ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১২. আল খারযিমী (মৃত ৪২৫ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১৩. আবূ ইসহাক ইবন নাসর আর-রাযি (মৃত ৩৮৫ হিজরি) (র.) এর মুসনাদ
১৪. ইবন জারীর আত-তাবারী (মৃ.৩১০/৯২২) কৃত তাহযীবুল আসার
১৫. আবূ হাফস উমর ইবন মুহাম্মদ (মৃ. ৩১১/৯২৩), কৃত আস-সহীহ
১৬. ইবন খুযায়মা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (মৃ. ৩১১/৯২৩), কৃত আস-সহীহ
১৭. আবূ জা'ফর তাহাভী (মৃ. ৩২১/৯৩৩) কৃত শরহে মা'আনিল আসার ও মুশকিলুল আসার
১৮. দারকুতনী আবূল হাসান আলী (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫) কৃত সুনানে কুবরা
১৯. খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮/৯৯৮) কৃত মা'আলিমুস সুনান
২০. হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (মৃ. ৪০৫/১০১৪) কৃত মুস্তাদরাক
২১. বায়হাকী-আবূ বকর খুরাসানী (মৃ.৪৫৮/১০৬৫) কৃত সুনানে কুবরা ও শুআবুল ঈমান প্রভৃতি গ্রন্থগুলোও এ যুগে সংকলিত হয়।[৫৪৩]

এ যুগেই সমস্ত হাদীস রাবীদের নিকট থেকে সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থাবদ্ধ হয়। এরপর এমন কোন হাদীস কারো নিকট রয়েছে বলে অনুমান করা যায় না, যা কোন না কোন হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি।[৫৪৪]

---

[৫৪৩] . Pvi-cvPk wnRixi wewkó gnwÏm I Dm‡j nv'xm, প্রগুক্ত, পৃ. ৯-৫২
[৫৪৪] . nv'x‡Qi ZË I BwZnvm, প্রগুক্ত, পৃ. ৮৪

beg cwi‡”Q' : wnRwi 6ô kZwã †_‡K A'¨vewa nv'xm PPv, msiÿY I msKjb

PZ_ hM ev AvawbK hM

হিজরি পঞ্চম শতাব্দির পর হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি এ যুগ অব্যাহত। এটা মূলত বিন্যাস, অলংকরণ, সংক্ষেপন, টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যুগ। তৃতীয় যুগে সমস্ত হাদীস সনদ সহকারে গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার কারণে সনদ সহকারে হাদীস মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে নি। তাই এ যুগের মুহাদ্দিসগণ পূর্ববর্তীদের কিতাবের আলোচনা-সমালোচনার প্রতিই বেশি মনোনিবেশ করেন। তাঁদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক হাদীসবিদ পূর্বে রচিত কোন কিতাবের সনদ বিশ্লেষণ, সংক্ষেপায়ন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন কিতাবের হাদীসসমূহ একত্র করে হাদীসের বিশ্বকোষ রচনা করণ, বিভিন্ন কিতাব হতে হাদীস নির্বাচন করে হাদীসের সংকলন তৈরি করণ, হাদীসের দুর্বোধ্য শব্দসমূহের অভিধান রচনা এবং কেউবা হাদীস সংশ্লিষ্ট অপরাপর ইলমের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি মনোযোগী হন। কেউ আবার সকল সহীহ, যাঈফ এবং মাওযূ হাদীসকে একত্রিত পৃথক পৃথক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।

K. mnxn eLvix I mnxn gmwjg Gi GKwÎKiY

এ গ্রন্থ দুটিকে একত্রিত করার কাজ যাঁরা সম্পন্ন করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন -

১. মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আল জাওযাকি (মৃত ৩৮৮ হিজরি) (র.)
২. ইসমা‘ঈল ইবন আহমদ ওরফে ইবনু‘ল-ফুরাত (মৃত ৪১৪ হিজরি) (র.)
৩. মুহাম্মদ ইবন আবী নাসর আল -হুমায়দী আল-আন্দালুসি (মৃত ৪৮৮ হিজরি) (র.) তিনি এতে এমন কিছু অতীরক্ত হাদিস সন্নিবেশ করেছেন, যে গুলো সে দু'টিতে নেই
৪. হুসায়ন ইবন মাস‘উদ আল বাগাবী (মৃত ৫৬১হিজরি) (র.)
৫. মুহাম্মদ ইবন আব্দিল হক আল ইশবীলী (মৃত ৫৮২ হিজরি) (র.)
৬. আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল কুরতুবী ওরফে ইবন আবী হজ্জাজ (মৃত ৬৪২ হিজরি) (র.)

L. wmnvn wmËvi nv'xmmgn‡K GKwÎKiY

যাঁরা সিহাহ সিত্তার হাদীসসমূহকে একত্রিত করেছেন তাঁরা হলেন -

১. আব্দুল হক ইবন আব্দির রহমান আল ইশবীলী ওরফে ইবনুল খেরাত (মৃত ৫৮২হি.)
২. কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলাউদ্দিন আল মাক্কী (মৃত ৯৯০ হিজরি) (র.)
৩. আবুল হাসান আহমদ ইবন রাযীন ইবন মুআবিয়া আল আবদী আস সুরূকসাতি (মৃত ৫৩৫ হিজরি) (র.) তাঁর গ্রন্থটির নাম تجريد الصريح তিনি গ্রন্থটির শুধু ক্রমবিন্যাস ও সজ্জায়ন সুন্দর করেন নি। এমন কি সিহাহ সিত্তাহ এর কিছু হাদীসও ছেড়ে দেন । অতঃপর আবুস সা‘আদাত মুবারক ইবন মুহাম্মদ ওরফে ইবনুল আসীর আল জাযরী শাফিই (মৃত ৬০৬ হিজরি) (র.) কিতাবটির বিন্যস সুন্দর করেন, বাব গুলোর তরতীব করেন, মূল গ্রন্থসমূহের পরিত্যক্ত হাদীসগুলোকে সংযোজন করেন। গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা করেন জটিল ইরাবসূমহের বর্ণনা দান করেন, হাদীসের সুপ্ত অর্থ প্রকাশ, হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী অথবা তাবে‘ঈর নাম উল্লেখ করে অবশিষ্ট ইসনাদকে পরিত্যাগ করে এবং সিহাহ সিত্তার যে গ্রন্থটি থেকে হাদীসটি সংগৃহিত তার নাম বর্ননা করেন, তিনি তাবে‘ঈ এবং ইমামগণের মতামত উল্লেখ করেন নি তবে যৎকিঞ্চিত ক্ষেত্রে। তিনি আরবি অক্ষরের ক্রমানুসারে বাবগুলোকে সজ্জিত করেন এবং গ্রন্থটির নাম রাখেন جامع الأصول لأحاديث الرسول তাঁর এ কিতাবটি এ ধরনের গ্রন্থমালার একক কিতাব হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর পদ্ধতিতে এরূপ আর কোন কিতাবই প্রণিত হয় নি। তিনি

দূরবর্তী বস্তুকে আমাদের সন্নিকটে উপনীত করেন এবং কঠিন বিষয়কে আমাদের জন্য সহজ করে তোলেন। কিতাবটি ছোট ছোট দশ খণ্ডে বিভাজ্য অবস্থায় মিসরের দারুল কুতুবি'স-সুলতানিয়াহ-এ সংরক্ষিত আছে। এ জামিউল উসুল গ্রন্থটিকে অনেকেই সংক্ষিপ্ত করেছেন । তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মদ আল মিরওয়াযি (মৃত ৬৮২ হিজরি) (র.) হিবাতুল্লাহ ইবন আব্দির রহিম আল হামাদি (মৃত ৭১৮ হিজরি) (র.) আব্দুর রহমান ইবন আলী ওরফে ইবনুদ দায়বাশি শায়বানি আয যাবীদী (মৃত ৯৪৪ হিজরি) (র.)। সংক্ষিপ্ত সংকলনগুলোর মধ্যে এটি সর্বোত্তম। ইদানিংকালের এটি মিসর থেকে তিন খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।[৫৪৫]

৪. আবু তাহির মুহাম্মদ ইবন ইয়া'কূব আল-ফীরুযাবাদি (মৃত ৮১৭ হিজরি)(র.); তাঁর সংকলনটির নাম হচ্ছে تسهيل الأصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول এটি এবং এর পূর্ববর্তী গ্রন্থটি হাদীসের কিতাব হিসেবে যথেষ্ট।

৫. কুতুবুদ্দীন সিন্ধী (মৃ.৯৯০/১৫৮২) প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ সিহাহ সিত্তার হাদীস সমূহ একত্রিত করেছেন।

الجوامع العامة (mvaviY Rvwg MÖš'vjv)

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের হাদীসগুলোকে একত্রিতকারী গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. Avej dviR ÔAvãi ingvb Beb ÔAvjx RvIhx[546] (gZ 597 wnRwi) (i) Gi جامع المسانيد والألقاب, তিনি তাঁর এ সংকলনে সহীহ মুসলিম, সহীহ বুখারী, মুসনাদ আহমদ এবং জামি তিরমিযীকে একত্রিত করেছেন। আহমদ ইবন আব্দিল্লাহ আল মাক্কি (মৃত ৯৬৪ হিজরি) (র.) এটিকে সুসজ্জিত করেন।

২. nwKg BmgvÔCj Beb Igi Avj Iqvkx Av' w'gvkwK Ii‡d Be‡b Kvmxi[547] (g. 774 wnRwi) (i.) Gi جامع المسانيد والسنن الهدى لأقوم سنن এ গ্রন্থে তিনি সহীহাইন, সুনানুন নাসায়ি, আবু

---

[৫৪৫]. gvKZveZZ wZRwiqvn এর মালিক মুস্তফা আফিন্দী মুহাম্মদ দ্বিতিয়বার এটিকে মিসর থেকে চার খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এ সংস্কার প্রথম সংস্করন অপেক্ষা উত্তম ।

[৫৪৬]. ইবনু'ল-জাওযী (৫১০/১১১৬-৫৯৭/১২০১) বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি বাগদাদেই ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন হাদীসবিদ, হাফিয, তাফসীরবিদ, ফিকহশাস্ত্রজ্ঞ, ও'য়াইয, সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৪০ এর উর্ধ্বে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, المغنى في علوم القرآن، تذكرة الأريب في اللغة، جامع المسانيد، المنتظم في تاريخ الأمم، الطب الروحانى، تلبيس إبليس.

(দ্র. শামসুদ্দিন আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৩৮৪; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ.৬৮; আযযাহবী, ZvhwKivZj ûddvh, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৩৪২; ওমর রিযা কাহহালা, gRvdj gAwjøwdb, ২য় খণ্ড পৃ.১৩৩৫ ; শামসুদ্দিন আযযাহবী, Avj-Bevi, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৭)

[৫৪৭]. ইবন কাসীর (৭০০/১৩০১-৭৭৪/১৩৭৩) (র.) বসরার জান্দাল অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁকে দিমাশক-এ স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন । অত:পর তাকে তাঁর শায়খ ইবন তাইমিয়ার (র.) এর পাশে সুফিয়া গোরস্থানে দাপন করা হয় । ইবনে কাসির (র.) ছিলেন হাদীসবিদ, বিশিষ্ট মুফাসসির এবং ফকিহ । তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে تفسير القرآن العظيم جامع المسانيد، البداية والنهاية ইত্যাদি। (দ্রঃ ইবন কাসির, Avj we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, মুকাদ্দামাহ পৃ.৭-১৪;ইবন তাগরী বারদী, AvbbRgh hvnwiqvn, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১২৩-১২৪; খতীব আল বাগদাদি, nw'qZj Awiwdb, ১ম খণ্ড, পৃ:২১৫;ইবনুল ইমাদ, kvhvivZhRvnve, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩১ -২৩২ ; ওমর রিযা কাহলালা , gRvgj gAwjøwdb, ২য় খণ্ড , পৃ : ১০০; ইবন হাজার আসকালানি , Av' Ñ'iviæj Kwgbvn , ১ম খণ্ড,পৃ : ৩৭৩ –৩৭৪)।

দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদ আবী ইয়ালা এবং ইমাম তবারানি (র.) এর আল মু'জামূ'ল কাবীর থেকে হাদীস জমা করেছেন।

৩. nwdh Avej nvmvb ÔAvjx Beb Awe eKi Beb Avex eKi Avk kwdÔC Avj nvqmwg[৫৪৮] (মৃত ৮০৭ হিজরি) (র.) এর সংকলিত জামি গ্রন্থ। এ গ্রন্থটির নাম হচ্ছে مجمع الزوائد ومنبع الفوايد তিনি এতে ইমাম আহমদ (র.), আবু ইয়ালা, বায-যায এর মুসনাদ গ্রন্থ এবং ইমাম তাবপরানি (র.) এর তিনটি মুজাম এর زوائد হাদীস জমা করেছেন। দারুল কুতুব গ্রন্থাকারের এর আট খণ্ড সংরক্ষিত আছে। এটি মুদ্রিত হয়েছে।

Bgvg ûmvqb Beb gvmD'[549](gZ 516 wnRwi) (i.)Gi msKwjZ **مصابيح السنة**; এটি আল্লামা বাগাভী (র.) সংকলিত হাদীসের অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। এ কিতাবে তিনি বিষয়বস্তুর ক্রম অনুযায়ী হাদীস সংকলন করেছেন। প্রতি বাব-এ প্রথমে সহীহ হাদীস অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর হাদীস গ্রহণ করেছেন। এর পরে হাসান হাদীস অর্থাৎ সে সব হাদীস যা সুনান-ই আবী দাঊদ, জামি তিরমিযী ও অন্যান্য আইম্মা-ই হাদীস-এর কিতাব হতে এনেছেন। অনেক বাব-এ গারীব হাদীসও আছে অর্থাৎ সে সব হাদীস যেগুলির সনদপরম্পরায় কোথাও কেবল একজন মাত্র রাবী পাওয়া যায়; বরং এরূপ হাদীসও আছে যার সনদ (খুব বেশি) নির্ভরযোগ্য নয়। তবে তিনি দাবি করেছেন যে, এ কিতাবে কোন মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বা মওদু (জাল) হাদীস নেই। এ কিতাবে হাদীসের সনদ পরিত্যাগ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসের বিন্যাস পদ্ধতি যা সহীহ হাদীসের বিভিন্ন স্তরের

---

[৫৪৮]. আলী ইবন আবী বকর আল হায়সামি (৭৩৫/১৩৩৫-৮০৭/১৪০৫) শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । তাঁর কুনিয়াত আবুল হাসান এবং নুরুদ্দিন ছিল তাঁর উপাধি । তিনি বাল্যকাল থেকেই যায়নুদ্দিন আল ইরাকি (র.) এর সংস্পর্শে থাকেন, তাঁ কন্যা বিবাহ করেন, তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবন করেন এবং তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ তার নিকট থেকেই পাঠ করেন । তিনি ছিলেন খুব সহজ-সরল এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী। ইবন হাজার 'আসকালানী (র.) তার নিকট **مجمع الفوائد** গ্রন্থের অর্ধেক পরিমাণ পাঠ করেন। তিনি রমযান মাসের ১৯ তারিখ মঙ্গলবার রাতে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন এবং বাবুল-বারকূকিয়াহ- এ সমাধিস্থ হন।

(দ্র. ইবনু'ল-'ইমাদ, kvhvivZÕh-hvnve, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭০; খতীব আল-বাগদাদী, BhvûÕj-gvKbb, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬; 'ওমর রিযা কাহ্হালা, gÕRvgÕj-gÕAwjdxb, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১০-৪১১)

[৫৪৯]. হুসায়ন ইবন মাসউদ (মৃত ৫১৬/১১২২) (র) হিরাত এবং মারব-আররুয এর মধ্যবর্তী স্থান বাগশূর-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবনুল-ফাররা আল-বাগাভী পরিচয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হিরাতের নিকটতম বাগা গ্রামের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁকে বাগাভী বলা হয়। তাঁর কুনিয়াত আবূ মুহাম্মদ। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী একজন ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির ছিলেন। তিনি অল্পে তুষ্ট এবং দুনিয়া ত্যাগী ছিলেন। কোন কিছু ছাড়াই রুটি খেতেন। পরে অসুস্থতার কারণে শুধু যায়তুন তেল দিয়ে রুটি খেতেন। তিনি পবিত্র অবস্থা ছাড়া শিক্ষা দান করতেন না। তিনি কল্যাণকর অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে,

معالم التنزيل،**شمائل النبي المختار**، التهذيب **في فروع للشافعى**، مصابيح **للسنة**، **كشف** المناهيج والتناقيح.

দ্রঃ শামসুদ্দিন আয-যাহাবী, wmqvi æ AvÕjwgÕb-bevjv, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৯-৪৪৩; আহমদ শাকির, 'vBivZÕj gvÕAwid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.২৭ শামসুদ্দিন আদ-দাউদী, ZvevKvZÕj-gdvmwmixb, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২-১৬২; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, মু'জামু'ল-মাতবু'আতু'ল-'আরাবিয়্যাহে, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৩; ড. হুসাইন যাহাবী , AvZ-Zvdmxi Iqvû৷j gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ZvevKvZÕj- gdvmwmixb, পৃ. ৫০; ইবন কাসীর, Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১৯৩; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকীরাতু'ল-হুফ্ফায, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৫৭-১২৫৮; তাজুদ্দীন সুবকী, ZvevKvZÕk-kwdÔCq¨vn, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫২; তাশ কুবরা, wgdZvûÕm-mvÔAv'vn, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২; ইবন তাগরী বারদী, Avb-bRgÕh-hvwnivn, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৩; ইবন খালিকান, IqvdvqvZÕj-AvÔBqvb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; ইবনু'ল-'ইমাদ, kvhvivZÕh-hvnve, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮-৪৯;'ওমর রিযা কাহহালা, gÕRvgÕj-gÕAwjdxb, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৪

প্রতি নির্দেশ জ্ঞাপনের ভিত্তিতে অবলম্বিত হয়েছে, তা এ কথা বুঝাবার জন্য যথেষ্ট যে, সর্বজনগৃহীত হাদীস কোনগুলি। কিতাবখানি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

কারও কারও মতে এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা ৪৭১৯ টি।[৫৫০] তন্মধ্যে বুখারী থেকে ৩২৫ টি, মুসলিম থেকে ৮৭৫ টি এবং মুত্তাফাকুন হিসেবে ১০৫১ টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম বাগাভী (র.) বলেন, এ গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য হল শরী'আতের অনুসারী লোকদের জন্য এমন একটি সম্পদ প্রস্তুত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক পথ অনুযায়ী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যা তাদেরকে সহায়তা করতে পারে।[৫৫১] উলামাগণ এ গ্রন্থটিকে তৎকালীন যুগ থেকে অদ্যবধি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারণ করে আসছেন। এ গ্রন্থটির পাদটীকা বহু ভাষ্য গ্রন্থে রচিত হয়েছে। বিশেষতঃ ইমাম ওয়ালিয়ুদ্দীন আল-খতীব আত্‌তাবরিযী (মৃত ৭৪৩/১৩৪২) এ গ্রন্থটিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সংযোজন করে এর নাম রেখেছেন মিশকাতুল মাসাবীহ।
এ গ্রন্থটি অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। বুলাক থেকে ১২৯৪ হিজরি/ ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে দু'খণ্ডে এবং মিসর থেকে ১৩১৮ হিজরী /১৯০০ খৃস্টাব্দে মুয়াত্তা মালিক-এর সাথে প্রকাশিত হয়।[৫৫২]

৪. Bgvg ÔAvãi ingvb Avm-mqZx (i)-Gi msKwjZ جمع الجوامع في الحديث; তিনি এতে সিহাহ সিত্তাহ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের হাদীসসমূহকে জমা করেন। এ কিতাব সংকলনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, নবী করীম (স.) এর সব হাদীসকে সংগ্রহ করা। আল-মানাবী বলেন, গ্রন্থটি সমাপ্ত করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর এ গ্রন্থে অনেক য'ঈফ এমনকি মাওযু হাদীস ও সন্নিবেশিত হয়েছে। আলাউদ্দীন আলী ইব্‌ন হুস্‌সান আল-হিন্দী (তিনি মক্কায় ৭৭৫ হিজরি সালে ইন্তিকাল করেন) তাঁর **كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال** গ্রন্থে আব্দুর রহমান প্রদত্ত তারতীবকে আরও সুন্দরভাবে সজ্জিত করেন। ইমাম আব্দুর রহমান আস্‌-সুয়ূতী (র.) তাঁর এ কিতাবের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন করেন তাঁর গ্রন্থে।

৫. Avng' Beb Avex eKi Avj-emxix[553] (gZ 840 wnRwi) (i.) Gi **إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة** এতে তিনি দশটি মুসনাদ-এর زوائد হাদীসগুলোকে জমা' করেছেন। নামগুলো এই, আবূ দাউদ তয়ালিসী, হুমায়দী, মুসাদ্দাদ, ইবন আবী আমর, ইসহাক ইবন রাহওয়াহ, ইবন আবী শায়বাহ, আহমদ ইব্‌ন মুনী, 'আব্দ ইবন হুমায়দ, হারিস ইবন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী উসামাহ এবং আবী ই'য়ালা আল-মূসিলী-এর মুসনাদ। এসব মুসনাদ-এর زوائد বলতে এমন হাদীসগুলোকে বুঝান হয়েছে যে সব হাদীস সিহাহ সিত্তায় নেই অথচ এ গ্রন্থগুলোতে রয়েছে। আল-বূসীরী (র.) এর এ কিতাবটিতে একশতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

---

৫৫০. gÖRvgÖj-gvZeAvZ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৩
৫৫১. 'vBivZÖj-gvÖAwid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮
৫৫২. gÖRvgÖj-gvZeAvZ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৩; 'vBivZÖj-gvÖAwid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮
৫৫৩. আহমদ আল-বূসীরী (৭৬২/১৩৬১-৮৪০/১৪৬৩৬) শিহাবুদ্দীন আবু'ল-ফযল মিসরে মুহররম মাসে জন্মগ্রহণ করেন, তথায় লালিত পালিত হন এবং মিসরের হুসায়নিয়াতে মুহররম মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন এক জন খ্যাতিমান হাদীস বিশারদ। তিনি **تحفة الجبيب للحبيب، زوائد للسنن الكبرى، زوائد ابن** ماجه প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দ্র. হাজী খলীফাহ, KvkdÖh-hbb, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৫৬; 'ওমর রিযা কাহহালা, মু'জামু'ল-মু'আলিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৪

৬. nwdh nvmvb Beb Avng‘ Avm-mgiK›‘x[554] (gZ 491 wnRwi) (i.) Gi بحر الأسانيد; এ গ্রন্থে তিনি এক লক্ষ হাদীস সন্নিবেশ করেছেন এবং এ কিতাবটিকে তিনি সুন্দরভাবে সজ্জিত করেছেন। এ কিতাব সম্পর্কে বলা হয়, إنه لم يقع في الإسلام مثله ‘ইসলামে এর অনুরূপ আর একটি গ্রন্থ রচিত হয় নি।’

AvnKvg m¤úwKZ nv‘xm mwb‡ekKvix Mšgvjv

অনেক হাদীসবিদ আহকাম সর্ম্পকিত হাদীসগুলি জমা করেছেন যেমন-

1. Beb ‘wKK Avj-C‘[555] (gZ 702 wnRwi) (i.) Gi **الإمام في أحاديث الأحكام** তিনি এই হাদীসগ্রন্থে আহকাম সম্পর্কিত হাদীস জমা করেছেন। এরপর তিনি তাঁর **الإلم** গ্রন্থে এসব হাদীসের শরাহ করেছেন, কিন্তু তা সমাপ্ত করতে পারেন নি। তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়, এ প্রকারের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এটির চেয়ে বড় আর কোন গ্রন্থ প্রণীত হয় নি।

2. Beb kvÏv‘ Avj-njex (i.) Gi دلائل الاحكام من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم, তিনি তাঁর এ গ্রন্থে এমন হাদীস সর্ম্পকে পর্যালোচনা করেছেন যেগুলো থেকে শরী‘আতের ইস্তিম্বাত করা হয়েছে। এটি দু’খণ্ডে বিভক্ত।

3. nwdh gvR‘wÏb Awej evivKvZ Awãm mvjvg Beb Awãjøvn Beb Awej Kv‡mg Avj nviivbx Ii‡d Beb Zvqwgq¨vn Avj nv¤wj (gZ 652 wnRwi) (i.) Gi **منتقى الاخبار في الاحكام**; তিনি তাঁর এ গ্রন্থটির হাদীসসমূহকে চয়ন করেছেন, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদু’ল ইমাম আহমাদ, জামি আবী ঈসা, আত-তিরমিজি (র.), ইমাম নাসাঈ (র.) এর সুনান, আবু দাউদ,(র) এর সুনান এবং ইবন মাজাহ (র.) এর সুনান গ্রন্থ থেকে । সনদের বর্ননা করলে দীর্ঘ হয়ে যাবে এ আশংকায় গ্রন্থকার শুধু উল্লেখিত দিকে ইঙ্গিত করেছেন । বদরুল মুনির গ্রন্থকার আল মুনতাকা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, হাফিয মাজদুদ্দীন আব্দিস সালাম ইবন তায়মিয়্যাহ (র.) এর আল মুনতাকা নামক আহকাম গ্রন্থটি তার একটি সার্থক গ্রন্থ । তিনি যদি অনেক হাদীসকে বর্ননাকারী ইমামের প্রতি শুধু ইঙ্গিত করে ক্ষান্ত না হয়ে সেগুলোর হাসান বা যঈফ হওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতেন তবে কতই-না উত্তম হতো। উপমাস্বরূপ বলা যায়, তিনি কোন কোন হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এটি

---

৫৫৪. হাসান ইব্ন আহমদ (৪০৯/১০১৮-৪৯১/১০৯৮) (র)-এর কুনিয়াত আবূ মুহাম্মদ। তিনি একজন ইমাম, হাদীসের হাফিয, বিশ্বস্ত রাবী, হাদীস অন্বেষনে ভ্রমণকারী এবং হাদীস প্রতিষ্ঠাকারী বিশেষণে বিভূষিত ছিলেন। যুল-কা’দাহ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্র. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতু‘ল-হুফ্ফায, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮; ইবনু’ল-‘ইমাদ, kvhvivZỦh-hvnve, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫; ‘ওমর রিযা কাহহালা, gỦRvgỦj gAv‡jøwdb, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩৭

৫৫৫. মুহাম্মদ ইবন দাকিক আল ঈদ (র.) (৬২৫/১২২৮-৭০২/১৩০২)। ছিলেন এক জন হাফিয, মুহাদ্দিস, ফকীহ, উসূলবিদ, সাহিত্যিক, বৈয়াকরনবিদ, কবি এবং সুবক্তা । লোহিত সাগরের তীরবর্তি হিজাযের ইয়ানবা নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কাউস এ লালিত পালিত হন । তিনি সিরিয়া এবং মিসর ভ্রমন করে অনেকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবন করেন। তিনি মিসরের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ৭০২ হিজরী সালের ১১ ই সফর তারিখ তিনি কায়রোতে ইন্তিকাল করেন । তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে ,

ديوان خطيب،شرح عمدة الأحكام،شرح مختصرا بن حاجب الإقتراح في علوم الحديث،شرح مقدمة المطرزى

ইত্যাদি । (দ্রঃ শামসুদ্দিন আয যাহবি ,ZvhwKivZj ûddvq, ৪র্থ খণ্ড,পৃ. ২৬২-২৬৪ ; খতিব বাগদাদি, nw‘qvZj Awiwdb, ২য় খণ্ড, পৃ :১৪০; খতিব বাগদাদি, Bqvûj gvKbb, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৪; সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, ওমর রিযা কাহহলাহ, gRvgj gvAwjøwdb ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৩, ৫৫৪ ; ইবন তাগরি বারদি, Avb bhgR hwnivn, ৮ম খণ্ড পৃ ২০৬ - ২০৭ ; ইবনুল ইমাদ, kvhvivZh hvnve, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৫-৬ ; ইবন হাজার আসকালানি, Av‘-‘iviæj Kwgbvn, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৯১ -৯৬; শাওকানি, Avj ev‘iæZ-Zwj, ২য় খণ্ড, পৃ ২২৯– ২৩২) ।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আহমদ (র.) বর্ননা করেছেন, এটি ইমাম দারাকুতনি (র.) বর্ননা করেছেন, এটি ইমাম আবু দাউদ (র.) বর্ননা করেছেন । অথচ সে হাদীসটি যঈফ হওয়া সত্বেও তিনি ঐ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি । এর চেয়েও কঠিন বিষয় হচ্ছে, জামি তিরমিজী গ্রন্থে কোন হাদীস এর যঈফ হওয়া সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি (র.) এর উল্লেখ করার পরও তিনি হাদীসটি জামি তিরমিজী এর প্রতি সম্পৃক্ত করে ক্ষান্ত থেকেছেন অথচ ঐ হাদীসের যঈফ হওয়া সম্পর্কে তিনি কোন কথা উল্লেখ করেন নি । হাফিয ইবনে তাইমিয়াহ (র.) এর উচিৎ ছিল এরূপ হাদীসগুলিকে এক সাথে জমা করে কিতাবের পাদটিকায় তা লিপিবদ্ধ করা অথবা একটি পৃথক মুসান্নাফ সংকলন করা ; তখন এ মুসান্নাফটি উক্ত কিতাবের পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হতো ।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য আল মুনতাকা গ্রন্থেও এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন এবং আরও অতিরিক্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন ইয়ামেনের মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবন আলী আশশাওকানি (র.) (মৃত ১২৫০ হিজরি) তাঁর (نيل الاوطار) নায়লুল আওতার গ্রন্থে । এতে তিনি আল মুনতাকার শরাহ করেছেন এবং এটি অতি বিসৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত নয় বরং মধ্যম স্তরের একটি শরাহ গ্রন্থ, যা আট খণ্ডে প্রণিত । এতে তিনি হাদীস থেকে উদ্বুত ফিকহের বর্ণনা প্রদান করেছেন ।

4. nwdh Avng' Be‡b Avjx Be‡b nvRvi AvmKvjwb (gZ 853 wnRwi) (i.) Gi ej¸j gvivg wgb Aw'jøwZj AvnKvg (بلوغ المرام من ادلة الاحكام); এটিতে আহকাম সম্পর্কিত এক হাজার চারশতটি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি বিরাট মর্যাদার অধিকারি একটি কিতাব। এটি সৈয়্যদ আহমদ হাসান দিহলুবি (র.) এর পাদটিকা সহ মিসর এবং হিন্দুস্থান থেকে মুদ্রিত হয়েছে। তিনি এতে ত্রুটি যুক্ত হাদীসের ত্রুটি উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন। এটি মিসরে এ বছর (মিফতাহুস সুন্নাহ সংকলনের বছর) মুদ্রিত হয়েছে এবং এতে অধিকাংশ হাদীসের ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা রয়েছে। অনেক হাদীস বিশারদ বুলুগুল মারাম গ্রন্থের শরাহ প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন-

K. Kvhx kvidwÏb ûmvqb Beb gnv¤§' Avj gvMwiwe (i) Zvi kivnwU m we¯ÍZ ।

L. gnv¤§' Beb BmgvBj Avm mbÔAvbx (gZ 1182 wnRwi) (i.) Zvi wKZvewUi bvg mejm mvjvg (سبل السلام) এটি সংক্ষিপ্ত হলেও অতি মূল্যবান| গ্রন্থকার এতে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলেছেন তা অপর মাযহাবের বিরোধিতার ক্ষেত্রে হোক বা কোনটির পক্ষাবলম্বনে হোক। এটি হিন্দুস্থানে মুদ্রিত হয়েছে । মিসরে এটি চার খণ্ডে উত্তম মুদ্রণে মুদ্রিত হযেছে। এতে সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজিত হয়েছে ।

M. bIqve wmwÏK nvmvb Lvb[556] (gZ 1182wnRwi (i.)| Zvi wKZvewUi bvg dZûj Avjøvg (فتح العلام)| এটি সুবুলুস সালাম এর কপিস্বরূপ| এতে তার থেকে সামান্য পার্থক্য সূচিত হয়েছে অথবা

৫৫৬. তাঁর প্রকৃত নাম সাইয়্যেদ নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান বাহাদুর আবু তালিব আল-কানূজী আল-বুখারী। তিনি ১২৪৮ হিজরী মোতাবিক ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা শায়খ আব্দিল আযীয, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.)-এর নিকট তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এর পর তিনি বুপালে গমন করে সেখানকার বেগম শাহজাহানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বেগম তাঁকে মু'তামাদ আল-মুহাম ও নওয়াব খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ব্রিটিশ ভারতের মুজাহিদ আন্দোলনের অতিশয় উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি গ্রন্থ রচনা দ্বারা এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী শিক্ষা প্রচার করেন। তিনি চার শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে, আবজাদু'ল-উলুম, বুগয়াতু'র-রায়েদ ফী শারহিল-আকায়েদ, তারজামানুল'-কুরআন, ফাতহু'ল-বায়ান ফী মাকাসিদিল মুরআন। তিনি ১৩০৭ হিজরীর ২ শে জামাদিউস-সানী মোতাবেক ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ ই ফেব্রুয়ারী ইন্তকাল করেন।

দ্র. সিদ্দিক হাসান খান বাহাদুর, AveRv'Ö j-Djg, gKwÏgvn, পৃ. ৫-১০; সিদ্দিক হাসান খান বাহাদুর, Avj-wnËvn dx whKwiÖm-wmnvn wmËvn, মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৩-৯; mswÿß Bmjvgx wek‡Kvl, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৭-৫০৮

এতে কোন কোন মাযহাবের বর্ননা ত্যাগ করা হয়েছে যেমন হাদুবিয়াহ মাযহাব । এটি মিসরের আমিরিয়াহ প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে এবং এর সব কপি নিঃশেষ হয়ে যায়।

5. Avng' Beb ûmvqb Avj-evqnvKx[557] (gZ 458 wnRwi) (i.) Gi Avm mbvbj-Keiv (للسنن الكبرى) । ইবনুস-সালাহ (র.) এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, ইমাম বায়হাকী (র.) এর কিতাব للسنن الكبرى অপেক্ষা দলিলসমূহের সমন্বয়কারী আর কোন সুন্নাহ গ্রন্থ সংকলিত হয় নি। যেন তিনি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা কোন একটি হাদীসও বাদ দেন নি, বরং তা তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। এটি ভারতে মুদ্রিত হয়েছে এবং শেষে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের নামের একটি সূচি সংযোজিত হয়েছে; যাতে তাঁদের মুসনাদ এবং তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী (র.) সংকলিত আস-সুনানু'স-সুগরা (للسنن الصغرى) নামে আর একটি গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর গ্রন্থ দু'টি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, إنه لم يصنف في الإسلام مثلهما ইসলামে এ দু'টির অনুরূপ অপর কোন গ্রন্থ সংকলিত হয় নি।

6. nwdh Avej nvmvb ÔAvjx Beb ÔIgi Beb Avng' evM'v'x ÔIi‡d 'viv KZbx[558] (gZ 385wnRwi) (i.)-Gi mbvb| এটি হিন্দুস্থানে শামসুল-হক আবিত-তায়্যিব মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন 'আলী আল আবাদী (র.) এর টীকাসহ মুদ্রিত হয়েছে।

---

৫৫৭. ইমাম আবূ বকর আল-বায়হাকীকে (৩৮৪/৯৯৪-৪৫৮/১০৬৬) (র.) বায়হাক-এর একটি গ্রামে খুসরাওজিরদ (خسروجرد)-এর প্রতি নিসবত করে খুসরাওজিরদী বলা হয়। তিনি শা'বান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। হাদীসের যুগ শ্রেষ্ঠ হাফিয, বিশ্বস্ত রাবী এবং খুরাসানের শায়খ। ইবন নাসিরুদ্দীন বলেন, كان واحد زمانه وفرد أقرانه حفظا واتقانا وثقة وعمدة وهو شيخ خراسان । ইবন কাযী শাহবাহ বলেন, তিনি ছিলেন অল্পে তুষ্ট, দুনিয়া ত্যাগী এবং পরযেগারীতে বিভূষিত। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ একাধারে রোযা পালন করেন। ইমামু'ল-হারামায়ন বলেন, শাফি'ঈ 'আলিমগণের প্রত্যেকের ওপরই রয়েছে ইমাম শাফিঊ (র.)-এর অনুগ্রহ বিরাজমান। একমাত্র ইমাম বায়হাকী (র.) ছিলেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা, শাফি'ঈ মাযহাবের সাহার্যার্থে রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তিনিই বরং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্তাবলীর মধ্যে উল্লে-খযোগ্য হচ্ছে, كتاب دلائل النبوة، كتاب الخلاف، المبسوط في جميع نصوص للشافعي، مناقب أحمد، مناقب للشافعي، كتاب البعث والنشور، كتاب الإعتقاد

দ্র. ইবনুল-'ইমাদ, kvhvivZh-hvnve, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪-৩০৫; ওমর রিযা কাহহালা, gÔRvgj-gÔAwjdxb, ১ম খণ্ড, পৃ.১২৯

৫৫৮. ইমাম দারা কুতনী (৩০৬/৯১৮-৩৮৫/৯৯৫) (র.) বাগদাদের দারা কতন নামক মহলাহ জন্মগ্রহণ করেন। এর প্রতি নিসবত করে তাঁকে দারা কুতনী বলা হয়। তিনি অতি ছোট বেলায় আস-সাফফা-এর মজলিসে জ্ঞানান্বেষণের জন্য হাযির হন। তিনি বসরা, কূফা, ওয়াসিত, সিরিয়া এবং মিসরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস লাভের মানসে ভ্রমণ করেন। তিনি আবূ'ল-কাসিম বাগাবী আবূ বকর ইবন আবী দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে আবূ বকর আল-বুরকানী, আবূ নু'আয়ম ইস্পাহানী, কাযী আবুত-তয়্যিব তাবারী প্রসিদ্ধ। খতীব বাগদাদী তাঁকে যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম, হাদীস, হাদীসের 'ইলত আসমাউর রিজাল এবং রাবীগণের অবস্থার জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন। হাকিম আবূ 'আব্দিল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন,

صار الدار قطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع، إمام في القراءات والنحو، صادفت فوق ما وصف لي.

আবূ যর আল-হারবী বলেন, আমি হাকিমকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দারা কুতনীর মত কাউকে দেখেছেন? তখন তিনি বললেন, তাঁর মত ব্যক্তিকে দেখেননি, আমি কি করে দেখব? আল-বুরকানী বলেন, দারা কুতনী (র.) তাঁর কণ্ঠস্থ থেকেই হাদীসের 'ইলাত লিপিবদ্ধ করাতেন। কাযী আবুত-তায়্যিব বলেন,

الدار قطني أمير المؤمنين في الحديث، وما رأيت حافظا ورد بغداد إلا مضى إليه وسلم له.

তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

كتاب العلل، للسنن، كتاب الاربعين، الاستدراكات والتتبع، الالزامات على الصحيحين، كتاب القراءات،

7. nwdh ÔAvãj-MYx Beb ÔAwãj-Iqwn‘ Avj-gvK‘vmx Av‘-w‘gvkKx[559] (gZ 600 wnRwi) (i.)-Gi Dg‘vZj-AvnKvg (عمدة الاحكام)| তিনি এতে এমন আহকামের হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) একমত হয়েছেন। ইবন দাকীক আল-ঈদ (র.) এটির একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেনে। ‘উমদাতুল-আহকাম গ্রন্থটি এর শরাহ সহ ছোট ছোট চার খণ্ডে মিসর থেকে মুদ্রিত হয়েছে। এটির ওপর শায়খ মুহাম্মদ মুনীর আদ-দিমাশকী (র.) এর একটি টীকা গ্রন্থও রয়েছে।

8. nwdh Avex gnv¤§‘ ÔAwãj-nK Beb ÔAwãi ingvb ÔIi‡d Bewbj-LviZ Avh‘x Avj-Bkexjx[560] (gZ 581 wnRwi) (i.) Gi Avj-AvnKvgÔm-mMiv (الاحكم الصغرى) | তিনি তাঁর এ সংকলনটি সম্পর্কে বলেন আমি আমার এ কিতাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিভিন্ন প্রকার হাদীস জমা’ করেছি। যেমন, শরী‘আতের সংশিষ্ট আহকাম, তথা হালাল, হারাম এবং তারগীব ও তারহীব সম্পর্কিত হাদীস। আমি এ সব হাদীস সংগ্রহ করেছি উম্মাহ এর পথ প্রদর্শক ও ইমামগণের গ্রন্থাবলি থেকে; যেমন, আবূ ‘আব্দিল্লাহ মালিক ইবন আনাস, আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, আবুল-হাসান মুসলিম ইবনি‘ল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিসাপূরী এবং সিহাহ সিত্তার অপরাপর গ্রন্থাবলি থেকে। এছাড়া অন্যান্য কিতাব থেকেও কিছু হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে।

9. Bgv‘ Ïxb Beb K‘vgv (g. 744/1343) Avj-gnviiv

10. Bgv‘ Ïxb Beb Kvmxi (g. 744/1343) AvnKv‡g mMiv

11. RvÔdi Avng‘ Dmgvbx (g.1310/1851) BÔjvDm mbvb

كتب الضعفاء.

দ্র. খতীব আল-বাগদাদী, ZvixL evM‘v‘, ১২শ খণ্ড, পৃ.৩৬; রাবী ইবন হাদী, বায়ানা‘ল-ইমামায়ন মুসলিম ওয়াদ-দারা কুতনী, পৃ. ২২-২৩; খায়রুদ্দীন যিরাকলী, Avj-Avjvg, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৪; ইবনুল-ইমাদ, kvhvivZÔh-hvnve, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৬-১১৭; ওমর রিযা কহহালা, gÔRvgÔj gÔAwjdxb, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯

[৫৫৯]. হাফিয ‘আব্দুল-গণী (৫৪১/১১৪৬-৬০০/১২০৩) (র.) রবিউল আখির মাসে নাবলুসের জাম্মাঈল (جماعيل) অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁকে জাম্মাঈলীও বলা হয়। তিনি বাল্যকালে দিমাশক হিজরত করেন এবং সেখানে আবুল-মুকারিম ইবন হিলাল সহ অনেকের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। এরপর তিনি বাগদাদ ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি আবূ-ফাতাহ ইবনুল-বাত্তী ইস্পাহান, হামাদান এবং মূসিল সফর করে অনেকের নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনুল-ইমাদ তাঁর হাদীসের অভিজ্ঞতা ও খোদাভীতি সম্পর্কে বলেন, وإليه انتهى حفظ الحديث متنا ولسنادا ومعرفة بغنونه مع الورع والعبادة والتمسك بالأثر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং সত্যের ক্ষেত্রে আপোষহীন। তাঁকে মানুষের মুখে উচ্চারিত কুরআনের শব্দকে সৃষ্ট বলার জন্য আহবান জানানো হয়। তিনি তা অস্বীকার করেন। তখন কেউ কেউ তাঁকে হত্যার ফাতওয়া প্রদান করে। এতে তিনি মিসর চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি বলেন, আহলুস-সুন্নাহর যে ব্যক্তিই তাঁকে দেখেছেন তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালবেসেছেন এবং তাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন। তিনি যখন শেষবার মিসরে আগমন করেন এবং জুমুআ দিবসে মসজিদে রওয়ানা হতেন তখন লোকেরা তাঁর থেকে বরকত গ্রহণ করার জন্য তাঁর চতুর্পার্শ্বে এত অধিকহারে জমা হতো যে, তিনি ভীড়ের চাপে হাঁটতে পারতেন না। তিনি ছিলেন খুব দানশীল ব্যক্তি। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে, درر الأثير এটি ৭ খণ্ডে প্রণীত, المصباح في عيون الأحاديث এটি ৪৮খণ্ডে বিস্তৃত, الدرة المضية في السيرة النبوية، الصلات من الاحيال إلى الأموات ইত্যাদি। দ্র. ইবনুল-ইমাদ, kvhvivZÔh hvnve, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬; আল-ইয়াফিঈ, wgiAvZj-wRbvb, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৮

[৫৬০].‘আব্দুল হক (র.)-এর কুনিয়াত আবূ মুহাম্মদ। তিনি ইবনুল-খিরাত পরিচয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার, অল্পেতুষ্ট, সুন্নতের পাবন্দ, গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং হাদীসের হাফিয ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে, كتاب الجمع بين للسنة، كتاب الأحكام الكبراى والصغرى، الجمع بين الصحيحين ، الغربيين في اللغة
দ্র. ইবনুল-‘ইমাদ, kvhvivZÔh-hvnve, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭১

Dhaka University Institutional Repository

12. Rnxi Avnmvb kvIK wbgex (g. 1329/1911) Avmvi æm mbvb, cgL gnwÏm I Zv‡`i iwPZ wKZve¸‡jv D‡jøL‡hvM¨

msKjb

কেউ কেউ হাদীসের মূল কিতাব হতে আবশ্যিক হাদীসসমূহ নির্বাচন করে হাদীসের সংকলন তৈরি করেছেন। বাগভী (মৃ. ৫১৬/১১২২) কৃত মাশারিকূল আনওয়ার-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এ ছাড়াও সিহাহ সিত্তাহসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থের অসংখ্য ভাষ্যগ্রন্থ, যাদুল মা'আদ, কানযুল উম্মাল, মিরকাত, নায়লুল আওতার প্রভৃতি গ্রন্থগুলো আধুনিক যুগে এসে লিপিবদ্ধ হয়। তাছাড়া সাম্প্রতিক কালের বিদগ্ধ পন্ডিত, অন্যতম হাদীস সমালোচক মরহুম নাসিরুদ্দীন আলবানীর সিলসিলাতু আহাদীসুস সহীহা, যাঈফা ও মাওযূয়া প্রমূখ গ্রন্থগুলো হাদীস জগতে বৈপ্লবিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করেছে।

wØZxq Aa¨vq : ûmvBb Beb gvmD‘ Avj evMvfx (i.) Gi Rxeb PwiZ I mgmvgwqK Ae¯v

c_g cwi‡”Q‘	:	bvg I esk cwiPq, Rb¥ I Rb¥¯vb, ˆkkeKvj I cwiev‡ii m‘m¨
wØZxq cwi‡”Q‘	:	wkÿvRxeb, wkÿ KgÐjx, wkÿv cwiZôvb, KgRxeb, QvÎe›‘
ZZxq cwi‡”Q‘	:	AvKx‘v I gvhnve, mdi, AvLjvK I ¯fve PwiÎ, cwiewiK Rxeb, Rxeb hvcb, n¾ cvjb, nv‘xm eYbv
PZ_ cwi‡”Q‘	:	D‡jøL‡hvM¨ ¸Yvejx, B‡šÍKvj, Bgvg evMvfx (i.) m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ
cÂg cwi‡”Q‘	:	D‡jøL‡hvM¨ iPbvejx
lô cwi‡”Q‘	:	mgmvgwqK Ae¯v
mßg cwi‡”Q‘	:	mgKvjxb gnwÏme›‘
Aóg cwi‡”Q‘	:	Zvdmxi PPvq Zvi Ae‘vb

c_g cwi‡"Q' : bvg I esk cwiPq, Rb¥ I Rb¥¯'vb, ˆkkeKvj I cwievi‡i m'm¨

আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাভী (র.) ছিলেন হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দির একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি একাধারে হাফিয, ইমাম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজতাহিদ ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনেক শিক্ষকের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অনেক। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর কারণেই তিনি পরবর্তী যুগের মনীষীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করে রয়েছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে ইমাম বাগাভী (র.)-এর জন্ম, বংশ, বাল্যকাল, শিক্ষা জীবন, তাঁর শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র, কর্মজীবন, তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণের মতামত, রচনাবলি, ইন্তিকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

bvg I esk cwiPq

আল্লামা বাগাভী (র.) এর নাম আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাস'উদ[১] ইবন মুহাম্মদ ইবনুল ফার্‌রা[২] আল-বাগাভী। উপনাম আবু মুহাম্মদ[৩] আল-বাগাভী । উপাধি মুহিউস-সুন্নাহ, রুকনুদ্দীন, যহীরুদ্দীন, কামেউল বিদয়াহ,[৪] শায়খুল ইসলাম। তাঁর উপাধিগুলি বহুলাংশে তাঁর ইলমী মুজাহাদা তথা শরীয়তের বিভিন্ন ইলম ও বিশেষভাবে হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শীতার পরিচয় বহন করে। তাঁর মুহিউস-সুন্নাহ উপাধি লাভের কারণ হিসাবে পরবর্তী উলামায়েকেরাম একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, কোন কোন জীবনীতে দেখতে পাই যে, তিনি মুহিউস-সুন্নাহ উপাধি লাভ করেছেন, এর কারণ বর্ণনা করা হয় যে, যখন তিনি শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন, তখন স্বপ্নযোগে আল্লাহর রাসূল তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি আমার হাদীসসমূহ ব্যখ্যা করে আমার সুন্নাহকে পুনর্জীবন দান করেছো। তখন থেকেই তিনি মুহিউসসুন্নাহ উপাধিতে ভূষিত হন।[৫] আল-বাগাভী[৬] সর্ব সাধারণের মাঝে বাগাভী নামে অধিক প্রসিদ্ধ।

---

১. ইমাম বাগাভীর জীবনীকারগণ তাঁর নামের ব্যাপারে মতবিরোধ করেন নি। তবে যিরকলী তাঁর আ'লামের ২য় খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, তিনি সুয়ূতীর তাবাকাতুল হুফ্‌ফাজ থেকে বর্ণনা করেন ইমাম বাগাভীর নাম হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাসউদ। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এরূপ নয়, কেননা নামকরণের ক্ষেত্রে সুয়ূতীর তবকাতুল হুফ্‌ফাজ, তবাকাতুল মুফাস্‌সিরীন গ্রন্থদ্বয়ে আসলের সাথে একমত পোষণ করেছেন।

২. ابن الفراء (ইবনুল-ফাররা) : তাঁর পিতার বিশেষ এক ধরণের চামড়া শোধনের কাজ, চর্ম ব্যবসা বা চর্মশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দিকে নিসবত করে তাঁকে আল-ফাররা অথবা ইবনুল ফাররা বলা হয়। দ্রঃ ইবন খাল্লিকান,ওফায়াতু'ল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬/১৩৭, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী বলেন, يعرف بابن الفراء، ويلقب محي السنة، وركن الدين أيضا দ্রঃ ZvevKvZÕj-gdvmwmixb, পৃ. ৫০

৩. শামসুদ্দীন আদ-দাউদী, ZvevKvZÕj-gdvmwmixb, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারু'ল-কুতুবি'ল ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ), পৃষ্ঠা ১৬২১৬২; ইবন কাসীর, Avj-we'vqvn I qvb-wbnvqvn, ১২তম খণ্ড (বৈরুতঃ দারু ইয়াহইয়াইত-তুরাসি'ল আরবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৯৩; শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী, ZvhwKivZÕj-ûddvh, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুতঃ দারু'ল-কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ), পৃষ্ঠা ১২৫৮; তাজুদ্দীন সুবকী, ZvevKvZÕk-kvdÕCq¨vn, ৭ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারু ইয়াহইয়াইত-তুরাসি'ল আরবী, তাঃ বিঃ), পৃষ্ঠা ১৫২; ইয়াকুত আল-হামাভী, gÕRvgÕj-ej'vb, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল-কুতুবি'ল ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ), পৃষ্ঠা ৫৫৪; তাশ কুবরা, wgdZvûÕm-mvÕAv'vn, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২; ইবন তাগরী বারদী, Avb-bhgÕh-hwnivn, ৫ম খণ্ড (কায়রোঃ ওঝারাতুস-সাকাফিয়্যা, তাঃ বিঃ), পৃষ্ঠা ২২৩; ইবন খাল্লিকান, ওফায়াতু'ল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারু ইয়াহইয়াইত-তুরাসি'ল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৫; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, gÕRvgÕj-gvZeAvZ, ১ম খণ্ড (প্রকাশনা স্থানের উল্লেখ নেই। মানসুরাতু মাকতাবাতু আয়াতিলাহ, ১৪১০ হিঃ), পৃষ্ঠা ৫৭৩; তাঃ বিঃ), পৃষ্টা ২৩৩; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, ZvevKvZÕj-gdwmixb (কাহিরাহঃ মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৬/১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৫০

৪. IdvqvZÕj-AvBqvb, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬; wgkKvZj gvmvexn, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩

৫. তাশ কুবরা যাদাহ, wgdZvûm mvÕAv'vn, (বৈরুত : দারু'ল-কুতুবি'ল ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ) ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১

তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন[৭]। তিনি একাধারে ইমাম, হাফিয, মুফাসসির, মুহাদ্দীস, ফকীহ ও ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

Rb¥ I Rb¥¯vb

ইমাম বাগাভী (র.) এর সঠিক জন্মতারিখ জানা যায় না। তবে হিজরি চতুর্থ শতাব্দির চতুর্থ দশকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।[৮] কিন্তু ইয়াকুত আল-হামাভী (র.) এর মতে, ইমাম বাগাভী (র.) ৪৩৩ হিজরির জামাদিউল উলা মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[৯] এমতে তিনি জীবিত ছিলেন ৮৩ বছর। আর যিরিকলী 'আলামে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ৪৩৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন তিনি ৭০ বছরের কিছু বেশি সময় জীবিত ছিলেন। আবার কতক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন যে তিনি ৯০ বছরের কাছাকাছি সময় জীবিত ছিলেন।[১০] যাঁরা তাঁর জীবন বৃত্তান্ত রচনা করেছেন তাঁরা সকলেই এই বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন যে তিনি ৫১৬ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, তিনি ৮০ বছরে উপনীত হয়েছেন কিংবা তা অতিক্রম করেছেন। ফলে এই ধারনা প্রবল হয়েছে যে, হিজরি পঞ্চম শতাব্দিতে (তাঁর মৃত্যু) বিবেচনায় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাঁর জন্ম গ্রহণ হয়েছে।

তিনি খুরাসানের বাগ অথবা বাগশুর[১১] নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[১২] আর এ স্থানটি ছিল হিরাত[১৩] ও মারভ আর-রুয[১৪] নামক শহরের মধ্যবর্তী একটি ছোট শহর।[১৫]সেই শহরের সাথেই তাকে সম্পৃক্ত করে বলা হয় বাগাভী। এ শহরটি অনেক অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রবিদ এবং ধর্ম-জ্ঞানীর জন্ম দিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন বাগশুর হলো প্রদেশের নাম আর বাগ হল তার একটি শহর।[১৬]

---

৬. البغوي : এর ب বর্ণে যবর এবং غ বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়। এটা দ্বারা বাগ অথবা বাগশুর এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। দ্র. আসসামা'য়ানী, Avj Avbmve, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪। এটা দ্বারা খুরাসানের একটি শহর মারভ ও হিরাতের মধ্যবর্তী শহরকে বুঝান হয়েছে।এদিকে সম্পর্ক করে তাকে বাগাভী বলা হয়। দ্রঃ ওফায়াতু'ল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮

৭. ইবন খাল্লিকান, I dvqvZ©j-AvBqvb, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬

৮. শু'আয়ব, kiû©m-mbvn gKwÏgv, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০

৯. ইয়াকুত আল-হামাভী, g©Rvg©j-ej 'vb, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারু'ল-কুতুবি'ল ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ), পৃ. ৫৫৪

১০. তাবাকাতুশ শাফেইয়াহ, লিস সুবকী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৬

১১. بغشور (বাগশূর) : এটার ش বর্ণে পেশ ر ও و বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। বাগশুর খোরাসনের অন্তর্গত একটি শহর। ঐতিহাসিক ইয়াকুত হামাভী বর্ণনা করেন, হিরাত ও মারভ আর-রুয নামক স্থান দ্বয়ের মধ্যবর্তী একটি ছোট শহরের নাম বাগশূর । সেখানকার জলাশয় গুলোর পানি সুপেয় এবং ফসলি জমিগুলো বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত। অবশ্য শহরটি মরুভূমির মাঝে অবস্থিত, কোন গাছ-গাছালী সেখানে নেই। এটিকে বাগও বলা হয়। ৬১৬ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে আমি শহরটি পরিদর্শন করি তখনও তাতে বিরাণের চিহন বিদ্যমান ছিল। এ স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ আলিম ও উলামা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ এবং আবুল আহওয়াস মুহাম্মদ ইবন হাইয়্যান আল-বাগাভী ও ইমাম আবু মুহাম্মদ হুসাইন আল-বাগাভী উল্লেখযোগ্য। দ্রঃ মু'জামু'ল-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮

১২. সম্পাদনা পরিষদ, 'vBivZ©j-gv©Awid, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত : দারু'ল-ফিকর, তাঃ বিঃ), পৃ. ২৭

১৩. হিরাত একটি প্রসিদ্ধ বড় শহর। খুরাসনের শহর সমূহের মা। সেখানে রয়েছে বাগানসমূহ এবং পানির ঝর্ণাসমূহ। (রাজেউ মারাসেদুল ইত্তিলা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৬৩)

১৪. মরু শাহজাহানের নিকটবর্তী একটি শহর। দুটির মাঝে পাঁচ দিনের দূরত্ব। এটি একটি বড় নদীর উপর, তার দিকে সম্পর্ক করা হয়।(রাজেউ মারাসেদুল ইত্তিলা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৬৩) এবং সেটি সম্পর্কের দিক থেকে ছোট অন্য একটি মরুর দিকে। এখান থেকে জ্ঞানীও মর্যাদাবান যাঁরা বের হয়েছেন তাদেরকে মারভরুযী অথবা মারুযী বলা হয়। (মু'জামু'ল-বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১২)

১৫. মু'জামু'ল-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৩; উমার রেজা কাহহালাহ বলেন ولد في بغشور بين هراة ومرو الروز দ্রঃ g©Rvg©j-g©Awj ødxb

১৬. মিফতাহুস সা'য়াদাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২

Rb¯vb Livmvb

এটা বর্তমানে পারস্যের উত্তর-পশ্চিম উস্তান বা প্রদেশ; এটার প্রশাসনিক রাজধানী মাশ্হাদ কিন্তু প্রাক-ইসলামী ও প্রাথমিক ইসলামী যুগে 'খুরাসান' শব্দটি আরও অনেক ব্যাপকতর অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত হত। বর্তমান আফগানিস্তান, সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার অংশবিশেষ এটার অর্ন্তভুক্ত ছিল। প্রাথমিক ইসলামী যুগে এই শব্দটির ব্যবহার দ্বারা পশ্চিম পারস্যের পূর্ব দিকের প্রায় সমুদয় অঞ্চলকেই বুঝাত, যেমন আল-জিবাল (পরবর্তীকালে যা 'ইরাক-ই-আ'জাম নামে আখ্যায়িত হয়) অঞ্চলকেও খুরাসান নামক একটি বিশাল ও সুনির্দিষ্ট সীমা চিহ্নহীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হতো। এমন কি এটার সীমানা সিন্ধু প্রদেশ এবং সিন্ধু নদীর উপত্যকা (Indus valley) পর্যন্ত বিস্তৃত করা হত। এরূপে সাধারণভাবে খোরেনের মুসা প্রণীত বলে কার্যত আর্মেনীয় ভূগোলে খুরাসানের সীমানা দক্ষিণ-পূর্ব কাস্পিয়ান অঞ্চলের গুরগান ও কুমীস হতে বাদাস্থশান ও উজান আমু দরিয়া (Oxus) র তু'খারিসতান এবং হিন্দুকুশের বামিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বর্ণিত হয়েছে।[১৭]

ভূসংস্থান অনুসারে আধুনিক সীমাবদ্ধ অর্থে খুরাসান প্রধানত একটি পর্বতসংকুল এলাকা ; এই পার্বত্য অঞ্চল, আল বুর্য পর্বতশ্রেণিরই একটি প্রসারিত অংশ যা মোটামুটি উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত। এটা আলবুর্য পর্বতশ্রেণিকে প্যারোপ্যামিসাস এবং উত্তর আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালার সাথে সংযুক্ত করেছে। নিশাপুরের উত্তরের একটি জিলা কূহ্-ই বীনা লূদ-এ এই পর্বতমালার সর্বোচ্চ উচ্চতা ১১,২০০ ফুট। উত্তর দিকে স্তেপ ও মরুভূমি অঞ্চল সোভিয়েত তুর্কমেনিস্তান হয়ে কাস্পিয়ান সাগর এবং আমু দরিয়ার অববাহিকার দিকে ধাবিত হয়েছে। দক্ষিণ দিকে রয়েছে স্থল-বেষ্টিত মরুভূমির এক বিশাল অঞ্চল এবং লবণ ক্ষেত্র (Salt-flats), যেমন দাশ্ত-ই কাবীর, দাশত-ই লূত এবং সীস্তানের হিলমান্দ অববাহিকা ; কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যেই অবস্থিত কা'ইন এবং বিরাজন্দ নামে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ ভূমি। এগুলি নিয়েই গঠিত ছিল প্রাথমিক যুগের ইসলামী প্রদেশ কূহিস্তান এবং যার একটি প্রধান পর্বত স্তূপ কূহ্-ই মুমিনাবাদের উচ্চতা ৯,১০০ফুট। কাজেই দেখা যায় যে, এই অঞ্চলে ভূসংস্থানগত উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য বিদ্যমান ; কেবল আরও উত্তর দিকের পর্বত অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত, স্থায়ী নদীনালা এবং ব্যবহারযোগ্য জলাশয়ের বিদ্যমানতার কারণে ওটা সমৃদ্ধ কৃষি ও পশু পালন ভিত্তিক অর্থনীতির সহায়ক। এই কারণে পারস্যের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই এলাকার জনবসতি বেশ ঘন। অন্যত্র এবং বিশেষভাবে দক্ষিণের অঞ্চলগুলিতে মরূদ্যানের মত জীবনযাত্রা প্রণালী বিদ্যমান, যেখানে জীবন ধারণের জন্য নির্ভর করতে হয় কূপ এবং কারীয অথবা কা'নাতের ওপর।

এটা ছাড়া অন্ততপক্ষে রিদা' শাহ পাহ্লবীর যুগ পর্যন্তও খুরাসানে সংখ্যালঘু যাযাবরদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ছিল। এই যাযাবরদের মধ্যে ছিল প্রধানত গোক্লেন ও য়োমুত তুর্কমেন এবং কিছু সংখ্যক হাযারা, তায়মূরী ও বালুচ। খুরাসানের বর্তমান অধিবাসীরা বিভিন্ন জাতির একটি মিশ্র জনগোষ্ঠি। এদের মধ্যে ইরানিগণই জনসংখ্যার মূলভিত্তি। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক জাতি এই যাযাবরদের অন্তর্ভূক্ত, যেমন তুর্কমেন, কুর্দি, বালুচ, আরব, তায়মূরী এবং আফগানিস্তান হতে আগত হাযারা। এই সমস্ত বিচিত্র জাতি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব খুরাসানের সুবিধাজনক অবস্থানেরই স্বাভাবিক পরিণতি। এই কারণে যে এটা একটি প্রাচীর স্বরূপ যা মধ্য এশিয়ার দিকে মুখ করে আছে। তদুপরি স্তেপ অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের সুসভ্য ও স্থায়ী বসতি এলাকাসমূহের মধ্যবর্তী করিডোর হিসেবেও এটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তাই এর সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক।

ইতিহাসের প্রাচীনতম কাল হতে খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত খুরাসানের উপর মধ্য এশিয়ার দিক হতে আগত যাযাবরদের চাপ অব্যাহত ছিল। শেষের দিকে অতঃপর স্থায়ী রাজনৈতিক সীমানা প্রতিষ্ঠিত হলে

---

১৭. J. Marquart, Eran-Sahr, P. 47

মানুষের অবাধ বিচরণ বাধা প্রাপ্ত হয়। এভাবেই খুরাসান সেই প্রবেশদ্বার যার মধ্য দিয়ে আলেকজান্ডার বাকট্রিয়া ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং বিপরীত মুখে সালজুকগণ হতে শুরু করে সব তুর্কী জনগোষ্ঠী এবং মঙ্গলরা পারস্যে প্রবেশ করে। এর ফলে খুরাসানে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর এক বিপুল মিশ্রণ ঘটেছে। এই সংমিশ্রণের একটি বিশেষ কারণ এই যে, পারস্যের শাসক বর্গ তারা ইরানি, আরব কিংবা তুর্কি যে বংশোদ্ভূতই হোক না কেন, সকলেই তাদের উত্তর-পূর্ব দিকের সীমান্ত রক্ষার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে মিত্র বাহিনী ও রক্ষী বাহিনীর উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। রাজনৈতিক কারণে রিদা' শাহ পাহলবীর রাজত্বকালেও বিভিন্ন জাতির লোকদের বসতি স্থাপন করা হয়েছে, এমন কি রিদা' শাহ পাহলবীর রাজত্ব কালেও একই কারণে লুরদের মত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকগণের উপনিবেশ এখানে স্থাপন করা হয়। তথাপি জাতিগত ও ভাষাগত দিক হতে উত্তর খোরাসানের মূল ইরানি বৈশিষ্ট্য কিছুটা ম্লান হলেও এই প্রক্রিয়া তুর্কি প্রভাবিত আজারবাইজানে খব বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। কা'ইন এবং বিশেষত বিরাজন্দ অঞ্চলটি এখনও প্রধানত ইরানি বংশোদ্ভূত লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত। সাসানীদের যুগে চারটি বৃহৎ প্রাদেশিক গভর্নর শাশিত প্রদেশের মধ্যে খুরাসান ছিল অন্যতম এবং মার্ব (Marw) হতে একজন ইস্‌ফাহবায কর্তৃক এটা শাসিত হত। য়া'কূবী সাসানীদের শাসনাধীন খুরাসানের অন্তর্গত জিলাসমূহের যে তালিকা প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ :

নিশাপুর, হারাত, মার্ব (মার্ভ) মার্ব আর-রূয, ফারয়াব, তালাকান, বালখ, বুখারা, বাদ্‌গীস, আবীওয়ার্দ, গারচিসতান, তূস, সারাখ্‌স ও গুরগান। সাসানী সৈন্যরা তাদের সামরিক অভিযানের সময় মার্ব অতিক্রম করে আরও সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল। এজন্য তাবারী বলেন, আর্‌দাশীর বাবকান তার শাসন ক্ষমতা খাওয়ারিযম এবং তূখারিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় অনেক শাসক সরকারি মারযবান পদে অধিষ্ঠিত হয়ে অথবা সীমান্ত এলাকার দায়িত্ব লাভ করে সাসানীদের সমস্ত হিসাবেই রয়ে যান। পরে যখন আরবদের আক্রমণের ফলে সাসানীদের রাজত্বের অবসান ঘটে, তখন এই সমস্ত সামন্ত সাময়িকভাবে স্বাধীনতা লাভ করে।

সাসানী খোরাসানের অব্যবহিত পূর্ব দিকেই ছিল তাদের শত্রু হেফ্‌তালীয় গোত্রপুঞ্জের শক্তিশালী উত্তর শাখার রাজ্য যার কেন্দ্র ছিল বাগদীস এবং তুখারিস্তান। বালাযুরী বলেন হারাত, বাগদীস এবং পূশাঙ এর উপর সেই সময় একজন স্থানীয় স্বৈরচারী শাসক রাজত্ব করছিলেন, যাকে তিনি আজীম বা 'একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেন : খুব সম্ভব তিনি একজন হেফতালীয় সর্দার ছিলেন। পারসিক এবং হেফতালীয় শাসকদের পারস্পরিক শত্রুতার এই প্রাচীন ধরন উমায়্যা খিলাফাতের যুগের খুরাসানের আরব গভর্নরদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় । স্থানীয় শাসক মাহূয়া সর্বশেষ সাসানী সম্রাট তৃতীয় য়াযদাগির্দ এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ৩১/৬৫১ সালে তাকে হত্যা করার পূর্বে তিনি (য়াযদাগির্দ) মার্ব এ এই শেষবারের মত তার রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে আরবগণ খুরাসান ঢুকে গিয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফতকালে বসরা হতে এক সৈন্যবাহিনীর অভিযান বিশাল মরুভূমি তা'বাসায়ন পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং পরে হযরত উছমান (রা.) এর আমলে যখন 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমির ইব্‌ন কুরায়য বসরার গভর্নর ছিলেন (আনুমানিক ২৯/৬৪৯ সাল হইতে ৩৫/৬৫৫ সাল পর্যন্ত), সেই সময়ে খুরাসান প্রদেশের ওপর এক শক্তিশালী আক্রমণ পরিচালিত হয়। সাঈদ ইবনুল আস এর নেতৃত্বে কূফাবাসীদের দ্বারা গঠিত একটি সৈন্যবাহিনী আলবুরয পর্বতশ্রেণি ও কেন্দ্রীয় মরুভূমি অঞ্চলের মধ্যবর্তী, উত্তর দিকের রাস্তা বরাবর পূর্ব অভিমুখে এক অভিযান পরিচালনা করে এবং বসরার অন্য একটি বাহিনী 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির এবং তার সহকারী আল-আহনাফ ইব্‌নে কায়সের নেতৃত্বে কিরমান এবং তাবাসায়ন হয়ে অগ্রসর হয়। এই পথ তেহরান এবং মাশহাদ নগরীদ্বয়ে সংযোগকারী আধুনিক মহাসড়ক ও রেলপথ অপেক্ষা অধিকতর সহজ ও নিরাপদ রাস্তা হিসাবে দীর্ঘকাল যাবত অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে। বসরার বাহিনীই সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হয়। এই বাহিনী স্থানীয় শাসকগণের ও খুরাসানে অন্যান্য

শহরের অধিকাংশের পূর্ববর্তী সাসানী গভর্নরদের আনুগত্য লাভ করে ৩১/৬৫১ সালে নীশাপুরকে দখল করে নেয়। পর বৎসর এক তুমুল যুদ্ধের পর আল-আহনাফের হাতে সাসানীদের সর্বশেষ শক্তিশালী দুর্গ মার্ব আর রূয এর পতন ঘটে। কিন্তু স্থানীয় শাসক বাযাম তুলনামূলকভাবে একটি লঘু কর প্রদান করে তার সরকারি পদে এবং মালিকানায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। যা হোক খোরাসানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আরও অনেক দীর্ঘ বিলম্বিত একটি প্রক্রিয়া।

স্থানীয় শাসকেরা আরব নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রায়ই বিদ্রোহ করত এবং বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি যেমন হেফ্‌তালীয়, পশ্চিম তুর্কি কিংবা তুর্গেশ, সোগদিয়ান, এমনকি চীনা সম্রাটদের নিকটও তারা সাহায্যের আবেদন জানাত [যারা মধ্য এশিয়ার উপরে তাদের অস্পষ্ট সার্বভৌমত্ব (vague Sovereignty) দাবি করত ; কোন কোন সাসানী ভণ্ড ক্ষমতার দাবিদারও (pretenders) তাদের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করত]। হযরত আলী (রা.) এবং মু'আবিয়া (রা.) এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের ফলে খুরাসানের উপর আরব নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। তবে পরে মু'আবিয়া (রা.) কর্তৃক বসরা ও প্রাচ্য এলাকার জন্য পুর্ননিযুক্ত গভর্নর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির (৪১/৬৬১-৪৪/৬৬৪ সাল পর্যন্ত) এবং তার সেনাপতিগণ নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়েই 'আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরার নেতৃত্বে সীসতান ও যাবুলীসতানের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান প্রেরিত হয়। এই অভিযান কাবুল পর্যন্ত অগ্রসর হয় : বালাযুরী এর বর্ণনা অনুযায়ী, এই অভিযানের মাধ্যমেই বালখের ওপর আরব আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং নাওবাহারের বৌদ্ধ মন্দিরটি বিনষ্ট করা হয়।

৪৫/৬৬৫ সালে যিয়াদ ইব্‌ন আবীহ্‌ বস্‌রা এবং প্রাচ্য এলাকার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর আরব-শাসনের একটি শক্তিশালী অধ্যায়ের সূচনা হয়। উমায়্যাদের যামানায় বৃহত্তর খুরাসান এবং সীসতান প্রদেশ দুটির ওপর (যার আওতায় মাঝে মাঝে ট্রানস্‌অক্‌ সানিয়া, ফারগানা, পূর্ব আফগানিস্তান, মাক্‌রান এবং সিন্ধুর মত দূরবর্তী এলাকাসমূহও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) প্রথম পর্যায়ে বসরার গভর্নরদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। কারণ বসরা বাহিনীসমূহ এবং বিশেষ করে উত্তর আরবের গোত্রগুলি, অর্থাৎ বানু তামীম ও বানু বাক্‌র এই কায়সী গোত্রদ্বয় পূর্বদিকের পারস্য ভূমি বিজয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করে। অবশ্য আল-মুহাল্লাব ইব্‌ন আবী সুফরা (৭৮-৮২/৬৯৭-৭০২) গভর্নর থাকাকালে তার য়ামানী আযদ গোত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকদিগকে খুরাসানে উপনিবিষ্ট করা হয়।

গোলযোগপূর্ণ ইরাক প্রদেশ সব সময়ই কূফা এবং বসরার গভর্নরদের ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও বিশেষ মনোযোগ দাবি করত। সেই জন্য বসরার গভর্নর প্রায়ই খুরাসানে এবং সীসতানে তার প্রতিনিধি(deputy) নিযুক্ত করতেন। এই সমস্ত নিয়োগে খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন ব্যক্তির নীতিমালার ধরন ও ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রতিফলন ঘটত। যিয়াদের শাসনকালে স্থানীয় জনসাধারণ ও হেফতালীয়দের প্রবল প্রতিরোধের মুখেও তুখারিস্তানকে পদানত করা হয়। ৫১/৬৭১ সালের পরবর্তী বছরগুলিতে আর-রাবী ইব্‌ন যিয়াদ এবং তাহার পুত্র 'আবদুল্লাহ কর্তৃক বাল্‌খ ও আমু দরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড বিজিত হয়, কিন্তু গভর্নর কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম হেফ্‌তালীয়দের নেতা তারখান নীযাককে ৯১/৭১০ সালে বন্দি ও হত্যা এবং তু'খারিসতানের তর্কি রাবগূকে (আরবি রচনাবলিতে এর রূপ জাব্‌বয়া) যিম্মী হিসেবে আটক করার পূর্ব পর্যন্ত হেফ্‌তালীয়দের পক্ষ হতে হুমকির আশংকা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নি। কিন্তু এর পরেও আরব শাসন মোটেই বিপদমুক্ত হয় নি। আরবরা মরাব (Marw) কে তাদের সামরিক কেন্দ্রে পরিণত করে এবং হিজরি ১ম শতাব্দির শেষের দিকে মার্ব মরূদ্যানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন শুরু করে। তারা এই সময় সম্ভবত পারস্য দেশীয় স্থানীয় লোকদের সহিত আন্তঃ-বিবাহও আরম্ভ করে। কিন্তু তুরগেশ এবং সোগদীয় প্রভৃতি বহিশত্রুর আক্রমনের মুখেও আরবদের মধ্যে সংহতি দেখা যায় নি। গোত্রীয় বিভক্তি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী কায়স গোত্রের ও সাথে য়ামানীদের দ্বন্দ্ব তাদের সংহতির ওপর বিরূপ প্রভাব

সৃষ্টি করে। এটা ছাড়া সূদুর দামিশ্‌ক হতে খলীফাদের পক্ষে সঠিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কঠিন ছিল-এটাও তাদের সংহতির বিপক্ষে কাজ করে।

Dgvq¨v : শাসনের শেষ দশকগুলিতে আরবদের মধ্যে গোত্রীয় যুদ্ধবিগ্রহ আমু দরিয়ার ওপারে ট্রান্সঅকসানিয়ায় আরব নিয়ন্ত্রণের সংহতি বিলম্বিত করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, তুখারস্তিানে আল-হারিছ ইব্‌ন জুরায়জ ১১৬/৭৩৪ সন হতে আরম্ভ করেয়া দীর্ঘকাল যাবত বিদ্রোহ পরিচালনা করে। আরব সৈন্যরা বিপুল সংখ্যায় খুরাসানে এসে পৌঁছতে থাকে। ঐতিহাসিক ইব্‌ন আ'ছাম আল-কূফীর মতে এর ফলে ১১২/৭৩১ সাল পর্যন্ত খুরাসানে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০,০০০। প্রদেশের শেষ উমায়্যা গভর্নর নাসর ইব্‌ন সায়্যার আল-কিনানী (১২০-৩০/৭৩৮-৪৮) 'আব্বাসী দা'ওয়া বা প্রচার অভিযান তথা বিপ্লবী আন্দোলনের সম্মুখীন হন। এই 'আব্বাসী আন্দোলন বেপরোয়া রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী আবু মুসলিমে এর নের্তৃত্বে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে তাদের কেন্দ্র মার্‌ব (Marw) হতে পরিচালিত হচ্ছিল। এই আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে হিশামের খিলাফতকাল হতে স্থানীয় নাকীব বা মার্‌ব (Marw) এর 'আব্বাসী পরিবারের প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়ে আসছিল। আবু মুসলিম ১২৮/৭৪৬ সনে এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বাহ্যত তিনি তার প্রধান সমর্থন লাভ করেন ঐ অঞ্চলে পূর্বে বসতি স্থাপনকারী সুপ্রতিষ্ঠিত আরব বাসিন্দাদের নিকট হতে যাদেরকে তাবারী এবং তা'রীখুল খুলাফা' গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার আহ্‌লুত-তাকাদুম নামে অভিহিত করেছেন ।

১৩০/৭৪৮ সনের দিকে আবু মুসলিম মার্‌ব এর অবিসংবাদিত নেতারূপে পরিগণিত হন এবং উমায়্যা গভর্নর নাস্‌র ইব্‌ন সায়্যার বাধ্য হয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করেন। আব্বাসীদের উত্থানে খুরাসানী সমর্থন চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে, এইজন্য প্রাথমিক যুগের আব্বাসী খলীফাগণ খুরাসান প্রদেশকে অত্যন্ত নেক নজরে দেখতেন। উদাহরণস্বরূপ আল-মানসুর প্রদত্ত এক খুতবায় তিনি খুরাসানীদের সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করেন তা মাস'উদী[১৮] বর্ণনা করেছেন, যেমন "আমাদের দল, আমাদের সাহায্যকারী এবং আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের লোক।" ঠিক একই রকম মনোভাবের কথা ইব্‌ন কু'তায়বা হতে উদ্ধৃত করেছেন ভূগোলবিদ আল-মাকদিসী । ৩য়/৯ম শতাব্দির প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত খুরাসানী রক্ষী এবং কর্মকর্তাবৃন্দই রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন ছিল, এদেরকে আবনা'উদ-দাওলা অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রিয়পাত্র নামে আখ্যায়িত করা হত। এর পর হতে গৃহকর্মাদিতে এবং খলীফার সৈন্যবাহিনীর মূল শক্তি হিসেবে মাওয়ালী সৈন্যদের ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা আরম্ভ হয় । এই প্রক্রিয়া আরও ব্যাপকতা লাভ করে যখন মার্‌ব এর প্রাক্তন গভর্নর আল-মা'মুন তার ভাই আল-আমীনের বিরুদ্ধে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পারস্যের পূর্ব অঞ্চলের সমর্থন লাভ করে ১৯৮/৮১৩ সালে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

তাহিরী শাসক বংশ 'আব্বাসী খিলাফতের পক্ষ হতে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের বেশি কাল যাবত (২০৫-৫৯/৮২১-৭৩) খুরাসান শাসন করেন। তবে তার স্বায়ত্তশাসন অপেক্ষা খলীফার বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারী হিসেবেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তারা মাওয়ালীর অন্তর্ভুক্ত হলেও আরবদের সহিত মিশ্রিত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের একজন স্ববংশীয় খুরাসানের 'আব্বাসী দা'ঈ বা প্রচারক সুলায়মান ইব্‌ন কাছীর আল-খুযাইর সচিব হয়েছিলেন। ২০৫/৮২১ সনে খলিফা আল-মামুন তাহির যুলল-য়ামীনায়কের খুরাসান এবং প্রাচ্যের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাহিরীগণ সনাতন সুন্নী মতবাদের এবং প্রতিষ্ঠিত ফার্সী ইসলামের সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। শী'আ মতবাদ, তুর্কিস্তান ও কাস্পিয়ান প্রদেশসমূহের পুরাতন ইরানী ধর্মীয় আন্দোলনের এবং এটা ছাড়াও সেই সময়ে ইরানের পল্লী অঞ্চলে পারসিক ধর্মীয় সামাজিক কর্তৃত্বের শ্রেণিবিন্যাসের যে ধর্মদ্রোহী চিন্তাধারার প্রাদুর্ভাব ঘটে, তার বিরোধীতা করে তাহিরীগণ

[১৮]. মুরূজ, ৬খণ্ড, পৃ. ২০৩

সুন্নী মতবাদ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতি তাদের সমর্থন দান করেন[১৯]। তাহিরীদের শাসনাধীনে খুরাসান অর্থনৈতিক ও কৃষ্টির দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধি অর্জন করে।

'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির (২১৩-৩০/৮২৮-৪৫) তার প্রদেশের কল্যাণের জন্য কিরূপ উদ্বিগ্ন ছিলেন তাদের প্রমাণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি পানি ব্যবহারের অধিকার এবং কানাত অর্থাৎ খুরাসানের বৃহত্তর এলাকা জুড়ে সেচ পদ্ধতির বিধান সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। গাযবনী ঐতিহাসিক গার্দীযীর বর্ণনা মতে এই কিতাব' ল- কু'নী গ্রন্থখানি এটার দুই শতাব্দি পরেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খুরাসান অর্থনৈতিক ও কৃষ্টির দিক দিয়ে পশ্চিম পারস্যের তুলনার পশ্চাৎপদ থাকলেও এই সময়ে এর কৃষির উন্নতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। য়া'কূ'বীর[২০] বর্ণনা অনুসারে তাহিরীদের শাসনধীনে খুরাসানের খারাজ অর্থাৎ ভূমির রাজস্ব হতে আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় বাৎসরিক চার কোটি দিরহামে। ইরাক ও বাগদাদকে মধ্য এশিয়া এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহের সহিত সংযোগকারী বাণিজ্যপথ দ্বারা খুরাসান প্রভূত লাভবান হয়। ছ'া'আলিবী এর বর্ণনা অনুযায়ী নীশাপুরের খাদ্যোপযোগী মাটির মত এক প্রকার উৎপন্ন বিলাস দ্রব্য মিসর এবং মাগ'রিব এলাকাসহ সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় রফতানী হত। সর্বোপরি খুরাসানকে ভেদ করে অগ্রসর এই পথের মাধ্যমে প্রচলিত তুর্কী দাস ব্যবসায় হতে খুরাসান প্রচুর সুবিধা ভোগ করে।

কর প্রাথমিক 'আব্বাসী গভর্নরগণ, তাহিরী শাসকবর্গ এবং পরবর্তী সময়ের সামানী শাসকগণ খলীফার নিকট যে বার্ষিক কর পাঠাতেন তার একটি নিয়মিত অংশ ছিল এই তুর্কী দাসদের। এই দাসদের মূল্যও ছিল অনেক বেশি , যেমন, ইব্ন হাওকাল বলেছেন যে, তিনি খুরাসনে ৩,০০০ দীনারের বিনিময়ে দাস বিক্রয়ের ঘটনা একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছেন[২১] সীস্তানের দুঃসাহসী সাফ্ফারী অভিযানকারী রা'কু'ব ইব্ন লায়ছ' ২৫৯/৮৭৩ সালে রাজধানী নীশাপুরে প্রবেশ করে খুরাসানের তাহিরী শাসকদের পরাজিত করেন। পরবর্তী বছর গুলিতে খুরাসানের উপর আধিপত্য লাভের জন্য বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সেনানায়ক পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত সামানী আমীর ইসমাঈল ইব্ন আহ'মাদ ২৮৭/১০০ সালে' আমর ইব্ন লায়ছ'কে পরাজিত করে খুরাসানকে সামানী আধিপত্যের অন্তভূক্ত করেন। বিভিন্ন সূত্র কল্যাণময় শাসন হিসেবে বর্ণিত সামানী শাসনের অধীনে খুরাসান সনাতন সুন্নী ধর্মমত ও সংস্কৃতির মূল ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইতিপূর্বেও তাহীরী শাসনাধীনে এটা আরবি সাহিত্য এবখং সুন্নী মতের আইনগত ও ধর্মীয় বিদ্যার শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন জীবনীমূলক সাহিত্য গ্রন্থ, যেমন ছা 'আলিবী নচিত য়াতীমাতু' দ-দাহর-এ এবং বাখারযী ও ইস'ফাহানীর পরবর্তী লেখায় অনেক খুরাসানী বিদ্বান সম্পর্কে লেখা হয়েছে। খুরাসানের 'আলিম ও হাদীস বিশারদগণ সুন্নী ধর্মমত বিশেষত শাফি'ঈও আশ'আরী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ অর্জন করেন এবং মু'তাযিলা ও কাররামিয়্যার মত ফির্কাগুলি ধর্মতাত্ত্বিকও দার্শনিক আন্দোলনসমূহের ক্ষেত্রেও খ্যাতি লাভ করে। চরমপন্থী শী'আ ইসমাঈলীগণ সূ'ফী মতবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবশ্য এটা সুবিদিত যে, খুরাসান এবং সাধারণভাবে পূর্ব ইরানী এলাকা ৩য়/৯ম শতাব্দীর পর্যায়ে নুতন ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের নব জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে[২২]।

উত্তর দিক হতে আগত বহিরাক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অবাধ্য তুর্কী সেনাপতিদের বিদ্রোহের ফলে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষের দিকে সামানী আমীরাতের পতন ঘটে এবং খুরাসান গায্নাবী [দ্র] বংশের অধীনে

[১৯]. G.H. Sadighi, Les mouvements religieux ironies au II et au III siècle de I'hegire, Paris 1938
[২০]. বুলদান, ৩০৮, অনু, ১৩৮
[২১]. Bosworth, oh, 3, The Tahirids and Saffarids, in Cambridge history of Iran, 4L, Cambridge 1975, P,10-106
[২২]. Browne. LHP, i,P, 445.এবং Rypka ও অন্যান্য History of Iranian Literature, P,133.

Dhaka University Institutional Repository

চলে যায়। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাবুকতিগিন, সর্বপ্রথম ৩৮৪/৯৯৪ সালে তাঁকে বালখের এবং খুরাসানের পূর্বাংশের গভর্নরের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং ৩৮৮/৯৯৮ সালে তাঁর পুত্র মাহ্মুদ সমগ্র প্রদেশের ওপর তাঁর ক্ষমতা সংহত করেন, যা চল্লিশ বছর যাবত গাযনাবী শাসনাধীনেই থেকে যায়। খুরাসানের বিপুল ধন-সম্পদ গাযনাবী শাসকদের সকল যুদ্ধের আথিক রসদ সরবরাহ করে, কিন্তু গাযনাবী রাজ-কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থের দাবী ও পরপর সংঘটিত দুঃখজনক দুর্ভিক্ষ সমূহ সুলতানদের শাসনকে সেখানে জনসাধারণের নিকটে অপ্রিয় করে তোলে। সুতরাং ৪২৮-৩১/১০৩৭-৫০ এই বৎসরগুলিতে যখন সালজুকদের পরিচালিত ও গুষ যাযাবরদের অভিযান ঘটে, তখন নীশাপুর এবং অন্যান্য শহর তাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করতে মোটেই অসম্ভব হয় নি এবং ৪৩১/১০৪০ সালে দানদানকান এ সালজুকদের বিজয়ের পর বাদাখশানের পশ্চিম দিকের বৃহত্তর খুরাসানী এলাকা এবং মধ্য আফগানিস্তানের পার্বত্য এলাকার উপর হতে গাযনাবী শাসনের ভাগ্য-রবি অস্তমিত হয়ে যায়। সালজুক 'শাসনের প্রতিষ্ঠাতা তু'গ্' রিল বেগ প্রথম দিকেই তাঁর রাজধানী নীশাপুর হতে পশ্চিম দিকে প্রথমে (জধু) ও পরে ইস্পাহানে স্থানন্তরিত করলেও সালজুক' সুলতানদের শাসনাধীনে খুরাসান সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল। তাদের রাজত্বের প্রাথমিক পর্যয়ে খুরাসান এবং পূর্বাঞ্চল শাসন করতেন তু'গ্' রিলের ভ্রাতা চাগরি বেগ দাউদ। পরবতীকালে তাঁর পুর আলপ আরসলান এবং পৌর মালিক শাহের শাসনামলে সালজুক' সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। তাঁদের কঠোর শাসন খুরাসানের শহরগুলিতে শান্তি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু ৪৮৫/১০১২ সালে মালিক শাহের মৃত্যুতে এই অবস্থার সাময়িক অবসান ঘটে এবং অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কয়েকটি অশান্ত বছর অতিবাহিত হয়।

বায়হাক' অথবা সাবযাওয়ার এর স্থানীয় ঐতিহাসিক ইবন ফুনদুকক' সম্প্রদায়গত বিবাদের পুনঃ প্রকোপ এবং শহরের আধাসামরিক আয়্যার দলগুলির তৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যা হোক সানজারের দীর্ঘ শাসনকালে আরবার শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। তিনি প্রথমে পূর্বাঞ্চলের গভর্নর হিসেবে এবং এটার পর সুলতান হিসেবে মোট ষাট বছরেরও অধিককাল শাসনকার্য পরিচালনা করেন। খুরাসানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও কৃষ্টিগত ক্ষেত্র সবসময়ই প্রাণবন্ত ও সজীব ছিল মহান উযীর নিজামুল মূলক-এর জীবনী লেখক সুবকীর বর্ণনামতে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রথম যুগের নয়টি মাদ্রাসার মধ্যে চারটি মাদ্রাসাই এই প্রদেশের চার শহরে, যথা : নীশাপুর, হারাত, বালখ এবং মার্ব (Marw) এ স্থাপিত হয়।

ওগুযদের দেশান্তরিত হয়ে পারস্যে আগমনের একটি ফল এই দাঁড়ায় যে, বিভিন্ন তুর্কমেনী দল উত্তর খুরাসানে আগমন করে, কারণ সেখানে তারা তাদের মেষপালনের জন্য সুবিধাজনক চারণভূমি লাভ করে। এই সমস্ত যাযাবর জনগোষ্ঠী সালজুকদের খুরাসানে বহিরাগত উপাদান হিসেবেই থেকে যায় : এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তাদের স্বার্থের অবহেলা সানজারের শাসনকালের শেষদিকে তাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে। এই বিদ্রোহের ফলে সুলতান নিজে ওগুযদের হাতে বন্দি এবং ৫৪৮/১১৫৩ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন। সালজুক শাসনের পরবর্তীকালে খুরাসান মোঙ্গল আক্রমণের পূর্ববর্তী দশকগুলিতে ওগুয গোত্রীয় নেতা ও পূর্ববর্তী সালজুক সেনানায়কদের অধিকারে থাকে। অতঃপর এর অধিকার নিয়ে গুরী ও খাওয়ারযম শাহ্ বংশদ্বয়ের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হয়, এবং শেষ পর্যন্ত ৭ম/১৩শ শতকের প্রাথমিক বছরগুলোতে শাহ আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ তার গুরী প্রতিপক্ষকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। চেঙ্গিস খানের মোঙ্গল যাযাবর বাহিনী জালালুদ-দীন খাওয়ারযম শাহের পশ্চাদ্ধাবন করে ৬১৭/১২২০ সালে খুরাসানে এসে উপনীত হয় এবং খুরাসানীদের বিভিন্ন শহরের উপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠিত করে।

মোঙ্গলদের আক্রমণকালে তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ভয়াবহ নৃশংস গণহত্যাসমূহের সবগুলিই যে বিভিন্ন শহরের প্রথম আত্মসমর্পণের মূহুর্তেই সংঘটিত হয়েছিল তা নাও হতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্রোহ দেখা দিলে বিশেষভাবে ৬১৮/১২২১ সালে মরাব (Marw) ও নিশাপুর শহর মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে প্রবল বাধার সৃষ্টি করলে এই দু'টি শহরে ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। ইবনুল আছীর মার্ব শহরে নিহতের

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা ৭,০০,০০০ বলে উল্লেখ করেছেন এবং জুওয়ায়নী মারব মরূদ্যানে মোট নিহতের সংখ্যা ১৩,০০,০০০ বলে বর্ণনা করেছেন। পরিসংখ্যানগত অতিরঞ্জন ঘটে থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা স্বীকার করে নিলেও এই সত্য অনস্বীকার্য যে, ৫ম/১১শ শতকের ও গুযদের আক্রমণে যে ক্ষতি হয়েছিল, মোঙ্গল আক্রমণ তার চেয়ে অনেক গুন বেশি ধ্বংসলীলা ঘটায়, যার বিশদ বিবরণ রেখে গিয়েছেন মুসলিম ও স্বরূপিয় পরিব্রাজকবৃন্দ এবং পরবর্তী ঈলাখানী যুগের ভূগোলবিদগণ, যেমন-মারকোপালো, ইব্‌ন বতুতা হামদুল্লাহ মুসতাওফী প্রমুখ। এই আক্রমণ এবং ধ্বংস যজ্ঞের ফলে জনবসতিসমূহ ধ্বংস হয়ে যায় এবং জনসংখ্যা হ্রাস পায়। এই কারণে এবং প্রদেশের তুর্কী ও মোঙ্গল যাযাবরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সালজুকদের যুগ হতে বিদ্যমান পশু-চারণ বৃত্তি আরও প্রসার লাভ করে এবং কৃষির অবনতি ঘটে।

তদুপরি মোঙ্গলদের স্বৈরচারী কর ব্যবস্থা কৃষক ও ভূমি মালিকদের ঘাড়ে দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।[২৩] মোটের ওপর খুরাসান পারস্যে তার সেই সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক মর্যাদা আর কখনও ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় নি। পরবর্তীকালে ঈলখানী শাসকেরা তাদের কেন্দ্র স্থাপন করেন পশ্চিম পারস্যে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শিল্প সাহিত্যের কেন্দ্ররূপে সমৃদ্ধি লাভ করে জিবাল, আযারবায়জান এবং ইরাক। খুরাসানী শহরগুলি ঈলখানী ও চাগতাঈ শাসকদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে এবং কেবলমাত্র একটি জায়গা অর্থাৎ হারাত ৯ম/১৫ শতাব্দিতে তীমুর বংশীয় শাসকদের সমৃদ্ধির যুগে একটি প্রধান কেন্দ্রের রূপ লাভ করে।

৭৩৬/১৩৩৫ সালে ঈলখানী শাসক আবু সাঈদের মৃত্যুর পর পারস্যের বিভিন্ন স্থানীয় রাজবংশের উত্থান ঘটে। তন্মোধ্যে খুরাসানে কার্‌ত অথবা কুর্‌ত এবং সারবাদীরা রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। কারত বিংশ ৭ম/১৩শ শতাব্দিতে হারাতে ক্ষমতা লাভ করে এবং এটার শাসকবর্গ মালিক অথবা রাজা উপাধি ধারণ করে শাসন করতে থাকেন। এই বংশের শেষ শাসক গিয়াসুদ্দীন পীর আলী ৭৯১/১৩৮৯ সালে তীমুর কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। সারবাদারদের উত্থান হয় বায়হাক-এ এবং ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বছরগুলিতে তারা দামগান পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম খুরাসানের এই এলাকার ওপর এমনকি অস্থায়ীভাবে নীশাপুরের ওপরও আধিপত্য কায়েম রাখে। কিন্তু ৭৮৩/১৩৮১ তারাও তীমুর কর্তৃক উৎখাত হয়।

তীমুর ট্রান্সঅকসানিয়ার সামারকনদে তার রাজধানী স্থাপন করেন। তার পুত্র শাহরুখ পিতার পক্ষ হতে ৭৯৯/১৩৯৭ সালে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবত শাসন করার পর ৮৫০/১৪৪৬ সালে ইনতিকাল করেন। হারাত এবং মারব প্রভৃতি শহর আবার নুতনভাবে গড়ে ওঠে এবং এদের সমৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ফিরে আসে। তীমুর বংশীয় শাসক হুসায়ন ইবন মানসুর ইবন বায়কারা (৮৭৫-৯১১/১৪৭০-১৫০৬) শাসনকালে হারাত এবং খুরাসানের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলার একটি গৌরবময় যুগের আবির্ভাব হয়। ১০ম/১৬শ শতাব্দির প্রথম দিকে খুরাসান উযবেগ প্রধান মুহাম্মাদ শায়বানী খান এবং তার যাযাবর বাহিনী কর্তৃক পদানত হয়। কিন্তু এর তিন বৎসর পর ৯১৫/১৫১০ সালে সাফাবী শাসক শাহ প্রথম ইসমাঈল শায়বানী খানকে হত্যা করে খুরাসানকে সাফাবী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। অবশ্য সাফাবীরা বালখকে ধরে রাখতে সমর্থ হয় নি এবং ৯২২/১৫১৬ সালে চিরদিনের মত এটা তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। উত্তর খুরাসানে উযবেগদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ সর্বদা লেগেই থাকে এবং মার্‌ব প্রভৃতি সীমান্ত শহরগুলির নিয়ন্ত্রণ দুই শক্তির মাঝে দোদুল্যমান থাকে। সাফাবী যুগ শীআদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ, কারণ এই সময়েই পারস্য একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ শীআ ভূমিতে পরিণত হয় এবং মাশহাদে ইমাম আলী আর-রিদা এর মাযার সৌধ অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করে। অথচ পূর্বে এই মাশহাদ ছিল মূলত সানাবাদ নামের একটি গ্রাম, যেখানে শী্আদের অষ্টম ইমাম এবং আব্বাসী খলীফা হারুনুর-রশীদ উভয়ের সমাধি অবস্থিত ছিল। ইমামের এই মাযার সৌধটিকে ইতিপূর্বে ঈলখানী শাসনের

---

[২৩]. I. P. ptrushevsky, in Cambridge history of Iran, V, ch, 6

যুগে অত্যন্ত চমৎকারভাবে কারুকার্যপূর্ণ অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয় বলে ইব্ন বাত্‌'তু'ত'া উল্লেখ করেছেন এবং তীমুর বংশীর ও সাফাবী শাসরে যুগে এর সাজসজ্জাও অলঙ্করণ আরগু বাডতে থাকে।

শাহ প্রথম আব্বাস শী'আ তীর্থযাত্রীদিগকে মামহাদে তীর্থযাত্র করার জন্য উৎসাহ দানের চেষ্টা করেন, কারণ ইরাকের পবিত্র স্থানসমূহ যেমন নাজাফ এবং কারবালা প্রভৃতি সুষী সুন্নী 'উছ'মানী শাসকদের দখলে ছিল। অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ কাজার শাসনের যুগে মাশহাদ ধীরে ধীরে খুরাসানের প্রধান নগরী হিসেবে তার বর্তমান মর্যদায় অধিষ্ঠিত হয়। ১২শ/ ১৮শ শতাব্দিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং গোত্রীয় চেতনার পুনরুত্থান ঘটে। এই সমং মাশহাদ নাদির শাহের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। তিনি উত্তর খুরাসানের কালআত-ই নাদিরী পর্বত অঞ্চলে তাঁর সামরিক দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্ত ১১৬০/১৭৪৭ সালে নাদির শাহের মৃত্যুর পর খুরাসানের পূর্বাঞ্চলসমূহ কিছু দিনের জন্য আফগান নেতা আহমাদ শাহ দুররানী-র নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায় এবং ১১৬৩/১৭৫০ সাল নাগাদ বাখ, হারত, মাশ্হাদ ও নীশাপুর সমস্ত এলাকাই তাঁর দখলে ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে নাদির শাহের অর্ধ-সাফাবী পৌত্র অন্ধ শাহরুখকে খুরাসারে মসন ক্ষমতায় বসান হয়। তিনি ১২১০/১৭৯৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানে নামমাত্র শাসক হিসেবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। সমগ্র পারস্য ভূমির উপর আগা মুহাম্মাদ কাজারের ক্ষমতা সংহত হলে খুরাসানের নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তেহরানে অধিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে আসে।

কিন্তু উত্তর খুরাসানে উযবেগও অন্যান্য তুর্কমেনী গোষ্ঠীর লুটরাজও ধ্বংসাত্মক কার্যাদি চলতেই থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিপন্ন হয় এবং বাণিজ্যও কৃষির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়।
মধ্য এশীয় আমীরাতসমূহ হতে আগত আক্রমণকারীরা। অনেক পারস্যবাসীকে বন্দি করে দাস হিসেবে ধরে নিয়ে যায়। এই সমস্ত সংঘাত- সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি মাত্র তখনই ঘটে, যখন রাশিয় ১৮৭৩ খৃ. খীওয়াকে নিজের সীমান্তভুক্ত করে নেয় এবং ১৮৮১খৃ. গোক তেপে নামক স্থানে তেজে তুর্কমেনীদিগকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। এর পর পারস্য সরকার রাশিয়ার চাপ সহ্য করার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং রশিয়া ১৮৮৪ খৃ. মারক্ষ' মরূদ্যানকে নিজের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। হারাতের দখল নিয়ে বিরোধের কারণে আফগানিস্তানের আমীরদের সাথে যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল তা অব্যাহত থাকে। ১৮৩৮খৃ. ইরানিগণ একবার এই শহর অবরোধ করে কিন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পরবর্তীকালে হারাতের উপর ইরানীদের এক অস্থায়ী দখল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে নাসি'রু' দ-দীন শাহ্ ১৮৫৬-৫৭খৃ. বৃটিশ বাহিনীর সাথে এ সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে লিপ্ত হন। এর পর পশ্চিম আফগান-যায়, কিন্তু খুরাসানও আফগানিস্তানের মধ্যকার সীমান্ত নির্ধারণ নিয়ে বিরোধ চলতেই থাকে। অবশেষে ১৯৩৪-৩৫ খৃ. দক্ষিণে সীস্তান পর্যন্ত প্রসারিত সীমান্তসহ সমগ্র সীমান্ত লাইন সুনিদিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার পরই বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বটে। এখন খুরাসান এবং প্রাদেশিক রাজধানী মাশ্হাদ উভয় শহরই তেহরানের সাথে পাকা সড়ক, রেললাইন এবং বিমান পথ দ্বারা পূর্ণরূপে সংযুক্ত। ১৯৬৬ খৃ.এর আদমশুমারি অনুযায়ী সমগ্র প্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ এবং মাশহাদ সমগ্র পারস্যের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম নগরী, যার লোকসংখ্যা ৪,০৯,০০০।[২৪]

ˆkkeKvj

ইমাম যাহাবী তাঁর 'সিয়ার' নামক গ্রন্থে বলেন যে, আমরা তার প্রতিপালন ও শৈশবকাল সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি না যেমন আমরা তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু সম্পর্কেই অজ্ঞ। আর এসব কিছুর কারণ হলো, তার সম্পর্কে রচিত গ্রন্থগুলো তা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করে নি।

[২৪]. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬৬

সম্ভবত এ বাহ্যিক বিষয়টির কারণ হলো, ইমাম বাগাভী (র.) এর বংশে ধর্মীয় জ্ঞান, ফিকহ, কিতাব ও সুন্নাহর ময়দানে সুদীর্ঘ পদচারণা সম্পন্ন (কোন) ব্যক্তিবর্গ ছিলেন না ফলে ঐ সব জ্ঞান শাস্ত্রের সাথে তাদেরকে স্মরণ করা হয় নি, যেমন তাঁকে করা হয় এবং সেগুলোর মাধ্যমে তারা প্রসিদ্ধি লাভ করবে যেমন তিনি করেছেন। এটা সুবিদিত যে, তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং প্রতিপালিত হয়েছেন সেটি হল খুরাসান, যা অনেক আলেম-ওলামার জননী। ইমাম বাগাভী একটি দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছেন যেমন (নিজ) যামানার অধিকাংশ আলেম-ওলামা প্রতিপালিত হয়ে থাকেন। তবে বিশেষভাবে গ্রন্থগুলো এ বিষয়টি উল্লেখ করেছে যে, তাঁর বাবা ছিলেন বিশেষ প্রকারের চামড়া শোধক, তিনি চামড়া শোধন করে বিক্রি করতেন।[২৫]

cwiev‡ii m'm¨ (fvB)

তাঁর ভাই আল্লামা মুফতী আবু আলী আল হাসান বিন মাসউদ বিন মুহাম্মদ বিন ফাররাহ। তিনি ছিলেন আহলে ইলমের অন্তর্ভুক্ত।[২৬] ইলমের দিক থেকে ভাই হুসাইনের তুলনায় তিনি ছিলেন খানিকটা পিছনে এবং আলিমদের নিকট প্রসিদ্ধিও লাভ করেছিলেন তুলনামূলক কম। যথাসম্ভব ইমাম সাহেবের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। ইবনে কাসীর তার তাবাকাতে বলেন, ইনি হলেন হাসান বিন মাসউদ বিন ফাররা আবু আলী, মুহিউসসুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ বাগাভীর ভাই। ভাই এর কাছে ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। আর তিনি সাহিত্যিক আবু বকর আহমদ বিন খালাফ সিরাজী, শায়খ মুজাফ্‌ফর বিন মানসূর আর রাযী সহ অন্যান্য আলিম থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেন। ইবনুস সাইগ তাঁর তাবাকাতে উল্লেখ করেন কেউ আবু আলীর সম্মুখে নিম্নোক্ত পংক্তিমালা আবৃত্তি করলেন,

و يوم تولذ الاضعان عنا   وقوض حاضر وارن حادي
مددت الي الوادع يد واخري   حبست بها الحياة علي فؤادي

তখন তিনি অনেক দুঃখিত হন এবং আবৃত্তিকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।[২৭] একইভাবে অন্য দুই পঙক্তি তার সামনে আবৃত্তি করা হলে তিনি ব্যথিত হন এবং পূর্বের মত আচরণ করেন।[২৮]

৫২৯ হিজরিতে তিনি ইন্তকাল করেন। একাত্তর বছর হায়াত লাভ করেন। কোন রেওয়ায়েতে আছে ৫২৮ হিজরিতে তখন তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

---

[২৫]. wmqvi æ Avô j wgôb-bevj v, পৃ. ১০৩
[২৬]. ইয়াকুত, gôRvgj ej 'vb, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮
[২৭]. ইবনে কাসীর, ZvevKvZk kv‡dBqvn, পৃ. ১৬০
[২৮]. ZvevKvZk kv‡dBqvn wj j Avmb l qx, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭

wØZxq cwi‡”Q` : wkÿvRxeb, wkÿv KgÐjx, wkÿv cwiZôvb, KgRxeb I QvÎe›`

wkÿvRxeb

তিনি পিতা-মাতার নিকট বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি কুরআন হিফয করেন।[২৯] অতঃপর তিনি কুরআন ও সুন্নাহ জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর সাধনা করেন। ইমাম বাগাভী (র.) জ্ঞানার্জনের জন্য সমকালীন শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের নিকট গমন করেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি তাঁদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ সকল জ্ঞান আহরণ করেন। এ সময়ে তিনি হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি মুখস্থ করেন এবং শাফি'ঈ মাযহারের মূল্যবান বিভিন্ন পুস্তকাদি ও ফিকহ শাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন।[৩০] দ্বীনী ইলমের সূক্ষ্মাতীসূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে যথার্থ বিশ্লেষণের প্রতি তাঁর অত্যাধিক আগ্রহ ছিল।

ইলম অন্বেষনের উদ্দেশ্যে তিনি ৪৬০ হিজরিতে তাঁর ২৭ বছর বয়সে মারভ আর-রুয নামক স্থানে গমন করেন এবং সেখানকার অনেক আলিমগণের নিকট জ্ঞানার্জন করেন।[৩১] তিনি সে যুগের প্রসিদ্ধ আলিম কাযী হুসাইন ইবন মুহাম্মদ আল-মারভ-রূযীর সাহচার্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।[৩২] বিশেষ করে তিনি তাঁর নিকট ফিকহ শাস্ত্রের বুৎপত্তি লাভ করেন। এছাড়া ফিকহ শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন এবং শাফি'ঈ মাযহাবে বুৎপত্তি অর্জন করেন।[৩৩] এ ছাড়া আবু উমার আব্দুল ওয়াহিদ (মৃ. ৪৬৩ হি.) ও আবূল হাসান দাউদী (র.) প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি কুরআনের মর্মার্থ উদঘাটন ও হাদীসের শাব্দিক বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ ছিলেন।[৩৪] ইউসুফ আলইয়ান সারকীস তাঁকে বাহরুল উলুম (জ্ঞান সমুদ্র) বলে অভিহিত করেছেন।[৩৫] ৪৬০ হিজরি সনের মধ্যেই তিনি এই হাদীস শ্রবণ সম্পন্ন করেন।

wkÿv KgÐjx I wkÿv cwiZôvb

ইমাম বাগাভী (র.) সমসাময়িক যুগের প্রসিদ্ধ আলিমগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন উস্তাদগণের অতি স্নেহ-ভাজন ছাত্র। তিনি বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস হতে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন,

১. কাজী আবু আলী আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-মারযাভী (মৃত ৪৬২ হিজরি)। তিনি স্বীয় যুগের ইমাম, খুরাসানের ইমামুল কাবীর, ফকিহ এবং শাফি'ঈ মাযহাবের আলিম ছিলেন। তিনি আত-তালিকাত নামক ফিকহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৩৬] তিনি তাঁর বিশেষ ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাছে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৩৭]

---

[২৯]. সম্পাদনা পরিষদ, 'vBivZ©j-gv©Awid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭

[৩০]. ইবনু'ল-ইমাদ, kvhvivZ©h-hvnve, 4_ LÐ, (বৈরুত : দারু ইয়াইয়াই'ত-তুরাসি'ল আরাবী, নতুন সংস্করণ) পৃ. ৪৮

[৩১]. সম্পাদনা পরিষদ, 'vBivZ©j-gv-Awid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮৫

[৩২]. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, wmqvi æ Av©jwg©b-bevjv, ১৯শ খণ্ড (বৈরুত : মুয়াসসাতু'র-রিসালাহ, ২১শ সংস্করণ ১৪১৭/১৯৯৬), পৃ. ৪৪০; আহমদ শাকির বলেন, ودرس في مرو الروذ على القاضي ابي على الحسين محمد ابن احمد المروذى দ্র: 'vBivZ©j-gv©Awid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭

[৩৩]. সম্পাদনা পরিষ', 'vBivZ©j-gv©Awid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭

[৩৪]. শুআয়ব, kin©m-mbvn, মুকাদ্দিমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০

[৩৫]. g©Rvg©j-gvZeAvZ, ১ম খণ্ড, পৃ.

[৩৬]. আস-সাম'আনী, Avj-Avbmve, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত : দারু'ল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯/১৯৯৮) পৃ. ২৬২; মিরআতু'ল-জিনান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬

[৩৭]. ইবন খাল্লিকান, IdvqvZj AvBqvb, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬

২. আবু উমর আব্দুল ওয়াহিদ ইবন আহমদ ইবন আবীল কাসিম আল-মালীহী আল-হারীরী (মৃত ৪৬৩ হিজরি)। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী সৎ ব্যক্তি। তিনি মহিউস-সুন্নাহ থেকে অধিক বর্ণনা করেন।

৩. আবুল হাসান আলী ইবন ইউসুফ আল-জুওয়াইনী (র.) (মৃত ৪৬৩ হিজরি)। উপাধি শায়খুল হিজায। তিনি সমসাময়িক যুগের প্রসিদ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস ও সূফী ছিলেন। তিনি ছিলেন হারামাইন ইমামের চাচা।

৪. আবু বকর ইয়াকুব ইবন আহমাদ আস-সারাফী আন-নিশাপুরী (র.) (মৃত ৪৬৬ হিজরি)। তিনি বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন।

৫. আব্দুল আযীল ইবন আব্দিল মালিক ইবন আহমদ আন- নিশাপুরী আল-মারওয়াযী আবুল কাশিম (র.) (মৃত ৪৬৯ হিজরি)। তিনি সম-সাময়িক যুগে আরবী ভাষাবিদ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

৬. আবূ তুরাব আব্দুল বাকী ইবন ইউসুফ ইবন আলী ইবন সালিহ ইবন আব্দিল মালিক আল মারাগী আল ফকীহ আশ-শাফেয়ী (র.) (মৃত ৪৯২ হিজরি)। তিনি নিশাপুরের প্রসিদ্ধ ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ ছিলেন।

৭. আবুল হাসান আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল মুজাফ্ফর আদ-দাউদী আল-বুসানজী (র.)। তিনি খুরাসানের বিশিষ্ট আলিম, ইমাম, ফকিহ ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ছিলেন দুনিয়াত্যাগী, সৎ ব্যক্তি ও সূফী।

৮. আহমদ ইবন আব্দিল মালিক ইবন আলী ইবন আহমাদ আল-নিশাপুরী আবু সালিহ (র.) (মৃত ৪৭০ হিজরি)। তিনি খুরাসনের সুপরিচিত হাফিয ও হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি ইস্পাহান, বাগদাদ ও দামিস্ক ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর এক হাজার ওস্তাদ থেকে এক হাজার হাদীস লিখেন।[৩৮]

৯. আবু আলী হাসসান ইবন সা'ঈদ আল-মুনি'ঈ (র.) (মৃত ৪৬৩ হিজরি)। তিনি খুরাসানের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন।[৩৯] তিনি মারভ আর-রুয এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন ধনী, দানশীল, বিনয়ী ও ইবাদতকারী ব্যক্তি।

১০. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আবুল ফাত-তাহ আত-তায়ী (মৃত ৫৫৫ হিজরি)। তিনি সাহিবুল আরবা'ঈন ছিলেন। খুরাসান, ইরাক ও জিবাল থেকে শ্রবণ করেন।

১১. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুস সামাদ আততুরাভী আলমারযাভী।

১২. আবুল কাসেম আব্দুল করীম ইবন আব্দুল মালেক ইবন তালহা আল কুশাইরী, আন নিসাপুরী (মৃত ৪৬৫ হিজরি)। তিনি ছিলেন ইলম ও দুনিয়া ত্যাগের দিক থেকে তাঁর যুগের শাইখে খুরাসন।

১৩. আহমাদ ইবন আব্দুর রহমান আল কাতানী, আবুল হাসান।

---

[৩৮]. আব্দুল্লাহ ইবন আস'আদ ইবন আলী আল-ঈয়াফি'ঈ, ‡giAvZ¦j-‡Rbvb, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১৪/১৯৯৫) ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬

[৩৯]. ‡giAvZ¦j-‡Rbvb, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আবু তাহের উমর ইবন আব্দুল আযীয ইবন আহমাদ ইবন ইউসুফ আল ফাশ্শানী, আল মারভওয়াযী। তিনি ছিলেন মহান ইমাম, অভিজ্ঞ ফকীহ, সুবক্তা এবং উসূলবিদ।

১৫. আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আশিশরাযী।

১৬. আবু সায়াদ আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল আব্বাস আল খতীব আল হামিদী।

১৭. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুস সামাদ ইবন আহমদ ইবন মুসা আল জাওযানী।

১৮. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল মুয়াল্লিম আত-ত্বাওসী।

১৯. আবু তাহের মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন বাওয়ীতুয যারাদ।

২০. হিরাতের দুনিয়া ত্যাগী শায়খ আবুবকর আহমদ ইবন আবী নসর আল কুফানী।

২১. আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল মালেক আল মুজাফফরী আস সারখাসী।

২২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফদল ইবন জাফর আল খারকী।

২৩. আবুল হাসান আলী ইবনুল হুসাইন ইবনুল হাসান আল কারিনিনী।

২৪. আহমাদ ইবন আব্দর রাজ্জাক আস সালেহী।

২৫. আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুস শারেহী আবু সায়াদ।

২৬. ইসমাঈল ইবন আব্দুল কাহের।

২৭. যিয়াদ ইবন মুহাম্মাদ আল হানাফী, আবুল ফদল।

২৮. সাঈদ ইবন ইসমাঈল আদ দাবী, আবু ওসমান।

২৯. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন ফাওযান আল ফাওরানী আল মারওয়াযী, আবুল কাসেম। তাজুদ্দীন সুবুকী (৭৭১ হিজরি) তাঁর তবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাতুল কুবরা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন ইমাম, মাযহাবের হাফেজ, মারভ বাসীর শায়খ। তাঁর নিকট থেকে ইমাম বাগাভী বর্ণনা করেছেন।

৩০. আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ আততাহেরী, আবু সাঈদ।

৩১. আব্দুল ওয়াহাব ইবন মুহাম্মাদ আল খতীব।

৩২. আব্দুল ওয়াহাব ইবন মুহাম্মাদ আল কাসায়ী।

৩৩. মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আত তামীমী।

৩৪. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আন নাসওয়ী, আবু আমর।

৩৫. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আবু তাওবাহ, আবু বকর।

৩৬. মুহাম্মাদ ইবন আবিল হাইসাম আত তুরাবী, আবু বকর আল মারযাভী (মৃত ৪৬৩ হিজরি)।

৩৭. আল মুতাহ্হের ইবন আলী আলফারেসী।

৩৮. আল মুজাফ্ফর ইবন ইসমাঈল আত তামীমী, আবুল ফারজ।

৩৯. ইয়াহইয়া ইবন আলী আল কাশমাহিনী। আবুল কাসেম।

KgRxeb

আল্লামা বাগাভী (র.) বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর শিক্ষাদানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি আত্মসংযম ও পরহেযগারীতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পাঠদানের সময় সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অযুর সাথে থাকতেন। জ্ঞানচর্চার প্রসারের লক্ষ্যে তিনি মারুর-রুয এবং তৎসংলগ্ন আত-তায়সার নামক স্থানকে বেছে নেন। তিনি এ স্থানদ্বয়ে অবস্থান করে তাঁর সঞ্চিত জ্ঞানসমূহকে অকাতরে বিলিয়ে দেন। এ স্থানে তাঁর অবস্থান জানতে পেরে বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞান-পিপাসুরা জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তিনি তাঁদেরকে শিক্ষা দান করেন।[৪০] শিক্ষা দানের পাশাপাশি তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি লাভ ঘটে।

QvÎe›‘

তাঁর ছাত্র সংখ্যা প্রচুর। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১. মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আলী আত-তানী আল-হামাদানী আবুল ফাতূহ (র.) (মৃত ৫৫৫ হিজরি)। তিনি সম-সাময়িক যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ, ফকিহ ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি "আল-আরবা'ইন ফী ইরাশদিস সালিকীন ইলা মানাযিলিল মুত্তাকীন" গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তিনি তাতে তাঁর জানা ৪০ জন মহান ব্যক্তিত্বকে একত্রিত করেছেন।

২. মুহাম্মাদ ইবন আস'আদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল কাসেম হাফাদাহ আল-আত্তারী আবু মানসুর মাজদুদ্দীন (র.) (মৃত ৫৭১ হিজরি)। তিনি নিসাপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট ফকিহ, উসুলবিদ, ওয়ায়িজ ও প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন।[৪১] ইবন খাল্লিকান তাঁর সম্পর্কে বলেন[৪২] كان فقيها فاضلا واعظا فصيحا اصوليا তিনি ফকিহ, জ্ঞানী, উপদেশ দানকারী, বিশুদ্ধভাষী এবং উসূলবিদ ছিলেন। তিনি 'শারহুস সুন্নাহ' গ্রন্থকে তার রচয়িতা ইমাম বাগভী থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর শরী'আতের অনেক আলেম-ওলামা তার থেকে সেটা গ্রহণ করেছেন।

৩. ফাদলুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আন-নাওকানী আবুল মাকারিম (র.)। তিনি ইমাম বাগাভী (র.) থেকে সর্বশেষে ইজাযত বা অনুমতি লাভ করেছিলেন। তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দির শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ইমাম হাফেজ যাহাবী এর শায়খ আল-ফখর আলী বিন বুখারীকে তিনি 'অনুমতি দিয়েছেন। 'মারভ' এর অধিবাসী অনেক আলেম তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অসংখ্য ছাত্র ছিল।

৪. ইমাম বাগাভী (র.) এর স্বীয় ভ্রাতা মুফতী আবু আলী আল হাসান বিন মাসউদ বাগাভী (মৃত ৫২৯ হিজরি) ।

৫. আব্দুর রহমান ইবন আলী ইবন আবীল আব্বাস আন নায়ীমী আল মুয়াফ্ফিক্বী (মৃত ৫৪২ হিজরি)। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ফকিহ, ইবাদতগুজার ও সাবধানতা অবলম্বনকারী।

৬. উমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসাইন আর রাযী। তিনি ছিলেন ইমাম আর রাযী এর পিতা। বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে কাবীর এর গ্রন্থকার (মৃত ৬০৬ হিজরি)।

---

[৪০]. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, hvdiæÕj -gvnvmwm jxb, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০

[৪১]. আব্দুল্লাহ ইবন আস'আদ আলী আল ইয়াফি'ঈ, wgiAvZÕj -wRbvb, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৪১৪/১৯৯৫) ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০০

[৪২]. IdvBqvZÕj -AvÕBqvb, খণ্ড, পৃ. ৫৬০

৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবন আলী ইবন ইয়াকূব আল মারভওয়াযী আযযাগুলী (মৃত ৫৫৯ হিজরি)। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি।

৮. মিলাকদার ইবন আবী আমর আল আমরিকী আল কাযবিনী (মৃত ৫৩৫ হিজরি) । তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের ইমামদের একজন ।

৯. আবু মূসা আল মাদানী।

১০. আবুন নুজাইব আস সারওয়ার্দী।

১১. আসয়াদ ইবন আহমাদ ইবন ইউসুফ ইবন আহমাদ ইবন ইউসুফ, আবুল গানায়েম আল বামানজী আল খাতীব (মৃ.৫৪৮ হিজরি)।[৪৩]

১২. আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ইবনুল হোসাইন, আবু মুহাম্মাদ আন নাবহী, হোসাইন ইবন আব্দুর রহমান আন নাবহী এর ভাইয়ের ছেলে, কাজী হোসাইন এর ছাত্র।[৪৪]

১৩. আব্দুর রহমান ইবন উমার আল আসফার, আবু নাঈম আল বামেনজী।

১৪. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ, আবুল কাসেম ইবন আবু সাঈদ আল ফারেসী অতঃপর আস সারখাসী, আল ফকীহ, ফরহেজগার (মৃত ৫৫৫হিজরি)।

১৫. আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল মুজাফ্ফার ইবন আলী, আবু মুহাম্মাদ আল মুতাওয়াল্লী আল বাগাভী।

১৬. মুসাওয়ের ইবন ফাযকূহ, আবু মুকাতেল আদ দাইলামী আল ইয়াযিদী, ইমাদুদ্দিন ফকীহ, সাহিত্যিক, কবি, দুনিয়া ত্যাগী, (মৃত ৫৪৬ হিজরি)। তাজ উদ্দিন সবুকী বলেছেন, তিনি ছিলেন ইমাম বাগাভীর বড় ছাত্রদেরএকজন।

১৭. মুহাম্মাদ ইবন দাউদ ইবন রেদওয়ান আল ইলকী, আবু আব্দুল্লাহ, (মৃত ৫৩৯ হিজরি)।

১৮. মুহাম্মাদ ইবন উমর ইবন মুহাম্মাদ আশশাশী, আবু আব্দুল্লাহ, ফকীহ, ইবাদতগুজার। তিনি ইমাম বাগাভী থেকে আরবাঈন চোগরা বর্ণনা করেন। (মৃত ৫৫৬ হিজরি)।

১৯. তাশকুবরা যাদাহ তাঁর আর একজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন আল ইমাদ আত তাইমী।[৪৫]

---

[৪৩]. তাজউদ্দিন আসসুবুকী, ZvevKvZk kv‡dBqvn

[৪৪]. ইবনুল ইমাদ, kvhivZh hvnve, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৮

[৪৫]. তাশকুবরা যাদাহ, wgdZvûm mvqv'v, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১০

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡"Q' : AvKx'v I gvhnve, mdi, AvLjvK I ¯fve PwiÎ, cwiewiK Rxeb, Rxeb hvcb, n¾ cvjb, nv'xm eYbv

AvKx'v I gvhnve

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, একজন মুসলমানের জীবনে তার চারিত্রিকতা ও আধ্যাত্মিক তরীকা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা এবং যাবতীয় ইলমী তৎপরতার ক্ষেত্রে আকীদার রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। আর ঐ গুরুত্ব আরো অনেক বেড়ে যায় যখন আকীদার সম্পর্ক হয় আইম্মায়ে কেরাম কিংবা উলামায়ে উম্মতের সঙ্গে। কেননা তখন তাদের অবলম্বিত আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদের ভক্ত শাগরেদরাও অনুরূপভাবে প্রভাবিত হয় তাদের রচিত গ্রন্থ অধ্যয়নকারী পাঠক ও শিক্ষার্থী এবং ঐ সব মানুষ যারা অনুসরণ করে তাঁদের অনুসৃত পথও পন্থা। অতএব ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যখন আকীদাগত ভ্রান্তি ও আধ্যাত্মিক বিচ্যুতি থেকে নিরাপদ হন। তখন স্বাভাবিকভাবেই বহুসংখ্যক মানুষ গোমরাহী থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। ফলে তারা হন কল্যাণ ও সত্যপথের দিশারি এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে আহবানকারী অন্যথায় আল্লাহর বান্দাদের বিরাট একটি অংশ নিমজ্জিত হয় গোমরাহীর সয়লাবে।

ইমাম বাগাভী (র.) ছিলেন আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমামদের অন্যতম একজন। তিনি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা অত্যান্ত দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধরেছিলেন। তিনি ছিলেন আকীদাগত ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত একজন আলেম দ্বীন এ ব্যাপারে তাঁর জীবনীকার আলিমগণের স্বাক্ষ্য বিদ্যমান। যেমন, ইবনে নুকতাহ (৬২৯ হি.) তার সম্পর্কে বলেন,[৪৬] তিনি ইমাম, হাফেজ, সৎ ও বিশ্বস্ত, সমতা বিধান ও পুঙ্খখনুপুঙ্খভাবে হিসাব অনুযায়ী সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কোন সন্দেহ নেই যে, এটি তা'দীলও তাকভীমের (নির্ভরযোগ্যতা ও মূল্যায়নের) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সত্যায়ন। একইভাবে ইমাম বাগাভীকে তযকিয়াহ ও তা'দীলের মাধ্যমে সত্যায়ন করেছেন ঐতিহাসিক তাশকুবরা যাদহ (৯৬৮হি.)। তিনি বলেন তাঁর দলিল হলো সুসাব্যস্ত এবং ধর্মীয় আকীদা হলো সহীহ ও বিশুদ্ধ।[৪৭] তাঁর আকীদা সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলন, সালাফের নাহজের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।[৪৮]

বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিও ভ্রান্ত ফেরকাহ থেকে তাঁর আকীদার নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার বিষয়টি সুসাব্যস্ত করে ইমাম সাবকীর স্বাক্ষ্য, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলেন, নিশ্চয় ইমাম বাগাভী ছিলেন সালফে সালেহীনের পথ অলম্বনকারী ।[৪৯] মিনহাজুস সালাফ বা সালফে সালেহীনের পন্থায় তাঁর আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থই হলো তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন।

ইমাম আয যাহাবী (৭৪৮ হি.) তাঁর আকীদা সম্পর্কে বলেন, তাঁর নেক নিয়্যাত ও উত্তম ইচ্ছার ফলে রচনাবলীতে বরকত হয়েছে এবং এগুলি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। তিনি সালাফের নাহজের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।[৫০] এসব বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয় যে, তাঁর আকীদা ছিল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা।

আর তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। বরং শাফেয়ী মাযহারের পথিকৃৎ ইমাম। বলা ভালো শাফেয়ী মাযহাবের একজন প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ইমাম এ বিষয়টি উলামায়ে উম্মতের নিকট প্রসিদ্ধ। তার জীবন বৃত্তান্ত রচনাকারীরা সে বিষয়টিই দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে খাল্লিকান,

---

[৪৬]. ইবনে নুকতাহ, Avj BmZv'ivK, পৃ. ৭৫

[৪৭]. তাশকুবরা যাদাহ, wgdZvûm mvqv'vn, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৭

[৪৮]. সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা, পৃ. ১০৩

[৪৯]. ZvevKvZk kv‡dBqvZj Keiv, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫

[৫০]. আয যাহাবী, wmqvi æ AvÕjvwgÕb-bevjv, ১৯খণ্ড, পৃ. ৪৪১

যাহাবী বা সুবকী ও প্রমুখগণ।[৫১] আর তিনি শাফেয়ী মাযহাবকে নির্বাচন করার কারণ হলো ঐ প্রমাণের ওপর ভিত্তিকরে যার মাধ্যমে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন এবং ঐ সব আলেম-ওলামার মাধ্যমে যাদের কাছে তিনি ইলম অর্জন করেছেন এবং ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। ফিকহের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তাকে অধিক অবগতির ব্যাকুলতায় প্রবেশ করিয়েছে এবং সুন্নাহর প্রতি তার হৃদয়াসক্তি তাকে ইলমের তলবে সফর করতে উদ্ধুদ্ধ করেছে, ফলে তিনি সে যুগের ইমাম কাজী আল-হুসাইন বিন মুহাম্মদ আল-মারওয়াযী এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মারভ রুয এ সফর করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবে তিনি একজন গবেষকও অনুসন্ধানকারী আলিম হিসেবে পরিগণিত হন। এই মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে ফিকহের ওপর তিনি অনেক কিতাব রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কিতাব হলো আত-তাহযীব। আলিমগণ কিতাবটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং দুর্লভও দুস্প্রাপ্য বিবেচনা করে মূল্যায়ন করেছেন। ইমাম সাবকী এ সম্পর্কে বলেন, ধর্মীয় ব্যাপারে কিতাবটির মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে আর ফিকাহর ক্ষেত্রে রিওয়ায়েতে ও গবেষণার বিচারে এর পরিধি অনেক বিস্তৃত।[৫২] কিতাবটির ব্যাপারে ইমাম সাবকী অন্যত্র তার পিতা শায়খ ইমাম তৃকী উদ্দীনের সূত্রে জ্ঞাননির্ভরও শক্তিশালী একটি স্বাক্ষ্য বর্ণনা করেন যা ইমাম বাগাভীর গবেষণা, ফিকহী মাসআলার তাখরীজ ও সুষ্ঠু প্রাধান্যদানের বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়। সাবকী বলেন, আমার পিতাজী (র.) ইমাম বাগাভীর খুব মূল্যায়ন করতেন এবং নকলী বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর স্বতন্ত্র গবেষণার অনেক গুণ গাইতেন।

تكملة شرح الهزب এর الرهن অধ্যায়ে তিনি বলেন, তাহযীব গ্রন্থের প্রণেতাকে আমরা খুব কমই দেখি কোন বিষয় তিনি গ্রহণ করেছেন অথচ তাতে গবেষণা করে তার চেয়ে শক্তিশালি আরেকটি বিষয় উদ্ধার করেন নি, এটি তাঁর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ।[৫৩] এ আলোচনার পর প্রতীয়মান হয় যে, মাযহাবের ক্ষেত্রে ইমাম বাগাভী ছিলেন প্রাধান্যদান ও (বৈধ) ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করার যোগ্য ব্যক্তি আর তিনি ছিলেন পক্ষপাতিত্বের প্রভাবমুক্ত।

তিনি চার মাযহাব-ই অধ্যয়ন করেছেন। বিশেষভাবে করেছেন শাফেঈ মাযহাব। ইমাম বাগাভী রক্ষণশীল কিংবা কট্টরপন্থী ছিলেন না, বরং মতবিরোধপূর্ণ বিষয় দলিল নিয়ে গবেষণা করতেন। অবশ্য পরে তিনি লোকদেরকে সরাসরি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল আকঁড়ে ধরার আহবান জানান।

mdimgn

আলিমগণের জীবনে ইলমের তলবে সফর একটি পরিচিত বিষয় একটি মাত্র হাদীস কিংবা ইলমী মাসআলা শ্রবণ করার জন্য তাঁরা সফর করতে থাকতেন এবং হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করতেন। তৎকালীন ইলামী বিশ্বের রাজধানীগুলো ছিল ইলমের এক একটি মারকায। আল্লাহর জমিনের দূর-দূরান্ত থেকে আগত তালিবুল ইলমও জ্ঞানান্বেষীদের সেগুলি স্বাগত জানাতো এবং কাছে টেনে নিতো।

একারণেই ইমাম হুসাইন বাগাভী বুঝ হওয়ার পরই দেশ ছেড়েছিলেন এবং বাগশুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ইলমের তলবে সফর করেছিলেন। সে সময় তিনি যাত্রা করেন মারভ-রুযের পথে, সে যুগের ইমাম ও তাঁর শায়খ কাযী হুসাইন বিন মুহাম্মদ মারভ রুযীর দরসে শরীক হওয়ার জন্য, অতঃপর তিনি শায়খের দরসে শরীক হয়ে ছাত্রত্বের গৌরব অর্জন করেন এবং তাঁর ইলম থেকে পরিতৃপ্ত হন, শাফেয়ী মাযহাবের দীক্ষাও লাভ করেন তাঁর কাছেই। ধারণা করা হয় ইলমের তলবে তাঁর সফরের পরিধি

---

[৫১]. iv‡RD IdvqvZj AvBqvb, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬; wmqvi æ AvÕjwgÕb-bevjv, পৃ. ১০৩
[৫২]. ZvevKvZk kv‡dBqvZj Keiv, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫
[৫৩]. ZvevKvZk kv‡dBqvZj Keiv, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫; iv‡RD kvhvivZh hvnve, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯

অনেক বিস্তৃত হয়েছিল, খোরাসানের অন্তর্গত রাজ্যগুলোতে তিনি সফর করেন এবং আরবী ভাষা জ্ঞান, উলুমুল কুরআন, উলুমুস সুন্নাহসহ যাবতীয় ইলম শ্রবণ করেন সেখানকার বহুসংখ্যক আলেমের নিকট । ঐতিহাসিক ابن تغرى بردى ছোট্ট একটি বাক্য দ্বারা বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। বাক্যটি হলো - দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করেন বহুজনের দরস শ্রবণ করেন।[৫৪] কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জীবনী গ্রন্থগুলোতে সে সব দেশের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না ইলমের তলবে যে গুলোতে তিনি সফর করেছেন।

যদিও সাধারণ অবস্থা এটাই যে, মারভ-রুযেই অধিকাংশ সময় তিনি অবস্থান করেছেন। ফলে সেটিকে তার وطن ثانى বা দ্বিতীয় মাতৃভূমি বললে ভুল হবে না। কেননা সেখানেই তো তিনি ওফাত লাভ করেছেন এবং তাঁর শায়খ কাযী হুসাইন মারভ-রুযীর পাশে সমাহিত হয়েছেন। তাঁর অবস্থানের ব্যাপারে ইয়াকুত আল হামাওয়ী মারভ-রুযসহ আরো একটি অঞ্চল বানজ দাহের কথা উল্লেখ করেন।[৫৫] এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় সাবকীর বর্ননায় যে, তার সফরসমূহ (অনেক হলেও) সীমাবদ্ধ থাকে খোরাসান ও তার অন্তর্গত রাজ্যগুলোর মাঝে। কারণ সে বর্ণনা মতে তৎকালীন আব্বাসী সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদে তিনি সফর করেন নি। সাবকী বলেন, 'বাগদাদে তিনি প্রবেশ করেন নি। যদি করতেন তাহলে তাঁর জীবন সম্পর্কে আরো অনেক কিছু আমরা জানতে পারতাম।'[৫৬] তো ইলম শ্রবণ করার জন্য আপন জন্মভূমি বাগশূর ছাড়েন ৪৬০ হিজরির পর।[৫৭] তখন তার বয়সছিলো ২৭বছর। পবিত্র কুরআন হিফজ করার পর এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করার পর সফর ও শ্রবণের জন্য এটাই তালিবুল ইলমের উপযুক্ত সময়।

AvLjvK I ¯fve PwiÎ

ইমাম বাগাভী (র.) বিশেষ গুণাবলি ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমস্ত জীবনী গ্রন্থে তাঁর প্রশংসিত গুণাবলির ও সুন্দর চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে এবং কোথাও তাঁর পদস্খলন ও এমন বিষয়ের উল্লেখ নেই যা তাঁর মর্যাদাকে খাটো করে। জীবনীগ্রন্থ গুলিতে আমরা দেখতে পাই, সেগুলি ইমাম বাগাভীর নিষ্কলুষতা, চারিত্রিক উচ্চতা এবং অবিচলতার আলোচনায় পঞ্চমুখ। পাশাপাশি আরো আলোচনা করেছে তার মানবিকতা, বুযূর্গী ও অল্পেতুষ্টির কথা যা ঐসব উলূমে শারইয়্যাহর সাথে সঙ্গতি রাখে যাতে তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাইতো দেখা যায়, ইমাম বাগাভী ছিলেন খাবার-দাবারে নিরাসক্ত বরং ক্ষুধা মিটে এবং দিন চলে এই পরিমাণ খাদ্যই তার জন্য যথেষ্ট ছিলো, কেননা জীবনী গ্রন্থগুলিতে আরো পাওয়া যায় তিনি ছিলেন আড়ম্বরহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত, নির্মোহ ও অল্পেতুষ্ট। তিনি শুধু রুটি খেতেন, এর অনেক পর তরকারি হিসেবে গ্রহণ করেন তেল।[৫৮]

অনুরূপভাবে পোশাক-আষাকের ক্ষেত্রেও তিনি অতো গুরুত্ব দিতেন না বরং সাদা-মাটা পোশাকেই সন্তষ্ট ছিলেন। যা হতো বিলাসিতা বিবর্জিত বিনয় ও অল্পেতুষ্টি সমর্থিত। এ কারণে জীবনী গ্রন্থগুলো বারবার এ কথা বলে এসেছে, পোশাক-আষাকে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। সাদা ও পাতলা একটি কাপড় পরিধান করতেন এবং ছোট একটি পাগড়ী মাথায় দিতেন।[৫৯] তার আদবও শিষ্টচার সম্পর্কে মুখতাছার কথা এই যে, তিনি কোন দিন তাহারাত ছাড়া কোন স্থানে দারস প্রদান করেননি।[৬০] তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে তাঁর গুণাবলির উল্লেখ এসেছে যে, তার মাঝে ছিলো নির্মোহতা, অনাড়ম্বরতা, দুনিয়ার বাহ্যিক উপকরণ ও

---

৫৪. ইবন তাগরি বারদি, Avb-bRg Avh-hv‡niv, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৩
৫৫. gÖRvgj ej'vb, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮
৫৬. ZvevKvZk kv‡dBqvn, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৫
৫৭. iv‡RD ZvevKvZj gdwmmwib, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭
৫৮. ইবন খাল্লিকান, IdvqvZj AvBqvb, পৃ. ১০৩
৫৯. wmqviæ ÔAvjwgb bevjv, ১৯ খণ্ড, পৃ. ৪৪১; wgiAvZj wRbvb, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৩
60. wgiAvZj wRbvb, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৩

ধ্বংসশীল চাকচিক্য থেকে দূরবর্তীতা এবং চিরস্থায়ী আখেরাতের প্রতি তাঁর পূর্ণ মানোনিবেশ। আল-ইয়াফী' বলেন, তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়, নির্মোহ ও অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি।[৬১]

তার অল্পেতুষ্টির ব্যাপারে এটা বড় দলিল নয় যে তিনি ভালো খাবার-দাবার ও উন্নত পোষাক আষাকে আগ্রহী ছিলেন না, বরং ইবনে খাল্লিকান যা উল্লেখ করেছেন তাই এ ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট দলিল যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার মিরাছ থেকে সামান্য হিসসাও তিনি গ্রহণ করেন নি।[৬২] ঐ সকল আলিমের সংখ্যা অনেক কম যাদের ইলম ও আমল এক হয়েছিলো এবং যাদের সুলূক (আধ্যাত্মিক ত্বরীকা) তাদের চিন্তাজগতে প্রভাব ফেলেছিলো। তো ইমাম বাগাভী ছিলেন সেই অল্পসংখ্যক আলিমের শ্রেণিভুক্ত, যাদের আমল ও আখলাক তাদের ইলমী অগ্রবর্তী ও ব্যুৎপত্তির সাথে সঙ্গতি রেখেছিলো। সাবকী এ সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন এক মহান ইমাম ও নির্মোহ বুযূর্গ। ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় সাধনকারী।[৬৩] একইভাবে ইবনে কাছীর তার সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, বুযূর্গ, নির্মোহ, আবেদ ও সালেহ।[৬৪] সুয়ুতী তাঁকে আলিমে রব্বানী, একনিষ্ঠভাবে ইবাদতকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬৫]

ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা বড় বড় আলিমকে দেখি তাঁরা শরঈ উলুম এর ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বও ব্যুৎপত্তির অকুণ্ঠ স্বাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ইমাম বাগাভী বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁর মতো খুব কম আলেমই এমন আছেন যারা এত ধরনের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং এতো বিষয় পারদর্শী ছিলেন। ইবনে খাল্লিকান বলেন, তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির। এমনকি তিনি ছিলেন বাহরুল উলুম বা ইলমের সমুদ্র।[৬৬] ইয়াকুত আল হামাওয়ী বলেন ইনি হলেন ফকিহ, প্রসিদ্ধ আলিম ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা।[৬৭]

উৎসগ্রন্থগুলো এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে, তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন ইমাম ও দৃঢ়কদম। এ জন্যই নিম্নোক্ত উপাধিগুলো তিনি লাভ করেছিলেন। যথা- মুহীউস সুন্নাহ, রুকনুদ্দীন প্রভৃতি। আর অবশ্যই তিনি এসব উপাধির উপযুক্ত ছিলেন। কেননা তিনি তাঁর জামানা ও তৎকালীন মুসলিম নতুন প্রজন্মের জন্য এমন সব গ্রন্থ উপস্থাপন করেছিলেন যা অত্যন্ত কার্যকর উপকারী ও মূল্যবান।

সুলুক ও খুলুকে তার নমুনা ও উত্তম আদর্শের কথা তো বাকিই থাকলো। ইমাম যাহাবী তাঁর ইলমী গুণাবলীর বর্ণনা এ ভাবে করেছেন ইনি হলেন শায়খ, ইমাম, আল্লামা, পরবর্তীদের জন্য উত্তম আদর্শ, হাফেজ, শায়খুল ইসলাম ও মুহীউস সুন্নাহ ইত্যাদি। অন্যত্র বলেন, তিনি ছিলেন সাইয়্যেদ, ইমাম, আলিম ও আল্লামা । একইভাবে আরো বলেন তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে দৃঢ়কদম আর ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে অনেক অবদান।[৬৮] অন্যত্র বলেন ইনি হলেন মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, বহুগ্রন্থ প্রণেতা এবং খোরাসনবাসীর আলিম।[৬৯]

[

ইমাম সুয়ূতী তাঁর সম্পর্কে বলেন, ইনি হলেন তাফসীরের ইমাম, হাদীসের ইমাম এবং ফিকহের ইমাম।[৭০] ইমাম বাগাভীর ব্যাপারে ইবনুল ইমাদ হাম্বলী জনৈক বুযুর্গের অভিমত বর্ণনা করেন যে ইনি হলেন যাবতীয়

---

৬১. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৩

৬২. iv‡RD IdvqvZj AvBqvb, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬

৬৩. ZvevKvZk kv‡dBqvZj Keiv, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫

৬৪. Avj we'vqv Iqvb wbnvqv, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৯৩

৬৫. ZvevKvZj ûddvR, পৃ. ৪৫৭

৬৬. IdvqvZj AvBqvb, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬; iv‡RDj gLZvmvi dx ZvixwLj evkvi, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০

৬৭. gÔRvgj ej'vb, পৃ. ৪৬৮

৬৮. wmqvi æ ÔAvjvwgb bevjv, পৃ. ১০৩

৬৯. Avj Bevi, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭

৭০. ZvevKvZj gdwmmixb, পৃ. ১২

শাস্ত্রের পণ্ডিত এবং বহু কার্যকর ও উপকারী গ্রন্থ প্রণেতা।[৭১] একইভাবে অন্যান্য মাযহাবের আলিমগণ তাঁর ইলমী শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষ্য প্রদান করেছেন। শিয়া ইমাম মুহাম্মাদ খোয়ানাসারী বলেন, এই শায়খ ছিলেন ইমাম, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং ইলমুত তাফসীর ও আল্লাহর রাসূলের হাদীসের ক্ষেত্রে নযীর বিহীন একজন আলেম।[৭২] উপরের ইলমসমূহের কথা রাখলেও ইমাম বাগাভী ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন ইলমুল কেরাতে। রাফে এবং মোল্লা আলী ক্বারী সে দিকে ইঙ্গিত করে বলেন (যথাক্রমে) ইনি মুহাদ্দিস, ক্বারী ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা,[৭৩] দ্বিতীয় জন বলেন, তিনি ইলমুল কেরাতে পারদর্শী ছিলেন।[৭৪]

cwiewiK Rxeb

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ছিলেন। ইবনে খাল্লিকান মুনযিরীর আল কাওয়াইদুস সাফারিয়্যাহ গ্রন্থ থেকে এটা বর্ণনা করেন এবং আরো বর্ণনা করেন যে স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইমাম বাগাভী তার মিরাস গ্রহণ করেন নি।[৭৫] তবে এটা কোথাও পাওয়া যায় নি যে তাঁর সন্তানাদি ছিল। আবার তার এমন কোন উপনাম ও নেই যা সেদিকে ইঙ্গিত করে কারণ স্বাভাবিকভাবেই উপনাম আলিমদের মাঝে সুবিদিত থাকে।

Rxeb hvcb

তিনি ছিলেন নির্মোহ ও অল্পে তুষ্ট। পার্থিব জীবনের উপায় উপকরণে নিরাসক্ত। এমনকি তিনি কোন কিছুই ছাড়া শুধু রুটি আহার করতেন। এভাবে বেশ কিছুদিন চলল। তারপর শুধু তেল অথবা কিশমিস দিয়ে রুটি খেতে লাগলেন। বর্ণিত আছে তিনি এমন নির্মোহ জীবন বেছে নিয়েছেন বয়স্ক হওয়ার পর।[৭৬]

n¾ cvjb

তার হজ্বব্রত পালন সম্পর্কে জানা যায়নি। মনে হয় ইমাম বাগাভী পবিত্র হজ্ব আদায় করারও সৌভাগ্য লাভ করেন নি।[৭৭] এক্ষেত্রে বলা যায়. বায়তুল্লাহর সফর হয়ে থাকলে তাঁর ব্যাপারে আরো অধিক তথ্য আমরা পেতাম।

nv'xm eYbv

শায়খ থেকে হাদীস বর্ণণা করেছেন আবু মানসূর বিন আসআদ আত্তারী, (যিনি হাফাদাহ নামে পরিচিত) আবুল ফুতুহ মুহাম্মদ বিন আততাঈ প্রমুখ শাইখগণ। তার অনুমতিক্রমে তার সূত্রে আরেকজন বর্ণনাকারী হলেন আবুল মাকারিম ফাযলুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আননাওক্বানী, যিনি ষষ্ঠ হিজরী ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং শাইখ আলফাখর বিন আলী আল বুখারীকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। আহমাদ বিন আবদুর রাহমান আস সূরী এবং খাদীজা বিনতে আব্দুর রহমান আমাদের অবহিত করে বলেছেন তারা অবগত হয়েছেন ৬২২ হিজরী সনে সুসী মুহাম্মদ বিন হুসাইন বিন বাহরাম থেকে তিনি, অবগত হয়েছেন ৫৬৭ হিজরী সনে ফকিহ মুহাম্মদ বিন আসআদ থেকে তিনি মুহীউস সুন্নাহ হুসাইন বিন মাসউদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আশরীরাযী থেকে, তিনি ফকীহ যাহির বিন আহমাদ থেকে, তিন ইবরাহিম বিন আবদুস সামাদ থেকে, তিনি আবু মুসআব আযযুহরী থেকে, তিনি মালিস থেকে তিনি ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ থেকে, তিনি উমারা থেকে, আর উমারা আয়েশার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত আয়েশা বলেছেন, যে রাসুলুল্লাহ যদি সকালে ফজরের উদ্দেশ্যে বের হতেন তাহলে নামাজে আগত মহিলাগণ চাদর দ্বারা আবৃত মস্তকে ফিরতেন। ভোরের আধারে তাদেরকে চেনা যেতো না।

---

[৭১]. kvhvivZh hvnve, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯
[৭২]. ilhvZj RvbvZ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭
[৭৩]. wgiAvZj wRbvb, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৩
[৭৪]. gKvÏvgv wgkKvZj gvmvexn
[৭৫]. IdvqvZj AvBqvb, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬
[৭৬]. wgkKvZj gvmvexn-Avj gKvÏvgv, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০
[৭৭]. iv‡RD wmqvi æ ÔAvjwgb bevjv, পৃ. ১০৩

PZ_© cwi‡"Q` : D‡jøL‡hvM¨ ¸Yvewj, B‡šÍKvj, Bgvg evMvfx (i.) m¤ú‡K© gbxlx‡`i AwfgZ

D‡jøL‡hvM¨ ¸Yvewj

১. wkÿvbyivM I ÁvbPP©v

হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাভী (র.) ছিলেন হিজরি চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি একাধারে হাফিয, ইমাম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুজতাহিদ ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি শায়খুল ইমাম, আল-আল্লামাহ, হাফিয, শায়খুল ইসলাম, সুন্নাহ জিন্দাকারী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইমাম বাগাভী (র.) ছিলেন পণ্ডিত। সে যুগের প্রসিদ্ধতম আলিম ও সাধক। প্রসিদ্ধতম হাদীসবেত্তা, তাফসীর শাস্ত্রবিদ, চাহিদা সম্বরণকারী ও হিতার্থী আলিম। এছাড়াও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইমাম বাগাভী (র.) জ্ঞানার্জনের জন্য সমকালীন শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের নিকট গমন করেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি তাঁদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ সকল জ্ঞান আহরণ করেন। এ সময়ে তিনি হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ মুখস্থ করেন এবং শাফি'ঈ মাযহাবের মূল্যবান বিভিন্ন পুস্তকাদি ও ফিকহ শাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন।[৭৮] দ্বীনী ইলমের সূক্ষ্মাতীসূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে যথার্থ বিশ্লেষণের প্রতি তাঁর অত্যাধিক আগ্রহ ছিল। ইমাম বাগাভী (র.) বাগদাদে প্রবেশ করেন নি। যদি তিনি বাগদাদে প্রবেশ করতেন তাহলে তাঁর জীবনীতে আরও কীর্তি সংযোজিত হত। দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল সুউচ্চ। তিনি ছিলেন তাফসীর, হাদীস, ফিকহ শাস্ত্রে বিশ্বকোষের ন্যায় ব্যাপক জ্ঞানী। ইমাম বাগাভী (র.) ছিলেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমুদ্রতুল্য। বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞান-পিপাসুরা জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তিনি তাঁদেরকে শিক্ষা দান করেন।[৭৯]

2. †Lv`vfxiæZv I di‡nRMvix

তিনি কুরআনে হাফেজ ছিলেন এবং অধিক পরিমাণে কুরআন তেলোয়াত করতেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ফকিহ, ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয়কারী, সালেফীনদের মতের অনুসারী। তিনি ছিলেন আল্লাহ ওয়ালা আলেমদের একজন। অত্যন্ত ইবাদতগুজার ব্যাক্তি। তিনি আত্মসংযম ও পরহেযগারীতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

3. Kg© wcqZv

তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমx| দ্বীনী জ্ঞান প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসতেন। তিনি কখনো অলস সময় কাটাতেন না। তিনি কোন কাজকে ছোট মনে করতেন না। জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণ উভয় ক্ষেত্রে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন।

4. wbq¨‡Zi wbôv I BLjvm

তিনি নিষ্ঠা ও খুলুসিয়াতের সাথে দ্বীনের খেদমত করেছেন। তাঁর সদিচ্ছার কারণে তাঁর গ্রন্থসমূহ সমাদৃত হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর গ্রন্থসমূহে বরকত দান করা হয়েছে এবং তার নিয়্যাতের

---

৭৮. ইবনু'ল-ইমাদ, kvhvivZzh-hvnve, 4_© L–,(বৈরুতঃ দারু ইয়াইয়াই'ত-তুরাসি'ল আরাবী, নতুন সংস্করণ) পৃ. ৪৮

৭৯. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, hvdiæ`j-gynvwÏwmxb, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

কারণে সেগুলোতে উত্তম বক্তব্য দান করা হয়েছে। ফলে তা লোক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ রচনা সম্ভার আমরা লাভ করেছি।

5. cweÎZv I cwi”QbZv

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল। তিনি সর্বদা পূত পবিত্র থাকতে পছন্দ করতেন। পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত তিনি কখনো পাঠদান করতেন না। তিনি পুত-পবিত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতেন। বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে তিনি পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উযুর সাথে থাকতেন।

6. Kó mwnòZv

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তি। ইমাম বাগাভী একটি দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছেন যেমন (নিজ) যামানার অধিকাংশ আলেম-ওলামা প্রতিপালিত হয়ে থাকেন। তবে বিশেষভাবে গ্রন্থগুলো এ বিষয়টি উল্লেখ করেছে যে, তাঁর বাবা ছিলেন বিশেষ প্রকারের চামড়া শোধক, তিনি চামড়া শোধন করে বিক্রি করতেন। পারিবারিক জীবন থেকে তিনি কষ্ট সহ্য করার শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর সাধনা করেন।

৭. mgqvbewZZv

তিনি রুটিন মাফিক জীবন যাপন করতেন। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী ছিল সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধ। তিনি সময়ের কাজ সময়মত শেষ করতেন। শিক্ষার্থীদের পাঠদান, ব্যক্তিগত কাজকর্ম, ইবাদত বন্দেগী সবকিছুতেই তিনি সময়ানুবর্তিতা মেনে চলতেন।

৮. ksLjv I AvbMZ¨

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই সুশৃংখল। আনুগত্য ও শৃংখলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। শৃংখলাবোধের কারণে তিনি জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহন করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর উস্তাদদের আনুগত্য করার কারণে কুরআন হাদীসের সঠিক জ্ঞান লাভ করেতে সক্ষম হয়েছেন।

9. mmwwnwZ¨K I eû MŠc‡YZv

তিনি ছিলেন তাফসীর, হাদীস, ফিকহ শাস্ত্রে বিশ্বকোষের ন্যায় ব্যাপক জ্ঞানী। যা তাঁর লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম, হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ও ফিকহি শাস্ত্রের ইমাম, বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব, গ্রন্থ রচয়িতা, খুরাসানের আলিম । তিনি আল্লাহর কালামের ওপর একটি তাফসীর প্রণয়ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের দুর্বোধ্য অংশের ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা যেমন, শারহুস সুন্নাহ, মা'আলিমুত তানযীল, আল-জাম'উ বাইনাস্ সহীহায়ন, মাসাবীহ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

10. eûfvlvwe‘ I M‡elK

তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ ও গবেষক আলিম। আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। নবী করীম (সা.) এর পবিত্র সুন্নাহের সংকলন ও ভাষা গ্রন্থ রচনা করেছেন। দ্বীনী জ্ঞান প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ইমাম বাগাভী রক্ষণশীল কিংবা কট্টরপন্থী ছিলেন না, বরং মতবিরোধপূর্ণ বিষয় দলিল নিয়ে গবেষণা করতেন।

১১. cLi ¯§wZkw³

তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। প্রখর স্মৃতিশক্তির কারণে তিনি হাদীস ও তাফসীর বিদগণের মধ্যে হুজ্জাত হতে পেরেছিলেন। তিনি তাফসীর সংক্রান্ত যে সব হাদীস, সাহাবা ও তাবেয়ী থেকে বর্ণিত রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

১২. Z¨vM I Kievbx

ইহকালীন প্রাচুর্যতা পরিহারকারী, ইসলামের সেবায় সদা নিবেদিত সার্থক ক্ষনজম্মা পুরুষ। তাঁর স্ত্রীর ইন্তিকাল করলে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ (মীরাস) থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নি। দুনিয়া ত্যাগী ও অল্প তুষ্ট ছিলেন।

১৩. ivmj j øvn (mv.) Gi cKZ AbmiY

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরিপূর্ণ অনুসারী। রাসূল (সা.) এর জীবনাদর্শকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছেন। শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয়, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি রাসূলের আদর্শকে অনুসরণীয় বলে মনে করতেন।

14. ågY

তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। ফিকহের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তাকে অধিক অবগতির ব্যাকুলতায় প্রবেশ করিয়েছে এবং সুন্নাহর প্রতি তার হৃদয়াসক্তি তাকে ইলম তলবে সফর করতে উদ্ধুদ্ধ করেছে, ফলে তিনি সে যুগের ইমাম কাজী আল-হুসাইন বিন মুহাম্মদ আল-মারওয়াযী এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মারভ রুয এ সফর করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি খোরাসান দেশে বিচরণ করে সেখানকার অনেক আলেম-ওলামার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তাদের সূত্রে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানচর্চার প্রসারের লক্ষ্যে তিনি মারুর-রুয এবং তৎসংলগ্ন আসাত-তায়সার নামক স্থানকে বেছে নেন। তিনি এ স্থানদ্বয়ে অবস্থান করে তাঁর সঞ্চিত জ্ঞানসমূহকে অকাতরে বিলিয়ে দেন।

15. Bev‘Z e‡›‘Mx

তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ, ইবাদতগুজার এবং সৎ ও বিশ্বস্ত। তিনি শাফিঈ মাযহাবের ফকিহ, ইমাম শাফেযী (রহ.) এর মাযহাব সম্পর্কে পূর্ণদর্শী ছিলেন। চার মাযহাবের মাঝে বিদ্যমান মত পার্থক্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি কোন একটি মাযহাবের পক্ষ অবলম্বন করে অন্য মাযহাবের দোষচর্চা করতেন না।

16. A‡í Zó I K"QZv mvab

তিনি ছিলেন কৃচ্ছতা ও অল্পেতুষ্টতার গুণ সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু রুটি আহার করতেন। এজন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করা হলে তাঁর ঘর থেকে রুটির সাথে ঝোল হিসেবে যায়তুন ব্যবহার শুরু করেন। পোশাক-আশাকে তিনি মধ্যম পন্থা পছন্দ করতেন। তার একখানা সুতি বস্ত্র ছিল এবং পূর্বসূরীদের রীতি মাফিক একটি ছোট পাগড়ি ছিল।

BwšÍKvj

তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিক ও রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ড. হুসাইন আয-যাহাবী ও আহমদ শাকির আল-বাগাভী ৫১৬/১১১২ সালে মারভ আর-রূয নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। ইবন খাল্লিকান বলেন, তিনি ৫১০ হিজরীর শাওয়াল/১১১৭ ফেব্রুয়ারি মাসে মারভ আর-রূয নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[৮০] তবে অধিকাংশ রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মতে তিনি ৫১৬ হিজরী শাওয়াল মাসে খুরাসানের মারভ আর-রুয শহরে ইন্তিকাল করেন।[৮১] তিনি ৭০ বছর বয়স পেয়েছিলেন।[৮২] হাফিজ যাকিউদ্দিন আব্দুল আজীম আল মুনজারির মতে তিনি ৫১৬ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।[৮৩] ইয়াকুত হামাভীও এমত পোষণ করেছেন।[৮৪] ইবন তাগরি বারদির মতে তিনি ৫১৫ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।[৮৫] তালিকান কবরস্থানে তাঁর ওস্তাদ কাযী হুসাইন (র.) এর পার্শ্বে তাকে সমাহিত করা হয়।[৮৬] আয-যাহাবী বলেছেন যে, তাঁর বয়স সম্ভবত আশি বছর হবে। আর আস-সুবকীর ধারণা এ যে, তিনি হয়ত নব্বই বছরের কাছাকাছি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

Bgvg evMvfx (i) m¤úi‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

kvgmÏxb Avh-hvnex (gZ 748/1374) e‡jb,[৮৭]

الشيخ الإمام، العلامة القدوة الحافظ، شيخ الإسلام، محى السنة،ابومحمد----الشافعي المفسر، صاحب التصانيف

'তিনি শায়খুল ইমাম, আল-আল্লামাহ, আল কুদওয়া, আল হাফিয, শায়খুল ইসলাম, সুন্নাহ জিন্দাকারী। আবু মুহাম্মদ আল-হোসাইন বিন মাসউদ বিন মুহাম্মদ বিন ফাররা, আল-বাগবী, আশ-শাফেযী, মুফাসসির বহু গ্রন্থের প্রণেতা যেমন : শারহুস সুন্নাহ, মা'আলিমুত তানযীল, আল-জাম'উ বাইনাস্ সহীহায়ন ইত্যাদি। ইমাম বাগাভীকে মহিউস্ সুন্নাহ ও রুকুনুদ্দীন উপাধিতে ভূষিত করা হত। তিনি ছিলেন সর্বমান্য, ইমাম, আলিম, দুনিয়াবিমুখ ধর্ম পণ্ডিত, তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর ছিল সুদৃঢ় পদক্ষেপ এবং ফিকহ শাস্ত্রে সুদীর্ঘ বিস্তৃতি।

nwdh Beb KvQxi (gZ 774 wnRix) e‡jb,[৮৮] صاحب التفسير وشرح السنة والتهذيب في الفقه. والجمع بين الصحيحين والمصابيح في الصحاح والحسان، وغير ذلك اشتغل على القاضي حسين

---

[৮০]. AvZ-Zvdmxi IqvÕj-gdvmwmiæb ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫; 'vBivZÕj-gvÕAwid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭

[৮১]. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, wmqviæ AvÕjwgÕb-bevjv, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৪৪১; শামসুদ্দীন আয়-যাহাবী, Avj-Bevi, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬; IdvBqvZÕj-AvÕBqvb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫২;

[৮২]. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, wmqviæ AvÕjwgÕb-bevjv, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৪৪২

[৮৩]. ওফাইয়াতু'ল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬

[৮৪]. gKvÏvgvZ gvmvexûm mbvn, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭

[৮৫]. ইবন তাগরি বারদি, Avb-bRg Avh-hv‡niv, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৩

[৮৬]. ZvevKvZÕj-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২; ZveKvZÕk-kwdÕCq¨vn, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৭; শামসুদ্দীন আয়-যাহাবী, ZvhwKivZÕj-ûddvh, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৫৭; kvhvivZÕh-hvnve, 4র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯; ইবন খাল্লিকান বলেন, وتوفي في شوال سنة عشر وخمسمانة بمروروز، ودفن عند شيخه القاضي حسين بمقبرة الطالقان، وقبره مشهور هنالك، رحمه الله تعالى. দ্র: IdvBqvZÕj-AvÕBqvb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯

[৮৭]. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, wmqviæ AvÕAvjwgÕb-bevjv, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৯

وبرع في هذه العلوم، وكان علامة زمانه فيها، وكان دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا'জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইমাম বাগাভী (র.) ছিলেন পণ্ডিত। সে যুগের প্রসিদ্ধতম আলিম ও সাধক। ইহকালীন প্রাচুর্যতা পরিহারকারী, ইসলামের সেবায় সদা নিবেদিত সার্থক ক্ষনজন্মা পুরুষ, প্রসিদ্ধতম হাদীসবেত্তা, তাফসীর শাস্ত্রবিদ, চাহিদা সম্বরণকারী, হিতার্থী আলিম।'

Avj øvgv ZvRÏxb meKx e‡jb,[৮৯] كان اماما جليلا، ورعا زاهدا فقيها، محدثا، مفسرا، جامعا بين العلم والعمل، سالكا سبيل السلف، له في الفقه اليد الباسطة

'তিনি ছিলেন সম্মানিত ইমাম, বিচক্ষণ ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয়কারী, সালেফীনদের মতের অনুসারী। এছাড়াও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি আরও বলেন,[৯০]

ولم يدخل بغداد، ولو دخلها لاتسعت ترجمته، وقدره عال في التفسير وفي الحديث، وفي الفقه، وتسع الدائرة، نقلا وتحقيقا، كان الشيخ الإمام بجل مقداره جدا، ويصفه بالتحقيق، مع كثرة النقل.

'ইমাম বাগাভী (র.) বাগদাদে প্রবেশ করেন নি। যদি তিনি বাগদাদে প্রবেশ করতেন তাহলে তাঁর জীবনীতে আরও কীর্তি সংযোজিত হত। দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল সুউচ্চ। তিনি ছিলেন তাফসীর, হাদীস, ফিকহ শাস্ত্রে বিশ্বকোষের ন্যায় ব্যাপক জ্ঞানী। যা তাঁর লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

kvgmÏxb Av'-'vD'x ÔZvevKvZj gdvmwmixbÕ bvgK M‡š' e‡jb,[৯১]

كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه، جليلا ورعا زاهدا

'তিনি ছিলেন তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম, হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ও ফিকহি শাস্ত্রের ইমাম, বিচক্ষণ ও দুনিয়া ত্যাগী। তিনি কাজী হুসাইনের কাছে ফিকহশাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন। তিনি তার বিশেষ ছাত্র ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন তাঁর থেকে এবং আবু ওমর আব্দুল ওয়াহেদ মালিহী, আবুল হাসান দাউদী, আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ সিরাজী প্রমুখগণ থেকে। আর তিনি তা শ্রবণ করেছেন ৪৬০ হিজীর পর।
তার থকে হাদীস বর্ণণা করছেন আবু মানছুর মুহাম্মদ বিন আস'আদ আল আততারী, আবুল ফাতূহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আততানী এবং এক বিশাল জামা'আত। যাদের শেষ ব্যক্তি হলেন আবুল মাকারিম ফযলুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আন নাওকানী।

তার রয়েছে অনেক গ্রন্থ যেমন : মা'আলিমুত, তানজীল, শারহুস সুন্নাহ, মাছবীহ, আল-জামউ বাইনাছ্ ছহীহাইন এবং আত-তাহযীব ফিল ফিকহ। (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাঁর গ্রন্থসমূহে বরকত দান করা হয়েছে এবং তার নিয়তের কারণে সেগুলোতে উত্তম বক্তব্য দান করা হয়েছে। (ফলে তা লোক সমাজে সমাদৃত হয়েছে)

তিনি পবিত্রতা ছাড়া পাঠ গহণ বা প্রদান করতেন না। তিনি ছিলেন অল্পেতুষ্ট, শুধুমাত্র একটি রুটি খেতেন। পরবর্তীতে তিনি অভ্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়ে তেল দিয়ে রুটি খেতেন। ৫১০ হিজরীর শাওয়াল মাসে মারভ রুযে ইন্তিকাল করেন। তাকে তার শায়খ কাজী হুসাইনের পাশে দাফন করা হয়। বাগাভী (র.) ৮০ বছর অতিক্রম করেছিলেন কিন্তু হজ্জ করতে পারেন নি। ইমাম যাহাবী (র.) এটাও উল্লেখ করেছেন।

---

[৮৮]. ইবন কাসীর, Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫২

[৮৯]. তাজুদ্দীন আস-সুবুকী, ZvevKvZÕk-kwdÕCq¨vn, ৭ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারু ইয়াহইয়াই'ত-তুরাসি'ল-আরাবী, তাঃ বিঃ), পৃ. ৭৫

[৯০]. প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৬

[৯১]. শামসুদ্দীন আদ-দাউদী, ZveKvZKÕj-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারু'ল-কুতুবি'ল ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ), পৃ. ১৬১

Avj-BqwdðC (gZ 768 wnRwi) e‡jb,[92]

المحدث، المقريء، صاحب التصانيف، وعالم أهل خراسان، كان سيدا زاهدا قانعا

'তিনি মুহাদ্দিস, কারী, গ্রন্থ রচয়িতা, খুরাসানের আলিম, দুনিয়া ত্যাগী নেতা ও অল্পতুষ্ট ছিলেন। তিনি আরও বলেন,[৯৩] وصنف في تفسير كلام الله تعالى!، وأوضح المشكلات من قول صلى الله عليه وآله وسلم، وروى الحديث، ودرس، وكان لا يلقى الدرس إلا على الطهارة.

'তিনি আল্লাহর কালামের ওপর একটি তাফসীর প্রণয়ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের দুর্বোদ্ধ অংশের ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীস বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপনা করেছেন। তিনি পবিত্র অবস্থায় ছাড়া দারস দিতেন না।

Avng' gnv¤§' kwKi e‡jb,[94]

مؤلف عربي وفقيه شافعي وحجة في الحديث ومن أصحاب التفاسير

'তিনি আরবী রচয়িতা, শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ, হাদীস ও তাফসীর বিদগণের মধ্যে হুজ্জাত ছিলেন।'

Beb LwjøKvb (608-68 wnRwi) e‡jb,[95]

ইমাম বাগাভী (র.) ছিলেন, জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমুদ্রতুল্য। আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। নবী করীম (সা.) এর পবিত্র সুন্নাহের সংকলন ও ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। দ্বীনী জ্ঞান প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত তিনি কখনো পাঠদান করতেন না। তাঁর স্ত্রীর ইন্তিকাল করলে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ (মীরাস) থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নি। সামান্য রুটিই ছিল তাঁর অধিকাংশ সময়ের আহার্য। অবশেষে এ বিষয়ে একটু শিথিলতা করে রুটির সাথে তেল মিশ্রিত করে আহার করতেন।

Beb ZvMix evi'x e‡jb,[96]

كان إماما حافظا، رحل إلي البلاد وسمع واكثر وحدث وألف وصنف، وكان يقال له محى السنة

'তিনি ছিলেন ইমাম এবং হাফিয। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেকের নিকট থেকে শ্রবণ করেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থ সংকলন প্রণয়ন করেছেন। তাঁকে সুন্নাহ যিন্দাকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।'

Bgvg mqZx ÒZvevKvZj ûddvRÓ G e‡jb, তাঁর সদিচ্ছার কারণে তাঁর গ্রন্থসমূহ সমাদৃত হয়েছে। তিনি ছিলেন আল্লাহ ওয়ালা আলেমদের একজন। অত্যন্ত ইবাদতগুজার এবং অল্পেতুষ্ট।

Bebj Avgv' nv¤jx e‡jb, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, বহুগ্রন্থপ্রণেতা এবং খুরাসানবাসীর অন্যতম আলেম।

Be‡b LwjøKvb e‡jb, তিনি ছিলেন ইলমের সাগর, তিনি কালামুল্লাহর তাফসীরের গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং নবী (সা.) এর কথা অর্থাৎ হাদীস এর জটিল বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

Be‡b KvQxi ÒAvj-we'vqv Iqvb wbnvqvÓ M‡š' e‡jb, ধর্ম ও ধার্মিকতায় তিনি ছিলেন নিজ যুগের আলেম, দুনিয়া বিমুখ, ইবাদতগুজার এবং সৎ ও বিশ্বস্ত।

---

[৯২]. আল-ইয়াফি'ঈ, wgiAvZÓj-wRbvb, ৩য় খণ্ড (বৈরুত : দারু'ল-কুতুবি'ল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃ. ১৬২, শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, Avj-Bevi, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারু'ল-কুতুবি'ল ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ), পৃ. ৪০৬

[৯৩]. wgiAvZÓj-wRbvb, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬২

[৯৪]. সম্পাদনা পরিষদ, 'vBivZÓj-gvÓAwid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭

[৯৫]. IdvBqvZÓj-AvÓBqvb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮-২৫৯

[৯৬]. ইউসুফ ইবন তা'আজ্জা বরদা, Avb-bhgÓh-hwnivn,(আল কাহেরা : দারুল কালাম, তা.বি) ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

cÂg cwi‡”Q‘ : D‡jøL‡hvM¨ iPbvejx

আল্লামা বাগাভী (র.) ছিলেন হাফিয, মুফাসসির মুহাদ্দিস, ফকিহ, ভাষ্যকার ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয়কারী ইত্যাদি গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তিনি অত্যন্ত দ্রুত রচনা করার ক্ষমতা রাখতেন। তিনি এসকল বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর এ সকল অমর ও অনবদ্য সংকলন আবহমানকাল ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন পাঠাগার, শিক্ষায়তন ও গবেষণাকেন্দ্রে শিক্ষানুশীলনকারীদের স্মারক উপাদান, দিশারি গ্রন্থ ও আলোক বর্তিকার ন্যায় উদ্ভাসিত। তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল, মা'আলিমুত-তানযীল ফীত-তাফসীর। এ গ্রন্থটি তাফসীর শাস্ত্রে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তিনি যে একজন অনন্য সাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর সংকলিত গ্রন্থাবলিই এর পরিচায়ক। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

1. gvmwveûm-mbvn

এটি আল্লমা বাগাভী (র.) সংকলিত হাদীসের অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। এ কিতাবে তিনি বিষয়বস্তুর ক্রম অনুযায়ী হাদীস সংকলন করেছেন। প্রতি বাব-এ প্রথমে সহীহ হাদীস অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর হাদীস গ্রহণ করেছেন। এর পরে হাসান হাদীস অর্থাৎ সে সব হাদীস যা সুনান-ই আবী দাঊদ, জামি তিরমিযী ও অন্যান্য আইম্মা-ই হাদীস-এর কিতাব হতে এনেছেন। অনেক বাব-এ গারীব হাদীসও আছে অর্থাৎ সে সব হাদীস যেগুলির সনদপরম্পরায় কোথাও কেবল একজন মাত্র রাবী পাওয়া যায়; বরং এরূপ হাদীসও আছে যার সনদ (খুব বেশি) নির্ভরযোগ্য নয়। তবে তিনি দাবি করেছেন যে, এ কিতাবে কোন মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বা মওদু (জাল) হাদীস নেই। এ কিতাবে হাদীসের সনদ পরিত্যাগ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসের বিন্যাস পদ্ধতি যা সহীহ হাদীসের বিভিন্ন স্তরের প্রতি নির্দেশ জ্ঞাপনের ভিত্তিতে অবলম্বিত হয়েছে, তা এ কথা বুঝাবার জন্য যথেষ্ট যে, সর্বজনগৃহীত হাদীস কোনগুলি। কিতাবখানি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কারও কারও মতে এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা ৪৭১৯ টি।[৯৭] তন্মধ্যে বুখারী থেকে ৩২৫ টি, মুসলিম থেকে ৮৭৫ টি এবং মুত্তাফাকুন হিসেবে ১০৫১ টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম বাগাভী (র.) বলেন, এ গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য হল শরী'আতের অনুসারী লোকদের জন্য এমন একটি সম্পদ প্রস্তুত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক পথ অনুযায়ী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যা তাদেরকে সহায়তা করতে পারে।[৯৮] উলামাগণ এ গ্রন্থটিকে তৎকালীন যুগ থেকে অদ্যবধি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারণ করে আসছেন। এ গ্রন্থটির পাদটীকা বহু ভাষ্য গ্রন্থে রচিত হয়েছে। বিশেষতঃ ইমাম ওয়ালিয়ুদ্দীন আল-খতীব আত্তাবরিযী (মৃত ৭৪৩/১৩৪২) এ গ্রন্থটিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সংযোজন করে এর নাম রেখেছেন মিশকাতুল মাসাবীহ।

এ গ্রন্থটি অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। বুলাক থেকে ১২৯৪ হিজরি/ ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে দু'খণ্ডে এবং মিসর থেকে ১৩১৮ হিজরী /১৯০০ খৃস্টাব্দে মুয়াত্তা মালিক-এর সাথে প্রকাশিত হয়।[৯৯]

2. kiûm-mbvn

ইয়কুত হামাভী তাঁর মু'য়জামুল বুলদান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এটিও হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ।[১০০] পূর্ববর্তী যুগের বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতসমূহ ইমাম বাগাভী (র.) এতে সংকলন করেন। হাদীসের শাব্দিক বিশ্লেষণ ও মাস'আলাসমূহের সম্পর্কে মতভেদ এবং ফিকহী সমাধান এতে উল্লেখ করা

---

৯৭. gÕRvgÕj-gvZeAvZ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৩

৯৮. 'vBivZÕj-gvÕAwid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮

৯৯. gÕRvgÕj-gvZeAvZ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৩; 'vBivZÕj-gvÕAwid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮

১০০. ইয়াকুত হামাভী, gRvgj ej'vb, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭

হয়েছে। গ্রন্থটিকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ ইত্যাদিতে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি আল-কুরআন ও আল-হাদীস থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈগণের উক্তি দ্বারা অর্থসমূহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। হাদীস বর্ণনার পর সংশিষ্ট গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং হাদীস বিশারদগণের কারও কারও উক্তিও তিনি উল্লেখ করেছেন।

3. AvZ-Zvnhxe wdj wdKwn Avjv gvhnwek kv‡dCÕ

এটি তাঁর ওস্তাদ কাযী আল-হুসায়ন (র)-এর টীকা সম্বলিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত করণ। গ্রন্থটি ছিল গবেষণালব্ধ রচনা, অত্যন্ত সুবিন্যস্ত, নির্ভরযোগ্য, গ্রহণীয় প্রমাণাদি দ্বারা সুগঠিত; এতে তিনি কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করেন। এ গ্রন্থটি আটটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, তা শাফেঈ' মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণীয়। ৫৯৯ হিজরি সনে এটি হস্তলিখিতভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে ইয়াকুত হামাভী বলেন, ইমাম বাগাভী (র.) ছিলেন ফকীহ, প্রসিদ্ধ আলিম, বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম হল 'আতাহযীব ফিল ফিকহি আলা মাযহাবিশ শাফেঈ'।[১০১]

4. Avj-AvbIqvi dx kvgvBj Avb bwewq¨j-gLZvi

এটি জীবনীমূলক গ্রন্থ। ১০১টি পরিচ্ছেদে এ গ্রন্থটি বিভক্ত। প্রসিদ্ধ আলিমগণের জীবনী বিস্তারিতভাবে এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নির্ধারিত পন্থানুযায়ী এ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।[১০২]

5. Avj-RvgÕD evBbvm-mnxnvBb

হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম একটি গ্রন্থ এটি। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে হাদীস সংকলন করা হয়। কাশফুয-যুনুন প্রণেতা ও অন্যান্যগণ এ গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১০৩]

6. Avj-AvievBb/ Avievqbv nv'xmvb

এ গ্রন্থে ৪০ টি বাছাইকৃত হাদীস স্থান পেয়েছে। ইমাম যাহাবী (র.) থেকে ইবন কাযী শুবাহ এ গ্রন্থটির আলোচনা করেছেন।[১০৪]

7. kviûj RwgÕ wjZwZiwgRx

ব্রুকলম্যান তাঁর তারিখুল আদাবিল আরাবী বিষয়ে 'আত তারজামাতিল আরবী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এর একটি পাণ্ডুলিপির কপি মদীনায় পাওয়া যায়।[১০৫]

8. dvZIqv Avj evMvfx

তাজুদ্দীন আস-সুবুকী তাঁর তাবাকাতু'শ-শাফি'ঈয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম বাগাভীর প্রসিদ্ধ অনেক ফতোয়া আছে।[১০৬]

---

১০১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭

১০২. আল-কাত্তানী, Avj-gmZvZwidvn, (বৈরুত : দারু'ল-ফিকহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০০ হিজরি) পৃ. ৮৮

১০৩. KvkdÕh-hbb, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫; আল-কাত্তানী, Avj-gmZvZwidvn (বৈরুত : দারু'ল-ফিকহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০০ হিজরি), পৃ. ৫৮

১০৪.শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, wmqvi æ AvÕjvwgÕb-bevjv, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৩৯

১০৫. ব্রুকলম্যান, AvZ ZviRvgwZj Aviex, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫

১০৬. তাজুদ্দীন আস-সুবুকী, ZvevKvZÕk-kwdÕCq¨vn, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

9. dvZIqv Avj gyi f Iqvhx

এটি তাঁর শায়খ কাজী হুসাইন এর ফাতওয়া। এটি একত্রিত করেছেন ইমাম বাগাভী। এর একটি নুসখা দামেশকের জাহারিয়া গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

10. Avj wKdvqvn wdj diæÔ

এটি ফিকহুশ শাফেঈ' এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি হাজী খলীফা পৃথকভাবে তাঁর কাশফুজুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১০৭]

11. আল কিফায়াহ ফিল কিরা'আহ

এটি হাজী খলীফা তাঁর কাশফুজুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১০৮]

12. Avj gv'Lvj Bjv gvmvexûm mbvn

ব্রুকলম্যান তাঁর তারিখুল আদাবিল আরাবী বিষয়ে 'আত তারজামাতিল আরবী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এর একটি পান্ডুলিপির কপি কাহেরা গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।[১০৯]

13. gvÔAvwjgZ -Zvbhxj

মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি পূর্ববর্তীগণের মতামত সম্বলিত মধ্যম আকারের একটি তাফসীর গ্রন্থ। আয়াতের উদ্ধৃতিসহ অনুকূলে প্রাপ্ত পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে এটি সুবিন্যস্ত হয়েছে। এতে বিধান সম্বলিত আয়াত সমূহেরও রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর উল্লেখ করা হয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়াদি পরিহার করা হয়েছে।

14. মু'যামুশ শুয়ূখ

ইমাম বোগদাদী তাঁর 'হাদিয়াতুল আরেফীন' গ্রন্থে এবং ব্রুকলম্যান তাঁর আরবী সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'আত তারজামাতিল আরবীতে' এগ্রন্থের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।[১১০]

15. ZiRgvZj AvnKvg wdj diæÔ

এটি ফারসী ভাষায় রচিত। এটি ফিকহুশ শাফেয়ী এর একটি গ্রন্থ। এটি হাজী খলীফা তাঁর কাশফুজুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১১১]

---

[১০৭]. কাশফুজ জুনুন, ২য় খণ্ড, পৃ.১৪৯৯

[১০৮]. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯৯

[১০৯]. ব্রুকলম্যান, AvZ ZviRvgwZj Aviex, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫

[১১০]. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৬

[১১১]. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯৯

Dhaka University Institutional Repository

lô cwi‡”Q‘ : mgmvgwqK ivR‰bwZK I mvs¯‹…wZK Ae¯’v

mgmvgwqK ivR‰bwZK Ae¯’v

wkAv gZev‘

শিআ মতবাদ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে ও ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনাতে তেমন দুর্বল ছিল না, কারণ এই যুগটি ছিল শিআ সম্প্রদায়ের শক্তিসঞ্চয়কাল প্রলম্বনের যুগ।

তবে সুন্নি মতাদর্শের ও আব্বাসী খেলাফতের (বিশেষত ইরানের কর্তৃত্ব গ্রহণের পর) ধারক সেলজুকিদের অস্তিত্বই মূলত শিআ গোষ্ঠিকে দুর্বল করেছে, এই মতবাদ তার দুর্বলতা সত্বেও আহলে সুন্নাহর জন্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ আছে, কারণ ইসমাঈলিয়্যাহ দলটি সেলজুকি শাসকদের শাসনামলের অধিকাংশ সময় ইরানে অবস্থান করেছে অতীত গৌরবকে অবলম্বন করে। তবে মসজিদ মাদরাসা মক্তবে শিআ মতবাদের প্রসারের কারণে মতবাদটির বিস্তারও থেমে থাকে নি।

স্বাভাবিক অবস্থায়ও সেলজুকি ও শি'আদের মাঝে কখনো সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না বরং তাদের মাঝে বিশেষত অন্তর্গতভাবে ছিল বৈরী-বিরূপ সম্পর্ক, এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে, তাদের প্রতি সুলতান আলভ আরসালানের কঠোরতা এবং সুলতান মাহমূদের বিরূপতার কথা, এমনকি বিরূপতাবশত তিনি শিআদের জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও কোন আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন।[১১২] ইতিহাস সুন্নি ও শিআদের মধ্যকার সংঘটিত বিবাদ-সংঘাতের ঘটনাগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছে, যেসব ঘটনার অধিকাংশই সমাপ্ত হতো সুন্নিদের বিজয়ের মাধ্যমে এবং তাদের মাঝে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে।[১১৩]

আব্বাসী খেলাফতের বিষয়ে শীআরা অসহযোগ অবস্থান গ্রহণ করেছিল। খলীফাদেরকে তারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী মনে করতো, এবং তাদের প্রতি ধর্মীয় বিষয়ে শিথিলতা ও ইসলামী রাষ্ট্র সীমান্তের প্রহরায় অবহেলার অপবাদ আরোপ করতো।[১১৪]

gy'Zvwhjvn

ইসলামী বিশ্বে আত্মপ্রকাশকারী অন্যতম ধর্মীয় আন্দোলন হলো মু'তাযিলাহ আন্দোলন। এদের বিচ্যুতি ঘটেছিল যখন এরা গ্রিক দর্শন এর প্রতি আস্থা স্থাপন বাড়াবাড়ি করে সেগুলোকে সুনিশ্চিত বিষয়রূপে জ্ঞান করতে শুরু করেছিল, অথচ সেগুলো কিছু আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। আব্বাসী খলিফা মামুনের শাসনকালে এরা ব্যাপক প্রসার লাভ করে, কারণ "কুরআন নবসৃষ্ট"[১১৫]

এ মতবাদ তিনি তাদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতকের ইসলামী সংস্কৃতিতে এদের বাড়াবাড়ির একটি মন্দ প্রভাব পড়েছিল এদের ভ্রান্ত চিন্তা দর্শন থেকে ইসলামী আকীদা ও তাফসীরে কুরআনকে রক্ষাকারী অন্যান্য ইসলামী দলের সাথে এদের বিরোধ চরমে পৌঁছে যায়।

---

[১১২]. iv‡RD wKZvem mvjvRvKvZ wdZ ZvixL Iqvj nv'vivn, পৃ. ২১৯

[১১৩]. iv‡RDj Kv‡gjj nvIqv‡'mm mvbvIqvZ, ৪৩৩হি., ৪৪৪হি., ৪৪৫হি., ৪৪৮হি., ৪৫৮হি., ৪৬৫হি., ৪৭৯হি., ৪৮৬ হিজরি

[114]. iv‡RD wKZvem mvjvRvKvZ wdZ ZvixL Iqvj nv'vivn, পৃ. ২১৭

[১১৫]. হাসান ইবরাহীম হাসান, ZvixLj Bmjvg Avmwmqvmx, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৩

এরপর চতুর্থ হিজরি শতকে ইমাম আশআরী ও পরবর্তীতে ইমাম আবু হামিদ গাযলীর আত্মপ্রকাশের মাধ্যমেই এদের বিচ্যুতির মাত্রা কমে আসে।[১১৬] এ শতাব্দির নতুন আত্মপ্রকাশকারী বিষয়াবলীর অন্যতম হলো আধ্যাত্মিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও বস্তুবাদ এ তিন মৌলিকতার সাথে যাবতীয় জ্ঞান-শাস্ত্রের ওতোপ্রোত সংমিশ্রণ।

চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরি শতকে একদল আলিম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন যারা ফিকহ ও কালাম শাস্ত্রের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। যে দুটি বিপরীত প্রান্তদেশের সমন্বয়ের কারণে পঞ্চম হিজরি শতক বিশিষ্ট হয়েছে সে দুটি হলো হাদীস ও কালাম শাস্ত্র।[১১৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, সেলজুকি শাসনের গোড়াপত্তনকালে মু'তাযিলাদের শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, যখন আহলুস সুন্নাহদের শক্তি ও প্রসার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছিল এবং তাদের জনবল ও সমর্থক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

mdxev'

পঞ্চম হিজরি শতকে ইসলামী দলের বহুধা বিভক্তির ফলস্বরূপ সূফীবাদ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল, যখন আহলুস সুন্নাহ ও শী'আদের মধ্যকার বিরোধ চরম রূপ পরিগ্রহ করেছিল, উভয়ের প্রচেষ্টা ছিল নিজ মতাদর্শের প্রসার ঘটানো। অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাহর কোন কোন দলের মাঝেও বিরোধ দেখা দিয়েছিল- বিশেষত হানাফী ও শাফেঈ'দের মাঝে আর-এসবই লোকদের মাঝে সূফীবাদ প্রসারের পথকে সুগম করেছে। তারা মাযহাবী গোড়ামী এড়িয়ে চলতেন। এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রতি প্রত্যাবর্তন এবং কৃচ্ছতা ও অনাড়ম্বরতার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকে প্রাধান্য দিতেন এবং ইলমুল কালাম পরিহার করতেন।

এভাবে সূফীবাদ ধর্মের একটি বাহ্যত অসম্ভব বিষয়কে সম্ভব করে দেখালো এবং তা নির্ভরতা লাভ করলো একটি আত্মিক ভিত্তিস্তরের উপর তা হলো ব্যক্তির আগ্রহকে জাগিয়ে তোলা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের প্রতি এবং দুনিয়া বিমুখতা ও আখিরাতমুখিতার প্রতি। তাদের প্রবীণ ব্যক্তিগণ রাজা-বাদশাহ ও খ্যতিমানদের সঙ্গ বর্জন করতেন এবং বিরোধপূর্ণ দলগুলোর বিবাদে জড়িয়ে পড়তেন না এবং সবার সাথে সালাম প্রদানের পন্থা অবলম্বন করতেন। যার কারণে তারা সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা সমালোচনা ও কটু কাটব্য থেকে রেহাই পান নি। এর কারণ ছিল শরয়ী অবশ্য পালনীয় কর্ম বর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কতকের চিন্তা নৈতিক বিচ্যুতি, সীমান্ত লড়াইয়ে অংশগ্রহণ না করা এবং স্বস্তি ও স্থিতির প্রতি ঝোঁক।[১১৮]

mgmvgwqK mvs¯‹…wZK Ae¯'v

যখন খোরাসান ও ওয়ারডিন নাহর অঞ্চল আরবীয় শাসনের বশ্যতা স্বীকার করলো তখন থেকেই এ ভূখণ্ডগুলো আরবীয় কৃষ্টি সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। ফলে সেখানে আরবী ভাষা-সাহিত্য এবং ইসলামী জ্ঞান ভাণ্ডার উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়। এই জ্ঞান ও সাহিত্যের চেতনার সাথে মিশে ছিল দ্বীনের মহব্বত ও গায়রত এবং তার হিদায়েতের চেতনা। বিপুল মাদরাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়, আর জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ এই চিন্তানৈতিক আন্দোলনকে সাধুবাদ জানান।

---

[১১৬]. 'vIjvZm mvjvRKv, পৃ. ১৫৩; mvjvRKvZ Bivb Iqvj BivK, পৃ. ১৭১

[১১৭]. মুহাম্মাদ আল ফাদেল বিন আশুর, AvZ Zvdmxi Iqv wiRvjû, পৃ. ৯৯

[১১৮]. iv‡RD 'vIjvZm mvjvRKvZ, পৃ. ১৫৫-১৫৯; IqvmmvjvRvKvZ wdZ ZvixL Iqvj nv'vivn, পৃ. ২২৭

যখন আমরা বিশেষভাবে পঞ্চম হিজরি শতাব্দি সম্পর্কে অধ্যয়ন করছি যা ছিল এই খোরাসান ভূখণ্ডে সেলজুকিদের শাসনকাল তখন সেলজুকিদের শাসনকালে কৃষ্টি-সংস্কৃতির অবস্থার উপরও সামান্য আলোকপাত করা যাক।

সেলজুকি শাসকগণ ইরানীদেরকে ইরাকীদের সাথে উঠাবসার সুযোগ করে দিয়েছেলেন ফলে একটি আরবী ও পারসিক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে এবং ইরানে আরবী বই পুস্তকের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং ফারসী ভাষায় আরবী ভাষার একটি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞান অন্বেষীরা বিভিন্ন দেশ ও ভূখণ্ডে ইলম ও মারিফাতের কেন্দ্রে সফর করতেন যার ফলে তাঁরা বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন, এবং তথ্যনির্ভর ও বুদ্ধি নির্ভর বহুজ্ঞান অর্জন করেন।[১১৯]

অনুরূপ ইসলামী চিন্তা-দিগন্ত বিস্তৃত হয় এবং গবেষণা ও রচনায় মুসলমানদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, এর কারণ ছিল আব্বাসী সম্রাজ্যের অনুবাদ কর্মের প্রাবল্য ও ইসলামী বিশ্বে আহলে ইলমের বিপুল সমাগম। অনুরূপভাবে, ইসলামী দল ও গোষ্ঠির আধিক্য ও পরস্পর মতানৈক্যের কারণে একটি জ্ঞান-জাগৃতি ঘটেছিল। কেননা প্রতিটি দলই নিজেদের মাতাদর্শের দীক্ষাদান ও মতাদর্শের বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির লক্ষে বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল।

wbhvgxqv gv`ivmvgn

মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্প্রসারিত রূপ। সেলজুকিদের শাসনকালে মসজিদগুলো তাদের পাঠদান কর্ম-অব্যাহতভাবে আনজাম দিয়ে এসেছে।[১২০] তবে সেলজুকিদের মধ্যে যারা শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার গুরুত্ব উপলব্দি করেছিলেন তারা নিয়মতান্ত্রিক মাদরাসাগুলোকে ইসলামী জ্ঞানসমূহ (বিশেষত ফিকহশাস্ত্র) শিক্ষাদানের জন্য বিশিষ্ট করেছেন।

নিযামিয়া মাদরাসাগুলো সূক্ষ অর্থে ইসলামের সর্বপ্রথম শিক্ষপ্রতিষ্ঠানের / শিক্ষা-স্থাপনার শ্রেণীভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। তা জ্ঞানার্থীদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করেছে এবং পরবর্তী বিদ্যাপীঠ ও উচ্চ মানের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। এই মাদরাসাসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল আমির আরসালানের উযীর নিযামুল মুলক এবং আরসালানের পুত্রের উযীর আবুল ফাতহ মুলকশাহের প্রচেষ্টার ফলে। তিনি একজন আলিম ছিলেন এবং তূস নগরীতে হাদীসের দরস দান করতেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে বাছাই করে তাদের জন্য মাদরাসা গড়ে দিতেন। সেখানে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন এবং পাঠাগারের ব্যবস্থা করতেন। আলিমদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে দিতেন। যাতে তাঁরা নির্বিঘ্ন চিত্তে শিক্ষাদান ও মানুষের মাঝে জ্ঞানের বিস্তার করতে পারেন।

যখন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিল তখন তাতে বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে তাৎক্ষণিক ভাতার ব্যবস্থা করেন, তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের পুত্ররা এর উত্তরাধিকার লাভ করতো।[১২১] নিযামুল মুলক বাগদাদস্থ দ্বীনি মাদরাসার কাঠামোতে ইস্পাহান, নিশান্নর, মার্ভ ইত্যাদি বৃহৎ নগরীতে অনেকগুলো দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা তাঁকে একজন জ্ঞান ও কৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকরূপে অমর করে রেখেছে। এসকল মাদরাসার ব্যাপক চাহিদা ছিল, ফলে যেখানে বিপুল সংখ্যক জ্ঞান বিদগ্ধ আলিমের সমাবেশ ঘটেছিল এবং সর্ব অঞ্চল থেকে জ্ঞানার্থীদের সমাগম ছিল।

---

১১৯. ‘vIjvZm mvjvRKv, পৃ. ১৭০
১২০. AvmmvjvRvKvZ wdZ ZvixL Iqvj nv‘vivn, পৃ. ৩৭৬
১২১. Avj nvqvZm wmqvwmq¨vZ Iqv bvRgj ûK‡g wdj ÔBivK

Dhaka University Institutional Repository

MšvMvi imgn

এই সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে পুস্তক বিপনী ও কিতাবিস্তানের বিরাট অবদান ছিল, মসজিদে মসজিদে স্থাপন করা হয়েছিল গ্রন্থশালা ফলে সেসব ভাণ্ডার ছিল পুস্তক সমৃদ্ধ, বিশেষত ঐ সব ধর্মীয় পুস্তক যা লোকেরা সেখানে উপহার হিসেবে বা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে প্রদান করতো। এছাড়াও সেখানে বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত গ্রন্থশালা ছিল। সেই গ্রন্থশালাগুলো ইসলামী জ্ঞান ও শাস্ত্র এবং যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও জোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বহু বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থে সমৃদ্ধ ছিল।

অধিকাংশ সময় এই গৃহগুলো হতো জ্ঞানীজনদের সমাগমস্থল, সেখানে তাদের মাঝে চলতো বিভিন্ন জ্ঞানের আলোচনা ও সাহিত্যের পর্যালোচনা। এতে সন্দেহ নেই যে, সংস্কৃতির ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। জনাব ইয়াকুত কর্তৃক মার্ভ শহরের বর্ণনায় যে তথ্য আমরা প্রাপ্ত হই তাতে সেই যুগে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রতি যত্নবান হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। তার বর্ণনা নিম্নরূপ "সেখানে ওয়াকফকৃত দশটি এমন গ্রন্থাগার আছে গ্রন্থপ্রাচুর্য ও উৎকৃষ্টতায় যার কোন নজীর আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি, তন্মধ্যে দুইটি জামে-এ অবস্থিত একটির নাম "আযীযিয়া" সেখানে প্রায় বারো হাজার গ্রন্থ আছে, অপরটির নাম "কামালিয়া"। অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলো হলো শারফুদ্দীনের গ্রন্থাগার, নিযামুল মুলক আল-হাসান বিন ইসহাকের গ্রন্থাগার যা তার নিজ মাদরাসায় অবস্থিত দুইটি গ্রন্থাগার, আমিদিয়া মাদরাসাস্থ গ্রন্থাগার। মাজাদুদ্দিনের দুটি গ্রন্থাগার খাতুনিয়া ও যমীরিয়া গ্রন্থাগার। এটি আমার বাসস্থানের সংলগ্ন ছিল এবং সহজলভ্য ছিল। এর দুই শতাধিক গ্রন্থ ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। এটির ভালোবাসা আমাকে অন্যসব স্থান বিস্মৃত করেছিল। সুজন, পিয়জন বিমুখ করেছিল। আমার এই (মু'জামুল বুলদান) গ্রন্থ ও অন্যন্য গ্রন্থের অধিকাংশ তথ্য উপাত্ত এই গ্রন্থাগারের সৌজন্যে প্রদত্ত।[১২২]

mgKvjxb AwjgMY

পারস্য ও নদীর ওপারের শহরের জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে সাব্যস্তকারী একটি বিষয় হচ্ছে চরিত গ্রন্থাবলিতে সংরক্ষিত ইসলামী শাস্ত্রসমূহের বিভিন্ন শাখার আলিম ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগের নাম। যাদের অধিকাংশের সম্বন্ধ হলো এ সকল ভূখণ্ডের সাথে। বিশেষত মার্ভরুয, মার্ভ শাহজান এবং বাগশূর যেখানে আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি ইমাম বাগাভী (র.) এর প্রতিপালন ও শিক্ষাগ্রহণ। সামআনী (র.) তথ্য মোতাবেক বাগশুর অঞ্চলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণ হলেন আবুল আহওয়াস মুহাম্মাদ বিন হাইয়ান বাগাভী, আবু জা'ফর আহমাদ মানী' আল বাগদাদী, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন হায়াভিয়্যাহ বিন সালমাভিয়্যাহ। ফকীহ আবু ইয়াকুব ইউসূফ বিন ইয়াকুব বিন ইবরাহীম বাগাভী। আহমাদ বিন মানী বাগাভীর ভাগিনা আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয বিন মারযুবান বাগাভী (ওফাত ৩১৭ হিজরি সনে), কাযী আবু সায়ীদ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আবু সালিহ বাগাভী আদ্দাব্বাস (ওফাত ৪৮৮ হিজরি)।[১২৩]

ইমাম বাগাভী (র.) দীর্ঘকালের অবস্থান মার্ভরুয এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত যারা মু'জামুল বুলদানের ইয়াকুতের বর্ণনা অনুযায়ী তারা হলেন, আবু বকর খালফ বিন আহমাদ বিন আবু আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মাতভিয়া মার্ভরুযী, তাঁর ভাই আবু উমর ফাদল ছিলেন বিশিষ্ট দানবীর ও হাদীস বিশারদ। খালফ ইন্তেকাল করেছেন ৫০৬ হিজরির রজব মাসে। প্রথম যুগের একজন অন্যতম বরেণ্য ব্যক্তি হলেন কাযী আবু হামিদ বিন আহমদ আমের বিন ইয়াসার আলমার্ভ আররুযী (মৃত ৩৬২হি.) এবং আবু বকর আহমদ (মৃত ২৭৫ হি.)।[১২৪]

---

[১২২]. gÖRvgj ej 'vb, ৫ম খণ্ড পৃ. ১১৪
[১২৩]. Avj Avbmve wjm mvgqvbx, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩
[১২৪]. ইয়াকূত আল হামাভী, gÖRvgj ej 'vb, ৯ম খণ্ড পৃ. ১১২

†m h‡Mi KwZcq weÁ Awjg

আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ কিউহরাস তাবারী (ওফাত ৫০৪ হিজরি) যিনি একজন উচুস্তরের মুফাস্সির ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন হিলাল সায়ীদী (ওফাত ৫২০ হিজরি)। আবুল হাসান রাযীন বিন মু'আবিয়া (ওফাত ৫২০ হিজরি) যিনি তাজভীদ গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। ইমাম আবুল কাসিম মুহাম্মদ বিন উমর আয যামাখশারী (ওফাত ৫৩৮ হিজরি) তিনি "কাশশাফ" প্রণেতা। মু'জামুল বায়ান প্রণেতা আবূ আলী ফাযল বিন হাসান বিন ফাযল তুবরুসী (ওফাত ৫৪৮ হিজরি)। তাফসীর মাফাতীহে আসরার প্রণেতা আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম আশশাহরাস্তানী (ওফাত ৫৪৮ হিজরি) প্রমুখ।[১২৫]

ইমাম বাগাভী এ সকল রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঘটনা আবহে জীবন যাপন করেছেন। ফলে এসব কিছুই তার ব্যক্তিত্বের গঠনে কার্যকরী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তাই আমরা দেখতে পাই তিনি অধিকাংশ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিহার করে চলতেন এবং জ্ঞান অর্জন, সমকালীন আলিমদের সাহচর্য গ্রহণ ও পাঠদান, রচনা কর্মে ব্যস্ত থাকতেন।

মার্ভের সংস্কৃতি উজ্জল জীবনধারার কিছু বিষয় তাঁকে উদ্ধুদ্ধ করেছিল শরয়ী জ্ঞান অর্জনে এবং কুরআন তাফসীর ও হাদীস সংকলনে। তাই তিনি বিভিন্ন শরয়ী জ্ঞান ও শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ সমকালীন আলিম ও শায়খদের শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তাদের থেকে বিপুল পরিমাণ জ্ঞান অর্জন ও আত্মস্থ করণে সক্ষম হয়েছেন ফলে পরিণত হয়েছেন এমন একজন বিজ্ঞ হাদীস বিশারদ, তাফসীর কারক ও ফিকহশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিত্বে।

---

১২৫. i‡RDm mvjvRKvZ Iqvj nv'vi, পৃ. ৩৮৪-৩৮০

Dhaka University Institutional Repository

mßg cwi‡”Q` : mgKvjxb gnvwÏme›`

Bgvg evqnvKx (i.) [384-458 wn./ 914-1066]

ইমাম আহমাদ ইবন হুসায়ন আল-বায়হাকী[126] খোরাসানের বায়হাক নামক স্থানে শাবান মাসে ৩৮৪/৯০৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পূর্ণ নাম আবু বাকর আহমাদ ইবনুল-হুসায়ন আলী ইবন মূসা আল-খুসরাওয়াজিরদী। তিনি হাদীসের একজন বিশিষ্ট ইমাম হাদীস বিশারদ ও শাফিঈ ফাকীহ ছিলেন। তিনি আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন আল-আলাবী, আল-হাকিম আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আবন আবদিল্লাহ এবং আরও অনেকের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি হাদীস অন্বেষণে বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং একশত হাদীসবিদের সংস্পর্শে আসার কৃতিত্ব অর্জন করেন। আকীদায় তিনি আশআরী ছিলেন। তিনি মিতব্যয়ী, ধার্মিক ও বিদগ্ধ প্রকৃতির ছিলেন এবং জীবনের শেষদিকে নীশাপুরে গমন করে তথায় হাদীস শিক্ষাদান ও তার গ্রন্থাবলী প্রচার করেন। আল-বায়হাকী বহু গ্রন্থ সংকলন করেন।

তিনি নানা বিষয়ে প্রায় এক হাজার কিতাব রচনা করেছেন। 'সুনানে কুবরা', 'দালায়েলুন নবুওত', دلائل (النبوة) 'শোআবুল ঈমান' প্রভৃতি তাঁর হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব। তিনি আল-হাকিমের মুসতাদরাক গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। আয-যাহাবীর মতে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু ইসনাদ বা বর্ণনাকারীদের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তার রচনাবলীর মধ্যে আস-সুনানুল-কুবরা[১২৭] একটি উল্লেখযোগ্য ও মর্যাদাবান গ্রন্থ। আস-সুবকীর মতে এটা হাদীসসমূহের সমন্বয় সাধন ও বিন্যাসে অতুলনীয়। এই গ্রন্থে হাদীস ও হাদীসবিদদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোগ করা হয়েছে এবং সেসব হাদীস কোন প্রতিষ্ঠিত সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। হায়দারবাদ সংস্করণের প্রতি খণ্ডে প্রথম তিন পর্যায়ে বর্ণনাকারীদের একটি মূল্যবান সূচী আছে। সুনানুস্-সূশ শাফিঈ নামে তার অন্য একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তিনিই সর্বপ্রথম শাফিঈ মাযহাব-এর বিধান (আহকাম) সমূহ সংকলন করেছেন বলে মনে করা হয়, কিন্তু সুবকীর মতে তিনি ছিলেন সর্বশেষ। ইমামুল-হারামায়ন আল-জুওয়ায়নী শাফিঈ এর মতবাদের সমর্থনে তার রচনাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[১২৮]

আলেমগণ বলেন, মুতাআখ্খেরীন বা পরবর্তী লোকদের মধ্যে সাত ব্যক্তির রচনা দ্বারা মুসলিম জাহান অধিকতর উপকৃত হয়েছে। (১) দারা কুতনী, (২) হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী, (৩) আবু মুহাম্মদ আবদুল গনী মিসরী, (৪) আবু নোআইম ইস্পাহানী, (৫) হাফেয আবদুল বার তমরী, (৬) আবু বকর বায়হাকী ও (৭) খতীব বাদগাদী। বায়হাকীর যমানায় খোরাসানে পূর্ণ দক্ষতা ব্যতীত কেউ হাদীস বর্ণনা

---

[১২৬] ইমাম আবূ বকর আল-বায়হাকীকে (৩৮৪/৯৯৪-৪৫৮/১০৬৬) (র.) বায়হাক-এর একটি গ্রামে খুসরাওজিরদ (خسروجرد) এর প্রতি নিসবত করে খুসরাওজিরদী বলা হয়। তিনি শাবান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। হাদীসের যুগ শ্রেষ্ঠ হাফিয, বিশ্বস্ত রাবী এবং খুরাসানের শায়খ। ইবন নাসিরুদ্দীন বলেন, كان واحد زمانه وفرد أقرانه حفظا واتقانا وثقة وعمدة وهو شيخ خراسان.

ইবন কাযী শাহবাহ বলেন, তিনি ছিলেন অল্পে তুষ্ট, দুনিয়া ত্যাগী এবং পরহেযগারীতে বিভূষিত। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ একাধারে রোযা পালন করেন। ইমামুল-হারামায়ন বলেন, শাফিঈ 'আলিমগণের প্রত্যেকের ওপরই রয়েছে ইমাম শাফিঈ (র.) এর অনুগ্রহ বিরাজমান। একমাত্র ইমাম বায়হাকী (র.) ছিলেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা, শাফিঈ মাযহাবের সাহার্যার্থে রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তিনিই বরং ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

كتاب دلائل النبوة، كتاب الخلاف، المبسوط في جميع نصوص الشافعي، مناقب احمد، مناقب الشافعي، كتاب البعث والنشور، كتاب الإعتقاد.

দ্র. ইবনুল-ইমাদ, kvhvivZ̈h-hvnve, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪-৩০৫; ওমর রিযা কাহহালা, gÖRvgj-gAwjødxb, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৯

[১২৭]. প্রকাশনা হায়দারবাদ, ভারত, ১০ খণ্ডে, হি. ১৩৪৪-৫৫

[১২৮]. Bmjvgx wek‡Kvl, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা : ই. ফা. বা প্রকাশনা, ১৪১৪হি. / ১৯৯৪খৃ. ১৫র্শ খণ্ড, পৃ. ৬৩৩

করতে সাহস করত না। ইবনুস-সালাহ (র.)-(السنن الكبرى) সম্পর্কে বলেন, ইমাম বায়হাকী (র.)-এর কিতাব (السنن الكبرى) অপেক্ষা দলীল সমূহের সমন্বয়কারী আর কোন সুন্নাহ গ্রন্থ সংকলিত হয় নি। যেন তিনি পৃথিবীর আনাচে-কানাছে ছড়িয়ে থাকা কোন একটি হাদীসও বাদ দেন নি, বরং তা তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। এটি ভারতে মুদ্রিত হয়েছে এবং শেষে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের নামের একটি সূচী সংযোজিত হয়েছে; যাতে তাঁদের মুসনাদ এবং তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী (র.) সংকলিত আস-সুনানুস-সুগরা (السنن الصغرى) নামে আর একটি গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর গ্রন্থ দু'টি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, أنه لم يصنف في الإسلام مثلهما ইসলামে এ দু'টির অনুরূপ অপর কোন গ্রন্থ সংকলিত হয় নি। তিনি ৪৫৮/১০৬৬ সালে নীশাপুরে ইনতিকাল করেন এবং খুসরাওজিরদ-এ সমাহিত হন।

Bebůj-Avivex

আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-মা'আফিরী, সেভিলের একজন হাদীসবেত্তা, জন্ম, ৪৬৮/১০৭৬, মৃত্যূ, ৫৪৩/১১৪৮। তিনি ৪৮৫/১০৯২ সালে তাঁর পিতার সাথে প্রাচ্য ভ্রমণ করেন এবং দামিশ্ক ও বাগাদাদে লেখাপড়ায় সময় অতিবাহিত করেন। তিনি ৪৮৯/১০৯৬ সনে হাজ্জ আদার করেন, তার পর বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করে আবু হামিদ আল-গাযালী(র) এবং অন্যদের নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি পিতার সাথে মিসর গমন করেন এবং কায়রোও আলেকজান্দ্রিয়ায় হাদীস শাস্ত্রবিদগণের সাথে মিলিত হন। ৪৯৩/১১০০ সনে পিতার মৃত্যুর পর তিনি সেভিল প্রত্যাবর্তন করেন, সেখানে তাঁকে জ্ঞানের বিশ্বকোষরূপে গণ্য করা হত।

বিভিন্ন বিষয় যথা : হাদীস, ফিক্হ, উসূল, কুরআন সংক্রান্ত বিভিন্ন শাস্ত্র, আদাব, ব্যাকরণ ও ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। মাক্কারী তাঁর রচনার এক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করেছেন।[১২৯] তন্মধ্যে আত-তিরমিযীর হাদীস সংগ্রহের একখানা ভাষ্য 'আরিদাতু'ল-আহ্ওয়াযী রয়েছে। তাঁর অনেক গ্রন্থই আজ আর টিকে নাই। সেভিলে কিছুদিনের জন্য তিনি কাজী হিসাবে কাজ করেছিলেন, তখন অপরাধীদের প্রতি কঠোর এবং নিরীহ লোকদের প্রতি দয়াশীল-এসুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরে তিনি এ পদে ইস্তফা দেন এবং নিজেকে শিক্ষাদান ও লিখন- উভয় প্রকারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করেন। মুওয়াহ্-হিদগণ যখন সেভিলে প্রবেশ করেন তখন তাঁকে এবং অন্যান্যকে মাররাকুশ নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে প্রায় এক বছরকাল তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়।

তিনি মাররাকুশ হতে ফেয (ফাস) ভ্রমণকালে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। মাক্কারী বলেন, তাঁর কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে লোকেরা সেখানে গমন করে এবং তিনি এটা কয়েকবার পরিদর্শন করেছেন। ইব্ন'ল-'আরাবী সাধারণভাবে উচ্চ প্রশংসিত হলেও সকলেই তাঁকে হাদীস বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকার করেন না। তাঁকে ছিকা (নির্ভরযোগ্য) এবং ছাবাত (বিশ্বস্ত)- রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর সম-সাময়িক এবং তাঁর নিকট হতেই হাদীস শ্রবণকারী কাদী ইবন মুসা (মৃ. ৫৪৪/১১৪৯)-ও মতে লোকরা তাঁর হাদীসের সমালোচনা করেছেন এবং ইবন হাজার আল 'আসকালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৯) তাঁকে দাঈফ (দুর্বল) বলেছেন।[১৩০]

---

[১২৯]. Analectes, ১খ, পৃ. ৪৮৩
[১৩০]. Bmjvgx wek‡Kvl, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকাঃ ই. ফা. বা প্রকাশনা, ১৪০৮হি. /১৯৮৮খৃ. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৭

Bebj RvIhx (ابن الجوزى)

'আবদুর রহমান[১৩১] ইব্‌ন আবিল-হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (হাজ্জী খালীফায় আবদুল্লাহ) আবুল-ফারাজ (আবুল-ফাদাইল) জামালুদ-দীন আল-কুরাশী আত-তামীমী আল-বাকরী আল-হাম্বলী আল-বাগদাদী, প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফাকীহ, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, ধর্ম প্রচারক, বহু গ্রন্থের প্রণেতা, ৫১০/১১২৬ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। কারণ ইবনুল-জাওযীর নিজেরই তার সঠিক জন্ম সাল জানা ছিল না। এই সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অনেকটা অস্পষ্ট জবাব দিতেন। তবে তিনি সম্ভবত হিজরি ৫০৮-৫১৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।[১৩২] সিবত ইবনুল-জাওযী তার জন্মসাল ৫১০ হিজরি বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩৩]

wbmev (m¤ÜevPK bvg) : আল-জাওযী সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সঠিক বর্ণনা এই যে, বসরার একটি মহল্লা জাওযা এর সাথে নিস্‌বাটি সম্পর্কিত[১৩৪] এবং তার একজন পূর্বপুরুষ জা'ফর সেই মহল্লার অধিবাসী ছিলেন[১৩৫]।

wkÿvRxeb : তিন বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। অতঃপর তার মাতা এবং ফুফু তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সম-সাময়িক প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। তার উস্তাদগণের তালিকায় ৭৮ জন আলিমের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ইবনুয-যাগূনী (মৃ. ৫২৭/১১৩৩), আবু বাকর আদ-দীনাওয়ারী (মৃ. ৫৩২/১১৩৭-৩৮). আবু মানসুর আল-জাওয়ালীকী (মৃ. ৫৩৯/১১৪৪-৪৫), আবুল-ফাদল ইবনুন নাদিও (মৃ. ৫৫০/১১৫৫), আবূ হাকীম আন-নাহরাওয়ানী (মৃ. ৫৫৬/১১৬১) এবং কাদীর আবূ য়া'লা ইবনুল ফাররা এর পৌত্র আবূ য়া'লা (৫৫৮/১১৬৩) এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে আবূ বকর আদ-দীনাওয়ারীর নিকট ফিকহ ও তর্কশাস্ত্র[১৩৬] এবং আবূ মানসুর আল-জাওয়ালীকীর নিকট বিশষত 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন[১৩৭]।

KgRxeb : যেহেতু তার বংশের লোকেরা তামার ব্যবসা করতেন, এজন্য প্রাচীন নামের সংরক্ষণের সময় তার নিস্‌বা আস-সাফ্‌ফার ও উল্লেখ করা হয়। ইবনুল-জাওযী উন্নত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তার উসতাদ ইবনুয-যাগূনী লোকদিগকে ধর্মোপদেশ দান করতেন। তৎকালে এটা একটি বিশেষ মর্যাদার বিষয় ছিল। উস্তাদের মৃত্যুর পর ইবনুল জাওযী তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার দরুন তিনি এই মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। তবে পরে তার ওয়াজ শ্রবণ করে তাকে জামিউল-মানসূর এ ওয়াজ করবার অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তার সাধনা আরও তীব্রতর

---

[১৩১]. ইমাম ইবনু'ল জাওযী ৫১০ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি একাধারে হাফিয, হাদীসবিদ, তাফসীরবিদ, ফকীহ, ঐতিহাসিক, সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৪০ এর উর্ধ্বে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -المغني في علوم القران
تذكرة الأريب في اللغة – جامع المسانيد- المنتظم في تاريخ الأمم – الطب الروحاني-تلبيس ابليس
(দ্র. শামসুদ্দিন আযযাহাবী, wmqviæ Avʻjvgxb bevjv, ২১শ খণ্ড, পৃ ৩৬৫-৩৮৪)

[১৩২]. ইবন রাজাব, gvhj ʻAvjv ZvevKwZʻj-nvbwejv : পত্রক ১৩১খ,

[১৩৩]. মিরআতুয-যামান, পৃ.৪৮৩

[১৩৪]. জাওয, kvhvivZh-hvnve, কায়রো সংস্করণ, ৪খ, ৩৩০

[১৩৫]. ইবন রাজাব আল-হাম্বালী, hvqj Avj ZvevKwZj-nvbwejv : কোপরুল, পাণ্ডু, ইস্তাম্বুল, নং ১১১৫, পত্রক ১৩০ক ; ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুয-যাহাব, পূ. স্থা. ; মিরআতুয-যামান, পৃ. ৪৮১

[১৩৬]. তু.ইবন রাজাব আল-হাম্বালী, wKZveh-hvqj, সম্পা. H. Laoust এবং সামী দাহহান, দামিশক ১৯৫১ খৃ, Institut Francais, দামিশক, ১মখ. পৃ. ২২৮-৩০

[১৩৭]. দ্র. ইবন রাজাব, পৃ গ্র, ১মখ, পৃ. ২৪৪-৪৬; *Brockelmann*, ১মখ, পৃ. ২৮০; পরিশিষ্ট, ১মখ, পৃ. ৪৯২

Dhaka University Institutional Repository

হয়। যেহেতু তার নিকট উত্তম নাফল 'ইবাদাত ছিল জ্ঞানার্জন, সেহেতু যুহদ (কৃচ্ছ্র সাধনা) এর প্রতি তার কোনরূপ অনুরাগ ছিল না; বরং তিনি পানাহার এবং স্মরণশক্তি বর্ধক খাদ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং পোশাক পরিচ্ছদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। ইবনুল-জাওযী তার ওয়াজের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সব ওয়াজে তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও আলংকারিক বাক্যবিন্যাস চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

খলীফা আল-মুকতাফীর শাসনামলে (৫৩০-৫৫/১১৩৬-৬০) ইবনুল-জাওযী তার উযীর ইবন হুবায়রার বিশেষ সমর্থন ও অনুগ্রহ লাভ করেন। ইবনুল-জাওযী প্রতি শুক্রবার ইবন হুবায়রার গৃহে অনুষ্ঠিত ওয়াজ মাহফিলে ওয়াজ করতেন। খলীফা আল-মুসতানজিদের শাসনামলে (৫৫৫-৬৬/১১৬০-৭০) ইবনুল জাওযী শাহী মসজিদে ওয়াজ করবার অনুমতি লাভ করেন। খলীফা বাগদাদের অন্যান্য শায়খ ও আলিমগণের সঙ্গে তাকেও খিল'আত প্রদান করেছেন। খলীফা আল-মুসতাদীর শাসনামলেও (৫৬৬-৭৪/১১৭১-৯) তিনি তার বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। তিনি খলীফার নামে আল-মিসবাহু'ল মুদী ফী দাওলাতিল-মুসতাদী নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

অতঃপর হি. ৫৬৮ সালে মিসরে ফাতিমীদের পতন এবং আব্বাসী খলীফার নামে খুতবা প্রবর্তিত হলে তিনি কিতাবুন-নাসর নামক অপর একখানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং উহা খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন। খলীফা তাকে বহু পুরস্কার প্রদান ছাড়াও বাবুদ-দারাব এ ওয়াজ করার অনুমতি দান করেন। বিভিন্ন খলীফা এবং উযীরের সঙ্গে ইবনুল-জাওযীর এই সম্পর্ক সম্পদ লাভ বা কোনরূপ পার্থিব সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং এটি ছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তার মর্যাদার স্বাভাবিক স্বীকৃতিরই প্রকাশ। তার পুত্র আবুল কাসিমের জন্য রচিত গ্রন্থ 'লিফতাতুল-কাবিদ ফী নাসীহাতিল-ওয়ালাদ [১৩৮] এ তিনি বর্ণনা করেন, 'জীবিকার্জনের জন্য আমি কখনও কোন আমীরের তোষামোদ করি নাই'। হি. ৫৭০ সালে ইবনুল-জাওযী বাগদাদের দারব দীনারে-এ একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে দারস দেওয়া শুরু করেন। সেই বছরই তিনি তার ওয়াজসমূহে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর সমাপ্ত করে।

মুসলিম বিশ্বে তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি ওয়াজ অনুষ্ঠানে কুরআনের তাফসীর সমাপ্ত করেন। এটা ছিল সেই সময়, যখন ইবনুল আরবীর খ্যাতি শীর্ষে আরোহণ করেছিল। সমকালীন খলীফা কেবল ইবনুল-জাওযীর ওয়াজ অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। বাগদাদের অধিকাংশ লোক নিয়মতিভাবে তার ওয়াজে অংশগ্রহণ করতেন। কথিত আছে যে, তার দারস অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজার হতে দশ হাজার লোকের সমাগম হত এবং ওয়াজ মাহফিলে প্রায় এক লক্ষ লোক উপস্থিত হত[১৩৯] জনগণের উপর তার ওয়াজের এত অধিক প্রভাব ছিল যে, প্রায় লক্ষাধিক লোক তার হাতে তাওবা করেছিল। তিনি নিজেও স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল কুস্সাস ওয়াল-মুযাক্কিরীন' এ এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। প্রায় বিশ হাজার ইয়াহূদী ও খৃস্টান তার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

অধিকাংশ বরাতে উল্লেখ রয়েছে যে, শেষ বয়সে ইবনুল জাওযী বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিপদের কারণ এই ছিল যে, শায়খ আবদুল-কাদির জীলানী (র.) এর পুত্র ও তার মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ ইবনুল জাওযী তার পিতার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এটা ছাড়া অন্যান্য কিছু কারণও ছিল, যার ফলে ইবনুল জাওযী ওয়াসিত শহরে গ্রেফতার হন এবং পাঁচ বছর কারারুদ্ধ থাকেন। পরে খলীফার মাতার হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি লাভ করেন[১৪০] অতঃপর তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন এবং রামাদান, ৫৯৭/১২০০ সালে মামুলী রোগ ভোগের পর ইনতিকাল করেন। সেদিন বাগদাদের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল এবং সমস্ত শহরে মাতম পড়ে গিয়েছিল।

---

১৩৮. ফাতিহ, MšvMv‡i msiwÿZ cvÐ, ইস্তাম্বুল, নং ৫৭৯৪, তা ছাড়া কায়রোতে প্রকাশিত ১৩৫৯ হি.

১৩৯. ইবন রাজাব, পৃ, পাণ্ডু, পত্রক ১৩৪ খ ; ইবন জুবায়র, winjv : ২য় সংস্করণ, পৃ. ২২০ ও ৪

১৪০. আল-য়াফিঈ, wgiAvZh-hvgvb Iqv BeivZj-qvKRvb, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৩৮ হি, ৩খ, ৪৭৭-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায় যে, ইবনুল-জাওযীর অধিকতর উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ওয়াজ নাসীহত। তিনি তার এই সব ওয়াজে এটা মসজিদেই অনুষ্ঠিত হোক অথবা গৃহে, রাস্তায় চলমান অবস্থায় প্রস্তুতির মাধ্যমেই হোক, সর্বাবস্থায়ই হাম্বালী মায্হাবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি বিদআতের অনুসারীদিগের এত কঠোর সমালোচনা করতেন যে, খোদ তার মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যেই ফিতনার আশংকা দেখা দেয়। তারা তাকে অনুরূপ সমালোচনা হতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন।

তিনি ইমাম গাযালী (র.) রচিত ইহ্য়া ‘উলূমিদ্-দীন গ্রন্থটিকে দুর্বল হাদীস হতে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটির নতুন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। রচনা সংকলনেও ইবনুল-জাওযীর অসাধারণ আগ্রহ ছিল। তিনি যে গতিতে ওয়াজ করতেন, একই গতিতে রচনা কাজেও ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি তিন শত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এগুলির কয়েকটি একাধিক খণ্ডে বিভক্ত। এজন্য অধিক গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবেও তার বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। তার সময় পর্যন্ত অন্য কোন মুসলিম লেখক এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

iPbvejx

ইবনুল-জাওযী নিজে তার গ্রন্থাবলীর যে তালিকা সংকলন প্রস্তুত করেছেন, ইবন রাজাব প্রণীত যায়লুত-তাবাকাতিল-হানাবিলায় এটার উল্লেখ রয়েছে । সিবত ইবনুল জাওযীও মিরআতুয-যামান এ বিষয়ানুসারে একটি তালিকা পেশ করেছেন। এটাতে প্রায় আড়াইশত পুস্তকের উল্লেখ রয়েছে। এসব গ্রন্থের মধ্যে বর্তমানে পাওয়া যায়, এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা এক শতের কাছাকাছি[১৪১]। নিম্নে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর নাম দেয়া হল : ১। আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল-মূলুক ওয়াল-উমাম : এটা একটি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থটির অধ্যায় সমূহে ইবন জারীর আততাবারী রচিত তারীকখর-রুসুল ওয়াল-মূলুক এর সার-সংক্ষেপ দেয়া হয়েছে। শেষাংকে, যাতে ৫৭৩/১১৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, ইবনুল-জাওযীর সময়ে সংশ্লিষ্ট বিবরণের মূল বরাতরূপে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে বিশেষত খুরাসানের সালজুকীদের অবস্থা এবং আব্বাসী খলীফাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী অপেক্ষা ব্যক্তি জীবনের ঘটনাপঞ্জীর বর্ণনার প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সময়ে সময়ে বাগদাদে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে সেই সমস্ত ব্যক্তির, বিশেষত মুহাদ্দিস ও আলিমগণের অবস্থা বর্ণনা দিয়েছেন, যারা সেই বছর সমূহে ইনতিকাল করেছেন। অতএব এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে, আল-মুনতাজাম একটি প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে অর্থাৎ যে অর্থে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে বুঝে থাকেন, তৎপরিবর্তে জীবনী সম্বলিত এমন একটি গ্রন্থ বলা যায়, যাতে সালের ক্রমানুসারে ঘটনা বিন্যস্ত করা হয়েছে। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত :

(১) প্যারিস, জাতীয় গ্রন্থগার, বেলাশা : শেফার সংগৃহীত পাণ্ডু-র তালিকা নং ৫৯০৯ ; (২) লন্ডন, বৃটিশ মিউজিয়াম, নং Add, 7320 ; তু. Amedroz, JRAS, 1906, পৃ. ৮৫১ ; পূর্বোক্ত সাময়িকী, ১৯০৪ খৃ, পৃ, ২৭৩ প. ; (৩) দামিশক, হাবীব যায়্যাত, খাযাইনুল-কুতুব ফী দামিশক... পৃ. ৭৮, নং ৬২ : (৪) ইস্তাম্বুল, Horovitz, Mitt. Sem. Or. Spr., ১০খ, ৬ ; আয়া সোফিয়া (ইস্তাম্বুল) এর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি (নং ৩০৯৬), যা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি, এর অনুসরণে গ্রন্থটি দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, হায়দারবাদ (দাইরাতুল-মা‘আরিফ আল-উছমানিয়্যা), ১৩৫৫-৫৭ হি.।

2. সিফাতুস-সাফ্ওয়া, তু আয-যাহাবী, তায্কিরাতুল-হুফফাজ), চার খণ্ডে সমাপ্ত, হায়দারবাদ (দাক্ষিণাত্য) হতে মুদ্রিত (দাইরাতুল-মা‘আরিফ আল-উছমানিয়্যা), ১৩৫৫-১৩৫৭ হি. এই গ্রন্থটি মূলত আবূ নুআয়ম ইস্ফাহানীর হিলায়াতুল-আওলিয়ার সমালোচনাসহ সার সংক্ষেপ। এটাতে স্তরানুসারে সূফীদের জীবনী ও উক্তিসমূহকে একত্র করা হয়েছে।

---

[১৪১]. Brockelmann ১খ, ৫০১ ; পরিশিষ্ট, ১খ, ৯১৪ প. ; হাজ্জী খালীফা : ৫খ, ৫২০-২৩

3. তালবীসু ইবলীস (কায়রো ১৯২৮ খৃ.) একটি ওয়াজ গ্রন্থ। এটাতে তিনি জনসাধারণের ইসলামী শারীআত বিরোধী ক্রিয়াকর্মকে শয়তানী প্রভাবের ফল বলে উল্লেখ করেন এবং জনসাধারণকে অনুরূপ ক্রিয়াকর্ম হতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। এটাতে তিনি দার্শনিক, নুবুওয়াত অস্বীকারকারী, খারিজী, অধ্যাত্মবাদী এবং বিভিন্ন প্রকার সূফীদের মতবাদের ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং তাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তা ছাড়া উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন ইসলামী দলের চিন্তাধারা ও সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক বিবরণের উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থটি সর্বদিক দিয়ে উত্তম এবং উপকারী।

4. কিতাবুল-আযকিয়া (কায়রো ১৩০৪ ও ১৩০৬ হি.), গ্রন্থটি মেধার স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে, অতঃপর সমাজের প্রতিটি স্তরের মেধাবী ব্যক্তিদের মেধা সম্পর্কিত ছোট ছোট কাহিনী নকল করা হয়েছে।

5. কিতাবুল-হাছছি 'আলা হিফজিল-ইলম[১৪২] । এই গ্রন্থে কুরআন হাদীস হিফজ এর উপকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনুল-জাওযী দাবী করেন যে, মুসলিম জাতি স্বীয় গ্রন্থাবলী হিফজ এর মাধ্যমেই অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। অতঃপর তিনি সে সব মৌল ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যাহা হিফজ করার জন্য অপরিহার্য। তিনি স্মরণশক্তিবর্ধক খাদ্য এবং ঔষধেরও বিবরণ দিয়েছেন। পরিশেষে বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রসিদ্ধ হাফিজদের সম্পর্কে সংরক্ষিত বিবরণও পেশ করেছেন।

6. কিতাবুল-হুমাকা ওয়াল-মূগাফফিলীন ।[১৪৩] গ্রন্থটিতে আহাম্মক ও অলসদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।
7. আল-মাওদু 'আতুল-কুবরা মিনাল-আহাদীছিল মারফু আত[১৪৪] এর আলোচ্য বিষয় প্রক্ষিপ্ত হাদীসের সমালোচনা। এটাতে সেই সব হাদীসই উল্লেখিত হয়েছে, যা জনসাধারণ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাল করা হয়েছিল। এটা চার খণ্ডে সমাপ্ত একখানি বৃহৎ গ্রন্থ।

8. যাম্মুল-হাওয়া। এটাতে প্রবৃত্তি, প্রেম ও অনুরাগের ক্ষতিসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং এটা হতে মুক্তির বিষয়সমূহও আলোচিত হয়েছে।

9. কিতাবুল-কূসসাস ওয়াল-মুযাক্কিরীন[১৪৫] । এটা ইবনুল জাওযীর একটি উন্নত মানের উপাদেয় গ্রন্থ। এটাতে খ্যাতনামা ধর্মীয় কাহিনীকারদের উল্লেখ রয়েছে এবং তার যে ভিত্তিহীন ও হাস্যকর কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন, এটার আলোচনা করেছেন। যেমন একদিন একজন কাহিনীকার ওয়াজ করছেন, যে ব্যাঘ্রটি ইয়ূসুফ (আ.) কে ভক্ষণ করেছিল, এটার নাম ছিল অমুক। উপস্থিতদের একজন বলেন যে, ইয়ূসুফ (আ.) কে তো কোন ব্যাঘ্র খায়নি। তৎক্ষণাৎ কাহিনীকার বলেন, যে ব্যাঘ্রটি ইয়ূসুফ (আ.) কে খায় নি, ওটার নাম ছিল এই। গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্বের কারণ এই যে, গ্রন্থকার এটাতে তার সময়ের সব নিরর্থক ভিত্তিহীন 'আকাঈদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এদের অধিকাংশ বর্তমানকাল পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

এখানে তার ওয়াজ ও খুতবাসমূহের সেই সব গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়, বর্ণনা রীতির বিচারে যেইগুলি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এই গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে উক্ত ক্ষেত্রে তার অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে অনুমিত হয়। গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ : (১) কিতাবু আজাবিল-খুতাব (ফাতিহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু, ইস্তাম্বুল, নং ৪/৫২৯৫)। এটাতে তেইশটি খুতবা রয়েছে। প্রথম খুতবাটির অন্তমিলের বর্ণ 'আলিফ', দ্বিতীয়টির 'বা',

---

[১৪২]. কোপরুল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু, ইস্তাম্বুল, নং ৪/১১৫৭ ; আরও দ্র. GALS, ১খ, ৯১৭, নং ৭৮
[১৪৩] . দামিশক সংস্করণ ১৩৪৫ হি, শাহীদ আলী পাশার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু, ইস্তাম্বুল, নং ২১৪০, তু, GALS, ১খ, ৯১৬
[১৪৪]. GALS, ১খ, ৯১৭, সংখ্যা ২৬
[১৪৫]. প্রাগুক্ত, ৫০৩, নং ১০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়টির 'জীম'..। শেষের খুতবাসমূহে কেবল নুকতাবিহীন বর্ণবিশিষ্ট বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে ; (২) কিতাবুল-য়াকূতা : ফিল-ওয়াজ অথবা য়াকূতাতুল-ওয়া-'ইজ ওয়াল-মাওইজা : দ্র. কাশফুজ-জুনুন ; উছমান আতহারী প্রণীত রাওনাকুল-মাজলিস এর সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে। এটাতে নমুনাস্বরূপ বিন্যস্ত খুতবাসমূহ রয়েছে ; (৩) আন-নুতকুল-মাফহুম মিন আহলিস-সামৃতিল-মালূম । এটাতে উদ্ভিদ, পদার্থ ও জীবজন্তু এদের ভাষা বা অবস্থার দ্বারা মানুষকেও উপদেশ দেয় তার উল্লেখ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ধর্মীয় কাহিনী এবং হাদীসেরও উল্লেখ আছে। (৪) আখবারু আহলির-রুসূখ বি-মিকদারিন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, ইবন হাজারের 'মারাতিবুল-মুদাল্লিসীন গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত, মিসর ১৩২২ হি, ; (৫) কিতাবুল আয্‌কিয়া মিসর ১৩০৪ হি. (৬) তালকীহ্ ফাহূম আহ্‌লিল-আছার ফী মুখতাসারিস-সিয়ার ওয়াল-আখবার, এটার একটি খণ্ড লাইডেন ব্রাসেলস হতে মুদ্রিত, ১৮৯২ খৃ, সম্পা. Brockelmann : (৭) তানবীহুন-নাইমিল-গামার ; (৮) রূহুল-আরওয়াহ্, মিসর ১৩০৯ হি. ; (৯) রুউসুল-কাওয়ারীর ফিল-খুতাব .., মিসর ১৩৩২ হি. (১০) সীরাতু উমার ইবন আবদিল-আযীয, মিসর ১৩৩১ হি. (১১) মানাকিবু উমার ইবন 'আবদিল-আযীয, সম্পা. C.H. Beeker, Leipzig-Berlin 1899-1900 ; (১২) মুলতাকাতুল-হিকায়াত, মুখতাসারু রাওনাকিল-মাজালিস এর হাশিয়ায় মুদ্রিত, ১৩০৯ হি; (১৩) মাওলিদুন-নাবী (লিথো) , মিসর ১৩০০ হি. বৈরুত ১৩৩০ হি. ; (১৪) আল-ওয়াফা ফী ফাদাইলিল মুসতাফা, সম্পা. Brockelmann.

যদি আরবি সাহিত্যে ইবনুল-জাওযীর স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়, তাহলে বলা যায় যে, ওয়াজে ও খুতবায় তিনি ছিলেন অনন্য। এই বিষয়ে রচিত তার গ্রন্থাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার খুতবা ও ওয়াজসমূহ ভাষা ও বর্ণনারীতির বিচারে মাকামাত-ই-হারীরীর সহিত তুলনীয়। কারণ তিনি এটাতে সহজ ও সাবলীল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তার বাক্য বিন্যাসে কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই। এটা ছাড়া এই সকল ওয়াজে তিনি এমন সব গল্প কাহিনীর উল্লেখ করেন, যা ধর্ম ও চরিত্র সম্বন্ধীয় নাসীহাতগুলিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। পাঠকগণ এই সকল খুতবা পাঠে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

কিন্তু ইবনুল জাওযীর অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। কোন কোন আলিমের মতে তার সকল রচনা প্রশংসার যোগ্য। তথাপি ইবনুল জাওযী নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি এই সব বিষয়ের রচয়িতা নন, সংকলক মাত্র[১৪৬] । এই কারণে স্বয়ং তার মাযহাবের অনুসারীগণ তার গ্রন্থাবলির সমালোচনা করেছেন। তাদের অধিকাংশের অভিমত এই যে, ইবনুল-জাওযী হাদীসশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও তিনি কালামশাস্ত্রবিদদের জটিলতায় মীমাংসা করতে জানতেন না। কিন্তু এটা বলা অপরিহার্য যে, অনুরূপ সমালোচনা তার হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক রচনাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যথায় তার অন্যান্য রচনা উন্নততর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই সব রচনার প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। এটার ভিত্তিতে বলা যায় যে, তার এই সকল গ্রন্থ স্বীয় বিষয়ে মূল বরাতের যোগ্য।[১৪৭]

nwdh nvmvb Beb Avng' Avm-mgiK›'x[148] (gZ 491 wnRwi) (i)-Gi بحر الأسانيد; এ গ্রন্থে তিনি এক লক্ষ হাদীস সন্নিবেশ করেছেন এবং এ কিতাবটিকে তিনি সুন্দরভাবে সজ্জিত করেছেন। এ কিতাব সম্পর্কে বলা হয়, إنه لم يقع في الإسلام مثله 'ইসলামে এর অনুরূপ আর একটি গ্রন্থ রচিত হয় নি।'

---

১৪৬. ইবন রাজাব, যায়ল, পূর্বোক্ত পাণ্ডু, পত্রক ১৩৫ খ

১৪৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা : ই. ফা. বা প্রকাশনা,১৪০৮হি. /১৯৮৮খৃ. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২২-৩২৫

১৪৮. হাসান ইব্‌ন আহমদ (৪০৯/১০১৮-৪৯১/১০৯৮) (র)-এর কুনিয়াত আবূ মুহাম্মদ। তিনি একজন ইমাম, হাদীসের হাফিয, বিশ্বস্ত রাবী, হাদীস অন্বেষনে ভ্রমণকারী এবং হাদীস প্রতিষ্ঠাকারী বিশেষণে বিভূষিত ছিলেন। যুল-কা'দাহ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্রঃ শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফায, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮; ইবনু'ল-'ইমাদ, kvhvivZ0h-hvnve, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫; 'ওমর রিযা কাহহালা, g0Rvg0j gAv‡jøwdb, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩৭

Aóg cwi‡”Q‘ : Zvdmxi PPvq Bgvg evMvfx (i.) Gi Ae‘vb

Zvdmxi PPvq Bgvg evMvfx (i.)

তাফসীর শাস্ত্র সংকলনের দীর্ঘ যুগ পরিক্রমায় বিভিন্ন স্তরের মুফাসসিরগণ তাঁদের তাফসীর গ্রন্থাবলি প্রণয়নে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ সনদ সহকারে হাদীস উল্লেখ করে কুরআনের তাফসীর করেছেন। আবার কেউ সনদ বর্জন করে কুরআন-হাদীসের ভাবধারায় তাফসীর প্রণয়নের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।[১৪৯] অনেকে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতির সাথে নিজস্ব গবেষণা ইজতিহাদ ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা সংযোজনের মাধ্যমে বিষয় ভিত্তিক তাফসীর রচনা করেছেন।[১৫০] এভাবে এক সময় তাফসীর শাস্ত্রের পবিত্র অঙ্গনে রাজনৈতিক, দার্শনিক, মাযহাব ও সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের তাফসীর গ্রন্থ সংকলিত হতে শুরু করে।[১৫১]

পদ্ধতিগতভাবে সনদভিত্তিক ও সনদবিহীন এ দু'ধরনের তাফসীর অমরা দেখতে পাই। সনদভিত্তিক তাফসীরসমূহ কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও বিশিষ্ট তাবি'ঈগণের ভাষ্যের আলোকে সংকলিত।[১৫২] আল্লামা হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাভীর (র) (মৃত ৫১০/১১১৬ খ্রী.) মা'আলিমুত তানযীল সনদভিত্তিক তাফসীর শাস্ত্রের জগতে একটি অনবদ্য সংকলন।[১৫৩] এটা তিনি আল্লামা আবু ইসহাক নীসাপুরীর (র.) (মৃত ৪২৭ হিজরি) কাশফ ওয়াল-বয়ান তাফসীর গ্রন্থ অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রণয়ন করেন। কিন্তু তিনি আল্লামা নীসাপুরীর ন্যায় ত্রুটিপূর্ণ ইস্রাঈলী রিওয়ায়াত এবং বিভিন্ন সূরা ও আয়াত সম্পর্কিত ত্রুটিপূর্ণ হাদীস গুলি এ গ্রন্থে বর্ণনা করেননি। ইবন তাইমিয়্যা বলেন,[১৫৪] والبغوى تفسيره مختصر من الثعلبى، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآثار المبتدعة

---

১৪৯. এভাবে কেউ আংশিক কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন, আবার কেউ পূর্ণাঙ্গ কুরআনের তাফসীর রচনা করেছেন। এককভাবে কেউ উলূমু'ল-কুরআন এর উপর নিবন্তর গবেষণা চালিয়েছেন, আবার কেউ ফাযাইলু'ল-কুরআন এর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনুরূপভাবে কেউ আয়াত ভিত্তিক আবার কেউ সূরা ভিত্তিক তাফসীর সংকলন করেছেন। দ্রঃ মুহাম্মদ আব্দুল আযীম যারকানী, gvbvwn‡jyj-Bidvb, ১ম খণ্ড (কায়রোঃ দারু'ল-কুতুবি'ল ইলমিয়্যাহ, ১৯৪৩ হিঃ) পৃ. ৩১

১৫০. উদাহরণস্বরুপ কালাম ও দর্শনের উপর তাফসীরে কাবীর, ফিকহ শাস্ত্রের উপর তাফসীরে কুরতুবী, ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট বর্ণনার আলোকে তাফসীরে ছা'আলাবী ও তাফসীরে খাযিন, আধ্যাত্ববাদের চেতনা ধারন করে তাফসীরে ইবনু'ল আরাবী এবং আকীদা ও বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়ে তাফসীরে কাশশাফ, তাফসীরে রুম্মানী ও তাফসীরে জুব্বায়ী সংকলিত হয়োর বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। দ্রঃ ডঃ হুসাইন যাহাবী, AvZ-Zvdmxi Iqv‡j-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭-১৪৮; ড. আহমদ শিরবাসী, wKmmvZ‡Z-Zvdmxi (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৭৮), পৃঃ ৮৩-৮৪

১৫১. এ বিষয়ে ড. ইউসুফ আব্দুর রহমান যেমন উল্লেখ করেছেন, كانت المحاولات الاولى للتقسير تعتمد على المائور من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقل عن السلف، ثم تدرج التفسير بعد ذلك لتدوين العلوم العقلية اضافة للتفسير النقلى، وبدا هذا الجانب يتضخمشيئا فشيئا متاثرا بالمعارف العامة، والعلوم المتنوعة، والاراء المتشعبة والعقائد المتباينة وامتزج كل ذالك بالتفسير وتحكمت الاصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية بعبارات القرآن الكريم وظهرت اثار الثقافات والفلسفات فى تفاسير القرآن দ্র. ইউসুফ আব্দুর রহমান, মুকাদ্দামাহ, Zvdmxiæj-KiAwb‡j-Avhxg, ১ম খণ্ড, (বৈরুত : দারু'ল-মা'আরিফ, ১৪০৭/১৯৮৭), পৃ. ১৭

১৫২. এ ধরনের তাফসীর সমূহের মধ্যে Rwg‡Dj eqvb dx Zvdmxiæj KiAvb, evniæj Djg, Avj-Kvkd Iqvj eqvb, Ges Avj-RvIqwniæj-wnmvb এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্রঃ AvZ-Zvdmxi Iqv‡j-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭-১৪৮; ড. আব্দুর রহমান, gKwÏgvn Zvdmxiæj KiAwb‡j-Avhxg, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯

১৫৩. AvZ Zvdmxi Iqv‡j-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪; g‡Rvgj gvZeAwZ‡j-Aviweqvn, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৩, সুয়ূতী, ZvevKvZ‡j-gdvmwmixb, পৃ. ৫০

১৫৪. ইবন তাইমিয়্যাহ, Dmj‡Z-Zvdmxi, পৃ. ১৯; AvZ Zvdmxi Iqv‡j-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

'বাগাভী (র.) এর তাফসীরটি সা'লাবী (র.) এর তাফসীরের সংক্ষেপ। তবে ইমাম বাগাভী (র.) তাঁর তাফসীরকে মাওযূ এবং বিদআতের হাদীস থেকে মুক্ত রেখেছেন।

Avjøvgv evMvfx (i.) iwPZ Zvdmxi Mš' Ògv'Awjg‚Z-Zvbhxj'

মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি পূর্ববর্তীগণের মতামত সম্বলিত মধ্যম আকারের একটি তাফসীর গ্রন্থ। আয়াতের উদ্ধৃতিসহ অনুকূলে প্রাপ্ত পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে এটি সুবিন্যস্ত হয়েছে। এতে বিধান সম্বলিত আয়াত সমূহেরও রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর উল্লেখ করা হয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় অসংগতিপূর্ণ বিষয়াদি পরিহার করা হয়েছে। যার কারণে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[১৫৫]
আল্লামা বাগাভী (র.) নিজেই তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,[১৫৬] আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে এ গ্রন্থটাকে আমি একত্রিক করতে পেরেছি। বিশুদ্ধ তাফসীরগুলোকে অতি দীর্ঘ সূত্র উল্লেখ এবং অতি সংক্ষেপ করা ছাড়া মধ্যমপন্থা অবলম্বনপূর্বক গ্রন্থটি প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি এবং যথাসম্ভব সতর্কতার সাথে নিরূপিত বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীরসমূহ উল্লেখ করেছি।

gv'Awjg‚Z-Zvbhxj M‡š'i AbmZ bxwZgvjv

আল্লামা বাগাভী (র.) রচিত মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি পূর্ণ সনদযুক্ত। তিনি এ তাফসীরটি রচনার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করেছেন। কুরআনের আয়াতকে কুরআনের আয়াত দ্বারা তাফসীর করেছেন। আহকামের ব্যাখ্যামূলক বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন। কুরআনের কিরাআতগুলোর মধ্যকার বিভিন্নতা তিনি পরিহার করেছেন এবং সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিরাআত গ্রহণ করেছেন। নবী করীম (সা.)-এর বাণী, সাহাবীগণের (রা.) ও তাবি'ঈগণের (র.) মাধ্যমে প্রাপ্ত রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর তিনি তাঁর গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। আয়াত অবতরণের কারণ সমূহও তিনি রিওয়ায়াত ভিত্তিক সহজ আরবি ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম বাগাভী (র.) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,[১৫৭]

প্রথমত আমি আয়াতের অনুকূলে প্রাপ্ত আয়াত দ্বারা তাফসীর করেছি। অতঃপর আমি সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো হাদীস শাস্ত্রের হাফিয ও ইমামগণ কর্তৃক সংকলিত বিশুদ্ধ হাদীস থেকে সংগ্রহ করেছি। তাফসীরের যথাযথ তথ্য নেই এমন সব রিওয়ায়াত আমি এ গ্রন্থে উল্লেখ করি নি। তাছাড়া সনদগতভাবে দুর্বল বর্ণনাও আমি পরিহার করেছি।

gv'Awjg‚Z-Zvbhx‡ji ˆewkó¨

মা'আলিমুত-তানযীল তাফসীরে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তন্মধ্যে যোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

1. তিনি সহজ সরল ভাষায় আয়াতের তাফসীর করেছেন। এ সময় পূর্ববতী তাফসীরসমূহকে সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া তিনি সাহাবায়ে কিরাম ও বিশিষ্ট তাবি'ঈগণের বক্তব্য ও পাশাপাশি তুলে ধরেছেন।[১৫৮]
2. অন্যান্য তাফসীরকারকের ন্যায় তিনি হাদীস ও রিওয়ায়াতসমূহকে সূত্রগুলি তাফসীরের মধ্যে উল্লেখ না করে প্রথমেই (মুকাদ্দামায়) বহুল ব্যবহৃত সনদগুলি বর্ণনা করেছেন। ফলে তাঁর তাফসীর সংক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। তবে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল সনদ তাফসীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে, সেগুলো তিনি কিতাবের মধ্যে যথাস্থানে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, সনদ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ঠ সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। জ্ঞাতসারে ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল

---

[১৫৫]. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, wmqviæ Av'jvwg'b-bevjv, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৯
[১৫৬]. হুসাইন আল-বাগাভী, gv'Awjg‚Z-Zvbhxj, ১ম খণ্ড, পৃ. ১
[১৫৭]. gv'Awjg‚Z-Zvbhxj, ১ম খণ্ড, পৃ. ১
[১৫৮]. AvZ Zvdmxi I qv'j-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬

সনদ তিনি কখনও উল্লেখ করেন নি। যেমন তিনি কিতাবের ভূমিকায় নিজেই উল্লেখ করেছেন,[১৫৯] وما
تركت منأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أثناء الكتاب على وفاق آية وبيان حكم فان
الكتاب يطلب بيانه من السنة، وعليها مدار الشرع وأمور الدين-فهى من الكتب المسموعة الحفاظ
وائمة الحديث، واعرضت عن ذكر المناكير ومالايليق بحال تفسير.
'আয়াতের মোয়াফেক এবং হুকুমের বর্ণনার জন্য কিতাবের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছি তা কিতাবের চাহিদার কারণেই করেছি। কেননা সুন্নাহর ওপরই রয়েছে মরী'আত ও দ্বীনী কার্যাবলীর ভিত্তি।

আর এসব সুন্নাহ হাদীসের হাফিয এবং হাদীসের ইমামগণের গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত। তবে আমি মুনকার হাদীস এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বিষয় উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি।'

3. বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর সুস্পষ্ট করার জন্যে তিনি আরবী ব্যাকরণ (নাহু ও সরফ) গত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে অন্যান্য তাফসীরের তুলনায় এ ধরনের প্রবণতা এতে কম পরিলক্ষিত হয়।[১৬০]

4. এছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্রাঈলী রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তবে যে সব রিওয়ায়াতের সনদ তাঁর দৃষ্টিতে ক্রটিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, তা তিনি পরিহার করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি এ ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণনা করে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনরূপ মন্তব্য করেন নি। সূরা বাকারার ২৫১ নং আয়াতের فهزموهم باذن الله وقتل داود وجالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين دفع الله الناس بعضهم ببعض ব্যাখ্যায় ابن حميد، حسن بن يحيى محمدبن عمر موسى القاسم، প্রমুখ থেকে একাধিক সূত্রে হযরত দাউদ (আ.) কর্তৃক জালূত হত্যার ঘটনা সম্পর্কিত রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণিত হতে দেখা যায়।[১৬১]

5. বিভিন্ন আয়াত ও সূরার ফযীলত বর্ণনায় তিনি সংশিষ্ট রিওয়ায়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জ্ঞাতসারে কোন জাল হাদীসের তিনি অবতারণা করেন নি। তার তাফসীরের বিশেষত্ব এখানেই বহুলাংশে নিহিত। যেমন সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র.) নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন,[১৬২]
عن حكيم بن جبير عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"لكل شئ سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هى سيدة اى القرآن آية الكرسى" وفى مسند
أمد وصحيح مسلم والترمذى والنسائى من حديث لسهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة
رضى ان رسول الله صعلم قال: "لاتجعلوا بيوتكم قبورا فان البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة
لايدخله الشيطان"

gvÕAwjgZ-Zvbhxj M‡ši mb' m¤úwKZ Av‡jvPbv

আল্লামা বাগাভী (র.) মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থে যে সব তাফসীর উল্লেখ করেছেন এর অধিকাংশ সাহাবী (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রাপ্ত। তন্মধ্যে অধিকাংশ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে চয়নকৃত। অন্যান্যগুলো পরবর্তী যুগের তাবি'ঈগণ (র.) থেকে এবং তৎপরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ ইমামগণ থেকে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

---

[১৫৯]. gvÕAwjgZ-Zvbhxj, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯; উদ্ধৃতি, ড. হুসাইন যাহাবী, AvZ-Zvdmxi Iqvj-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭

[১৬০]. AvZ Zvdmxi Iqvj-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭

[১৬১]. বাগাভী, gvÕAwjgZ-Zvbhxj, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০৪-৬০৯; ইবন জারীর আত্-তাবারী, RwgDj-eqvb (দারু'ল ফিকর, তা: বি:), পৃ. ৮৪৪-৮৫০

[১৬২]. ইবন কাসীর, Zvdmxiæj KiAwbj Avhxg, ১ খণ্ড, পৃ. ৩৪

হযরত মুজাহিদ ইবন হিবর (র), ইকরামা (র.), আতা ইবন আবী রিবাহ (র.), কাতাদাহ ইবন দিমা'আহ (র.), হাসান ইবন আবিল হাসান (র.), আবুল আলিয়াহ আর-রায়য়্যাহী (র.), মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল-কুরযী (র.), যায়দ ইবন আসলাম (র.), মুকাতিল ইবন হায়্যান (র.), সুদ্দী (র.), ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (র.), মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র.), দিহাক ইবন মাযাহিম আল-হিলালী (র.) প্রমুখ।

আল্লামা বাগাভী (র) তাফসীরটির অধিকাংশ রিওয়ায়াত তাঁর ওস্তাদ আবূ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আছ-ছা'লাবী (র.) থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর ওস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ওস্তাদ আবূ সা'ঈদ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আশ-শুরায়হী আল-খাওয়াযমী (র.) থেকেও সনদ ভিত্তিক তাফসীর বর্ণনা করেছেন।

1. Avj-KziAvb Øviv Avj-KziAv‡bi Zvdmxi

ইমাম বাগাভী (র.) আল-কুরআন দ্বারা আল-কুরআনের তাফসীর অধিকহারে উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি স্থানে শুধুমাত্র অংশবিশেষ উপস্থাপন করেছেন। পূর্ণ আয়াতে কারীমা কোথাও তাফসীর স্বরূপ উল্লেখ করেন নি। তবে শাব্দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আল-কুরআনের কোথাও তাফসীরকৃত শব্দের ব্যবহার থাকলে কোন কোন স্থানে শুধুমাত্র তা আংশিকভাবে উল্লেখ করেছেন। যে সব আয়াতে কারীমার মূলবক্তব্য একই অথবা আংশিকভাবে একই অর্থ প্রদান করে, ক্ষেত্রবিশেষে সে সবও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লামা বাগাভী (র.)[১৬৩] الحمد لله -এর তাফসীরে বলেন, আল-হামদু হল উচ্চারণগতভাবে প্রশংসা। আর শোকর হল, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা। এ সম্পর্কে আল্লাহ অপর আয়াতে বলেন, وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا এবং আপনি বলুন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি।[১৬৪] আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেন, اعلموا ال داود شكرا হে দাউদের বংশধর, কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ কর[১৬৫]! উল্লেখ করেছেন।[১৬৬]

2. bex Kixg (m)-Gi mbvn Øviv Zvdmxi

আল্লামা বাগাভী (র.) নবী করীম (সা.)-এর বাণী দ্বারা অধিক পরিমাণে তাফসীর করেছেন। সাহাবীগণের নাম উল্লেখ করে হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে সরাসরি মহানবী (সা.) থেকে সনদবিহীন তাফসীর লওয়া হয়েছে। আয়াতের পূর্নরূপ অথবা আংশিক উল্লেখের পর প্রথমাংশের সনদ পরিত্যাগ করে এরূপ তাফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। সাহাবীগণের তাফসীর গ্রহণের পূর্বে নবী করীম (সা.)-এর তাফসীরকে এ গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

يآيها الرسول بلغ مآانزل اليك من ربك- وان لم تفعل فما بلغت رسلته – والله يعصمك من الناس

'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনার নিকট আপনার প্রতিপালক থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়, আপনি তা প্রচার করুন। যদি আপনি তা প্রচার না করেন, তাহলে আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না।[১৬৭] আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষের অতিষ্ট থেকে মুক্ত করেছেন- এর তাফসীরে আল্লামা বাগাভী (র.) ৪টি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি আব্দুল ওয়াহিদ ইবন আহমাদ (র.) থেকে ৮জন রাবীর ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়টির সনদ পূর্নাঙ্গরূপে উল্লেখ করা হয় নি। এটি মুহাম্মদ ইবন কা'ব হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ রিওয়ায়াতটি হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত।[১৬৮]

---

১৬৩. আলকুরআন ১ : ১
১৬৪. আলকুরআন ১৭ : ১৩
১৬৫. আলকুরআন ৩৪ : ১৩
১৬৬. gvÔAvwjgZ-Zvbhxj, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১
১৬৭. আলকুরআন ৫ : ৬৭
১৬৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২

3. mvnvexMY (iv.) †_‡K ewYZ Zvdmxi

‘আল্লামা বাগাভী (র.) তাঁর গ্রন্থে সাহাবীগণের (রা.) তাফসীর উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি আয়াতের তাফসীরে ১ থেকে ৪টি রিওয়ায়াত পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী,[১৬৯] كلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود

‘তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না কালো আঁধার হতে সাদা আভা সুস্পষ্ট না হয়।'

ইমাম বাগাভী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে তিনটি পূর্ণ সনদভিত্তিক রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রথমটি হযরত আদি ইবন হাতিম (রা.) থেকে, দ্বিতয়টি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে এবং তৃতীয়টি সামুরাহ ইবন জুনদুব (রা.) থেকে।[১৭০]

4. ZweÔCMY (i.) †_‡K Zvdmxi

ইমাম বাগাভী (র.) তাঁর গ্রন্থে তাবি'ঈগণ (র.) থেকে অনেক তাফসীর গ্রহণ করেছেন। এতে তাবি'ঈগণের (র.) রিওয়ায়াত ভিত্তিক অনেক তাফসীর পাওয়া যায়। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অধিক তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রসিদ্ধ অন্যান্য তাবি'ঈগণের (র.) রিওয়ায়াতও পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصلحون

‘আমি আয-যিকর এরপর যাবূরে লিপিবদ্ধ করেছি যে, নিশ্চয়ই আমার পর বান্দারাই পৃথিবীটাকে উত্তারাধিকার হিসেবে লাভ করবে।'[১৭১] এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা বাগাভী (র.) ৪টি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হযরত সা'ঈদ ইবন যুবায়র (র.) এবং মুজাহিদ (র.) থেকে। এখানে আয-যাবুর দ্বারা সব আসমানী কিতাবকে বুঝানো হয়েছে এবং যিকর দ্বারা أم الكتاب যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। শাবী (র.)-এর মতে, যাবুর দ্বারা হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতারিত কিতাবকে এবং যিকর দ্বারা আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (র.) এর মতে عباد الصالحين -এর দ্বারা নবী করীম (সা.) এর উম্মতগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও শেষ দুটি দিহাক (র.) থেকে স্বল্প ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।[১৭২]

5. wKivAvZ

আল্লামা বাগাভী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে কিরাআত সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটিতে প্রসিদ্ধ কারীগণের অভিমতকে গ্রহণ করা হয়েছে। শাব্দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও শাব্দিক মূলরূপের পরিবর্তনের ফলে কিরাআতের পরিবর্তনের বিষয়টি তিনি বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন। আয়াতে কারীমার অংশবিশেষকে উল্লেখ করে তার কিরাআতসমূহ আলোচনা করেছেন। কিরাআতের বিভিন্নতাকেও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রসিদ্ধ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে সব আয়াতের কিরাআত তিনি উল্লেখ করেন নি বরং একান্ত উল্লেখ্য অংশসমূহের তাফসীরমূলক কিরাআতকে ইমাম বাগাভী (র.) স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم الفائزون-

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যে আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করে, এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম।'[১৭৩]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা বাগাভী (র.) উল্লেখ করেছেন, আবূ আমর এবং আবু বকর يتقه এর "ه" অক্ষরে সাকিন দিয়ে পাঠ করেছেন। কারও কারও মতে, এ শব্দটিকে (খলস) কিছুটা জেরের মত

---

[১৬৯]. আলকুরআন ২ : ১৮৭

[১৭০]. আলকুরআন ২১ : ১০৫

[১৭১]. আলকুরআন ২১ : ১০৫

[১৭২]. gvÔAvwjgZ-Zvbhxj, ৩য় খণ্ড, পৃ : ২৭১

[১৭৩]. আলকুরআন ২৪ : ৫২

করে পড়েছেন। কারী হাফস قٓ অক্ষরে সাকীন এবং ০ অক্ষরে খলস করে পাঠ করেছেন। কেননা শব্দের শেষাক্ষরে ى অক্ষর যদি পরবর্তীতে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে এ কিরাআত অনুযায়ী ى অক্ষরের চিহ্ন স্বরূপ শেষাক্ষরে সাকিন দেয়া হয়। যেমন, ل আশতার তাআমান এখানে ر অক্ষরে সাকিন দেয়া হয়েছে।[১৭৪]

6. kwãK we‡kølY

আল্লামা বাগাভী (র.) স্বীয় গ্রন্থে শব্দ ও ভাষা সম্পর্কে অনেক বিশ্লেষণ করেছেন। আয়াতের বহুবিদ শব্দ বিন্যাস ও ভাষাগত বিশ্লেষণ তিনি উল্লেখ করেছেন। কোন শব্দের কয়েকটি অর্থ উল্লেখপূর্বক তিনি আয়াতের প্রযোজ্য অর্থও প্রকাশ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে কবিতা উল্লেখের মাধ্যমে প্রাচীন আরবের প্রচলিত অর্থ নিরূপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذالك الكتاب আয়াতের তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) উল্লেখ করেন, এটা সে কিতাব আল-কুরআন। আবার বলা হয়, এখানে যমীর (সর্বনাম) উহ্য রয়েছে। তা হল, هذا এই। অর্থাৎ এটা সে কিতাব আল-কুরআন। নবী করীম (সা.) এর সাথে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাঁর উপর এমন একটি আসমানী কিতাব নাযিল করবেন, যা পানিতে মুছে ফেলা যাবে না এবং তাতে পরিত্যাজ্য বা সর্বকালে প্রযোজ্য নয় এমন কোন বিধান থাকবে না।

7. KweZvi D×wZ

আল্লামা বাগাভী (র.) ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ কিছু উক্তিও তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, وسواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم

'যারা অস্বীকার করে, আপনি তাদের ভীতি প্রদর্শন করুন অথবা ভীতি প্রদর্শন না করুন, তাদের জন্য সমান তারা কখনও ঈমান আনবে না।[১৭৫]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা বাগাভী (র.) আবূ তালিব আল-কুরায়শী এর অভিমতস্বরূপ কবিতাংশ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ولقد علمت بان دين محمد ٥ من خير اديان البرية دينا

لولا الملامة او حذار مسبة ٥ لوجدتتن سمحا بذالك مبينا

'আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত, মুহাম্মদ (সা.) এর দ্বীন * পৃথিবীর সকল দীনের মধ্যে একমাত্র সর্বোত্তম দ্বীন। যদি পিছনে আমার না থাকত নিন্দা ও গালির ভয় * তুমি পেতে মোরে. প্রকাশ্যভাবে তা গ্রহণে মর্যাদাময়।[১৭৬]

8. ceeZx RwZi NUbv m¤úwKZ Av‡jvPbv

ইমাম বাগাভী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে পূর্ববর্তী জাতির অনেক ঘটনা রিওয়ায়াত ও সঠিক তথ্যভিত্তিক উল্লেখ করেছেন। তিনি হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে পরবর্তী জাতিসমূহের ঘটনা কুরআনের যে সকল স্থানে বর্ণিত রয়েছে তার তাফসীর করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنالهم كونوا قردة خاسئين

'নিশ্চয়ই তোমরা অবহিত হয়েছ, তাদের সম্পর্কে, যারা তোমাদের মধ্য হতে শনিবারের সীমালঙ্ঘন করেছে, তারপর আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা অভিশপ্ত বানরে পরিণত হও।[১৭৭]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা বাগাভী (র.) বলেন, তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল। আস-সাবত এর অর্থ আল-কিউত অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করা, এটি শনিবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা

---

[১৭৪]. আলকুরআন ২ : ৬

[১৭৫]. আলকুরআন ২ : ৬৫

[১৭৬]. gvÕAvwjgZ-Zvbhxj, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮

[১৭৭]. আলকুরআন ২ : ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

সেদিন তার কিছু সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, তাই সেদিনকে এ নামে অভিহিত করা হয়। এ ঘটনা দ্বারা হযরত দাউদ (আ.) এর সময়কার আয়লাহ নামক এলাকার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাতাদাহ (র.) বলেন, তাদের মধ্যকার যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা মুকরে পরিণত হয়। তারা এ ভয়াবহ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত করে, এ লাঞ্ছনাকর অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১৭৮]

9. Bmjvgx h‡Mi NUbv

ইমাম বাগাভী (র.) ইসলামী যুগের ঘটনা সংক্রান্ত তাফসীরে রিওয়ায়াতকে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম ও বর্ণিত আলোচনা উল্লেখ করেছেন। সাহাবী (র)-এর উল্লেখবিহীন তাবি'ঈ (র.) এর কোন রিওয়ায়াতকে তিনি উল্লেখ করেন নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ادعوهم لابآئهم هو اقسط عند الله'তাদেরকে তোমরা ডাক তাদের পিতৃপরিচয়ে আল্লাহর নিকটে এটি অধিক ন্যায়সঙ্গত।[১৭৯]

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বাগাভী (র.) বলেন, ادعوهم لابآئهم অর্থাৎ যারা তাদেরকে প্রতিপালন করেছে তাদের নামে ডাক। هو اقسط অর্থাৎ অত্যাধিক ন্যায়-নীতি সম্পন্ন। এ সম্পর্কে ধারাবাহিক সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.), থেকে বর্ণিত, আমরা আল-কুরআনের নির্দেশে অবতরণের পূর্ব অবধি যায়দকে যায়দ ইবন মুহাম্মদ বলে ডাকতাম।

10. BmivCjx wil qvqvZ

ইমাম বাগাভী (র.) তাঁর তাফসীরে বেশকিছু ইসরাঈলী রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী যুগের ঘটনা ও জাতিসমূহের কিঞ্চিত বর্ণনা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। কাব আল-আহবার ও ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ -এর রিওয়ায়াতে এরূপ ব্যাখ্যা তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ورفعنه مكانا عليا আর আমি তাকে উচ্চস্থানে উত্তোলন করেছি।[১৮০]

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বাগভী (র.) বলেন, কাব ও অন্যান্যগণ থেকে বর্ণিত, হযরত ইদরীস (আ.) এর উর্ধ্বাকাশে উত্তোলনের কারণ হল, একদা তিনি স্বীয় কোন প্রয়োজনে সূর্যের আলোতে হাটছিলেন, তখন তিনি সূর্যরশ্মির প্রবল উত্তাপ অনুভব করলেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। 'হে আমার প্রতিপালক! মাত্র একদিন হাটাতেই সূর্যের এমন ভীষণ উত্তাপ আমি অনুভব করলাম। তাহলে যে ফিরিশতা সূর্যকে নিয়ে প্রতিদিন পাঁচশত বছরের পথ অতিক্রম করেন, তার কেমন অবস্থা হয়? হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে তার থেকে ওজন ও উত্তাপ কমিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইদ্রীস (আ.)-এর সে প্রার্থনা মুঞ্জুর করেছিলেন। তারপর থেকে সে ফিরিশতা সূর্যের হালকা ওজন ও কম উত্তাপ অনুভব করলেন। এতে ফিরিশতা খুব আশ্চর্য বোধ করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট এর কারণ সম্পর্কে জানতে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা ইদরীস (আ.) এর প্রার্থনার কথা জানালেন্ তখন ফিরিশতা পুনরায় প্রার্থনা করলেন, যাতে ইদরীস (আ.)-এর সাথে তাকে সাক্ষাত ও বন্ধুত্ব করিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা সে প্রার্থনাও কবুল করেন।

gvÕAwjgZ-Zvbhxj Mš mgú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি পাঠক সমাজে ব্যাপক সমাদৃত। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে ইলমুর-রিজাল শাস্ত্রবিদগণ কিছু মন্তব্য পোষণ করেছেন। তা নিম্নরূপ,

[১৭৮]. gvÕAwjgZ-Zvbhxj, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০
[১৭৯]. আল কুরআন ৩৩ : ৫
[১৮০]. আল কুরআন ১৯ : ৫৭

Beb Zvqwgqvn (i.) (gZ 728 wnRwi) e‡jb,

وقد سئل اى التفاسير أقرب إلي الكتاب والسنة؟ الزمخشري؟ أم القرطبي؟ أم البغوي؟ أم غير هؤلاء؟ .... وأما التفاسير الثلاثة المسؤل عنها، فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي، وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدعة الذي فيه، وحذف أشياء غير ذلك.

'তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনটি তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে কোনটি আল-কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ তাফসীর? উত্তরে তিনি বললেন, উল্লেখিত তিনটি তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কেই কিছু প্রশ্ন আছে। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ এবং বিদ'আত ও দুর্বল হাদীসবিহীন তাফসীর গ্রন্থ হল ইমাম বাগাভী (র.) প্রণীত মা'আলিমুত-তানযীল।[১৮১]

ïqve Avj-Avi‡bŠ‡Zi মতে, মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি রিওয়ায়াতভিত্তিক একটি নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ। এতে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত ও প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝারি আকারের এ গ্রন্থটি পূর্ববর্তীকাল থেকে গ্রহণীয় হয়ে আসছে।[১৮২]

W. ûmvqb Avh-hvnvex e‡jb, মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি আত্-তাফসীর বির-রিওয়ায়াহ এর অন্যতম গ্রন্থ এ গ্রন্থে সনদভিত্তিক তাফসীর উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তাফসীর বির রায় গ্রহণ করা হয় নি।[১৮৩]
খালিদ আব্দুর রহমান ও মারওয়ান সিওয়ার বলেন, বাগাভী (র.) নির্ভরযোগ্য সূত্রভিত্তিক এবং সংশিষ্ট ফিকহী মাস'আলা সমাধান পূর্বক বিশেষভাবে এ তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি বর্ণনা সূত্র উল্লেখ করেছেন, তাই এর পূনরাবৃত্তি করেন নি। এতে তিনি প্রাচীন তাফসীর প্রণয়ন রীতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি তাফসীর শাস্ত্রের সঠিক নীতি অণ্বেষণ কারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দেশক স্বরূপ।[১৮৪]

gvÕAvwjgZ-Zvbhxj ms¯‹iY

১২৯৬ হিজরিতে এর প্রথম সংস্করণ বের হয়। তারপর মিসর থেকে ১৩৩১ হিজরিতে তাফসীরে লুবাবুত তাবীল ফী মা'আনীত তানযীল এর পদটীকায় কয়েক খণ্ডে এটা আবার প্রকাশিত হয়।[১৮৫] এছাড়া পাকিস্তানের মাকতাবাত'ল-ইলম, বৈরুতের দারু'ল-ফিকর ও দারু'ল মা'আরিফ থেকেও এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

---

[১৮১]. ইবন তায়মিয়্যাহ, gvRgÕAvj-dvZIqv, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩
[১৮২]. শু'আয়ব, মুকাদ্দমাহ, kiûm-mbvn, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১
[১৮৩]. Zvdmxi IqvÕj-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯
[১৮৪]. খলিদ আব্দুর রহমান ও মারওয়ান সিওয়ার, ভূমিকা, gvÕAwjgZ-Zvbhxj, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩
[১৮৫]. ডঃ হুসাইন যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, মা'আলিমুত-তানযীল, গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে তাফসীরে ইবন কাসীরের হাশিয়ায়ও একই কপিতে মুদ্রিত হয়। দ্রঃ AvZ Zvdmxi IqvÕj-gdvmwmiæb, ১ম খণ্ড পৃ. ২৩৬; gÕRvgÕj-gvZeAvZ, ১ম খণ্ড, পৃ.৫৭৩; KvkdÕh-hbb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫

ZZxq Aa¨vq : Iqvwj DÏxb gnv¤§v‘ LZxe AvZ Zveixhx (i.) Gi Rxeb PwiZ

c_g cwi‡”Q‘ : Rb¥ I esk cwiPq, Rb¥¯vb, Rb¥¯v‡bi bvgKiY, †fŠ‡MvwjK Ae¯vb, Zveix‡hi ivR‰bwZK I mvgvwRK BwZnvm

wØZxq cwi‡”Q‘ : wkÿ KgÐjx, wkÿv cwZôvb, KgRxeb, QvÎe›‘, BwšÍKvj, LZxe AvZ Zveixhx (i.) m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

ZZxq cwi‡”Q‘ : Iqvwj DÏxb gnv¤§v‘ LZxe AvZ Zveixhx (i.) Gi D‡jøL‡hvM¨ ¸Yvewj

PZ_ cwi‡”Q‘ : D‡jøL‡hvM¨ iPbvejx

cÂg cwi‡”Q‘ : mgKvjxb gnwÏme›‘

Dhaka University Institutional Repository

c_g cwi‡”Q‘ : Rb¥ I esk cwiPq, Rb¥¯’vb, Rb¥¯’v‡bi bvgKiY, †fŠ‡MvwjK Ae¯’vb, Zvei‡hi ivR‰bwZK, mvgwRK I BwZnvm

ওয়ালি উদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র.) ছিলেন হিজরি সপ্তম শতাব্দীর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি একাধারে হাফিয, ইমাম, রিজালশাস্ত্রবিদ, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজতাহিদ ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। একজন আধ্যাত্মিক সাধক, ত্যাগী, দুনিয়াবিমুখ, খোদাভীরু, চারিত্রিকগুণ সমৃদ্ধ দক্ষ ও সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি অনেক শিক্ষকের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অনেক। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর কারণেই তিনি পরবর্তী যুগের মনীষীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করে রয়েছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে ইমাম ওয়ালি উদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (র.) এর জন্ম, বংশ পরিচয়, বাল্যকাল, শিক্ষা জীবন, তাঁর শিক্ষক মন্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ, কর্মজীবন, তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণের মতামত, রচনাবলী, ইন্তিকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইতিহাসবেত্তাদের গ্রন্থাদিতে মিশকাতুল মাসাবীহ প্রণেতা খতীব সাহেবের জীবনী বিস্তারিত পাওয়া যায় না। যাঁরা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতিব আত তিবরিযী-এর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন তাদের সংখ্যাও স্বল্প। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে যা পাওয়া গেছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

Rb¥ I esk cwiPq

তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, ওয়ালিউদ্দীন। নিসবতি নাম আল আমরী, আত তিবরিযী। উপাধি আল খতিব, মহিউস সুন্নাহ। পিতার নাম আবদুল্লাহ। সুতরাং তাঁর পূর্ণ নাম মহিউস সুন্নাহ ওয়ালি উদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতিব আল আমরী আত তিবরিযী (র.)। তাঁর বংশধারা হযরত ওমর (রা.) এর সাথে সম্পৃক্ত। তিনি তিবরিয এর অধিবাসী। রিজাল ও ইতিহাস গ্রন্থাদিতে তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার বছর সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখিত হয় নি। তাঁর মৃত্যু সাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতামত যেমন, ওমর রেজা কাহ্হালাহ বলেন, তিনি ৭৪৯ হিজরি মোতাবেক ১৩৪৮ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১] আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, তিনি ৭৩৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। খাইরুদ্দীন আয-যিরকলী তাঁর আ'লাম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন শায়খের মৃত্যুর তারিখ ৭৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দ এর পরে।[২] কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন তিনি ৭৪১ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। উপরোল্লেখিত মতামত বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি তিনি হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দির শেষে অথবা সপ্তম শতাব্দির শুরুতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্মের নির্দিষ্ট বছর, মাস ও তারিখ জানা যায় নি।

Rb¥¯’vb

তিনি তিবরিয শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আর تبريز শব্দটি ت এর নীচে যের অথবা ت এর উপর যবর দিয়েও হতে পারে। তিবরিয, তাবরীয উভয়টিই বলা হয়। তাবরীয নামটি প্রসিদ্ধ হলেও তবে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। অর্থাৎ ت এর নিচে যের দিয়ে তথা তিবরিয পড়া।[৩] ইরানের সর্ব উত্তর পশ্চিমে একটি পলিমাটিসমৃদ্ধ সমতলভূমির (আয়তন ৩০ মাইল *২০মাইল) পূর্বকোণে তাবরীয শহরটি অবস্থিত।

---

[১]. উমার রিযা কাহ্হালাহ, gÖRvgj-gÖAwjødxb, (বৈরুত : মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৪হি /১৯৯৩খৃ.) ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৭

[২]. খাইরুদ্দীন আয-যিরকলী, Avj AvÕjvg, (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল-মালাইন, ১২শ সংস্করণ, ১৯৯৭) ৭ম খণ্ড. পৃ. ১১২

[৩]. প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড. পৃ. ১১২; ইয়াকুত বিন আব্দুল্লাহ হামাওয়ী, gÖRvgj ej`vb, (ইহইয়াতত্তুরাসুল আরাবী) ১ম খণ্ড, পৃ.৪৩০

তাবরীয বর্তমানে পূর্ব আযারবায়জান প্রদেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম আযারবায়জানের বিরাট অঞ্চলের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। তাবরীযের একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছে ২৪৪/৮৫৮ সালে ও ৪৩৪/১০৪২ সালে।

Zveixh/ wZewih Gi bvgKiY

য়াকূতের মতে এই নগরীর নামের উচ্চারণ তিবরীয। এই মতের সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ য়াকূত জনৈক আবূ যাকারিয়া আত-তাবরীযীর [আবূল-আলা আল-মা'আররী-র (হি. ৩৬৩-৪৪৯) ছাত্র] নাম উল্লেখ করেছেন; তাঁর সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি স্থানীয় ইরানী কথ্য ভাষায় কথা বলতে পারতেন[৪]। তিবরীয' উচ্চারণ এই কথা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হবে নিশ্চয়ই, "কাসপিয়ান" (æCaspian") বলে অভিহিত কথ্য ভাষাটির সম্পর্ক ও রয়েছে। শব্দটির একমাত্র আধুনিক উচ্চারণ হল: তাবরীয (অথবা তারবীয: শব্দের অক্ষর ও ধ্বনির স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে নূতন শব্দ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া বর্তমানে সমগ্র আযারবায়জানে সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রভাবশালী তুর্কী কথ্য ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য)। আর্মেনীয় উৎসসমূহে জবর (ৃ) দ্বারা শহরের নামের উচ্চারণ, তাবরীয, সমর্থিত হয়েছে। বায়যানটিয়ামের ফাউস্টাস (Faustus of Byzantium) [খৃ. ৪র্থ শতাব্দী] থাভরেশ ও থাভরিশ (Thavrez and Thavresh), আসোলিক (Asolik) [খৃ. ১১শ শতাব্দী]-থাভরিয (Thavrez) ভার্দান (Vardan) [খৃ. ১৪শ শতাব্দী]- থাভরিয ও দাভরিয (Thavrez and Davrez) উচ্চারণ উপস্থাপন করেয়েছেন; 'দাভরিয' রূপটিতে দৃশ্যত একটি জনপ্রিয় আর্মেনীয় শব্দ প্রকরণ অনুসৃত হয়েছে : ওটা হল Daivrez, æthat is for vengeance" অর্থাৎ "এটা সমুচিত প্রতিশোধের জন্য"[৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খৃ. ৪র্থ-৫ম শতাব্দিতে আর্মেনিয়ায় এই শহরটির নাম ছিল থাভরিয, ফারসী তাবরিয হতে, Thavrez<Pers. Tavrez (Hubschmann); প্রচলিত ফারসী শব্দ প্রকরণ অনুসারে 'তাবরীয শব্দের অর্থ জ্বর কমান (=অদৃশ্য হওয়া)। (আওলিয়া চেলেবি: sitma dokudju) তবে এটাও সম্ভব যে, সাহানদ পর্বতের অগ্নুৎপাত ক্রিয়ার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক যুক্ত করেই এই তাবরীয নাম রাখা হয়েছে, যার অর্থ হল "যা তাপকে অদৃশ্য করে বা এর অবসান ঘটায়" (তু. বায়াযীদ ও ভান-এর মধ্যবর্তী গিরিপথটির নাম : তাপারীয)। আর্মেনীয় বানানে ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় পাহলাবী ভাষার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দৃষ্ট হয় (যথা : তাপ হতে তাও (taw <tap) বিশেষত রিচ (rez) এর পরিবর্তে rez। এতে মনে হয়, তাবরীয নামের মূল উৎস হয়ত আরও প্রাচীন হতে পারে, প্রাক-সাসানীয় এবং সম্ভবত প্রাক-আরসাকীয় হতে পারে (বারংবার তুর্কী আক্রমণের ফলে আযারবাইজানে যে সমস্ত ভাষাগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।[৬]

Zveix‡hi †fŠMwjK Ae¯'vb

ইরানের সর্ব উত্তর পশ্চিমে একটি পলিমাটিসমৃদ্ধ সমতলভূমির (আয়তন ৩০ মাইল *২০মাইল) পূর্বকোনে তাবরীয শহরটি অবস্থিত। এই সমতলভূমি পর্বতবেষ্টিত, তবে অদূরবর্তি উরূমিয়া হ্রদের উত্তর-পূর্ব কোনে ঈষৎ ঢালু এই সমভূমির উপর দিয়ে কতিপয় ছোট নদী বহমান, তন্মধ্য প্রধানটির নাম আজি-চাই ("লোনা নদী")। এর পানি লবণাক্ত। আজি-চাই সাওয়ালান পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম গাত্র হতে উৎপন্ন হয়ে কারাজাদাগ পর্বত বরাবর প্রবাহিত সমতলভূমিতে প্রবেশ করে তাবরীযের উত্তর পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উরমিয়া হ্রদ (Lake urmiya) পড়েছে। আজি-চাই এর তীরবর্তী উপনদী মিহিরান হ্রদ(বর্তমানে মায়দান-চাই) সরাসরি শহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়েছে। রুশ মানচিত্র অনুযায়ী

---

৪. আসসাম'আনী, wKZve j-Avbmve; G.M.S, দ্র. নিবন্ধ তানখী ও সায়্যিদ আহমদ কিসরাবী তাবরীযী আযারীয়া সাবান-ই বাসতান-ই আযারবায়যান, তেহরান ১৩০৪ হি. পৃ. ১১

৫. Camcan, *History of Armenia*, Venice 1784, I, 365; Habschmann, Armen. Gramm, i, 42: , Persian Stud., P. 179

৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১৫

সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে তাবরীযের বিভিন্ন মহল্লার উচ্চতা ৪.০০০ ফুট হতে ৫.০০০ ফুট, শহরের সন্নিকটে উত্তর পূর্ব দিকে 'আইনালি-যাইনালি'(আওন ইবন আলী ও যায়দ ইবন আলীর যিয়ারাত) পর্বতের শৃঙ্গগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সুউচ্চ (৬.০০০ ফুট) এই শৃঙ্গরাজি উত্তরে ও উত্তর পূর্বে প্রসারিত কারাজাদাগ পর্বতমালা এবং সাহান্দ পর্বতের পার্শ্ব-শৃঙ্গরাজির সাথে একটি সংযোগ রচনা করেছে (শহর হতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে)। সাহান্দ এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলির উচ্চতা ১১.৫০০ ফুট। যেহেতু কারাজাদাগ একটি খুবই বিরান ও পর্বতসংকুল এলাকা এবং সাহান্দ-এর বিশাল পর্বতস্তুপ তাবরীয মারাগার মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা জুড়েই প্রসারিত, সেই কারণে তাবরীয হতে পূর্বে, পশ্চিমে ও উত্তরে যোগাযোগের একমাত্র উপযুক্ত সড়ক হচ্ছে তাবরীযের উপর দিয়ে। এই যোগাযোগ সড়কগুলি হচ্ছে পূর্বেঃ আস্তারা (কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী) আরদাবীল তাবরীয ও তেহরান- কাযবীন মিয়ানা-তাবরীয, পশ্চিমেঃ ত্রেবিযন্দ এরযেরূম খোই তাবরীয, উত্তরেঃ তিফলীস- এরীওয়ান-জুলফা মারান্দ-তাবরীয। এটা ছাড়া যেহেতু উরমিয়া হ্রদের পূর্ব তীরে প্রসারিত সাহান্দ পর্বতের শৃঙ্গগুলি হ্রদের কিনারে খুবই সংকীর্ণ স্থান খালি রয়েছে, সেইজন্য উত্তর (ট্রান্সককেসিয়া, কারাজাদাগ) ও দক্ষিণের (মারাগা, কুর্দিস্তান) মধ্যেকার যোগাযোগ সড়কেরও তাবরীযের উপর দিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এই সৌভাগ্রপূর্ণ অবস্থান তাবরীযকে তুরস্ক ও রুশ ট্রান্সককেসিয়ার মধ্যবর্তী বিশাল ও সম্পদশালী অঞ্চল আযারবায়জানের কেন্দ্রবিন্দুতে এবং কনস্টান্টিনোপল ও পাকিস্তানের মধ্য অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত করেছে (কেবল তিফলীস, তেহরান, ইসফাহান ও বাগদাদ এই পর্যায়ে পড়ে)। ১৯৮৬ সালে তাবরীযের লোকসংখ্যা ছিল ৯৭২০০০।

তাবরীযের একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছে ২৪৪/৮৫৮ সালে ও ৪৩৪/১০৪২ সালে, এই শেষোক্তটির কথা নাসিরই খুসরাও তাঁর সাফারনামা এ উল্লেখ করেছেন এবং জ্যোতির্বিদ আবূ তারিহর শীরাযী এই ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেন[৭] ইত্যাদি। ২২-২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৪ ও অক্টোবর ১৮৫৬ সংঘটিত ভূমিকম্পের বর্ণনা দিয়েছেন খাইকাও তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে[৮] হালকা ধরনের কম্পন তাবরীযে নিত্যদিনের ঘটনা। এইসব কম্পন সাহান্দ পর্বতের আগ্নেয় ক্রিয়াকলাপের দরুন হতে পারে, তবে খানাইকাও মনে করেন ভূ-স্তরের স্থানচ্যুতিই এর কারণ।

কাজার বংশীয় সুলতান নাসিরুদদীন শাহের রাজত্বকালে (১৮৪৮-১৮৯৬ খৃ.) তাবরীয নগরীর দুর্গ-প্রকারাদি ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়[৯]। ফলে শহরের কালআ নামে অভিহিত অংশটি [চার-মিনার, সুরখাব, দাওয়াচি, ওয়াইজূয়া (সাধারণত ওয়ারজী), মিহান-মিহীন (সাধারণত মিয়ার-মিয়ার), নাওবার, মাকসূদিয়া প্রভৃতি অঞ্চল] এখন আর পূর্বেকার প্রাচীরের অপর পার্শ্ববর্তী অংশ [আহরাব, লাইলাবাদ (সাধারণত লিলাভা), চারান্দাব, খিয়াবান, বাগমেশা প্রভৃতি অঞ্চল] হতে পৃথক নেই। এটা ছাড়া পশ্চিম দিকের আমীরখীয, হুসত-দূযান, হুকমাবাদ (সাধারণত হুকমাওয়ার), কারামালিক, কারাআগাজ, আখূনী, কচাবাগ; খাতীব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মারালান শহরতলীগুলিও শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। তাবরীযে এখন পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তাবরীয বর্তমানে পূর্ব আযারবায়জান প্রদেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম আযারবায়জানের বিরাট অঞ্চলের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। যুক্ত আযারবায়যান প্রদেশের বিভাগদুলি ছিল আরদাবীল (আসতারা, মুগান, প্রভৃতিসহ), কারাজাদাগ (প্রশাসনিক কেন্দ্রঃ আহার), মারানদ (জুলফা ও গারগারসহ), খোই, মাকূ,

---

[৭]. তাবরীযের আরাকেল [Arakel of Tabriz] পৃ. ৪৯৬, ১৭২৭ খৃ.: ১৭৮০ খৃ. Ousely, iii. 436; Ritter, ix. 854

[৮]. Bull. Hist. Phil. del'Acad, de Petersbourg, 1855, p. 2511 1858, p. 337-52,

[৯]. wgiÔAvZj-ej ‘vb, ১ম খণ্ড, ৩৪৩

সালমাস, উরমিয়া (উশনূসহ), সা'ইনকাল, মারাগা, হাশতারূদ ও গারমারূদ (প্রশাসনিক কেন্দ্র মিয়ানা) প্রারাব ও কেন্দ্রীয় তাবরীয জিলা।

১৪ শতাব্দিতে হামদুল্লাহ কেন্দ্রীয় তাবরীয জিলা (তুমান)-এর অন্তর্গত মহকুমাগুলির নিম্মোক্ত তালিকা দিয়াছেন: মিহরান-রূদ, শহরের পূর্বদিকে, সারদারূদ শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বাবিল-রূদ (?), সারদারুদ-এর দক্ষিণে (খুসরাও–শাহ, উসকূয়া ও মূলান পল্লীগুলিসহ), আরওয়ানাক, উরমিয়া হ্রদের উত্তর-পূর্বে (শাবিসতার, সোফিয়ান প্রভৃতি গ্রামসহ). রূদকাব (?), খানূম-আবাদ (?) ও বাদূসতান (?) তিনটিই শহরের উত্তরদিকে অবস্থিত। ২০শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পুরাতন কেন্দ্রীয় তাবরীয জিলার এ সীমানা অপরিবর্তিত ছিল।[১০]

Zveix‡hi ivR‰bwZK I mvgwRK BwZnvm

তাবরীযকে কোন প্রাচীন নগরী মীডিয়া (Media) সনাক্ত করায় ইতিহাসবিদদের মধ্যে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এ প্রদত্ত সংক্ষিপ্তসার)। উপরে তাবরীয নামটির রূপের যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে উহার ফলে টলেমির বর্ণনা অনুসারে [Tabriz (-gabriz), from Tabriz]) তাবরীয' ও গাবরীয' অভিন্ন হওয়ার সম্ভাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। রাওলিনসন[১১] তাঁর বিশ্লেষণে 'তাবরীয' ও 'গানজা আল-শীয (ganza=al Shiz) এর মধ্যকার বিভ্রান্তি চুড়ান্তরূপে অপসারণ করেছেন (আর্মেনীয় ভাষায় "গানদযাক শাহাসতান" ও 'যাভরিয' এর বিভিন্নতা দেখিয়েছেন বায়যানটিয়ামের ফাউস্টাস)।

১৪শ শতাব্দির আর্মেনীয় ঐতিহাসিক ভার্দানের (Vardan) মতে প্রথম সাসানীয় বাদশাহ আরদাশীর (Ardashir) (২২৪-২৪১ খৃ.) শেষ পার্থিয়ান (Parthian) বাদশাহ আরদওয়ান (Artabanus) কে হত্যা করায় আর্দাশীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্বরূপ আরশাকী বংশীয় আর্মেনীয় নৃপতি খোসরো (Arshakid Armenian khosraw) [২১৩-২৩৩খৃ.] পারস্যের ভূখণ্ডে তাবরীয নগরী প্রতিষ্ঠা করেন[১২]। এ কাহিনী কোন প্রাচীন তথ্য-উৎসে পাওয়া যায় না, সম্ভবত উপরে বর্ণিত 'তাবরীয' শব্দের সুপ্রচলিত শব্দ প্রকরণই এ কাহিনীর উৎস। বায়যানটিয়ামের ফাউস্টাসের গ্রন্থে শুধু বলা হয়েছে যে, আর্মেনিয়ার দ্বিতীয় আরশাকের (Arshak II) রাজত্বকালে (খৃ. ৩৫১-৩৬৭) আর্মেনীয় সেনানায়ক ওয়াসাক (Wasak) যাভরিযস্থিত শিবিরে অবস্থানরত সাসানীয় বাদশাহ দ্বিতীয় শাপূরকে (৩০৯-৩৭৯ খৃ.) আক্রমণ করেন। পরে ওয়াসাক সেখানে পারস্য সেনাপতি বয়েকান (Boyekan) কে হত্যা ও শাহী প্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ করেন এবং তথায় স্থাপিত পারস্যের বাদশাহের মূর্তি তীরবিদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে ওয়াসাকের পুত্র মূশেগ (Mushegh) তাবরীযে পারসিক সৈন্যদিগকে পরাজিত করেন।

খৃ. ৬১৪ সালে সম্রাট হিরাক্লিয়াস (Heraclius) গানযাকা (Ganzaka) বিধ্বস্ত করার পর থেবারমেইস (Theophamus) নামক যে শহর ও ওটির অগ্নিমন্দির অগ্নিদগ্ধ করেন, থাভরিসের সাথে এর (অর্থাৎ থিবারমেইস-এর) নামের কোন বিভ্রান্তি ঘটেছে কি-না তা এখনও নির্ণীত হয় নি।

Avie kvmbvgj

আরবদের আযারবায়জান বিজয়কালে (২২/৬৪২ সালের কাছাকাছি) তাদের মুখ্য অভিযানগুলি পরিচালিত হয় আরদাবীলের বিরুদ্ধে। এই সময় পারসিক নেতা মারযুবান যে সমস্ত শহর হতে তাঁর সৈন্য সংগ্রহ

---

[১০]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১৪
[১১]. Rawlinson, Memoir on the site of the Atropatenian Ecbatana, F.R.G.S., 1840, x.. p. 107-111
[১২]. Zz. St. Martin. Memoires sur l'Armenie, i., 423,

Dhaka University Institutional Repository

করেন তাদের মধ্যে তাবরীযের উল্লেখ নেই । ফাউস্টাস যে ধ্বংসযজ্ঞের কথা উল্লেখ করেন ওটার পর তাবরীযের অবস্থা নিশ্চিতরূপেই একটি গ্রামের পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে খলীফা হারূনুর-রাশীদের স্ত্রী যুবায়দা কর্তৃক ১৭৫/৭৯১ সালে তাবরীয 'নির্মাণের' কাহিনীর ভিত্তি সম্ভবত এই যে, উমায়্যাদের জায়গীরসমূহ ভাগ-বাটোয়ারার ফলে যূবায়দা ওয়ারছান (আযারবায়জানে আরাস নদী তীরবর্তী) এলাকাটি লাভ করেন। তাবরীয পুনঃনির্মাণ আল-রাওওয়াদ আল আযদী-র পরিবারের, বিশেষত আল-রাওয়াদ আল-আযদী-র পুত্র ওয়াজনা ও অন্যান্য পুত্রের কীর্তি, শহরের চারিদিকে বেষ্টনি প্রাচীর তাঁরাই নির্মাণ করেন।[১৩] তাবারী বাবাক (হি. ২০১-২২০) এর বিদ্রোহের বর্ণনা প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবন বাঈছ নামের জনৈক বিজেতার উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি ছিলেন দু'টি দুর্গ-প্রাসাদের মালিক। এদের একটি হল শাহী, যা তিনি আল ওয়াজনা-র নিকট হতে অধিকার করেন ; অপরটি তাবরীযী (এর সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ দেয়া হয় নেই)। 'শাহী' প্রাসাদটির পরিসর ছিল ২ ফারসাখ (১ ফারসাখ-প্রায় ৬ কিলোমিটার) এটা ছিল তাবরীয প্রাসাদ অপেক্ষা বেশি মজবুত [তু. তাবরীযের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত উরমিয়া হ্রদের তীরবর্তী উপদ্বীপটির নাম শাহ বা শাহী ; কিন্তু বালাযুরীর মতে (পৃ. ৩৩০) বাঈছ-এর জায়গীরের ছিল মারানদ]।

খুররাদায বিহের গ্রন্থের (পৃ. ১১৯) রচনাকালে (২৩২/৮৪০ সাল) তাবরীযের মালিক ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনুর-রাওওয়াদ। হি. ২৪৪ সনে এক ভূমিকম্পে শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; তবে খলীফা আল-মুতাওয়াককিলেনর শাসনকাল (হি. ২৩২-২৪৭) শেষ হওয়ার পূর্বেই ওটি পুননির্মিত হয়। তাবরীয এই সময় কয়েকবার হাত বদল হয় বলে মনে হয়; কারণ আল-ইস তাখরীর (পৃ. ১৮১) বর্ণনানুসারে (হি. ৩৪০ সালের কাছাকাছি) তাবরীয, জাবরাওয়ান (বা দিহ-খাররাকান?) ও উসনূহ নিয়ে গঠিত। এর শাসক উপজাতির নামানুসারে ভূভাগটির নাম হয় বানু রুদাইনী। কিন্তু ইবন হাওকালের (পৃ. ২৮৯) সময়ের (হি. ৩৬৭ সনের কাছাকাছি) পূবেই বানু রুদাইনী অদৃশ্য হয়ে যায়। এই সব ভূস্বামী কার্যত স্বাধীনভাবে তাঁদের ঐ সমস্ত এলাকা শাসন করতেন বলেয়ই মনে হয় ; কারণ যে সাজিদিয়া বংশ হি. ২৭৬-৩১৭ পর্যন্ত আযারবায়জানের অধিপতি ছিলেন তাঁদের ইতহাসে তাবরীযের ব্যাপারে তাঁদের হস্তক্ষেপের কোন উল্লেখ নাই।[১৪] এই বংশের রাজধানী ছিল প্রথমে মারাগা, পরে আরদাবীল।

সাজিদীয়দের অন্তর্ধানের পর আযারবায়জান বহু বিরোধের রণাঙ্গনে পরিণত হয়। যিয়ারী বংশীয় শাসক মারদাবীজের আমলের জনৈক প্রাক্তন গভর্নর লাশকারী ইবন মারদী হি. ৩২৬ সনে প্রদেশটি অধিকার করেন। কুর্দী নেতা দায়সাম (Daisam) [তু. কুর্দী উপজাতিগোষ্ঠী] কর্তৃক তিনি বিতাড়িত হন; অচিরেই দায়লামী মুসাফিরীদের সাথে দাইসামের বিরোধ বাঁধে। তাবরীযের জনসাধারণ দায়সামকে তাদের শহরে আমন্ত্রণ জানালে মুসাফিরিয়াঃ বংশীয় আল-মারজুবান অবিলম্বে শহরটি অবরোধ করেন। অবশেষে দায়সাম তাবরীয ছেড়ে যান এবং আযারবায়জানের সব শহরে আল-মারজুবানের শাসন জারি করা হয় (হি. ৩৩০ সনের কাছাকাছি)।

মুসাফিরিয় বংশের শাসনের কিভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে তা খুব স্পষ্ট নয়। হুয়ার্ট (Huart) তাঁর Les Musafirides Del' Adharbaidjan, in Volume... presented to E.G. Browne, Cambridge 1922 শিরোনামের রচনা কর্মে বলেছেন যে, হি. সালেই মুসাফিরীদের শাসনের সর্বশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় তারোম (Tarom) নামক স্থানে; কিন্তু স্যার ই. ডি. রস (Sir E.D. Ross) তার গ্রন্থে[১৫] মুসাফিরিয়দের সাথে রাওয়াদী পরিবারকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, হি. ৪৪৬ সন পর্যন্ত যাদের তাবরীযে উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এটাও সম্ভব যে, এই রাওওয়াদীরা হয়ত তাবরীয পুনর্নির্মাতার পিতা আল রাওওয়াদ আল-আযদীর বংশধর ছিল এবং (অন্তর্বিবাহ ব্যতীত) দায়লামী

---

[১৩]. বালাযুরী, পৃ. ৩৩১ ; ইবনূল-ফাকীহের, পৃ. ২৮৫

[১৪]. Defremery, Mem. sur la famille des Sadjides, F. A., 1847

[১৫]. On 3 Muhamm. Dynasties. Asia Major, 1925, ii. p. 212-215

Dhaka University Institutional Repository

মুসাফিরিয়দের সাথে তাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। নিম্মোক্ত ঘটনাবলী এই রাওওয়াদীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হি. ৪২০ সালে ওয়াহসুদান ইবন মাহলান (মামলান?) বহু সংখ্য গুয্য সরদারকে তাবরীযে হত্যা করান।[১৬] হি. ৪৩৪ সনে এক ভূমিকম্পে তাবরীয ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এটার আমীর (সম্ভবত একই ব্যক্তি) আল-গুয্য আস-সালজুকীয়ার ভয়ে সদলবলে তাঁর অন্যান্য দুর্গে সরে যান। হি. ৪৩৮ সনে নাসির-ই খুসরাও তাবরীযে এক নৃপতির সাক্ষাত পান। তাঁর নাম হল সায়ফু'দ-দাওল ওয়া শারাফু'ল-মিল্লা আবূ মানসূর ওয়াহসূদান ইবন মুহাম্মাদ (মামলান?) মাওলা আমীরুল-মুমিনীন; হি. ৪৪৬ সালে তাবরীয অধিপতি আল-আমীর আবূ মানসূর ইবন মুহাম্মাদ আল-রাওওয়াদীর সুলতান তুগরীলের বশ্যতা স্বীকার করেন।

হিজরি প্রথম কয়েক শতাব্দীতে তাবরীয খুররাদাযবিহ (পৃ. ১১৯), বালাযুরী (পৃ. ৩৩১), তাবারী (পৃ. ১১৭১) ইবনুল ফাকীহ (পৃ. ২৮৫) এবং এমনকি আল-আসতাখরী (পৃ. ১৮১) তাবরীযকে আযারবায়জানের একটি ক্ষুদ্র শহর বলে উল্লেখ করলেও অপরদিকে আল-মুকাদদাসী এই শহরের প্রশংসা করেছেন; আর তাঁর সমসাময়িক ইবন হাওকাল (৩৬৭/৯৭৮ সালের কাছাকাছি) তাবরীযকে আরমানীর (আর্মেনিয়ার) শিল্পজাত পণ্যের বাজার ও ব্যস্ত বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে আযারবায়জানের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী নগরী বলে গণ্য করেছেন। ইবন মিসকাওয়ায়হ (মৃ. ৪২১/১০৩০) তাবরীযকে একটি মজবুত প্রাচীরবেষ্টিত, বনরাজি ও বাগ-বাগিচায় ঘেরা মহান নগরী বলে এবং এর বাসিন্দাদিগকে "সাহসী, রণ-নিপুণ ও সম্পদশালী" বলে অভিহিত করেছেন। নাসিরই খুসরাও-এর বর্ণনা অনুসারে হি. ৪৩৮ সনে তাবরীয শহরটির আয়তন ছিল ১৪০০*১৪০০ পদক্ষেপ অর্থাৎ এক বর্গমাইলের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা।

mvjRKx Avgj

সুবিখ্যাত সালজূক বংশীয়দের ইতিহাসে তাবরীযের উল্লেখ দৃষ্ট হয় কদাচিৎ। এই শহরের নিকটে সূলতান তুগরিল খলীফার কন্যার সাথে তাঁর বিবাহোৎসবের আয়োজন করেন।[১৭] স্বীয় ভ্রাতা মুহাম্মাদের সাথে বিরোধের সময় সুলতান বারকিয়ারুক হি. ৪৯৪ সালে তাবরীযের দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চলে সরে যান। কিন্তু দুই ভ্রাতার মধ্যে সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার শর্ত হিসেবে তাবরীয মুহাম্মাদের অধিকারে আসে। মুহাম্মাদ জনৈক সা'দুল-মুলককে তথায় উজীর নিযুক্ত করেন (হি. ৪৯৮)। হি. ৫০৫ সনে আল-আমী সুকমান আল-কুতবীকে তাবরীযের অধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ ইনি ছিলেন আরমেনিয়ায় শাহী বংশের (শাহ-আরমান) প্রতিষ্ঠাতা। এ বংশের নৃপতিগণ হি. ৪৯৩-৬০৪ সাল পর্যন্ত আখলাতে রাজধানী স্থাপন করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

হামাদানে রাজধানী স্থাপনকারী সালজুক বংশের ইরাকী শাখার অধীনে আমারবায়জান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হি. ৫১৪ সালে সুলতান মাহমূদ তাবরীযে এসে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং জর্জিয়াবাসীদের একাধিক আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত তাবরীযীগণকে অভয় দেন। এই সময় আযারবায়জানের আতাবেগ (সুলতান অনুমোদিত অর্ধ স্বাধীন শাসক) ছিলেন কুনতোগদি। তাঁর ইনতিকালের (হি. ৫১৫ সাল) পর মারাগার আমীর আকসুনকুর আহমাদীলী সুলতানের ভ্রাতা তুগরিলের নিয়ন্ত্রণ হতে তাবরীয ছিনিয়ে নেয়ার এক প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু এই ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হয়। মাহমুদ মাওসীলের আমীর জুয়ূশকে আযারবায়জানে নিয়োগ করেন। কিন্তু হি. ৫১৬ সালে তাবরীযের ফটকে জূয়ূশ নিহত হন। হি. ৫২৫ সালে সুলতান মাহমূদের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা তাবরীয অধিকার কনে। কিন্তু মাহমুদের পুত্র দাউদ সেখানে তাঁকে অবরুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত দাউদ নিজেকে তাবরীযে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন এবং এ শহর হতে আযারবায়জান, আররান ও আর্মেনিয়া নিয়ে গঠিত এক বিশাল জায়গীর শাসন করেন (হি. ৫২৬-৫৩৩)। পরে আযারবায়জান ও আররানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় প্রথম তুগরিলের পুরাতন ভৃত্য আতাবেগ

---

[১৬]. ইবনুল-আছীর, ১ম খ. ২৭৯

[১৭]. রাহাতুস-সুদূর.পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

কারা সুনকুরের ওপর। মনে হয়, তাঁর রাজধানী ছিল আরদাবীলে । হি. ৫৩৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর আমীর জাউলী (চাওলি) আত-তুগরীলী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল আতাবেগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইলদিগীয আযারবায়জানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই বংশ হি. ৬২২ সাল পর্যন্ত এই প্রদেশ শাসন করে। প্রথমত ইলদিগীযদের শক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল আযারবায়জানের উত্তর পশ্চিমে, তখন তাবরীয মারাগার আহমাদীলী আমীরদের দখলে ছিল। অতঃপর হি. ৫৭০ সালে আতাবেগ পাহলাওয়ান ইবন ইলদিগীয তাবরীযকে আকসুনকুর ইবন আহমাদীলীর পৌত্র ফালাকুদদীনের নিকট হতে কাড়িয়া নিয়ে তাঁর ভ্রাতা কিযিল আরসালানকে অর্পণ করেন। কিযিল আরসলান আতাবেগ থাকা কালেই (৫৮২-৫৮৭ হি.) তাবরীয নিশ্চিতরূপে আযারবায়জানের রাজধানীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।

হি.৬০২ সালে আমীর কারাসুনকুর আলাউদদীন আহমাদীলী আরদাবীলের আতাবেগের সাথে যোগসাজশে কিযিল আরসলানের উত্তরসুরি আমূদে আবূ বাকর-এর নিকট হতে তাবরীয পুরাধিকারের চেষ্টা চালান। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং কারসুনকুর মারাগা হারান।

নিজামী ও খাকানীর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত কবিদের রচিত ইলদিগীযীদের প্রতি নিবেদিত প্রশস্তিমূলক কবিতা হতে ধারণা করা যায় যে, এই বংশের শাসকগণ খুব আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। কিন্তু তাঁদের আমলের ভবনাদির মধ্যে শুধু নাখচুওয়ানে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষের কথা জানা যায়। তাঁদের বংশধররা যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব দুর্বল ছিলেন তার প্রমাণ পাওযা যায় জর্জিয়ার ইতিবৃত্তে বর্ণিত ৬০৫-৬০২৮/১২০৮-১২১০ সালের একটি সালের একটি ঘটনার বিবরণ হতে। এটাতে বলা হয়েছে, রাণী থামার (Thamar) এর দুই সেনাপতি ইওয়ানে (Iwane) ও জাখারে (Zakhare) এক ঘোরতর বিপজ্জনক লুণ্ঠন অভিযানে বাহির হয়ে সমগ্র উত্তর পারস্যের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া জুরজান-এ এসে পৌছান। মারানদ হতে আগত র্জীয় সৈন্যরা তাবরীযের (Thawrez –থাওরিয) জনসাধারণের নিকট হতে মুক্তিপণ আদায় করে, তবে অন্য কোনওভাবে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নি। লুণ্ঠনকারী সৈন্যরা ফিরে না আসা পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র সেনাদল তাবরীয শহরে অপেক্ষা করতে থাকে। কোন মুসলিম উৎসে এই ঘটনার উল্লেখ নেই, তবে ঘটনাটি যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে এর সত্যতা সম্বন্ধে কিছুটা বিশ্বাস জন্মে ।[১৮]

†gvsMj AvµgY

হি. ৬১৭ সালের মিতিকালে মোংগল আক্রমণকারিগণ তাবরীযের প্রাচীরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। অযোগ্য আতাবেগ উযবেক ইবন পাহলাওয়ান বিপুল অর্থ মুক্তিপণ দিয়ে তাদের প্রস্থান নিশ্চিত করেন। পরের বছর মোংগলরা পুনরায় হানা দেয়। আতাবেগ নাখচুওয়ানে পলায়ন করেন। কিন্তু সাহসী বীর শামসুদদীন আত-তুগরাঈ এক প্রতিরোধ গড়িয়া তোলেন; মোংগলরা মুক্তিপণ নিয়ে প্রস্থান করলে ওযবেগ তাবরীযে ফিরে আসেন। হি. ৬২১ সালে মঙ্গেলীয়া হতে আগত নুতন একদল মোংগল আক্রমণকারী ওযবেগের নিকট দাবি জানায় তাবরীযে অবস্থানকারী সকল খাওয়ারিযমীকে তাদের হস্তে সমর্পণ করতে হবে; ওযবেগ দ্রুত এই দাবির নিকট নতি স্বীকার করেন।

Rvjvj Ïxb

এই পরিস্থিতিতে খাওয়ারিযম-শাহ জালালুদদীন শীঘ্র মারাগা হতে তাবরীযে আসেন এবং ২৭ রাজাব, ৬২২ ওযবেগ কর্তৃক পুনরায় পরিত্যক্ত শহরটিতে প্রবেশ করতে সমর্থ হন। নগরবাসীরা জালালুদ্দীনের ন্যায় একজন সাহসী রক্ষক পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়, বিশেষত শীঘ্রই তিফলিসের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক

[১৮]. brosset, *Histoire de la Georgie*, i. 470

Dhaka University Institutional Repository

অভিযানে এবং আইওয়া (আল-আইওয়াইয়া) উপজাতির লুটেরা তুর্কমানদের শাস্তি বিধানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তাঁর তেজস্বিতা দেখে জালালুদ্দীন ওযবেগের প্রাক্তন স্ত্রী মালিকাকে বিবাহ করেন এবং ৬ বৎসর তাবরীয নগরী দখলে রাখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর একাধিক ব্যর্থতা ও ব্যক্তিগত অন্যায় আচরণ তাঁকে গুরুতরভাবে দুর্বল করে ফেলে। হি. ৬২৭ সালেই কুশয়ালওয়া (?) উপজাতির জনৈক তুর্কমান সরদার (মারাগার নিকটবর্তী রূয়ীনদিযের প্রধান) তাবরীযের আশেপাশে লুট-তরাজ চালাতে সাহসী হয়। হি. ৬২৮ সনে জালালুদদীন আযারবায়জান ছেড়ে যান এবং মোংগলরা তাবরীয নগরীসহ সমগ্র প্রদেশটি জয় করে নেয়-যে "তাবরীয হল দেশের অন্তস্তল (আসল) [কারণ] সকলেই এর ও এর বাসিন্দাদের উপর নির্ভরশীল"। মোংগলদের মালিক (জুরমাগুন-নইন) আযারবায়জানের আমীর উমরাকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান (একমাত্র শামসুদদীন আত-তুগরাঈ এই আহ্বানে সাড়া দেন নি), তাঁদের নিকট হতে মোটা অংকের খেসারত আদায় করেন, মহান বাদশাহের (উগেদি) ব্যবহারের জন্য তাঁতীদিগকে খাতাঈ বস্ত্র বয়নের নির্দেশ দেন এবং দেয় বার্ষিক করের পরিমাণ ধার্য করেন। মোংগল নেতা গুয়ূক এর সময় হতেই আরান ও আযারবায়জানের শাসনভার কার্যত মোংগলদের পারসিক মিত্র মালিক সাদরুদদীনের হস্তে ন্যস্ত ছিল।[১৯]

†gvsMj CjLvbx esk

৬৫৪/১২৫৬ সালে বাগদাদ দখলের পর মোংগল নেতা হুলাগু আযারবায়জানে গিয়া মারাগায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। ৬৬১/১২৬৩ সালে উত্তর ককেসাস অঞ্চলে বেরকাই-এর সৈন্যদের হাতে পরাজিত হওয়ার পর হুলাগু তাবরীযে ফিরে এসে কিপচাক বংশোদ্ভূত স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগকে হত্যা করেন। ৬৬২/১২৬৪ সালে রাজ্যের জায়গীর বণ্টনের সময় হুলাগু তাবরীযের গভর্নর পদে মালিক সাদরুদদীনের নিয়োগ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন।

ঈলখানী সম্রাট আবাকার শাসনামলে (৬৬৩-৬৮০ হি.) তাবরীয সরকারীভাবে ঈলখানী সম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। সম্রাট উলজায়তূর-র ক্ষমতারোহণ পর্যন্ত এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। ৬৮৮/১২৮৯ সালে সম্রাট আরগনের শাসনামলে য়াহুদী উযীর সাদুদদাওলা তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা আবূ মানসূরকে তাবরীযে নিয়োগ করেন। সম্রাট কাই-খাতুর আমলে তাবরীয প্রদেশের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ দীনার। কাগজের নোট (চাও) চালু করার প্রতিবাদে ৬৯৩/১২৯৮ সালে তাবরীযে এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ঈলখানী মুন সম্রাট গাযান খানের রাজত্বকালেই তাবরীয নগরী তার গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে। এই নৃপতি ৬৯৪/১২৯৫ সালে শহরের পশ্চিমে প্রবাহিত আজি-চাই নদীর বাম তীরে শাম নামক পল্লীতে সম্রাট আরগুন কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাসাদে এসে বাস করতে থাকেন (ফারসী) "শাম" নামের প্রাচীন রূপ হল শানব অর্থাৎ "গুম্বজ" (শীর্ষ দেশে গুম্বজযুক্ত ভবন") কিন্তু খৃ. ১৪শ শতাব্দীতেই নামটি 'শাম'রূপে উচ্চারিত হতে থাকে। গাযানের আগমনের পর অবিলম্বে সকল দেবমন্দির, গীর্জা ও সিনাগগ [য়াহুদীদের প্রার্থনাগার] এবং অগ্নি পূজার বেদী ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। কথিত হয়, আর্মেনিয়ার বাদশাহ হেথামের (Hethum) অনুরোধে পর বৎসর এই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ৬৯৯/১২৯৯ সালে এক অভিযান শেষে ফিরে এসে সম্রাট গাযান একটি পূর্ণাঙ্গ ভবনশ্রেণী নির্মাণের কাজ শুরু করেন। মৃত্যুর পর তিনি উক্ত শাম পল্লীতেই সমাধিস্থ হতে চেয়েছিলেন। শামে এমন একটি ভবন নির্মিত হল যা তৎকালীন মুসলিম জাহানের সর্বোচ্চ ভবনরূপে বিবেচিত মারবস্থিত সুলতান সানজারের গুম্বজ স্থাপিত হয় এবং এর পার্শ্বেই একটি মসজিদ, দুটি মাদরাসা (একটি শাফিঈ, একটি হানাফী মাযহাবপন্থী শিক্ষাকেন্দ্র), সায়্যিদগণের জন্য একটি হোস্টেল (দারুসসিয়াদা), একটি হাসপাতাল, মারাগার মানমন্দিরে অনুরূপ একটি মানমন্দির, একটি গ্রন্থাগার, মূলপাঠ দস্তাবেয সংরক্ষণাগার, এই সমস্ত

[১৯]. জাহান গুশা, সম্পা. এম. কাযবীনী G.M.S., ii, ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য একটি ভবন, একটি পানির চৌবাচ্চা এবং গরম পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ কতিপয় হাম্মাম নির্মিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১০০ তুমান (১০ লক্ষ দীনার স্বর্ণমুদ্রা, বর্তমানে চালু নাই; ১ তুমান-১০ হাজার দীনার) আয়ের সম্পত্তি পৃথক করে ওয়াকফ করে রাখা হয়। এই নব-প্রতিষ্ঠিত শহরের প্রতিটি প্রবেশপথে একটি সরাইখানা, একটি বাজার ও কয়েকটি হাম্মাম নির্মিত হয়। দুর দেশ হতে ফলের চারা এনে এই শহরে রোপণ করা হয়।

খোদ তাবরীয শহরেও বিরাট উন্নয়ন সাধিত হয়। পূর্বে এর বেষ্টনী প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৬০০০ গাম গাযান এর চতুর্দিকে ২৫০০০ গাম (৪.৫ ফারসাখ; ১ ফারসাখ = ৬ কিলোমিটার) দীর্ঘ একটি নুতন প্রাচীর নির্মাণ করেন। নিকটবর্তী সমস্ত বাগ-বাগিচা এবং কূহ-ই ওয়ালিয়ান ও সানজারান মহল্লাগুলি শহরের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। এইনব-নির্মিত প্রাচীরের অভ্যন্তরে কূহ-ই ওয়ালিয়ান (বর্তমানে কূহ-ই সুরখাব আ আহনালী-যাইনালী)-এর ঢালে খ্যাতনামা উজীর রাশীদুদ্দীন একটি সুরমা সৌধশ্রেণী নির্মাণ করেন। সেইজন্য এই মহল্লাটি রাবই রাশীদী (নুযহাতুল-কুলুব, পৃ. ৭৬) নামে পরিচিত হয়। রাশীদুদ্দীন কর্তৃক তাঁর পুত্রের নিকট লিখিত একখানি সংরক্ষিত পত্র হতে জানা যায়, এই নুতন মহল্লার একটি পল্লীতে বসতি গড়ে তুলবার মানসে তিনি রূম হতে ৪০ জন যুবক যুবতী পাঠাতে বলেন।[২০]

এই সময় ঈলখানী সম্রাজ্যে অক্সাস নদী হতে মিসর বিস্তার লাভ করে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রকৃত কেন্দ্রস্থল ছিল তাবরীয; যেন এই কথাটিই গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সাম্রাজ্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং মাপ (কীলা, গায) তাবরীযের মান অনুযায়ী প্রমিত করা হয়।[২১]

৭০৩/১৩০৪ সনে সম্রাট গাযান খানকে সাড়ম্বরে শামের সমাধিসৌধ দাফন করা হয়। ৭০৫/১৩০৭ সালে তাঁর উত্তরসূরি সম্রাট উলজায়তূ সুলতানীয়া (দ্র.) নামক স্থানে একটি নূতন রাজধানী গড়ে তোলার কথা চিন্তা-ভাবনা করেন। তবে শহরের বাসিন্দাগণকে স্থানান্তরিত করা সহজসাধ্য ছিল না; তাই ৭১৫/১৩১৫ সালেও দেখা যায়, কি পূচাকের ওযবেগদের রাষ্ট্রদূত সংক্ষিপ্ত মুগান আরদাবীল সুলতানীয়া পথের পরিবর্তে তাবরীযের পুরাতন পথেই যাতায়াত করছেন। আরও লক্ষ্যণীয়, ৭১১/১৩১২ সাল হতে উজীর পদে সমাসীন তাজুদ্দীন আলী শাহ তাবরীযে (মিহাদ-মিহীন মহল্লার বাহিরে) একটি বিরাট মসজিদের নির্মান কাজ শুরু করেন।

৭১৭/১৩১৭ সালে সম্রাট আবূ সাঈদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিদায়ী উযীর রাশীদুদ্দীন তাবরীযে মহন করেন এবং পরের বৎসরই তাবরীয ত্যাগ করে আপন ভাগ্য বরণ করেন। তাঁর বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় এবং রাব-ই রাশীদী লুণ্ঠিত হয়[২২]। তাঁর পুত্র গিয়াছুদদীন নিজে রাবই রাশীদীর সম্প্রসারণ চালিয়ে যান। রাজধানী এই সময় সুলতানীয়াতেই চালু হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। কারণ সম্রাট আবূ সাঈদের আদেশে সুলতানীয়ায় নির্মিত একটি সমাধিসৌধেই তাঁকে সাঈদের আদেশে সুলতানীয়ায় নির্মিত একটি সমাধিসৌধেই তাঁকে (সম্রাটকে) দাফন করা হয়।[২৩]

আবূ সাঈদের উত্তরাধিকারী আরপা ৭৩৬/১৩৩৬ সালে তাগাতুর যুদ্ধে পরাজিত হলে বিজয়ী আলী পাদশাহ কিরাত তাঁর উযীর গিয়াছুদ্দীনকে হত্যা করেন। রাশীদুদদীনের পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি তাবরীযের লোকেরা লুণ্ঠন করে। এই সময় বহু মূল্যবান সংগ্রহ ও গ্রন্থাবলী খোয়া যায়।

---

২০. Browne, A hist. of Pers. Liter., iii, 82
২১. D'Ohsson, iv. 144, 271-77, 350, 466-69
২২. Browne, iii, 71
২৩. D'Ohsson, iv. 720

RvjvBix I †Pvevbx esk

এই সমস্ত ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে দেশে যে অরাজকতা দেখা দেয় ওটির মধ্যেই জালাইরী (ঈলখানী) বংশের অভ্যুদয় হয়, তাবরীযের সহিত এদের ভাগ্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। ৭৩৬/১৩৩৬ সালে হাসান বুযুর্গ জালাইর তাবরীযের সিংহাসনে স্বীয় মনোনীত প্রার্থী সুলতান মুহাম্মাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনা অল্পকাল স্থায়ী হলেও এটা দ্বারা এই পুরাতন রাজধানীর প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু চোবানী বংশীয় হাসান কূচিক অচিরেই তাঁর নিজস্ব প্রার্থীদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। হাসান বুযুর্গ বাগদাদে ফিরে যান এবং হাসান কচিক ৭৪০/১৩৪০ সালে সুলায়মান খানকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর উপর ইরাক আজাম, আযারবায়জান, আররান, মুগান, জর্জিয়ার শাসনভার অর্পণ করেন।

হাসান কচিকের উত্তরাধিকারী তদীয় ভ্রাতা আশরাফ ৭৪৪/১৩৪৪ সালে অনূশিরওয়ান নামক একজন নূতন মোসাহেবকে সুলতানীয়ায় পাঠিয়ে দেন এবং নিজে প্রকৃত শাসনকর্তারূপে তাবরীযে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি ফারস পর্যন্ত স্বীয় কর্তৃক সম্প্রসারণ করেন। তাঁর নিষ্ঠুর কার্যকলাপ ও বলপূর্বক অর্থাদি আদায় মোঙ্গল "ব্লু হোর্ড" (Blue Horde') বা প্রাচ্য কি চুচাক বংশীয় জানীবেগ খানকে আযারবায়জানের ব্যাপারে "মানবতার স্বার্থে হস্তক্ষেপ" করতে প্ররোচিত করে। আশরাফ খোইও মারান্দ-এ পরাজিত হন। তাঁর উজীর আখিজুক'কে আযারবায়জানের দ্বায়িত্বে রেখে গেলে বিভিন্ন দিক হতে তাঁর কর্তৃত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। বাগদাদ হতে আগত জালাইরী নেতা ওয়াইস ইবন হাসান বুযুর্গ সাময়িকভাবে তাবরীয দখল করেন। আখিজূক তাঁকে বহিষ্কৃত করার সঙ্গে সঙ্গে ফারসের মুজাফফারী বংশীয় নৃপতি মুবারিযুদদীন মুহাম্মাদ ব্লু হোর্ডের জানী-বেগের সহিত কলহে লিপ্ত হন (জানী-বেগ মুবারিযুদ-দীনকে স্বীয় সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে আহবান জানিয়েছিলেন) এবং শীরায হতে এসে মিযানীয় আখিজূককে পরাস্ত করে ৭৫৮/১৩৫৭ সালে তাবরীয দখল করেন। দুই বছর পরে ওয়াইসের প্রত্যাবর্তনের মুখে মুবারিয সরে যান[২৪] ওয়াইস অচিরেই তাবরীয পুনর্দখল করেন এবং আখিজুককে হত্যা করেন।

সুলতান ওয়াইস-এর ইনতিকালের (৭৭৬/১৩৭৭) সংবাদ ফারসে পৌঁছলে মুবারিযুদ-দীনের উত্তরসুরি শাহ শুজা'তাবরীয দখলের উদ্দেশ্যে শীরায হতে রওয়ানা হন। ওয়াইসের পুত্র হুসায়ন পরাজিত হন এবং শুজা তাবরীয দখল করেন। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস পরে উজান-এ বিদ্রোহ দেখা দিলে শুজা তাবরীয হতে সৈন্য অপসারণ করতে বাধ্য হন এবং হুসায়ন সম্পূর্ণ বিনা যুদ্ধে শহরটি পুনর্দখল করেন। উত্তর-পশ্চিমে সুলতানীয়া শহরই মুজাফফারীদের রাজ্যের শেষ সীমা ছিল বলে মনে হয় (তারীখ-ই গুযীদা, পৃ. ৭২৩-২৫)। ৭৮৪/১৩৮২ সালে সুলতান আহমাদ আযারবায়জানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন; কিন্তু তাঁর শাসনকাল ছিল স্বল্পকালীন। কারণ শীঘ্রই দিগ্বী জয়ী বীর তীমুর রণাঙ্গনে আবির্ভূত হলেন।

জালাইরীদের শাসনামলের নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও তাঁরা তাবরীযবাসী জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হন। শীরওয়ান অধিপতিবৃন্দ ও কারা-কোয়ুনলু তুর্কমানরা পরোক্ষভাবে তাঁদের অধিকার মেনে নিয়েছিলেন। তাবরীযে জালাইরীদের নির্মিত ভবনাদির মধ্যে দিমিশকীয়া সমাধিসৌধ এবং সুলতান উয়াইস কর্তৃক নির্মিত একটি সুবৃহৎ ভবনের কথা জানা যায়; ক্লাভিজো-র[২৫] বর্ণনানুসারে এই ভবনটিতে ২০০০০ কামরা ছিল এবং এটাকে বলা হত দাওলাত-খানা জালাইরিদের অঙ্কনকৃত নিম্নোক্ত বিভিন্ন সনের মুদ্রার কথা জানা যায় : হাসান বুযুর্গ, হি. ৭৫৭; উয়াইস, হি. ৭৬২,৭৬৩,৭৬৪,৭৬৫,৭৬৬,৭৬৯, ৭৭০; হুসায়ন, হি. ৭৭৭,৭৭৮,৭৭৯-৭৮০,৭৮১; আহমাদ, হি. ৭৮৫,৮১০।

---

[২৪]. তু. তা'রিখ-ই গুযীদা : G.M.S., P 677-79, 715-17

[২৫]. Clavijo, Sreznewski, p 169

Z¡g‡ii Avgj

তীমূর তাঁর প্রথম পারস্য আক্রমণকালে (হি. ৭৬৮ সাল) সুলতানীয়া অধিকারের পর স্বদেশ সামারকানদে ফিরে যান। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোংগল "গোল্ডেন হোর্ড" নেতা তোকতামিশ খান অবিলম্বে দারবানদের পথে আযরবায়জানের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণাভিযান প্রেরণ করেন (৭৮৭/১৩৮৫)। আমীর ওয়ালী (তীমূর কর্তৃক বহিষ্কৃত জুরজানের প্রাক্তন অধিপতি ও খালখালের খানের দুর্বল প্রতিরক্ষার মুখে মোংগল আক্রমণকারী দল তাবরীয অধিকার করে, শহরবাসীর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করে এবং অনেককে (কবি কামাল কুজানদীসহ) বন্দি করে দারবানদে ফিরে যায়।[26]

সুলতান আহমাদ জালাইর মোঙ্গল গোল্ডেন হোর্ড বাহিনীর হাত হতে তাবরীয পুনরুদ্ধারের পরপরই তীমূর কর্তৃক তিনি পুনরায় বিতাড়িত হন (হি. ৭৮৮)। মুসলিম বাসিন্দাদিগকে রক্ষার জন্য তীমূর এই অভিযান পরিচালনা করেন বলে দাবি করেন; তীমূর শাম-গাযানে শিবির স্থাপন করত তাবরীযের বাসিন্দাদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ (মাল-ই আমান) আদায় করেন আল-আয়নীতে তীমূর সম্পর্কে আরও বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।

৭৯৬/১৩৯২ সালে আযারবায়জান, আল-রায় গীলান, শীরওয়ান দারবানদ ও এশিয়া মাইনরের এলাকাসমূহ নিয়ে গঠিত শীরওয়ান দারবানদ ও এশিয়া মাইনরের এলাকাসমূহ নিয়ে গঠিত 'হুলাগু জায়গীর' (তাখত-ই গুলাগু) তীমূর তনয় মীরানশাহকে দেওয়া হয় । এই বিশাল এলাকার রাজধানী হল তাবরীয। কিন্তু ৩ বছর পরে এই শাহযাদার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং তিনি অনেকগুলি উম্মাদসুলভ দুষ্কর্ম করে বসেন যথা : নিরাপরাধ লোকজন হত্যা, ভবনাদির ধ্বংস সাধন। ভারত অভিযান হতে ফিরে এসে তীমুর অবিলম্বে আযারবায়জান যাত্রা করেন এবং মীরানের দুষ্কর্মের সহযোগীদিগকে হত্যা করেন।

হি. ৮০৬ সালে মীরান শাহের পুত্র মীরযা উমারকে "হুলাগুর জায়গীর" এবং পশ্চিমে তীমূর-বিজিত অঞ্চলসমূহের শাসনভার দেয়া হয়। তাঁর পিতা মীরান শাহ (আরবানের দায়িত্বপ্রাপ্ত) ও ভ্রাতা আবু বাকরকেও মেসোপটেমিয়ার দায়িত্ব নিযুক্ত করে 'উমারের অধীনে রাখা হল। তীমূরের ইন্তিকালের 'উমার ও আবূবাকর-এর মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ শুরু হয়। হি. ৮০৮ সালে আবূ বাকর তাবরীয হতে ২০০ ইরাকী তুমান স্বর্ণমুদ্রা (২০ লক্ষ দীনার) কর আদায় করে নেন। 'উমার তাবরীযে ফিরে আসলেন বটে, কিন্তু তাঁর তুর্কমান সৈন্যরা জনসাধারণকে হয়রান করতে থাকায় আবূ বাকর শহর পুনর্দখল করতে সমর্থ হলেন। আবূবকর তাবরীয ত্যাগ করতে তুর্কমান বিদ্রোহী নেতা বিসতাম জাগীর শহরে প্রবেশ করেন, কিন্তু শীরওয়ান এর শায়খ ইবরাহীমের আগমন সংবাদ পেয়ে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করেন। হি. ৮০৯ সালে শায়খ ইবরাহীম তাবরীয নগরী এর প্রকৃত মালিক সুলতান আহমাদ জালাইরের হস্তে প্রত্যার্পণ করলে জনসাধারণের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।[27] ঐ বছর আবূ বকর পুনরায় শাম-গাযানে এসে হাযির হলেন। কিন্তু ঐ সময় শহরে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখে ভিতরে প্রবেশ করতে সাহসী হলেন না।

এই শেষোক্ত ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে কাস্টাইলের রাজা তৃতীয় হেনরীর (Henry iii of Castile) দ্রুত ক্লাভিজো (Clavijo) তাবরীযে কিছুকাল অবস্থান করেন (১১-২০ জুন ১৪০৪ এবং মাঝে মাঝে কিছুদিন বাদে ২৮ ফেব্রুয়ারি-২২ আগস্ট, ১৪০৫ অর্থাৎ হি. ৮০৬ সালের শেষ হতে ৮০৮ শুরু পর্যন্ত)। নানা দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেও ঐ সময় শহরটি ছিল দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ একটি ব্যস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র। ক্লাভিজে সমকালীন তাবরীযের রাজপথ, বাজার ও দালান-কোঠার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

---

[26]. জাফর-নামা, ১ম খ. পৃ. ৩৯২; Browne, Hist. Pers. Lit., iii. 321

[27]. Quatremere, N. E., xiv., p. 109.

Kviv-‡Kvqbj esk

আরাস (Araxes) নদীতীরে সুপ্রতিষ্ঠিত কারা-কোয়ুনলু বংশীয় তুর্কমান নেতা কারায়ুসুফ ১ জুমাদা-১, ৮০৯ তীমূর বংশী আবূ বাকরকে পরাজিত করলে আবূ বাকর পশ্চাদপসরণকালে তাবরীয তাঁর সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দেন; তাদের লুণ্ঠনযজ্ঞের হাত হতে কিছুই রেহাই পায় নি।[২৮] কারায়ুসুফ সুলতানীয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং এই শহরের লোকজনকে তাবরীয, আবদাবীল ও মারাগায় ধরে নিয়ে যান। আবূ বাকর অচিরেই আযারবায়জানে ফিরে আসেন। কিন্তু বিসতামের সহায়তায় কারা য়ূসুফ সারদারূদে (তাবরীযের ৫ মাইল দক্ষিণে) তাঁকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে তীমূর পুত্র মীরান শাহ নিহত হন, তারবীযের সুরখাব গোরস্তানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

সুলতান আহমাদ ও কারা য়ূসুফ একত্রে মিসে নির্বাসনে থাকাকালে রাজ্য পূর্ণবণ্টন সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মতৈক্যের কথা স্মরণ করে কারা য়ূসুফ তাঁর আচরণে একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। বিপুল জাঁকজমক সহকারে সুলতান আহমাদের দত্তক পুত্ররূপে বিবেচিত স্বীয় পুত্র পীর-বুদাগকে তিনি তাবরীযের সিংহাসনে বসালেন (মাতলাউস-সাদায়ন-এর বর্ণনা মতে কারা য়ূসুফ হি. ৮১৪ সাল পর্যন্ত পীর-বাদাগকে "ধ্যান" উপাধি প্রদান করেন নি)। বাহ্যত সুলতান আহমাদ এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন বটে, কিন্তু কারা য়ুসুফের আর্মেনিয়া অবস্থ্ধানকালে তিনি তাবরীয দখল করে নিলেন। তাবরীয হতে ২ ফারসাখ দূরে আসাদ-এর যুদ্ধে সুলতান আহমাদ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলেন। কারা য়ূসূফ তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। দিমাশকীয়ায় স্বীয় পিতা (সুলতান উয়াইস) ও মাতার সমাধিপার্শ্বেই সুলতান আহমাদ সামাহিত হন। জালাইর বংশীয় শেষ নৃপতির জীবনাবসানে পুনরায় তাবরীযবাসী সমবেদনা প্রকাশ করল।[২৯]

তাবরীয নগরী হতেই কারা য়ূসুফ নিয়মিত তাঁর বিভিন্ন আক্রমণাভিযান পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়। কারা য়ূসুফের প্রভাব বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে তীমূরী শাসক শাহরূখ হি. ৮১৭ সালে তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণাভিযান পরিচালানা করেন কিন্তু তিনি আল-রায় শহর অতিক্রম করেন নাই । ৮২৩/১৪২০ সালে শাহরুখ খান কারা য়ূসুফকে পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঐ সময় কারা য়ূসুফের মৃত্যুর সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছায়। তুর্কমান শিবিরে অরাজকতা দেখা দেয় এবং এক সপ্তাহ পরে মিরযা বায়সুনগুর তাবরীয দখল করেন।[৩০]

রাওয়াদাতুস সাফা ও খুলাসাতুল-আখবারে প্রদত্ত বিবরণী অনুসারে আর্মেনিয়ায় কারা য়ূসুফের পুত্রগণকে পরাজিত করে ৮২৪/১৪২১ সালের গ্রীষ্মকালে শাহরূখ তাবরীযে পৌঁছান। হি. ৮৩২ সালে কারা য়ূসুফ তনয় ইসকানদার সুলতানীয়া দখল করেন; শাহরুখ পুনরায় সসৈন্যে শাম-গাযানে এসে সালমাসে কারা-কোয়ুনলু নেতা ইসকানদারকে পরাজিত করলেন। হি. ৮৩৩ সালে শীতকালে কারা য়ুসুফের পুত্র আবূ সাঈদ শাহরূখের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করতে আসলে তাঁকে আযারবায়জানের শাসনভার দেয়া হয়; কিন্তু পরের বৎসর স্বীয় ভ্রাতা ইসকানদারের হাতে তিনি নিহত হন।

৮৩৮/১৪৩৪ সালে শীতকালে শাহরুখ তৃতীয়বারের মত আযারবায়জানে আসলে ইসকানদার দূরে সরে পড়াই বিবেচিত মনে করলেন। কিন্তু তদীয় ভ্রাতা জাহান-শাহ কালবিলম্ব না করে শাহরূখের সাথে যোগ দিলেন। ৮৩৯/১৪৩৬ সালের গ্রীষ্মকাল শাহরুখ তাবরীযেই কাটিয়ে দিলেন এবং শীতের আগমনে জাহানশাহকে আযারবায়জানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলেন। এইরূপে শুরু হল এমন এক নৃপতির জীবন, যিনি তাবরীযকে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের রাজধানীর মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, যার আয়তন এশিয়া মাইনর হতে পারস্য উপসাগর ও হেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাবরীযের সর্বাপেক্ষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সৌধ "নীল

---

[২৮]. মাতলাউস সাদায়ন, পৃ. ১১০

[২৯]. Huart, *La fin de la dynastie des Ilkhaniens, Fourn.* As., Oct. 1876, p. 316-362

[৩০]. Price, *Chronological Retrospect of the Events of Mahom,* History, London 1821, iii, 541,

মসজিদ" ("গোক-মাসজিদ") এই জাহানশাহেরেই (বেরেযিন [Berezin] এর মতে তাঁর স্ত্রী বেগম খাতুনের) কীর্তি। সম্ভবত জাহানশাহের আমল হতেই তাবরীযের সুরখাব ও চাবানদাব মহল্লায় আহল-ই হাক্ক ধর্মীয় সম্প্রদায় উপস্থিত হয় ।

AvK-‡Kqbj esk

১৪৬৭ জাহানশাহ আর্মেনিয়ায় অবস্থানকালে এক অতর্কিত হামলার শিকার হলেন এবং আককেয়ুনলু তুর্কমান সরদার উযুন হাসান বায়ানদুরী কর্তৃক নিহত হলেন। ইসকানদারের দুই কন্যা তখন তাঁদের দারবীশ ভ্রাতা হুসায়ন আলীকে তাবরীযে ক্ষমতাসীন বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু জাহানশাহের বিধবা পত্নী তাঁদের এই পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিলেন। তবে জাহানশাহের বিকৃত-মস্তিষ্ক পুত্র হুসায়ন আলী (অপর এক স্ত্রীর গর্ভজাত) তাবরীয দখল করে বিমাতা বেগম খাতুন ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করেন ।

তীমূর বংশীয় আবূ সাঈদের সহায়তা সত্ত্বেও হাসান আলী মারানদ-এ পরাজিত হন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত স্বয়ং আবূ সাঈদের মৃত্যু ঘটায়। ৮৭৩/১৪৬৮ সালে উযুন হাসান তাবরীয দখল করে এই শহরকে তাঁর রাজধানী করলেন (উছমানী সুলতারেন নিকট প্রেরিত এক পত্রে উযুন হাসান তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান (ফারীদুন-বে্, মুনশা'আত)।

উযুন হাসানের রাজত্বকালের ঘটনাবলীর বিবরণের জন্য ভেনিসীয় উৎসগুলি খুবই মূল্যবান। [তাবরীযে প্রেরিত প্রথম ভেনিসীয় কনসাল (খৃ. ১৩২৪) ছিলেন মার্কো দা মলিনো (Marco da Molino)]। ১৪৭৪ খৃস্টাব্দে ভেনিস প্রজাতন্ত্র কর্তৃক তাবরীযে প্রেরিত দূত গিওসাফা বার্বারো (Giosafa Barbaro) সমকালীন তাবরীয নগরীর প্রাণোচ্ছল জীবনধারার বর্ণনা দিয়েছেন। এইখানে বিশ্বের সব দেশ হতেই দূতগণের আগমন হত। দূত বার্বারোকে বিশাল শাহী প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি মঞ্চে অভ্যর্থনা জানানো হয়; এই প্রাসাদকে তিনি "আপতিসতি" (æAptisti") বলে অভিহিত করেছেন। খৃ. ১৫১৪ সালে (?) যে অজ্ঞাতনামা ভেননিসীয় সাওদাগার তাবরীয সফর করেন। তিনিও উযুন হাসানের রাজত্বকালের জাঁকজমকের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "পারস্যে ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর (উযুন হাসানের) সমক্ষ কোন নৃপতির আবির্ভাব হয় নি। উযুন হাসান ৮৫২/১৪৭৭ সালে ইন্তিকাল করেন, তাঁকে তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠিত নাসরীয়া মাদরাসার প্রঙ্গণে দাফন করা হয়; পরে তাঁর পুত্র য়াকূবও এইখানেই সমাধিস্থ হন। য়াকূকুবের অপেক্ষকৃত শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে শাহী দরবারে বহু সুধীজন আকৃষ্ট হন (কূর্দী) ইতিহাসও ইদরীস তাঁর সচিব ছিলেন); হি. ৮৮৮ সালে তিনি সাহিব আবাদের বাগিচায় হাশত-বিহিশত প্রসাদ নির্মাণ করেন। উপরে বর্ণিত অজ্ঞাতনামা ভেনিসীয় সওদাগরও এই প্রাসাদের (Astibisti) বর্ণনা দিয়েছেন এটার বিরাট হলঘরের ছাদের তলার পিঠে পারস্যোর সকল বড় বড় যুদ্ধ, দূতাবাস ইত্যাদির ছবি অঙ্কিত ছিল। হাশত-বিহিশত-এর পার্শ্বে ছিল মহিলাদের জন্য নির্ধারিত এলাকা, একটি বিশাল ময়দান, মসজিদ এবং ১০০০ শয্যার একটি হাসপাতাল ।

mvdvex esk I ZKx cviwmK h×

আককেয়ুনলু নেতা মীরযা আল ওয়ানদের বিরুদ্ধে শরুরের যুদ্ধে জয়লাভের পর সাফাবী বংশীয় নৃপতি প্রথম ইসমাঈল ৯০৬/১৫০০ সালে তাবরীয অধিকার করেন। শহরের ২-৩ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ সুন্নী মতাবলম্বী ছিল বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু নূতন শাসক অচিরেই তাদের উপর শীআ মতবাদ চাপিয়ে দিতে চাইলেন এবং এতে যারা আপত্তি করল তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। ইসমাঈল আককোয়ুনলু বংশীয়দিগকে এতই ঘৃণা করতেন যে, তিনি তাঁর পূর্বসূরী এসব শাসকদের দেহাবশেষ কবর হতে তুলে এনে অগ্নিদগ্ধ করেন । এই যুবক আক-কেয়ুনলু নৃপতির অমিতাচারের ফলে কয়েকটি পরিবারে যে হতাশা নেমে আসে উপরোক্ত অজ্ঞাতনামা ভেনিসীয় সওদাগর ওটিরও উল্লেখ

করেছেন। ইসমাঈল আলওয়ানদের পশ্চাদ্ধাবন করে আরযিনজানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে আলওয়ানদ স্বল্পকালের জন্য তাবরীযে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হন এবং স্থানীয় ধনীদের ওপর নির্যাতন চালান" ।

২ রাজাব, ৯২০/২৩ আগস্ট, ১৫১৪ তারিখে সংঘটিত চালদিরানের যুদ্ধে বিজয় উছমানীয়দের জন্য তাবরীযের পথ খুলে দিল। ৯ দিন পরে তুর্কী উযীর দুকাগিন-ওগলু ও দাফতার-দার (অর্থ সচিব) পীরী তাবরীয নগরী দখল করলেন; ৬ সেপ্টেম্বর সুলতান সেলিম বিজয়ী শোভাযাত্রা সহকারে নগরীতে প্রবেশ করলেন। তাবরীযে অবস্থানকালে তুর্কীরা সংযত আচরণ করল।[৩১] কিন্তু পারসিক নৃপতিগণ কর্তৃক সংগৃহীত বিপুল ধনরত্ন তারা হস্তগত করে এবং ১০০০ দক্ষ কারিগরকে কনস্টান্টিনোপলে ধরে নিয়ে যায়। সুলতান সেলিম মাত্র এক সপ্তাহ তাবরীযে অবস্থান করেন। কারণ তুর্কী জানিসারী বাহিনী এই অভিযান আর চালিয়ে যেতে অস্বীকার করায় তাঁকে দেশে ফিরতে হয়।

খৃ. ১৫১৪ সালের ঘটনাবলী ছিল পারসিকদের জন্য এক গুরুতর বিপদসংকেত। তাই শাহ প্রথম তাহমাসপের শাসনকালে রাজধানী বিপদসংকেত। তাই শাহ প্রথম তাহমাসপের শাসনকালে রাজধানী অনেক দূর পূর্বে কাযবীনে স্থানান্তির করা হয়। ভেনিসীয় রাজদূত আলেসান্দ্রি (Alessandri) এর মতে লিপ্সার জন্য শাহতাহমাসপ আককেয়ুনলুদের পুরতন রাজধানী তাবরীযে জনপ্রিয় ছিলেন না।

তেক্কি-র তুর্কমান উপজাতীয় নেতা স্বপক্ষত্যাগী উলামা-র পরামর্শে উছমানী সুলতান প্রথম সুলয়মানের সৈন্যরা তাঁর প্রধান মন্ত্রী (Grand Vizier) ইবরাহীম পাশার নেতৃত্বে ৭১৪৫/১৩জুলাই, ১৫৩৪ তাবরীয দখল করে আসাদাবাদে (সাঈদ আবাদে) গ্রীষ্মকালীন শিবিরে অবস্থান করতে লাগলেন। ইবরাহীম তাবরীযের শা-গাযানে একটি দুর্গ নির্মাণ শুরু করলেন। আযারবায়জানের শাসনভার ন্যস্ত হল উলামার উপর তাহমাসপের অধীনেও তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর তুর্কী তুলতান সুলায়মান স্বয়ং তাবরীযে আগমন করলেন। অল্পকাল পরেই তিনি সুলতানীয় পর্যন্ত এক তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং বাগদাদ অধিকার করলেন। অতঃপর তাবরীযে প্রত্যাবর্তন করে সুলতান সুলায়মান ১৪দিন প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত রইলেন। এই সময় শীতের প্রচণ্ড প্রকোপে তুর্কী বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলে পারসিক সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে ওয়ান পর্যন্ত অগ্রসর হল। শাহ তাহমাসপ-এর ভ্রাতা আল-কাস মীরযার প্ররোচনায় ৯৫৫/১৪ জুলাই ১৫৪৮ সুলতান সুলায়মান পুনরায় তাবরীয দখল করলেন; কিন্তু তিনি এইবার মাত্র ৫দিন শহরে অবস্থান করেন।

পারসিকদের কৌশলটি ছিল হানাদার তুর্কীদের জন্য জীবন ধারণের সকল উপকরণ ধ্বংস করে দেওয়া। ফলে দুর্ভিক্ষের চাপে তুর্কীরা পুনরায় পশ্চাদপসরণে বাধ্য হল। হাফত ইকলীমের বিবরণ অনুসারে সুলতান সুলায়মান আপন সৈন্যদের অধিকার খরিদ করে নেন (যাতে তারা আর লুটতরাজে লিপ্ত না হয়)। কিন্তু এটা সত্ত্বে তাবরীযবাসীরা গোপনে তুর্কীদিগকে হত্যা করতে লাগল। তাবরীযের বাসিন্দাদিগের সকলকেই হত্যা বা বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আলকাসম মীরযা-র প্রস্তাব সুলতান সুলায়মান প্রত্যাখ্যান করেন। রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের (Francis I) দূত এ, ডি আরমান (A. d'aramon) তুর্কীদের এই তাবরীয দখলের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি শহর রক্ষার্থে সুলতানের প্রচেষ্টার চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়েছেন । ৯৬২/২৯ মে, ১৫৫৫ আমসিয়ায় তুরস্ক, ও পারস্যের মধ্যে প্রথম শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ৩০ বছর কাল হয়।[৩২]
৯৯৩//১৫৮৫ সালে উছমানী সুলতান তৃতীয় মুরাদের প্রধানমন্ত্রী ওযদেমির-যাদা 'উছমান পাশা ৪০০০০ সৈন্য নিয়ে তাবরীয পুনরাধিকারে ব্রতী হন। ওয়ান প্রদেশের গভর্নর চিগালাযাদা ৬০০০ সৈন্যসহ তাঁর সঙ্গে

[৩১]. Browne, Pers. Lit. in Mod. Times, p.77
[৩২] . V. Hammer, ii. 112, 120, 269; আলাম-আরা, পৃ. ৪৯-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দিলেন। চালদিরান ও সোফিয়ান হইয়া তুর্কীরা শাম-গাযানের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হল। পারসিক গভর্নর আলী কুলী খান এক দুঃসাহসী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে চিগালা-যাদার ৩০০০ সৈন্য হত্যা করে রাত্রিতে অন্ধকারে সরে গেলেন। সেপ্টেম্বরে তুর্কীরা শহরটি দখল করল। কিছু সংখ্যক তুর্কী সৈন্য হত্যার শাস্তিস্বরূপ তুর্কীরা শহরটি বিধ্বস্ত করল এবং বহু লোককে হত্যা করল।

পারসিক প্রধানমন্ত্রী হামযা মীরযা শহরের চতুর্দিকে সক্রিয় রইলেন। তিনি কয়েকবার আক্রমণ চালিয়ে তুর্কী বাহিনীর বহু লোক ক্ষয় করলেন। তাবরীযের প্রতিরক্ষার জন্য 'উছমান পাশা-যাদা মাত্র ৩৬ দিনে শহরের অভ্যন্তরে (আলাম-আরা "পুরাতন দাওলাতখানার অবস্থানের উপর": আওলিয়া শাহের খিয়াবানের চতুর্দিকে") একটি বর্গাকার দুর্গ নির্মাণ করলেন। এই প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল ১২৭০০ এল (১এল=প্রায় ১গজ, ইংলিশ এল=৪৫ ইঞ্চি, দেশেভেদে এটার তারতম্য হয়) [আওলিয়া, মিমার-ই মেককি আরশুনি]। ৪৫০০০ সৈন্যের একটি গ্যারিসন এই দুর্গের প্রহরায় নিয়োজিত হয়। এই সময় জাফার পাশা তাবরীযের গভর্নর নিযুক্ত হন। ২৯ অক্টোবর, ১৫৮৫ তুর্কী প্রধান মন্ত্রী 'উছমান পাশা ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি চিগালা-যাদাকে তুর্কী সৈন্যদের সেনাপতি নিযুক্ত করে যান। চিগালা-যাদা সাফল্যের সাথে পারসিকদিগকে পরাস্ত করলেন বটে, কিন্তু অচিরেই তারা তুর্কীদেরকে শহরের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করল। ৪৮টি লড়াইয়ের পর ফরহাদ পাশা তুর্কীদেরকে নিশ্চিতরূপে অবরোধমুক্ত করতে সক্ষম হলেন। অতঃপর ৯৯৮/১৫১০ সালে দুই দেশের মধ্যে এক সর্বনাশা শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হল : এটার ফলে শাহ আব্বাসকে ট্রান্সককেসিয়ার বিজিত এলাকা এবং পশ্চিম ইরান তুর্কীদের নিকট ছেড়ে দিতে হল। এই সময় হতে তুর্কীরা তাবরীয দখলের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করল। পর্যটক আওলিয়া তাবরীয ও এটার আশেপাশে তুর্কীদের, বিশেষত ফাফার পাশা নির্মিত বহু ভবনাদির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে পারসিকরাও তাদের প্রাচীন রাজধানীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল।

খৃ. ১৬০৩ সালে তুর্কী সিপাহীদের মধ্যে যে গোলযোগ দেখা দেয় তার ফলে তুর্কী সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। ঐ বছর হেমন্তে শাহ আব্বাস অপ্রত্যাশিতভাবে ইসফাহান ত্যাগ করলেন এবং ১২ দিন পরে তাবরীযে প্রবেশ করলেন। শহর হতে ২ ফারসাখ (=১২ কিলোমিটার) দূরে হাজ্জী হারামী নামক স্থানে তুর্কী সেনাপতি আলী পাশা পরাজিত হলে তুর্কী দুর্গ আত্মসর্মণ করল। শাহ আব্বাস পরাজিত শত্রুর সাথে সদয় ব্যবহার করেন ঐ সময় তাবরীযে অবস্থানরত তেকতেন্দার [Tectander]-এর সাক্ষ্য; কিন্তু শীআদের মধ্যে ধর্মান্ধতা জাগ্রত হওয়ায় ২০ বছরের তুর্কী শাসনামলে গড়ে উঠা আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের বন্ধন অগ্রাহ্য করে তাবরীযের বাসিন্দারা শহরে ও এর আশেপাশে নির্বিচারে বহু তুর্কিকে হত্যা করল। শাহ প্রথম আব্বাসও জনসাধারণকে তুর্কী শাসনের সমস্ত নাম-নিশানা মুছে ফেলতে আহ্বান জানালেন; "কয়েক দিনের মধ্যেই তার তুর্কীদের নির্মিত দুর্গ, তাহাদের ঘর-বাড়ি, দালানকোঠা, বসতিস্থল, সরাইখানা, দোকানপাট, গোসলখানা ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন করে দিল'।

১০১৯/১৬১০ সালে দুর্বলচেতা উছমানী সুলতান তৃতীয় আহমাদের রাজত্বকালে তুর্কীরা পুনরায় তাবরীয আক্রমণের চেষ্টা চালায়। 'উছমানী প্রধানমন্ত্রী মুরাদ পাশা সসৈন্যে অপ্রত্যাশিতভাবে তাবরীযের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন; তবে শাহ'আব্বাস যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় পেলেন, তাবরীযের গভর্নর পীর-বুদাক' খান শহরের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত রইলেন, আর শাহ স্বয়ং সুরখাব পর্বতের উত্তরে তাঁর সৈন্যদলসহ অবস্থান গ্রহণ করলেন। কিন্তু যুদ্ধ হল না, গ্রামাঞ্চলে খাদ্য-দ্রব্যাদির অভাবে তুর্কীরা ভয়ানক কষ্টে পড়ল। কারণ পারসিকরা আগেভাগেই গ্রামাঞ্চল বিধ্বস্ত করে রেখেছিল। ৫ দিন পরে তুর্কী বাহিনী পেছনে হাঁটতে শুরু করল। এদিকে শাহ আব্বাস ও মুরাদ পাশা পরস্পর দূত বিনিময় করে চললেন। এই তুর্কী আক্রমণের ফলে তাবরীযে একটি নুতন দুর্গ নির্মাণ ত্বরান্বিত করল। পুরাতন তুর্কী দুর্গের স্থান মিহরান-রূদ নদীর বন্যার পানিতে প্লাবিত হত বলে ওটি দুর্গের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হল। নুতন দুর্গটি নির্মাণ করা হল সুরখাব পর্বতের ছায়াতলে রাব-ই রাশীদী মহল্লায়। এই নির্মাণ কার্যে ব্যবহারের জন্য পুরাতন ভবনাদির

ধ্বংসাবশেষ হতে বিশেষত শাম-গাযানের ইমারতসমূহের ধ্বংসস্তুপ হতে মাল-মসলা সংগ্রহ করা হয়। অপরদিকে মুরাদ পাশার এই আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় ১০২২/১৬১২ সালে তুরস্ক ও ইরানের মধ্যে একটি নুতন চুক্তি সম্পাদিত হল, যার শর্ত অনুসারে পারসিকরা শাহ তাযমাসপ ও সুলতান সুলায়মানের সময়কার অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হল।[৩৩] তবে সরেজমিনে সীমানা চিহ্নিতকরণে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

১০২৭/১৬১৮ সালে ক্রিমিয়ার কতিপয় তাতারী খানের প্ররোচনায় ওয়ানের তুর্কী সৈন্যরা (৬০০০০) হঠাৎ আযারবায়জানে এক ব্যাপক আক্রমণ চালায়। পারসিকরা এই আক্রমণের মুখে তাবরীয ও আরদাবীল হতে পশ্চাদপসারণ করে। খাদ্যদ্রব্যাদির ঘাটতি থাকায় তুর্কীরা তাবরীয হতে খাদ্য সংগ্রহ করে সারাবের দিকে অগ্রসর হয়; তাবরীযের সিপাহসালার (প্রধান সেনাপতি) কারচকাই খান এখানে তুর্কীদের বিরুদ্ধে এক চমকপ্রদ বিজয় হাসিল করেন। অতঃপর হি. ১০২২ সনে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তে পুনঃসমর্থন করে একটি নুতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

শাহ প্রথম আব্বাসের মৃত্যুর পর তুর্কী ও পারসিকদের মধ্যে পুনরায় ব্যাপক আকারে যুদ্ধ শুরু হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী শাহ সাফী-র রাজত্বকালে উছ'মানী সুলতান চতুর্থ মুরাদ ১০৪৫/১৬৩৫ সালে আযারবায়জান আক্রমণ করেন। রাজ্যজয় অপেক্ষা বরং ধন-সম্পদ লুণ্ঠনই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। মুরাদ তাঁর সৈন্য-দিগকে শহরটি ধ্বংস করে ফেলার আদেশ দিলেন। এইরূপে তাবরীযকে ভুমিসাৎ করে দিয়ে" মতুরাদ আসন্ন শীতের আগমনে দ্রুত ফিরে যান। তিনি মাত্র ৩ দিন তাবরীযে অবস্থান করেন। পরবর্তী বসন্তকালে পারসিকরা এরিওয়ান পর্যন্ত তাদের সমস্ত এলাকা পুনর্দখল করে অতঃপর ১০৪৯/১৬৩৯ সালে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে তারা তুর্কীদের নিকট হতে যে সীমানা নির্ধারণ করে নেয় এর মুখ্য রেখা অদ্যাবধি অপরিবর্তিত রয়েছে। হাজ্জী খালীফা ১০৪৫/১৬৩৫ সালের তুর্কী অভিযানের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁর মতে মুরাদের নির্দেশিত ধ্বংসযজ্ঞের পর শহরের পুরাতন বেষ্টনী প্রাচীর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। শুধু এখানে-ঐখানে পুরাতন ভবনের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়। এমনকি শাম-গাযান প্রাসাদকেও রেহাই দেয়া হয় নি; একমাত্র উযুন হাসানের মসজিদটি অক্ষত রাখা হয়। সৈন্যরা ফলের গাছও কেটে সাবাড় করতে চেয়েছিল কিন্তু গাছ-গাছালির সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তারা মাত্র এক-দশমাংশ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।

এরূপ দুর্দশায় নিপতিত হবার কয়েক বৎসর পরে বহু বিদেশী পর্যটক তাবরীয সফরান্তে বলেছেন যে, শহরটির এক চমৎকার পুনরুজ্জীবন হয়েছে। শাহ দ্বিতীয় 'আব্বাসের রাজত্বকালে ১০৫৭/১৬৪৭ সালে আগত পর্যটক আওলিয়া চেলেবি তাঁর আকর্ষণীয় ভ্রমণ কাহিনীতে তাবরীয নগরীর বিশদ পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন, যথা : শহরে মাদরাসার সংখ্যা ৪৭ টি, সাধারণ বিদ্যালয় ৪০০টি, সরাইখানা ২০০টি; খ্যাতনামা ব্যক্তিদের ১০৭০টি, দারবীশদের তাকীয়া ১৬০টি, বাগ-বাগিছা ৪৭০০০। হাজ্জী খালীফার মতে শহরের খোলা চত্বরগুলিতে প্রাণচঞ্চল নগরবাসীর সমাগম লেগেই থাকত। একই আমলে পযৃটক ট্যাভানিয়ারের (Tavernier) কথায় সুলতান মুরাদ কর্তৃক শহরটির ক্ষতি সাধিত হলেও এটি "প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পুননির্মিত হয়েছে। সারডিনের (Chardin, ii. 328) মতে খৃ. ১৬৭৩ সালে শাহ প্রথম সুলায়মানের শাসনামলে তাবরীযের লোকসংখ্যা ছিল ৫৫০০০০(এই সংখ্যা অতিরঞ্জিত মনে হয়), ঘরবাড়ির সংখ্যা ১৫০০০ আর দোকানপাট ১৫০০০। এটা ছিল "সত্যই একটি সুবৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখানে জীবনযাত্রার সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়;' যে কেহ স্বল্প ব্যয়ে এইখানে বেশ ভালভাবেই বসবাস করতে পারে।" তাবরীযে খৃস্টান ফ্রান্সিসকান তারীকার কাপুসিন সন্নাসীদের একটি ধর্মশালা ছিল। কর্তৃপক্ষ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতেন। তাবরীযের বেগলার-বেগী (গভর্নর) এর অধীনে ছিল কারস, উর্মিয়া, মারাগা ও আরদাবীলের খানগন (স্থানীয় প্রশাসক) এবং ২০ জন "সুলতান' (স্থানীয় সরদার)

[৩৩]. আলাম-আরা, পৃ. ৬০০, ৬১১; V. Hammer, ii. 736, 745

mvdvex es‡ki Aemvb I bw'i kvn

আফগানদের পারস্য আক্রমণের ফলে পারস্যে চরম অরাজকতা দেখা দেয়। পারস্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাহমাসপ ইসফাহান হতে পলায়ন করে তাবরীযে এসে উপস্থিত হলে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদশাহ ঘোষণা করা হয় (১১৩৫/১৭২২)। ১২ সেপ্টেম্বর, ১৭২৩ সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে দ্বিতীয় তাহমাসপ কাস্পিয়ান সাগর-সন্নিহিত প্রদেশগুলি রাশিয়াকে ছেড়ে দিলে তুরস্ক ঘোষণা করল যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সে তাবরীয ও এরিওয়ানের মধ্যবর্তী সীমান্ত জিলাগুলি দখল করবে। এরিওয়ান, নাখচুওয়ান ও মারানদের পতনের পর তুর্কীরা সের-আসকার (প্রধান সেনাপতি) আবদুল্লাহ পাশা কপরুলুর নেতৃত্বে ১১৩৭/১৭২৪ সালের হেমন্তে তাবরীযের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। তারা দেবেচি ও সুরখাব মহল্লা যেখানে তুর্কী সুলতান প্রথম সেলীম একদা (৬ সেপ্টেম্বর, ১৫১৪) শিবির স্থাপন করেন] দখল করে নেয়। পারসিকরা শামগাযানে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে লাগল। তুর্কীরা কতিপয় এলাকায় সাফল্য লাভ করলেও আসন্ন শীতের আগমনে মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। পরবর্তী বসন্তকালে কপরুলু ৭০ হাজার সৈন্য নিয়ে তাবরীয নগরী অবরোধ করলেন। এই অবরোধ মাত্র ৪ দিন স্থায়ী হয়, কিন্তু ৭টি সুরক্ষিত মহল্লায় লড়াই ছিল খুবই প্রচণ্ড। এই যুদ্ধে পারসিকরা ৩০ হাজার সৈন্য আর তুর্কীরা ২০ হাজার সৈন্য হারাল; পারসিকদের যে ৭ হাজার সৈন্য প্রাণে রক্ষা পেল তারা বিনা বাধায় আরদাবীলে সরে গেল।[৩৪]

১১৪০/১৭২৭ সালে আফগান নেতা আশরাফের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে উছমানীগণ সুলতানীয়া ও আবহার পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম পারস্য দখলে রাখবার অধিকার লাভ করে। দুই বছর পরে পারস্য সেনাপতি নাদির তাবরীযের নিকট সুহায়লানে (সাধারণত সাওয়ালান বা সিনিখ-কপরু) মুসতাফা পাশার বাহিনীকে পরাজিত করেন। ৮ মুহাররাম, ১১৪২/১৭২৯ শহরে প্রবেশ করে তিনি হাশতারুদের গভর্নর রুসতাম পাশাকে বন্দি করেন।

তুরস্কের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিতে অতি আগ্রহী হয়ে শাহ তাহমাসপ পুনরায় তুর্কীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু হামাদানের নিকট কুরিজানের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন; ১১৪৪/১৭৩১ সালের শীতকালে তুর্কী সের-আসকার (প্রধান সেনাপতি) আলী পাশা তাবরীযে ফিরে এসে এইখানে একটি মসজিদ ও একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। অল্পকাল পরে ১৬ জানুয়ারি, ১৭৩২ দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুসারে পারসিকরা আরাস (Araxes) নদীর উত্তর দিকে সমগ্র এলাকা তুরস্ককে ছেড়ে দিল, তবে তাবরীয ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলি নিজেদের অধিকারে রাখল। 'আলী পাশা যেহেতু তাবরীয দখল করে নিয়েছিলেন, সেই কারণে তুরস্ক সরকার খুবই অনিচ্ছায় এটা পারসিকদিগকে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়; তবে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার দরুন তুর্কী প্রধানমন্ত্রী পদচ্যুত হন। অপরদিকে পারস্যের ট্রান্স-ককেসীয় প্রদেশগুলি তুরস্কের নিকট ছেড়ে দেওয়ার অজুহাতে সাফাবী সেনাপতি নাদির দ্বিতীয় তাহমাসপকে সিংহাসনচ্যুত করেন। অতঃপর বাগদাদের নিকট নাদিরের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করবার পর ওয়ানের গভর্নর রুসতাম পাশা তাবরীয পুনর্দখল করলেন। ১৭৩৪ সালে নাদির তাবরীয অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ট্রান্সককেসিয়ায় একাধিক যুদ্ধে বিজয় লাভের ফলে ১১৪৯/১৭৩৬ সালে সম্পাদিত এক নুতন তুর্কী-পারসিক চুক্তি অনুসারে দুই পক্ষের মধ্যে ১০৪৯/১৬৩৯ সালের অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নাদিরের রাজত্বের শেষভাগে যখন পারস্যে পুনরায় অরাজকতা শুরু হচ্ছিল তখন তাবরীযের জনসাধারণ সাম মরীযা নামক জনৈক অখ্যাত সিংহাসন দাবীদারকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। ১১৬০/১৭৪৭ সালে নাদিরের মৃত্যু হলে তুরস্কের জন্য পারস্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের একটি সম্ভাব্য সুযোগ উপস্থিত হয়, বিশেষত যখন তাবরীযের দীওয়ান-বেগী (অর্থ সচিব?) ফাতহ আলী খানের পুত্র রিদাখান তুরস্কের

[৩৪]. আলী হাসান, সম্পা. Balfour, p. 153, Hanway, ii., p229

Dhaka University Institutional Repository

এরযেরূমে এসে পারস্যের সিংহাসনের জন্য একজন প্রার্থীর পক্ষে তুর্কী সমর্থনের আবেদন জানান কিন্তু তুরস্ক এই ব্যাপারে পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখে।

নাদির শাহ আযারবায়জানের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর বীর জ্ঞাতি ভ্রাতা আমীর আরসলান খানের উপর; তাঁর অধীনে ৩০০০০ সৈন্য ছিল। নাদিরের মৃত্যুর এই সেনাধ্যক্ষ নাদিরের ভ্রাতুষ্পুত্র ইবরাহীম খানকে তাঁর ভাই আদিল শাহকে (সুলতান আলী শাহ) পরাজিত করতে সাহায্য করে; কিন্তু ইবরাহীম অবিলম্বে তাঁর মিত্রের বিরোধী হয়ে তাঁকে হত্যা করেন। অতঃপর ১২০০০০ সৈন্য নিয়ে ইবরাহীম ৬ মাস তাবরীযে অবস্থান করেন এবং নিজেকে সেখানে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন কিন্তু অচিরেই নাদির-পৌত্র শাহরূখের হস্তে তিনি নিহত হন।

কারীম খান যনদের বংশের শাসনামলে আযারবায়জানের ইতিহাস অদ্যাবধি যৎসামান্যই জানা গিয়েছে। আফগান নেতা আযাদ খান প্রথমে এই প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। ১১৭০/১৭৫৬ সালে মুহাম্মাদ হুসায়ন খান কাজার এটা তাঁর নিকট হতে কেড়ে লন। পরের বছর কারীম খান উরমিয়ার ফাতহ আলী খান আফশারকে পরাজিত করেন এবং আযারবায়জানের অধিকাংশ এলাকা জয় করেন। ১৭৮০ খৃ. এক ভূমিকম্পে তাবরীয দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

KvRvi esk

১২০৫/১৭৯০ সালের শেষভাগে কাজার বংশের প্রতিষ্ঠাতা আকা মুহাম্মাদ আযারবায়জান দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থী গভর্নরদের মধ্যে ছিলেন খোই-এর বংশগত অধিপতি হুসায়ন খান দুমবুলী। আকা মুহাম্মাদ তাঁর জায়গীরের সাথে তাবরীযও জুড়ে দিলেন। ১২১১/১৭৯৬ সালে প্রথম কাজার শাহের হত্যার পর আযারবায়জানে গোলযোগ বেধে গেল। শীকাকী উপজাতি (দ্র.) নেতা সাদিক খান সর্বময় ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় তাঁর ভাই মুহাম্মাদ আলী সুলতান কে তাবরীযের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। এই অভ্যুত্থান দমনের জন্য মবুলী খানরা সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং এটার প্রতিদানে ফাতহ আলী শাহ তাবরীযের গভর্নর পদে ঝাফার কুলী খান দুমবুলীর নিয়োগ স্থায়ীভাবে অনুমোদন করেন। তাবরীযে এসেই (১২১৩/১৭৯৮) জাফার কুলী খান সাদিক খানের (সাদিক ইতিমধ্যেই নিজেকে সারাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন) ও উরমিয়ার আফশার বংশীয় খানের সহিত একটি জোট গঠন করেন এবং "যেই পরাধীনতা ছিল নিরঙ্কুশ স্বাধীনতারই নামান্তর" উহা ফেড়ে ফেলে শাহের প্রতিনিধিগণকে তাবরীয হতে বিতাড়িত করেন। জাফর খানের বিরুদ্ধে শাহী সৈন্য পাঠানো হয়, কুর্দীদের সহায়তায় তিনি কিছুকাল খোই-এ প্রতিরোধ চালিয়ে যান[৩৫]। ১২১৪/১৭৯৯ সালে পারস্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী 'আব্বাস মীরযা তাঁর বেগলারবেগী (ধান সেনাপতি) রূপে মারাগা-র আহমাদ খান মুকাদদামের সহায়তায় তাবরীযে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বিদ্রোহী জাফার খান রাশিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে দুমবুলী পরিবারের অন্যান্য সদস্য তাবরীযে আরও কিছুকাল শাসন চালিয়ে যান। ১২২৪/১৮০৯ সালে নাজাফ কুলী খান দুমবুলি তাবরীয দুর্গ পুনঃনির্মাণ করেন।[৩৬] । ১২৪১/১৮২৫ সালে আব্বাস মীরযা এর চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন। ১৮০১ খৃ. জর্জিয়াকে রাশিয়ার সাথে একত্রীভূত করে নেওয়ার পর রাশিয়া ও পারস্যের মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাবরীয পারস্যের কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। 'আব্বাস মীরযা পারসিক সেনাবাহিনীকে যূরোপীয়করণের জন্য কৃতসংকল্প হন। পারস্যে খনিজ সম্পদ সন্ধানে খুবই খ্যাতনামা কতিপয় অনুসন্ধানকারীসহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজ মিশন তাবরীযে তাদের সদর দফতর স্থাপন করে।

৩৫. H. J. Brydges, *The Dynasty of the Kajars*, Landon 1833, P 50, 84, BZ

36. wgiAvZj-ej 'vb, ১খ., ৩৪৩; S. Wilson, p. 325

বৃটিশ ও রুশ কূটনৈতিক মিশনগুলিও তাবরীযে আব্বাস মীরযার দরবারে আগমন করে (রুশ কূটনৈতিক মিশনের সচিব ও পরে দূতাবাস- প্রধান ছিলেন প্রসিদ্ধ লেখক গ্রাইবয়েডভ এই তেজস্বী ভবিষ্যত বাদশাহ অনেকগুলি অস্ত্রাগার, কামান-বন্দুকের কারখানা, গোলা-বারুদের ডিপো ও ওয়ার্কশপ নির্মাণ করেন। তবে বার বার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে তাবরীয নগরী সারডিনের (Chardin) দেখা জাঁকজমকপূর্ণ নগরীর একটি ছায়ামাত্রে পরিণত হয়ে পড়ে। পর্যটক ট্যানকয়নি (Tancoigne) ১৮০৭ খৃ.] এর লোকসংখ্যা কতিপয় আর্মেনীয় পরিবারসহ ৫০-৬০ হাজার ধরেছেন; ডুপ্রের (Dupre) [১৮০৯ খৃ.] মতে ৫০টি আর্মেনীয় পরিবারসহ তাবরীযবাসীর সংখ্যা ছিল ৪০০০০; কিনিয়ার (Kinneir) তাবরীযকে "চরম দুর্দশাগ্রস্ত শহরগুলির অন্যতম" বলে এর লোকসংখ্যা মাত্র ৩০০০০ বলে অনুমান করেছেন। মোরিয়ার (Morier) তাঁর প্রথম সফরকালে (১৮০৯ খৃ.) তাবরীযের লোকসংখ্যা ২৫০০০০ ও ঘরবাড়ির সংখ্যা ৫০০০০ বলে অনুমান করেছেন। দ্বিতীয়বার সফরের পর তিনি শুধু এইটুকু বলেন যে, তাবরীয এর পূর্বেকার গৌরবময় ঐশ্বর্যের এক-দশমাংশ মাত্র বজায় রাখতে পেরেছে, আর এখানে কোন উল্লেখযোগ্য সরকারি ভবন নাই।

iæk-Bivb hy×

রুশ-ইরান যুদ্ধের ঘটনাবলী ১৮২৮ খৃ. পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। খৃ. ১৮২৭ সালের সামরিক অভিযান চলাকালে রুশ সেনাপতি প্রিন্স এরিসটাও (Prince Eristow) কিছু সংখ্যক বিক্ষুব্ধ স্থানীয় সরদারদের (খান) সহায়তায় ৩০০০ সৈন্য সহ তাবরীযে প্রবেশ করেন (৩ রাবী-২, ১২৪৩)। এই সময় আব্বাস মীরযা দেশের বাহিরে ছিলেন এবং শহরের জনসাধারণ রুশ আক্রমণকারীদের ব্যাপারে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ য়ার খান আসাফুদ-দাওলা রুশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন, কিন্তু ইমাম মীরযা ফাত্তাহ নামক জনৈক বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা আত্মসমর্পণের পক্ষে জিদ ধরলেন এবং রুশদের জন্য শহরের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন (শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মীরযা ফাত্তাহকে দেশ ত্যাগ করে ট্রান্স ককেসিয়ায় গিয়া আশ্রয় নিতে হয়)। অতঃপর রুশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কাউন্ট পাসকেভিচ (Count Paskevic) তাবরীযে এসে দিহ-খাররাকানে আব্বাস মীরযার সাথে সাক্ষাত করেন; উভয় পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু তেহরান সরকার এর শর্তসমূহ অনুমোদন করতে অস্বীকার করলে রুশরা পুনরায় আক্রমণ শুরু করে এবং উরমিয়া, মারাগা ও আরদাবীল দখল করে নেয়। অতঃপর তুর্কমান-চাই শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের (৫ শাবান, ১২৪৩/২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৮) মাধ্যমে আরাস (Araxes) নদী দুই দেশের সীমারেখা নির্ধারিত হয় এবং ইরানে রুশ দখলদারীর চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

'আব্বাস মীরযার সময় হতেই পারস্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সরকারি বাসভবন তাবরীযেই ছিল। ১২৫০/১৮৩৪ সালে মুহাম্মাদ শাহের সিংহাসনারোহণ পযৃন্ত বৃটিশ ও রুশ কূটনৈতিক মিশনগুলি অধিকাংশ সময় তাবরীযেই অবস্থান করত। তাবরীয হতে তাদের তেহরানে স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে কাজারদের রাজনৈতিক রাজধানীও নিশ্চিতরূপে তেহরানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯শ শতাব্দির শেষ পর্যন্ত তাবরীযে সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা বড় একটা ঘটে নি। তবে ২৭ শাবান, ১২৮৬/৮ জুলাই, ১৮৭০ তাবরীযের অস্ত্রাগার (জাবা-খানা) এর প্রবেশ-পথে বাব ধর্মীয় মতবাদ (তাহরীক-ই বাব) আন্দোলনের নেতা সায়্যিদ আলী মুহাম্মাদ বাবের (১২৩৫/১৮১৯-১২৬৬/১৮৫০) প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।[৩৭] খৃ. ১৮৮০ সালে শায়খ 'উবায়দুল্লাহর নেতৃত্বে কুর্দীদের আসন্ন আগমনের সংবাদে তাবরীযের জনসাধারণ ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন মহল্লায় মাঝে মাঝে ফটক নির্মাণ করে প্রয়োজনবোধে কুর্দী হানাদারদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ব্যবস্থা গৃহীত হয়; কিন্তু কুর্দীরা বিনাব (নদী?) অতিক্রম করে নি।

[৩৭]. Wilson, Persian Life, P. 62

Dhaka University Institutional Repository

দেশে কাজারদের ক্ষমতা সুসংহত হওয়ায় আযারবায়জানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাবরীয ক্রমশ তার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠিতে থাকে। ১৮৩০-খৃ. সালের কলেরা ও প্লেগ মহামারীর ভয়ঙ্কর ছোবল সত্ত্বেও ১৮৪২ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় তাবরীয শহরে পরিবারের সংখ্যা ৯০০০ অর্থাৎ লোকসংখ্যা ১ লক্ষ হতে ১ লক্ষ ২০ হাজার (Berezin)। ১৮৯৫ খৃ. লোকসংখ্যা দেড় লাখ হতে দুই লাখ বলে হিসাব করা হয়; তন্মধ্যে ৩০০০ আর্মেনীয়। ২০ বছর পরে এই সংখ্যা নিশ্চিতরূপে ২ লাখ ছাড়িয়ে যায়; এই সময় তাবরীযের পৌর প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধাদি খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল বটে, কিন্তু শহরটিতে সমৃদ্ধির সব লক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট। বহুদিন মন্দা চলবার পর ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হতে থাকে, বিশেষত ১৮৩৩ ও ১৮৩৬ সালের মধ্যে। তবে ১৮৩৭ খৃ. আমদানি অত্যধিক হওয়ার এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ট্রান্সককেসিয়া হয়ে পোতিবাকু) নয়া বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হওয়ায় এটার সমান্তরাল ত্রেবিযনদ-তাবরীয পথের সাথে বেশ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। ১৮৮৩ খৃ. রুশ সরকার ট্রন্সককেসিয়ার মধ্য দিয়া চালু পথটি বন্ধ করে দেন। এতে উত্তর পারস্যের বাজারগুলিতে রুশ বাণিজ্য উৎসাহিত হয়; তবে এর দরুন ত্রেবিযনদ-তাবরীয পথে (পশ্চিমাভিমুখী একমাত্র পথ) পণ্য চলাচলও বৃদ্ধি পায়।

wesk kZvãx

১৯০৪ সাল হতে তাবরীযের ইতিহাস খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। গুয্য, মোঙ্গল, তুর্কমান প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠি ও ইরানীদের মধ্যে অন্তর্বিবাহের ফলে সৃষ্ট কর্মচঞ্চল ও আবেগ-প্রবণ তাবরীযী তুর্কীরা ইরানের জাতীয় ও বিপ্লবী আন্দোলনে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২৩ জুন, ১৯০৮, যেই দিন তেহরানে পার্লামেন্ট ভবনে গোলাবর্ষণ করা হয়, ঐদিন তাবরীয প্রকাশ্য বিদ্রোহে ফাটিয়া পড়ে। তাবরীযের বীরোচিত প্রতিরক্ষার সাথে শহরের আমীর খীয মহল্লাহর সরদার ও প্রক্তন অশ্বব্যবসায়ী সাত্তার খান ও তাঁর সহকর্মী বাকির খানের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অবশ্য তাঁদের চরিত্রের কিছু খারাপ দিকও লক্ষ্য করা যায়[৩৮]। সরকারী সৈন্যরা শাহযাদা আয়নুদ-দাওলার নেতৃত্বে শহরটি ঘিরে ফেলে এবং ১৯০৯ খৃ. ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে একে পুরাপুরি অবরোধ করে।

২০ এপ্রিল লন্ডন ও সেন্ট পিটার্সবার্গের মন্ত্রিসভাদ্বয় "শহরে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের সুবিধার্থে, বিদেশী কন্সাল অফিস ও বিদেশী নাগরিকগণকে রক্ষার জন্য এবং শহর ত্যাগেচ্ছু লোকজনকে শহর ত্যাগে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে" তাবরীযে একটি রুশ সেনাদল প্রেরণ করতে সম্মত হয়। রুশ সৈন্যরা জেনারেল স্নারস্কির (Snarski) নেতৃত্বে ৩০ এপ্রিল, ১৯০৯ তাবরীযে প্রবেশ করে[৩৯]। রুশ সৈন্যদের অপসারণ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা ১৯১১ খৃ. পর্যন্ত চলে; ঐ সময় রুশরা তেহরান সরকারকে যে চরমপত্র দেয় এর ফলে ইরানে নূতন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়; ২১ ডিসেম্বর তাবরীযের ফিদাঈ সম্প্রদায়ের লোকেরা শহরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অল্প সংখ্যক রুশ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে তাদের বেশ ক্ষতি সাধন করে। এর ফলে অবিলম্বে তাবরীযে পূর্ণ এক বিগ্রেড রুশ সৈন্য প্রেরিত হয়। এদের নেতৃত্বে ছিলেন ভরোপ্যানভ (Voropanov)। নববর্ষের প্রারম্ভে এই সেনাদল তাবরীযে এসে উপস্থিত হয়। রুশদের স্থাপিত সামরিক ট্রাইব্যুনাল কয়েকজন তাবরীযবাসীর প্রাণদণ্ডাদেশ দেয় (এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন খায়খী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা ছিকাতুল ইসলাম)। ১৯১২ অক্টোবর আযারবায়যানের পশ্চিমে "বিরোধীয় জেলাগুলি হতে দখলদার তুর্কী সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হয়, কিন্তু রুশ-তুর্কী দুসীমান্ত প্রশ্নটি তখনও অমীমাংসিত থেকে যায়। ফলে ১৯১৪ খৃ. বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় পূর্ব পর্যন্ত রুশরা আযারবায়জানে অবস্থান করে।

১৯১৪ খৃ. ডিসেম্বরের শুরুতে উছমানী অফিসারদের নেতৃত্বে অপেশাদার কুর্দী সৈন্যরা সাওজ-বূলাক হতে মারাগা ও তাবরীযের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। একই সময় সারি-কামিশের (কারস-এর দক্ষিণে) উপর

---

[৩৮]. E.G. Browne, *The pers. Revolution*, p. 491-492

[৩৯]. Browne, পূ.গ্র., পৃ. ২৭৪

আনওয়ার পাশার আক্রমণের মুখে ককেসাস অঞ্চলের সমগ্র রুশ বাহিনী বিপদের সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে আযারবায়জান হতে রুশ সৈন্যদিগকে পশ্চাদপসরণের আদেশ দেওয়া হয়। ১৭ ডিসেম্বর, ১৯১৪ ও ৬ জানুয়ারি, ১৯১৫ তারিখের মধ্যে সমস্ত রুশ সেনা এবং তাদের দেখাদেখি স্থানীয় খৃস্টান অধিবাসীদের অধিকাংশই তাবরীয ত্যাগ করে। ৮ জানুয়ারি, ১৯১৫ একদল কুর্দীকে নিয়ে আহমাদ মুখতার বে শামখাল শহরে প্রবেশ করেন, কিন্তু অকস্মাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। ৩১ জানুয়ারি রুশরা দলে দলে ফিরে এসে তাবরীয পুনর্দখল করে। তাবরীযের প্রাক্তন জার্মান কন্সাল ডব্লিউ লিটেন (W. Litten) রচিত গ্রন্থে প্রদত্ত বিশদ বিবরণ[৪০] পাওয়া যায়।

১৯০৬ খৃ. হতে তাবরীযের সাথে রুশ সীমান্তের (জুলফা, রুশ রেলওয়ের শেষ স্টেশন) সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে একটি রুশ সরকারি কোম্পানি একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ করে। এজন্য ইরান (পারস্যের বর্তমান নাম) সরকারের অনুমতি নেয়া হয়। এজন্য ইরান (পারস্যের বর্তমান নাম) সরকারের অনুমতি নেয়া হয়। পরে এই রাস্তাটি রেলপথে রূপান্তরিত করে ১৯১৬ সালের মে মাসে চালু করা হয়। ৮০ মাইল দীর্ঘ (তাবরীয-জুলফা) এই রেলপথটি ইরানী ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম রেলপথ। এর একটি ২৫ মাইল দীর্ঘ শাখা লাইন সোফিয়ন হতে লেক উরমিয়া পর্যন্ত গিয়েছে।

১৯১৭ খৃ. রুশ বিপ্লব শুরু হলে ইরানী সীমান্তে মোতায়েনস রুশ সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। ১৯১৮ সালে যখন রুশ সৈন্যের সর্বশেষ দলটি তাবরীয ছেড়ে গেল তখন প্রকৃত ক্ষমতা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্থানীয় কমিটি ও ওটির প্রধান ইসমাঈল নাওবারীর হাতে চালিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে তুর্কীরাও তাদের নিষ্ক্রিয়তা পরিত্যাগ করে দ্রুত রুশদের পরিত্যক্ত সীমান্ত এলাকাগুলি দখল করে নেয়। ১৮ জুন, ১৯১৮ 'উছ'মানী অগ্রগামী প্রহরী বাহিনী তাবরীযে প্রবেশ করে। ৮ জুলাই জেনারেল 'আলী ইহসান পাশা এবং ২৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কোর কম্যাণ্ডার কাজিম কারা-বেকির পাশা এসে পৌঁছলেন। উছমানী কর্তৃপক্ষ নাওবারীকে নির্বাসিত করলেন এবং আযারবায়জানের গভর্নর পদে মাজদুস-সুলতানের নিয়োগ সমর্থন করলেন। এক বছর পর্যন্ত পরিস্থিতি এইরূপ গোলযোগপূর্ণ রইল। কেবল নুতন গভর্নর জেনারেল সিপাহসালারের তাবরীয আগমনের (জুন ১৯১৯) পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করল। আযারবায়জানের পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় রিদাখানের শাসনাধীনে; তিনি প্রথমে সমর মন্ত্রী ও পরে ইরানের শাহানশাহ হন (১৩ ডিসেম্বর, ১৯২৫)।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত সরকার ইরানে তাদের সকল পুরাতন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ত্যাগ করেন। এইরূপে রুশ-নির্মিত তাবরীয জুলফা রেলপথ ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

ciVKxiZ

তাবরীযে বর্তমানে বিদ্যমান সর্বপ্রাচীন সৌধরাজি মোঙ্গল আমলের (খৃ. ১৪ শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) কীর্তি, তবে এই বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সুসংবদ্ধ গবেষণা হয় নি। এই শহরের প্রাচীন ভবনাদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ দু'টি: বারবার ভূমিকম্প এবং সুন্নী পূর্বসূরী বা প্রতিপক্ষের আমলে নির্মিত ভবনাদির প্রতি শীআ উত্তসুরিদের অবহেলা, তবে এই সবের কিছু কিছু নিদর্শন এখনও টিকে আছে।
শানব/শাম পল্লীতে (বর্তমানে কারা-মালিক উপশহর) উল-খানী সম্রাট গাযান খান নির্মিত বিশাল সৌধরাজি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ১৬১১ খৃস্টাব্দেই শাহ আব্বাস শাম গাযানের ধ্বংসস্তুপ হতে মাল-মসলা সরিয়ে নিয়ে ঐগুলি একটি নয়া দুর্গ নির্মাণে ব্যবহার করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৬৪১ তারিখের ভূমিকম্পে

---

[৪০]. Persische Flitterwochen. Berlin 1925, p 8-127

Dhaka University Institutional Repository

তাবরীয শহরের আরও ধ্বংস সাধিত হয়।[৪১] আওলিয়া চেলেবি তাঁর সফরকালে গাযান খান নির্মিত সমাধিসৌধের সুউচ্চ টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পান। এটা দেখে তাঁর গালাতার (galata) টাওয়ারের কথা মনে পড়ে ও সারি (Sarre) উভয়ই শাম-গাযানের ঢিবি পরিদর্শন করেন। বর্তমানে ঐ ঢিবিই ঐ আমলের বিশাল সৌধরাজির একমাত্র নিদর্শন; সেখানে এখনও ঐ আমলের চিত্রিত ও চকচকে মৃৎপাত্রে নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই বিস্ময়কর ভবনের একটি বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে বাদরুদদীন আল-আয়নী (মৃ. ৮৩৫/১৪৩১) রচিত ইকদুল-জিমান গ্রন্থে। ঈলখানী সম্রাট আবূ সাঈদের শাসনকালে মামলুক সুলতান আন-নাসিরের দূতাবাস মারফৎ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাদরূদ-দীনের বিবরণী রচিত হয় [এর মূল পাঠটি অনুবাদ করেন ব্যারন টাইসেনহাওসেন[৪২]। কথিত আছে, এইখানকার মসজিদটির আয়তন সেসি-ফোনস্থিত চসরোজ প্রাসাদের (Palace of Chosroes at Ctesiphon) কেন্দ্রীয় ধনুক-ছাদ হল ঘরের সমতুল্য। হামদুল্লাহ (১৩৪০ খৃ.) র মতে মসজিদটি সাত তাড়াতাড়ি নির্মিত হয় বলে ওটা তত মযবূত ছিল না এবং সেইজন্য উহা ভেঙে পড়ে। কিন্তু সারডিন (Chardin, ii, 323) কেবল ওটির নিম্নাংশ (মেরামতকৃত) ও টাওয়ারটি দেখতে পান, যদিও ভেনিসীয় সওদাগর (১৫১৪ খৃ.) খুবই আগ্রহ সহকারে এর ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা দিয়েছেন। বর্তমানে তাক-ই আলী শাহ ("আলী শাহের ধনুক-ছাদ") নামে অভিহিত হয় শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পুরাতন মিহাদ-মিহিন (সাধারণত মিয়ার-মিয়ার) মহল্লার প্রবেশপথে দণ্ডায়মান ভগ্নদশাগ্রস্ত বিরাট ইটের তৈরি প্রাচীন ভবনটি। সম্ভবত প্রাচীন মসজিদ ও নিকটবর্তী দুর্গটি সনাক্ত করণে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। প্রাচীন মসজিদটি এখন নেই, নিকটবর্তী দুর্গের সাথে মসজিদের জ্হাত বিবরণের কোনরূপ মিলও না দুর্গটি নির্মাণের তারিখ সম্পর্কেও নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। এটা ক্যাস্টিল-দূত ক্লাভিজো বর্ণিত বিশাল দাওলাতখানা হতে পারে যার বিষয় 'আলাম-আরায় বলা হয়েছে। দুর্গটিকে 'আব্বাস মীরযা একটি অস্ত্রাগারে পরিণত করেন। বর্তমানে এটাই তাবরীযের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রাচীন সৌধ।

পর্যটক ট্যাভানিয়ার (Tavernier) ও সারডিন (Chardin) বর্ণিত জাহান-শাহের সুদৃশ্য নীল মসজিদটি টেক্সিয়ার (Texier) মাদাম ডিউলাফয় (Mme. Dieulafoy) ও অধ্যাপক সারি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বর্তমানে এতে ধ্বস নেমেছে। সম্ভবত এর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে আক-কোয়ুনলু বংশীয়রা ধর্মবিরোধী মতবাদ আনার ফলেই মসজিদটি পরিত্যক্ত হয়। পর্যটক আওলিয়া চেলেবি "সুলতান হাসানের মসজিদ" সম্পর্কে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই মসজিদ-গাত্রে হস্তাক্ষরবিদ য়াকূত-ই মুস্তাসিমী অঙ্কিত শিলালিপি এবং নাজদ হতে সংগৃহীত পাথরের অলঙ্করণ শোভা পাচ্ছে। এর মিহরাবের দুই পার্শ্বে দু'টি করিয়া ৪টি স্তম্ভ অম্বর-সদৃশ দুষ্প্রাপ্য পাথরের তৈরি। এই মসজিদটি উস্তাদ-শাগিরদ ("শিক্ষক-ছাত্র") মসজিদ নামে অভিহিত, হাসান কচিক চোবানী [মৃ. ৭৪১/১৩৪০] এর প্রতিষ্ঠাতা[৪৩]। এস, উইলসনের (S. Wilson) মতে পুরাতন অবস্থানস্থলে নির্মিত এই নামের ("উস্তাদ-শাগিরদ") মসজিদটি পশমের বাজারের নিকট অবস্থিত। এই মসজিদ উযুন হাসানের মসজিদ হতে ভিন্ন বলে মনে হয়। উযুনের মসজিদ সম্পর্কেও অতি সামান্যই জানা গিয়েছে।

আওলিয়া চেলেবি বলেন, শাহ 'আব্বাসের মসজিদটি ছিল উস্তাদ-শাগিরদ মসজিদের বিপরীত দিকে। সাফাবী আমলের আরও একটি কীর্তি হল শাহ সাফী এভিনিউ (খিয়াবান) । কাজার আমলের কীর্তির মধ্যে আছে গভর্ণর জেনারেলের বাসভবন আল-কাপি (লাল দরওয়াজা); বাগ-ই শিম্যাল বা "উত্তরে

---

[৪১]. Arakel of Tabriz, p. 496

[৪২]. Baron Tiesenhausen, Zap., i. 1886, p. 114-118

[৪৩]. যীনাতুল-মাজালিস, wgiAvZj-ej 'vb, পৃ. ৩৪১, সারডিন

বাগিচার" সুদৃশ্য বাগ-বাগিচাশ্রেণী (আসলে এই বাগিচাগুলি শহরের দক্ষিণে অবস্থিত); শাহ-গোলীর ("শাহের হ্রদের") বেদী-এটা শহরের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ইত্যাদি। তাবরীযের ঐতিহাসিক সৌধরাজির একটি তালিকা আওলিয়া চেলেবির Travels (ভ্রমণকাহিনী) এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চারডিন-কৃত তাবরীযের দৃশ্য ছবিতে সরকারি ভবনাদি দৃশ্যমান, ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য এটা মূল্যবান।[৪৪]

[৪৪]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১৬-২২৭

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡”Q‘ : wkÿK KgÐjx, wkÿv cwZôvb, KgRxeb, QvÎe›‘, BwšÍKvj, LZxe AvZ Zveiixhx (i.) m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

wkÿK KgÐjx

রিজাল শাস্ত্রবিদদের বইসমূহে খতীবের শিক্ষকদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তবে 'শরহুত তীবি' গ্রন্থকার শারফুদ্দিন হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আত তীবি (মৃত্যু ৭৪৩ হিজরি) নামক একজন শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া যায়।

আল্লামা তীবি যে মিশকাত প্রণেতা খতীব আত-তিবরিযির ওস্তাদ এ সম্পর্কে খতীব তার الاكمال لتراجم رجال المشكاة কিতাবে যা বলেছেন "আমি এর রচনা হতে অবসর গ্রহণ করলাম ৭৪০ হিজরির রজব মাসের ২০ তারিখ জুমার দিন । আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব ইবনে মুহাম্মাদ একজন দুর্বল, গুনাহগার বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার প্রত্যাশী। আমি মিশকাত সংকলন সম্পন্ন করেছি আমার অভিভাবক ও শাইখের সহযোগিতায়। যিনি মুফাসসিরিনদের বাদশা, কুরআন বিশারদ, মুহাক্কিক আলেমদের ইমাম, জাতী এবং দ্বীনের অহংকার, মুসলমানদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত দলিল ও প্রমাণ। তিনি হচ্ছেন আল হুসাইন ইবন আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আত তীবি। তারপর আমি কিতাবটি তার সামনে উপস্থাপন করেছি যেমনিভাবে উপস্থাপন করেছিলাম মিশকাত কিতাবটি। ফলে তিনি সেটাকে নিখুঁতভাবে দেখে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। যেভাবে তিনি নিখুঁতভাবে ও পর্যায়ক্রমে একাধিকবার মিশকাত গ্রন্থটি দেখে দিয়েছিলেন।[৪৫]

gnvb¤§‘ Beb Avãjøvn AvZ Zxwei Rxebx

bvg I esk cwiwPwZ : তাঁর নাম হুসাইন, পিতার নাম হুসাইন, দাদার নাম মুহাম্মদ আত্ ত্বীবি। তিনি শরফুদ্দিন ত্বীবি নামেই সকলের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। দীর্ঘ গবেষণার পর তার নামখানা তার রচিত কিতাব "ফুতূহুল গাইব" এ পাওয়া যায় যেখানে তিনি নিজেই উল্লেখ করেন, 'আনা আবদুদ্ দ্বঈফ হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আত্ ত্বীবি'।

Dcwa I Dcbvg : গবেষণায় ইমাম ত্বীবি (র) এর অনেকগুলো উপাধি ও উপনাম বের হয়ে আসে। যা হচ্ছে- ইমাম, শায়েখ, হাফেজ, আল্লামা ও মুহাদ্দিস। তার উপনাম হচ্ছে- আবু আবদুল্লাহ ও আবু মুহাম্মদ।

Rb¥ : প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (র.) তার একটি কিতাব "আল ইবরু ওয়া দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর" এ উল্লেখ করেন যে, ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ নগর 'তালাকশিন্ধি' শহরের 'ত্বীব' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ অঞ্চলটি কেউ কেউ ইরানের বলেও উল্লেখ করেছেন।

KgRxeb : ইমাম ত্বীবি ছিলেন সে অঞ্চলের মধ্যে একজন নাম করা মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও আরবী সাহিত্যিক। তিনি একজন ঐ অঞ্চলের জন্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীও ছিলেন।

---

[৪৫]. ওয়ালি উদ্দীন আবি আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল্লাহ, Avj BKgvj wjZvivwR‡g wiRvjj wgkKvZj gvmvexn, পৃ. ৬৩২

¸Yvej¨ : আল্লামা তীবি মুফাসসিরিনদের বাদশা, কুরআন বিশারদ, মুহাক্কিক আলেমদের ইমাম, জাতী এবং দ্বীনের অহংকার, মুসলমানদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত দলীল ও প্রমাণ। তিনি অকাতরে সকল কল্যাণকর খাতে আল্লাহর জন্য দান-খয়রাত করতেন। এত বেশি করতেন যে, শেষ বয়সে যখন তার অর্থের খুব প্রয়োজন হয়েছে, তখন তিনি দরিদ্র হয়ে গেছেন। তিনি বেদআতীদের ব্যাপারে খুব শক্ত অবস্থানে ছিলেন।

Zvi iwPZ wKZve : তাঁর রচিত অন্যতম কিতাব হচ্ছে মিশকাত শরীফের শরাহ্ "শরহুত্ ত্বীবি আ'লা মিশকাতুল মাসাবীহ্"। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'Avj Kv‡kd Avb nvKvwqwKm mbvbô| এই কিতাব থেকেই অনুমান করা যায় তাঁর ইলেমের পরিধি ও গভীরতা ও মুতালায়া কি পরিমান। তার আরো একটি কিতাব রয়েছে "আল ইকমাল ফী আসমাইর্ রিজাল" নামে।

gZ¨ : 'শরহুত তীবি' গ্রন্থকার শারফুদ্দিন হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আত তীবি ৭৪৩ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়। তবে তাঁর মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

KgRxeb

ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন মুফাসিসর, মুহাদ্দিস, সুবক্তা, আসমাউর রিজাল এর গ্রন্থাকার, মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের সংকলক। তিনি সুদীর্ঘ সময় হাদীসের খেদমত করেছেন। রিজাল শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শিক্ষক। দক্ষ হাদীস বেত্তা। ইলমে হাদীসের গবেষণা করেছেন জীবনব্যাপি। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান বক্তা। দ্বীনের খেদমতে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন।

QvÎe›'

তিনি হাদীসের দারস দিতে গিয়ে অসংখ্য ছাত্র তৈরি করেছেন। তাঁর জগৎবিখ্যাত গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহ অসংখ্য ছাত্র শুনেছেন। রিজাল শাস্ত্রের উপর তাঁর দখল ছিল ঈর্ষনীয়। অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন। রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে তাঁর ছাত্রদের নামের তালিকা উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া যায় না। তবে মনীষীগণ যেহেতু তাঁকে বলেছেন উলামাদের নেতা অতএব তিনি অসংখ্য আলেম তৈরি করেছেন নিজের সুদক্ষ হাতে। তাঁর ছাত্রবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে ইলমে হাদীসের খেদমত করেছেন।

BwšÍKvj

তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিক ও রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ওমর রেজা কাহ্হালাহ বলেন, তিনি ৭৪৯ হিজরি মোতাবেক ১৩৪৮ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৪৬] আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, তিনি ৭৩৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এটি হচ্ছে সে বছর যে বছর তিনি তাঁর প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহ এর সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। এটি ছিল রমাদানুল মুবারকের শেষ জুমাবার। খাইরুদ্দীন আয-যিরকলী তাঁর আ'লাম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন শায়খের মৃত্যুর তারিখ ৭৩৭ হিজরি মোতাবেক ১৩৩৬ খৃস্টাব্দ এর পরে।[৪৭]কেউ কেউ বলেন তিনি ৮০০ হিজরি সালের শেষ দিকে ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন তিনি ৭৪১ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন।

---

[৪৬]. উমার রিযা কাহ্হালাহ, gÖRvgj -gÖAwjødxb, (বৈরুতঃ মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৪হি /১৯৯৩খৃ.) ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৭

[৪৭]. খাইরুদ্দীন আয-যিরকলী, Avj Av©jvg, (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল-মালাইন, ১২শ সংস্করণ, ১৯৯৭) ৭ম খণ্ড.পৃ. ১১২

LZxe AvZ Zveixhx (i.) m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

ûmvBb Beb gnv¤§` Be‡b Avãjøvn AvZ Zxwe
খতীব আত তাবরীযী এর ওস্তাদ এবং শরহুত তীবি এর প্রণেতা হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আত তীবি তাঁর شرح الطيبي এর ভূমিকায় মিশকাত প্রণেতা সম্পর্কে বলেন, "ইতোপূর্বে আমি পরামর্শ চেয়েছিলাম দ্বীনি ভাই, দৃঢ় বিশ্বাসী, আউলিয়াদের অবশিষ্ট ব্যাক্তি, সৎ লোকদের সর্দার, যিনি দুনিয়াত্যাগী, ইবাদত গুজার একজন সম্মাানিত বান্দাহ ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব এর কাছে আল্লাহ তাঁর সম্মানকে চিরস্থায়ী করুন" ।[৪৮]

mvB‡q` kixd gnv¤§v` Be‡b Rvdi Avj KvZvbx (gZ 1345 L.)
সাইয়েদ শরীফ মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল কাতানী (মৃত ১৩৪৫খৃ.) তাঁর الرسالةالمستطرفة নামক কিতাবে খতীব সম্পর্কে লিখেছেন, "আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব আল আমেরী আত তিবরীযী আওলিয়াদের অন্যতম এবং উলামাদের নেতা" ।[৪৯] তাঁর রচনাবলী তাঁর ইলমের প্রশস্ততা ও মর্যাদার অন্যতম প্রমাণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে প্রশস্ত হাত এবং রিজাল শাস্ত্রের ওপর ব্যাপক জ্ঞান।

kvqL Avãj nK gnwÏ‡m †'nje¤
শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী তাঁর "লুম'আতুত তানকীহ" কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন "মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবের গ্রন্থকার ওয়ালি উদ্দীন আবি আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল্লাহ আল আমারী আল খতীব আত-তিবরীযী একজন জ্ঞানী, আধ্যাত্মিক সাধক, ত্যাগী, দুনিয়া বিমুখ, খোদাভীরু, চারিত্রিকগুণ সমৃদ্ধ, দক্ষ ও সম্মানিত ব্যক্তি। আল্লাহ তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন এবং জান্নাতকে তাঁর জন্য আবাসস্থল করুন।[৫০]

Avjøvgv †gvjøv Avjx Kvix
আল্লামা মোল্লা আলী কারী তাঁর মিরকাতুল মাফাতীহ কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন, মিশকাতুল মাসাবীহ এর রচনাকারী একজন অভিজ্ঞ লোক এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। যিনি বাস্তব প্রকাশক ও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয়ের বিশ্লেষক। যিনি শায়খ, পরহেযগার ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী, আল্লাহ ভীরু। তিনি হচ্ছেন ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল্লাহ আল খতীব আল আমেরী আত-তিবরীযী।[৫১]

---

৪৮. হুসাইন ইবনু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আত তীবি, kiûZ Zxwe, (ইদারাতুল কুরআন) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪

৪৯. সাইয়েদ শরীফ মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল কাতানী, AviwimvjvZj gmZvZwidvn, (দারুল বাশায়ের আল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৭৭

৫০. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী, jgÔAvZZ ZvbKxn, মুকাদ্দামাতুল কিতাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪

৫১. আল্লামা মোল্লা আলী কারী, wgiKvZj gvdvZxn (দেওবন্দ : আশরাফিয়া লাইব্রেরী) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯

ZZxq cwi‡”Q‘ : Iqwj DÏxb gnv¤§v‘ LZxe AvZ Zveixhx (i.) Gi D‡jøL‡hvM¨ ¸Yvewj

1. wkÿvbivM I ÁvbPPv

শায়খ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতিব আল আমরী আত তিবরীযী (র.) ছিলেন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি একাধারে হাফিয, ইমাম, মুহাদ্দীস, ফকিহ, মুজতাহিদ ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি শায়খুল ইমাম, আল-আল্লামাহ, হাফিয, শায়খুল ইসলাম, সুন্নাহ জিন্দাকারী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। সে যুগের প্রসিদ্ধতম আলিম ও সাধক। ইহকালীন প্রাচুর্যতা পরিহারকারী, ইসলামের সেবায় সদা নিবেদিত সার্থক ক্ষনজন্মা পুরুষ, প্রসিদ্ধতম হাদীসবেত্তা, চাহিদা সম্বরণকারী, হিতার্থী আলিম। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ফকিহ, ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয়কারী, সালেহীনদের মতের অনুসারী। দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল সুউঁচ্চ। তিনি ছিলেন হাদীস, ফিকহ শাস্ত্রে বিশ্বকোষের ন্যায় ব্যাপক জ্ঞানী। যা তাঁর লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

2. †Lv‘vfxiæZv I di‡nRMvix

তিনি অধিক পরিমানে কুরআন তেলোয়াত করতেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ফকিহ, ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয়কারী, সালেফীনদের মতের অনুসারী। তিনি ছিলেন আল্লাহ ওয়ালা আলেমদের একজন। অত্যন্ত ইবাদতগুজার ব্যক্তি। নামাজের হিফাজতের ক্ষেত্রে এবং খশু খুজুর সাথে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী।

3. KgwcqZv

তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমx| দ্বীনী জ্ঞান প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজের কাজ নিজে করতে ভাল বাসতেন। তিনি কখনো অলস সময় কাটাতেন না। তিনি কোন কাজকে ছোট মনে করতেন না। একজন সাধারণ মানুষের মত তিনি ঘর গৃহস্থালির কাজ করতেন। কায়িক পরিশ্রম করতে তিনি কোন ধরণের ক্লান্তিবোধ করতেন না।

4. wbq¨‡Zi wbôv I BLjvm

তিনি নিষ্ঠা ও খুলুসিয়াতের সাথে দ্বীনের খেদমত করেছেন। তাঁর সদিচ্ছার কারণে তাঁর গ্রন্থসমূহ সমাদৃত হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর গ্রন্থসমূহে বরকত দান করা হয়েছে এবং তার নিয়্যাতের কারণে সেগুলোতে উত্তম বক্তব্য দান করা হয়েছে। ফলে তা লোক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে হাদীস শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ রচনা সম্ভার আমরা লাভ করেছি। তাঁর একনিষ্ঠ নিয়্যাত ও খুলুসিয়াতের কারণে মিশকাতুল মাসাবীহ বিশ্বের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

5. cweÎZv I cwi”QbZv

ব্যাক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল। তিনি সর্বদা পূত-পবিত্র থাকতে পছন্দ করতেন। পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত তিনি কখনো পাঠদান করতেন না। তিনি পূত-পবিত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতেন। বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে তিনি পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন।

6. Kó mwnòZv

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ সংকলণ তৈরি করার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। কুরআন ও হাদীসের ইলম অর্জন ও বিতরণের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন।

7. mgqvbewZZv

তিনি রুটিন মাফিক জীবন যাপন করতেন। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী ছিল সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধ। তিনি সময়ের কাজ সময়মত করতেন। একজন মুমিনের দায়িত্ব হল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো। খতীব তাবরিজী তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়েছেন। ফলে তিনি দ্বীনের অনেক বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

8. ksLjv I AvbMZ¨

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই সুশৃংখল। আনুগত্য ও শৃংখলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। সুশৃংখল জীবন যাপন করার কারণে তিনি হাদীসের বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোসহীন।

9. mmwnwZ¨K I eû Mš c‡YZv

তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে বিশ্বকোষের ন্যায় ব্যাপক জ্ঞানী। যা তাঁর লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের ইমাম, বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব, গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের দুর্বোধ্য অংশের ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা যেমন, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল ইত্যাদি।

10. eûfvlwe‘ I M‡elK

তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ ও গবেষক আলিম। নবী করীম (সা.) এর পবিত্র সুন্নাহের সংকলন ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। দ্বীনী জ্ঞান প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইসলামের অতি প্রয়োজনীয় এবং ইসলামী জীবন প্রনালীর অপরিহার্য বর্ণনা সম্বলিত হাদীসগুলোর সমন্বয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন।

11. cLi ¯§wZkw³

তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী। প্রখর স্মৃতি শক্তির কারণে তিনি হাদীসের বিশাল খেদমত করতে পেরেছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধার কারণে তিনি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ও তাবেয়ীদের জীবনীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

12. Z¨vM I Kievbx

ইহকালীন প্রাচুর্যতা পরিহারকারী, ইসলামের সেবায় সদা নিবেদিত সার্থক ক্ষনজম্মা পুরুষ। কৃচ্ছতা ও অল্পেতুষ্টতার গুণ সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। দুনিয়া ত্যাগী ও অল্পে তুষ্ট ছিলেন। ইলমে ওহী বিতরণের জন্য তিনি অনেক ত্যাগ ও কুরবানী করেছেন। দ্বীন পালন করার ক্ষেত্রে দুনিয়ার ভোগ বিলাস তাঁকে স্পর্ষ করতে পারে নি।

13. ivmjjøvn (mv.) Gi cKZ AbmiY

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরিপূর্ণ অনুসারী। রাসূল (সা.) এর জীবনাদর্শকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছেন। শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে তিনি রাসূলের আদর্শকে অনুসরণীয় বলে মনে করতেন।

14. ågY

তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ করেন । তিনি হাদীসের খেদমত করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। ইলম বিতরণের জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে গমন করেছেন।

15. Bev'Z e‡›'Mx

তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ, ইবাদতগুজার এবং সৎ ও বিশ্বস্ত। সম-সাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ আবেদ। তিনি ইবাদত ও শর'য়ী আহকামকে এত বেশি গুরুত্ব দিতেন যে, দৈনন্দিন জীবনে যেসব আহকাম পালন করতে হয় সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হাদীস তিনি গ্রন্থাবদ্ধ করেন।

PZ_ cwi‡”Q‘ : D‡jøL‡hvM¨ iPbvejx

Avj BKgvj-wd-AvmgvDi wiRvj

এ গ্রন্থে ওয়ালিউদ্দীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ আল খাতীব আত-তাবরীযী রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনী তথা সীরাতুন্নবী (সা.) ও সহস্রাধিক সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত উল্লেখ করেছেন। এ গন্থের প্রথমে তিনি রাসূল (সা.) আবির্ভাব, তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয় থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি পর্ব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এরপর তিনি রাসূল (সা.) নবুয়ত লাভ, ইসলাম প্রচারের বিভিন্ন পর্যায়, মদীনায় হিজরত, বদর যুদ্ধ, ওহুদ যুদ্ধ, হিজরী ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সালে সংঘটিত ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সা.) এর মক্কা বিজয়, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, দেশে সুশাসন ও শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, বিদায় হজ্জ সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনী আলোচনার পর তিনি হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা, হাদীস শিক্ষাদানের কতিপয় আদবসমূহ, সাহাবী, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের পরিচয়, সাহাবীদের মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং তাদের সময়কাল, ইলমুল হাদীস, হাদীসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী সাহবীদের মধ্যে প্রথমে মুকসেরীনদের বর্ণনা এরপর ধারাবাহিকভাবে মুতাওয়াসসেতীন ও মুক্বেল্লীন সাহাবীদের বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বদরী সাহাবী ও আশরায়ে মুবাশ্বিরা সাহবীদের জীবনী উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য সাহাবীদের জীবনী তিনি বর্ণক্রমানুসারে হামযা থেকে ইয়া পর্যন্ত বর্ণের সাথে মিলিয়ে ধারাবাহিকভাবে সাহাবাদের জীবন বৃত্তান্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়সূচি তুলে ধরা হল।

<u>mwPcÎ</u>

১. হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব
২. বংশ পরিচয়
৩. দুগ্ধ পান
৪. মদীনা মুনাওয়ারা ভ্রমণ
৫. আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে
৬. আবুতালেবের তত্ত্বাবধানে
৭. হিলফুল ফজুল
৮. ব্যবসা গ্রহণ
৯. খাদীজা (রা.) এর সাথে পরিণয়
১০. নবুওয়াত লাভ
১১. আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা
১২. আ'কাবার প্রথম বাইয়াত
১৩. আ'কাবার দ্বিতীয় বাইয়াত
১৪. মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত
১৫. পরস্পর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন
১৬. বিবিধ ঘটনা
১৭. বদর যুদ্ধ
১৮. উহুদ যুদ্ধ
১৯. হিজরী ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম বর্ষে সংঘটিত ঘটনাবলী (ক), (খ), (গ), (ঘ)
২০. মক্কা বিজয়
২১. বিজয়ী ভাষণ
২২. হজ্জব্রত পালন
২৩. খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন
২৪. দেশ শাসন ও শান্তি শৃংখলা বিধান
২৫. সেনাপতিত্ব
২৬. হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে কতিপয় পরিভাষা
২৭. হাদীস শিক্ষাদনের আদাবসমূহ
২৮.হাদীসের কিতাব পড়াবার তিনটি ধরন বা তরীকা
২৯. সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে'-তাবে'য়ীনের সংজ্ঞা
৩০.সাহাবার যুগ
৩১. সাহাবীদের মর্যাদা ও গুরুত্ব
৩২. ইলমুল হাদীস বা হাদীস শাস্ত্র
৩৩. হাদীসের সংক্ষিপ্ত

c_g Aa¨vq
Ab‡"Q' : 1

(ক) মুকসেরীন

১. আবু হোরায়রা (রা.)
২. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)
৩. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.)
৪. আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.)
৫. জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা.)
৬. আনাস ইবন মালেক (রা.)
৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা.)

(খ) মুতাওয়াসসেতীন

১. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)
২. আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.)
৩. আলী ইবন আবু তালেব (রা.)
৪. উমর ফারুক (রা.)

(গ) মুক্বেল্লীন সাহাবা

১. হিন্দা বিনতে উমাইয়্যাহ (রা.)
২. আবু মূসা আল আশয়ারী (রা.)
৩. বারায়া ইবন আ'যেব (রা.)
৪. আবুযার গিফারী (রা.)
৫. সাহল আনসারী (রা.)
৬. সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা.)
৭. উবাদা ইবন সামিত (রা.)
৮. আবুদ দারদা (রা.)
৯. হারিস ওরফে আবু কাতাদাহ (রা.)
১০. উবাই ইবন কা'ব (রা.)
১১. বুরাইদা ইবন হুসাইব (রা.)
১২. মু'য়ায ইবন জাবাল (রা.)
১৩. আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)
১৪. জাবির ইবন সামুরাহ (রা.)
১৫. আবু বকর সিদ্দীক (রা.)
১৬. মুগীরা ইবন শো'বা (রা.)
১৭. আবু বকরাহ (রা.)
১৮. ইমরান ইবন হিসসীন (রা.)
১৯. মু'আবিয়া (রা.)
২০. উসামাহ ইবন যায়েদ (রা.)
২১. ছাওবান (রা.)
২২. নু'মান ইবন বশীর (রা.)
২৩. সামুরা ইবন জুনদুব (রা.)
২৪. আবু সাউদ উকবা ইবন আমর (রা.)
২৫. জারির ইবন আবদুল্লাহ (রা.)
২৬. আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা.)
২৭. যায়েদ ইবন সাবিত (রা.)
২৮. আবু তালহা আনসারী (রা.)
২৯. যায়েদ ইবন খালিদ (রা.)
৩০. যায়েদ ইবন আরকাম (রা.)
৩১. কা'ব ইবন মালেক আনসারী (রা.)
৩২. রাফে' ইবন খাদিজ (রা.)
৩৩. সালামা ইবন আকওয়া (রা.)
৩৪. আবু রাফে' (রা.)
৩৫. আদী ইবন হাতেম (রা.)
৩৬. সালমান ফার্সী (রা.)
৩৭. উম্মুল মু'মেনীন হাফসা (রা.)
৩৮. সাদ্দাদ ইবন আওজ (রা.)
৩৯. উম্মুল মু'মেনীন উম্মে হাবীবাহ (রা.)
৪০. আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.)
৪১. ওয়াসিলাহ ইবন আসকা(রা.)
৪২. যোবায়ের ইবন মুতই'মার (রা.)
৪৩. উজবা ইবন আমেদ জুহানী (রা.)
৪৪. আসমা বিনতে আবুবকর (রা.)
৪৫. আমর ইবন ওৎবা (রা.)
৪৬. ফুযালা ইবন ওবাইদ (রা.)
৪৭. কা'আব ইবন আমর (রা.)
৪৮. উম্মুল মু'মেনীন মায়মুনাহ (রা.)
৪৯. উম্মে হাণী (রা.)
৫০. আবু জুহাইফাহ (রা.)
৫১. বিলাল ইবন রাবাহ (রা.)
৫২. আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা.)
৫৩. মেকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা.)
৫৪. উম্মে আতিয়াহ আনসারী (রা.)
৫৫. হাকিম ইবন হেযাম (রা.)

Dhaka University Institutional Repository

Ab‡”Q‘ : 2

বদরী সাহাবা ও 'আশারায়ে মুবাশশারা'

১. জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা.)
২. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)
৩. আলী (রা.)
৪. উমর ইবন খাত্তাব (রা.)
৫. সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা.)
৬. উবাদা ইবন সামিত (রা.)
৭. আবু কাতাদা (রা.)
৮. মুয়ায ইবন জাবাল (রা.)
৯. আবু তালহা (রা.)
১০. উসমান ইবন আফফান (রা.)
১১. আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.)
১২. বেলাল (র)
১৩. হামযা (রা.)
১৪. জাবের ইবন আতিক (রা.)
১৫. জাব্বার ইবন ছখর (রা.)
১৬. হাতেব ইবন আবু বুলতা (রা.)
১৭. হারিসা ইবন সোরাকা (রা.)
১৮. হারিসা ইবন নু'মান (রা.)
১৯. আবু হাব্বাহ (রা.)
২০. আবু হুযায়ফা (রা.)
২১. আবু উবাদা (রা.)
২২. আবু বুরদা (রা.)
২৩. খুবায়ব ইবন আদী (রা.)
২৪. খুনায়েস বিরন হুযায়ফা (রা.)
২৫. রেফায়া ইবন রাফে' (রা.)
২৬. যায়েদ ইবন খাত্তাব (রা.)
২৭. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)
২৮. সা'দ ইবন খাওলা (রা.)
২৯. সা'দ ইবন যায়েদ (রা.)
৩০. সাঈদ ইবন যায়েদ (রা.)
৩১. সাহল ইবন হুনায়েফ (রা.)
৩২. সুহায়েল ইবন বায়জা (রা.)
৩৩. সালেম ইবন মা'কাল (রা.)
৩৪. আবু ছিরমা (রা.)
৩৫. যুহায়ের ইবন রাফে' (রা.)
৩৬. উসমান ইবন মাযউন (রা.)
৩৭. মু'আকিব ইবন ফাতিমা (রা.)
৩৮. মায়া'ন ইবন আদী (রা.)
৩৯. মায়ান ইবন উয়যীদ (রা.)
৪০. মুরারা ইবন রবী (রা.)
৪১. মুসয়াব ইবন উমায়ের (রা.)
৪২. আবু মারসাদ (রা.)
৪৩. আবু মাসউদ (রা.)
৪৪. হেলাল ইবন উমায়্যাহ (রা.)
৪৫. উসমান ইবন আফফান (রা.)
৪৬. আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা.)
৪৭. আবদুল্লাহ জায (রা.)
৪৮. আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা.)
৪৯. আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা.)
৫০. আ'ছেম ইবন সাবিত (রা.)
৫১. আমের ইবন রবীআ (রা.)
৫২. আব্বাস ইবন বিশর (রা.)
৫৩. উবাদা ইবন সামিত (রা.)
৫৪. ওয়াক্কাসা ইবন মিহছান (রা.)
৫৫. কাতাদা ইবন নু'মান (রা.)
৫৬. কুদামা ইবন মাজউন (রা.)
৫৭. আবু কাতাদাহ (রা.)
৫৮. কা'ব ইবন আমর (রা.)
৫৯. আবু লুবাবা (রা.)
৬০. মালেক ইবন তায়হান (রা.)
৬১. মু'য়ায ইবন জাবাল (রা.)
৬২. মু'য়াজ ইবন আমর বিন জুমুহ (রা.)
৬৩. মু'য়ায ইবন হারিস (রা.)
৬৪. মুয়াব্বেয ইবন হারিস (রা.)
৬৫. মেসতাহ ইবন উসাসা (রা.)
৬৬. আমর ইবন আওফ (রা.)
৬৭. উমায়ের ইবন হুমাম (রা.)
৬৮. উমাইম সায়াদতুল আনসারী (রা.)
৬৯. মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা.)
৭০. বেলাল ইবন রাবাহ (রা.)
৭১. হুয়ায়্যেছা (রা.)

৭২.যায়েদ ইবন খাত্তাব (রা.)
৭৩.উসায়েদ ইবন হুযায়ের (রা.)
৭৪.আয়াশ ইবন বুকায়ের (রা.)
৭৫.আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.)
৭৬.আবু আবদুর রহমান ইবন জোবায়ের (রা.)
৭৭.খুযায়মা ইবন সাবিত (রা.)
৭৮.আবু উসায়েদ (রা.)
৭৯.আয়াশ ইবন বুকায়েশ (রা.)

Ab‡"Q' : 3

(ء) হামজা- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. আনাস ইবন মালেক আল কা'বী (রা.)
২. আবু জান্দল (রা.)
৩. আনাস ইবন নজর (রা.)
৪. আনাস ইবন মারসাদ (রা.)
৫. আবু উসায়েদ (রা.)
৬. আসলাম (রা.)
৭. উসমার (রা.)
৮. আশয়াছ ইবন কায়েছ (রা.)
৯. আশইয়াম দেবারী (রা.)
১০.আশাজ্জ (রা.)
১১.আসওয়াদ ইবন কা'ব আনাসী (রা.)
১২.আল আগার মাযেনী (রা.)
১৩.আবইয়াদ (রা.)
১৪.আকরা ইবন হাবেস (রা.)
১৫.আবু আজহার (রা.)
১৬.উকায়দর ইবন দুমাহ (রা.)
১৭.আওস ইবন আওস (রা.)
১৮.আয়াশ ইবন আবদুল্লাহ (রা.)
১৯.উসামা ইবন যায়েদ (রা.)
২০.উসামা ইবন শোরায়েক (রা.)
২১.উবাই ইবন কা'ব (রা.)
২২.উফলাহ (রা.)
২৩.আইকা ইবন নাকুর (রা.)
২৪.আনজাশা (রা.)
২৫.আবু উমামা বাহেলী (রা.)
২৬.আবু উমামা আল আনসারী (রা.)
২৭.আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)
২৮.আবু উমাইয়া মাখযুমী (রা.)
২৯.উমাইয়া ইবন সাফওয়ান (রা.)
৩০.আবু ইসরাইল (রা.)
৩১.আবুল্লাহম (রা.)

Ab‡"Q' : 4

(ب) 'বা'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. আবু বকরা (রা.)
২. আবু বারযা (রা.)
৩. আবু বছীর (রা.)
৪. আবু বাসরা (রা.)
৫. আবু বশীর (রা.)
৬. আবুল বাদ্দাহ (রা.)
৭. আবু বিশর বিন মা'বাদ (রা.)
৮. বিশর ইবন আরতাত (রা.)
৯. বুদায়েল ইবন ওয়ারাকা (রা.)
১০. বিশরের পুদ্রদ্বয় (রা.)
১১.বায়াদী (রা.)

Ab‡"Q' : 4

(ذ) 'তা'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. তামিমে দারী (রা.)

Ab‡"Q' : 5

(ث) 'চা'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. সাবিত ইবন কায়েস (রা.)
২. সাবিত ইবন যাহহাক (রা.)
৩. সাবিত ইবন দাহদাহ (রা.)
৪. সুমামা ইবন উসাল (রা.)
৫. আবু সা'লাবা (রা.

Dhaka University Institutional Repository

Ab‡"Q ' : 6

(جيم) 'জীম'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)
২. জাবের বিন সামুরা (রা.)
৩. জারির বিন আবদুল্লাহ (রা.)
৪. জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রা.)
৫. জোবায়ের বিন মুতই'ম (রা.)
৬. জারহাদ বিন খুওয়াইলীদ (রা.)
৭. ঝাফর বিন আবু তালিব (রা.)
৮. জারুদ (রা.)
৯. জাবালা বিন হারিসা (রা.)
১০. আবু জুহায়েম (রা.)
১১. জুহাইফাহ (রা.)
১২. আবু জুমা'আ (রা.)
১৩. আবুল জা'আদ (রা.)
১৪. আবু জান্দল (রা.)
১৫. আবু জুহাম (রা.)
১৬. আবু জুরাইয়্যাহ (রা.)
১৭. ইবনে জামিল (রা.)

Ab‡"Q ' : 7

(حا) 'হা'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. হামযা বিন আমর আসলামী (রা.)
২. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান(রা.)
৩. হাসসান বিনসাবিত (রা.)
৪. হাকাম বিন সুফিয়ান (রা.)
৫. হাকাম বিন আমর গিফারী (রা.)
৬. হানজালা বিন রবী (রা.)
৭. হুবায়েশ বিন খালিদ (রা.)
৮. হাবীব বিন মাসলামা (রা.)
৯. হাকিম বিন হেযাম (রা.)
১০. হাকিম বিন মুআবিয়া (রা.)
১১. হুছাইন বিন বুহবুহ (রা.)
১২. হুবশী বিন জুনাদা (রা.)
১৩. হারিসা বিন ওয়াহব (রা.)
১৪. হারিস বিন হারিস(রা.)
১৫. হারিস বিন হিশাম (রা.)
১৬. হারিস বিন কালাদা সাকাফী (রা.)
১৭. আবু হুমায়েদ (রা.)
১৮. ইবনে হানজালীয়া (রা.)

Ab‡"Q ' : 8

(خا) 'খা'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. খালিদ বিন ওলীদ (রা.)
২. খালিদ বিন হাওযা (রা.)
৩. খাল্লাদ বিন সাযেব (রা.)
৪. খাব্বাব বিন আরাত (রা.)
৫. খারিজা বিন খাযা'আ (রা.)
৬. খোযায়মা বিন জায (রা.)
৭. খোযায়মা বিন আখারাম (রা.)
৮. আবু খেরাস (রা.)
৯. আবু খাল্লাদ (রা.)

Ab‡"Q ' : 9

(دال) 'দাল'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. দেহইয়া কালবী (রা.)
২. আবুদ দারদা (রা.)

Ab‡"Q ' : 10

(ذال) 'যাল'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. আবু যার গিফারী (রা.)
২. যুল ইয়াদাইন (রা.)
৩. জুসসাবিকাতইন (রা.)
৪. যুল মিখবার (রা.)

Ab‡"Q ' : 11

(راء) 'রা'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. রাফে বিন খাদীজ (রা.)
২. রাফে বিন আমর (রা.)
৩. রাফে বিন মাবিন (রা.)
৪. রেফায়া বিন সামওয়াল (রা.)
৫. রেফায়া বিন আবদুল মুনযের (রা.)

৬. রোয়াইফা বিন সাবিত (রা.)
৭. রোকানা বিন আবদে ইয়াযীদ (রা.)
৮. রিয়াহ বিন রবী (রা.)
৯. রবীয়া বিন কা'ব (রা.)
১০. রবীয়া বিন আম'র (রা.)
১১. আবু রাফে' (রা.)
১২. আবু রিমসা (রা.)
১৩. আবু রাজীন (রা.)
১৪. আবু রিহানা (রা.)
১৫. ওবীয়া বিন হারেস

Ab‡"Q' : 12

(زاء) 'তা'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. যায়েদ বিন সাবিত (রা.)
২. যায়েদ বিন আকরাম (রা.)
৩. যায়েদ বিন খালিদ (রা.)
৪. যায়েদ বিন হারিসা (রা.)
৫. যায়েদ বিন সাহল (রা.)
৬. যিয়াদ বিন লবীদ (রা.)
৭. যিয়াদ বিন হারিস (রা.)
৮. ইবনে ইসওয়াদ (রা.)
৯. যেরা'আ বিন আমর (রা.)
১০. জারারা ইবনে আবু আওফা (রা.)
১১. আবু যুহায়ের নুমায়বী (রা.)
১২. যুবায়দী (রা.)

Ab‡"Q' : 13

(س) 'সীন'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. সা'য়াদ বিন উবাদা (রা.)
২. সা'য়াদ বিন রবী (রা.)
৩. সা'দ বিন আতওয়াল (রা.)
৪. সাঈদ বিন হুরায়েশ (রা.)
৫. সাঈদ বিন আ'ছ (রা.)
৬. সাঈদ ইবনে সা'দ (রা.)
৭. সাবরা বিন মা'বাদ (রা.)
৮. সাহল বিন সা'দ (রা.)
৯. সাহল বিন আবু হাসামা (রা.)
১০. সাহল বিন বায়দা (রা.)
১১. সাহল বিন হানজালীয়া (রা.)
১২. সুহায়েল বিন আ'মর (রা.)
১৩. সামুরা বিন জুনদুব (রা.)
১৪. সোলায়মান বিন ছুরাদ (রা.)
১৫. সোলায়মান বিন বুরায়দা(রা.)
১৬. সালমা বিন আকওয়া (রা.)
১৭. সালমা বিন মুহাব্বক (রা.)
১৮. সালমা বিন ছখর (রা.)
১৯. সালামা বিন মুহাব্বাক (রা.)
২০. সালামা বিন কায়েস (রা.)
২১. সালমান ফারসী (রা.)
২২. সালমান বিন আ'মের (রা.)
২৩. সাফিনা (রা.)
২৪. সালেম বিন উবায়েদ (রা.)
২৫. সুরাকা বিন মারেক (রা.)
২৬. সুফিয়ান বিন যোহায়ের (রা.)
২৭. সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ (রা.)
২৮. সাখরারাহ (রা.)
২৯. সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা.)
৩০. সায়েব বিন খাল্লাদ (রা.)
৩১. সুয়ায়েদ বিন কায়েস (রা.)
৩২. আবু সায়েফ আল কায়েন (রা.)
৩৩. আবু সায়েফ আল কায়েন (রা.)
৩৪. আবু সাঈদ বিন ফুযালা (রা.)
৩৫. আবু সাঈদ বিন পূযালা (রা.)
৩৬. আবু সালামা (রা.)
৩৭. আবু সফিয়ান বিন হরব (রা.)
৩৮. আবু সুফিয়ান বিন হারিস (রা.)
৩৯. আবু সামাহ (রা.)
৪০. আবু সাহলা (রা.)

Ab‡"Q' : 14

(ش) 'সীন'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. শাদ্দাদ বিন আওস (রা.)

২. শুরাইহ বিন সুয়ায়েদ (রা.)
৩. শারীদ বিন সুয়ায়েদ (রা.)
৪. শাকাল বিন হুমায়েদ (রা.)
৫. শোরায়েক বিন সাহমা (রা.)
৬. আবু শুবরুমা (রা.)
৭. আবু শুরাইহ (রা.)

Ab‡"Q' : 15

(ص) 'ছয়াদ'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. ছাফওয়ান বিন মুআত্তাল সুলামী (রা.)
২. ছাফওয়ান বিন আসসাল মুরাদী (রা.)
৩. ছাফওয়ান বিন উমাইয়া (রা.)
৪. ছখর বিন ওয়াদায়া (রা.)
৫. ছখর বিন হরব (রা.)
৬. সুহাইব (রা.)
৭. ছায়াব বিন জাসসামা (রা.)
৮. ছুনাবিহী (রা.)

Ab‡"Q' : 16

(ض) 'দয়াদ'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. দেমাদ বিন সায়ালাবা (রা.)
২. যাহহাক বি সুফিয়ান (রা.)

Ab‡"Q' :17

(ط) 'ত্বা'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. ত্বালহা বিন আবদুল্লাহ (রা.)
২. ত্বালহা বিন বারা (রা.)
৩. তালক বিন আলী (রা.)
৪. তারেক বিন শিহাব (রা.)
৫. তারেক বিন সুয়ায়েদ (রা.)
৬. তোফায়েল বিন আমর (রা.)
৭. আবু তোফায়েল (রা.)
৮. আবু তাইয়্যেবা নাফে মেযাম (রা.)
৯. যায়েদ বিন সহল ওরফে আবু তালহা (রা.)

Ab‡"Q' : 18

(ظ) 'জয়া'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. যুহায়ের বিন রাফে (রা.)

Ab‡"Q' : 19

(ع) ''আইন'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. উমর বিন খাত্তাব (রা.)
২. আমর বিন আবু সালামা (রা.)
৩. উসমান বিন আমের (রা.) (রা.)
৪. উসমান বিন তালহা (রা.)
৫. উসমান বিন হুনায়েফ (রা.)
৬. উসমান বিন আবুল আ'স (রা.)
৭. আলী বিন শায়বান আলী বিন তালক (রা.)
৮. আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.)
৯. আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.)
১০. আবদুর রহমান বিন আবু বকর (রা.)
১১. আবদুর রহমান বিন হাসানা (রা.)
১২. আবদুর রহমান বিন শারজীল (রা.)
১৩. আবদুর রহমান বিনইয়াযীদ (রা.)
১৪. আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.)
১৫. আবদুর রহমান বিন সাহল (রা.)
১৬. আবদুর রহমান বিন শিবিল(রা.)
১৭. আবদুর রহমান বিন উসমান (রা.)
১৮. আবদুর রহমান বিন আবু কুরাদ(রা.)
১৯. আবদুর রহমান বিন কা'ব (রা.)
২০. আবদুর রহমান বিন উয়ামার(রা.)
২১. আবদুর রহমান বিন আয়েশা (রা.)
২২. আবদুর রহমান বিন আবু আমিরী (রা.)
২৩. আবদুল্লাহ বিন আরকাম (রা.)
২৪. আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রা.)
২৫. আবদুল্লাহ বিন উনায়েস (রা.)
২৬. আবদুল্লাহ বিন বিশর (রা.)
২৭. আবদুল্লাহ বিন আদী (রা.)
২৮. আবদুল্লাহ বিন আবু বকর (রা.)
২৯. আবদুল্লাহ বিন সালাবা (রা.)

৩০.আবদুল্লাহ বিন আবু হুমাসা (রা.)
৩১.আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.)
৩২.আবদুল্লাহ বিন জুহাম (রা.)
৩৩.আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রা.)
৩৪.আবদুল্লাহ বিন জুহাম (রা.)
৩৫. আবদুল্লাহ বিন হুবশী (রা.)
৩৬.আবদুল্লাহ বিন আবু হাদরাদ (রা.)
৩৭.আবদুল্লাহ বিন হানজালা (রা.)
৩৮.আবদুল্লাহ বিন হাওয়ালা (রা.)
৩৯.আবদুল্লাহ বিন খুবায়েব জুহানী (রা.)
৪০.আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)
৪১.আবদুল্লাহ বিন জুমা'আ (রা.)
৪২.আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (রা.)
৪৩.আবদুল্লাহ বিন সায়েব (রা.)
৪৪.আবদুল্লাহ বিন সারজিস (রা.)
৪৫.আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.)
৪৬.আবদুল্লাহ বিন সাহল (রা.)
৪৭.আবদুল্লাহ বিন শিক্ষির (রা.)
৪৮.আবদুল্লাহ বিন ছুনাবিহী (রা.)
৪৯.আবদুল্লাহ বিন আ'মের (রা.)
৫০.আবদুল্লাহ বিন কুরুত (রা.)
৫১.আবদুল্লাহ বিন গানাম (রা.)
৫২.আবদুল্লাহ বিন হিশাম (রা.)
৫৩.আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ(রা.)
৫৪.আ'মের রাম (রা.)
৫৫.আমের বিন মাসউদ (রা.)
৫৬.আ'য়েয বিন আমের (রা.)
৫৭.আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব(রা.)
৫৮.আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রা.)
৫৯.আব্বাস বিন মেরদাস(রা.)
৬০. আবদুল মুত্তালিব বিন রবী'আ(রা.)
৬১.আবদুল্লাহ লিহছাল (রা.)
৬২.আত্তাব বিন আসীদ (রা.)
৬৩.উবায়েদ বিন আসীদ (রা.)
৬৪.ওতবা বিন আসীদ (রা.)
৬৫.ওতবা বিন আবদুস সুলামী (রা.)
৬৬.ওতবা বিন গাযওয়ান (রা.)
৬৭.আদ্দা বিন খালিদ (রা.)
৬৮.আদী বিন হাতেম (রা.)
৬৯.আ'দী বিন আ'মিরীহ (রা.)
৭০.ইরবাদ বিন সারিয়াহ (রা.)
৭১.আরফাজা বিন আসয়াদ (রা.)
৭২.উরওয়া বিন আবুল জায়া'দ (রা.)
৭৩.উরওয়া বিন মাসউদ (রা.)
৭৪.আ'তীয়াহ বিন কায়েস (রা.)
৭৫.আ'তীয়াহ বিন বিশর (রা.)
৭৬.আ'তিয়াহ বিন কুরাযী (রা.)
৭৭.উকবা বিন রাফে (রা.)
৭৮.উকবা বিন আ'মের জুহানী (রা.)
৭৯.উকবা বিন হারিস(রা.)
৮০.উকবা বিন আমর (রা.)
৮১.উকরামা বিন আবু জাহেল (রা.)
৮২.আলা হাযরামী (রা.)
৮৩.আলকামা বিন ওক্কাস (রা.)
৮৪.আমর বিন আহওয়াছ (রা.)
৮৫.আমর বিন আখতাব (রা.)
৮৬.আমর বিন উমাইয়্যাহ দামিরী (রা.)
৮৭.আমর বিন হারিস (রা.)
৮৮.আমর বিন হোরায়সেস (রা.)
৮৯.আমর বিন হাযম (রা.)
৯০.আমর বিন সাঈদ (রা.)
৯১.আমর বিন সালাম (রা.)
৯২.আমর বিন আছ (রা.)
৯৩.আমর বিন আসা(রা.)
৯৪.আমর বিন আওফ (রা.)
৯৫.আমর বিন হেকাম (রা.)
৯৬.আমর বিন মুররা (রা.)
৯৭.আমর বিন কায়েস (রা.)
৯৮.আমর বিন তাগলিব (রা.)
৯৯.একরাশ বিন যোয়ায়েব (রা.)
১০০. এমরান বিন হোছাইন (রা.)
১০১. উমায়ের মাওলা আবিল্লাহম (রা.)

Dhaka University Institutional Repository

১০২. উমায়ের বিন হুমাম (রা.)
১০৩. আওফ বিন মালেক(রা.)
১০৪. উয়ায়েম বিন সায়েদাহ (রা.)
১০৫. উয়ায়মার বিন আ'মের (রা.)
১০৬. উমায়ের বিন আবইয়াদ (রা.)
১০৭. আয়াদ বিন হেমার (রা.)
১০৮. এ'ছাম মুযানী (রা.)
১০৯. ওতবান বিন মালেক (রা.)
১১০. উমারহ বিন খোযায়মাহ (রা.)
১১১.উমারাহ বিন রেয়াইবা (রা.)
১১২.উ'রস বিন উমায়রা (রা.)
১১৩. আইয়্যাশ বিন রবীয়া (রা.)
১১৪. আবেস বিন রবীয়া (রা.)
১১৫. আবু উবায়দা বিন জাররাহ(রা.)
১১৬. আবুল আছ বিন রবী (রা.)
১১৭. আবু আমর বিন হফস (রা.)
১১৮. আবু আমর বিন হাফস (রা.)
১১৯. আবু আমর বিন হাফস (রা.)
১২০. আবদুর রহমান বিন জোবায়ের (রা.)
১২১.আবু আসীয়াব (রা.)

Ab‡”Q‘ : 20

(غ) 'গাইন'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. গুদায়েফ বিন হারিস (রা.)
২. গায়লান বিন সালামাহ (রা.)

Ab‡”Q‘ : 21

(ف) 'ফা'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. ফযল বিন আব্বাস (রা.)
২. ফাযালা বিন উবায়েদ (রা.)
৩. ফুজাই বিন আব্দুল্লাহ (রা.)
৪. ফারওয়া বিন মুসায়েক (রা.)
৫. ফারওয়া বিন আ'মর (রা.)
৬. ফিরোয দায়লামী (রা.)

Ab‡”Q‘ : 22

(ق) 'ক্বাফ'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. ক্বাবিছাহ বিন যুয়ায়ব (রা.)
২. ক্বাবিছাহ বিন মুখারেক (রা.)
৩. ক্বাবিছাহ বিন ওক্কাস (রা.)
৪. কুদামাতাহ বিন আবদুল্লাহ (রা.)
৫. কুতবা বিন মালেক (রা.)
৬. ক্বায়েন বিন আবু গারাষা (রা.)
৭. ক্বায়েস বিন সা'দ (রা.)
৮. ক্বায়েস বিন আ'ছেম (রা.)
৯. ক্বারাযা বিন কা'বা (রা.)
১০.ক্বারাতা বিন ইয়াস (রা.)
১১. আবু কুহাফা (রা.)

Ab‡”Q‘ : 23

(كاف) 'কাফ'- বর্ণে উল্লেখিত সাহাবাদের

১. কা'ব বিন মালেক (রা.)
২. কা'ব বিন আজরা (রা.)
৩. কা'ব বিন মুররা(রা.)
৪. কা'ব বিন ই'য়াদ (রা.)
৫. কাসির বিন ছালাত (রা.)
৬. কারাকারাহ (রা.)
৭. কালদাহ বিন হাম্বল (রা.)
৮. আবু কাবশাহ (রা.)

Ab‡”Q‘ : 24

Ôj vgÕ e‡Y D‡jøwLZ mvnvev‡'i bvg

১. লাকিত ইবন আমের
২. লোকমান ইবন বায়ুরা
৩. লাবিদ ইবনে রবিয়া
৪. আবু লবাবা
৫. ইবনুল লাতবিয়াতু

Dhaka University Institutional Repository

Ab‡"Q' : 25

ÔgxgÕ e‡Y D‡jøwLZ mvnvev‡'i bvg

১. মালেক ইবনে আওস
২. মালেক ইবনুল হুয়াইরিস
৩. মালেক ইবনে সা'য়সা'য়
৪. মালেক ইবনে হুবায়রা
৫. মালেক ইবনে ইয়াসার
৬. মালেক ইবানুত তাইহান
৭. মালেক ইবনে কায়েস
৮. মালেক ইবনে রাবিয়া
৯. মায়েয ইবনে মালেক
১০. মাতার ইবনে উকামেস
১১. মুয়াজ ইবনে আনাস
১২. মুয়াজ ইবনে জাবাল
১৩. মুয়াজ ইবনে আমর ইবনুল জুমুহ
১৪. মুয়াজ ইবনুল হারেস
১৫. মুয়াওয়িজ ইবনুল হারেস
১৬. আলমাসুর ইবনে মাখরামা
১৭. আলমুসায়্যিব ইবনুল হাযান
১৮. আল মুসাতাওরিদ ইবনুল শাদ্দাদ
১৯. আল মুগীরা ইবন শুবা
২০. আল মিকদাম ইবনে মাদী কারাব
২১. আল মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ
২২. আল মুহাজির ইবন খালিদ
২৩. মুহাজির ইবনে কানফাজা
২৪. মুয়াইকিব ইবনে আবী ফাতেমা
২৫. মাকাল ইবনে ইয়াসার
২৬. মাকাল ইবনে সিনান
২৭. মায়ান বিন আদী
২৮. মায়ান বিন ইয়াযিদ
২৯. মাজমায়া ইবনে জারিয়া
৩০. মাহজান ইবনুল আদরা'য়
৩১. মাখনাফ ইবন সুলাইম
৩২. মারওয়াস ইবন মালেক
৩৩. মাখারিক ইবন আব্দুল্লাহ
৩৪. মাখরাফা আল আবাদী
৩৫. মাজাশে'য় ইবনে মাসউদ
৩৬. মুরারাহ ইবনে আররুবা'ই
৩৭. মুসয়াব ইবনে উমাইর
৩৮. মুয়াবিয়া ইবনে আবুসুফিয়ান
৩৯. মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম
৪০. মুয়াবিয়া ইবন জাহিমা
৪১. মারওয়ান ইবনুল হাকাম
৪২. মুরাহ ইবনে কাব
৪৩. মাযইয়াদা ইবনে জাবের
৪৪. মুসলিম আল কারাশি
৪৫. আলমুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদায়াহ
৪৬. আলমুত্তালিব ইবনে রাবিয়া
৪৭. মুহাম্মাদ বিন আবু বকর সিদ্দিক
৪৮. মুহাম্মাদ ইবনে হাতেব
৪৯. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ
৫০. মুহাম্মাদ ইবনে আমর
৫১. মুহাম্মাদ ইবনে আবী উমায়েরাহ
৫২. মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা
৫৩. মুহাম্মাদ বিন লাবীদ
৫৪. মায়মার ইবন আব্দুল্লাহ
৫৫. আল মুনজির ইবনে আবু উসাইদ
৫৬. আবু মুসা
৫৭. আবু মারসাদ
৫৮. আবু মাসউদ
৫৯. আবু মালেক
৬০. আবু মাহজুরাহ
৬১. ইবনে মারবায়া

Ab‡"Q' : 26

ÔbbÕ e‡Y D‡jøwLZ mvnvev‡'i bvg

১. নুমান ইবনে বশীর
২. নুমান ইবনে আমর ইবন মাকরান
৩. নাঈম ইবনে মাসউদ
৪. নাঈম ইবনে হামার
৫. নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ
৬. নাজিয়া ইবনে জুনদুব
৭. নওফেল ইবনে মুয়বিয়া
৮. নাওয়াস ইবনে নুমান
৯. নাফি' ইবনুল হারিস
১০. নাফে ইবনে আতবাহ
১১. আবু নুজাইহ

Ab‡”Q‘ : 27

ÔIqvÕ e‡Y D‡jøwLZ mvnvev‡‘i bvg

১. ওয়াসিলা ইবনুল আসকা
২. ওয়াহাব ইবন উমায়াইর
৩. ওয়বিসা ইবনে মায়বাদ
৪. ওয়ায়েল ইবনে হুজর
৫. ওয়াহশি বিন হারব
৬. আলওয়ালিদ বিন উকবা
৭. আলওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ
৮. ওয়ারাকা বিন নওফেল
৯. আবু ওয়াকিদ
১০.আবু ওয়াহাব

Ab‡”Q‘ : 28

ÔnvÕ e‡Y D‡jøwLZ mvnvev‡‘i bvg

১. হিশাম ইবনে হাকীম
২. হিশাম ইবনুল আস
৩. হিশাম ইবনে আমের
৪. হেলাল ইবনে উমাইয়া
৫. হিযাল ইবনে যুবাব
৬. আবু হুরায়রা
৭. আবুল হাশিম
৮. আবুল হাশেম

Ab‡”Q‘ : 29

ÔBqvÕ e‡Y D‡jøwLZ mvnvev‡‘i bvg

১. ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ
২. ইয়াযিদ ইবনে আমের
৩. ইয়াযিদ ইবনে শাইবান
৪. ইয়াযিদ ইবনে না'য়ামাহ
৫. ইয়াহইয়া ইবনে উসাইদ ইবনে হুদাইর
৬. ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ
৭. ইয়ালা ইবনে উমাইয়া
৮. ইয়ালা ইবনে মাররা
৯. আবুল ইয়াসার

3. wgkKvZj gvmvexn

মিশকাতুল মাসাবীহ একখানি জনপ্রিয় হাদীস সংকলন। সংকলকের নাম ওয়ালিউদ্দীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ আল খাতীব আত-তাবরিযী। মুহাদ্দিস ওয়ালীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে খতীব তাবরিযীর এই 'মিশকাতুল মাসাবীহ' আসলে মুহাদ্দিস মুহীউস সুন্নাহ বাগাভীর 'মাসাবীহুস সুন্নাহ্' কিতাবেরই বর্ধিত সংস্করণ। ইমাম মুহীউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ ফাররা বাগাভী (মৃ. ৫১৬ হিজরি) 'মাসাবীহ' নামে কিতাবখানি রচনা করেছেন, তা বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস সম্বলিত একটি ব্যাপক কিতাব। তবে তিনি সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে এতে হাদীসের সনদ[৫২] বর্ণনা করেন নি। যদিও তাঁর মত একজন নির্ভরশীল (সেকাহ) লোকের হাদীস গ্রহণ করাই 'সনদতুল্য', তবুও একথা সত্য যে, সনদহীন কিতাব সনদওয়ালা কিতাবের সমান নয়। অতঃপর শায়খ ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) আল্লামা তিবি (র.) এর অনুরোধে মাসাবীহ গ্রন্থখানা শ্রীবৃদ্ধি ও সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেন। অনিন্দ্য সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত এ গ্রন্থই মিশকাতুল মাসাবীহ নামে পরিচিত।

---

[৫২]. সনদ : কোন গ্রন্থকার বা হাদীস বর্ণনাকারী হতে আরম্ভ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত হাদীসের যত 'রাবী' বা বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাঁদের সিলসিলা বা সূত্র-পরম্পরাকে 'সনদ' বলা হয়।

মিশকাতে রয়েছে ৬ হাজার হাদীস। এতে ছিহাহ ছিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং এর বাহিরেরও অনেক হাদীস স্থান লাভ করেছে। এক কথায় মিশকাত শরীফ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। মুসলিম জাহানে এটা অসামান্য সমাদর লাভ করেছে। মুসলিম জাহানে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে এটা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার অধিকাংশ পরিচ্ছেদের শেষে তথা তৃতীয় পরিচ্ছেদটি সংযোগ করেছেন। এ পরিচ্ছেদে তিনি ঐ সম্পর্কিত আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। ৭৩৭ হিজরি সালে এ প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থটির সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন।

wgkKvZj gvmvexn M‡š' †hme Aa¨vq I cwi‡"Q' D‡jøL Kiv n‡q‡Q Zv wb‡¤œ Dc¯'vcb Kiv nj :

1. كتاب الآيمان -wKZvej Cgvb (wkóvPvi ce)

পরিচ্ছেদ গুলি হল- বাবুল কাবায়ের ওয়া আলামাতুন নিফাকি, বাবুল ওয়াস ওয়াসা, বাবুল ঈমান বিল কদর, বাবু ইসবাতি আযাবিল কবর, বাবু ই’তেসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ।

2. كتاب العلم -wKZvej Bjg (Bjg ce)

3. كتاب الطهارة -wKZveZ ZvnviZ (cweÎZv ce)

বাবগুলি হল বাবু মা ইউ’ জাবুল অজু, বাবু আদবিল খালায়ি, বাবুস সেওয়াক, বাবু সুনানিল অজু, বাবুল গোসল, বাবু মুখালিতাতিল জুনুব ওয়ামা ইউবাহু লাহু। বাবুল মিয়াহ, বাবু তাতহীরুন নাজাসাত, বাবুল মাসহে আলাল খুফফাইন, বাবুত তায়াম্মুম, বাবুল গোসলিল মাসনুন, বাবুল হায়েজ, বাবুল মুস্তাহাযা।

4. كتاب الصلوة -wKZvem mvjvZ (mvjvZ ce)

বাবগুলি হল- বাবুল মাওয়াকীত, বাবু তা◌ র্যীলুস সালাত, বাবু ফযিায়িলিস সালাত, বাবুল আযান, বাবু ফজলিল আযান ওয়া ইজাবাতুল মুয়াজ্জিন, বাবু ফীহি ফসলান, বাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিয়িস সালাত, বাবুস সতর, বাবুস সুতরাহ, বাবু সিফাতিস সালাত, বাবু মা ইউকরাউ বা’দাত তাকবীর, বাবুল কির’আতি ফিস্ সালাত, বাবুর রুকু, বাবুস সুজুদি ওয়া ফাজলিহি, বাবুত তাশাহহুদ, বাবসুস সালাতি আলান নাবিয়্যে আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াফাজলিহা, বাবু আদ দুয়া ফি তাশাহহুদে, বাবু আল জিকর বা’দাস সালাতি, বাবু মা ইয়াজুযু মিনাল আমালি ফিস্ সালাতি ওয়া মা ইয়ুবাহু লাহু, বাবুস সাহু, বাবু সুজুদিল কুরআন, বাবু আওকাতিন নাহিয়ি, বাবুল জামা’আতি ওয়া ফাজলিহা, বাবু তাসবিয়াতুস্ সফফি, বাবুল মাওকিফ, বাবুল ইমামাত, বাবু মা আলাল ইমামি, বাবু মা আলাল মামুমি মিনাল মুতাবিয়াতি ওয়া হুকমুল মাসবুক, বাবু মান সাল্লা সালাতা মাররাতাইনে, বাবুস সুনানি ওয়া ফাজায়িলুহা, বাবু সালাতিল লাইল, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা কামা মিনাল লাইলে, বাবুত তাহরীজ আলা কিয়ামিল লাইল, বাবুল কাসদি ফিল আমলি, বাবুল বিতর, বাবুল কুনুত, বাবু কিয়ামি শাহরি রমজান, বাবু সালাতিস জুহা, বাবু আত তাতাউয়ি, বাবু সালাতিত তাসবীহি, বাবু সালাতিস সফরি, বাবুল জুমআ, বাবু উজুবিল জুমআ, বাবুত তানিজীফ ওয়াত তাবকীর, বাবুল খুতবাতি ওয়াস সালাতি, বাবু সালাতিল খাওফি, বাবু সালাতিল ঈদাইনে, বাবুল উজহিয়া, বাবুল আতিরাতি, বাবু সালাতিল খুসুফি, বাবু সুজুদিস শুকরি, বাবুল ইসতিসকায়ি, বাবুন ফির রিয়াহি।

5. كتاب الجنائز -wKZvej Rvbv‡qh (Rvbvhv ce)

বাবগুলি হল- বাবু ইয়াদাতুল মারিদ ওয়া সাওয়াবিল মারাদে, বাবু তামান্নিল মাওতি ওয়া যিকরুহু, বাবু মা ইউকালু ইনদা মিন্ হাজরাতিল মাওতি, বাবু গুসলিল মায়্যেতি ওয়া তাকফিনুহু, বাবুল মাশী বিল জানাযাহ্ ওয়া আস সালাতু আলাইহা, বাবু দাফনিল মাইয়্যেতি, বাবুল বুকায়ি আলাল মাইয়্যেতি, বাবু যিয়ারাতিল কুবুর।

6. كتاب الزكاة -wKZveh hvKvZ (hvKvZ ce)

বাবগুলি হল- বাবু মা ইয়াজেবু ফিহিয্ যাকাতু, বাবু সাদাকাতিল ফিতরি, বাবু মান লা তাহে'ল্লা লাহুস সাদাকাতু, বাবু মান লা তাহে'ল্লা লাহুল মাসালাতু ওয়া মানা তাহে'ল্লা লাহু, বাবুল ইনফাক ওয়া কারাহিয়াতুল ইমসাক, বাবু ফজলিস সাদাকাতু, বাবু আফজালিস সাদাকাত, বাবু সাদাকতিল মারআতি মিন মালিয যাওজি, বাবু মান লা ইয়াউদু ফিস সাদাকাতি।

7. كتاب الصوم – wKZvem mvI g (mvI g ce)

বাবগুলি হল- বাবু রুইয়াতিল হিলালি, বাবু ফী মাসায়িলি মুতাফার্‌রাকা মিন কিতাবিস সাওম, বাবু তানযীহুস সাওমি, বাবু সাওমিল মুসাফির, বাবুল কাজা, বাবু সিয়ামিত তাতাউয়ি, বাবু ফী আল ইফতার মিন আত তাতাউয়ি, বাবু লাইলাতুল কদরি, বাবুল ইতিকাফ।

8. كتاب فضائل القران -wKZve dv`v‡qj j KziAvb (KziAv‡bi gwngv ce)

বাবগুলি হল- বাবু আদাবিত তিলাওয়াত ওয়া দুরুসিল কুরআন, বাবু ইখতিলাফাতিল কিরায়াত ওয়া জামায়া আলকুরআন।

9. كتاب الدعوة-wKZve` `vÔqIqvZ (`Ôqv ce)

বাবটি হল- বাবু জিকরিল্লাহি আয্‌যা ওয়া জাল্লা ওয়াত তাকার্‌রুব ইলাইহি।

10. كتاب اسماء الله تعالي-wKZve Avmgwqj øwwn ZvÔqvjv (Avjøvni bvg ce)

বাবগুলি হল- বাবু ছাওাবিত তাসবীহ ওয়াত তাহমীদ ওয়াত তাকবীর, বাবুল ইসতিগফার ওয়াত তাওবাতি, বাবু সায়াতু রাহমাতিল্লাহ, বাবু মা ইয়াকুলু 'ইনদাস সাবাহি ওয়াল মাসায়ি ওয়াল মানামি, বাবুদ দুয়াত-ফীল আওকাত, বাবুল ইস্তিয়াজাহ, বাবু জামিউদ দু'আয়ি।

11. كتاب المناسك -wKZvej gvbwmK (n¾ ce)

বাবগুলি হল- বাবুল ইহারাম ওয়াত তালবিয়া, বাবু কিসসাতি হুজ্জাতিল বিদায়ি, বাবু দুখুলি মাক্কাতা ওয়াত তাওয়াফ, বাবুল উকুফ বি আরাফাতা, বাবু আদ দাফয়ি মিন আরাফাহ ওয়াল মুযদালিফাহ, বাবু রময়িল জিমার, বাবুল হাদী, বাবুল হ'লক্ব, বাবু আত তাকদীম ওয়াত তাখীর ফী বা'য়দা উমুরিল হাজ্জ, বাবু খুতবাতি ইয়াওমিন নহর ওয়া রময়ি আইয়ামিত তাশরীক ওয়াত তাওদিয়ি, বাবু মা ইয়াজতানেবুহুল মুহরিম, বাবুল মুহরিম ইয়াজাতানেবুস সাইদা, বাবুল ইহছার ওয়া ফাওতুল হাজ্জ, বাবু হুরমি মক্কা হারাসাহা আল্লাহু ত'আলা, বাবু হুরমিল মদীনাতি হারাসাহা আল্লাহু ত'আলা ।

12. كتاب البيوع –wKZvej eqÔq (µq-weµq I e¨emv ce)

বাবগুলি হল- বাবুল কসবি ওয়া ত্বালাবিল হালালি, বাবুল মুসাহি'লাতি ফিল মুয়ামিলাতি, বাবুল খিয়ারি, বাবু আর রিবা, বাবু আল মুনহি আনহা মিনাল বুয়ু, বাবু বায়ানি মুতাম্মিমাত ওয়া লাওয়াহিক্বি, বাবুস

সালাম ওয়ার রিহিন, বাবুল ইহতিকার, বাবুল ইফলাস ওয়াল ইনযার, বাবুশ শিরকাতি ওয়াল ওকালাতি, বাবুল গছবি ওয়াল আরিয়াতি, বাবুশ শুফায়া, বাবুল মুসাকাতি ওয়াল মুযারিয়াতি, বাবুল ইজারাতি, বাবু ইহ ইয়াউল মাওয়াতি ওয়া আশ শরাবি, বাবুল আতাইয়া, বাবু মুতাম্মিমাতি ওয়া লাওয়াহিক্বি মা সাবাক, বাবুল লুকতাতি। বাবুল ওসাইয়া।

13. كتاب النكاح –wKZveb wbKvn (weevn I ZvjvK ce)

বাবগুলি হল- বাবুন নজর ইলাল মাখতুবাতি ওয়া বায়ানুল আওরাতি, বাবুল ওয়ালি ফিন নিকাহি ওয়া ইসতিযানিল মার'আতি, বাবু ই'লানিন নিকাহি ওয়াল খুতবাতি ওয়াশ শরতি, বাবুল মুহার্‌রিমাতি, বাবুল মুবাশারা, বাবু দর লাওয়াহিকি ওয়া মুতাম্মিমাতি মা সাবাকা, বাবুস্ সিদাকি, বাবুল ওয়ালিমাতি, বাবুল কাসামি, বাবু ইশরাতিন নিসা ওয়ামা লি কুল্লি ওয়াহিদিম মিনাল হুকুকি, বাবুল খুলা ওয়াত ত্বালাকি, বাবুল মুতাল্লাকাতি সালাসান, বাবু ফী কাওনির রুকবাতি ফীল কুফ্ফারি মুমিনাতুন। বাবুল লিয়ান, বাবুল ইদ্দত, বাবুল ইসতিবরায়ি, বাবুন নফাকাতি ওয়া হাক্কিল মামলুক, বাবু বুলুগিস সগীরে ওয়া হাজানাতুহু ফিস্ সাগীরে।

14. كتاب العتق – wKZvej BZK (‘vm g³ Kiv ce)

বাবগুলি হ'ল- বাবু ইতাকিল আব্দিল মুশতারিক ওয়া শরাল করীব ওয়াল ইতকু ফিল মারাদি।

15. كتابالايمان والنذور -wKZvej AvBgvb Iqvb bhi (kc_ I gvbZ ce)

বাবুন ফিন নুজুর।

16. كتاب القصاص –wKZvej wKmvm (wKmvm ce)

বাবগুলি হল- বাবুদ দিয়াত, বাবু মা- লা ইয়াদমিনু মিনাল জিনায়াতি, বাবুল কাসামাতু, বাবু কাতলি আহলির রিদ্দাহ ওয়াস সাআতি বিল ফাসাদি।

17. كتاب الحدود –wKZvej û‘‘ (‘Ð wewa ce)

বাবগুলি হল- বাবু ক্বিতয়িস সারাকাহ, বাবুশ শাফায়াতু ফিল হুদুদি, বাবু হাদ্দিল খামারি, বাবু মালা-ইদ্দায়ি আলাল মাহদুদি, বাবু আততা'য়যির, বাবু বয়ানুল খামার ওয়া ওয়ায়িদু শারিবিহা।

18. كتاب الامارة والقضاء –wKZvej BgvivZ Iqvj Kv‘vÕ(ckvmb I wePvi ce)

বাবগুলি হল- বাবু মা আলাল ওলাতি মিনাত তাইসির, বাবুল আমলু ফিল কাজা ওয়াল খাওফু মিনহু, বাবু রিযকুল ওলাতি ওয়া হাদাইয়া হুম, বাবুল আকজিয়াহ ওয়াশ শাহাদাতু।

19. كتاب الجهاد –wKZvej wRnv‘ (wRnv‘ ce)

বাবগুলি হল- বাবু ই'দাদি আলাতিল জিহাদি, বাবু আদাবিস সফরি, বাবুল কিতাবি ইলাল কুফফারি ওয়া দুয়াউহুম ইলাল ইসলামি, বাবুল কিতাল ফিল জিহাদি, বাবু হুকমিল উসরা, বাবুল আমান, বাবু কিসমাতিল গানায়িমি ওয়াল গুলুলি ফিহা, বাবুল জিযইয়াতি, বাবুস সুলহি, বাবু ইখরাজিল ইয়াহুদি মিন জাযিরাতিল আরবি, বাবুল ফাই।

20. كتاب الصيد والذبائح –wKZvem mvB‘ Iqvj Rvev‡qn (wkKvi I h‡en ce)

বাবগুলি হল- বাবু জিকরিল কালবি, বাবু মা ইয়াহি'ল্লু আকলুহু ওয়া মা ইয়াহরিমু, বাবুল আকীকা।

21. كتاب الاطعمة –wKZvej AvZÔqgvn (Lv‘¨ ce)

বাবগুলি হল- বাবুল জিয়াফাতি, বাবু ফি আকলিল মুজতির, বাবুল আশরিবাতি, বাবুন নকী ওয়াল আন বিযাতি, বাবু তাগতিয়াতিল আওয়ানি ওয়া গাইরিহা।

22. كتاب اللباس –wKZvej wjevm (†cvkvK cwi”Q‘ ce)

বাবগুলি হল- বাবুল খাতাম, বাবুন নিয়াল, বাবুত তারাজুল, বাবুত তাসাওয়ীর।

23. كتاب الطب والرقي - wKZveZ wZe I qvi iæKv (wPwKrmv I gš ce)

বাবগুলি হল- বাবুল ফাল ওয়াত ত্বইরাতি এবং বাবুল কাহানাতি।

24. كتاب الرؤيا –wKZvei iÔqBqv (¯c ce)

كتاب الآداب –wKZvej Av‘e (wkóvPvi ce)

বাবগুলি হল- বাবুস সালাম, বাবুল ইসতিযান, বাবুল মুছাফাহা ওয়াল মুয়ানিকা, বাবুল কিয়াম, বাবুল জলুস ওয়ান নাওম ওয়াল মাশি, বাবুল আতাস ওয়াত তাসাউব, বাবুল জিহক, বাবুল আছামি, বাবুল বয়ান ওয়াশ শের, বাবু হিফজিল লিসানি মিনাল গিবাতি ওয়াশ শাতমি, বাবুল ওয়াদ, বাবুল মিযা, বাবুল মুফাখারা ওয়াল আসবিয়া, বাবুল বিররি ওয়াছ ছিলাহ, বাবুশ শাফকাতি ওয়ার রাহমাতি আলাল খালকি, বাবুল হুব ফিল্লাহি ওয়া মিনাল্লাহি, বাবু মা ইয়ুনহা আনহু মিনাত তাহাজুরি ওয়াত তাকাতুয়ি ওয়া ইত্তেবায়িল আওরাতি, বাবুল হাজারু ওয়াত তায়ান্নি ফিল উমুরি, বাবুর রিফকি ওয়াল হায়ায়ি ওয়া হুসনিল খালকি, বাবুল গজব ওয়াল কিবর, বাবুজ জুলমি, বাবুল আমরি বিল মারুফ।

25. كتاب الرقاق -wKZvei wiKvK (gb-Mjv‡bv Dc‡‘kgvjv ce)

বাবগুলি হল- বাব ফজলিল ফুকারা ওয়া মা কানা মিন আইশি আন নবী (সা.), বাবুল আমাল ওয়াল হিরছ, বাবু ইসতিহবাবিল মাল ওয়াল উমর লিত ত্বায়াতি, বাবুত তাওয়াক্কুল ওয়াস সবরি, বাবুর রুইয়া ওয়াস সামাআতি, বাবুল বুকা ওয়াল খাওফ, বাবু তাগায়ইরিন নাস, বাবু দর লাওয়াহিক ওয়া মুতাম্মিমাত বাবে মা সাবেক। বাবুল ইনযার ওয়াত তাহযীর।

26. كتاب الفتن –wKZvej wdZvb (wdZvb ce)

বাবগুলি হল- বাবল মালাহিম, বাবু আশরাতিস সায়াতি, বাবু আলামাতি বাইনা ইয়াদায়িস সায়াতি ওয়া জিকরিদ দাজ্জাল, বাবু কিসসাতি ইবনিস সাইয়াদ, বাবু নযুলি ঈসা (আ.) বাবু কুরাবিস সায়াতি ওয়া ইন্না মান মাতা ফাকাদ কামাত কিয়ামাতাহু, বাবু লা তাকুমুস সায়াতু ইল্লা আলা শারারিন নাসি।

বাবুন নাফখে ফিস সুর, বাবুল হাশর, বাবুল হিসাব ওয়াল কিসাস ওয়াল মিজান, বাবুল হাউজ ওয়াশ শাফা'য়াতি, বাবু ছিফাতিল জান্নাতি ওয়া আহলিহা, বাবু রুইয়াতুল্লাহি তা'আলা, বাবু ছিফাতিন নারি ওয়া আহলিহা, বাবু খালকিল জান্নাতি ওয়ান নারি, বাবু বাদউল খালকি ওয়া যিকরুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। বাবু ফজায়িলি সাইয়্যিদিল মুরসালিন (সা.), বাবুল আসমাইন নাবিয়্য (সা.) ওয়া ছিফাতিহি, বাবুন ফি আখলাকিহি ওয়া শামায়িলিহি (সা.), বাবুল মাবয়াছ ওয়া বদউল ওহী, বাবু আলামাতিন নবুওয়ত, বাবুন ফিল মিরাজ, বাবুল মুজিযাত, বাবুল কিরামাত, বাবু হিজরাতি আসহাবুহু (সা.) মিন মাক্কা ওয়া ওফাতিহি (সা.)।

বাবু মানাকিবি কুরাইশ ও জিকরুল কাবায়িল, বাবু মানাকিবিস সাহাবাহ (রা.), বাবু মানাকিবে আবি বকর (রা.), বাবু মানাকিবে উমর (রা.), বাবু মানাকিবে আবি বকর সিদ্দীক (রা.) ওয়া উমর (রা.), বাবু মানাকিবে উসমান (রা.), বাবু মানাকিবে হাউলায়েস সালাসা, বাবু মানাকিবে আলী ইবন আবি তালিব, বাবু মানাকিবিল আশারা (রা.) বাবু মানাকিবে আহলি বাইতিন নাবিয়্যি (সা.), বাবু মানাকিবি আজওয়াজিন নাবিয়্যি (সা.) বাবু জামিয়িল মানাকিবি, বাবু তাসমিয়াতিম মান সুম্মিয়া মিন আহলি বদরিন ফীল জামিয়' লীল বুখারী, বাবু যিকরিল ইয়ামান ওয়াশ শাম ওয়া জিকরু ওয়েস আল কুরনি, বাবু ছাওয়াবি হাযিহিল উম্মতি।

cÂg cwi‡"Q' : mg-mvgwqK gnwÏmMY

mg-mvgwqK gnwÏmMY

1. Beb KvQxi (ابن كثير)

ইসমাইল ইবন উমার ইবন কাছীর ইবন দারা' আল-কুরাশী আল-বুসরাবী আদ-দিমাশকী, কুনিয়াত (উপনাম) আবুল ফিদা উপাধি 'ইমাদুদ-দীন, সাধারণত পিতামহের নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক তাফসীরকার ও মুহাদ্দিস হিসাবে বিখ্যাত। জন্ম ৭০০/১৩০০[৫৩] বা ৭০১/১৩০১[৫৪] সনে, অন্য মতে হিজরি ৭০০ সনের কিছু পরে[৫৫] দামিশকের উপকণ্ঠস্থ বুসরা অঞ্চলের মাজদালা পল্লীতে। সেখানে তার মাতামহের বাড়ী, তার পিতা জীবনের শেষদিকে এই পল্লীর মসজিদের খতীব নিযুক্ত হয়ে এখানে বাস করতে থাকেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইবনে কাছীরের বয়স যখন ৬ বছর (৭০৭/১৩০৭) তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে দামিশকে চলে যান এবং সেখানেই জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেন। অতি অধ্যয়নের ফলে বৃদ্ধবয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। তিনি এই শহরেই শাবান, ৭৭৪/ ফেব্রুয়ারী, ১৩৭৩-এ ইন্তিকাল করেন এবং তার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তার উস্তাদ শায়খ ইমাম ইবন তায়মিয়্যা (মৃ. ৭২৮/১৩২৮) (র.) এর কবরের পাশেই তাকে দাফন করা হয়।[৫৬] । আবুল বাকা ও বাদরুদ্-দীন নামে তার দুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

wkÿvRxeb : ইবন কাছীর তার বড় ভাই 'আবদুল ওয়াহহাব (মৃ. ৭৫০ হি.) এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন[৫৭]। ১১ বৎসর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করেন। সেই সময়ের প্রখ্যাত আলিম ও মনীষীগণের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার প্রায় ৪৪ জন শিক্ষকের নাম তার জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন । তার বিশিষ্ট কয়েকজন শিক্ষক হলেন ফিকহশাস্ত্রের বুরহানুদ দীন আল-ফাযারী (মৃ. ৭২৯ হি.) ও কামালুদ-দীন ইবন কাদী শুহবা ; হাদীসে বুখারী শরীফে শায়খ শিহাবুদ-দীন আবুল-আব্বাস আহমাদ ইবনুল-হিজার (মৃ. ৭৩০ হি.) ও শায়খ জামালুদ-দীন আবুল-হাজ্জাজ য়ূসুফ ইবনুয যাকী (মৃ. ৭৪২ হি.) এবং মুসলিম শরীফে এবং কতিপয় হাদীস গ্রন্থে শায়খ বুরহানুদ-দীন ইবন ইসহাক আল-ফাযারী, যিনি ফিকহ শাস্ত্রেও তার উস্তাদ ছিলেন। ইমাম ইবন তায়মিয়্যার নিকটও তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি সিরিয়ার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস জামালুদ-দীন আল-মিযযী (মৃ. ৭৪২/১৩৪২) এর জামাতা ছিলেন এবং দীর্ঘদিন তার সাহচার্যে হাদীস শিক্ষার সুযোগও লাভ করেছিলেন। ইবন কাছীর প্রখর স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একবার যা পাঠ করতেন তা সহজে ভুলতেন না।[৫৮] হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও ইতিহাসে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ব্যাকরণশাস্ত্র ও হাদীসের রাবীদের জীবনী (আসমাউর রিজাল) সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি মুফতী হিসেবেও প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইবনুল ইমাদ মন্তব্য করেছেন যে, তার ফাতওয়ার পৃষ্ঠাসমূহ দেশের সর্বত্র যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। তাকে ইমাম, মুফতী, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস এবং অভিজ্ঞ ফকিহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯]

ågY : বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি ভ্রমণও করেছেন। যথাঃ আল-কুদস, নাবলুস ও বা'লাবাক্কা শহর। এক বর্ণনামতে তিনি এই উদ্দেশ্যে মিসরেও গমন করেছেন। ৭৫১ হি. হাজ্জ আদায় করেন। তিনি একজন

---

৫৩. ইবনুল ইমাদ, kvhvivZ ৬ষ্ঠ খ., ২৩১

৫৪. আশ-শাওকানী, Avj-ev'iæZ Zwj, ১ম খ.,পৃ. ১৫৩

৫৫. ইবন হাজার আল-আসকালানী, Av' 'ivi æj Kvgxbv, ১ম খ., পৃ. ৪৪৫

৫৬. ইবনুল-ইমাদ, kvhvivZ, ৬ষ্ঠখ, ২৩২; মাসউদুর-রহমান খান আন-নাদাবী ইবন কাছীর পৃ. ১৮

৫৭. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪খ, পৃ. ৩২

৫৮. ইবন কাদী শুহবা, ZveKvZk-kwdBq¨v, পৃ, ৪৭৪

৫৯. শাযারাত, ৬খ, ২৩১ ; আয-যাহাবী, ZvhwKivZj-ûddvR, ৪খ, ১৫০৮ ; আসকালানী, 'ivi, ১মখ, পৃ.৪৪৬

শাফিঈ ইমাম ছিলেন, তবে তার উসতাদ ইবন তায়মিয়্যা (র.) এর অনুসরণে কোন কোন ক্ষেত্রে হাম্বলী ফিকহ এর মতও অবলম্বন করেছেন এবং এজন্য তাকেও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। আমীর বাহাউ-দীন আল-মারজানী (মৃ. ৭৫৯/১৩৪৮) তাকে মিযযার মসজিদের খাতীব নিযুক্ত করেছিলেন (মুহাররম, ৭৪৬/ মে, ১৩৪৫)। ইবন কাছীর অধ্যাপনার কাজেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

KgRxeb : গভর্নর আরগুন শাহ (মৃ.৭৫০/১৩৪৯) এর শাসনামলে তিনি উম্মু সালিহ এর তুববায় হাদীসের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন (যুলকাদ ৭৪৮/ ফেব্রুয়ারী, ১৩৪৮)। কতিপয় সূত্র মতে ৭৫৬ হি. তিনি কাদী তাকিয়্যুদীন সুবকীর মৃত্যুর পর কিছু সময়ের জন্য দারুল-হাদীস আল-আশরাফিয়্যার পরিচালকের পদ লাভ করেছিলেন। গভর্নর সায়ফুদ-দীন মানকালী বুগা (৭৬৪-৬৮ হি.) আল-জামিউল-উমাবীতে তাকে হি. ৭৬৭ সালে তাকে তাফসীর এর শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত করেন[৬০]। এই পদটি তৎকালে অতি উচ্চ মর্যাদার পদ বলে গণ্য হত । ছাত্র ও গবেষকদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে সব কমিটি গঠন করা হয়েছিল এগুলির কয়েকটির তিনি সদস্য ছিলেন । তার নিকট অধ্যয়ন করবার জন্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা হতে ছাত্রগণ আগমন করত। তার অনেক ছাত্র ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

miKvix ‘wqZ cvjb : সিরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ আলিম হিসাবে সরকারী মহলেও তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যাপারে তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যথা: ৭৫১/১৩৪১ সালের শেষের দিকে গভর্নর আল-তুনবুগা আন-নাসিরীর সভাপতিত্বে অবতারবাদ (হুলুল) এ বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত এক যিনদীক (ধর্মদ্রোহী) এর বিচার করণার্থ দুইটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত তদন্ত কার্যে বিশিষ্ট কতক আলিমের সঙ্গে ইবন কাছীরও অংশগ্রহণ করে ছিলেন।[৬১] ৭৪২/১৩৫১ সালে আমীর বায়বুগা উরূস-এর বিদ্রোহ অকৃতকার্য হলে খলীফা আল-মুতাদিদ (মৃ.৭৬৩/১৩৬১-৬২) শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দামিশকে আসেন। তিনি তখন দাসমাগিয়্যা মাদরাসায় ইবন কাছীরকে সাক্ষাত প্রদান করেন। আমীর মানজাক দুর্নীতি দমনের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাদি আরও জোরদার করার উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারে গৃহীত পূর্বের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করতে চান। সেজন্য (৭৫৯/১৩৫৮) তিনি আলিমগণের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইবন কাছীরও এই উদ্দেশ্যে আহূত হয়েছিলেন। ৭৬২/১৩৬১ সালে আমীর বায়দামুর এর বিদ্রোহের সময় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ইবন কাছীরসহ অন্যান্য প্রধান আলিমের নিকট বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিলেন। ইবন কাছীর তার ফতওয়ায় সমঝোতা ও শান্তির পথ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাইপ্রাসের ফ্রাংকদের দ্বারা লেবানন ও সিরিয়ার সমুদ্রোপকূল আক্রান্ত হলে দামিশকের গভর্ণর আমীর মানজাক এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে চাইলে ইবন কাছীরকে এই বিষয়ে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন। ইবন কাছীর সীমান্ত রক্ষার উপর রিবাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ কায়রো (১৩৪৭/১৯২৮) নামে একটি সন্দর্ভ রচনা করেন।

iPbvejx : ইবন কাছীর জীবনের অধিকাংশ সময়, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা, ফাতওয়া দান ইত্যাদি শিক্ষামূলক কাজে অতিবাহিত করেন এবং কয়েকটি অতি উচ্চ মানের গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে তার তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থদ্বয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা :

1. Avj we‘vqv Iqvb wbnvqv : (কায়রো ১৩৫১-৮/১৯৩২-৯, বৈরুত ১৯৬৬ ও ১৯৭৭ খৃ., ১৪ খণ্ডে, প্রায় ৫৩০০ পৃ. সম্বলিত একটি বিশ্বকোষ জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থ)। হি. ৮ম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস হতে বিধৃত, বিশেষত মামলূক যুগের এটাই প্রধান ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সঠিক তথ্য সংগ্রহ

---

৬০. বিদায়া, ১৪খ, ৩২১

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-৯০

করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং য়াহূদী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি বর্জন করেছেন[৬২] । তাবারী, ইবন আসাকির, ইবনুল জাওযী, ইবনুল আছীর, সিরত ইবনুল জাওযী, কুতুবদ-দীন আল-য়ূনিনী, আয-যাহাবী প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনা হতে তিনি এটার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন। গ্রন্থের শেষাংশে দামিশকের ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে, যার বেশ কিছু অংশ বিরযালী (মৃ. ৭৩৯/১৩৩৮-৯) এর তারিখ ও তার মুজাম এর সাহায্যে রচিত। আল বিদায়ার জনপ্রিয়তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ এটাকে তাদের রচনায় মূল সূত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। যথা : ইবন হিজ্জী (মৃ. ৮১৬/১৪১৩), ইবন কাদী শুহবা (মৃ. ৮৫১/১৪৪৮), আল-আয়নী (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১), বিশেষত ইবন হাজার আসকালানী (মৃ. ৮৫১/১৪৪৯) প্রমুখ ঐতিহাসিক।

2. Zvdmxiæj-KiAwbj-AvRxg : (বৈরুত : ১৪০০/১৯৮০, ৪ খণ্ডে, প্রায় ২৪০০ পৃ. সম্বলিত) কুরআনী তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকায় এই তাফসীরে অবলম্বিত রীতি ও পদ্ধতির বর্ণনা দিয়াছেন (ক) কুরআন দ্বারাই কুরআনের তাফসীর, তার মতে এই পদ্ধতি অতীব উত্তম ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা কুরআনেই এক স্থানে যা সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে অপর স্থানে তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, (খ) হাদীস দ্বারা কুরআনের তাফসীর, প্রথম পদ্ধতি সম্ভব না হলে এটা গ্রহণীয়। কেননা হাদীসে স্বয়ং রাসূল কারীম (সা.) কৃত তাফসীর বিধৃত হয়েছে ; (গ) সাহাবীগণের উক্তি দ্বারা কুরআনের তাফসীর। এটা তৃতীয় পর্যায়ে গ্রহণীয় পদ্ধতি, কেননা সাহাবীগণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট কুরআনের শিক্ষা লাভ করেছেন। কুরআন নাযিল হওয়ার সকল অবস্থা, পরিস্থিতি ও ঘটনা সম্পর্কে তারা সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন; (ঘ) উপরোক্ত তিন পদ্ধতির পরে তাবিঈ ও তাদের শিষ্যদের (তাবা' তাবিঈন) উক্তিসমূহের আলোকে তাফসীর রচনা। এই নীতিগুলি অবলম্বন করে আরও কিছু তাফসীর রচিত হয়েছে (যথা : ইবন তাবারীর তাফসীর)। কিন্তু উদ্ধৃত হাদীসসমূহের বিচার বিশ্লেষণে তারা তত সতর্কতা অবলম্বন করেন নি। ইবন কাছীর একজন অভিজ্ঞ হাদীসবিদ হিসেবে তার তাফসীরে সহীহ হাদীসমূহ উল্লেখ করতে বিশেষভাবে যত্নবান হয়েছেন। এই কারণেই সুয়ূতী মত প্রকাশ করেছেন, এই পদ্ধতিতে রচিত এটা অপেক্ষা উন্নতমানের তাফসীর আর একটিও নেই। শাওকানীর মতে এই তাফসীরখানি সর্বোত্তম না হলেও সর্বোত্তম তাফসীরগুলির অন্যতম।[৬৩]

3. কুরআনের সংরক্ষণ, লিখন ও বর্ণনারীতি সম্পর্কে dv'vBjj-KiAvb তার একটি বিশেষ রচনা, কায়রো ১৩৪৩-১৩৪৭ হি.।

4. Avm-mxivZb-bvewelq¨v : (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত)। সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি 'আল-ফুসূল-ফী মুখতাসার সীরাতির-রাসূল' নামে মিসর হতে (১৩৪৮ হি.) প্রকাশিত। আর সীরাতের বিস্তারিত গ্রন্থটিও আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা আল-মুতাওওয়ালা নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত (কায়রো ১৩৮৬/১৯৬৪) কিন্তু তার ইতিহাস গ্রন্থ আল-বিদায়াতে এটা সংযোজিত ।

---

[৬২]. জুরজী যায়দান, ZvixL Av'wej-jMwZj Avivweq¨v ৩খ, পৃ. ২০৮-৯
[৬৩]. আল-বাদরুত-তালি, ১খ, পৃ. ১৫৩

5. ইবনুস-সালাহ এর মুকাদ্দামা লি উলুমিল হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার তার gLZvmvi ev BLwZmviæ Djwgj-nv‘xm গ্রন্থটি কায়রো হতে (১৩৫৫/১৯৩৭) প্রকাশিত। এতদ্ব্যতীত তার আরও কয়েকটি প্রকাশিত পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

Zvi wKQ ¸iæZcY Mš GLbI AcKwkZ Zb‡a¨

১. RwgDj-gvmvbx‘ Iqvm mbvb : হাদীস সংকলনের বিশ্বকোষরূপী বৃহদাকার একটি গ্রন্থ (৮খণ্ডে) এটাতে সিহাহ সিত্তা মুসনাদ আহমাদ ও কতিপয় অপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। মিসরের খেদীবী গ্রন্থাগারে এটার একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[৬৪]

২. AvZ-ZvKgxj dx gwidwZQ-wQdvZ Iqv‘-‘-Avdvô Iqvj gvRvnxj : এটা আল-মিযযী (৬৫৪-৭৪২ হি.) এর তাহযীব ও আয-যাহাবী (৬৭৭-৭৪৮ হি.) এর মীযান গ্রন্থদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

৩. ZvevKvZk-kwdBq¨v : এটারই অনুসরণে ইবন কাদী শুহবা তার তাবাকাতুশ-শাফিইয়্যা রচনা করেছেন।

GZØ¨ZxZ Zvi Avil wKQ iPbv Av‡Q †hB¸wji bvg wewfb m‡Î Rvbv hvq, wKš GLb Avi we‘¨gvb bvB :

1. Avj-KvIqwKe‘-‘vivix : হাজ্জী খালীফা (কাশফুজ-জুনুন, ২খ, ১৫৩১) ও ইসমাঈল বাশা আল-বাগদাদী (হাদয়াতুল-আরিফীন, ১খ, ২১৫) এটা উল্লেখ করেছেন। এটা তার আল-বিদায়ার সারসংক্ষেপ ।
২. gmbv‘k-kvqLvb (আল-বিদায়াঃ ৫খ, ২৮৮)।
৩. wKZvej-AvnKwgj-Kvexi الكبير (كتاب الاحكام), ফিকহ গ্রন্থ, এটা তিনি সমাপ্ত করতে পারেন নি।
৪. Ave BmnvK Avk-kxivhxi Zvbexn c¯Í‡Ki fvlv (আল-বিদায়া : ১২খ, ১২৫) ; এরূপ আরও কিছু গ্রন্থ রয়েছে।[৬৫]

2. Be‡b ‘vKxK Avj B‘

তাকিয়্যুদ-দীন আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন ওয়াহাব ইবনে মুতি ইবনে আবিত তাআ; ফকিহ ও মুহাদ্দিস। জন্ম শা‘বান, ৬২৫/জুলাই, ১২২৮ সনে হি‘জাযের য়াম্বুতে (Brockelmann বর্ণিত দক্ষিণ মিসরে নয়), যদিও তাঁর মাতাপিতা উত্তর মিসরের মানফালূতের অধিবাসী ছিলেন। তিনি উত্তর মিসরের কূ‘স-এ প্রতিপালিত হন এবং হাদীস শ্রবণ করবার জন্য কায়রো ও দামিশক পর্যন্ত গমন করেন। পরবর্তীকালে তিনি মালিকী ও শাফিই মায্হাব অনুযায়ী ফিক্হ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। তিনি ৬৭৫/১২৯৫ সনে বিচারকের পদ লাভ করেন এবং ১১ সফর, ৭০২/ ৬ অক্টোবর, ১৩০২ তারিখে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন।

“আল-ইসলাম ফী আহাদীসিল-আহকাম” নামে কুড়ি খণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থসহ তিনি ফিকহ ও হাদীস সম্পর্কে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি কিছু কবিতা ও বক্তৃতামালাও রেখে যান। রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। এই তথ্যটি তাশকোপরুযাদে তাঁর মিফতাহু‘স-সা‘আদা (হায়দরাবাদ ১৯১১খৃ,

[৬৪]. (জুরজী) যায়দান, ZvixL Av‘wej-jMwZj-Aviweq¨v : ৩খ, পৃ.২০৮
[৬৫]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা : ইফাবা প্রকাশনা, ১৪০৭হি. / ১৯৮৭খৃ. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৯-৫৮১

১ম খণ্ড, ২৮১) গ্রন্থে[৬৬] উল্লেখ করেছেন যদিও এই বিষয়ে কোন রচনা রেখে গিয়েছেন বলে মনে হয় না। অবশ্য জনৈক বেনামী লেখক (ফী বায়ানি আমালুর ফিদ্দা : ওয়ায-যাহাব) নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধে পারদ ও আর্সেনিককে রৌপ্যে রূপান্তরিত করার জন্য ইবন দা'কীক আল-ইদ কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের একটি দলিল সংরক্ষণ করেছেন।[৬৭]

4. Be‡b nvRvi Avj ÔAvmKvjvbx

আবু'ল-ফাদ'ল শিহাবু'দ-দীন আহমাদ ইব্‌ন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-'আস্‌কা'লানী শাফি'ঈ মায'হাবের একজন মিসরীয় বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য হাদীস'বিদ, বিচারক ও ঐতিহাসিক (৭৭৩-৮২৫/১৩৭২-১৪৪৯)। তার জীবন-কর্ম হা'দীস' বিজ্ঞানের উচ্চতর শিখর নির্দেশ করে এবং তাঁকে যেমন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসরূপে চিহ্নিত করে, তেমনি মুসলিম ধর্মীয় পাণ্ডিত্যের সর্বাপেক্ষা আদর্শ প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি নিজে তাঁর পারিবারিক নাম 'ইব্‌ন হা'জার'- এর উৎপত্তি জানতেন না। পারিবারিক কিংবদন্তি অনুসারে 'আস্‌কা'লানী নিসবা (সম্বন্ধ)-টি ৫৮৭/১১৯১ সন হতেই চলে আসছে। সা'লাহু'-দীন যখন 'আস্‌কা'ল কে ধ্বংস করে তার মুসলিম অধিবাসীদিগকে অন্যত্র পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন, তখন হা'জারের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া এবং পরে কায়রো গমন করেন। সেখানেই ইব্‌নে হা'জার ২২ শাবান ৭৭৩/২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৩৭২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর দাদা আলেকজান্দ্রিয়ায় একজন বস্ত্র উৎপাদনকারী ছিলেন।

ইবনে হা'জরের জন্মের সময় তাঁর পিতা নূরু'দ্দীন একজন বিখ্যাত ফকিহ (আইনজ্ঞ) ছিলেন। কিন্তু তিনি বিচার বিভাগের প্রতিশ্রুতিময় পেশা অকালেই ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ভক্তিমূলক কবিতা রচনা করতেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রশংসায় এবং মক্কার পবিত্র স্থানের বর্ণনায় একখানা কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। অনুরূপভাবে তিনি সূফী 'আস'-সানাফীরী (মৃ.২৬ শা'বান, ৭৭২/১৫ মার্চ, ১৩৭১) এর যে সকল কারামাত ব্যক্তিগতভাবে নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেগুলি বর্ণনা করে একখানা 'উরজুয়া (Urdjuga) প্রকাশ করেন। তিনি বুধবার, ২৩ (১৫) রাজব, ৭৭৭/১৯ ডিসেম্বর, ১৩৭৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

তাঁর মৃত্যুর সময় তার পুত্র ইব্‌নে হা'জার খুব ছোট ছিলেন। তাই পরবর্তীতে তাঁর পুত্র তাঁকে কল্পনার ছবির মত অস্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারতেন[৬৮]। ইব্‌ন হাজার এই সময় পূর্ণ ইয়াতিম হয়ে পড়েন। কারণ তাঁর মাতা 'তুজ্জার' পূর্বেই ইন্তিকাল করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মাতা তুজ্জারই পরিবারের সমৃদ্ধি ও প্রভাব আনয়ন করেছিলেন। তিনি এক মিফতাবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতা ছিলেন একজন কারিমী ব্যবসায়ী। শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ 'আদদি'ল-মুহায়মিন নামে ইবনুল-আরাবীর সূফীবাদের একজন অনুসারীর সাথে পূর্বে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তিনি উক্ত বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ তাঁর পুত্রের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। কাজেই নিঃসন্দেহে তিনি যথেষ্ট ধনবতী ছিলেন।

পূর্ববর্তী বিবাহ হতে ইব্‌নে হা'জার আল-'আস্‌কালানী পিতার আর একটি পুত্র ছিল। তিনিও একজন প্রতিশ্রুতিশীল বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই মারা যান। তুজ্জারের গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হা'জ্জ উপলক্ষে 'আরব দেশে অবস্থানকালে এবং সঙ্গত-ভাবেই তাঁর নাম রাখা হয় উম্মু মুহাম্মাদ সিত্তু'র-রাক্‌ব (রাজাব, ৭৭০ / ফেব্রুয়ারি, ১৩৬৯; মৃ. জুমাদা-২, ৭৭৮/ ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৩৯৬) । তিনি

[৬৬]. তাশকুবরাযাদে, wgdZvûm-mvÔAv'v, হায়দরাবাদ, ১৯১১খৃ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮১

[৬৭]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা : ইফাবা প্রকাশনা, ১৪০৮হি. / ১৯৮৮খৃ. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫

[৬৮]. ইবনু'ল-'ইমাদ, kvhviv‡Z ৬খ, পৃ. ২৫২

তাঁর ভ্রাতা অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় ছিলেন, "আমার মাতার মৃত্যের পর তিনিই ছিলেন আমার মাতা।" তিনি পরে কারিমী ব্যবসায়ীদের বিখ্যাত যাররুবী পরিবারের মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন 'আবদিল- আযীয এর সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন, যাঁর নানা নাসির উদ্দীন আল-বালিসী আর একটি প্রভাবশালী কারিমী পরিবারের প্রতিনিধি ছিলেন এবং যিনি নিজে ৮৩৩/১৪২৯-৩০ সনে একজন অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি হিসাবে ইনতিকাল করেন, যদিও তাঁর পিতা বহু সূত্র হতে প্রাপ্ত সম্পদরাশি বিনষ্ট করত দেউলিয়া অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। অল্প বয়স্ক পুত্র মুহাম্মাদ এবং কন্যা ফাওযের জন্য তাঁদের ২৪ বছর বয়স্ক চাচা ইব্‌ন হাজার অনেকগুলি ইজাযা সংগ্রহ করেছিলেন।[৬৯] যাকীয়্যু'দ্দীন আবু বাকর ইবনে 'আলী ইবন মুহাম্মাদ নামে অন্য একজন খাররুবী, যিনি একজন পণ্ডিত হিসেবে জীবন শুরু করে পুনঃ পুনঃ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অনেক সম্পদশালী ও পরিবারের প্রধান হয়েছিলেন ।

ইব্‌নে হা'জার আল-'আস্‌কালানী পিতা যাকীয়্যু'দ্দীনকে স্বীয় পুত্রের প্রধান অভিবাবক মনোনীত করায় পিতার মৃত্যুর পর ইব্‌নে হা'জরের জীবন ৭৮৪/১৩৮২-৩ সনে তিনি (যাকীয়্যু'দ্দীন) পরিচালিত করেন।
যাকীয়্যু'দ্দীন ১১ বৎসর বয়স্ক ইব্‌নে হা'জারকে মক্কায় হাজ্জ করতে নিয়ে যান। (যেখানে তিনি পিতার সাথে একবার গিয়েছিলেন) ৭৮৬ সনে তিনি ইব্‌নে হা'জারকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং অচিরেই মুহার্‌রাম, ৭৮৭/ ফেব্রুয়ারি, ১৩৮৫ সনে ইনতিকাল করেন। যেই খাররুবী ইব্‌নে হাজারের ভগ্নিকে বিবাহ করে ছিলেন, তিনি যাকীয়্যু'দ্‌-দীনের জ্ঞাতী ভ্রাতা ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

ইব্‌নে হা'জার আল-'আস্‌কালানী পটভুমি ছিল, বুনিয়াদী সওদাগরী সম্পদের ঐতিহ্য- কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি সাধারণ অপেশাদারী তীব্র আগ্রহ, যা উচ্চ মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের বৈশিষ্ট্য ছিল। তার পিতামাতার মৃত্যু তার জন্য আর্থিক বঞ্চনার কারণ হয় নি, (উদাহরণসরূপ তিনি যেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই গৃহেই তিনি তার বিবাহ পর্যন্ত অবস্থান করতে পেরেছিলেন)। এটা প্রতীয়মান হয় যে, তার প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভ কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। কারণ তিনি পাঁচ বছর বয়সের পূর্বে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন নি। নয় বছর বয়সেই তিনি কোরআন শরীফ হিফজ করেছিলেন। যাকীয়ুদ্দীনের সহিত আরব দেশে তাঁর অল্পকালীন অবস্থান তাঁর লেখা পড়ার কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। প্রকৃত পক্ষে তাঁর নিয়মিত অধ্যয়ন মিসরে প্রত্যাবর্তন ও যাকীয়ুদ্দীনের মৃত্যুর পরেই আরম্ভ হয়েছিল।

ঐ সময়ের প্রথানুসারে তাঁর অধ্যয়নের বিশদ বিবরণ, তার সকল শিক্ষকের নাম এবং যেই যেই শিক্ষকের নিকট যেই যেই পুস্তক পাঠ করেছিলেন সেইগুলির তালিকা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখে তার অধীত পুস্তকে রেখেছেন। যেমন- আল-মু'জামুল-মুফাহ্‌রাস যার সাথে তাঁর শিক্ষকগণদের স্বহস্তে লিখিত ইজাযা এবং তাঁর তাযকিয়া যোগ করতে হবে । ইবন হাজারের জন্য একজন অভিভাবক এবং প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম শিক্ষক ছিলেন শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্‌ আলী ইবনিল-কাত্তান, যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার অধ্যায়নের দিক-নির্দেশনার প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি তাঁকে ঐতিহাসিক সাহিত্যের সাথে পরিচিত করেছেনএবং ধর্মীয় শিক্ষার ঐতিহাসিক দিকের প্রতি তার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করেছেন। ইবন হাজার যখন হাদীসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার সংকল্প করলেন তখন যায়নুদ্দীন আল ইরাকী (মৃ. ৮০৬/১৪০৪) তাঁর প্রধান শিক্ষক হলেন। তিনি ইয্‌যুদ্দীন ইবন জামআর সাহচর্যেও অনেক উপকৃত হয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়, যাঁর নিকট তিনি ৭৯০/১৩৮৮ হতে ৮১৯/১৪১৬ সনে ইবন জাময়ার মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। যা হউক, তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে কেউই তার উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই, যেমন তিনি নিজে পরবর্তীকালে তাঁর কতিপয় ছাত্রের উপর বিস্তার করতে চেষ্টা করেছেন।

ইবন হাজার ২০ বৎসর বয়সে হাদীসে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগের সংকল্প বাস্তবায়িত হয় তিন বৎসর পর ৭৯৬/১৩৯৩-4 সনে। শাবান ৭৯৮/মে,

[৬৯]. H. Ritter, in Oriens, ৬ ১৯৫৩ খৃ., ৮২ এবং দাও', ১২, ১১৬

১৩৯৬ সনে তাঁর অভিভাবক ও শিক্ষক ইবনুল কাত্তান তাঁর জন্য এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা প্রায় ১৮ বৎসর বয়স্কা 'উন্‌স' এর বিবাহের ব্যবস্থা করেন। উন্‌স সামরিক বাহিনীর এক পরিদর্শক (নাজিরুল-জায়শ) 'আবদুল- কারীম ইব্‌ন আহমাদের কন্যা, যিনি মায়ের দিক দিয়ে ছিলেন মানকূতিমুরের কন্যার প্রপৌত্রী। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ৬৯৮/১২৯৮ সনে তাঁর নামে নামকরণকৃত একটি কলেজ মানকূতিমুর উদ্বোধন করেছিলেন। বিবাহের পর ইবন হাজার তার স্ত্রীর পারিবারিক ভবনে বাস করতে শুরু করেন এবং সেই খানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন ।

পরে তিনি আরও বিবাহ করে ছিলেন। কিন্তু কোন স্ত্রীকেই 'উন্‌স' এর সাথে একই ঘরে বাস করার জন্য আনয়ন করতে পারেন নাই। ইবন হাজারের মৃত্যুর পর প্রায় চৌদ্দ বছর উন্‌স জীবিত ছিলেন। তার বিবাহের পূর্বের মাসগুলি তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষা ও গবেষণায় অতিবাহিত করেন এবং পরবর্তী বৎসর সাওয়াল, ৭৯৯/জুলাই, ১৩৯৭ সনে হিজায ও ইয়ামান ভ্রমণ করেন, যা ৮০১/১৩৯৮ সনে সমাপ্ত হয়। তার পরের বৎসর তিনি ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় অধ্যয়ন করেন। যদিও তিনি পরবর্তী কালে অনেকবার হাজ্জ সম্পন্ন করে ছিলেন, তিনি ৮০৬/১৪০৩ সনে পুনরায় ইয়ামান ভ্রমণ করেন এবং ৮৩৬-৭/১৪৩২-৩ সনে বার্‌সবায় (দ্র.) এর সফর সঙ্গীদের মধ্যে সামিল হয়ে সিরিয়ায় শিক্ষা সফর করেন ও ভাষণ দান করেন। তিনি যখন ৮০৩/১৪০০ সনে সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর ছাত্র হিসেবে ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটে।

শতাব্দীর শেষ বৎসরগুলিতে গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর কার্য আরম্ভ হয়। ৭৯৫/১৩৯২-৩ সনে ছন্দশাস্ত্র লিখিত একটি নিবন্ধ তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশনা যার বিবরণ পাওয়া যায়, একই বছর দামামীনীর নুযুলুল-গাযছ এর একটি প্রশংসামূলক সমালোচনা পুস্তক তিনি রচনা করেন, যা আস-সাখাবী উদ্ধৃত করেছেন, জাওয়াহির, তাঁর উচ্চ প্রশংসিত দীওয়ানের অধিকাংশ কবিতাও তার অল্প বয়সের সৃষ্টি। তাঁর পরবর্তীকালের অনেক বৃহৎ রচনাও ঐ সময়েই পরিকল্পিত ও আরম্ভ করেছিল।

তাঁর পেশাগত জীবন সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রভাষক, অধ্যাপক, কলেজের প্রধান এবং সর্বশেষ বিচারক, অন্যান্য কার্যাবলীসহ, যেমন মুফ্‌তী, ধর্মপ্রচারক এবং গ্রান্থাগরিক ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। বিচারক থাকাকালীন তিনি কিছু ছোটখাট উৎপাত ও পুনঃপ্রথাগত বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন বটে কিন্তু তার কর্মজীবন নির্বিঘ্নে উত্তরোত্তর খ্যাতি ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

হাদীসের উপর তা ভাষণ আরম্ভ হয় শাওয়াল, ৮০৮/মার্চ, ১৪০৬-এ শায়খুনিয়্যাতে। পরবর্তীকালে নুতনভাবে পূর্ননির্মিত জামালিয়্যাঃ যখনরাজব, ৮১১/নভেম্বর, ১৪০৮-এ উদ্বোধন করা হয়েছিল তখন তিনি সেখানে এবং (জুমাদা-২, ৮১২/অক্টোবর, ১৪০৯-এ মানকূতি মুরিয়্যাতে ভাষণ দিয়েছিলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর প্রধান সম্পৃক্ত ছিল খানকাহ আল-বাযবারসিয়্যা-র সহিত। ৩ রাবী-১, ৮১৩/৬ জুলাই ১৪১০-এ তিনি এর শিক্ষা ও প্রশাসন (মাশায়খা ও নাজার) উভয় ব্যাপারেই প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ৮১৬/১৪১৩ সনে তিনি উক্ত পদ হারান, কিন্তু রাবী-২, ৮১৮/জুন, ১৪১৫-এ তিনি প্রায় ৩১ বৎসরের জন্য উক্ত পদি পুনর্বহাল হন এবং ২০ জুমাদা-১, ৮৪৯/২৪ আগস্ট, ১৪৪৫ সনে বহিস্কৃত হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

দারুল হাদীস আল কামিলিয়্যাতে তিনি তাঁর শিক্ষা দান কার্য স্থানান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু বায়বারসিয়ায়্যার নিয়ন্ত্রণ পুনরায় লাভ করার জন্য সর্বক্ষণ তাঁর প্রভাব বিস্তার করছিলেন। ২ রাবী'-২ ৮৫২/৬ জানু, ১৪৪৮ সনে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল এবং ঐ বছরের যু'ল-কাদা মাসে (জানুয়ারি, ১৪৪৯) তাঁর অন্তিম অসুখ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিছু মাস বায়বারসিয়্যাতে পুনরায় শিক্ষা দান করেছিলেন। তাঁর বায়বারসিয়্যার প্রশাসনামলে একটি উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছিল। তা ছিল উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৃত্তি বা

সুবিধাভোগী ছাত্রদের জন্য বর্ণানুক্রমিক নথি উন্মুক্ত করার পদ্ধতি, যা অন্যান্য কলেজে এবং দীওয়ানুল-জায়ণ (সামরিক দফতর) এও অনুসরণ করা হয়েছিল। হাদীসে বিভিন্ন প্রভাষক পদে কাজ করা ছাড়াও ইবন হাজার দারুল আদল-; ৮১১/১৪০৮-৯ সন হতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মুফতীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং আল-আযহার ও আমর মসজিদের সহযোগী প্রচারক ও ইমাম ছিলেন। ৮২৬/১৪২৩ সনে তিনি অনুমানিক চার হাজার মূল্যবান পাণ্ডুলিপিসহ মাহমুদিয়্যা গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর গ্রান্থাগারিক থাকা কালে, যা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, তিনি দু'টি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন-একটি বর্ণানুক্রমিক এবং অন্যটি বিষয়ানুক্রমিক।

তাঁর প্রথম জীবনে ইয়ামানে তাঁকে বিচারকের পদ প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। যখন ২৭ মুহাররাম, ৮২৭/৩১ ডিসেম্বর, ১৪২৩-এ (জাওয়াহির, শনিবার ২২ মুহাররম/রবিবার, ২৬ ডিসেম্বর) তাঁর বিরাট সুযোগ এসেছিল তখন তিনি তাঁর বন্ধু কাদিল-কুদাত জালালুদ্দীন আল-বুলকীনীর সংযোগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহযোগী বিচারকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রথমবার ১১ মাসের ও কম সময়ের মধ্যে তিনি পদচ্যুত হন, কিন্তু মিসর (এবং সিরিয়ার) প্রধান বিচারকের পদ তাঁর জন্য মিলিত ভাবে প্রায় ২১ বছরকাল স্থায়ী হয়। তাঁর উক্ত পদে বহাল ও উহা হতে পদচ্যুত হওয়ার বিবরণ নিম্নরুপঃ ২ রাজাব, ৮২৮/২০ মে, ১৪২৫-এ পুনর্বহাল; ২৬ সাফার, ৮৩৩/২৪ নভেম্বর, ১৪২৯-এ পদচ্যুত; ২৬ জুমাদা-১, ৮৩৪/৯ ফেব্রুয়ারি, ১৪৩১-এ পুনর্বহাল; ৫, ৮৪০/১২ এপ্রিল, ১৪৩৭-এ পদচ্যুত; ৬ শাওয়াল, ৮৪১/ ২এপ্রিল , ১৪৩৮-এ পুনর্বহাল; মুহাররম, ৮৪৪/জুন, ১৪৪০-এ পদচ্যুত; ২৬ সফর, ৮৪৪/২৭ জুলাই, ১৪৪০-এ পুনর্বহাল; ১৫ জুল কাদা, ৮৪৬/১৭ মার্চ, ১৪৪৩-এ পদচ্যুত; ২দিন পরে পুনর্বহাল, (আরও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পদচ্যুত রাবী'-১, ৮৪৮/জুন, ১৪৪৪); ১১ মুহাররাম, ৮৪৯/১৯ এপ্রিল, ১৪৪৫-এ পদচ্যুত; (কারণ একটি মিনার পতনের ফলে অনেক প্রানহানি ঘটেছিল, তখন প্রধান বিচারকের অফিসে ইমারতটির নিরাপত্তার জন্য দায়ী করার চেষ্টা করা হয়েছিল ৫ সফর, ৮৫০/২মে, ১৪৪৬-এ পুনর্বহাল; যুল-হিজ্জা ৮৫০/মার্চ, ১৪৪৭-এ পদচ্যুত; ৮ রাবী' -২, ৮৫২/১১ জুন, ১৪৪৮-এ পুনর্বহাল; এবং তিনি শেষবারের মত পদচ্যুত হন ২৫ জুমাদা-২, ৮৫২/২৬ আগষ্ট,১৪৪৮-এ। এর কয়েক মাস পর মাগরিবের সালাতের একঘণ্টা পরে শনিবার দিবাগত রাতে ২৮ যুলহিজ্জা, ৮৫২/২২ ফেব্রুয়ারি ১৪৪৯-এ তিনি ইনতিকাল করেন।

ব্যক্তিগত বিভিন্ন ওয়াকফসহ তার উইল সংরক্ষিত আছে (জাওয়াহির পত্র 324b.-325b; আরও পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল, Reis ul-kuttap ৪৯৮, পত্র 173b-175a), তাঁর শারীরিক গঠন এবং চারিত্রিক গুণাবলি, অনুরুপভাবে তাঁর ধর্মীয় ও নৈতিক আচার-আচরণ তার শাগরীদ আস-সাকাবীর বর্ণনা-মতে সম্পূর্ণভাবে ইসলামের স্বাভাবিক আদর্শসম্মত ছিল। তাঁর জীবনীকারদের মধ্যে ভিন্ন মতধারী কেউ ছিলেন না, তবে আল-বিকাঈ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তিনি একজন ভাল দাবা খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি সারা জীবন কবিতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়।

বিদ্বান, শিক্ষক এবং কর্মকর্তা হিসাবে ইবন হাজার যথেষ্ট সাফল্য ও প্রশংসা লাভ করা সত্ত্বেও তাঁর পারিবারিক জীবন নৈরাশ্যমুক্ত ছিল না। তাঁর স্ত্রী 'উন্স' তাঁকে কোন জীবিত পুত্র সন্তান উপহার দিতে পারে নাই। তিনি ৫ টি কন্যা সন্তান প্রসব করেছিলেন এবং তিনি তাঁদের সকলের মৃত্যুর পরেও অনেক বছর জীবিত ছিলেন।

তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা যায়ন খাতুন (৮০২-৮৩৩/১৩৯৯-১৪২৯/৩০, তু. দাও', ১২,৫১) শাহিন আল-'আলাঈ (মৃ. ৮৬০/১৪৫৬. তু.দাও', ৩খ ২৯৬) নামক একজন মামলুক কর্মকর্তাকে বিবাহ করেছিলেন। তাদের পুত্র

য়ূসুফ (৮২৮-৯৯/১৪২৫-৯৩[৭০], মুসলিম ইতিহাস রচনায় বিদ্বান হিসাবে কিছুটা সুনাম অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তিনিও উত্তারাধিকারী হিসাবে ইবনে হাজারের আশা পূর্ণ করতে খুব একটা সক্ষম হন নাই। তিনি তাঁর মাতামহের রচনাবলিতে তথাকথিত ভুল-ত্রুটির সংশোধনের দুঃসাহস করে সাখাবীর ক্রোধ জাগ্রত করেছিলেন। দ্বিতীয় কন্যা ফার্হা (৮০৪-২৮/১৪০২-২৫, তু.দাও', ১২খ, ১১৫) কেবল মুহি'ব্বু'দ-দীন ইবনুল আমকার (মৃ. ৮৬৩/১৪৫৮-৯)- এর সাথে বিবাহ পর্যন্তই বেঁচে ছিলেন। তৃতীয়া এবং পঞ্চমা কন্যা গা'লেয়া (৮০৭-১৯/১৪০৫-১৬, তু. দাও', ১২খ, ৮৫) এবং ফাতিমা (৮১৭-১৯/১৪১৪-১৬, তু.দাও', ১২খ, ৮৮) এমন কি কৈশোর পর্যন্ত জীবিত থাকেন নাই। চতুর্থ কন্যা রাবিআ (৮১১-৩২/১৪০৮-২৮/২৯, তু. দাও', ১২খ, ৩৪) ১৫ বৎসর বয়সে শিহাবুদ্দীন ইবন মাকনুন নামে একজন বয়স্ক প্রাক্তন বিচারককে বিবাহ করেছিলেন, যিনি অল্পকাল পরেই মারা যান (৭৭৯-৮২৯/১৩৭৭-১৪২৬; ২খ, ২০৮); দ্বিতীয়বার তিনি তাঁর পরলোকগত ভগ্নি ফারহার বিপত্নীক ইবনুল আশকারকে বিবাহ করেছিলেন।

উন্স-এর একটি তাতার (তুর্কী) ক্রীতদাসী, যাকে তিনি অপকৌশলের সাহায্যে গৃহ হতে বিতাড়িত করেছিলেন, তিনিই ইবন হাজারকে বাদরুদ্দীন মুহাম্মদ নামে একমাত্র জীবিত পুত্র। সন্তান উপহার দিয়েছিলেন। (বাদরুদ্দীন মুহাম্মদের জন্ম ১৮ সাফার ৮১৫/৩০ মে, ১৪১২, মৃ. ১৬ জুমাদা-২ ৮৬৯/১৩ ফেব্রুয়ারি ১৪৬৫, তু. দাও', ৭খ, ২০) এই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে যে, যে সকল বিজ্ঞজনোচিত পদে তাঁর পিতা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বদরুদ্দীন শিক্ষাগতভাবে তাদের জন্য যোগ্য ছিলেন না এবং তিনি কলেজের অর্থ ও নিজের সম্পদের ব্যাপারেও সুপ্রশাসক ছিলেন না। পরবর্তীকালে ইবন হাজারের যে সকল বিবাহ হয়েছিল, তার মধ্যে লায়লা বিনত মাহমুদ ইবন তূগান (মৃ. প্রায় আশি বৎসর বয়সে ৮১১/১৪৭৬ সনে, তু. দা'. ১২ খ. ১৩)- এর সহিত তাঁর (বিবাহ ৮৩৬/১৪৩২ সনে সিরিয়া ভ্রমণের সময় আলেপ্পোতে সম্পন্ন) বিবাহ-ই তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

ইব্ন হাজারের স্থায়ী সুখ্যাতি অর্জিত হয়েছিল প্রধানত সমুদয় হাদীস বিজ্ঞান এবং তৎসংক্রান্ত তাঁর অসংখ্য রচনা দ্বারা কেবলমাত্র এগুলোর পরিমাণ বিবেচনা করলেই প্রতিভাত হবে যে, তাতে তিনি অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। শুধুমাত্র অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর জীবনকালে তিনি সহিহ বুখারী সম্পর্কে তাঁর রচনার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি প্রশংসিত ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসরেই তিনি সুদৃঢ়ভাবে স্বীয় পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যখন ৮০৪/১৪০১-২ সনে সহিহ বুখারীর ইসনাদ সম্পর্কে খসড়া সমাপ্ত করত তিন বৎসর পর উহা তালীকু'ত-তালীক' নামে প্রকাশ করেছিলেন[৭১]। "ফাতহুল বারী' নামে তাঁর সহিহ বুখারীর বিশাল ভাষ্যের ভূমিকাটি[৭২] ৮১৩/১৪১০- ১১ সনে সমাপ্ত হয়েছিল। প্রকৃত ভাষ্যটি তাঁর অধ্যাপনার সুত্রে ক্রমান্বয়ে রূপ লাভ করতে থাকে এবং ৮১৭/১৪১৪ হতে শুরু করে ১ রাজাব, ৮৪২/১৮ ডিসেম্বর, ১৪৩৮-এ সমাপ্ত হয়। উক্ত গ্রন্থটির সুখ্যাতি এত বেশি হয়েছিল যে, ৮৩৩/১৪২৯-৩০ সনে ফাস ও সিজিস্তানের তায়মূরী শাসক শাহ রুখ মিসরীয় শাসনকর্তা বারসবায়কে অনুরোধ করেছিলেন, তখন পর্যন্ত প্রকাশিত উপাদানের অনুলিপি তাঁর জন্য সংগ্রহ করতে। মুসলিম বিশ্বের অন্য প্রান্ত হতে হাফসী আবূ ফারিস 'আবদু'ল-আযীযও অনুরুপভাবে অনুরোধ করেছিলেন।

ইবনে হাজারের জীবনী মূলক অভিধানসমূহের অন্যতম 'আল-ইসাবাঃ ফী তাময়ীযিস্-সাহাবা (কলিকাতা ১৮৫৩-৯৩) সাহাবীগনের সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'তাহ্যীবুত্তাহ্যীব' (৮০৭/১৪০৪-৫ সনে আংশিকভাবে পরিষ্কার অনুলিপিকৃত সং, হায়দরাবাদ ১৩২৫-৭ হি.) এবং 'লিসানুল-মীযান (হায়দরাবাদ ১৩২৯-৩১ হি.)

---

[৭০]. তু. দাও', ১০ খ, ৩১৩-১৮; Brockelmann, SII, 76; F. Rosenthal,

[৭১]. জাওয়াহির, পত্র ৬১ a হাজ্জী খালীফা সম্পা, A`R&W`, ১খ, ৫৩৪ প., সম্পা. yaltkaya and Bilge, ১ খ, ৫৫২

[৭২]. Brockelmann SI, 262; কায়রো ১৯৫৯-৬৩ খৃ.

মুহাদ্দিসগণ সম্বন্ধে। শেষোক্তটিতে (৮৪৭/১৪৪৩-৪ সনে খসড়া আকারে সমাপ্ত) এমন সব লোককেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, হাদীসের সাথে যাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ।

মিসরী বিচারকদের জীননীসম্বলিত রচনা 'রাফউল-ইস্‌র (কায়রো ১৯৫৭-৬১; একখানা পাণ্ডুলিপি যা তাঁর দৌহিত্র য়ুসুফ কর্তৃক লিখিত, ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে, Suleymaniye, Molla Celebi ১২৩), এটা ইতিহাসে ইব্‌ন হাজারের স্বীয় মর্যাদা স্বীয় মর্যাদা ছাড়াও তাঁর সাহিত্যানুরাগ প্রমাণ করে। 'আদ-দুরারুল-কামিনা ফী আয়ানিল-মিআতিছ- ছামিনা (হায়দরাবাদ ১৩৪৮-৫০ হি.) ঐ সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জীবনী সমন্বয়ে রচিত যাঁর অষ্টম/ চতুর্দশ শতাব্দীতে ইনতিকাল করেছেন। এটা সর্বপ্রথম জীবনীগ্রন্থ যাতে উক্ত শতকের সর্বশ্রেণির বিখ্যাত লোকের জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত দুরারের একটি বর্ষভিত্তিক সম্পূরক, ব্যক্তিগত জীবনীসহ, যা অন্তঃবার্ষিক বর্ণনানুক্রমে সাজানো হয়েছে, এটা ইব্‌ন হাজার কর্তৃক প্রচলিত হয়ে ৮৩২/১৪২৮-৯ সন পর্যন্ত জারী ছিল (পাণ্ডুলিপি ফটোঃ কায়রো, তারিখ ৪৭৬৭, সম্ভবত আস-সাখাবীর পরিচিত দস্তখতের সাথে অভিন্ন, জাওয়াহির, পত্র ১৮৩, দামিশক-এ ইবনুর লুবূদীর অধিকারে) ৭৭৩/১৩৭২, তার জন্ম বর্ষ হতে ৮৫০/১৪৪৬ সন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বর্ষ বিবরণী ইতিহাস যার শিরোনাম 'ইনবাউল-গুম্‌র[৭৩] হাসান হাবাশী, ইব্‌ন হাজারের ইনবাউল-গুমর-এর উপর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, অপ্রকাশিত, প্রি. এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, লণ্ডন ১৯৫৫ খৃ.]।

উপরোল্লিখিত অধিকাংশ রচনা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যা কিছু লিখেছেন, তা অনেকাংশে যান্ত্রিক সংকলন বলে স্বীকৃত। এই সমস্ত পুস্তকের উপাদানসমূহের একটি বড় অংশ (সমসাময়িক তথ্যাদি ব্যতীত) পূর্ববর্তী এক বা একাধিক গ্রন্থকারের একই রকম সংকলনের উদ্ধৃতির সংগ্রহমাত্র। যা হউক, ইবন হাজার অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং তথ্যাদি সম্পূর্ণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে সামর্থ্য হয়েছিলেন কেবল তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নাই, সীমিত ভাবে তার প্রচেষ্টা ছিল সমালোচনামূলক।

তিনি সর্বদা অতিরিক্ত উপাদানের সন্ধানে থাকতেন, যা দ্বারা তাঁর পূর্ববর্তীদের প্রদত্ত তথ্যদি সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা যায়। এই মনোভাবের অনুসরণে তিনি বিরাট আকারে এবং প্রশংসনীয়ভাবে নিখুঁত পুস্তকাদি প্রস্তুত করেছিলেন। বস্তুত এইগুলি পূর্ববর্তী সকল সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের সংক্ষিপ্তসার এবং বর্তমানকালের পণ্ডিতদের জন্য অপরিহার্য সহায়ক (Reference) গ্রন্থ। ইবন হাজারের রচনার সংখ্যা ১৫০ বলা হয়ে থাকে। উপরিউল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া নিম্নলিখিতগুলিও উল্লেখ করা যেতে পারে। তা'জীলু'ল-মানফা'আত-বিযাওয়াইদি রিজালিল-আইম্মাতিল-আরবা'আ (হায়দারাবাদ, দক্ষিণাতা ১৩২৪ হি.), আল-কাওরুল-মুসাদ্দাদ ফিয-যুব্বি আনিল-মুসনাদ লিল-ইমাম আহ্‌মাদ (হায়দারাবাদ, দক্ষিণাতা ১৩১৯ হি.), বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল-আহকাম ফী ইলমিল-হাদীস (লখনৌ ১২৩৫ হি. কায়রো ১৩৩০ হি. উর্দু অনু ও ভাষা লাহোর) ; নূযহাতুন-নাজ্‌র ফী তাওদীহি নুখবাতিল ফিকহ (সম্পা, Less প্রভৃতি Bibl. Ind. নব সিরিজ, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ.) গিবতাতুন-নাজির ফী তার জামাতিশ শায়খ আবদিল-কাদির সম্পা, Ross, কলিকাতা ১৯০৩ খৃ.; তাবকাতুল-মুদাল্লিসীন (মিসর ১৩২২ হি.) তাকরীবুত তাহযীব (তাহযীবুত-তাহযীবের সংক্ষিপ্তসার) (লখনৌ ১২৮১-৮২হি.); নুখবাতুল-ফিকরি ফী মুসতালাহি আহলিল-আছার; তাহখীসূ'ল-হুবায়ল (হিন্দ ১৩০৩ হি.)।[৭৪]

---

[৭৩]. O. Spies, *Bietrage zur arabischen Literaturgeschichte*, in Abh. K.M. 19/3 (1932 L,,.), 85-7;
[৭৪]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা : ইফাবা প্রকাশনা, ১৪০৮হি. / ১৯৮৮খৃ. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৯-২১৩

4. Beb Zvqwgqï¨v : (ابن تيمية) (র.)

তাকিয়্যুদ-দীন আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইবন শিহাবিদ-দীন 'আবদিল-হালীম ইবন মাজদিদ-দীন 'আবদিস-সালাম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল-খাদর ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল-খাদর ইবন 'আলী ইবন আবদিল্লাহ ইবন তায়মিয়্যা আল-হাররানী আল-হাম্বালী একজন 'আরবদেশীয় দীনী 'আলিম এবং ফাকীহ ছিলেন। তিনি দামিশক-এর নিকটবর্তী হাররান শহরে সোমবার ১০ রাবীউল-আওয়াল, ৬৬১/২৩ জানুয়ারি, ১২৬৩ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বংশে সাত-আট পুরুষ হতে শিক্ষা-দীক্ষার ধারা চলে আসছিল এবং সকল লোক জ্ঞান ও সাধনায় উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ সম্পর্কে ইবন খাল্লিকানের বক্তব্য হল : كان ابوه احد الابدال وٗالزهاد (গুয়াফায়াত, ২খ, ৩৪৮)। তার পিতা মুগলদের অবৈধ দাবীসমূহ উপেক্ষা করে নিজ বংশের সকল ব্যক্তির সাথে ৬৬৭/১২৬৮ সনের মধ্যবর্তী সময়ে দামিশকে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দামিশকে যুবক আহমাদ ইসলামী জ্ঞান-সাধনার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেন এবং স্বীয় পিতা এবং যায়নুদ-দীন আহমাদ ইবন 'আবদিদ-দাঈম আল-মাকদিসী, নাজমুদ-দীন[৭৫] ইবন আসাকির যায়নাব বিনত মাক্কী প্রমুখের পাঠচক্রে অংশ গ্রহণ করতেন। তার শিক্ষকবৃন্দের তালিকায় নিম্নবর্ণিত নামও পাওয়া যায় :

ইবন আবিল-য়ূসর, আল-কামাল ইবন আবদ, আল-কামাল 'আবদুর-রাহীম, শামসুদ-দীন আল-হাম্বালী, ইবন আবিল-খায়র, শারফ ইবনুল-কাওয়াস, আবু বকর আল-হারাবী, মুসলিম ইবন 'আল্লান, ইবন 'আতা-আল-হানাফী, জামালুদ-দীন আস-সায়রাফী, আন-নাজীবুল-মিকদাদ এবং আল-কাসিম আল-ইরবিলি।

যাহাবী লিখেছেন যে, ইবন তায়মিয়্যা (র.) পরিণত বয়সের পূর্বেই কুরআন, ফিকহ, মুনাজারা এবং ফাতওয়া দানে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন এবং শীর্ষ স্থানীয় 'আলিমগণের মধ্যে গণ্য হতেন। ইবন কুদামা-র তাযকিরা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি সতের বৎসর বয়সে ফাতওয়া প্রদান এবং গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেছিলেন। ইবন কাছীরও আল-বিদায়া গ্রন্থে এই বিষয়টি লিখেছেন। তার বয়স বিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি তার শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং ৬৮১/১২৮২ সনে পিতার ইনতিকালের পর তার স্থলে হাম্বালী ফিকহ-এর শিক্ষক নিযুক্ত হন।

প্রতি শুক্রবার তিনি কুরআনের তাফসীর করতেন। কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞান-হাদীস, ফিকহ 'ইলম-ই-দীন ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার দরুন তিনি প্রথম শতাব্দীর মুসলমানদের অকাট্য বর্ণনাসমূহের প্রতি এমন প্রমাণ দ্বারা সমর্থন জ্ঞাপন করেন যা যদিও কুরআন এবং হাদীস হতেই গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু তখন পর্যন্ত ওটা অনবহিত ছিল। কিন্তু তার স্বাধীন মতামতের দরুন অন্যান্য দৃঢ় 'আকীদা সম্পন্ন মাযহাবসমূহের বহু আলিম তার শত্রুতে পরিণত হন। তার বয়স তিরিশ বৎসর পূর্ণ না হতেই তাকে তৎকালীন সরকার প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ৬৯১/১২৯২ সনে তিনি হাজ্জ পালন করেন।

রবীউল আওয়াল, ৬৯৯/ নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১২৯৯ অথবা ৬৯৮ হিজরিতে তিনি হামাত হতে কায়রোয় প্রেরিত আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জওয়াব প্রদান করেন, যাতে শাফিঈ উলামা অসন্তুষ্ট হন এবং জনমত তার বিরুদ্ধে চলে যায় এবং অবশেষে তাকে শিক্ষকের পদ হতে অপসারিত হতে হয়। এতদসত্ত্বেও সেই বৎসরই তাকে মুগলদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা দানের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি পরবর্তী বৎসর কায়রো গমন করেন। এই পদমর্যাদায় তিনি দামিশকের নিকটবর্তী শাকহাব-এর বিজয়ে শরীক ছিলেন যা মুগলদের বিরুদ্ধে অর্জিত হয়েছিল।

---

[৭৫]. মাজদ, দ্র. ইবন শাকির : ফুওয়াত, ১খ, ৪৪, মিসর : ১২৮৩ হি.

৭০৪/১৩০৫ সনে তিনি সিরিয়ায় জাবাল কাসারওয়ান-এর লোকদের সাথে যুদ্ধ করার পর [তন্মধ্যে ইসমাঈলী, নুসায়রী এবং হাকিমী অর্থাৎ দুরূযও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.) এর নিষ্পাপ হওয়ার উপর ঈমান রাখত এবং রাসূল (সা.) এর সাহাবীদেরকে কাফির মনে করত, তারা না সালাত আদায় করত, না সাওম পালন করত এবং শুকরের মাংস খেত ইত্যাদি (মারঈ, কাওয়াকিব, ১৬৫)] ১২ রামাদান, ৭০৫/১৩০৬ সনে শাফিঈ কাদীর সাথে কায়রো প্রস্থান করেন, যেখানে তিনি ২২ রামাদান উপস্থিত হন। পরবর্তী দিন তিনি কতক বিচারক এবং প্রখ্যাত ব্যক্তির সম্মুখীন হন, যাদের নেতৃত্ব করছিলেন ভারতীয় 'আলিম শায়খ সাফিয়্যদ-দীন আল-হিন্দী (মৃ. ৭১৫/১৩১৫)। সুলতানের দরবারে পাঁচটি বৈঠক হয়। অবশেষে উক্ত হিন্দী শায়খের সুপারিশক্রমে ইবন তায়মিয়্যা (র.) এবং তদীয় ভ্রাতৃদ্বয় 'আবদুল্লাহ এবং আবদুর-রাহীমকে পাহাড়ী দুর্গের তলদেশ সংলগ্ন বন্দীশালায় (জুব) আবদ্ধ করা হয়।[৭৬] যেখানে তিনি দেড় বৎসর পর্যন্ত থাকেন।

শাওয়াল, ৭০৭/১৩০৭ সনে একটি পুস্তককে কেন্দ্র করে যা তিনি ফিরকা-ই-ইত্তিহাদিয়্যা এর বিরুদ্ধে লিখেছেন, তার সাথে বাক-বিতণ্ডা হয়, কিন্তু যে সকল দলীল-প্রমাণ তিনি তার সপক্ষে পেশ করেন উহাতে তার শত্রু পক্ষ একেবারে নিরুত্তর হয়ে পড়ে। তাকে ডাক বিভাগের লোকের সাথে দামিশক প্রেরণ করা হয়, কিন্তু সফরের প্রথম মানযিল অতিক্রম করামাত্র তাকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করা হয় এবং রাজনৈতিক কারণে তাকে বিচারকের কারাগার হারাতুদ-দায়লাম-এ ১৮ শাওয়াল, ৭০৭ হি.-তে অর্থাৎ দেড় বৎসর পর্যন্ত আটক রাখা হয়। এই সময়ে তিনি কারাগারে কয়েদীগণকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দানে অতিবাহিত করেন। অতঃপর কিছুদিন মুক্ত থাকবার পর তাকে ইসকান্দারিয়ার কিল্লাতে (বুরজ) বন্দী করা হয়। এর পর তিনি কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে তিনি সুলতান আন-নাসিরকে তার শত্রুপক্ষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে ফাতওয়া প্রদান করতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও সুলতান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন।

যুল-কাদা ৭১২/ ফেব্রুয়ারি, ১৩১২ সনে তাকে সিরিয়া অভিমুখে গমনকারী সেনাদের সাথে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে তিনি বায়তুল-মাকদিস হয়ে দীর্ঘ সাত বছর এবং সাত সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকবার পর পুনরায় শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন; কিন্তু জুমাদাল-উখরা, ৭১৮/আগস্ট, ১৩১৮ অথবা ইবন হাজার এর বক্তব্য অনুযায়ী ৭১৯ হিজরিতে এক শাহী নির্দেশে তাকে তালাক সম্পর্কে কসম (শপথ) (তালাক বিল-য়ামীন অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কোন কাজ করবার কিংবা না করবার ক্ষেত্রে তালাক প্রদানের কসম খেয়ে বসা) করার ব্যাপারে ফাতওয়া দিতে নিষেধ করা হয়। এটা এমন একটি বিষয় ছিল যাতে তিনি বেশ কিছু শিথিলতার ব্যবস্থা রেখেছিলেন যা অন্য তিন সুন্নী মাযহাব গ্রহণ করত না[৭৭] বরং তার ধারণা মতে যে ব্যক্তি এরূপ কসম খাবে যদিও তাকে বিবাহচুক্তি পূর্ণ করতে হবে তথাপি কাদী তাকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন শাস্তি প্রদান করতে পারেন। এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করায় তাকে রাজাব, ৭২০/আগস্ট, ১৩২০ সনে দামিশক-এর দুর্গে বন্দী করা হয়। পাঁচ মাস আঠার দিন পর সুলতানের নির্দেশে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

অতঃপর তিনি যথারীতি শিক্ষা-দীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তৎপর তার শত্রুপক্ষ তার উক্ত ফাতওয়া সম্পর্কে অবহিত হয় যা তিনি দশ বৎসর পূর্বে (৭১০/১৩১০ সনে) আওলিয়া এবং আম্বিয়ার মাযারসমূহে গমন সম্পর্কে প্রদান করেছিলেন। অতএব শাবান, ৭২৬/জুলাই, ১৩২৬ সনে সুলতানের নির্দেশে তাকে পুনরায় দামিশক-এর দুর্গে নজরবন্দী করা হয়। সেখানে তাকে এক পৃথক কক্ষ প্রদান করা হয়; তার ভ্রাতা শারাফুদ-দীন আবদুর রাহমানের উপর যদিও কোন অভিযোগ ছিলনা তথাপি তিনি স্বেচ্ছায় ভ্রাতার কারাসঙ্গী হন। এখানে ইবন তায়মিয়্যা তার ভ্রাতার সহযোগিতায় কুরআনের তাফসীর, নিজের কুৎসা

---

৭৬. সুবকী, ZvevKvZ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪০

৭৭. ইবনুল ওয়ারদী, ZvixL, ২খ, ২৬৭

রটনাকারীদের বিরুদ্ধে পুস্তিকা এবং সেই সকল মাস'আলার উপর গ্রন্থ রচনা করতে আত্মনিয়োগ করেন, যার দরুন তিনি বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তার শত্রুগণ তার রচনাবলী সম্পর্কে অবহিত হল তখন তাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী, কাগজ এবং কালি-কলম হতে বঞ্চিত করা হয়। এতে তিনি বড় আঘাত পান। তখন তিনি কয়লা দ্বারা কারাগার প্রাচীরে লিখতে থাকেন।

তিনি সালাত এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সান্তনা কামনা করেন, কিন্তু বিশ দিনের মধ্যেই রবি এবং সোমবারের মধ্যবর্তী রাত্র ২০ যুলকাদ ৭২৮/২৬-২৭ সেপ্টেম্বর, ১৩২৮ সনে ইনতিকাল করেন। আইম্মাতুল-মুহাদ্দিসীন শায়খ য়ূসুফ আল-মাযী প্রমুখ তাকে গোসল দেন এবং তাকে তার ভ্রাতা ইমাম শারাফুদ-দীন আবদুল্লাহ (মৃ. ৭২৭ হি.) এর পার্শ্বে মাকাবির-ই সুফিয়াতে আসরের কিছু পূর্বে দাফন করা হয়। সেই দিন দোকান-পাট বন্ধ থাকে। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং আনুমানিক দুই লক্ষ পুরুষ এবং পনের হাজার স্ত্রীলোক তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিল[৭৮]। তার জানাযা চার স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবার দুর্গে, দ্বিতীয়বার দামিশক-এর জামি মসজিদে, তৃতীয়বার শহরের বাইরে এক প্রশস্ত ময়দানে এবং চতুর্থবার সূফী কবরস্থানে। কিন্তু এই শেষ স্থানে কিছু বিশেষ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাও জানাযা সালাত আদায় করেছিলেন। এই কারণে কোন কোন আলোচনায় এই জানাযার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাযযায বলেন আমাদের এমন কোন শহরের কথা জানা নাই যেখানে তাকিয়্যুদ-দীন ইবন তায়মিয়্যা (র.) এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছেছে অথচ তার জানাযায় সালাত পড়া হয় নাই[৭৯] চীনের ন্যায় দূর দেশেও জানাযার সালাত আদায় করা হয়েছে । সুফিয়া কবরস্থানের অবশিষ্ট কবরসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং ওটির ওপর সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। একমাত্র ইবন তায়মিয়্যা এর কবর অক্ষুন্ন আছে।

ইবনুল ওয়ারদী (মৃ. ৭৪৯ হি.) কাসীদা-ই-তাইয়মিয়্যাতে এবং অন্য আরও অনেকে যাদের নাম ইবন কাছীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-তে এবং মারআ আল-কারামী আল কাওয়াকিবুদ-দুররিয়্যা-তে লিপিবদ্ধ করেছেন, যেমন যাহাবী, ইবন ফাদলিল্লাহ আল-উমারী, মাহমুদ ইবন আছীর, কাসিম আল-মুকিররী, ইবনুল-আছীর প্রমুখ তার শোক জ্ঞাপন করেছেন।

ইবন তায়মিয়্যা (র.) ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (র.) এর অনুসারী ছিলেন। তিনি তার অন্ধ অনুসরণ করতেন না। তার জীবনীকার মারআ স্বীয় গ্রন্থ আল-কাওয়াকিব (পৃ. ১৮৪ প.) এ কিছু এমন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যাতে তিনি তাকলীদ (দ্র.) বরং ইজমা (দ্র.) পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। তার অধিকাংশ গ্রন্থে তিনি কুরআন ও হাদীসের হুকুম সমূহের শাব্দিক অনুসরণ করেন ; তবে বিতর্কিত বিষয় সমূহের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ করে মাজমূআতুর-রিসাইলিল-কুবরা, ১খ, ৩০৭-এ তিনি কিয়াসের প্রয়োগ অবৈধ মনে করেন নাই। এই কারণে তিনি একটি পূর্ণ পুস্তিকা[৮০] এই প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসর্গ করেছেন।

তিনি বিদআতের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি ওলীগণ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী এই বিশ্বাসের এবং মাযার যিয়ারাতের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলতেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কি বলেন নাই যে, "কেবল তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর কর, মক্কার মাসজিদুল-হারাম, বায়তুল-মাকদিস এবং আমার মাসজিদ" কোন ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র নবী কারীম (সা.) এর মাযার যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করে তবে এটাও এক অবৈধ কাজ হবে।[৮১] এর বিপরীত আশ-শাবী এবং ইবরাহীম আন-নাখঈ এরমত অবলম্বনে তার নিকট

---

[৭৮] . ইবন রাজাব, ZvevKvZ

[৭৯]. gvRgD'-'ivi, পৃ. ৪৬

[৮০]. মাজমূআতুর-রিসাইলিল-কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭

[৮১]. ইবন হাজার আল-হায়ছামী, dvZIqv, পৃ. ৮৭

কোন মুসলমানের মাযারে গমন করা এই ক্ষেত্রে পাপ হবে যখন তার জন্য সফর করা অথবা কোন নির্দিষ্ট দিনে যাওয়া পড়বে। এই সকল বাধ্যবাধকতার সাথে তিনি কবর যিয়ারতকে এক অন্যায় প্রথা জ্ঞান করতেন।[৮২]

ফাকীরদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা হল যে, তাঁরা দুই প্রকারের ঃ প্রথম হল যাঁরা নিজেদের কৃচ্ছ দীনতা, নম্রতা এবং উত্তম চরিত্রের দরুন প্রশংসার যোগ্য, দ্বিতীয় হল মুশরিক, মুরতাদ' এবং কাফির। এরা কুরআন এবং হাদীস পরিত্যাগ করে মিথ্যা ও কপটতা এবং প্রবঞ্চনা ও ধোঁকার পথ অবলম্বন করে (আদ্-দুরারু'ল-কামিনা)।

কবিত্ব ইবন তায়মিয়্যা (র.) এর জন্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ছিল না এবং কাব্য ও কবিত্বের সাথে তাঁর কোন সম্পর্কও ছিল না, তবে তিনি কাব্যমনা ছিলেন এবং এই কারণে তিনি কখনও কখনও কবিতার মাধ্যমে নিজের 'ইবাদাত স্পৃহা প্রকাশ করেছেন এবং এই রঙে কোন কোন জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নের জওয়াব প্রদান করেছেন। একবার একজন যিম্মী ইয়াহুদীর তরফ হতে কাদর (ভাগ্য) সম্পর্কিত বিষয়ে আটটি কবিতা লিখে তাঁর নিকট পেশ করা হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তার উত্তরে ১৯৯টি কবিতা লিখে দেন (আদদুরারু'ল-কামিনা, কিন্তু ইবন কাছীর কবিতার সংখ্যা ১৮৪টি উল্লেখ করেছেন)। কথিত আছে যে, যিম্মীর ভাষায় এই প্রশ্ন আস্সাকাকীনী (মৃ.৭২১হিঃ) পেশ করেছেন, কিন্তু ইমাম শা'রানী স্বীয় গ্রন্থ আল- মাওয়াকীত ওয়াল-জাওয়াহির (পৃ.১৬০)- এ লিখেন যে, এই প্রায় সাদরু'দ-দীন কুনবীর তরফ হতে পেশ করা হয়েছিল। এমনিভাবে রাশীদু'দ্- দীন 'উমার আল- ফারানী এক কবিতা সমষ্টি রচনা করেন, তিনি ৯৯টি পংক্তির একটি কবিতার মাধ্যমে এর উত্তর দেন। তাঁর কবিতা আল- বিদায়া, তাবাকাত-ই- সুবকী এবং ফাতাওয়া হালাবিয়্যা তে বিদ্যমান আছে। ইবন তায়মিয়্যা (র) কুরআন এবং হাদীসের সেই সকল পাঠের শাব্দিক তাফসীর করতেন যাহা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত। এই 'আকীদা তাঁর উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ইবন বতুতা এর বর্ণনা অনুযায়ী একদিন তিনি দামিশকে মসজিদের মিম্বর হতে বলেন, 'আল্লাহ আসমান হতে ধরাতে এমনভাবে অবতরণ করেন যেমন আমি এখন অবতরণ করছি এবং মিম্বর হতে এক সিঁড়ি নেমে আসেন।

তিনি লেখনী এবং বক্তৃতা উভয় পদ্ধতিতে ইসলামী দল, যেমন ঃ খারিজী, মুরজিঈ, রাফিদী, কাদরী, মুতাযিলী, জাহমী, কাররামী, আশআরী প্রভৃতির সাথে মুকাবিলা করেন।[৮৩] তিনি বলতেন যে, আল-আশ আরীদের কালাম সংক্রান্ত 'আকীদাহসমূহ কেবল জাহমিয়্যা, নাজ্জারিয়্যা এবং দাররারিয়্যা প্রভৃতির মতবাদের সমষ্টিমাত্র। কাদর, আল্লাহ তাআলার নামসমূহ, আহকাম এবং ওয়াঈদ এর বাস্তবায়ন ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর তার বিশেষভাবে আপত্তি ছিল।

অনেক বিষয়ে তিনি কোন কোন ফাকীহ এর সহিত মতানৈক্য পোষণ করতেন, যেমন : (১) তিনি তাহলীল প্রথা গ্রহণ করতেন না, যার দ্বারা কোন স্ত্রী, যে তিন তালাকের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালাকে প্রাপ্ত হয়েছে, এমন এক ব্যক্তির সাথে অন্তবর্তীকালীন বিবাহের পর যে এটা মেনে নিয়েছে যে, সে (মুহাল্লিল, অর্থাৎ হালালকারী) বিবাহের অব্যবহিত পরই তাকে তালাক দিবে, পূর্ব স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে ; (২) তার নিকট ঋতুকালীন সময়ে যে তালাক দেয়া হবে ওটা বাতিল বলে গণ্য হবে। (৩) যে শুল্ক (ট্যাক্স) আল্লাহর আদেশ কর্তৃক ফরয করা হয় নাই তা বৈধ এবং কোন ব্যক্তি যদি এই কর আদায় করে তা হলে তার যাকাত মাফ হয়ে যায় ; (৪) ইজমা বিরোধী মত পোষণ করা কুফরও নয় এবং পাপও নয়।

---

[৮২]. সাফিয়্যুদ-দীন আল-হানাফী, Avj-KvIjj-Rvjx, পৃ. ১১৯
[৮৩]. রিসালাতুল-ফুরকান, স্থা. ; পূর্বোক্ত মাজমুআ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২

কথিত আছে যে, আস-সালিহিয়্যা ও আল-জাবাল মসজিদের মিম্বরে দণ্ডায়মান হয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, হযরত উমার (রা.) ইবনুল খাত্তাব অনেক ভুল করেছেন। ‘আল্লামা তূখী লিখেছেন যে, পরে ইবন তায়মিয়্যা (র.) এর উপর অনুশোচনাও প্রকাশ করেছেন[৮৪] এবং মিনহাজুস-সুন্নাতে তিনি হযরত উমর (রা.) এর ভূয়সী প্রশংসা ও গুণগান করেছেন। এক বর্ণনা মতে তিনি বলেছেন যে, আলী ইবন আবী তালেব (রা.) ৩০০টি ভুল করেছেন। ঘটনা হল জাবাল-ই-কিসরাওয়ান এর জনৈক উগ্র শীআ ‘আলী (রা) এর পবিত্রতা সম্পর্কে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তিনি ইতিহাস পেশ করেন এবং বলেন যে, ইবন মাসউদ (রা.) এবং আলী (রা.) এর মধ্যে কোন বিষয়ে কয়েকবার মতানৈক্য দেখা দেয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবন মাসউদ (রা.) এর পক্ষে রায় প্রদান করেন। কিসরাওয়ানদের বিরুদ্ধে সরকারকে সৈন্য প্রেরণ করতে হয়েছে এবং তারা ইসলামী দেশ সমূহের বিরুদ্ধে মুগলদেরকে কয়েকবার সাহায্যও করেছে এবং এর আছহাব-ই-ছালাছা (প্রথম তিন খলীফা) এবং আইম্মা-ই-দীনকে মুরতাদ বলে গণ্য করত।

ইবন তায়মিয়্যা (র.) এর এই সকল বক্তব্যের উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল যে, ‘ইসমাত (পবিত্র) একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট, অন্যথায় তিনি সাহাবীদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাদের উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করতেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ আল-আকীদাতুল-হামাবিয়্যাতে লিখেন, ‘‘মুতাকাল্লিমদের ধারণা হল যে, সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ সাদাসিধা ঈমান ও আকীদার অধিকারী ছিলেন, যাদের মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা খুবই কম ছিল এবং আয়াতেও নুসূসের মধ্যে অনুসন্ধানের যোগ্যতা মোটেই ছিল না...এটা এমন এক দাবী, যাকে ভীতিকর অজ্ঞতারই ফল বলা যেতে পারে। কতই না ভাল হত যদি এই মূর্খরা জানতে পারত যে, তারা সংশয় ও সন্দেহের অন্ধকার হতে মুক্ত হয়ে ঈমান এবং বিশ্বাসে সমুজ্জল জগতসমূহে পৌঁছেছিলেন। তাদের পথে সন্দেহের কোন কাঁটা ছিল না, ধারণা ও সংশয়ের কোন অবকাশ, যুক্তি ও দর্শনের বিভ্রান্তি ছিল না-তাদিগকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) হক ও সত্যের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের সম্মুখে অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তারা কুফর এবং নাফরমানীর অন্ধকারে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিলেন। তারা কুরআন হাতে নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মুখে সর্বোত্তম বাস্তব চিত্র পেশ করেছিলেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব সোচ্চার ছিল এবং তাদের জ্ঞান বানু ইসরাঈলের নবীদের চেয়ে কম ছিল না...তাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীন চিন্তা এবং বিস্ময়কর অনুধাবন শক্তি পরিমাপের জন্য কোন পাত্র বিদ্যমান নাই।’’

ইবন তায়মিয়্যা আল-গাযালী (র.) মুহয়িদ-দীন ইবনুল-আরাবী, ‘উমার ইব্ন’ল-ফারিদ’এবং সাধারণত সু’ফিয়াদের ধারণাসমূহের সমালোচনা করেছেন। ইব্ন তায়মিয়্যা (র.) ইমাম গাযালী (র.)-র সেই সকল দর্শনগত ধারণারও সমালোচনা করেছেন যা তিনি ‘আল- মুনুক’য’ মিনা’দ’দারাল বরং হয়ে ‘উলূমি’দ-দীন-এ প্রকাশ করেছেন, যাতে [ই্ন তায়মিয়্যা(র)-র বক্তব্য অনুযায়ী] অনেক জাল হাদীস’ পাওয়া যায়। তিনি বলতেন যে, সুফী এবং মুতাকাল্লিমীন হল একই নৌকার আরোহী (মন ওয়াদিন দিন)। ইব্ন তায়মিয়্যা (র.) গ্রীক দর্শন এবং এর ইসলাামী প্রতিনিধি, বিশেষ করে ইব্ন সীনা এবং ইব্ন সাবঈন- এর উপর তীব্র হামলা করেন এবং বলেন, ‘দর্শন কি মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায় না? ওটা কি অনেকখানি উক্ত মতপার্থক্যের কারণ নয় যা ইসলামের আশ্রয়ে লালিত হয়েছে? আসলাম যেহেতু যাহ্দীবাদ এবং খৃস্টবাদের উত্তম বদলা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিল এই কারণে বিচক্ষন তায়মিয়্যা (র) কে স্বভাবত উল্লিখিত ধর্ম দুইটির সমালোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। ইয়াহুদী এবং খৃস্টানদেরকে নিজেদের পবিত্র গ্রন্থের কোন কোন শব্দের অর্থ বিকৃত করবার অভিযোগে অভিযুক্ত করবার পর। তিনি ইয়াহুদীদের উপাসনালয়সমূহ এবং বিশেষ করে গির্জাসমূহের তাদারক অথবা ওটা নির্মাণের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখেন ।

কোন কোন মুসলিম মনীষী ইব্ন তায়মিয়্যা (র.) এর দৃঢ় ‘আকীদা সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে একমত নহেন। উক্ত মনীষীদের মধ্য হতে যাঁরা তাকে মুলহিদ বলে মনে করতেন নিম্নে তাঁদের নামের তালিকা

---

[৮৪]. Av‘-‘ivi¨j-Kwgbv, ১ম খ., ১৫৪

দেয়া হল, ইব্‌ন হাজার আল- হয়ছামী, আজু'ল-ওয়াহ্‌হাব, 'ইয্‌যু'-দীন ইব্‌ন জামা'আ, আবু হায়্যান আজ'-জাহিরী আল- আন্দালুসী প্রমুখ। অনেকে আবার এতদূর বলেছেন যে, যে ব্যক্তি ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র.) কে শায়খু'ল-ইসলাম বলে, সে কাফির এবং উহা প্রত্যাখান করবার জন্য শামসু'দ- দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাকরকে 'আর- রাদ্দু'ল-ওয়াফির' গ্রন্থ লিখতে হয়। অনুরূপ ভাবে ইব্‌ন হাজার আল- হায়ছামীর সমালোচনার জবাবে মাহমুদ আল- আলুসী (মৃ.১৩২৭হিঃ) জিলা'উ'ল-'আয়নায়ন লিখেন । তথাপি তাঁর নিন্দাকারীদের তুলনায় প্রশংসাকারীদের সংখ্যা অধিক, যেমন তাঁর শাগরিদ ইব্‌ন কায়্যিম আল- জাওযিয়্যা, আয- যাহাবী, ইব্‌ন কুদামা ইব্‌ন কাছীর, আস-সারসারী আস- সুফী, ইব্‌নু'ল- ওয়ারদী, ইব্রাহীম আল-কাওরানী, 'আল- কাররী আল-হারাবী, মাহ'মুদ আল- আলুসী প্রমুখ। অনেকে আবার এতদুর বলেছেন যে, তাঁর জ্ঞান সংক্রান্ত দিয়ানাত ইসলামী এবং রাজনৈতিক বিষয়সমূহের পথে কোথাও হোঁচট খায় নাই। ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র) সম্পর্কে এই মতপার্থক্য আজ পর্যন্ত চলে আসছে, যেমন য়ুসুফ আন-নাবহানী নিজ গ্রন্থ 'শাওয়াহিদু'ল- হাক্ক'ফি'ল-ইসতিগাছা বি-সায়্যিদি'ল- তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং আ'ল-মা'আলী আশ-শাফি'ঈ আস-সুলামী এর প্রত্যাখ্যানে'গায়াতু'ল-আমানী ফি'র- রাদ্দি আলা'ন- নাবহানী'গ্রন্থ(কায়রো ১৩২৫ হি.?) প্রণয়ন করেন। এটা ছাড়া মুহাম্মাদ সা'ঈদ মাদরানী ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র.) এর বিরুদ্ধে আত-তানবীহ'বি'ত্‌-তান্‌যীহ নামক গ্রন্থ রচনা করেন (হায়দরাবাদ ১৩০৯হি.)। ওটার জওয়াবে আহ্‌'মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম নাজদী 'তমবীহু'ত্‌-তানবীহ ওঢা'ল- গাবী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন (মিসর ১৩২২হি.) কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষও তাঁর খালক'(কায়রো১৩২৩হিঃ)-এ অগাধ পান্ডিত্যস্বীকার করত।

তাঁর বিরোধীদের মধ্যে 'আল্লমা কামালু'দ্‌- দীন আয়্‌-যাম্‌লাকানী (মৃ.৭২৭হি.)-র নামও রয়েছে। তিনি বলেন, 'হুওয়া হু'জ্জাতুল হি'ল-কাহিরা হুওয়া বায়নানা 'উজুবাতু'ত- দাহ্‌র' অর্থৎ ইব্‌ন তায়মিয়্যা দুনিয়াতে আল্লাহর কঠোর দলীল এবং তিনি আমাদের মাঝে যুগের বিস্ময় (আল- বিদায়া) আবু হায়্যানও (মৃ.৭০২হি.) তাঁর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনিও বলেন যে, তিনি জ্ঞানের সাগর যার তরঙ্গমালা মুক্তা উত্তোলন করে।

ইবন বাত্তু'তা তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে এতদুর প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি বৎসরের পর বৎসর ভ্রমণ করবার পর যখন দেশে ফিরতেন তখনও তাঁর অন্তরে ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র.) এর মর্যাদার ছাপ সুস্পস্ট থাকত। তিনি লিখেন, (كان ابن تيمية كتير الشام يتمكام فى الفنون وكان اهل دمشق يعظموله التعظيم رحلة ابن بطوطه) ইব্‌ন তায়মিয়্যা সিরিয়ার এক মহান ব্যক্তি'ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান পণ্ডিত এবং দামিশকবাসীর দৃষ্টিতে খুবই শ্রদ্ধেয় এবং মর্যাদাবান ছিলেন। আমরা জানি যে, ওয়াহহাবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক দামিশকের হাম্বলী' আলিমদের সাথে ছিল এবং এই কারণে স্বাভাবিকভাবে তিনি তাঁদের গ্রন্থসমূহ হতে উপকৃত হন, বিশেষ করে ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র.) এবং তাঁর শাগরিদ ইব্‌ন কায়্যিম আল- জাওযিয়্যা (দ্র)-র শিক্ষা হতে। এই কারণে ওয়াহাবী 'আকীদার নীতিমালা ওটাই, যার জন্য এই মহান হাম্বলী'আলিম সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র)-র দলীল গ্রহণের পদ্ধতি এই ছিল যে, তিনি সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ হতে দলীল গ্রহণ করতেন। আলোচ্য প্রবন্ধ সম্পর্কিত সকল আয়াত একত্র করতেন এবং ওটার শব্দসমূহ হতে অর্থ নির্ধারণ করতেন। অত:পর সুন্নাহ এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন। হাদীসের রাবীদের যাচাই- বাছাই ফাকীহসহ অন্যান্য প্রখ্যাত ইমামের মতামতসমূহ আলোচনাভুক্ত করেন এবং এই দৃষ্টিকোণ হতে তিনি নিজ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যালোচনা করেন। ইবন শাকির লিখেন যে, তিনি বড়ই মুত্তাকী, পরহেযগার শারী'আতের বিধান কঠোরভাবে পালনকারী ছিলেন। সাররাজ বলেন যে, তিনি অহংকারপূর্ণ পোশাক পরিধান করতে না এবং 'আলিমদের জুব্বা এবং পাগড়ী পরিধান পছন্দ করতেন না, তাঁর পোশাক একবারে সাধারণ মানুষের পোশাকের ন্যায় হত, যা পেতেন তাই পরিধান করতেন। তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে অনেক নানারূপ স্বপ্ন দেখেছেন। ইব্‌ন ফাদ'লুল্লাহ বলেন যে, যদি এই সকল স্বপ্ন একত্র করা

হয় তা হলে এক বিরাট গ্রন্থ প্রস্তত হবে। ইব্ন তায়মিয়্যা (র.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আযযাহাবী বলেন যে, তিনি সুদর্শন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। শুভ্র রং, প্রশস্ত স্কন্ধ, স্বর সুউচ্চ এবং মিষ্টি, চুল কাল ও ঘন এবং চক্ষুদ্বয় সমুজ্জ্বল, যাতে প্রতিভার নিদর্শন সুস্পষ্ট[৮৫] ।

তিনি চিরকুমার ছিলেন। তার বংশের সকলে তায়মিয়্যার দিকে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিকগণ এর যে সকল কারণ বর্ণনা করেছেন তন্মোধ্যে ইবন নাজ্জার এর ব্যাখ্যা অধিক গ্রহণযোগ্য। তা এই যে, তায়মিয়্যা তার পূর্বপুরুষের মধ্য হতে আবুল-কাসিম আল-খাদার এর এক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী দাদী ছিলেন এবং গোটা পরিবার ও বংশ এই বিজ্ঞ মহিলার প্রতি সম্পর্কিত।[৮৬] ইবন তায়মিয়্যা (র) এর বক্তৃতা সভায় প্রচুর লোক উপস্থিত হত। উল্লেখ্য যে, তার তেজস্বী রচনাবলির প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন পরবর্তীকালের নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ,

মুহাম্মাদ ইবন আবদিল ওহাব নাজদী, জামালুদ-দীন আফগানী, মিসরের মুহাম্মাদ গাযনাবী, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান, আবুল কালাম আযাদ, আবদুল কাদির মেহেরবান ফাখরী মাদরাজী (মৃ. ১২০৪ হি,) এবং বাকির আগাহ মাদরাজী (মৃ. ১২২০ হি.)।

5. Avh-hvnvex

শামসু'দ-দীন আবু 'আবদিল্লাহ আত-তুরকুমানি আল ফারিকী আদ-দিমাশকী আশ-শাফি'ঈ একজন আরব ঐতিহাসিক ও ধর্মশাস্ত্রবিদ। তিনি ১ বা ৩ রাবি-২য় (আল-কুতুবি অনুসারে রাবি' ১ম), ৬৭৩/৫ অথবা ৭ অক্টোবর, ১২৭৪ সালে দামিশকে অথবা মায়্যাফারিকীনে জন্মগ্রহণ এবং আস-সুফী ও আস-সুয়ুতীর মতে ৩ যু'ল-কাদা : ৭৪৮/৪ ফেব্রুয়ারি রবি-সোম বার রাত্রে অথবা আহ্মাদ ইবনে য়াসের মতে ৭৫৩/১৩৫২-৩ সালে দামিশকে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে বাব আস-সাগীরে দাফন কার হয়।

wkÿvRxeb I wkÿKe›' : তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল হাদীস ও ফিকহ । তিনি ৬৯০/১২৯১ অথবা ৬৯১/১২৯১-২ সালে দামিশক ইয়ূসুফ আল-মিযযী, 'উমার ইবন কাওওয়্যাস, আহমাদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ ইব্ন 'আসাকির ও ইয়ুসুফ ইব্ন আহমাদুল-কামূলী এর অধীনে হাদীস অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন, বিষেশভাবে কায়রোতে, যেখানে তিনি দীর্ঘতম সময় অবস্থান করেন। তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অধীনে হাদীস অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে যে, তাঁর উস্তাদদের সংখ্যা ১৩০০ অতিক্রম করেছিল, যাঁদের জীবনী তিনি তাঁর মূজামে সংকলিত করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন বা'লাবাকে আব্দুল-খালিক, ইব্ন উলওয়ান ও যায়নাব ব্নিত উমার ইবনূল-কিনদী; মিসরের কয়েকটি শহরে আল- আবারকূহী, 'ঈসা ইব্ন আহমাদুল ইব্ন শিহ্যাব, আবু-মহাম্মাদ আদ-দিময়্যাতী ও আবুল-'আব্বাস আজ-জাহির; মক্কাতে আত-তুযারী ; হালাবে শাওকারুল-যায়নী; নাবলুসে আল-ইমাদ ইব্ন বাদরান; তারপর আলেকজান্দ্রিয়ায় 'আবুল- হাসান 'আলী ইব্ন আহমাদ আল-ইরাকী ও আবুল-হাসান ইয়াহাইয়্যা ইব্ন আহমাদ আস-সাও-ওয়্যাফ। পরিশেষে কায়রোতে ইব্ন মানসুরুল-ইফরীকী ও প্রধানত ইবন দাকীকুল-ঈদ যিনি তাঁর শাগরিদ নির্বাচনে তাঁর বিচার-বিবেচনার জন্য সুপরিচিত ছিলেন।
তিনি কামালুদ-দীন ইবনুয-যামলিকানী, বুরহানুদ্দীন আল-ফাযারী ও কামালুদ্দীন ইব্ন কাদী শুহবার নিকট ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন। তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুরাগী ছিলেন।

KgRxeb : তিনি আবু যাকারিয়া ইব্নুস-সায়রাফী, ইব্ন আবিল-খায়র, আল-কাসিম আল-ইরবিলী এবং অন্যদের নিকট হতে শিক্ষকতা করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে দামিশকে উম্মুস-সালিহ-মাদরাসায় হাদীসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি একই শহরের মাদরাসা আল-আশরাফিয়্যায় তাঁর উস্তাদ ইয়ূসুফ আল-

---

[৮৫]. Av'-'ivi‡j-Kwgbv, ১ম খণ্ড. পৃ. ১৫১
[৮৬]. ইবন কাছীর, BLwZmvi‡ Djwgj nv'xm পৃ. ৮৬

মিযযীর স্থলাভিষিক্ত হতে সমর্থ হন নাই। কারণ ধর্মীয় বিধানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক আরোপিত হাদীসের অধ্যাপকের শর্তসমূহে সম্মত হন নাই।

গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি অধিকাংশে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি অন্ধ হয়ে গেলেও দিবারাত্রি জ্ঞানানুশীলনের জন্য অক্লান্ত কর্ম শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বহু সংখ্যক ভাল ছাত্র ছিলেন, তাদের মধ্যে তাবা-কাতুশ-শ্যাফিইয়্যা: আল-কুবরা প্রণেতা ‘আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-সুবকী সর্ম্পকে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পিতা তাকীয়্যুদ-দীন আস-সুবকী, বিখ্যাত শাফিঈ আইন শাস্ত্রবিদ, তাঁর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

gbxwl‡‘i ‘wó‡Z Avh-hvnvex : তাঁর বহুমুখি গুণাবলি তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ ও তাঁর পরবর্তী কালের জীবনীকারগণ উভয়শ্রেণি কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছেন। শেষোক্তগণ কর্তৃক তিনি সাধারণ ভাবে মূহাদ্দিস; আল-আসর (যুগের হাদীসবিদ) ও খাতামুল-হুফ্‌ফাজ ’(হাফিজের সীল অর্থ্যাৎ সর্বশেষ)-রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। আল-কুতুবি বাছাই করা কাব্যিক ভাষায় তাঁর প্রসংশা করেছেন। সালাহু-দ্-দীন আস-সাফাদীর মতে তাঁর মধ্যে হাদীসবেত্তাদের অনমনীয়তা বা ঐতিহাসিকদের রসহীনতার কিছুই ছিল না। অপর পক্ষে উৎসাহী ব্যবহার শাস্ত্রবিদ এবং জনমত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ইব্‌নে হাজার আল-আসকালানী তার উৎকৃষ্ট গুণাবলির প্রশংসা করে একটি সুন্দর কাসীদা রচনা করেন।

অপরপক্ষে তাঁর সুখ্যাতির বিপরীত মতামত দেখা যায়। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত শাগরিদ হানাফী ও আশ’আরী মতবাদের অতিরিক্ত তাঁর নিজের শাফেঈ‘ মতবাদকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন এবং আল-মাজাসসিমা: নামে ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত প্রবনতার প্রশংসা করে তাঁর নিন্দা করেছেন। অনুরূপ তার প্রশংসা করেন আবু’ল-ফিদা’গু আল-ওয়াদী। তিনি যে একজন উচ্চ পর্যায়ের ঐতিহাসিক ও হাদীসবিদ ছিলেন এটা স্বীকার করেও তিনি মন্তব্য করেন যে, তাঁর জীবনের শেষ দিকে যখন তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর জীবিত সমসাময়িকদের কিছু সংখ্যাকের জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন যা তাঁর তরুণ স্তাবকদের পক্ষপাতিত্বপূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়ায় সম্পূর্ণ- রূপে অজ্ঞাতসারে কতিপয় ব্যক্তির সুনাম ক্ষুন্ন হয়।

iPbvejx : গ্রন্থ প্রণেতা হিসাবে তিনি তাঁর পূর্ববতী ইবনু’ল- জাওযী বা পরবর্তী আস-সুয়ূতীর ন্যায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের কিছু সংখ্যক প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে নানাভাবে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিল। বাস্তবিকপক্ষে ক্লাসিক্যাল যুগের সকল আরবি গ্রন্থ প্রণেতাদের ন্যায় তিনি ছিলেন একজন সংকলক, কিন্তু তাঁর গ্রন্থ সমূহ সতর্ক রচনা কৌশল ও বিরামহীন নজিরের উল্লেখ দ্বারা বৈশিষ্ট্যের জন্য হাদীস বিষয়ক তাঁর গ্রন্থাবলী- বিশেষভাবে ইলম আর রিজাল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

(K) BwZnvm : তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হল ১৩৬৭-১৯৪৭ সাল হতে পরবর্তী সময়ে কায়রোতে তাঁর তাবাকাতুল মাশাহীরের সাথে মুদ্রিত তারীখুল ইসলাম (‘‘ইসলামের ইতিহাস”) এতে নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর বংশ বৃত্তান্ত হতে শুরু করে ৭০০- ১৩০০ সাল পর্যন্ত ইসলামের একখানা বিস্তারিত ইতিহাস। গ্রন্থখানি সাধারণ বর্ণনা, আল-হাওয়াদিছুল-কাইনা এবং বিভিন্ন বৎসরে মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যু-সংক্রান্ত বর্ণনায় ইবন আল-জাওযী বিরচিত কিতাবুল-মুনতাজামের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থখানা প্রতি দশক অনুসারে (তাবাকাত) বিভক্ত করে এটাকে মোট ৭০টি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। অতঃপর সমভাবে কতিপয় বৎসরে বিভক্ত সাধারণ বর্ণনা রয়েছে এবং যে সমস্ত ব্যক্তির মৃত্যু সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নয় তাদের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণ বর্ণনার সাথে মৃত্যু সংক্রান্ত বিবরণের বিস্তৃতির অনুপাত গড়ে ১ অনুপাত ৬ বা ৭।

প্রথম তিন শতাব্দীর সাধারণ বর্ণনা শেষ চার শতাব্দীর বর্ণনা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম তিন শতাব্দীর ঘটনাবলীর বর্ণনা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। এতে শুধু বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হয়েছে এবং এটা ছিল আত-

তাবারীর ইতিহাসের সারাংশ। এটাতে প্রথমে বিখ্যাত ব্যক্তি বর্গের, যাঁরা সংশ্লিষ্ট বর্ষে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, পরে বার্ষিক হজ্জ পালনের নেতৃবৃন্দের এবং পরিশেষে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী চার বৎসরের জন্য বর্ণনার ক্রম সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। প্রথমে আলোচিত মৃতের অবিরত উল্লেখসহ রাজনৈতিক ইতিহাসের বিস্তারিত বার্ষিক বিবরণ প্রদান করা হয়েছে, অতঃ পর স্থানীয় ও প্রশাসনিক ইতিহাসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, বিশেষভাবে বাগদাদের, দামিশকের, তারপর তথাকথিত অদ্ভূত বস্তসমূহ (আল-আজাইব) অর্থাৎ বৎসরটির কৌতুহলের বস্তু এবং আকর্ষণীয় ঘটনাসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এরপর বাগদাদ ও দামিশক হতে আগত বার্ষিক হজ্জের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে এবং সর্বশেষে আলোচ্য বর্ষে যাঁরা ইনতিকাল করেছিলেন সেসব বিখ্যাত ব্যক্তির তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। সাধারণ বর্ণনার সাহিত্যিক মূলা ইবনু'ল-আমীর (দ্র.) কতৃক তাঁর আল- কামিল ফি'ত-তারীখ- এ উপেক্ষিত ঘটনাবলীর উল্লেখ যেমন, (১) সালজুক, আয়্যুবী ও মোঙ্গল অভিযানসমূহ। (২) ইসলামের অভ্যন্তরীণ উন্নতি, বিশেষভাবে বাতিনী ও শী'ঈ সম্প্রদায়ের লোকজন : (৩) পাশ্চাত্যে ইসলাম। আয-যহাবীর ইচ্ছা ছিল ইসলামের সমগ্র অগ্রগতি বর্ণনা করা, যদিও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সিরিয়া ও মিসর সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা অধিকতর বিস্তৃত।

মৃত্যু সংবাদ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলের ইসলামের সকল খলীফা ও ক্ষুদ্র শাসকবৃন্দের, তারপর উযীর, সেনাপতিদের ও পদস্থ কর্মকর্তার, অতঃপর অন্যান্য পণ্ডিতসহ আইনসংক্রান্ত সকল সম্প্রদায়ের আইনজ্ঞ ও ধর্ম শাস্ত্রবিদদের; সর্বশেষ কবিদের (যাঁদের জীবনীতে তাঁদের রচনা হতে অসংখ্য উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে) জীবনী বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যু সংবাদ সংক্রান্ত বিবরণসমূহে তাবাকাত গ্রন্থাবলীর পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সাধারণ বর্ণনা অপেক্ষা ঐগুলির অধিকতর ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।

কমপক্ষে ছয় ব্যক্তির দ্বারা তারীখুল-ইসলাম- এর ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। এই সকল ধারাবাহিক খণ্ডের তিনখানা বর্তমান রয়েছে। (১) ৭০১/১৩০১-২ হতে ৭৪০/১৩৩৯-৪০ পর্যন্ত স্বয়ং আয-যাহাবী, (২) ৭০১/১৩০১-২ হতে ৭৮৬/১৩৮৪-৫ পর্যন্ত 'আবদু'র-রাহীম আল- ইরাকী ও তাঁর পুত্র আহমাদ (৮২৬/১৪২২-৩ সালে মৃত্যু) (৩) ৭০১/১৩০১-২ হতে ৭৯০/১৩৮৮ পর্যন্ত ইবন কাদী শুহবা কর্তৃক (৮৫১/১৪৪৭-৮ সালে মৃত্যু) তাঁর আল- ই'লাম বিতা'রীখিল- ইসলামে। তারীখুল- ইসলাম বিশালাকারের ২০ খণ্ডের জন্য এটা বহুবার সংক্ষেপিত হয়েছে। স্বয়ং আয-যাহাবী কর্তৃক এটা ছয় বার সংক্ষেপিত হয়।

১. কিতাব দুওয়াল আল- ইসলাম বা তারীখু'স'সাগীর ("সংক্ষিপ্ত ইতিহাস") ১৩৩/১৯১৮-৯ সালে হায়দরাবাদে মুদ্রিত।

২. আল-'ইবার ফী আখবার আল-বাশার মিম্মান 'আবার (মুন্তাখাবু' ত-তারীখু'ল- কাবীর) জীবনীমুলক "খণ্ডসমূহের" সংক্ষেপিত রূপ। কার্যত এই দুইখানা একত্রে সম্পূর্ণ তারীখু'ল- ইসলাম-এ মোটামুটিভাবে সুন্দর একটি সারসংগ্রহ। নিম্নলিখিতগুলি শুধু জীবনীমূলক 'খণ্ডের (তাবাক) নির্যাস।

৩. তায'কিরাতু'ল-হু'ফাফাজ' ১৩৩২-৩/১৯১৪-৫ সালে হায়দরাবাদ হতে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। ১৮৩৩-৪ সালে Gottingen- a F. Wusttenfeld কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থখানা সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং সংক্ষিপ্তাকারে ধারাবাহিক খণ্ডটির সংক্ষিপ্তাকারে আস-সুযুতী (দ্র.) কর্তৃক তাবাকাতু'ল হু'ফফাজ' শিরোনামে প্রণীত হয়। আল-সুয়ুতীর খণ্ডটি ১৩৪৭/১৯২৮-৯ সলে দামিশকেও প্রকাশিত হয়। তাযকিরাতুল- হু'ফফাজ, ইবন কাদীশুবাহ এর তাবাকাতুশ-শাফি'ইয়্যা এর ভিত্তিও বটে।

৪. আল-ইসাবা ফী তাজরীদ আসমাইস সাহাবা : প্রধানত ইবনু'ল-আছীরের উসদুল-গাবাকে ভিত্তি করে রচিত মুহাম্মাদ (সা.) এর সাহাবীদের একখানা বর্ণনা ক্রমিক তালিকা।

৫. তাবাকতু'ল-কুররা ' আল- মাশহরীন, আল- হিদায়া : (তুরস্কে আরবী ভাষার), ৪র্থ, ১৩৩১/১৯১২-তিন এবং সাত খণ্ডে প্রকাশিত।

৬. সিয়ার আ'লামিন- নুবালা, তা. বি. কায়রোতে ২২ খণ্ডে মুদ্রিত।

৭. আল-ইবার ফী খাবার মান আবার, ইবন কাদী শুহবা : (মৃ.৮৫১/১৪৪৭-৮) কৃত শিরোনামে (উপরের দুই নম্বর) আয- যাহাবী গ্রন্থের প্রতিলিপি, কিছু কিছু অধ্যায় পরিবর্ধিত।

৮. ইবনু'শ-শাস্মা'(মৃ.৯৩৬/১৫২৯-৩০ সাল) কৃত একই গ্রন্থের অনুরূপ সঠিক সংশোধন, ৭৩৪/১৩৩৩-৪ পর্যন্ত বিস্তৃত।

৯. আল-মুখতাসার মিন তারীখিল-ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল-মাশাহীর ওয়া'ল আলাম কৃত ইবন ইলদেকিয়ু'ল মুআজ জামী আল-আদিলী আল-আয়্যুবী।

আয-যাহাবীর আরও দুইটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে।

K. মুখতাসার লি-তারীখ বাগদাদ লি'আবী আদ-দুবায়ছী ইবনু'দ-দুবায়ছীর (মৃ.৬৩৭/১২৩৯-৪০) মতানুসারে বাগদাদের ইতিহাসের একটি সংক্ষেপিত রূপ।

মুখতাসার আখবার আন-নাহবিয়্যীন লিইবনি'ল-কি'ফতী (মৃ.৬৪৬/১২৪৮-৯ সালে) কৃতব্যাকরণবিদদের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপ।

L. হাদীস সমূহ : তাঁর এই শ্রেণির রচনাসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিধান সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাযহীব তাহযীব আল-কামাল ফী আসমাইর-রিজাল, ইবনু'ন-নাজ্জারের (মৃ. ৬৪৩/১২৪৫-৬ সাল) তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা 'ই'র-রিজাল এর একটি উন্নত সংস্করণ।

আল-মুশতাবিহ ফী আসমা'ই'র-রিজাল, ১৮৮১ খৃ. সালে লাইডেনে P.de Jong কর্তৃক সম্পা., মীযানু'ল-ই'তিদাল ফী নাকদ (বা তারাজিম) আর-রিজাল, ১৩০১/১৮৮৩-৪ সালে লাখনোতে, ১৩২৫/১৯০৭-৮ সালে কায়রোতে, ১৩২৯/১৯১১-১৩৩১/১৯১৩ সালে হায়দরাবাদে এবং শুধু হামযা অক্ষরটি সম্বলিত ১৩০৪/১৮৮৬-৭ সালে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত। এটা ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃ.৮৫২/১৪৪৮-৯ সালে) কৃর্তক তাঁর লিসানু'ল-মীযান গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়।[৮৭]

6. Bgvg Bebj KvBq¨g RvIhx (in.)

bvg I esk cwiPq : আবু আব্দুল্লাহ শামছুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়্যুব ইবনে সা'দ ইবনে হারিজ ইবনে মাক্কী জায়দুদ্দিন আয-যুরয়ী আদ-দামেস্কী আল-হাম্বলী। ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী নামে প্রসিদ্ধ। যুরয়া'-এর দিকে সম্বন্ধ করে তাকে যুরয়ী বলা হয়। যুরয়া' হল হাওরানের একটি গ্রামের নাম। আর হাওরান হল দামেস্কের একটি প্রশস্ত অঞ্চল। ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) ইলম ও ধর্মভীরুদের স্থান হিসেবে পরিচিত দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন। কাইয়্যুম জাওযী তাঁর পিতার নাম। কাইয়্যুম জাওযীর ইন্তেকালের পর তাঁর সন্তান-সন্ততি 'জাওযীয়্যা' উপাধিতে প্রসিদ্ধী লাভ করেন।

Bebj KvBq¨g RvIhx bv‡g cwiwPwZ : এ প্রখ্যাত ইমাম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামাদের মাঝে ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী নামে প্রসিদ্ধতা লাভ করেন। সকল জীবনীগ্রন্থের মধ্যে তিনি এই উপাধীতে (কাইয়্যুম জাওযী) প্রসিদ্ধ। কাইয়্যুম জাওযী তাঁর পিতার নাম। শায়েখ আবু বকর ইবনে আইয়্যুব আয-যুরয়ী। তাঁর পিতা দামেস্কের বুজুরিয়্যা নামক বাজারে অবস্থিত 'আল-মাদরাসাতুল জাওযীয়্যা'-এর মহাপরিচালক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। (যার পুরাতন নাম ছিল 'সুকুল কামহে' অথবা 'সুকুল বুজুরিয়্যা' (দামেস্কের কোন এক বাজারের নাম)। পরবর্তীতে ১৩৭২ হিজরি মোতাবেক ১৯৫২ ইংরেজী সালে উক্ত মাদরাসাকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়) এই জন্য তাকে কাইয়্যুম জাওযী বলা হয়। 'আল-মাদরাসাতুল জাওযীয়্যা' দামেস্কের হাম্বলী মাদরাসাসমূহের অন্যতম।

---

[৮৭]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা : ইফাবা প্রকাশনা, ১৪১৭হি. / ১৯৯৬খৃ. ২১শ খণ্ড, পৃ. ৫৮৭-৫৮৯

Rb¥ : ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) ৬৯১ হিজরি ৭ই সফর জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি যুরআ'য় আবার কেউ কেউ বলেন, দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য তাকে আয-যুরয়ী আদ-দামেস্কী বলা হয়। তারা ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) ও তাঁর পিতার জীবনীতে বলেন, আসল হল যুরয়ী অতঃপর দামেস্কী।

wkÿv : ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) ইলমের পরিবেশে বেড়ে উঠেন। বাল্য বয়স থেকেই অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। স্বীয় পিতা কাইয়্যুম জাওযী (র.) এর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কাইয়্যুম জাওযীর কাছ থেকে 'ইলমে ফারায়েজ' শিক্ষা করেন। তিনি শৈশব কাল থেকেই জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহী ও একনিষ্ঠ ছিলেন। কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি তাওহীদ, হাদীস, ফিকহ্, উসুল, তাফসীর, ফারায়েজ, আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য, উচ্চতর দর্শন, ধর্মতাত্ত্বিক, মানতিক, হিকমত ইত্যাদি বিষয়ে গভীর বুৎপত্তি লাভ করেন। ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সর্বদা জ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর মধ্যে বিভিন্নমুখী জ্ঞানের সমাবেশ ছিল। তিনি আধ্যাত্মিক বিষয় ও ধর্মীয় তথ্য-জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি মাযহাব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি স্বীয় স্বমানধন্য উস্তাদ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংশ্রবে থাকতেন।

Zvi KgRxeb : ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) এর কর্মজীবন তাঁর ইলমী জীবনের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত যেমন শরীরের সাথে আত্মার বন্ধন। অতএব এই প্রখ্যাত আলেমের খেদমত, শিক্ষাদান ও সংকলন ইত্যাদি কর্ম থেকে যেগুলো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছে তা ছুটে যায়নি। আমরা জীবনীগ্রন্থ থেকে তাঁর কর্মসমূহ একত্র করতে সক্ষম হয়েছি। নিম্নে তা প্রদত্ত হল,

১. আল-মাদরাসাতুল জাওযীয়্যাহ-তে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। জীবনীকারকগণ মাদরাসাতুল জাওযীয়্যাহর ইমাম হিসেবে উল্লেখ করেন। এই কারণেই ইবনে কাসীর (র.) বলেন, তিনি হলেন 'ইমামুল জাওযীয়্যাহ' ।

২. বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রদান

৩. ফতোয়া প্রদান

AvKx`v I cš'v : ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) একজন স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন আক্বীদার অনুসারী। তিনি কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করতেন। তিনি ছিলেন দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমিনদের পন্থাকে পরিত্যাগকারী। তিনি কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, উপমা, দৃষ্টান্ত ব্যতীত শুধু নছের অনুসরণে সত্যতাকে যাচাই করতেন। সুতরাং তিনি ভ্রান্ত দলসমূহ ও বিদায়াতীদের বিরোধী ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান পুনজাগরণ ও মাযহাবী গোড়ামী সংস্কার করেছেন। তিনি তাঁর ইচ্ছাকে প্রমানাদী অন্বেষণে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তাঁর পদ্ধতী ছিল কুরআন-সুন্নাহর উপরে অন্যকিছুকে অগ্রাধিকার না দেয়া। এবং সাহাবায়েকেরামের বাণীকে অন্যান্যদের বাণীর ন্যায় মনে করতেন না। অত:পর যদি কোন বিষয় কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বাণীতে না পেলে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। যেখানে দুইটি উদাহরণের মধ্যে পৃথকতা জায়েয নেই সেখানে ইনসাফের সাথে সামঞ্জ্যতাবিধান করতেন। তিনি মনে করেন সঠিক কিয়াস নছের সাথে বিরোধ হওয়া সম্ভব নয়। ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) তাঁর সারাজীবন আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হিসেবে কাটিয়েছেন। তিনি মানুষকে 'খায়রুল কুরুন'-এর আক্বীদায় ফিরানোর দিকে আগ্রহী এবং ভ্রান্ততা ও মতানৈক্যতা পরিহার করার প্রতি আহবানকারী ছিলেন। তাঁর দাওয়াত ও নীতিতে অনড় থাকার কারণে তাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাঁর উস্তাদ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার সাথে পৃথক দুর্গে জেলখানায় আবদ্ধ করা হয়েছে।

Awjg‡‘i cksmv : ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) এর সমসাময়িক ও পরবর্তী উলামারা ক্রমাগতভাবে তাঁর প্রশংসা করেছেন। এবং তাঁর অনেক রচনাবলীর উপর অবগত হয়েছেন। তাঁরা তাকে প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী, নির্ভরযোগ্য, উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচারে অতুলনীয় হিসেবে গুনান্বিত করেছেন।

Be‡b Kvmxi e‡jb, ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) জ্ঞান অন্বেষণে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি বিভিন্নমুখী জ্ঞানে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন। বিশেষ করে ইলমে তাফসীর ও ইলমে হাদীসে। যখন শায়েখ তৃকী উদ্দিন ইবনে তাইমিয়া মিশর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সংশ্রবে ছিলেন। ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) তাঁর কাছ থেকে অনেক জ্ঞান শিক্ষা করেন। হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' কিতাবে বলেন, ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) মিষ্টবাসী, বিনয়ী, সুস্পষ্টবাসী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও আল্লাহভীরু। তিনি কারো সাথে হিংসা-বিদ্বেষ করতেন না। কাউকে কষ্ট ও দোষারোপ করতেন না। হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) বলেন, আমি অন্যান্য লোক থেকে তাঁর নিকট অধিক প্রিয় ছিলাম। আমাদের জামানায় তাঁর চেয়ে অধিক ইবাদতগুজার পৃথিবীতে অন্য কাউকে চিনতাম না। তিনি ধীরস্থিরতার সাথে নামাজ আদায় করতেন। তাঁর নামাজ অনেক দীর্ঘ হতো। রুকু-সিজদায় অনেক সময় অতিবাহিত করতেন। কখনও কখনও তাঁর সাথীদের অনেকেই সমালোচনা করতেন সেদিকে তিনি কর্ণপাত বা কোন তর্ক করতেন না।

Be‡b iRe nv¤jx তাঁর সম্পর্কে বলেন, ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) ছিলেন ফকিহ, তাফসীর বিশারদ, মুহাদ্দিস, নাহুবিদ, আরবী সাহিত্যিক ও ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। তিনি তাফসীরের ক্ষেত্রে এমনই জ্ঞত ছিলেন যে, তাঁর সাথে পাল্লা দেওয়ার মত কেউ ছিল না। তিনি মাযহাব সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্ব অর্জন করেছিলেন। তিনি শায়েখ তৃকী উদ্দিনের সংশ্রবে থাকতেন এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান শিক্ষা করতেন। তিনি আরো বলেন, আমি তাঁর থেকে এমন প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী, কুরআন-হাদীসের অর্থাবলীর উপর পারদর্শী ও সুক্ষ ঈমানদার কাউকে দেখিনি। তিনি নিষ্পাপ নন তবে তাঁর মত কাউকে দেখিনি। তিনি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, অবিরাম প্রচেষ্টা, অনড় ধৈর্যের মাধ্যমে এ উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

mqZx বলেন, ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) তাফসীর, হাদীস, ফুরুউ, আরবীতে বড় বড় আলেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুব পরিশ্রমী।

Bgvg hvnvex বলেন, ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) হাদীসের মতন ও আসমায়ে রিজাল বিয়য়ে যত্নবান ছিলেন। তিনি ফিকহ ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকতেন।

Be‡b bwQi DwÏb বলেন, ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) একজন বিদ্যান ব্যক্তিত্ব।

Be‡b nvRvi AvmKvjvbx বলেন, তিনি ছিলেন নির্ভিক, প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী , সালাফীদের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

wkÿKe›‘

ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) শিক্ষকবৃন্দের সংখ্যা অনেক। শায়েখ বকর আবু জায়েদ পঁচিশ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে,

১. তাঁর পিতা কাইয়্যূম জাওযী (র.) আবু বকর আইয়্যূব। ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) তাঁর কাছ থেকে ইলমে ফারায়েজ শিক্ষা করেন।

২. শিহাবুল আবের। আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবদুর রহমান নাবিলিছী। তিনি ছিলেন ফকিহ, ইমাম। ইলমুত তাবীর সম্পর্কে তাঁর একটি রয়েছে, যার নাম হচ্ছে 'আল-বাদরুল মুনির'। ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) তাঁর কাছ থেকে স্বপ্নের হুকুম সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন।

৩. আবুল ফাতাহ বা'লিবিকী। শামছুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবু ফাতাহ ইবনে আবুল ফযল আল-বা'লী। তিনি ছিলেন হাম্বলী ফকিহ, মুহাদ্দিস, সাহিত্যক। তিনি ইবনে মালেক (র.) থেকে আরবী ও ভাষা শিক্ষা করেছেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'শরহু আলফিয়াতু ইবনে মালেক'। ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) তাঁর কাছ থেকে আরবী, ফিকাহ শিক্ষা করেন।

৪. আস-সফিউল হিন্দী। মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহীম ইবনে মুহাম্মদ সফিউদ্দিন আল-হিন্দী। তিনি উসুলে দ্বীন সম্পর্কে কিতাব রচনা করেন, যার হচ্ছে 'আল-ফাইক'। ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) তাঁর কাছ থেকে তাওহীদ, উসুলে ফিকাহ শিক্ষা করেন।

৫. সুলাইমান ইবনে হামজাহ ইবনে আহমদ উমর আবু উমর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা আল-মুকাদ্দিসী। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ন, ফিকাহ সম্পর্কে দক্ষ, শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে পারদর্শী।

৬. সদরুল ইসলাম আবুল ফিদা। ইসমাঈল ইবনে ইউসুফ ইবনে মাকতুম আবু আহমদ আল-কায়সী আল-দামেশকী। তিনি ছিলেন ফকিহ।

৭. ইবনে মুফলিহ। শামছুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুফলিহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুফরিজ। আল-মুকাদ্দিসী আল-হাম্বলী।

৮. ইবনে তাইমিয়া। আহমদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম, হাফেজ, হুজ্জত, ত্বকী উদ্দিন আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া আল-হারানী আদ-দামেস্কী আল-হাম্বলী। ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) ৭১২ হিজরীতে দামেশকে আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সংশ্রবে ছিলেন। আর তা সফিদী সুস্পষ্ট করেছেন ঐ সমস্ত কিতাবে যেগুলো ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) ইবনে তাইমিয়ার কাছে শিক্ষা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি ইলমে ফিকহ ও উসূলে ফিকহ আরো অনেক কিতাব শিক্ষা করেন।

৯. আহমদ ইবনে আবদুদ-দাইম ইবনে নিয়ামত আল-মুক্বাদ্দেসী।

১০. বদরুদ্দিন ইবনে জামাআহ। শায়খুল ইসলাম বদরুদ্দিন ইবনে ইবরাহীম ইবনে জামাআহ আল-কেনানী আল-হাময়ী আশ-শাফেয়ী।

১১. আহমদ ইবনে আবদুর রহীম ইবনে আবদুল মুনঈম ইবনে নিয়ামত আল-নাবিলিছী।

১২. ইবনে সিরাজী। তিনি ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) এর শিক্ষকদের একজন। তাঁর বংশ উল্লেখ না করার দরুন মতানৈক্য রয়েছে।

১৩. আল-মাজদুল হারানী। ইসমাঈল মাজদুদ্দিন ইবনে মুহাম্মদ আল-ফাররা (হাম্বলী শায়েখ)।

১৪. ইবনে মাকতুম। নাম ইসমাঈল। উপাধী ছদরুদ্দিন। উপনাম আবুল ফিদা ইবনে ইউসুফ ইবনে মাকতুম আল-কায়সী।

১৫. আল-কুহাল। আইয়্যূব জয়নুদ্দিন ইবনে নিয়ামত আল-নাবিলিছী আল-কুহাল।

১৬. আল-হাকিম। সুলাইমান তাক্বী উদ্দিন আবু ফজল ইবনে হামজা ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা। তিনি ছিলেন সিরিয়ার উচ্চপদস্থ বিচারক ও মুসনিদ (সনদসহ হাদীস বর্ণনাকারী)।

১৭. শরফুদ্দিন ইবনে তাইমিয়া। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে তাইমিয়া আল-হারানী, দামেশকী, হাম্বলী, ফকিহ, ইমাম আবু মহাম্মমদ। তাঁর ভাই ত্বকি উদ্দিন ইবনে তাইমিয়া। তিনি বিভিন্ন ইলমে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে ফারায়েজ, গণিত, উসুলুদ-দ্বীন, আরবী ইত্যাদি। ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন। ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (রহ.) তাঁর কাছ থেকে ফিকাহ শিক্ষা করেনছেন।

১৮. বিনতুল জাওহার। ফাতেমা উম্মে মুহাম্মদ বিনতে শায়েখ ইবরাহীম ইবনে মাহমূদ ইবনে জাওহার আল-বাতাহী আল-বা'লী। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিসা ও মুসনিদা (সনদসহ হাদীস বর্ণনাকারীনী)।

১৯. ঈসা আল-মুতঈম।

২০. ইবনে আবুল ফাতাহ আল-বা'লী। ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) তাঁর নিকট আবুল বাক্বা রচিত 'আল-মুখাল্লাছ' 'আল-জুরজানিয়া', 'আলফিয়াতু ইবনে মালেক' ও আল-কাফিয়া ওয়াশ-শাফিয়া পড়েছেন।

২১. মাজদুদ্দিন আত-তাওনুছী। ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) তাঁর কাছে ইবনে উছফুর রচিত 'আল-মুকাররাব'-এর কিছু অংশ পড়েছেন।

২২. সফিউদ্দিন আল-হিন্দী। ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) তাঁর নিকট ফিকহ ও উসূলে ফিকহ শিক্ষা করেছেন।

২৩. আল-মাজদুল হারানী। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ফাররা আল-হারানী। আদ-দামেশকী, হাম্বলী ফকিহ। ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) তাঁর নিকট ফিকাহ, মুখতাছারু আবিল কাসিম খারকী, ইবনে কুদামা রচিত আর-রাওজাহ ও মুকনীউ, ফারায়েজ, উসুল ইত্যাদি বিষয় অধ্যায়ন করেছেন।

২৪. আল-মিজী। জামালুদ্দিন আবুল হুজ্জাজ ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান, ইমাম, আল্লামা, হাফেজ, দামেশকী, আল-মিজী। তিনি হাদিসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেছেন। ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী রহ. তাঁর অনেক কিতাব নকল করেছেন। বিশেষ করে হাদিস ও আসমায়ে রিজাল সম্পর্কে। আর এদিকে 'শায়খুনা' শব্দ দ্বারা ইশারা করেছেন।

QvÎe›'

ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) এর ছাত্রবৃন্দের সংখ্যা অগনিত। শায়েখ বকর আবু জায়েদ এগার জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে,

১. ইমাম হাফেজ জায়নুদ্দিন আবু আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রজব আল-বাগদাদী। অত:পর দামেস্কী, হাম্বলী। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখী আলেম। তিনি হাদীস, ফিকাহ ও ইতিহাসে অনেক উপকারী গ্রন্থের রচিয়তা।

২. ইমাম হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবনে আহমদ ইবনে কাসীর আল-বাসরী আদ-দামেস্কী। তিনি দামেস্কে বেড়ে উঠেন। অনেক বড় আলেমদের থেকে ইলম শিক্ষা করেন। তিনি হাদীসের মতন ও রিজালে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রন্থ হল 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ'।

৩. শায়েখুল ইমাম হাফেজ শামছুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল হাদী ইবনে আবদুল হামিদ ইবনে আবদুল হাদী ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা আল-মুকাদ্দিসী। তিনি হাদীসের রিজাল ও ইলাল সম্পর্কে যত্নবান ছিলেন। তিনি ফকিহ, মুহাদ্দিস। তিনি অনেক কিতাব রচনা করেন।

৪. শামছুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুর কাদের ইবনে মুহিউদ্দিন উসমান ইবনে আবদুর রহমান আন-নাবিলিছী আল-হাম্বলী। তিনি নাবিলিছ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

৫. আল-বুরহান ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.)। তাঁর ছেলে বুরহান উদ্দিন ইবরাহীম।

৬. আলী ইবনে আবদুল কাফী ইবনে আলী ইবনে তামাম আস-সাবকী।

৭. ইমাম হাফেজ যাহাবী।

৮. আল-ফারুজ আবাদী। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব ইবনে মুহাম্মদ ফারুজ আবাদী। তিনি একজন অভিধান প্রণেতা।

Mšmgn

ইবনুল কাইয়্যূম জাওযী (র.) এর অনেক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক ও গবেষণা কর্ম রয়েছে। সেগুলোর সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে যেগুলো মুদ্রিত হয়য়েছে সেগুলো থেকে নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বইয়ের তালিকা প্রদান করা হল,

১. আল-কাফিয়া ওয়াশ-শাফিয়া।
২. আল-কালামু আলা মাসআলাতিস সিমাআ।
৩. হুকমু তারিখুস-সালাত।
৪. রওজাতুল মুহিব্বীন।
৫. আর-রুহ।
৬. জাদুল মিআদ।
৭. ইজতিমাউল জুয়ুশ আল-ইসলামিয়া।
৮. আহকামু আহলুয-যিম্মাহ।
৯. ই'লামুল মুক্বিয়ীন।
১০. মাদারিজুল সালিকিন।
১১. শিফাউল আলীল।
১২. ইগাছাতুল লাহফান।
১৩. আস-সাওয়াইকুল মুরছালা।
১৪. মিফতাহু দারিস-সাআ'দাহ।
১৫. মানারুল মুনিফ।
১৬. হিদায়াতল হিয়ারী।

১৭. আল-ওয়াবিলুস-সাইয়্যিব।

১৮. আত-তুরুকুল হিকমাত।

১৯. ত্বরীকুল হিজরাতাইন।

২০. বাদাঈউল ফাওয়াইদ।

২১. আত-তিবইয়ান ফি আকসামিল কুরআন।

২২. তুহফাতুল মাওদুদ।

২৩. জিলাউল আফহাম।

২৪. আল-জাওয়াবুল কাফি।

২৫. হাদীল আরওয়াহ।

২৬. ইদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া যাখিরাতুস-সাকিরীন।

২৭. আল-ফারুছিয়্যা।

২৮. আল-ফাওয়াইদ।

২৯. তাহযীবু সুনানে আবি দাউদ।

৩০. ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন।

৩১. শরহু আসমায়িল কিতাবিল আজিজ।

৩২. আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়া।

৩৩. মাছাঈদুস-শায়তন।

৩৪. রফউল ইয়াদাইন ফিস সালাত।

৩৫. নিকাহুল মুহরিম।

৩৬. ফাজলুল উলামা।

৩৭. আল-কাবাইর।

৩৮. নূরুল মুমিন ওয়া হায়াতুহু।

৩৯. হুকমু ইগমামে রমযান।

৪০. আল-কালিমুত তাইয়্যিবু ওয়াল আমালুছ ছালেহ।

৪১. আত-ফাতহুল কুদসী।

৪২. আমছালুল কুরআন।

৪৩. শরহু আসমায়িল হুসনা।

৪৪. আইমানুল কুরআন।

৪৫. আল-মাসাইলু তরাবলুসিয়া।

৪৬. সিরাতুল মুস্তাকিম ফি আহকামে আহলিল জাহীম।

৪৭. আত-ত্বউন।

gZ¨ : ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) ১৩ ই রজব ৭৫১ হিজরি মোতাবেক ১৩৪৯ ইংরেজি সনে রোজ বৃহস্পতিবার ইশার আযানের সময় ইন্তেকাল করেন। পরদিন জুহুরের নামাজের পর তাঁর জানাযার নামাজ আদায় করে ‘আল-বাবুস-সগীর’ নামক কবরস্থানে তাঁর মাতার কবরের পাশে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযার নামাজে অনেক লোকের সমাগম হয়। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। এমনকি বিচারপতিগণও তাঁর জানাযার নামাজ আদায় করেন। তাঁর কফিন বহনকালে লোকজনের ভিড়াভিড়ি হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

PZ_ Aa¨vq : gvmvexûm-mbvn-Gi msKjb c×wZ I ˆewkó¨ chv‡jvPbv

c_g cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn cwiwPwZ

wØZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn Gi msKjb c×wZ I G m¤ú‡K wewfb gbxwl i AwfgZ I mgv‡jvPbv

ZZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn Gi ˆewkó¨ chv‡jvPbv

Dhaka University Institutional Repository

c_g cwi‡"Q' : gvmvexûm-mbvn cwiwPwZ

مصابيح السنة M‡ši †jLK

বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী مصابيح السنة গ্রন্থের লেখক হলেন ইমাম মুহীউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ ফাররা বাগাভী (র.)। এই বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ হচ্ছে, বক্ষমাণ গ্রন্থের হস্তলিখিত অনুলিপির আধিক্য যার সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যার সংখ্যা প্রায় ৪২টি । এটি বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস সম্বলিত একটি ব্যাপক কিতাব। তবে তিনি সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে এতে হাদীসের সনদ[১] বর্ণনা করেন নাই। যদিও তাঁর মত একজন নির্ভরশীল (সেকাহ) লোকের হাদীস গ্রহণ করাই 'সনদতুল্য'। এটি আল্লমা বাগাভী (র.) সংকলিত হাদীসের অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। এটি হাদীসশাস্ত্রে লিখিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে অতি ব্যাপক একটি গ্রন্থ এবং অপরিচিত ও বিরল হাদীস সমূহের অধিক সংরক্ষণকারী গ্রন্থ।

مصابيح السنة M‡ši bvgKiY

১. শায়খ ইমাম, সুমহান নেতা, সুন্নতের পুর্ণজীবনদানকারী, হাদীসের সাহায্যকারী, শায়খুল ইসলাম দীনের সহায্যকারী, উম্মতে মুহাম্মদীর আদর্শ, ইমাম গণের ইমাম, আবু মুহাম্মদ, আল হুসাইন ইবনে মাসউদ আল বাগাভী আল ফাররা গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন, এগুলো এমন শব্দ সমূহ যা নবুওতের বক্ষ থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং এমন সুন্নতসমূহ যা রিসালাতের ক্ষণি থেকে প্রবাহিত হয়েছে। বক্ষমাণ গ্রন্থে আনীত হাদীসসমূহ مصابيح الدجى তথা আঁধারে আলোর সদৃর্শ, এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, আল্লামা বাগাভী (র.) সুস্পষ্টভাবে তাঁর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি কেবল গ্রন্থে আনীত হাদীসসমূহের বিশেষণে বলেছেন, এগুলো مصابيح الدجى তথা আঁধারে আলোর সদৃশ। আর এ থেকেই ওলামায়েকেরাম ও তাঁর জীবনীকারগণ বক্ষমাণ গ্রন্থের নাম হিসেবে مصابيح শব্দটিকে চয়ন করেছেন। এ ব্যাপারে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন ইবনে খাল্লিকান (৬৮১হি.)[২]। তিনি তাঁর وفيات الأعيان গ্রন্থে আল্লামা বাগাভী সম্পর্কে লিখেন, এবং তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এর মধ্য থেকে একটি হলো مصابيح। এখানে লক্ষণীয় যে, তিনি গ্রন্থটির নাম শুধু مصابيح বলেছেন।
২. "মিশকাতুল মাসাবীহ" গ্রন্থের লেখক খতীব তাবরিযী (৭৩৭হি.) গ্রন্থটির নাম শুধু مصابيح বলেছেন।
৩. এমনি ভাবে আল্লামা যাহাবী তাঁর সিয়ারু আলামিন নুবালা[৩] গ্রন্থে এবং তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ গ্রন্থে গ্রন্থটির নাম শুধু مصابيح বলেছেন।
৪. আল্লামা সুফদী (৭৬৪হি.) তাঁর ওয়াফি বিল ওয়াফিয়াত গ্রন্থে[৪] গ্রন্থটির নাম শুধু مصابيح বলেছেন।
৫. আল্লামা তাজ আস-সাবকী তাঁর তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাতুল কুবরা গ্রন্থে[৫] গ্রন্থটির নাম শুধু مصابيح বলেছেন।

[১]. সনদ : কোন গ্রন্থকার বা হাদীস বর্ণনাকারী হতে আরম্ভ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত হাদীসের যত 'রাবী' বা বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাঁদের সিলসিলা বা সূত্র-পরম্পরাকে 'সনদ' বলা হয়।
[২]. ইবনে খাল্লিকান (৬৮১হি,) IqvdvBqvZj AvBqvb, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬
[৩]. আল্লামা যাহাবী, wmqvi æ Avjwgb bevjv, ১৯খণ্ড, পৃ. ৪৪০
[৪]. আল্লামা সুফদী (৭৬৪হি.), Iqwd wej IqwdqvZ, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৩৬
[৫]. আল্লামা তাজউদ্দীন আস-সাবকী, ZvevKvZk kv‡dwqq¨vZj Keiv, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৪

৬. আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) "আলবিদায়া ওয়াননেহায়া" গ্রন্থে কিতাবটির নাম المصا بيح في الصحاح والحسان বলে উল্লেখ করেছেন। এই নামটি অভূতপূর্ব।

৭. আল্লাম সূয়ুতী (র.) طبقات الحفاظ গ্রন্থে কিতাবটির নাম শুধু مصابيح বলেছেন।

৮. كشف الظنون" গ্রন্থকার সর্বপ্রথম গ্রন্থটিকে مصابيح السنة নামে অভিহিত করেছেন। অন্য জায়গায় তিনি مصابيح الدجى নামটি উল্লেখ করেছেন।

৯. تاريخ اداب العربى এর গ্রন্থকার কিতাবটির مصابيح الدجى- مصابيح السنة- مصابيح السنن এই তিনটি নাম উল্লেখ করেছেন।

তবে আমরা مصابيح السنة নামটিকেই প্রাধান্য দিব। কারণ বক্ষমান গ্রন্থটি ওলামায়ে মুতাআখখিরিন এর নিকট এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, এটি দিবালোকের মত স্পষ্ট যে. গ্রন্থটি আল্লামা বাগভী রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি কোন নাম নির্ধারণ করেননি। একারণেই কোন কোন ওলামায়ে কেরাম এর নাম المصا بيح, কত ওলামায়ে কেরাম "المصا بيح في الصحاح والحسان" المصا بيح في الحديث কিংবা المصا بيح الدجى অথবা مصابيح السنن ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেছেন।

مصابيح السنة Mš iPbvi D‡Ïk¨ : ইমাম বাগাভী (র.) বলেন, এ গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য হল শরী'আতের অনুসারী লোকদের জন্য এমন একটি সম্পদ প্রস্তুত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক পথ অনুযায়ী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যা তাদেরকে সহায়তা করতে পারে।

مصابيح السنة M‡ši ghv'v I Bgvg evMvfxi gvbnvR

ইমাম বাগাভী (র.) একটি ভূমিকার অবতারণা করেছেন এবং তাতে গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি তা সংকলন করেছি ইবাদতে আত্মনিয়োগকারীদের জন্য যাতে আল্লাহর কিতাবের পর তাদের সুন্নাতসমূহের একটি অংশ হয় এবং তাঁদের আনুগত্য করার জন্য সহায়ক হয়"। তিনি গ্রন্থের হাদীসগুলোর সনদ উল্লেখ করেন নি। সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদ এর মাধ্যমে গ্রন্থটিকে তিনি সাজিয়েছেন। কেউ যদি একটি অধ্যয়কে তার স্থান থেকে পরিবর্তনের চিন্তা করে তাহলে এর চাইতে অধিক উপযুক্ত স্থান আর সে খুঁজে পাবে না।

Bgvg evMvfx (i.) †h Drm mgn †_‡K nv'xm MnY K‡i‡Qb Zvi eYbv

ইমাম বাগাভী (র.) তাঁর গ্রন্থ সংকলিত হাদীসের উৎস সমূহের বর্ণনায় এ কথা বলেছেন, আমি হাদীস সমূহ তাকওয়ার দীপাধার থেকে বের করেছি যা ওলামায়ে কেরাম তাঁদের কিতাবসমূহে বর্ণনা করেছেন। অন্য জায়গায় তিনি কয়েকজন ওলামায়ে কেরামের নাম স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, তাঁরা হলেন।

১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-জুফী আল বুখারী (২৫৬ হি.)
২. আবুল হাসান মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরি আন নিসাপুরী (২৬১ হি.)
৩. আবু দাউদ সোলায়মান ইবনে আশআছ আস সিজিসতানী (২৭৫ হি.)
৪. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবন সুরাহ আত তিরমিযী (২৭৯ হি.)
৫. আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুয়াইব আল-নাসায়ী (২৭৫ হি.)

Dhaka University Institutional Repository

এই কয়েকজন ওলামায়ে কেরামের নাম ইমাম বাগাভী উল্লেখ করেছেন। তবে খতীব তাবরিযী যিনি "মাসাবীহ" গ্রন্থে সনদ সংযোজন করেন তিনি এই কজন ছাড়াও আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন,

১. আবু আবদুল্লাহ মালেক ইবনে আনাস আসবাহি (১৭৯ হি.)
২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ শাফেয়ী (২০৫ হি.)
৩. আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী (২৪১ হি.)
৪. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ আল কাযবিনী (২৭৫ হি.)
৫. আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আদ-দারিমী (২৫৫ হি.)
৬. আবুল হাসান আলী ইবন উমার আদ-দারুকুতনী (৩৮৫ হি.)
৭. আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকী (৪৫৭ হি.)
৮. আবুল হাসান রাযীন ইবন মুয়াবিয়া আল আবদারী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম (৫২৪ হি.)

Bgvg evMvfx (i.) †h Kvi‡Y wKZv‡ei nv'xm mgn mb' g³ †i‡L‡Qb

হাদীসের সনদ বর্জনের যুক্তি হিসেবে তিনি ইমামগণের বর্ণনার উপর পূর্ণ আস্থা এবং তাঁদের উপর বাড়াবাড়ির কথা বলেছেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন অর্থগত বাধ্যবাধকতার কারণে। তবে ইমাম বাগাভীর হাদীসের সনদ জানার জন্য তাঁর রচিত হাদীস গ্রন্থ شرح السنة এবং তাফসীর গ্রন্থ معالم التنزيل অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

msKwjZ nv'xm mgn‡K صحاح Ges حسان GB 'B fv‡M wefvR¨KiY

ইমাম বাগাভী (র.) তাঁর এই গ্রন্থটি রচনায় একটি দুর্লভ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এ পদ্ধতিটি ছিল অভূতপূর্ব তাঁর পরবর্তী কোন ওলামায়ে কেরাম এ পদ্ধতির অনুসরণ করেন নি। ভূমিকায় এই পদ্ধতিটির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি একথা বলেছেন "তুমি প্রতিটি অধ্যায়ের হাদীস সমূহকে صحاح এবং حسان এই দুইভাগে বিভক্ত অবস্থায় পাবে, صحاح দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো যা ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম অথবা দুজনের একজন বর্ণনা করেছেন। আর حسان দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং অন্যরা তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অনেক বাব-এ গারীব হাদীসও আছে অর্থাৎ সে সকল হাদীস যেগুলির সনদ পরম্পরায় কোথাও কেবল একজন মাত্র রাবী পাওয়া যায়; বরং এরূপ হাদীসও আছে যার সনদ (খুব বেশি) নির্ভরযোগ্য নয়। তবে তিনি দাবি করেছেন যে, এ কিতাবে কোন মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বা মওদু (জাল) হাদীস নেই। এ কিতাবে হাদীসের সনদ পরিত্যাগ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসের বিন্যাস পদ্ধতি যা সহীহ হাদীসের বিভিন্ন স্তরের প্রতি নির্দেশ জ্ঞাপনের ভিত্তিতে অবলম্বিত হয়েছে, তা এ কথা বুঝাবার জন্য যথেষ্ট যে, সর্বজনগৃহীত হাদীস কোনগুলি।

مصابيح السنة M‡Ši nv'xm msL¨v : এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা ৪৭১৯ টি।[৬] তন্মধ্যে বুখারী থেকে ৩২৫ টি, মুসলিম থেকে ৮৭৫ টি এবং মুত্তাফাকুন হিসেবে ১০৫১ টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

مصابيح السنة Gi e¨vL¨vMš

বক্ষমান গ্রন্থটিকে মানুষ উত্তমভাবে গ্রহণ করেছেন। এ গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ হচ্ছে অনেকে এ গ্রন্থের কপি করেছেন, পাঠ করেছেন, মুখস্থ করেছেন, সংক্ষিপ্ত সংকলন তৈরী করেছেন, ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন ও যাচাই বাছাই করেছেন। হাজী খলীফা তাঁর কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে এবং ব্রুকলম্যান অত্র

---

[৬]. ইউসুফ ইলয়ান সারকিসী, gÖRvgÖj-gvZeAvZ Avivweq¨vn, (মানসুরাত মাকতাবাতু আয়াতুল্লাহ আল আজমী আল মারআশ আল খাফী, তা.বি) ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৩

কিতাবটির বিষয়বস্তুর আলোকে যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের পরিচয় ও রচিত গ্রন্থের নাম বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে আমরা তা সংক্ষিপ্তকারে তুলে ধরছি।

1. ÔAvZ-Zvj I qxn dx kvi wnj gvmvexnÕ- মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আবুল হাসান আল খাওরানী (মৃ. ৫৭১ হি.)। তিনি ইমাম গাজ্জালীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি আল্লামা যামাখশরী থেকে গ্রহণ করেছেন।[৭]

2. ÔAvj gqvmmvi Õ ki‡n gvmvexn- শিহাবুদ্দিন ফাদলুল্লাহ ইবন হাসান আততুরবুশতী আল হানাফী (মৃত ৬০০ হি.)। এ শরাহ এর প্রথমে তিনি এভাবে শুরু করেছেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের জন্য দ্বীনে হক নির্ধারন করেছেন এবং তার দলীল স্পষ্ট করে দিয়েছেন'। হাজ্জী খলীফার মতে তিনি ৬০০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ব্রুকলম্যান উল্লেখ করেছেন, তিনি এ গ্রন্থ ৭১২ হিজরিতে রচনা করেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে এর প্রমান পাওয়া যায়।

3. Avjx Beb Avãjøvn Beb Avngv' Avj gvi æd wehvBwbj Avie। আল্লামা মুল্লা 'আলী কারী বলেন, তিনি ছিলেন মিশরের অধিবাসী। তিনি তিনটি শরাহ রচনা করেন : বড়, মধ্যম ও ছোট। তিনি ৬৫০ হিজরিতে মধ্যম শরাহ রচনা সমাপ্ত করেন। হাজ্জী খলীফা ও ব্রুকলম্যান এটি উল্লেখ করেছেন।

4. ÔZndvZj Aveivi Õ- শরহে মাসাবীহ- কাযী নাসির উদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন উমার আল বায়যাবী (মৃত ৬৮৫ হি.) এ শরাহ রচনা করেন। হাজ্জী খলীফা ও ব্রুকলম্যান এটি উল্লেখ করেছেন।

5. ÔAvj gvdvZxn dx kvi wn wnwjøj gvmvexnÕ- আল হুসাইন ইবন মাহমুদ ইবনুল হাসান আয যায়দানী মাজহার উদ্দিন (মৃত ৭২৭ হি.)। ৭২০ হিজরিতে তিনি এ শরাহ রচনা সমাপ্ত করেন।

6. Ôj evem m'iÕ ki‡n gvmvexn- আশশায়খ মুহাম্মাদ আল মানাওয়ী (মৃত ৭৪৬ হিজরি)। হাজ্জী খলীফা তাঁর কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

7. ÔKvkdj gvbvnxR I qvZ ZvbvKxn dx kvi‡n Avnv'xwm j gvmvexnÕ-সদর উদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শরফুদ্দিন ইবন ইবরাহীম আস সুলামী আল মুনাওয়ী আশশাফেয়ী (মৃত ৭৪৮ হিজরি)।

8. Ôw'qvDj gvmvexnÕ শরহে মাসাবীহ- তাকীউদ্দিন আলী ইবন আব্দুল কাফী আস সুবুকী (মৃত ৭৫৬ হিজরি)। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।

9. ÔAvmgvDm mvnvev I qvZ Zv‡eqxb wg¤§v RvKviv ûj gvmvexnÕ- আবু মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হুসাইন আল ফাদালী আল ফারগারী আস্সাকাদারী (মৃত ৭৭৭ হিজরি)।

10. ki‡n gvmvexn - আব্দুল লতীফ ইবন আব্দুল আযীয ইবন মালেক (ফিরিশাতুহ)। হাজ্জী খলীফা তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল লতীফ তিনি ইবন মালেক আর রাওমী হিসেবে পরিচিত। তিনি মাসাবীহ এর একটি শরাহ রচনা করেছেন ৮৫০ হিজরিতে।[৮]

11. ZvÕjxKj gvmvexn- শায়খ বদরুদ্দীন মোহাম্মদ বিন আবু বকর ইস্কান্দারী দামামীনী (৮২৭হি.) তিনি ৭৬৩ হি. আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর দাদা বাহাউদ্দীন দামামীনী, মামা ইবনু খালদুন

[৭]. বাগদাদী, nw'qvZj Av‡idxb, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮
[৮]. হাজ্জী খলীফা, KvkdR Rbb, পৃ. ১৭০১

(৮০৮হি.) এবং কায়রো ও মক্কায় বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস ও অন্যান্য ইলম শিক্ষা করেন। তিনি প্রথমে মিসরের 'আল আজহার' ও পরে ইয়ামনের জামেয়া জাবীদে শিক্ষা দান করেন। অত:পর (৮২০হি. /১৪১৭ইং) সুলতান আাহমদ শাহর আমলে গুজরাট আগমন করেন। তথা হতে তিনি (ফিরুজ শাহ বাহ্মুনীর সময় ৮০০- ২৫ হি.) দক্ষিণাত্যের গুলবরগায় আসেন এবং (৮২৭হি.) তথায় ইন্তিকাল করেন। হাদীসে 'মাছবিহুল জামে' নামে বুখারী শরীফের, 'তা'লীকুল-মাসাবীহ' নামে 'মাসাবীহুছসুন্নার' একটি শরাহ এবং 'ফাতহুর রাব্বানী' নামে অপর এক কিতাব রয়েছে।

12. kviûb wjj gvmvexn- আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ আল মা'রূফ ইলমুদ্দীন আস সাখাভী। হাজ্জী খলীফার মতে তিনি ৬৪৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

13. ÔwgdZvûj dZnÕ-লেখকের পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি।

14. Ôki‡n gvmvexnÕ-Ave Avãjøvn BmgvCj Beb gnv¤§v' Beb BmgvCj Avj d°vÔqx (মৃত ৭১৫হি. জমাদিউল উলা)। GwU ব্রুকলম্যান উল্লেখ করেছেন।

15. Ôki‡n gvmvexnÕ-kvgmÏxb gnv¤§v' Beb gRvddi Avj LvjLvjx (gZ 745 wn.) এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন। ব্রুকলম্যন তার 'তারিখুল আদাবুল আরাবী' এ উল্লেখ করেছেন যে, তার লেখা একটি শরাহ্ এর রয়েছে।

16. gvdvZxûi †iRv- গিয়াসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল ওয়াসিতি আল বাগদাদি। তিনি মুসতানসিরিয়্যার শিক্ষক। তিনি ইবনুল 'আকুলী নামে পরিচিত। তিনি ৭৯৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা গিয়াছ উদ্দীনের স্বহস্তে লিখিত একখানা কপির সন্ধান মদীনা মুনাওয়ারায় পাওয়া গিয়েছে বলে ব্রুকলম্যন উল্লেখ করেছেন।

17. AvZ ZvLvixR dx dvIq‡q‡' gZvqvjøvKvn weAvnv'xwmj gvmvexn- মাজদুদ্দীন, আবু তাহের মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকূব আল ফিরূজাবাদী। তিনি ৮১৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।

19. wKivn BqvKe Beb B'ixm Avj nvbvdx Aviivgx, Avj wKigwb (gZ 733 wnRwi)| তাঁর একটি শরাহ রয়েছে। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।

20. Zvmnxûj gvmvexn IqvZ ZvI'xn dx kviwnj gvmvexn- শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল জাযরী। তিনি ৮৩৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।

21. ZvjdxKvZj gvmvexn- কুতুব উদ্দিন মুহাম্মাদ আননাকীদী আল আযনীকী (মৃত ৮২১ হিজরি)। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।

22.Ô†n'vqvZi †iIqvqv Bjv ZvLixwRj gvmvexn Iqvj wgkKvZÕ হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (মৃত ৮৫২ হিজরি)।[৯] তাঁর আর একটি রিসালাও রয়েছে যেখানে তিনি মাসাবীহ গ্রন্থে সংকলিত যেসকল হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তার জবাব দিয়েছেন।

---

[৯]. প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩০

23. kviûb wjj gvmvexn- আলাউদ্দিন, আলী ইবন মুহাম্মাদ আশশাহীর বিমুসান্নিফিক (মৃত ৮৭৫ হি.)।[১০]

24. kviûb wjj gvmvexn- কাসেম ইবন কাতলুবাগা আল হানাফী। তিনি ৮৭৫ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এটি হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১১]

25. kviûb wjj gvmvexn-কুতুব উদ্দিন মুহাম্মাদ আল আয়নীকী, মহিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন কুতুব উদ্দিন আয়নীকী (মৃত ৮৮৫ হিজরি)। এটি হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১২]

26. শারহুন লিল মাসাবীহ- শামসুদ্দীন আহমাদ ইবন সুলাইমান। তিনি ইবন কামাল পাশা নামে পরিচিত। তিনি ৯৪০ হিজরিতে   ইন্তিকাল করেন। এটি হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৩]

27. Ôw'qvDj gvmvexnÕ -Avj d'j Beb kvgm AvmmvBIqvmx| এটি ইবন মালেক এর শরাহ এর উপর একটি হাশিয়াহ। তিনি এটি তাঁর যুগের মুফতীগণের ইঙ্গিতে রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে মতনের বিভিন্ন স্থানের জটিলতা দূর করেন। তিনি এ গ্রন্থের শুরু এভাবে করেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি ইলমের মাধ্যমে সকল কিছু সম্মানিত করেছেন। এটি এক খণ্ডে সমাপ্ত। তিনি ১০০৯ হিজরিতে এটি রচনার কাজ সমাপ্ত করেন।[১৪]

28. kviûb wjj gvmvexn- আহমাদ আর রাওমী আল আক হাসারী (মৃত ১০৪১ হিজরি)।[১৫]ব্রুকলম্যন তারিখুল আদাবিল আরবী গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

29. Avj gvdvZxn- BqvKe Avj Avdfx (মৃত ১১৪৯)। ব্রুকলম্যন "উমুমিয়্যাহ" গ্রন্থ এর একটি কপি পাওয়ার যাওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।

30. kviûb wjj gvmvexn-জহির উদ্দিন মাহমুদ ইবন আব্দুস সামাদ আল ফারেকী। হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।[১৬]

31. kviûb wjj gvmvexn- আব্দুল মুমিন ইবন আবি বকর ইবন মুহাম্মাদ আয য'আফারানী।[১৭] হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

32. kviûb wjj gvmvexn- খলীল ইবন মুকাব্বাল আল হালাবী। হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তাঁর শরাহটি সমৃদ্ধ।[১৮]

---

[১০]. তাশ কুবরা যাদাহ, wgdZvûm mvÔqv'v, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯
[১১]. হাজ্জী খলীফা, KvkdR Rbb, পৃ. ১৬৯৭
[১২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯৯
[১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯৯
[১৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০২
[১৫]. ব্রুকলম্যান, ZvixLj Av'wej Aviwe (AvZ ZviRvgvZj Aviweq¨vn), 6ô খণ্ড, পৃ. ২৪৬
[১৬]. হাজ্জী খলীফা, KvkdR Rbb, পৃ. ১৬৯৯
[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০১
[১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০১

33. kviûb wjj gvmvexn- আস সাখুমী। এটি উল্লেখ করেছেন শারেহুশ শিফা।[১৯]

34. Zvbfxiæj gvmvexn- আব্দুর রহমান ইবন খলীল। গ্রন্থটিতে তিনি মতন সংযোজন করেছেন যেমনটা করেছিলেন ইবনুল মালিক (৮৫০হি.)। তিনি দাবি করেন **مصابيح** এর মতন সংবলিত কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইতোপূর্বে রচিত হয় নি। সম্ভবত তিনি ইবনুল মালিকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখেননি, কেননা ইবনুল মালিক তাঁর পূর্বে মতন সংবলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ওলামায়ে মুতাআখখিরীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি গ্রন্থটির সূচনা করেছেন এভাবে "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে নবীদের উত্তরাধিকার নির্বাচিত করেছেন। গ্রন্থটিতে ব্যাখ্যাগ্রন্থের যাবতীয় গুণাবলী ও উপকারিতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি। কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে এই আশংকায় তিনি প্রতিটি হাদীসের বর্ণনাকারীর নাম পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেন নি। কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে হাজী খলীফা এমনটাই বলেছেন।

35. kviûb wjj gvmvexn- আহমাদ ইবন ইব্রাহীম আল হালাবী।[২০]

36. kviûb wjj gvmvexn-ওসমান ইবনুল হাজ্জ মুহাম্মাদ আল হারাভী।[২১] তিনি এ গ্রন্থের শুরু এভাবে করেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আলিমদের বক্ষ প্রশস্ত করেছেন। এটি একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ। তিনি আল্লামা বায়দাভী (র.) পরবর্তী আলেম। কেননা তিনি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল্লামা বায়দাভীর বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে এসেছেন। ব্রুকলম্যান "তারিখুল আদবিল আরবী" গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থের ৩টি হাতে লেখা কপির অস্তিত্ব আলেক্সান্দ্রিয়া সালিম আগা এবং সালিমানিয়ায় পাওয়া যাওয়ার কথা বলেছেন।

37. আল আরদিবিলী তারও একটি gvmvexn Gi kivn i‡q‡Q। গ্রন্থটির হাতে লেখা একটি কপির সন্ধান ইরাকের মুসল নগরে পাওয়ার কথা ব্রুকলম্যন তাঁর তারিখুল আদাবিল আরবী গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন।

38. Mvixej gvmvexn- আব্দুল কাহের আস সাহরাওয়ার্দী।[২২] এর হাতে লেখা একটি কপি সিরিয়ার দামেস্কে পাওয়া গিয়েছে। এমনটাই বলেছেন তারিখুল আদাবিল আরবীর লেখক ব্রুকলম্যন।

39. ZviRvgvZm mvnvev iæIqwZj gvmvexn- মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল বাখশী।[২৩] এর হাতে লেখা একটি কপি কায়রোয় পাওয়া গিয়েছে।

40. Avj Avhnvi- এটিও একটি শারাহ গ্রন্থ।[২৪]

---

[১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০১
[২০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০১
[২১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০২
[২২]. ব্রুকলম্যান, ZvixLj Av'wej Aviwe (AvZ ZviRvgvZj Aviweq¨vn), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭
[২৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭
[২৪]. হাজ্জী খলীফা, KvkdR Rbb, পৃ. ১৬৯৯

41. gv‘Lvj Bjv wKZwen Avj gvmvexn-ইমাম বাগাভী।[২৫] কায়রোর একটি লাইব্রেরীতে এর একটি হাতে লেখা কপির সন্ধান পাওয়া যায়। এমনটাই বলেছেন ব্রুকলম্যান।

42. w‘qvDj gvmvexn-তাক্বীউদ্দিন আলী বিন আবদুল কাফি আস্ সাবাকী (মৃত্যু ৭৫৬ হি.) রচিত লিখিত একটা শরাহ্। এটা উল্লেখ করেছেন হাজী খলিফা।

43. gLZvmvi æj gvmvexn-আবুন নুজাইব আব্দুল কাহের ইবন আব্দুল্লাহ আসসাহরাওয়ার্দী (মৃ. ৫৬৩ হি.)

---

[২৫]. ব্রুকলম্যান, ZvixLj Av‘wej Avivwe (AvZ ZviRvgvZj Aviweq¨vn), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭

wØZxq cwi‡"Q' : gvmvexûm-mbvn Gi msKjb c×wZ I G m¤ú‡K wewfb gbxwli AwfgZ I mgv‡jvPbv

1.1 gvmvexûm-mbvn Gi msKjb c×wZ

1. nv'x‡mi mb' ev eYbvKvixi bvg Dn¨ †i‡L nv'xm msKjb ঃ ইমাম মুহীউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ ফাররা বাগাভী তাঁর রচিত কিতাবুল মাসাবীহ রচনার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত পন্থা তথা শুধু হাদীসের মতন সংগ্রহের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং হাদীসের সনদগুলোকে উহ্য রেখেছেন।

2. cwZwU Aa¨vq 'Õfv‡M wef³ KiY : ইমাম হুসাইন ইবনে মাসউদ বাগাভী প্রতিটি অধ্যায় দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন; প্রথম ভাগ নির্দিষ্ট করেছেন বুখারী-মুসলিমের হাদীসের জন্য, আর তার নাম দিয়েছেন 'ছেহাহ' এবং দ্বিতীয় ভাগ নির্ধারিত করেছেন বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অপর ইমামগণের হাদীসের জন্য, আর এর নাম দিয়েছেন 'হেসান'। কিন্তু এরূপ 'ছেহাহ- হেসান' নাম তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিভাষা।

3. nv'xmwU Mixe ev hCd A_ev wfb wKQ n‡j Zv D‡jøL K‡i‡Qb : ইমাম বাগাভী যে সকল হাদীস 'গরীব' বা 'যঈফ' অথবা ভিন্ন কিছু সে বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন।

4. †Kvb †Kvb †ÿ‡Î Mixe ev hCd D‡jøL K‡ib wb : শায়খ ইমাম বাগাভী উসূলের কিতাবের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন হাদীসটি গরীব বা যঈফ তা উল্লেখ করেন নি ।

5. gvmvexûm mbvq †Kvb †Kvb nv'xm 'Õevi ewYZ n‡q‡Q : ইমাম বাগাভী সংগৃহীত কোন হাদীস কোন বাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার একই হাদীস অপর কোন বাবেও পূনরুল্লেখ করা হয়েছে।

6. wdK‡ni ZviZxe Abhvqx msKjb : ইমাম বাগাভী উম্মতের কল্যাণে হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সর্বাধিক জুরুরী হাদীসগুলো বাছাই করে ফিকহের তারতীব অনুযায়ী কিতাবুল মাসাবীহ সংকলন করেছেন।

7. weij nv'xm msKj‡bi gva¨‡g msiÿY : আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আল হোসাইন ইবনে মাসউদ আল ফাররা আল বাগাভী কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থে বিরল হাদীসসমূহ সংকলনের মাধ্যমে হাদীসসমূহ অধিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এটি হাদীসশাস্ত্রে লিখিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে অতি ব্যাপক একটি গ্রন্থ।

8. gvmvexn MšKvi Zvi cvß mb' Abmv‡i nv'x‡mi kã PqY K‡i‡Qb ঃ মাসাবীহ গ্রন্থকার ইমাম বাগাভী কোন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে একধরণের শব্দে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেক্ষেত্রে মিশকাত গ্রন্থাকার অপর শব্দে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদের বিভিন্নতার কারণে সনদ অনুসারে প্রত্যেক গ্রন্থাকার হাদীসের শব্দ চয়ন করেছেন।

9. gvmvexn MšKvi cwm× wKZv‡e D‡jøwLZ nv'xmmgn Mšve× K‡i‡Qb : মাসাবীহ গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে মিশকাত গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, যে তিনি এরূপ হাদীস খুব কমই পেয়েছেন যে

হাদীসটি ইমাম বাগাভী সংগ্রহ করেছেন অথচ কোন প্রসিদ্ধ কিতাবে পাওয়া যায়নি অথবা তিনি এর বিপরীত পেয়েছেন।

10. kvqL Bgvg evMvfx nv'xm msKj‡bi †ÿ‡Î †iIqv‡q‡Zi wewfbZv †'wL‡q‡Qb : মাসাবীহ গ্রন্থকার ইমাম বাগাভী হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে কোন কোন হাদীস বা শব্দ সম্পর্কে রেওয়ায়তের বিভিন্নতা দেখিয়েছেন।

11. kvqL Bgvg evMvfx gvmvexn M‡š' gIh I gbKvi nv'xm cwiZ¨vM K‡i‡Qb : শায়খ ইমাম বাগাভী মাসাবীহ গ্রন্থে সহীহ ও হাসান হাদীস সংকলন করেছেন। সহিহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শায়খাইনের বর্ণনা এর পরে হাসান হাদীস অর্থাৎ সে সকল হাদীস যা সুনান-ই আবী দাঊদ, জামি তিরমিযী ও অন্যান্য আইম্মা-ই হাদীস-এর কিতাব হতে এনেছেন। অনেক বাব-এ গারীব হাদীসও আছে অর্থাৎ সে সকল হাদীস যেগুলির সনদ পরম্পরায় কোথাও কেবল একজন মাত্র রাবী পাওয়া যায়; বরং এরূপ হাদীসও আছে যার সনদ (খুব বেশি) নির্ভরযোগ্য নয়। তবে তিনি দাবি করেছেন যে, এ কিতাবে কোন মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বা মওদু (জাল) হাদীস নেই।

1.2 gvmvexûm-mbvn Gi msKjb c×wZ m¤ú‡K wewfbœ gbxwli AwfgZ wb‡¤œ Dc¯'vcb Kiv nj

1. gvmvexûm-mbvn Gi msKjb c×wZ m¤ú‡K Bgvg beex e‡jb : ইমাম বাগাভী হাসান ও সহীহ এর দিকে বণ্টন করার ক্ষেত্রে সহীহ দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন যা সহীহাইনে রয়েছে, আর হাসান দ্বারা বুঝিয়েছেন যা সুনানে রয়েছে। এই পদ্ধতিটি সঠিক নয়, কেননা সুনানে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও মুনকার (সবই) রয়েছে।[২৬] এর উত্তর দেয়া হয়েছে, এটা তাঁর কিতাবের নিজেস্ব পরিভাষা, আর পরিভাষায় কোন বাদানুবাদ গৃহীত হয় না।

2. Avj øvgv gvI jv gmZvdv web Avãj øvn Avj gvi æd whwb nvRx Lwjdv bv‡g cwiwPZ wZwb e‡jb, এগুলো এমন কিছু শব্দ যা নবুয়তী বক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে, যা ইমামগণ তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন তিনি তাই একত্র করেছেন নিরবিচ্ছন্ন ইবাদাতকারীদের জন্য, যেন আল্লাহর কিতাবের পর তাদের জন্য এগুলো সুন্নাতের অংশ হতে পারে। তিনি ইমামদের বর্ণনার উপর নির্ভর করে ইসনাদের আলোচনা বর্জন করেছেন এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের হাদীসকে সহিহ ও হাসানে এ ভাগ করেছেন। সহিহ দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন এ হাদীস যা সহীহাইনে রয়েছে, আর হাসান দ্বারা যা আবু দাউদ, তিরমীযী ও অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছেন। আর যয়ীফ ও গরীব হাদীস এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মুনকার ও মওদু হাদীস এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু মানাকিবে কুরাইশ অধ্যায়ের শেষে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে তার শেষে মুনকার বলেছেন। সম্ভবত কোন মুহাদ্দিস এ হাদীসটি যুক্ত করেছেন।[২৭]

---

২৬. ইমাম নববী, আল কবীর

২৭. Avj øvgv gvI jv gmZvdv web Avãj øvn Avj gvi æd, কাশফুজ জুনুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯৮

3. mvB‡q¨‘ kixd gnv¤§v‘ web Rv'di KvËvbx e‡jb,

আবু মুহাম্মদ বাগাভী মাছাবীহুস সুন্নাহকে সহিহ ও হাসান এ বণ্টন করেছেন। সহীহ দ্বারা বুঝিয়েছেন যা শায়খাইন কিংবা তাদের একজন বর্ণনা করেছেন আর হাসান দ্বারা বুঝিয়েছেন যা চার সুনানের প্রণেতাগণ এবং دارقى কিংবা অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন। এটা তাঁর নিজস্ব পরিভাষা। পৃথকভাবে প্রতিটি হাদীসকে 'বর্ণনা' করেছেন এবং কোন সাহাবী তা 'রেওয়ায়েত' করেছেন তা 'নির্ধারণ' করেননি। ইমাম, খতিব ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ তিব্‌রীযী তা 'নির্ধারণ' করেছেন।[২৮]

4. kvqL Rvgvj Ïxb BZvbx e‡jb,

মুহাক্কিক তাঁর মিরকাতুল মাফাতীহ কিতাবের মুকাদ্দামায় বলেন, ইমাম বাগাভী কিতাব সংকলন করেছেন ইসনাদ মুক্ত ও হাদীসের 'রাবী' উল্লেখ না করে। তিনি নিজস্ব পরিভাষায় কিতাবটিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী কোন হাদীসশাস্ত্রবীদ তা করেননি। তিনি 'সহীহ ও হাসান' এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। সহীহ এর ভাগকে তিনি যুক্ত করেছেন শায়খাইন বা তাদের কোন একজনের বর্ণিত হাদীসের সাথে আর 'হাসান' কে যুক্ত করেছেন চার ইমাম, আহমাদ, দারিমী, বাইহাকী শুয়াবুল ঈমানে ও অন্যান্যদের সাথে। আর তাতে যে غريب ও ضعيف হাদীস রয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম বাগাভী তাঁর কর্মপন্থায় এই বিষয়টি (ضعيف ও অন্যান্য হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করে) বৃহৎ পরিসরে অনিবার্য করেছেন। তিনি কিছু মুরসাল ও যয়ীফ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, এতে করে আঠারটি হাদীস মওদু বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকে ইবনে হাজার আসকালানী একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় জবাব দিয়েছেন।[২৯]

5. we‡kølK bvBg Avkivd DQgvbx e‡jb,

তিনি এই কিতাবে নির্বাচিত করেছেন হাদীসে নববীর মতন, সনদ শূন্যাবস্থায়। নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। যেমন জামে' সহীহ ইমাম বুখারী (র.), সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমীযী ও নাসাঈ ইত্যাদি। সর্বোত্তম পন্থায় তিনি কিতাবের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদগুলো বিন্যস্ত করেছেন। তিনি বিধি-বিধানের প্রমাণগুলো এমন পদ্ধতিতে স্থাপন করেছেন ফকীহ সেটাকে সর্বোত্তম জ্ঞান করে। ভয়-ভীতি, আশা-আনন্দ ও ফাযায়েলের হাদীসগুলো ইলমের দাবি ও চাহিদা অনুযায়ী وضع করেছেন। যদি কেউ কোন অধ্যায়কে একস্থান থেকে অন্যস্থানে (পরিবর্তন করে) নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করে তাহলে তার স্থান ব্যতিরেকে অধিক উপযুক্ত অন্যকোন স্থান পাবে না।[৩০]

6. Bgvg evMvfx (i.) Zvi wKZv‡ei fwgKvq wKZvewU msKj‡bi jÿ¨ Gfv‡e D‡jøL K‡i‡Qb,

হামদ ও ছানার পর, এগুলো এমন কিছু শব্দ যা নববী বক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে, এমন কিছু 'পথ' যা চলন শুরু করেছে রিসালাতের কেন্দ্রবিন্দু থেকে এবং এমন হাদীসসমূহ যা এসেছে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন এর পক্ষ থেকে। এগুলো নিকষকালো অন্ধকারের প্রদীপমালা, যার উৎপত্তি হয়েছে তাকওয়ার দীপাধার থেকে। ইমামগণ তাদের কিতাবে যা বর্ণনা করেছেন আমি সেগুলোই একত্র করেছি নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইবাদাতকারীদের জন্য, যেন আল্লাহর কিতাবের পর এগুলো তাদের জন্য সুন্নাতের অংশ হয় এবং আনুগত্যের পথে সহায়ক হয়। আমি প্রলম্বনের আশঙ্কায় اسناد এর আলোচনা বর্জন করেছি এবং ইমামদের বর্ণনার উপরই নির্ভর করেছি, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আহাবানে কোন কোন স্থানে আমি বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছি। প্রত্যেক অধ্যায়ের হাদীসগুলো তুমি পাবে সহীহ ও

---

২৮. সাইয়্যেদ শরীফ মুহাম্মাদ বিন জা'ফর কাত্তানী, ÔAvi wimvjvZj gmZvZwidv, (দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ষষ্ঠ প্রকাশনা) পৃ. ১৭৭

২৯. শায়খ জামালুদ্দীন ইতানী, gKvÏvgv wgiKvZj gvdvZxn (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে আশরাফিয়াহ্) ১ম খণ্ড, পৃ. ৬-৭

৩০. নাইম আশরাফ উছমানী, gKvÏvgv kvinZ wZex, (মাকতাবায় ইদারাতুল কুরআন এবং উলূমে ইসলামিয়্যাহ) ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-১০

হাসান এর দিকে বণ্টিত। সহীহ দ্বারা বুঝিয়েছি যা শায়খাইন 'বর্ণনা' করেছেন অর্থাৎ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল হানাফী আল বুখারী এবং আবুল হাসান মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী (র.)। তারা বর্ণনা করেছেন কিংবা তাঁদের যে কোন একজন। আর হাসান দ্বারা বুঝিয়েছি যা বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশ'আস, আবু ইসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন তিরমীযী এবং অন্যান্য ইমামগণ তাদের সংকলিত গ্রন্থে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি থেকে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির বর্ণনা সূত্রে অধিকাংশ হাদীসই হল সহীহ। তবে সেগুলো শায়খাইন এর শর্তসীমায় উপনীত হয়নি ইসনাদের বিশুদ্ধতায় উন্নীত মর্যাদার ক্ষেত্রে, যদিও অধিকাংশ বিধান সাব্যস্ত হয় حسن এর পন্থার মাধ্যমে। ضعيف I غريب হাদীসগুলোর দিকে আমি ইঙ্গিত করেছি এবং موضوع ও منكر হাদীস উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি। আল্লাহই সাহায্যকারী এবং তাঁর উপরই নির্ভরতা।[৩১]

1.3 I jvgv‡q †Kivg KZK Avjøvgv evMvfx (i.) Gi gvbnv‡Ri mgv‡jvPbv

مصابيح السنة গ্রন্থের হাদীসসমূহকে صحاح এবংحسان এই দুই ভাগে ভাগ করার কারণে আল্লামা বাগাভী (র.) পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক সমলোচনা শিকার হয়েছেন নিম্নে কয়েকজন ওলামায়ে কেরামের সমলোচনা তুলে ধরা হলো।

১. আল্লাম নববী (র.) (৬৭৬হি.) তাঁর "التقريب" গ্রন্থে বলেন[৩২]। আল্লামা বাগাভী (র.) কর্তৃক "مصابيح" এর হাদীসসমূহকে صحاح এবং حسان এই দুইভাগে ভাগ করা এবং صحاح দ্বারা بخارى ও مسلم কে উদ্দেশ্য করা আর حسان দ্বারা سنن গ্রন্থসমূহ থেকে আনীত হাদীসসমূহকে উদ্দেশ্য করা সঠিক নয়। কারণ سنن গ্রন্থসমূহে حسن- صحيح- منكر- ضعيف- সব রকমের হাদীসই রয়েছে।

২. আল্লামা ইবনুস-সালাহ (৬৪৩হি.) তাঁর مقدمة علوم الحديث গ্রন্থে বিষয়টির সমালোচনা করে বলেন[৩৩] আল্লামা বাগাভী (র.) কর্তৃক "مصابيح" এর হাদীসসমূহকে صحاح এবং حسان এই দুইভাগে ভাগ করা এবং صحاح দ্বারা بخارى ও مسلم এ বর্ণিত হাদীসকে উদ্দেশ্য করা আর حسان দ্বারা যা ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং অন্যরা তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন সেসকল হাদীসকে উদ্দেশ্য করা এটি পরিভাষা সম্পূর্ণ নতুন। এ পরিভাষা পরিচিত নয়। হাদীস বিশারদগণ حسن হাদীসের সংজ্ঞা এভাবে দেন নি। তাছাড়া এই গ্রন্থগুলোতে حسن এবং غيرحسن দুই ধরনের হাদীসই ।

৩. আল্লামা কাতানী (র.) (১৩৪৫ হি.) তাঁর الرسالة المستطرفة গ্রন্থে বলেন[৩৪] আল্লামা বাগাভী (র.) কর্তৃক "مصابيح " এর হাদীসসমূহকে صحاح এবং حسان এই দুইভাগে ভাগ করা এবং صحاح দ্বারা بخارى ও مسلم এ বর্ণিত হাদীসকে উদ্দেশ্য করা আর حسان দ্বারা سنن গ্রন্থসমূহ ও ইমাম দারেমীসহ অন্যদের গ্রন্থে থেকে আনীত হাদীসসমূহকে উদ্দেশ্য করা এটা একান্ত তাঁর নিজস্ব পরিভাষা।

[৩১]. ইমাম বাগাভী, gKvÏvgvZ gvmvexnm mbvn
[৩২]. আল্লাম নববী, AvZ ZvKixe, পৃ. ৬
[৩৩]. আল্লামা ইবনুস-সালাহ, gKvÏvgvZ Djwgj nv'xm , পৃ.৩৪
[৩৪]. আল্লামা কাতানী, Avi wimvjvZj gmZvZwidv, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৪. আল্লামা আহমাদ শাকের (র.) (১৩৭৭ হি.) তাঁর دائرة المعارف الاسلاميه গ্রন্থে বলেন[৩৫] এটা আল্লামা বাগাভী (র.) এর সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিভাষা এবং তা হাদীস বিশারদদের পরিভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি সঠিক পরিভাষা নয়। কারণ حسان দ্বারা তিনি যে গ্রন্থগুলো উদ্দেশ্য করেছেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী) সেই গ্রন্থগুলোতে এমন অনেক صحيح হাদীস রয়েছে যা বিশুদ্ধতার দিক থেকে কোন অংশেই بخارى ও مسلم এর হাদীসের চেয়ে নিচে নয়। পূর্ববর্তী অনেক ওলামায়ে কেরাম আল্লামা বাগাভী (র.) এর এই কাজের সমালোচনা করেছেন। যদিও এটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিভাষা।

---

[৩৫]. আল্লামা আহমাদ শাকের, ‘v‡qivZj gvqwid Avj Bmjwgq¨v, (১ম সংস্করণ , আত তারজামাতুল আরাবিয়্যা) ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮

ZZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn Gi ˆewkó¨ chv‡jvPbv

১. wbfi‡hvM¨ MÖš' : হাদীসবেত্তাগণ মাসাবীহুস-সুন্নাহকে ইলমে হাদীসের নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

২. wmnvn wmËvi mnvqK : মাসাবীহ গ্রন্থখানা সিহাহ সিত্তা হাদীসের আলোকে প্রণীত। যাতে সিহাহ সিত্তার হাদীস সকলের নিকট সহজতর ও বোধগম্য হয়।

৩. AvnKvg m¤úwKZ nv'xm : দৈনন্দিন জীবনে যেসব আহকাম পালন করতে হয়, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হাদীসের সমারোহ রয়েছে এ গ্রন্থে।

৪. gvmvexûm-mbvn MÖš'Kvi GKRb wbfikxj (†mKvn) eYbvKvix : ইমাম বাগাভী একজন নির্ভরশীল (সেকাহ্) বর্ণনাকারী। তিনি সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে হাদীসের সনদ বর্ণনা করেননি। তাঁর মত একজন নির্ভরশীল লোকের হাদীস গ্রহণ করাই সনদতুল্য।

৫. gvmvexûm-mbvn wewfb wel‡qi nv'xm m¤wjZ e¨vcK wKZve : আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আল হোসাইন ইবনে মাসউদ আল ফাররা আল বাগাভী কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস সম্বলিত একটি ব্যাপক কিতাব। বিষয়ের ব্যাপকতা সত্ত্বেও সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে তিনি এ গ্রন্থে হাদীসের সনদ বর্ণনা করেন নি।

৬. gvmvexn nv'x‡mi ¸iæZcY BgvgM‡Yi †ilqv‡qZKZ nv'x‡mi GKwU ¸iæZcY MÖš' : মাসাবীহ গ্রন্থে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ ইমামগণের রেওয়ায়েতকৃত বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে যাঁদের কিতাবের হাদীস এ গ্রন্থে রেওয়ায়েত করা হয়েছে তাঁদের নাম যথা- (১) বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.), (২) মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি.), (৩) মালেক (মৃ. ১৭৯ হি.), (৪) শাফেয়ী (মৃ. ২০৪ হি.), (৫) আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.), (৬) তিরমিযী (মৃ. ২৭৯ হি.), (৭) আবু দাউদ (মৃ. ২৭৫ হি.), (৮) নাসায়ী (মৃ. ৩০৩ হি.), (৯) ইবনে মাজাহ (মৃ. ২৭৩ হি.), (১০) দারেমী (মৃ. ২৫৫ হি.), (১১) দারা কুতনী (মৃ. ৩৮৫ হি.), (১২) বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) (১৩) রাযীন (মৃ. ৫২৫ হি.) প্রমুখ। কিন্তু এগ্রন্থে হাদীসের শেষে ইমামদের নাম উল্লেখ নেই।

৭. gvmvexn M‡š' †mnvn Ges †nQvb 'BwU bZb cwifvlv mwó GwU GKwU mZš' ˆewkó¨ : শায়খ ইমাম বাগাভী তার কিতাবে প্রতিটি অধ্যায়কে দুইভাগ করে এগুলির নাম দিয়েছেন সেহাহ এবং হেছান। এগুলি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব পরিভাষা।

cÂg Aa¨vq : wgkKvZj gvmvexn Gi msKjb c×wZ I ˆewkó¨ chv‡jvPbv

c_g cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn cwiwPwZ

wØZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn Gi msKjb c×wZ I G m¤ú‡K wewfb gbxwli AwfgZ

ZZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvex‡ni ˆewkó¨ chv‡jvPbv

c_g cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn cwiwPwZ

wgkKvZj gvmvexn-Gi bvgKiY

মিশকাতুল মাসাবীহ-এর মধ্যকার মাসাবীহ দ্বারা উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ হাদীস সমূহ এবং মিশকাত দ্বারা এগুলোর সনদ এবং শ্রীবৃদ্ধি উদ্দেশ্য। এক কথায় 'মিশকাতুল মাসাবীহ' দ্বারা 'সূত্রসহ সন্নিবেশিত হাদীস গ্রন্থ' বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর নামকরণ যথার্থ হয়েছে ।

MšwUi bvgKiY cm‡½ Avjøvgv †'njwf (i.) e‡jb, আমার জানামতে 'মিশকাত' শব্দের অর্থ হলো দেয়ালের ছোট ছিদ্র বিশেষ যাতে বাতি রাখা হয়। গ্রন্থটির নাম মিশকাত রাখার কারণ হলো, বাতি যে রকম দেয়ালের ছিদ্রে রাখা হয় ঠিক তেমনিভাবে মাসাবীহ গ্রন্থটিকে মিশকাত এর মাঝে রাখা হয়েছে।

wgkKvZj gvmvexn cwiwPwZ

মিশকাতুল মাসাবীহ একখানি জনপ্রিয় হাদীস সংকলন। সংকলকের নাম ওয়ালিউদ্দীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ আল খাতীব আত-তাবরিযী। মুহাদ্দিস ওয়ালীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে খতীব তাবরিযীর এই 'মিশকাতুল মাসাবীহ' আসলে মুহাদ্দিস মুহীউস সুন্নাহ বাগাবীর 'মাসাবীহুস সুন্নাহ্' কিতাবেরই বর্ধিত সংস্করণ। ইমাম মুহীউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ ফাররা বাগাভী (মৃ. ৫১৬ হিজরি) 'মাসাবীহ' নামে কিতাবখানি রচনা করেছেন, তা বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস সম্বলিত একটি ব্যাপক কিতাব। তবে তিনি সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে এতে হাদীসের সনদ[১] বর্ণনা করেন নাই। যদিও তাঁর মত একজন নির্ভরশীল (সেকাহ) লোকের হাদীস গ্রহণ করাই 'সনদতুল্য', তবুও একথা সত্য যে, সনদহীন কিতাব সনদওয়ালা কিতাবের সমান নয়। অত:পর শায়খ ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) আল্লামা তিবি (র.) এর অনুরোধে মাসাবীহ গ্রন্থখানা শ্রীবৃদ্ধি ও সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেন। অনিন্দ্য সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত এ গ্রন্থই মিশকাতুল মাসাবীহ নামে পরিচিত।

মিশকাতুল মাসাবীহ এর লেখক আল্লামা খতীব তাবরীযী (র.)Ògvmvexn0 গ্রন্থে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেছেন তা হলো সনদ সংযোজন। তিনি হাদীসের রাবী এবং এর উৎস বর্ণনা করেছেন। সাধারণত তিনি প্রতিটি অধ্যায়কে নিম্নে বর্ণিত তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন।

১. প্রথমে তিনি আল্লামা বুখারী এবং মুসলিম (র.) যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) এর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে অন্যান্য যে সমস্ত মুহাদ্দিস ঐ হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন। আল্লামা বাগাবী (র.) মাসাবীহ গ্রন্থে বুখারী ও মুসলিম থেকে উৎকলিত হাদীসসমূহকে صحاح হিসেব আখ্যায়িত করেছিলেন কিন্তু "মিশকাতুল মাসাবীহ" এর লেখক আল্লামা বাগাবীর বক্তব্যকে পরিবর্তন করে উপরোল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করেছেন।

[১]. সনদ-কোন গ্রন্থকার বা হাদীস বর্ণনাকারী হতে আরম্ভ করে রাসূলুলাহ (সা.) পর্যন্ত হাদীসের যত 'রাবী' বা বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাঁদের সিলসিলা বা সূত্র-পরম্পরাকে 'সনদ' বলা হয়।

২. এরপর তিনি আবু দাউদ তিরমিযী, নাসায়ী দারিমী এবং ইবনে মাজাহ যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন । এখানেও আল্লামা খতীব তাবরিযী (র.) বাগাবী (র.) এর حسان পরিভাষাটি পরিহার করেছেন।

৩. আল্লামা খতীব তাবরিযী (র.) "মিশকাতুল মাসাবীহ" গ্রন্থে বর্ণীত প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় সংযোজন করেছেন। এই বিষয়টি আল্লামা বাগাবী (র.) পরিহার করেছিলেন। তিনি "মিশকাতুল মাসাবীহ" গ্রন্থে "মাসাবীহ" গ্রন্থে বর্ণীত হাদীসের চেয়ে ১৫১১টি হাদীস বেশী বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লামা বাগাবী (র.) এর ধারাবাহিকতা লংঘন করেন নি। সুতরাং কোন অধ্যায়কে তিনি আগ পিছ করেন নি। আসলে এটা করার কোন সুযোগও ছিলনা, কেননা "মাসাবীহ" এর ধারাবাহিকতা এবং অধ্যয়বিন্যাস অত্যন্ত সুন্দর ও চমৎকার ।

মিশকাতে রয়েছে ৬ হাজার হাদীস। এতে ছিহাহ ছিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং এর বাইরেরও অনেক হাদীস স্থান লাভ করেছে। এক কথায় মিশকাত শরীফ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। মুসলিম জাহানে এটা অসামান্য সমাদর লাভ করেছে। মুসলিম জাহানে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে এটা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার অধিকাংশ পরিচ্ছেদের শেষে তথা তৃতীয় পরিচ্ছেদটি সংযোগ করেছেন। এ পরিচ্ছেদে তিনি ঐ সম্পর্কিত আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। ৭৩৭ হিজরি সালে এ প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থটির সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেন।
মুহাদ্দিসগণ এর বহু আলোচনা সমালোচনাও করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস এর বহু শরাহ লিখেছেন। এমন কি স্বয়ং খতীবের উস্তাদ, বিখ্যাত মুহাদ্দিস তীবী পর্যন্ত এর এক শরাহ লিখেছেন। নীচে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ শরাহের নাম উল্লেখ করা হল।

wgkKvZj gvmvexn Gi e¨vL¨v Mšmgn wbgi/c

1. ÔAvj Kv‡kd Avb nvKv‡qKm mbvbÕ (الكاشف)| মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে আবদুল্লাহ তীবী (মৃ.৭৪৩ হি.)। এটা মিশকাতের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শরাহ।

2. Ô†giKvZj gvdvZxnÕ (مرقاة المفاتيح) ki‡n wgkKvZ- মোল্লা আলী বিন সুলতান মুহাম্মাদ আল কারী (মৃ. ১০১৪ হি.)। এটা অতি বিশদ ও বিখ্যাত শরাহ।

3. ÔjvgAvZÕ (لمعات التنقيح) ki‡n wgkKvZ- শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (মৃ. ১০৫২ হি.)। এটাও মিশকাতের একটি বিখ্যাত ও বিস্তারিত শরাহ।

4. ÔAv‡kÔA¨vZj jvgÔAvZÕ (اشعة اللمعات)| শরহে মিশ্কাত- শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (মৃ. ১০৫২। এটা 'লাম'আতে'রই সার-সংক্ষেপ। এটা ফার্সী ভাষায় লিখিত। এতে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের ফার্সী ভাষায় তরজমা করেছেন। অতঃপর অতি সংক্ষেপে মুতাকাদ্দেমীনদের মতামতের সার বর্ণনা করেছেন। এটা 'মিশ্কাতের' একটি মূল্যবান শরাহ।

5. ÔZvÕjxKm mvexnÕ ki‡n wgkKvZ- মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী। এটা আরবি ভাষায় লিখিত একটি বিস্তারিত শরাহ।

6. ÔdvZûj Bjvn dx kviwnj wgkKvZÕ- ইবনে হাজার আল হাইতামি (মৃত ৯৭৪ হি.)।

7. ÔkviûR RiRvbx Õ সৈয়দ শরীফ জুরজানী (মৃত ৮১৬)। এটা তীবীর শরাহ এর সার-সংক্ষেপ।
8.Ôki‡n wgkKvZÕ মোল্লা আলী কারেমী আকবরাবাদী (মৃ. ৯৮১ হি.)

9. ÔkiÌn wgkKvZÕ শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে ইমামে রব্বানী ওরফে 'খাযিনুর রহমত'(মৃ.১০৭০ হি.)।

10. ÔhixAvZb bvRvZÕ (ذريعة النجاة) kiÌn wgkKvZÑ শায়খ ইমামুদ্দীন মুহাম্মদ আরেফ ওরফে আবদুন্নবী শাত্তারী আকবরাবাদী (মৃ. ১১২০ হি. মতান্তরে ১০৩০)।

11. ÔgvhvÌnÌi nKÕ শরহে মিশকাত নওয়াব কুতবুদ্দীন খাঁ দেহলভী (মৃ. ১২৭৯ হি.)। এতে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের উর্দূ তরজমা করেছেন। অত:পর শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভীর আশে'অ্যাতুল লুম'আতের আলোচনার উর্দূ অনুবাদ ও তাঁর উস্তাদ হযরত শাহ ইসহাক দেহলভীর আলোচনার সার উল্লেখ করেছেন। 'মাওলানা' অর্থে তিনি শাহ সাহেবকেই বুঝিয়েছেন।

12. ÔwgbnvRj wgkKvZÕ| মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আজীজ আল আবহারী (মৃ.৮৯৫ হি.)। এর নাম মিনহাজুল মিশকাত।

13. ÔbRgj wgkKvZÕ kiÌn wgkKvZ- আসসিদ্দিক শরীফ। তিনি এর রচনা সমাপ্ত করেছেন ১০৩৩ হিজরিতে।

14. ÔnwwkqvZj wgkKvZj gvmvexnÕ- শরহে মিশকাত-জালাল উদ্দীন আল কিরলানী।

15.ÔZvbKxûiÌil qvqvZ dx Avnv'xÌm wgkKvZj gvmvexnÕ| kiÌn wgkKvZ- আল মওলভী আস সাইয়েদ আহমাদ হাসান।

16. ÔZvjxKÕev kivn : শায়খ তৈয়ব সিন্ধি (৯৯৯ হি.)

17. ÔhxbvZb bKvZ dx kviwnj wgkKvZÕ- আবুল মাজদ মাহবুবে আলম বিন জাফর বদরে আলম আহমদাবাদী (মৃ. ১১১১ হি.), তিনি তাঁর পিতা জা'ফর বদরে আলম এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি যীনাতুন নুকাত ফী শারহিল মিশকাত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি আরবী ও ফারসীতে কুরআনের দুটি তাফসীর লিখেন।

18. gvI jvbv bvqxg wmwÏKx †RŠbcix (1120wn.)

19. gvI jvbv AvgxbwÏb web gvng' Igvix †RŠbcix (1145 wn.)

20. wgiAvZj gvdvZxn- মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রহমানী। আহমদ উল্লাহ প্রতাবগড়ীর পর তিনি রহমানিয়ার শায়খুল হাদীস নিয়োজিত হন। তিনি মিরআতুল মাফাতীহ নামে মিশকাত শরীফের একটি শরাহ করেছেন।

21. Zvbhxgj AvkZvZ kiÌn wgkKvZj gvmvexn : আল্লামা আবুল হাসান (রাহ.)

wgkKvZj gvmvexn Gi msw ÿß Mšmgn

1. ÔwmivRj wn'vqvnÕ- সিরাজুদ্দিন হুসাইন ইবন বাহা উদ্দিন শাহজাহান আবাদী।

2. ÔAvi ivngvZj gvn'vZ ZvKwgjvZj wgkKvZÕ- নূর হোসাইন খান বিন সাদিক বিন খান

wØZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvwexn Gi msKjb c×wZ I G m¤ú‡K wewfb gbxwli AwfgZ

১.১ ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ হাদীস সংকলন গ্রন্থটি তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে যুগ যুগ ধরে মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট সমাদৃত হয়ে আসছে। এ গ্রন্থের অনন্য সংকলন পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. eYbvKvixi bvg ms‡hvRb : মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের প্রতিটি হাদীসেই খতীব তাবরিযী বর্ণনাকারীর নাম সংযোজন করেছেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং খতীব উল্লেখ করেছেন "আমি আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করে ‘মাসাবীহ’র প্রত্যেক হাদীস সম্পর্কে তা কোথা হতে গ্রহণ করা হয়েছে তার সন্ধান দিয়েছি। হাদীসের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে প্রথম বর্ণনাকারী (রাবী)-এর নাম উল্লেখ করেছি এবং শেষের দিকে হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে যাঁরা তাঁদের কিতাবে এ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, তাঁদের নাম জুড়ে দিয়েছি। প্রত্যেকটি হাদীস যথাস্থানে যুক্ত করেছি যেমনিভাবে আল্লাহ ভীরু, নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ়জ্ঞান সম্পন্ন ইমামগণ বর্ণনা করেছেন"।[২]

2. Aa¨vq wefw³KiY : কিতাবখানিকে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার নিমিত্তে প্রতিটি অধ্যায়কে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং খতীব তাবরিযী উল্লেখ করেছেন, "তিনি যেভাবে তাঁর কিতাবকে বিভিন্ন ‘বাব’ বা অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, আমিও তাই করেছি এবং এ ব্যাপারে তাঁরই পথ অনুসরণ করেছি। তবে আমি প্রায় ‘বাবকেই তিনটি ‘ফছল’ বা পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি। আর তিনি করেছিলেন দুই ভাগ; প্রথম ভাগ নির্দিষ্ট করেছিলেন বুখারী-মুসলিমের হাদীসের জন্য, আর তার নাম দিয়েছিলেন ‘ছেহাহ’ এবং দ্বিতীয় ভাগ নির্ধারিত করেছিলেন বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অপর ইমামগণের হাদীসের জন্য, আর এর নাম দিয়েছিলেন ‘হেসান’। কিন্তু এরূপ ‘ছেহাহ- হেসান’ নাম তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিভাষা। মুহাদ্দেসগণের পরিভাষায় ‘ছেহাহ- হেসান’ অর্থে অন্য কিছু বুঝায়। এজন্য আমি এর পরিবর্তে ‘ফছল’ শব্দ ব্যবহার করেছি এবং প্রথম ফছলে তাঁর অনুকরণে আমিও কেবল সে সকল হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি, যা বুখারী ও মুসলিম (শায়খাইন) উভয়ে অথবা তাঁদের কোন একজন রেওয়ায়ত করেছেন। তবে, যেহেতু হাদীস রেওয়ায়েতের ব্যাপারে শায়খাইনের মর্যাদা এত উর্ধ্বে যে, তাঁদের নামের সাথে অন্য নামের কোন প্রয়োজন করে না, এজন্য আমি তাঁদের নামের সাথে অন্য কারও নাম উল্লেখ করি নাই, যদিও সে সকল হাদীস অন্যেরাও রেওয়ায়েত করেছেন। দ্বিতীয় ফছলে আমি তাঁরই মত শায়খাইন ব্যতীত অন্য ইমামগণের হাদীস সংস্থাপন করেছি এবং আমার পরিবর্ধিত তৃতীয় ফছলে ঐ বাবের বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু নতুন হাদীস সংগ্রহ করেছি। তবে ওটার কোন কোনটি রাসূলুল্লাহর বাণী নয়; বরং কোন সাহাবী অথবা তাবেঈর বাণী (কেননা, তাঁদের বাণীকেও হাদীস বলা হয়)। কিন্তু আমি এ ফছলের প্রত্যেক হাদীসেও অনুরূপভাবে রাবীর নাম এবং যে যে ইমাম তা তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছি"[৩]।

---

২. ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, wgkKvZj gvmvwexn, (দিল্লী : বাংলা ইসলামিক একাডেমী) খুতবাতুল কিতাব, পৃ. ১০; নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, †gkKvZ kixd (e½vbyev` I e¨vL¨vmn) (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, অষ্টম মূদ্রন, ১৯৯৩) মূল গ্রন্থকারের ভূমিকা, পৃ. ২

৩. ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, cÖv¸³ পৃ. ১১; নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, cÖv¸³, পৃ. ২

৩. gj M‡Šši bvg D‡jøL : মিশকাত প্রণেতা হাদীসটি যে মূল গ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন হাদীসের শেষে ঐ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে দিয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায় মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে হাদীস শাস্ত্রের সর্বজন সমাদৃত অমূল্য রত্ন হিসেবে স্বীকৃত। এ কারণেই অসংখ্য হাদীস গ্রন্থের মাঝে এটি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

4. gvmvexûm mbvq †h mKj nv`xm ‘Ôevi ewYZ n‡q‡Q †m¸‡jv‡K GKevi D‡jøL Kiv n‡q‡Q : যদি বাগাভীর সংগৃহীত কোন হাদীস কোন বাবে উল্লেখ করা না হয়, তাহলে অপর কোন বাবে এরূপ হাদীস রয়েছে বলেই তিনি ওটাকে বাদ দিয়েছেন। এরূপে যদি কোন হাদীসের কোন অংশবিশেষকে বাদ দিয়ে থাকেন অথবা কোন অংশ বাড়িয়ে থাকেন, তা হলে বুঝা যাবে যে, আবশ্যকবোধেই তিনি এরূপ করেছেন। (এক হাদীসকে ভাগ ভাগ করে বর্ণনা করারও রীতি আছে)।

5. kvqLvB‡bi Avmj wKZv‡ei DciB wbfi K‡i c_g dQ‡j kvqLvBb e¨ZxZ Ab¨ Kvi I bv‡gi eivZ w`‡q‡Qb A_ev wØZxq dQ‡j kvqLvB‡bi g‡a¨ Kvi I bvg D‡jøL K‡i‡Qb : এছাড়া ইমাম বাগাভীর সাথে খতীব তাবরিযীর যদি এরূপ কোন মতভেদ দেখা যায় যে, তিনি প্রথম ফছলে শায়খাইন ব্যতীত অন্য কারও নামের বরাত দিয়েছেন অথবা দ্বিতীয় ফছলে শায়খাইনের মধ্যে কারও নাম করেছেন, তার কারণ এই যে, তিনি শুধু শায়খাইনের আসল কিতাবের উপরই নির্ভর করেছেন, যে পর্যন্ত না ওটাতে কোন হাদীসকে পেয়েছেন সে পর্যন্ত তাঁদের নাম করেন নাই, যদিও হোমাইদী তাঁর কিতাব ‘আল জামউ বাইনাস সহীহাইন’ (الجمع بين الصحيحين) এ (যাতে তিনি শায়খাইনের হাদীস একত্র করেছেন) অথবা ইমাম যাজিরী তার কিতাব ‘জামেউল উসূল’-এ (যাতে তিনি সমস্ত ‘ছেহাহ ছিত্তা’র হাদীসকে একত্রিত করেছেন) আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে বুখারী বা মুসলিমের নাম করেছেন। এরূপ স্থলে আমি তাঁদেরই (হোমাইদী যাজিরীরই) বরাত দিয়েছি, বুখারী বা মুসলিমের নহে। এভাবে তিনি দ্বিতীয় ফছলের কোন হাদীসকে বুখারী বা মুসলিমের কিতাবে পেয়েছেন বলেই তাঁদের নাম করেছেন।

6. mb‡`i wfbZvi Kvi‡Y gZ‡b (gj nv`x‡m) wfbZv n‡q‡Q : কোন হাদীসের মতন সম্পর্কে এরূপ এখতেলাফ দেখা যায় যে, ইমাম বাগাভী ওটাকে এক শব্দে বর্ণনা করেছেন, আর খতীব তাবরিযী অপর শব্দে বর্ণনা করেছেন, তার কারণ এই যে, হাদীসের সনদ বিভিন্ন হওয়া। তিনি যে সনদে বর্ণনা করেছেন সে সনদ তাঁর হস্তগত হয়নি; যে সনদে যে শব্দ পেয়েছেন তাই বর্ণনা করেছেন।

7. nv`xm m¤ú‡K AeMZ n‡q nv`xm MŠšve×KiY : খতীব তাবরিযী তাঁর মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে ইমাম বাগাভী সংগৃহীত এমন হাদীস উল্লেখ করেননি যে হাদীস সম্পর্কে তিনি অবগত হননি। তবে এধরনের ক্ষেত্রে হাদীসখানি উসূলের কিতাবে নেই অথবা উসূলের কিতাবে এর বিপরীত আছে এমনটি নয়। যদি কোথায়ও এমনটি হয়ে থাকে তাহলে তা খতীব তাবরিযীর অনুসন্ধানের ত্রুটি ইমাম বাগাভীর নয়। উভয় জগতে আল্লাহ তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করুন। আমীন।

8. Mixe ev hCd nv`x‡mi KviY e¨vL¨v : ইমাম বাগাভী যে সকল হাদীসকে ‘গরীব’ বা ‘যঈফ’ বলে অভিহিত করেছেন, অধিকাংশ স্থলে খতীব তাবরিযী তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন।

9. †Kvb †Kvb RvqMvq eivZ †'b bvB : খতীব তাবরিযী কোন কোন জায়গায় এরূপও করেছেন যে, সেখানে তিনি কারও বরাত দেন নাই; বরং হাদীসের শেষে স্থান শূন্য রেখে দিয়েছেন। তার কারণ এই যে, তিনি ওটার সন্ধান কোথাও পান নি। যদি কেউ কোথাও এর সন্ধান পান, তা হলে দয়া করে বরাত দিয়ে দেয়ার আবেদন জানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে পরবর্তী মহাদ্দিসগণ বরাত দিয়ে এসকল শূন্য স্থান পূর্ণ করে দিয়েছেন।[৪]

১০. nv'xmwU Mixe ev hCd m¤ú‡K Bw½Z Kivi †ÿ‡Î Bgvg evMvfxi AbmiY : শায়খ ইমাম বাগাভী তাঁর কিতাবে কোন হাদীসকে কোন প্রসিদ্ধ ইমাম গরীব বা যঈফ প্রভৃতি বলা সত্ত্বেও তিনি তার প্রতি ইঙ্গিত করেন নি। এসকল ক্ষেত্রে খতীব তাবরিযীও মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে বিষয়টি বর্জনে তার অনুসরণ করেছেন। তবে প্রয়োজনে কয়েকটি স্থানে মিশকাত গ্রন্থাকার এর ব্যতিক্রম করেছেন।

11. LZxe Zvewihx †Kvb †Kvb nv'x‡mi †ÿ‡Î †iIqv‡q‡Zi wewfbZv †'wL‡q‡Qb : মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থাকার ইমাম খতীব তাবরিযী হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে কোন কোন হাদীস বা শব্দ সম্পর্কে রেওয়ায়েতের বিভিন্নতা দেখিয়েছেন।

12. 'wgkKvZj gvmvexn̂ M‡š' c_g dQ‡j ïagvÎ kvqLvB‡bi †iIqv‡qZ Kiv nv'xm mwb‡ewkZ Kiv n‡q‡Q : ইমাম বাগাভীর অনুকরণে খতীব তাবরিযীও মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে প্রথম ফছলে কেবল সে সকল হাদীসই সন্নিবেশিত করেছেন, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (শায়খাইন) উভয়ে অথবা তাদের কোন একজন রেওয়ায়েত করেছেন। তবে যেহেতু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শায়খাইনের মর্যাদা এত উর্ধ্বে যে, তাদের নামের সাথে অন্য নামের কোন প্রয়োজন পরে না, এজন্য তিনি তাদের নামের সাথে অন্য কারও নাম উল্লেখ করেন নি, যদিও সেসকল হাদীস অন্যেরাও রেওয়ায়েত করেছেন।

13. LZxe Zvewihx wgkKvZj gvmvexn M‡š'i ZZxq dQ‡j ev‡ei welq mswkøó Ggb wKQ bZb nv'xm msMn K‡i‡Qb †h¸wj Bgvg evMvfx D‡jøL K‡ib wb : খতীব তাবরিযী মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে পরিবর্ধিত তৃতীয় ফছলে ঐ বাবের বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু নতুন হাদীস সংগ্রহ করেছেন। তবে ওটার কোন কোনটি রাসূলুল্লাহর বাণী নয়; বরং কোন সাহাবী অথবা তাবেয়ীর বাণী (কেননা, তাঁদের বাণীকেও হাদীস বলা হয়)। কিন্তু তিনি এ ফছলের প্রত্যেক হাদীসেও রাবীর নাম এবং যে যে ইমাম তাঁরা তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন।

১৪. LZxe Zvewihx wgkKvZj gvmvexn M‡š' Bgvg evMvfx msMnxZ †Kvb nv'x‡mi Askwe‡kl‡K ev' w'‡q A_ev †Kvb Ask‡K ewão‡q Dc¯vcb K‡i‡Qb : খতীব তাবরিযী মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে ইমাম বাগাভী সংগৃহীত কোন হাদীসের কোন অংশবিশেষকে বাদ দিয়ে অথবা কোন অংশকে

---

[৪]. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, অনূদিত †gkKvZ kixd (e½vbev' I e¨L¨vmn) (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, অষ্টম মূদ্রণ, ১৯৯৩) পৃ.৩

বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। কোন ধরনের আবশ্যকতার কারণে তিনি এরূপ করেছেন। কেননা এক হাদীসকে ভাগ ভাগ করে বর্ণনা করার রীতি আছে।[৫]

15. wgkKvZj gvmvexn MšvKv‡ii AbmÜvbMZ Îæwi Kvi‡Y nv‘x‡mi †Kvb wel‡q Bgvg evMvfxi mv‡_ BLwZjvd †‘Lv hvq : মাসাবীহ গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে মিশকাত গ্রন্থাকার উল্লেখ করেছেন, যে তিনি এরূপ হাদীস খুব কমই পেয়েছেন যে হাদীসটি ইমাম বাগাভী সংগ্রহ করেছেন অথচ হাদীসের কোন প্রসিদ্ধ কিতাবে পাওয়া যায়নি অথবা তিনি এর বিপরীত পেয়েছেন। যদি এটি কোথাও দেখা যায়, তাহলে মনে করতে হবে এটি খতীব তাবরিযীর অনুসন্ধানেরই ত্রুটি ইমাম বাগাভীর নয়। তবে এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। এর পাশাপাশি তিনি আবেদন করেছেন যে, এরূপ সনদ যদি কারও জানা থাকে তাহলে দয়া করে তিনি যেন তাকে অবহিত করেন।

1.2 wgkKvZj gvmvexn Gi msKjb c×wZ m¤ú‡K wewfb gbxwli AwfgZ wb‡¤ Dc¯vcb Kiv nj :

1. bvCg Avkivd Dmgvbx kiûZ wZex Gi gKvÏvgvq D‡jøL K‡i‡Qb "মিশকাত গ্রন্থাকার মাসাবীহ এর হাদীসের সাথে ১৫১১টি হাদীস বৃদ্ধি করেছেন এবং কিতাবটি পরিমার্জন করেছেন ও তাঁর দৃষ্টিতে বাগাভী (র.) এর যেসব ভুল হয়েছে তা সংশোধন করেছেন। কারণ কখনো কখনো তিনি এমন হাদীসকে সহীহ বলেছেন যা শায়খাইন বা তাদের একজন উল্লেখ করেননি। এবং তাদের বর্ণিত হাদীসকে হাসান বলেছেন।

   কিতাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি বাগাভীর নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করেননি। কোন অধ্যায়কে অগ্র-পশ্চাৎ করেননি, হ্রাস-বৃদ্ধি করেননি, কেননা তাঁর বিন্যাস ও পরিচ্ছেদ বণ্টন ছিল সর্বোচ্ছ নিপুন ও সুন্দর।[৬]

2. kvqL Avãj nK gnwÏ‡m †‘njex Zvi Ôjvgvv AvZZ ZvbKxnÕ M‡ši gKvÏvgvq D‡jøL K‡i‡Qb, মিশকাতুল মাসাবীহ খতীব শায়খ ওয়ালি-উদ্দীন তিবরীযী-এর একটি উত্তম ও বরকতপূর্ণ কিতাব। ভুল-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত এবং ইলম ও আমল সংক্রান্ত বহু হাদীস দ্বারা পূর্ণ। এর বিন্যাস, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও বিশুদ্ধকরণের জন্য এমন চেষ্টা করেছেন যার চেয়ে অধিক চেষ্টা কল্পনা করা যায় না। শিক্ষার্থীর জন্য দ্বীনী উদ্দেশ্য অর্জন এবং আখিরাতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এর মাঝে যা সংরক্ষিত রয়েছে তার উপকারিতাই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর চেষ্টা কবুল করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।[৭]

3. ÔKvkdh hbbÕ MšKvi nvRx Ljxdv D‡jøL K‡i‡Qb,

   নিশ্চয় শায়খ ওয়ালি-উদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব সাহেব মাসাবীহ-কে পূর্ণতা দান করেছেন এবং তার অধ্যায়গুলো দীর্ঘায়ন করেছেন। ফলে তিনি যে সাহাবী থেকে হাদীস

---

[৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৬]. নাঈম আশরাফ উসমানী, gKvÏvgv kiûZ wZex, (ইদারাতুল কুরআন ওয়া উলূমুল ইসলামিয়্যাহ) ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩

[৭]. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেছে দেহলবী, jvgvÕAvZZ ZvbKxn, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করেছেন তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন, যে কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ে সহিহ ও হাসান-এর একটি বিরল তৃতীয় অধ্যায় বৃদ্ধি করেছেন।[৮]

4. ûmvBb web Avãjøvn web gnv¤§v' wZex gKvÏgvq kviûZ wZex‡Z D‡jøL K‡i‡Qb,

শারহুত তিবী প্রণেতা, শারহুত তিবীর মুকাদ্দামায় বলেন, "পরকথা, হামদ ও ছানার পর, আল্লাহর করুণা প্রত্যাশী এবং তাঁর সম্মানের আশ্রয়প্রার্থী হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ তিবী বলেন, যখন আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিলেন এবং আমি তাঁর 'উত্তম রক্ষণাবেক্ষণ-এর কেন্দ্রবিন্দু' হলাম (এভাবে) যে, আমার প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি আমাকে সৌভাগ্যের (জন্য) তাওফীক দান করেছেন, কাশশাফ গ্রন্থের দুর্বোধ্য বিষয়াদি উন্মোচিত করার ক্ষেত্রে নিমজ্জিত সৌভাগ্যের মাধ্যমে। তার মাধ্যমে আল্লাহর ঐ কালামের সূখ্যাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের বিশ্লেষণের সাথে 'সম্পর্কবন্ধন' হয়েছে যা (এই গুণে গুণান্বিত) "কোন মিথ্যা তাতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। অগ্র থেকেও নয়, পশ্চাৎ থেকেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" তিনি আপন অনুগ্রহে এর পূর্ণতা সহজ করে দিয়েছেন। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি এর সাথে যুক্ত করব, প্রেরিত পুরুষদের সর্দার, সর্বশেষ নবী, আল্লাহভীরুদের ইমাম, নির্ভীক সেনাপ্রধানদের সেনাপতি, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রিয়বন্ধুর কর্তৃক অর্থবহ ও সারগর্ভ হাদীস। ইত:পূর্বে আমি পরামর্শ চেয়েছি ধর্মীয় ভ্রাতা, দৃঢ়বিশ্বাসের অধিকারী, ওলী-আওলিয়ার অবশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, নেককারদের সর্দার, দুনিয়াবিমুখ বান্দাদের একজন খতীব ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ এর কাছে। নববী হাদীসের মূলনীতি একত্র কারার জন্য, নবী (সা.) এর উপর সর্বোত্তম সম্ভাষণ ও সালাম। পরবর্তীতে আমরা 'মাসাবীহ' কিতাবটির পূর্ণতা, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও রেওয়াতকারিদের নির্দিষ্ট করা এবং মুত্তাকীন ইমামদের দিকে হাদীসের নিসবাত করার উপর একমত হলাম।

হাদীস একত্র করার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের দিকে আমি ইঙ্গিত করেছি তার মধ্যে যে সকল বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে তাতে তিনি আমার আশানুযায়ী তিনি তাঁর চেষ্টা ব্যয় করেছেন এবং তাঁর সামর্থ্য ঢেলে দিয়েছেন।[৯]

5. wgkKvZ c‡YZv Iqwj DÏxb gnv¤§v' LZxe AvZ Zveixhx (i.) wKZv‡ei gKvÏgvq wKZve msKj‡b AbmZ cšv m¤ú‡K e‡jb,

হামদ ও ছানার পর নবী (সা:) এর দীপাধার থেকে যা প্রকাশিত হয়েছে তার অনুসরণ ছাড়া তাঁর পন্থাকে আঁকড়ে ধরা সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় আল্লাহর রজ্জুকে পরিপূর্ণ রুপে আঁকড়ে ধরা তার রহস্য উন্মোচন বর্ণনা ছাড়া। মাসাবীহ কিতাব যা সংকলন করেছেন সুন্নতের পুনরুজ্জীবন দানকারী ও বিদ'আতের অপসারণকারী ইমাম আবু মুহাম্মাদ হুসাইন বিন মাসউদ ফার্‌রা আল বাগাভী (আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করুন) তা হল, এই শাস্ত্রে রচিত সর্বাঙ্গিন কিতাব এবং বিরল ও দুর্লভ হাদীসের সংরক্ষক। যখন তিনি সংক্ষিপ্ততার পন্থা অবলম্বন করলেন এবং হাদীসের সনদ 'সংকোচন ও বিয়োজন' করলেন তখন কতক (হাদীস) নিরীক্ষক তাতে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। যদিও (নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকে) তার নকল করাটা সনদের মতই ছিল। আর তিনি নিজেও নির্ভরযোগ্যদের একজন। কিন্তু তা সত্বেও 'সনদযুক্ত' 'সনদমুক্তের' মত নয়। তাই আমি আল্লাহর

---

৮. হাজী খলীফা, Kvkdh hbb, (বৈরুত: দারল ফিকির, ১৪০২হি./১৯৮২খৃ.) ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯৯

৯. হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আত তীবি, kviûZ wZex, (ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যাহ) ১ম খণ্ড. পৃ.৩৪,

কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করলাম এবং তাঁর কাছে তাওফীক চাইলাম। এরপর সনদমুক্তগুলো সনদযুক্ত করলাম এবং প্রতিটি হাদীস যথাস্থানে যুক্ত করলাম। যেমনিভাবে আল্লাহভীরু, নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় জ্ঞান সম্পন্ন ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।

যদি কোন হাদীস আমি তাদের দিকে নিসবাত করতে ভুলে গিয়ে থাকি তাহলে আমি যেন তা নবী (সা.) এর দিকেই নিসবাত করছি। কেননা সম্পৃক্তার কাজটি তারা সম্পন্ন করেছেন এবং আমাদেরকে তা থেকে নির্মুখাপেক্ষী করেছেন।

আমি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদগুলো তার মত করেই উপস্থাপন করেছি এবং সেক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়কে আমি তিনভাগে ভাগ করেছি যেমন,

c_g fvM : শায়খাইন (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) কিংবা তাদের একজন যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছি। যদিও অন্য কেউ তাতে শরীক হয়ে থাকেন (অর্থাৎ ঐ হাদীস বর্ণনা করে থাকেন)। এর কারণ হল, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের অত্যুচ্চস্তর।

wØZxq fvM : তারা ছাড়া অন্যান্য ইমামগণ যা বর্ণনা করেছেন।

ZZxq fvM : অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীস যুক্ত হয়েছে। শর্ত রক্ষায় সঙ্গতি প্রকাশের জন্য। যদিও পূর্ববর্তীদের থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।

কোন অধ্যায়ে যদি কোন হাদীস না পাও তাহলে তা হল এমন পুনরাবৃত্তির কারণে যেটা সে হাদীসকে 'সাকেত' করে দিয়েছে।

যদি তুমি কতক হাদীসের শেষাংশ সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে রহিত/বর্জিত দেখতে পাও কিংবা পুরোটা তার সাথে সংযুক্ত দেখতে পাও তাহলে (বুঝে নাও) তা গুরুত্বপূর্ণ কোন দাবি রক্ষার্থেই আমি তা বর্জন ও সংযোজন করেছি।

যদি তুমি দু'টি পরিচ্ছেদের মাঝে মতপার্থক্য সম্পর্কে অবগত হও : প্রথমটিতে শায়খাইন এর উল্লেখ ছাড়া আর দ্বিতীয়টিতে তাঁদের উল্লেখ সহ। তাহলে জেনে রাখ যে, হুমায়দিও 'আল জাম'উ বাইনাছ্ ছহীহাইন' এর জামি'উল উসূল কিতাব দু'টি গভীর পর্যবেক্ষণের পর আমি 'ছহীহুশ শায়খাইন ও সে দু'টির মতনের উপরই নির্ভর করেছি।

যদি তুমি মুল হাদীসের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী পার্থক্য দেখতে পাও তাহলে তা হাদীসের পন্থাধিক্যের কারণে। আর সম্ভবত আমি ঐ রেওয়াতটি অবগত হয়নি যা শায়খ বর্ণনা করেছেন।
তুমি খুব অল্পই পাবে (এমন স্থান) যে আমি বলছি বর্ণনাগ্রন্থ বা উসূলগ্রন্থে আমি এই বর্ণনাটি পাইনি। কিংবা আমি এর ব্যতিক্রম পেয়েছি। যদি তুমি তা সম্পর্কে অবগত হও তাহলে আমার অবগত স্বল্পতার কারণে তার ত্রুটি আমার সাথেই সম্পৃক্ত কর শায়খের দিকে নয়। উভয় জগতে আল্লাহর তার মর্যাদা সমুন্নত করুন। (আমীন)

সন্ধান ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমি আমার সাধ্য ও সামর্থ্য মাফিক চেষ্টা করিনি। আমি ইখতিলাফটি যেমন পেয়েছি তেমনই নকল করেছি।

غريب ও ضعيف যেসব হাদীসের দিকে তিনি ইশারা করেছেন প্রায়সই আমি তার কারণ বর্ণনা করেছি। আর উসূল বর্ণনার কারণে যার দিকে ইশারা করেননি তা বর্জনের বিষয়ে আমি তার অনুসরণই করে গেছি। তবে বিশেষ উদ্দেশ্যে কয়েকটি স্থান ব্যতিত।

কখনো কখনো তুমি পেয়ে যাবে অস্পষ্ট কয়েকটি স্থান। তার কারণ হল, আমি তার বর্ণনার বিষয়ে অবগত হয়নি। তাই আমি সুস্পষ্ট বর্জন করেছি। যদি তুমি তা অবগত হয়ে থাক তাহলে সেটির সাথে তা যুক্ত করে দাও । আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। (আমীন)।[১০]

[১০]. ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, wgkKvZj gvmvexn, (দিল্লী : বাংলা ইসলামিক একাডেমী) খুতবাতুল কিতাব,

ZZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvex‡ni ˆewkó¨ chv‡jvPbv

1. wbfi‡hvM¨ MÖš : হাদীসবেত্তাগণ মিশকাতুল মাসাবীহকে ইলমে হাদীসের নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

2. wmnvn wmËvi mnvqK : মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থখানা সিহাহ সিত্তার হাদীসের আলোকে প্রণীত। 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থে সিহাহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং এর বাইরের অনেক হাদীস স্থান লাভ করেছে। সিহাহ সিত্তার কিতাবগুলি হল ১. আল জামি'উস-সহীহ, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. সুনান-ই নাসায়ী, ৪. সুনান আবু দাউদ, ৫. আল জামি' আততিরমিযী, ৬. সুনান ইবনে মাজাহ ।

3. AvnKvg m¤úwKZ nv'xm : দৈনন্দিন জীবনে যেসব আহকাম পালন করতে হয়, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হাদীসের সমারোহ রয়েছে এ গ্রন্থে। যেমন, নিম্নে মিশকাতে বর্ণিত অধ্যায়গুলো উল্লেখ করা হল।

فهرس المضامين الواقعة في مشكاة المصابيح

১. كتاب الإيمان
২. كتاب الجنائز
৩. كتاب العلم
৪. كتاب الصلاة
৫. كتاب الطهارة
৬. كتاب الدعوات
৭. كتاب المناسك
৮. كتاب البيوع
৯. كتاب الزكاة
১০. كتاب الصوم
১১. كتاب فضائل القرآن
১২. كتاب اسماء الله تعالى
১৩. كتاب الاطعمة
১৪. كتاب الأداب
১৫. كتاب الصيد والذبائح
১৬. كتاب اللباس
১৭. كتاب الطب والرقى
১৮. كتاب القصاص
১৯. كتاب الحدود
২০. كتاب الفتن
২১. كتاب العتق
২২. كتاب الرقاق
২৩. كتاب النكاح
২৪. كتاب الإمارة والقضاء
২৫. كتاب الجهاد
২৬. كتاب الرؤيا

4. ivmj (mv.) Gi ¯^xKwZ : গ্রন্থটির সংকলন সমাপ্ত করার পর রাসূল (সা.) তাঁকে স্বপ্নযোগে সুন্নাতের যিন্দাকারী খেতাবে ভূষিত করেন।

5. ‘wgkKvZj gvmvexn̄ nv‘x‡mi ¸iæZcY BgvgM‡Yi †iIqv‡qZKZ nv‘x‡mi GKwU Mš : মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ ইমামগণের রেওয়ায়েতকৃত বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে যাঁদের কিতাবের হাদীস এ গ্রন্থে রেওয়ায়েত করা হয়েছে তাঁদের নাম যথা- (১) বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.), (২) মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি.), (৩) মালেক (মৃ. ১৭৯ হি.), (৪) শাফেয়ী (মৃ. ২০৪ হি.), (৫) আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.), (৬) তিরমিযী (মৃ. ২৭৯ হি.), (৭) আবু দাউদ (মৃ. ২৭৫ হি.), (৮) নাসায়ী (মৃ. ৩০৩ হি.), (৯) ইবনে মাজাহ (মৃ. ২৭৩ হি.), (১০) দারেমী (মৃ. ২৫৫ হি.), (১১) দারা কুতনী (মৃ. ৩৮৫ হি.), (১২) বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) (১৩) রাযীন (মৃ. ৫২৫ হি.) প্রমুখ। এ গ্রন্থে হাদীসের শেষে এসকল ইমামদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

6. wgkKvZj gvmvexn GKwU weï× nv‘xm msKjb : মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে খতীব তাবরিযী বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন করেছেন। কোন হাদীস ‘গরীব’ বা ‘যঈফ’ হলে এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

7. RxebNwbô nv‘xmmg‡ni GKwU ¸iæZcY Mš : মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবে স্থান লাভ করেছে। যেমন কিতাবুল ঈমান, কিতাবুস সালাত, কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুল ইলম, কিতাবুল বুয়ূ, কিতাবুল আদাব, কিতাবুয যাকাত, কিতাবুল আত‘য়েমাহ, কিতাবুত তিব ওয়ার রুকা, কিতাবুল লিবাস, কিতাবুন নিকাহ ইত্যাদি।

Iô Aa¨vq : wgkKvZj gvmvexn M‡š †hme Mš †_‡K nvw‘m msKjY Kiv n‡q‡Q †mme Mš I MšKvi cwiwPwZ

c_g cwi‡”Q‘ : Bgvg gv‡jK (g. 179 wn.), Bgvg kv‡dqx (g. 204 wn.),
Bgvg Avng‘ Be‡b nv¤j (g. 241 wn.)

wØZxq cwi‡”Q‘ : Bgvg eLvix (g. 256 wn.), Bgvg gmwjg (g. 261 wn.),
Bgvg wZiwghx (g. 279 wn.), Bgvg Ave ‘vD‘ (g. 275 wn.),
Bgvg bvmvqx (g. 303 wn.), Bgvg Be‡b gvRvn (g. 273 wn.)

ZZxq cwi‡”Q‘ : Bgvg ‘v‡igx (g. 255 wn.), Bgvg ‘viv KZbx (g. 385 wn.),
Bgvg evqnvKx (g. 458 wn.) Bgvg ivhxb (g. 525 wn.) Bgvg
beex (g. 676 wn.) Be‡b RvIhx (g. 597 wn.)

c_g cwi‡"Q' : Bgvg gv‡jK (g. 179 wn.), Bgvg kv‡dqx (g. 204 wn.), Bgvg Avng' Be‡b nv¤j (g. 241 wn.)

wgkKvZj gvmvex‡n msKwjZ nv'xm¸‡jv †hmKj Mš' †_‡K msMn Kiv n‡q‡Q †m mKj Mš' I Mš' iPbvKvix cwm× BgvgM‡Yi msw¶ß Rxeb eËvš— wb‡¤œ Dc¯'vcb Kiv nj,

ওয়ালি উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ 'মাসাবীহ'র প্রত্যেক হাদীস সম্পর্কে তা কোথা হতে গ্রহণ করা হয়েছে তার সন্ধান দিয়ছেন। হাদীসের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে প্রথম বর্ণনাকারী যে সাহাবী বা তাবিঈ হতে হাদীসটি বর্ণিত তাঁর নামোল্লেখ করেছেন এবং শেষের দিকে হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে যাঁরা তাঁদের কিতাবে এ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, তাঁদের নাম জুড়ে দিয়েছেন। যথা- (১) মালেক (মৃ. ১৭৯ হি.) (২) শাফেয়ী (মৃ. ২০৪ হি.), (৩) আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.), (৪) বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.), (৫) মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি.), (৬) তিরমিযী (মৃ. ২৭৯ হি.), (৭) আবু দাউদ (মৃ. ২৭৫ হি.), (৮) নাসায়ী (মৃ. ৩০৩ হি.), (৯) ইবনে মাজাহ (মৃ. ২৭৩ হি.), (১০) দারেমী (মৃ. ২৫৫ হি.), (১১) দারা কুতনী (মৃ. ৩৮৫ হি.), (১২) বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) (১৩) রাযীন (মৃ. ৫২৫ হি.) (১৪) ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) (১৫) ইবনে জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "সুতরাং আমি যখন কোন হাদীসের শেষে কোন ইমামের নাম উল্লেখ করব, তখন মনে করতে হবে যে, আমি হাদীসের পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেছি। কারণ, তাঁরা তাঁদের কিতাবে এই (পূর্ণ সনদ বর্ণনা করার) কাজ সম্পন্ন করে এর দায়িত্ব হতে আমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন"।[1]

হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে যাঁরা তাঁদের কিতাবে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হল,

1. Bgvg gwjK

Bgvg gwjK Gi cY bvg

ইমাম মালিক[2] এর পূর্ণ নাম, আবূ 'আব্দিল্লাহ মালিক ইবনে আনাস । আবূ 'আব্দিল্লাহ তাঁর কুনিয়্যত এবং উপাধি 'ইমামু দারিল হিজরাত'। হিজাযের ফকিহগণের শিরোমণি। তিনি 'আরবী এবং হিময়ার রাজ বংশদ্ভূত ব্যক্তি।

esk ZwjKv

মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবি আমির ইবনে উমর ইবনে হারিস ইবনে গায়মান ইবনে জামিল ইবনে আ'মর ইবনে হারিস আসবাহী। তাঁর বংশ খালিস আরবীয় বংশ। জাহেলিয়া এবং ইসলাম,

---

[1]. ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, wgkKvZj gvmvexn, (দিল্লী : বাংলা ইসলামিক একাডেমী) খুতবাতুল কিতাব

[2]. ইমাম মালিক (র.) : ভিন্নমতে মালিক ইবন আনাস (র.) ৯৩/৭১১ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নয়শ উস্তাদ হতে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে তিনশত জন তাবেঈ এবং ছয়শ তাবি'-তাবেঈ ছিলেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল তেরশ। তন্মধ্যে চার-পাঁচ জন ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন নিজ নিজ এলাকার যুগবিদ্বান। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি হাদীস শিখতে চায় সে ইমাম মালিকের কাছে ঋণী হবে। ইমাম নাসাঈ (র.) বলেন, তাবিঈদের পরে আমার নিকটে ইমাম মালিকের (র.) চেয়ে অধিক মহান ও নির্ভরযোগ্য, হাদীসের ব্যাপারে অধিক বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী আর কেউ নেই। তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সেই ফাতাওয়া দেয়ার যোগ্য হন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বিস্তারিত দ্র. (আলীয়াভী, আইনুল বারী, nv'x‡mi msiÿY h‡M h‡M, কলকাতা : কাওমী প্রেস, ১৯৯৪, পৃ. ১০৭-১১৬; মাও. মোঃ যাকারিয়া কানদাহলভী, gKvÏgv AvIRvhj gvmwjK, মক্কা : আল-মাকতাবাতুল ইমদাদীয়া, তা.বি ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-১৯; মুহাম্মদ আবূ যাহু, ZvixLj gvhwne Avj-Bmjwgqv wdm wmqvmv Iqvj AvKvB' Iqv ZwiwKj gvhwne Avj-wdKwnq¨v, কায়রো : দারুল ফিকর আল-আরাবী, তা. বি, পৃ.৩৬৬)

Dhaka University Institutional Repository

উভয় যুগে তাঁর গোত্র সম্মান ও পতিপত্তির অধিকারী ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষগণের দেশ ছিল ইয়ামন। ইয়ামনের সর্বশেষ শাহী খান্দান ‘হিময়ার’ এর একটি শাখা আসবাহ। ইমামের বংশের প্রধান ব্যক্তি হারিস সেই আসবাহ খানদানের শেখ ছিলেন। তাই তার উপাধি ছিল ‘যু আসবাহ’।

তাঁর পিতামহ মালিক ইবনে আবি আমির একজন প্রভাবশালী তাবেয়ী এবং ‘সিহাহ সিত্তাহ’-এর রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) এর সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর শত্রুর কবল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে দাফন করার দুরূহ কাজ যারা সম্পাদন করেছেন তিনি সেই সাহসী পুরুষগণের একজন। মালিক ইবনে আবি আমির- এর তিন পুত্র। ১. আনাস, ২. রবী, ৩. আবূ সুহায়েল নাফি। আনাস ইমাম মালিকের পিতা, স্বীয় খান্দান সূত্রে প্রাপ্ত ইলমের অধিকারী ছিলেন, তবে তিনি ইলমে হাদীসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেন নি। ইমাম মালিকের মাতার নাম আলিয়া বিনতে শরীফ ইবন আব্দুর রহমান আল আয়দিয়াহ (র)।[৩]

Rb¥

ইতিহাসবেত্তা ইয়াফি‘ঈ তার জন্মসন হিজরি ৯৪ এবং ইবন খাল্লিকান হিজরি ৯৫ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে তাঁর জন্মসন হচ্ছে ৯৩ হিজরি[৪]। ইতিহাসবেত্তা সামআনী ও মুহাদ্দিস আল্লামা যাহাবী এমত গ্রহণ করেছেন। ইমামের প্রখ্যাত শাগরিদ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র.) এরূপ বর্ণনা করেছেন। মালিক (র.) ইমাম আবুহানিফা (র.) হতে বয়সে ১৩ বছরের ছোট। ইমাম আবুহানিফা (র.) এর জন্ম ৮০ হিজরিতে। ইমাম মালিক (র) এর জন্ম ৯৩ হিজরিতে।

evj¨Kvj

তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় লালিত-পালিত হন। বাল্যকাল হতে তিনি নিজেকে জ্ঞানচর্চার পরিবেশে পান। ঘরে ও বাইরে আলিমদের সমাবেশ থাকত। সর্বদা ইলমে শরী‘আতের বাহক কুরআন ও সুন্নায় অভিজ্ঞ সাহাবা ও তাবেয়ীগণ এ পবিত্র শহরে বসবাস করতেন । পবিত্র মদীনা নবুয়তের যুগে এবং সে যুগের পর ২৪/২৫ বছর যাবত ইসলামী রাষ্ট্রে কেন্দ্রস্থল ছিল। এ স্থান হতেই ইসলামী রাষ্ট্রের নির্দেশাবলি ও ফতওয়া সমূহ ফকীহ সাহাবাগণের মজলিসে আলোচিত ও গৃহীত হওয়ার পর সমগ্র মুসলিম দুনিয়াতে প্রচারিত হত। প্রথম চার খলীফা ছাড়াও আরও অনেক সাহাবী এ শহরে কুরআন ও হাদীস চর্চা ও শিক্ষাদান করেছেন। পরবর্তীকালের প্রায় সকল মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ফকীহ তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যার উত্তরাধিকার ছিলেন বলা যায়।

ÁvbvRb

ইমাম মালিক (র.) উত্তম ফিকহশাস্ত্রবিদ তাবি‘ঈ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের যুগ লাভ করেন। তিনি যখন চক্ষু খুললেন, তখন মদীনা ছিল ইলমে দীনের প্রাণকেন্দ্র। সেখানকার প্রায় সকল উলামা ছিলেন দরস ও ইফতার কাজে নিয়োজিত। তাঁদের নিকট গমন করে প্রায় সকলের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ ও হাদীস

---

[৩]. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূদিত, gqvËv Bgvg gwjK (i.) (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম মুদ্রণ ১৯৮২) পৃ. ২১

[৪]. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন, مولد مالك على الاصح في سنة ثلاث وتسعين عام موت انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ইমাম মালিক (র.) ৯৩ হিজরীতে খাদেমুর রাসূল হযরত আনাস (রা.) মৃত্যুর বছর জন্ম গ্রহণ করেন। (বিস্তারিত দ্রঃ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, wmqvi æ Avô jwgÕb-bevjv, বৈরুত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, একাদশ সংস্করণ ১৯৯৬/১৪১৭ হি. ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৯; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সীয়ারু আ‘লামি’ন্-নুবালা, ৮ম খণ্ড, পৃ.৪৮-১৩৫; ইমাম নববী, Zvnhxe AvmgvBÕj-jMvn, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৯; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, ZvevKvZÕj-ûddvh, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪/১৪১৪হি. পৃ. ৯৬-৯৭; ইবন কাসীর, Avj we‘vqv I qvb wbnvqv, বৈরূত : দারু ইহইয়ায়ুত্তুরাসুল আরবী, ১ম সং. ১৪১৭/১৯৯৭ ১০ম খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৫)

সংগ্রহ করেন। ফলে পবিত্র মদীনার সকল জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর পবিত্র সিনায় একত্র ও সঞ্চিত হয়। তাই তার উপাধি হয় 'ইমামু দারুল হিজরত'। তিনি সর্বদা জ্ঞান অর্জনে ও সুন্নাহ সংগ্রহে কঠিন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকতেন। এরই পরিণামে তিনি আল্লাহ তা'আলার যমীনে আল্লাহর দলীল সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দলীল হিসেবে পরিগণিত হন এবং উদাহরণে পরিণত হন।[৫] এ প্রসঙ্গে বলা হত, لايفتى ومالك بالمدينة - 'মালিক (র.), মদীনায় জীবিত থাকাকালীন সময়ে তথায় তিনি ছাড়া আর কেউ ফাতওয়া প্রদানের অধিকার রাখে না'। ইমাম ইলম শিক্ষার জন্য মদীনার বাইরে কোন শহরে যান নি। এর কারণ স্পষ্ট যাঁর গৃহেই ইলমের ভান্ডার ও জ্ঞানের খনি, অন্যের কাছে যাওয়ার তার কোন প্রয়োজন ছিল না। পবিত্র মদীনা তখন স্বয়ং মুসলিম জাহানের বিদ্যাপীঠ। সব জায়গা হতে শিক্ষার্থীগণ এ শহরে আগমন করতেন।

nv'xm wkÿv MnY

মালিক (র.) এর পিতামহ ইবনে আবি 'আমির (র.) একজন হাদীস বিশারদ ছিলেন তিনি সিহাহ সিত্তাহর হাদীস গ্রন্থসমূহের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর যখন ওফাত হয় ইমাম মালিকের বয়স মাত্র দশ বৎসর। তাই তিনি তাঁর পিতামহ হতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পান নাই। ইমাম মালিক (র.) এর চাচা আবূ সুহায়ল নাফিও হাদীসবিশারদ ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস যুহরীর ওস্তাদ। ইমাম মালিক (র.) তার থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। বাল্যকাল হতেই ইমাম মালিক (র.) নিজেকে হাদীস শিক্ষায় নিয়োজিত রাখেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন,

اني كنت اتي نافعا وانا غلاما حديث السن ومعي غلام فينزل فيحدثني

অর্থ্যাৎ "আমি নাফি (র.) এর নিকট যেতাম অথচ আমি তখন বালক । আমার বয়স কম। তাঁর নিকট যেতে একজন গোলাম আমাকে সাহায্য করত । নাফি' আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন।"[৬]

ইমাম মালিক (র.) ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করেন আবু রদীম নাফি ইবনে আবদুর রহমান হতে।

তিনি হাদীস শিক্ষা করেন প্রথমে তাঁর চাচা আবু সুহায়াল নাফি' হতে অথবা নাফি ইবনে হুরমুয দাইলামী (র) হতে, যে নাফি ত্রিশ বৎসর কাল আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। ইমাম যুহরী আওযাঈ, আইয়ুব সখতিয়ানি, ইবনে জুরাইজ ও ইমাম মালিক (র.) এর মত স্বনামধন্য ব্যাক্তিগণ তাঁর শিষ্য। নাফি' যতদিন জীবিত ছিলেন ইমাম মালিক (র.) তার দরসে বসতেন। তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করতেন, অমুক মাসআলার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) কি বলতেন?। নাফি (র.) তখন আব্দূল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর অভিমত বর্ননা করতেন ।

ইমাম মালিক (র.) বলতেন : আমি নাফি' হতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর হাদীস শোনার পর অন্য কারও নিকট থেকে উহার সমর্থন শোনার তোয়াক্কা করতাম না । তাই - مالك عن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما) "মালিক নাফি হতে, নাফি ইবনে উমর হতে" এই সনদটিকে হাদীসের জগতে সিলসিলাতুয জাহাব বা স্বর্ণ সনদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এছাড়া তিনি মদীনায় হযরত আয়েশা (রা.) এর মাওলা আলকামা ইবন আবী আলকামার নিকট আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৭]

wkÿKe›'

ইমাম মালিক (র.) নাফি' ও আলকামার নিকট লেখাপড়া করার পর হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে বহু শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে মদীনার খ্যতনামা তাবে'ঈ বিশিষ্ট ফকীহ

---

৫. ইমাম শাফি'ঈ বলেন, مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعن ইমাম মালিক (র.) আল্লাহ তা'আলার যমীনে আল্লাহর দলীল সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দলীল হিসেবে পরিগণিত হন। (বিস্তারিত দ্রঃ ইব্ন হাজর 'আসকালানী, ZvnhxeůZ-Zvnhxe, বৈরুত : দারুল ফিকির, ১ম সংস্করণ ১৯৯৫/১৪১৬ হিজরি , ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯)

৬. মালেক ইবন আনাস, glqvË Bgvg gv‡jK (দামেশক : দারুল কলম, ১৯৯১ খৃ. / ১৪১৩ হি.) হাদীস নং ৩৫এর ২নং টীকা

৭. জিয়া উদ্দীন ইসলাহী, ZvhwKivZj gnwÏmxb (আযমগড় : দারুল মাতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৬৮ খৃ.), পৃ. ৪, ৫

রবী'আ ইবনে আবী আব্দির রহমান আল রায় (র.) (মৃ. ১৩৬ হি./৭৫৩ খৃ.), ফিকহ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আলিম মদীনার আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযিদ ইবন হরমুয (র.) (মৃ. ১৪৮ হি./৭৬৫খৃ.)।

ইমাম মালিক (র.) এর আর এক উস্তাদ হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী আল কুরায়শী (র.) । তিনি সিরিয়ায় বসবাস করতেন । একবার ইমাম তাঁকে বললেন, "আপনি মদীনায় ইলম শিক্ষা করেছেন। যখন কামিল হয়ে গিয়েছেন তখন মদীনা ছেড়ে সিরিয়া চলে গিয়েছেন । সেখানেই বসবাস করছেন। উস্তাদ উত্তরে বললেন, " মদীনাবাসীরা যখন পরিবর্তন হলেন, পূর্বের ন্যায় রইলেন না আমিও তখনই মদীনা ত্যাগ করলাম"। ইমাম যুহরী (র.) বললেন, "যে ইলম আমি অন্তরে একবার আমানত রেখেছি, উহা আর কখনও হারাই নি" । হাদীস বেত্তাগণ বলেন, ইমাম যুহরী (র.) হতে হাদীসের মতন ও সনদের অধিক হাফেজ কেউ ছিলেন না। একবার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর নিকট তাঁর পুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, ইমাম যুহরীর শাগরিদগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কে? তিনি বললেন, ইমাম মালিক ইবনে আনাস। জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 'আলী ইবনে হুসাইন (রা.) ও ইমাম মালিকের ওস্তাদ। তিনি জাফর সাদিক (র.) বলে খ্যাত (মৃত ১৪৮ হি.) ইনি ব্যতীত আরও উল্লেখ করা যায় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির মাদানী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আনসারী, আবু হাযিম সালমা ইবনে দীনার, আবু সাঈদ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী। মুয়াত্তার শুয়ুখের সংখ্যা একমতে ৭৫ জন, আর একমতে ৯৪ জন।

nv'xm I wdKn wkÿv'vb

ইমাম মালিক তাঁর যুগে মদীনায় সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ও ফকীহ হিসেবে আবির্ভূত হন। মদীনা নগরী তথা দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে তার নিকট আগমন করেন। তিনি এ সকল অনুরাগী ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতে শিক্ষার মজলিস চালু করেন।[৮] মসজিদে নববীতে বসেই তিনি ছাত্র ও ভক্তদের হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে পাঠদান করতেন। হাদীসের পাঠদানে ইমাম মালিক খুবই আগ্রহবোধ করতেন এবং এটাকে তিনি ইসলাম প্রচারের একটি অংশ হিসেবে মনে করতেন। তিনি রাসূলের (সা.) হাদীস পাঠদান করতেন গভীর ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে। পাঠদানের প্রারম্ভে গোসল করা, পরিষ্কার জামা কাপড় পরিধান করা ও খোশবু ব্যবহার ইত্যাদি ছিল তার নৈমত্তিক অভ্যাস। হাদীসের দারস চলাকালে তিনি অপ্রয়োজনীয় কথা বলা ও হাসাহাসি করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতেন।[৯] এছাড়া বার্ধক্যকালে প্রথম দিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের বাসগৃহে ও পরে নিজের বাসগৃহে অসংখ্য শিষ্যদের হাদীস শিক্ষাদান করেন। তৎকালে মদীনা তথা ইসলামী জগতের সর্বত্রই ইমাম মালিক একক নামে বিখ্যাত ছিলেন।

Bgvg gwjK (i.) Gi QvÎe›'

ইমাম মালিক (র.) এর শাগরিদের সংখ্যা তের শতের (১৩০০) উর্ধ্বে হবে। তাদের প্রত্যেকেই (৪/৫) জন ব্যতীত যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) এর শাগরিদ সংখ্যা ৯০,০০০ হলেও তাদের মাঝে আম-খাস মিশ্রিত রয়েছে। অনেকের অবস্থা অজ্ঞাত। কিন্তু মালিক (র.) এর যে ১৩০০ শাগরিদের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের অবস্থা জ্ঞাত রয়েছে।

আবু বকর খাতীব বাগদাদী, ইবনে বসকোয়াল আন্দালুসী, কাযী আয়ায, শামসুদ্দীন দামেশকী, হাফিয সুয়ূতি প্রমূখ বিখ্যাত মুহাদ্দিস বিস্তারিতভাবে ইমাম মালিক (র.) এর শাগরিদেগণের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীদের সমাবেশ যেরূপ ইমাম মালিক (র.) এর শাগরিদগণের মধ্যে দেখা

---

[৮]. মন্না, খলীল আল-কততান, ZvixL AvZ-Zvkix0 Avj Bmjvgx (বৈরুত : মুয়াস্সাসা আর রিসালা, ১৯৯২), পৃ. ২৮৫

[৯]. আবু যাহরা, মুহাম্মাদ, ZvixL Avj-gvhvwne Avj-Bmjwgqv (দারুল ফিকির আল আরাবি, ১৯৮৯), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০২, ৪০৩

যায়, তদ্রুপ অন্য কোন ইমামের বেলায় পরিলক্ষিত হয় না। ইমাম আবূ হানিফা (র.) এর শাগরিদ আরব-আযম সর্বত্র থাকলেও আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়া তাঁর ফয়েয ও বরকত হতে বঞ্চিত রয়েছে। আওযায়ীর ইলম আন্দালুসিয়ায় প্রচারিত হলেও অনারব দেশগুলিতে তা প্রচারিত হয় নি। কিন্তু ইমাম মালিক (র.) এর ফয়েয ও ইলম মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে।

ছাত্রদের কেবল সংখ্যা বৃদ্ধিই আমাদের নিকট মর্যাদা ও গৌরবের বস্তু নয়, যদি না তার সাথে যোগ হয় যোগ্যতা ও মেধাশক্তি, সম্মান ও প্রতিপত্তি। ইমাম মালিক (র.) এ ব্যাপারে অতি ভাগ্যবান। ইমাম যুহরী, ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, নাফি, হিশাম ইবনে উরওয়াহ, ইমাম শাফিয়ী, ইয়াহইয়া ইবনে সাইফুল কাত্তান, সুফিয়ান সওরী, আওযায়ী, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবূ ইউসুফ, ওয়াকি, ইবনে জাররাহ ইবনে আবিবিক আবদুল্লাহ ইবনে দীনার, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবদুর রহমান ইবনে কাসিম, ইমামে মিসর লাইস ইবনে সা'দ সুলায়মান ইবনে আ'মাশ, আইয়ুব সাখতিয়ানী, যোবায়র ইবনে বককার, শুবা ইবনুল হাজ্জাজ, মূসা ইবনে ওকবাহ, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, ইবনে জুরাইজ প্রমূখ বিখ্যাত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ইমাম মালিক (র.) হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন। অথচ উল্লিখিত সকলেই বিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকিহ, ছিলেন। ইমাম মালেক (র.) এর শাগরিদগণের মধ্যে যে কত শ্রেণির লোকের সমাবেশ হয়েছিল তার প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। নিম্নে এর বর্ণনা দেয়া হলঃ

LjxdvM‡Yi bvg : আবু জাফর মনসুর, মাহদী, হারুন-উর-রশীদ, মুহাম্মদ আমীন, আবদুল্লাহ মামুন।

AwgiM‡Yi bvg : খুরাসানের আমীর হাসান ইবনে মুহাল্লব শায়বানী, আফ্রিকার অন্তর্গত বরকা শহরের আমীর হাশিম ইবনে আবদুল্লাহ, উমাইয়া শাসনকর্তা ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান।

Bgvg, kvqL I Zv‡eqxM‡Yi bvg : ইবনে শিহাব যুহরী, ইয়াহইয়াহ ইবনে সাঈদ আনসারী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান, আবুল আসওয়াদ শু'বা, নাফি, আল-কারি, জাফর সাদিক, হিশাব ইবনে উরওয়াহ, রবীয়াতুর-রায়, আবু-সুহায়ল নাফি, সুফীয়ান সওরী, হাম্মাদ, আয়ূব সাখতিয়ানী, মুহাম্মদ ইবনে মুতরিফ আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ও ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ প্রমূখ।

Bgvgj-nv'xmM‡Yi bvg : মুহাম্মদ ইবনে, আজলান, হাইওয়া ইবনে শুরাই, সালাম আততায়মী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, ইয়াহইয়াহ ইবনে বুকাইর, ইয়াহইয়াহ মাসমুদী, যায়দ ইবনে আসলাম, ওহাব ইবনে খালিদ, ইবনে আবূ যি'ব, ওয়াকি ইবনে জাররাহ ,অলীদ ইবনে মুসলিম দাশেমকী, ইমামে খুরাসান খালিদ, মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী, সুলায়মান আ'মাশ, যাবয়র ইবনে বককার, ইবরাহীম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা কা'নবী, ইবনে লাহীয়া, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ দরাওর্দী, আবূ নায়ীম ফযল ইবনে দুকাইন, আবদুল মালিক ইবনে জুরাউজ, আবদুর রাযযাক ইবনে হুমাম, লাইস ইবনে সা'দ, শেখুল ইসলাম মুহাম্মদ মুবারক, আনতাকীয়ার মুহাদ্দিস হায়শাম ইবনে জমীল, খুরাসানের মুহাদ্দিস কুতাইবা ইবনে সাঈদ, হাফিজুল-হাদীস আবূ মুহাম্মদ যুহরানী, সুলায়মান ইবনে দাউদ তায়ালিসী, মা'ন ইবনে ঈসা ও আবূ মুসআব হুজাফা সাহমী প্রমুখ হাদীসবিশারদ।

gRZwn' Bgvg‡'i bvg : ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম ইবনে কাসিম মালিকী।

weL¨vZ dnxnM‡Yi bvg : ইমাম আবূ হানিফার শাগরিদ হাসান ইবনে যিয়াদ, মিসরের মুখতী আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব, মিসরের ফকিহ আবূ-উমর আসহুব ও আফ্রিকার ফকিহ আসাদ ইবনে ফুরাত।

KvhxM‡Yi bvg : মিসরের কাযী ইবরাহীম ইবনে ইসহাক, সরব এর কাযী আয়ূব ইবনে শু'য়াইব, আসাদ ইবনে উমর কাযী, আহরম ইবনে হওশাব, হামদানের কাযী, মসীসার কাযী দাউদ ইবনে মনসুর, শরীফ ইবনে আবদুল্লাহ কাযী, আফ্রিকার কীরওয়ানের কাযী সাজরা ইবনে ঈসা, আফ্রিকার কাযী আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে গানিম এবং ইয়াহইয়া, কিরমানের কাযী ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর, তারসূস (طرسوس) এর কাযী ইবনে আশরস আল-ওমরী, আফ্রিকার কাযী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কিনানী, ইটালীর কাযী আসাদ ইবনে ফুরাত তায়তলার কাযী যিয়াদ ইবনে বসিত ও ইস্পাহানের কাযী মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ কাযীবাযা।

mdx-mvaK‡`i bvg : ইবরাহীম ইবনে আদহাম, আবূ নসর, বিশর ইবনে হারিস আয-যাহিদ, সাবিত ইবনে মুহাম্মদ আয-যাহিদ কূফী, সূফী ইবনে আতিয়া, জুননূন মিসরী, কারিহ ইবনে রাহমা যাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে ফুযায়ল ইবনে আয়ায যাহিদ।

Kwe-mvwnwZ¨KM‡Yi bvg : কবি আবুল-আতাহিয়া, কবি দি'বল, কবি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক আল-কা'নবী, আবদুল মালিক আসময়ী ও উমর ইবনে সহল আল-মাযনী আল-বসরী নাহবী।

BwZnvm‡eËv‡`i bvg : তারিখ-ই-মককা'র লেখক আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওলিদ আল-আজরকি, সিরাতে নব্বীর লেখক মূসা ইবনে উকবা, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মুহাম্মদ ইবনে উমর ওয়াকিদী, আলী ইবনে মুহাম্মদ মাযায়িনি।

weL¨vZ gdvmwmi : মুকাতিল ইবনে সুলায়মান।

`vkwbK : বাগদাদের বায়তুল হিকমত এর অধিকর্তা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ। ইমাম মালিক (র.) এর পরবর্তী যুগের প্রায় বিখ্যাত মুহাদ্দিসীন এর ওয়াসতা (এক উস্তাদের মধ্যস্থতায়) বা দুই ওয়াসতা এর (দুইজনের মধ্যস্থতা) মাধ্যমে ইমাম (র.) এর শাগরিদগণের অন্তর্ভুক্ত।

nv`xmkv‡¯¿i cL¨vZ BgvgM‡Yi bvg : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযি, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী (র.) সিহাহসিত্তা এবং মসনাদ এর বিখ্যাত এই মুসান্নিফগণ কেবল এক উস্তাদের মাধ্যমেই ইমাম মালিক (র.) এর শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত; শুধু অন্তর্ভুক্ত নহেন, শিষ্যত্বের উপর তাঁরা সকলেই গর্বিত। এ গর্ববোধ অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বহাল ছিল। মুহাদ্দিস-ই-কবীর আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী সগৌরবে লিখেছেন, "আমি সাত উস্তাদের মাধ্যমে ইমাম মালিক (র.) এর শাগরিদ এর অন্তর্ভুক্ত।" প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও শারেহ-ই-হাদীস (ব্যাখ্যাকারী) আল্লামা নববীও সপ্তম শতাব্দীতে ইমাম মালিক (র.) এর মুয়াত্তা এর সনদের কথা গর্বের সাথে উল্লেখ করে বলেন, "বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী অপেক্ষা উত্তম একটি সনদ আমি প্রাপ্ত হয়েছে। সে সনদটি হচ্ছে ইমাম মালিক (র.) এর কিতাব 'মুয়াত্তা-ও সনদ।"

Bgvg gvwjK (i)-Gi wKZvemg‡ni mswÿß cwiwPwZ

ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক সংকলিত অথবা তাঁর দিকে منسوب বা সম্পর্কিত কিতাবসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

1. **الموطا** (gIqvËv) এটা ইমাম মালিক (র.) এর সংকলিত হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ । এর বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে।
2. **رسالة مالك الى الرشيد في الاداب والمواعظ** (wimvjv gvwjK Bjv Avj ik`` wdj Av`ve Iqv Avj-gvIqwqh) খলীফা হারুনুর রশীদের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁর এ পুস্তিকা ২২ পৃষ্ঠায় রচিত।

পত্রাকারে লিখিত এ পুস্তিকায় ইমাম মালিক (র.) খলীফা হারুনুর রশীদকে দ্বীন-দুনিয়া ও আখলাক সম্বন্ধীয় অনেক নসীহত করেছেন।

3. **احكام القران** (AvnKvg AvjKiAvb) কুরআনের যেসব আয়াতে আহকামের আলোচনা রয়েছে, সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। এর রচয়িতা হলেন প্রসিদ্ধ আলিমে-কুরআন আবূ মুহাম্মদ মক্কী ইবনে তালিব। তিনি আন্দালুসিয়ার বাসিন্দা। তিনি হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুফাস্‌সির। এটা ইমাম মালিক (র.) এর স্বরচিত কিতাব নয়। এই কিতাবের পূর্ণ নাম হচ্ছে :
كتاب الماثور عن مالك فى احكام القران

4. **المدونة الكبرى** (Avj g‘vIq¨vbv AvjKeiv) এটা মালিকী ফিক্‌হ-এর একটি বিরাট কিতাব। এটাও ইমাম মালিক (র.)-এর স্বরচিত কিতাব নয়। ইমামের একজন বিশিষ্ট শাগরিদ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া মাসমূদী কর্তৃক রচিত। ফিকহ সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.) যেসব বক্তব্য রেখেছেন এটা সেসব (ملفوظات فقهية) বক্তব্যের সংকলন, তবে এটা রচিত হয়েছে ইমামের যুগে। ইমাম মালিক (র.) হতে এসব মাসায়েল শুনে তাঁর নিকট হতে সনদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিসর হতে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া মাসমূদী যখন ইমাম মালিক (র.) এর খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন ইমাম অন্তিমশয্যায় শায়িত। সুতরাং সনদ গ্রহণ সম্ভব হয় নি।

5. **رسالة امام مالك الى ابن مطرف** (wimvjv gwjK Bjv Beb gËwid) ইমামের শিষ্য গাসসান ইবনে মুহাম্মদের নামে ফতোয়ার বাহাসের উপর লিখিত এটি একটি রিসালাহ।

6. **رسالة امام مالك الى ابن وهب** (wimvjv gwjK Bjv Beb Inve) এটা ইমামের শাগরিদ রশীদ ইবনে ওহাবের নাম লিখিত একটি রিসালাহ। বিষয়বস্তু হচ্ছে قضا وقدر - তকদীর এবং ফয়সালা সম্পর্কীয়। কাযী আয়ায (র.) এই রিসালাহর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উল্লেখ্য, ইবনে ওহাব বিশ বছর ইমাম মালিক (র.) এর সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। তাঁকে (ديوان) ইলমের দফতর বলা হত।

7. **كتاب الاقضية** (wKZvej AvKwhqvn) এটা রচিত হয়েছে কাযীদের উদ্দেশ্যে।

8. **كتاب المناسك** (wKZvej gvbwmK) আবূ জা'ফর যুহরী বলেন, হজ্জের আহকাম সম্পর্কে এটা সর্বাপেক্ষা বড় কিতাব।

9. **تفسير غريب القران** (Zvdmxi Mixe AvjKiAvb) খালিদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযুম এটা রেওয়ায়েত করেছেন।

10. **كتاب المجالسات عن مالك** (wKZve AvjgRvjvmvZ Avb gwjK) ইবনে ওহাব কর্তৃক রচিত বিভিন্ন মজলিসে হাদীস, ফিকহ ও নসীহত সম্পর্কীয় ইমামের বাণী হতে সংকলিত হয়েছে।

11. **تفسير القران** (Zvdmxiæj KiAvb) ইমাম কর্তৃক রচিত কিনা সেই বিষয়ে সংশয় রয়েছে। এতে হাদীসের দ্বারা কুরআনের তাফসীর হয়েছে। হয়ত তাঁর কোন শাগরিদ সংকলন করেছেন।

12. **كتاب المسائل** (wKZvej gvmvwqj) হয়তো তাঁর আরও কিতাব এবং মাসায়িল ছিল। খতীব তাঁর প্রসিদ্ধ 'তারিখ-ই-বাগদাদে' লিখেছেন যে, আবুল আব্বাস সাফফাহ-এর সামনে কিতাবের অনেকগুলি পাতা রাখা ছিল। তিনি বললেন, এগুলিতে ইমাম মালিক (র.) এর সত্তর হাজার মাসায়িল (মাস'আলাসমূহ) লিপিবদ্ধ রয়েছে।

13. **رسالة مالك الي الليث في اجماع اهل المدينة** (wimvjv gwjK Bjv Avj-jvBQ dx BRgvÔwq Avnwjj g'xbv)|

14. **كتاب النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر** (wKZve Avj-bRg Iqv wnmve gv'vi Avh-hvgvb Iqv gvbwhwjj Kvgvi)|

15. **كتاب السر** (wKZve Avj-wmiwi)|

এছাড়া ইমাম মালিক (র.) জ্যোতির্বিদ্যায় এমন পারদর্শী ছিলেন যে, তিনি এই বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেন। বলা হয় যে, তৎকালে জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর গ্রন্থের উপর নির্ভর করা হত।

Bgvg gwj‡Ki ghv'v

খলীফাগণ তাঁর পদমর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তাঁরা তাঁর নিকট উপঢৌকন স্বরূপ দিরহাম পেশ করেন। একদা খলীফা মনসূরের সময় মদীনার গর্ভর্ণরের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর তখন তিনি তাঁকে বিবস্ত্র করে সত্তরটি বেত্রাঘাত করেন।[১০] এ খবর যখন খলীফা মনসূরের নিকট পৌঁছে তখন তিনি তাঁর গভর্ণরের ওপর ক্ষিপ্ত হন এবং তাকে পদচ্যুত করেন। অতঃপর ইমাম মালিক (র.) কে উটের গদিতে বসিয়ে বাগদাদ নিয়ে আসেন। পরবর্তী হজ্জের মৌসুমে খলীফা মনসুর ইমাম মালিক (র.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিকট ওযর পেশ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁর সাথে ধর্মীয় অনেক বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁর নিকট বিশুদ্ধ হিসেবে গৃহীত হাদীস সমূহকে একত্রিত করে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশ করে জনগণের জন্য প্রস্তুত করার অনুরোধ জানান । এতে ইমাম মালিক (র.) অপারগতার 'ওযর পেশ করেন, কিন্তু খলীফা তাঁর এ ওযর গ্রহণ করেননি। এরপর তিনি হাদীস ও ফিকহের ওপর তাঁর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থ সংকলন করেন।

এর পরবর্তী হজ্জের মৌসুমে মাহদী (মনসুরের পুত্র) ইমাম মালিক (র.) এর নিকট আগমন করে তাঁর নিকট থেকে আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থ শ্রবণ করেন এবং তাঁকে পাঁচ হাজার দীনার এবং তাঁর শিষ্যদের জন্য এক হাজার দীনার প্রদানের হুকুম দেন। এর অব্যবহিত পরেই খলীফা মনসূর ইন্তিকাল করেন এবং 'ইরাকবাসীগণের ফিকহী মতামত ইমাম মালিকের ফিকহী মতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও খলীফা হারুনুর রশীদ এবং তাঁর পুত্রগণকে হিজায গমন করে ইমাম ইমাম মালিক (র.) এর নিকট থেকে মুওয়াত্তা গ্রন্থ শ্রবণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। বরং তারা তা শ্রবণ করেন এবং অধিকভাবে শ্রবণ করেন। ইমাম মালিক (র.) প্রথমিক পর্যায়ে ধনহীন ব্যক্তি ছিলেন। অতঃপর তাঁর প্রতি যখন খলীফাগণের দান অধিকহারে শুরু হয় তখন তাঁর অবস্থা সুপ্রসন্ন হয়। তাঁর ওপর আল্লাহ প্রদত্ত এ নিয়ামতের প্রকাশ ঘটতে থাকে। এ সময় তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং নিজের সম্পদে তাঁদের শরীক করতে থাকেন। এ ধরনের 'আলিমগণের মধ্যে ইমাম শফি'ঈ (র.) হচ্ছেন অন্যতম।

---

[১০]. মদীনার এ গভর্ণরের নাম, সুলায়মান ইব্ন জা'ফর। বেত্রাঘাতে তাঁর পৃষ্টদেশ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তিনি পিঠ থেকে রক্ত মুছে মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করেন এবং বলেন, যখন সা'ঈদ ইবনু'ল মুসায়্যাবকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল তখন তিনিও এরূপ করেছিলেন। (দ্র. আব্দুল করিম ইবন মুহাম্মাদ সাম'আনী, Avj-Avbmve, বৈরুতঃ দারুল ফিকির, ১ম সংস্করণ ১৯৯৮/১৪১৯হিজরি ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪)

PwiwÎK ¸Yvewj : তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে দানশীলতা, মহানুভবতা, হাস্যজ্জ্বলতা, মহত্ত্বতা, জ্ঞানের গভীরতা ও বিনম্রতা ছিল উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল বর্ণনাতীত।[১১] এমনকি মদীনার ভূখণ্ডে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দেহ মোবারক শায়িত রয়েছে বলে তিনি মদীনায় কোন সওয়ারীর ওপর আরোহণ করতেন না। আল্লামা যাহাবী বলেন, এমন পাঁচটি গুণ ইমাম মালিক (র.) এর মধ্যে একত্র হয়েছিল, যেগুলি আমাদের যুগে অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে একত্র হয় নি। সে পাঁচটি গুণ হল এই ১. সুদীর্ঘ আয়ু ও উচ্চতম মসনদ, ২. প্রকৃষ্ট বুদ্ধি ও বিস্তৃত ইলম, ৩. তাঁর বিশ্বস্ততা মর্যাদার বিষয়ে উলামার ইত্তিফাক, ৪. তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ, পরহিযগারী ও আদালতের উপর মুহাদ্দিসীনদের ইত্তিফাক এবং ৫. ফিকহ ও ফতওয়ায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। ইবাদত, রিয়াযত ও সাধনায় ইমাম মালিক (র.) অগ্রগামী ও যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইমামের ভগ্নির নিকট এক ব্যক্তি জানতে চাইল যে, ইমাম গৃহাভ্যন্তরে কি করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, 'কুরআন তিলাওয়াত ও এর অধ্যয়ন'।

Bwšÿ Kvj : ইমাম মালিক (র.) হিজরি ১৭৯ সালে মদীনায় ইন্তিকাল করেন এবং জান্নাতুলবাকী' গোরস্থানে সমাহিত হন।[১২] হারুনুর রশীদের খিলাফতকালেই ইমাম মালিক (র.) এ নশ্বর জগত ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮৬ বৎসর।

Ògl qvËv Bgvg gwj K msKjb Ó

bvgKiY

এ গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে ইমাম মালিক নিজেই বলেছেন,

عرضت كتابى هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم وطأنى عليه فسمته المؤطا -

আমার এই কিতাবখানা আমি মদীনায় বসবাসকারী সত্তর জন ফিকাহবিদ-এর সম্মুখে পেশ করেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই এর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ কারণে আমি এর নাম রেখেছি 'মুওয়াত্তা'।[১৩]

অথবা কেউ কেউ বলেছেন, ÔAvj glqvËvÕ শব্দের আভিধানিক অর্থ পদদলিত ও প্রস্তুতকৃত। আরবে মুয়াত্তা একটি বিশেষ অর্থেও ব্যবহৃত হত। এই অর্থ হল, যে পথ দিয়ে কোনরূপ কষ্ট ছাড়া অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায় তাকে মুওয়াত্তা বলে। এই শেষোক্ত অর্থকে সামনে রেখেই আল-মুওয়াত্তা নামকরণ করা হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করবে এবং এর নির্দেশনা মতে চলবে সেই ব্যক্তি বিনা কষ্টে তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবে। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, যে ব্যক্তি আল-মুওয়াত্তার হাদীস অধ্যয়ন করে তদানুযায়ী আমল করবে সে সহজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে। এ হিসেবে দেখা যায়, ইমাম মালিক তার হাদীস গ্রন্থের নামকরণে স্বীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।

Avj-gqvËv msKj‡bi cUf‚wg

আব্বাসী খিলাফতের প্রারম্ভে মদীনা, মক্কা ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু মুসলমান কুরআন ও হাদীসের নানারূপ ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। এর কারণ ছিল সাহাবীগণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। এসময় বংশীয় প্রতিপত্তি, নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক স্বার্থে অনেকেই মওদু হাদীসকে সহীহ হাদীস বলে চালিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়। এমতাবস্থায় আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আল

---

[১১]. মুহাম্মদ আব্দুল 'আযীয আল খাওলী, wgdZvûÕm mbvn, (মিসর : আল মাতবা'আতুল 'আরাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৩৪৭/১৯৬১) পৃ. ২৩

[১২]. ইবন সা'দ ইমাম মালিকের মৃত্যু সাল সম্পর্কে মুস'আব আয্‌-যুবায়রী থেকে বর্ণনা করেন,

انى احفظ الناس لموت مالك، مات في صفر سنة تسع وتسعين ومائة

(দ্র. ইব্‌ন হাজর'আসকালানী, ZvnhxeÒZ-Zvnhxe, বৈরুত: দারুল ফিকির, ১মসংস্করণ ১৯৯৫/১৪১৬হিজরি) ৮ম খণ্ড,পৃ. ৯

[১৩]. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ূতী, gKvÏvgvZ Zvbexiæj nvlqvwjK kiwnj glqvËv Bgvg মালিক, মিসর : আল মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৮৯হি./ ১৯৬৯খৃ., পৃ. ৭

মনসুর (শাসনকাল ১৩৭ হি./ ৭৫৪ খ্রী.-১৫৮ হি. ৭৭৫ খ্রী.) মদীনায় এসে ইমাম মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করে এ মর্মে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন মদীনার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণির লোকজনের নিকট বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত থাকা ইসলামী আইন বিষয়ক রাসূলের (সা.) হাদীস ও সাহাবীগণের ফতওয়াসমূহ একত্রিত করেন। ইমাম মালিক নিজেও সাহাবী ও তাবিঈদের ফতওয়া সংগ্রহে খুবই আগ্রহী ছিলেন। এ সময় খলীফা আবু জাফর আল-মনসুরের অনুরোধও তার মনঃপুত হয়। সুতরাং তিনি ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হাদীস একত্রিত করে গ্রন্থাবদ্ধকরণে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন। পাশাপাশি তিনি সাহাবী ও তাবি'ঈদের ফতওয়াসমূহও উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।[১৪] ইমাম মালিকের দীর্ঘকালীন নিরলস প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি 'আল-মুওয়াত্তা'।

gIqvËv msKjb

'মুওয়াত্তা' ইমাম মালিক (র.) এর সংকলিত হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। আল্লাহর কিতাবের পর একে অন্যতম নির্ভরযোগ্য কিতাব বলা হয়। ইমাম মালিক (র.) এর এ কিতাবটি সর্বাপেক্ষা মকবুল ও সমাদৃত। খলীফা উমর ইবন আব্দুল আজীজ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ ও মুহাদ্দিস। এ মহান খলীফার যুগে সর্বপ্রথম আবু বকর ইবন হাযম কর্তৃক হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর ইমাম ইবন শিহাব যুহুরীও এ কাজে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু আবু বকর ইবন হাযম ও যুহুরীর কিতাব 'মুওয়াত্তা' এর মত বিন্যাস করা হয়নি। অন্যদিকে ইমাম মালিক (র.) এর যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক যেসব হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয় সেসব হাদীস গ্রন্থ নিজ নিজ শহরের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। সে সব কিতাব ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। এমনি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মাদানী জ্ঞান-ভাণ্ডার এর বিশেষ সংকলন স্বরূপ মুওয়াত্তা রচনা করেন ইমাম মালিক ইবন আনাস (র.)।

ইমাম মালিক (র.) হাদীসের এ গ্রন্থখানি সংকলন করেন আব্বাসী খলীফা আল-মনসুর-এর অনুরোধক্রমে। মুহাম্মাদ আবূ যাহু লিখেছেন,

طلب ابو جعفر المنصور الخليفة العباسى الى الامام مالك ان يجمع ماثبت لديه ويدونه فى كتاب ويؤطئه للناس فئالف كتابه هذا وسماه الموطاء۔

আব্বাসীয় খলীফা আবূ জাফর আল-মনসুর ইমাম মালিক (র.) কে ডেকে বললেন, তিনি যেন তাঁর নিজের নিকট প্রমাণিত ও সহীহরূপে সাব্যস্ত হাদীসসমূহ সংকলন ও একখানি গ্রন্থাকারে তা প্রণয়ন করেন এবং এটাকে যেন তিনি লোকদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার জন্য নির্দিষ্ট করেন। অতঃপর তিনি তাঁর এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এর নাম নির্দিষ্ট করেন 'আল-মুওয়াত্তা'।[১৫]

'মুওয়াত্তা' গ্রন্থের ধারা এভাবে সাজানো হয়েছে যে, প্রথমে রাসূলে করীম (সা.) এর হাদীস–কথা বা কাজের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর সাহাবায়ে কিরামের কথা এবং তারপর তাবে'ঈদের কুরআন-হাদীস ভিত্তিক ফতোয়াসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।[১৬]

ইমাম মালিক (র.) এই গ্রন্থখানি প্রণয়নে অপরিসীম শ্রম নিয়োগ করেছিলেন। ইমাম সুয়ূতী ইবনুল হুবাব এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন,

ان مالكا روى مائة الف حديث جمع منه الموطا عشرة الاف ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويخبرها بلاثار والاخبار حتى رجعت الى خمسمائة۔

---

১৪. জিয়া উদ্দীন ইসলাহী, ZvhwKivZj gnwÏmxb (আযমগড় : দারু মাতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৬৮), পৃ. ৪৫, ৪৬

১৫. আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবা আদদিনূরী, Avj Bgvgvn IqvmwmqvmvZ whK‡i gvbmi, বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি, পৃ. ১০১, ১০৯

১৬. মুহাম্মদ আবূ যাহু, Avj-nv'xm Iqvj-gnvÏxmb, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল 'আরাবী, ১৯৯৪/ ১০১৪হি. পৃ. ১০১-১৯৭

ইমাম মালিক (র.) প্রথমে এক লক্ষ হাদীস বর্ণনা করেন। তা হতে দশ হাজার হাদীসের সমন্বয়ে 'মুয়াত্তা' গ্রন্থ সংকলন করেন। অতঃপর তিনি একে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে যাঁচাই করতে থাকেন। সাহাবীদের আ'সার ও অন্যান্য খবর-এর ভিত্তিতেও এর পরীক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত এতে মাত্র পাঁচ শত হাদীস সন্নিবেশিত করেন।[১৭]

ইমাম সুয়ূতী আতীক ইবনে ইয়াকুবের সূত্রে নিম্নোক্ত বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন, وضع مالك الموطا نحو من عشرة الاف حديث فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حذى بقى منه هذا ইমাম মালিক প্রায় দশ সহস্র হাদীসের সমন্বয়ে 'মুয়াত্তা' রচনা করেন। অতঃপর তিনি এর উপর প্রত্যেক বৎসর দৃষ্টি দিতে ও যাঁচাই করতে এবং এটা হতে হাদীস প্রত্যাহার করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বর্তমান আকারে এটা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।[১৮]

এ গ্রন্থ প্রণয়ন চূড়ান্তভাবে সম্পূর্ণ করতে ইমাম মালিকের পূর্ণ চল্লিশ বৎসর সময় লেগেছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

قالوا انه مكث فى تاليفه اربعين سنة كاملة ينقحه ويهذبه

মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, ইমাম মালিক এই গ্রন্থখানি প্রণয়নে পূর্ণ চল্লিশটি বৎসর অতিবাহিত করেছেন। এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি এটাকে যাঁচাই ও বাছাই করছিলেন এবং এটাকে সুসংবদ্ধরূপে সজ্জিত, নির্ভুল ও সুশৃঙ্খল করতে ব্যস্ত ছিলেন।[১৯]

Avj-gIqvËvi ^ewkó¨

আল-মুওয়াত্তা একটি উৎকৃষ্টমানের হাদীস গ্রন্থ। এর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. ইমাম মালিক রাবীদের যাচাই বাছাই করে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। অন্যদিকে হাদীস গ্রহণে তার শর্তাবলীও ছিল কঠোর। তাই আল মুওয়াত্তার রিওয়ায়াতসমূহ মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
২. এতে আল-কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহকামের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, সুন্নার পারস্পরিক মূল্যায়ন, সাহাবীদের ইজমা, তাবিঈদের ফতওয়া, মদীনাবাসীদের ইজমা এবং ইমাম মালিকের রায় ও চিন্তামূলক বর্ণনা স্থান লাভ করেছে।
৩. গ্রন্থটির অধ্যায়সমূহ ফিকহী ধারার অনুসরণে বিন্যস্ত এবং এর বিষয়বস্তু ফিকহী আহকাম সংবলিত।
৪. ইমাম মালিক এতে মাসআলা প্রসঙ্গে কোনটি উত্তম, কোনটি সুন্দর, কোনটি কল্যাণকর, কোনটি উচিত নয় তা নির্দেশ করে গ্রন্থটিকে পাঠকের নিকট গ্রহণীয় করে তুলেছেন।
৫. আল-মুওয়াত্তা এমন একটি হাদীস সংকলন যাতে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহ ব্যবহারিক জীবনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।[২০]

درجة حديثه Zvi nv'xm MšiUi Ae¯vb

ইবনে হাজার আল 'আসকালানী (র.) বলেন, ইমাম মালিক (র.) এর মুওয়াত্তা গ্রন্থটি তাঁর এবং তাঁর অনুসারীগণের মতে সহীহ । কেননা তাঁর দৃষ্টিতে মুরসাল[২১], মুনকাতি'[২২] ইত্যাদি হাদীস দলীলযোগ্য।

---

[১৭]. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ূতী, gKvÏvgvZ Zvbexiæj nvIqvjK kiwnj gIqvËv Bgvg মালিক, মিসর : আল মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৮৯ হি. / ১৯৬৯খৃ., পৃ. ৭

[১৮]. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ূতী, gKvÏvgvZ Zvbexiæj nvIqvjK kiwnj gIqvËv Bgvg gwjK পৃ. ৭

[১৯]. মুহাম্মদ আবূ যাহু, Avj-nv'xm Iqvj-gnvÏxmb বৈরুত : দারুল-কুতুবিল আরাবী, ১৯৯৪খৃ. / ১০১৪হি. পৃ. ২৪৬

[২০]. করম শাহ, মুহাম্মদ, mbvZ-B-LvBiæj Avbvg, (লাহোর : জিয়াউল কুরআন, পাবলিকেশন্স, তা. বি), পৃ. ১৫৭-১৫৮

হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ গ্রন্থ প্রণেতা শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী[২৩] (র.) বলেন, অন্যান্য মুহাদ্দিসের মতে মুওয়াত্তা গ্রন্থে যে সব মুরসাল ও মুনকাতি' হাদীস রয়েছে তা অন্য সনদে মুত্তাসিল স্তরে উন্নীত হয়েছে, কাজেই এ দিক থেকে এ হাদীসগুলো অবশ্যই সহীহ। ইবনে 'আব্দিল বার একটি কিতাব প্রণয়ন করেন, যাতে মুওয়াত্তায় উল্লিখিত মুরসাল, মুনকাতি' এবং মু'দাল[২৪] হাদীসগুলোর মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্দিল বার বলেন, মুওয়াত্তা প্রণয়নকারী যে সব হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন بلغنى (আমার নিকট হাদীসটি পৌঁছেছে) এবং عن الثقة (হাদীসটি সিকাহ রাবী থেকে বর্ণিত) বলে সেগুলোর কোন সনদ তিনি উল্লেখ করেননি এবং এ হাদীসগুলোর ৪টি ব্যতীত অপর সব হাদীসের সনদের উল্লেখ আছে। ওই চারটি হাদীসের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। হাদীসগুলো এই,

لاأنسى ولكن أنسى لأسن-"আমি ভুলে যাইনা, তবে বয়সের কারণে ভুলে যাই"[২৫]। অপর হাদীসে উল্লেখ আছে,

أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ماشاء الله من ذالك فكانه تقاصر أعمار أمته الايبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر

"নবী কারীম (সা.) কে তাঁর পূর্ববর্তী লোকদের বয়স অথবা যতজনের বয়স দেখানোর ইচ্ছা করা হয়েছে। তাদের বয়স স্বপ্নে দেখানো হয়। তাদের দীর্ঘ বয়স দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) যেন তাঁর উম্মতগণের বয়সকে স্বল্প বলে মনে করেন এবং তিনি চিন্তা করেন যে, তাঁর উম্মত আমলের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীগণের সমকক্ষ হবে না। কারণ তাদের দীর্ঘ বয়সে তারা অধিক 'আমলের সুযোগ পেতো। তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শব-ই-কদর দান করেন"।[২৬]

عَنْ مَالِك أَنّ مُعَاذ بْنَ جَبَلٍ قَالَ آخِرُ مَا أَ"صَانِي بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ حِينَ وضَعْت رِجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ أَحسِنْ خُلُقَكَ لِلنّاسِ يَا مُعَاذ بْنَ جَبَلٍ

"হযরত মু'আয (রা.) এর বক্তব্য, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে গারযানে[২৭] উপবিষ্ট অবস্থায় উপদেশ প্রদান করে বলেন, তুমি লোকদের জন্য তোমার চরিত্র সুন্দর কর"।[২৮]

---

২১. المرسل: هو ما رفعه التابعي الرسول صلى الله عليه وسلم من قول اوفعل او تقرير، صغيرا كان التابعي او كبيرا وعلى هذا جمهور المحدثين من غير ان يفرقوا بين التابعي الصغير والكبير (বিস্তারিত দ্র: 'উজাজ আল-খাতীব, ড., Dmj¤j-nv'xm Djgû lqv gmZvjvnvû, বৈরুত : দারুল ফিকির, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮১/১৪০১হি. পৃ. ৩৩৭)

২২. المنقطع: هو ما سقط من سنده راو واحد في موضع او اكثر (বিস্তারিত দ্র: 'উজাজ আল-খাতীব, ড., Dmj¤j-nv'xm Djgû lqv gmZvjvnvû, বৈরুত : দারুল ফিকির, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮১/১৪০১হি. পৃ. ৩৩৭)

২৩. আবু'ল-ফায়্যাদ আহমদ কুতুবুদ্দীন শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র.) (১১১৪/১৭০৩-১৭৬২) দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন যুগস্রষ্টা চিন্তানায়ক। ভারতে মুগল রাজশক্তির অন্তবেলায় বিদেশী অভ্যুদয়কালের পূর্বক্ষণে ভারতে ইসলামের পথ নির্দেশে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তিনি প্রায় ২০০ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম হচ্ছে, হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগাহ। (বিস্তারিত দ্র. msw ÿß Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০২ হি./ ১৯৮২খৃ. ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১-২৬৩)

২৪. المعضل: هو ما سقط من سنده راويان متتاليان او اكثر (বিস্তারিত দ্র : 'উজাজ আল-খাতীব ড., Dmj¤j-nv'xm Djgû lqv gmZvjvnvû, বৈরুত : দারুল ফিকির, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮১খৃ. / ১৪০১হি. পৃ. ৩৪০)

২৫. মুহাম্মদ আব্দুল 'আযীয আল খাওলী, wgdZvû¤m mbvn, মিসর : আল মাতবা'আতুল -'আরাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৩৪৭/১৯৬১, পৃ. ২৩

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৭. (الغرز) এর একবচন غرز -এর অর্থ চামড়া অথবা কাঠের তৈরী উষ্ট্রের ওপরের পালান। কারও কারও মতে যে কোন প্রকারের পালানকে গারয বলে। যেমন, জন্তুর পিঠে বাঁধা سرج তথা গদিকে 'আরবীতে ركاب বলা হয় إذا نشأت بحرية' (اى سحابة بحرية) فتشاءمت فتلك عين غديقة (اى كثيرة الماء) যখন সাগরীয় ঝড় বৃষ্টি হয় এবং তাতে গর্তের সৃষ্টি হয় তবে ওটা অধিক পানির নহর। (বিস্তারিত দ্র.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪)

২৮. মালেক ইবন আনাস, তাহকীক, মুহাম্মাদ মোস্তফা আল আ'জামী, Avj glqvËv, মুয়স্‌সাসাতু যায়েদ ইবন সুলতান আল নাহিয়ান, ২০০৪খৃ. / ১৪২৫ হি., হাদীস নং ৩৩৫০

ইমাম মালিক (র.) এর জীবদ্দশায় মুওয়াত্তাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেগুলোতে মুওয়াত্তার হাদীসগুলোর তাখরীজ করা হয় এবং তাতে উল্লিখিত মুনকাতি‘ হাদীস সমূহের মুত্তাসিল সনদ বর্ণিত হয়; এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ইবন আবী যি’ব, ইবন ‘উয়ায়নাহ, সাওরী প্রমুখ মুহাদ্দিসের গ্রন্থ। ইমাম মালিক (র.) যে সকল শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এ সকল মুহাদ্দিসও সে সকল শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন ।

(عدد احاديث موطا) glqvËvq DwjøwLZ nv‘x‡mi msL¨v

Bebůj-ûeve উল্লেখ করেছেন, ইমাম মালিক (র.) এক লক্ষ হাদীস বর্ণনা করেছেন । তন্মধ্যে থেকে তিনি মুওয়াত্তা গ্রন্থে দশ হাজার হাদীস সন্নিবেশ করেছেন। অতঃপর তিনি এ হাদীসগুলোকে কিতাব ও সুন্নাহ এবং অন্যান্য হাদীসের সাথে যাচাই-বাছাই করতে থাকেন এবং পরিশেষে ৫০০টি হাদীস এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।[২৯]

Avj-Avenvix Ave eKi (i.) e‡jb, নবী কারীম (সা.), সাহাবী এবং তাবি‘ঈগণ থেকে বর্ণিত মুওয়াত্তা গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যা সর্বসাকুল্য ১৭২০টি। এগুলোর মধ্যে ৬০০টি হাদীস মুত্তাসাল সনদযুক্ত। মুরসাল হাদীসের সংখ্যা ২২৮টি। মাওকুফ হাদীস ৬১৩টি এবং তাবি‘ঈগণের বাণীর সংখ্যা ২৮৫টি।[৩০]

Bgvg mqZx (i.) তাঁর তাকবীর গ্রন্থে ইবন হাযম (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মালিক (র.) এর এবং সুফিয়ান ইবন ‘উয়ায়নাহ সংকলিত মুওয়াত্তার হাদীস গণনা করেছি। আমি উভয়গ্রন্থে মুত্তাসিল সনদে মারফূ ‘হাদীসের সংখ্যা পেয়েছি তিন শতটি (৩০০)। এগুলোর মধ্য থেকে খোদ ইমাম মালিক (র.) সত্তরের (৭০) উর্ধ্বে কিছু হাদীসের ওপর ‘আমল করা ত্যাগ করেছেন। আর এতে কিছু কিছু য‘ঈফ হাদীস রয়েছে।[৩১]

ইমাম সূয়ূতী (র.) যে বর্ণনার উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম আবহারী (র.) যে মতামত পেশ করেছেন এ দু’টির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা মুওয়াত্তা গ্রন্থটি অনেক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর কোনটিতে কিছু বেশি এবং কোনটিতে কিছু কম হাদীসের উল্লেখ আছে।

উপরে ইবনুল হুবাবের সূত্রে উল্লিখিত ইমাম সুয়ূতীর উদ্ধৃতি হতে জানা গিয়েছে যে, ইমাম মালিক দশ হাজার হাদীস হতে যাচাই-বাছাই করে মাত্র পাঁচশত হাদীস তাঁর গ্রন্থে রেখেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘মুওয়াত্তা’ গ্রন্থে মোট কতটি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে, তা এই উদ্ধৃতি হতে জানা যায় না। এই সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতীর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হতে নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় । তিনি আবূ বকর আল-আবহারীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন,

جملة مافى الموطا من الاثار عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين الف وسبعما ئة وعشرون حديثا- (المسند)

মুওয়াত্তা গ্রন্থে রাসূলে কারীম (সা.), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে‘ঈন হতে বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা হচ্ছে (১৭২০) এক হাজার সাত শত বিশটি।[৩২]

২৯. মুহাম্মদ আব্দুল ‘আযীয আল খাওলী, wgdZvûm mbvn, (মিসর : আল মাতবা’আতুল -‘আরাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৩৪৭/১৯৬১) পৃ. ২৪

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩২. মুহাম্মদ আবূ যাহু, Avj-nv‘xm Iqvj-gnvÏxmb, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল ‘আরাবী ১৪০৪/১৯৮৪, পৃ. ২৪৮, ২৪৯

এর মধ্যে সঠিকরূপে সনদযুক্ত (المسند) হাদীস হচ্ছে মাত্র (৩০০) তিনশত, 'মুরসাল' হাদীস হচ্ছে ২২২ টি, 'মওকুফ' হচ্ছে ৬১৬ টি এবং তাবেঈদের উক্তি হচ্ছে ২৮৫টি। ইমাম ইবনে হাযম (র.) বলেছেন,
احصيت ما فى موطاء ملك فوجدت فيه من المسند خمسمائة ونيفا وفيه ثلثمائة ونيف مرسلا وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها۔
আমি 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থের হাদীসসমূহ গণনা করেছি। ফলে এতে আমি পেয়েছি 'মুসনাদ' হাদীস পাঁচ শতের (৫০০) কিছু বেশি আর প্রায় তিন শত (৩০০) হাদীস 'মুরসাল'। এতদ্ব্যতীত উহাতে প্রায় সত্তরটি (৭০) হাদীস এমনও আছে, যার অনুসরণ করা ইমাম মালিক (র.) পরিহার করেছিলেন।[৩৩]

'মুওয়াত্তা' গ্রন্থের নোসখা অসংখ্য। তন্মধ্যে তিন শত (৩০০) 'নোসখা' অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এ নোসখাসমূহে সন্নিবেশিত হাদীসের সংখ্যায় যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কোনটিতে অপেক্ষাকৃত বেশি, আর কোনটিতে কম হাদীস রয়েছে। ইমাম সূয়ূতী এর তিনটি নোসখার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ।
নোসখা তিনটি হল,

1. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া লাইসী আন্দালুসীকৃত নোসখা, তিনি ইমাম মালিক (র.) এর নিকট হতে সরাসরিভাবে শেষ তিনটি অধ্যায় বাদে সম্পূর্ণ 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থ শ্রবণ করেছেন।

2. আবূ মুসয়িব আহমদ ইবনে আবূ বকর আল কাসিম কৃত, তিনি মদীনার বিচারপতি ছিলেন এবং তাঁর তৈরি করা নোসখাই ইমাম মালিক (র.) কে সর্বশেষে শুনানো হয়। এতে অপর নোসখার তুলনায় প্রায় একশতটি হাদীস বেশি রয়েছে।

3. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শায়বানী কৃত, তিনি যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর নিকট ইলমে ফিকাহ শিক্ষা করেছেন, অনুরূপভাবে ইমাম মালিক (র.) এর নিকট হতে তিনি হাদীসও শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।[৩৪]

روايات الموطأ Av¨j gIqvËvi wewfb eYbv

কাযী 'আয়্যায[৩৫] (র.) বলেন, আল মুওয়াত্তা গ্রন্থের প্রসিদ্ধ নুসখার (পাণ্ডুলিপির) সংখ্যা প্রায় বিশটি। কেউ কেউ এর সংখ্যা ত্রিশটি বলে উল্লেখ করেছেন । শায়খ 'আব্দুল 'আযীয দিহলভী (র.) (মৃত ১১৩৯ হিজরী) ফারসী ভাষায় রচিত তাঁর বুসতানুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে বলেন, এর প্রতিটি নুসখাহ এক এক জন বিশেষ রাবী থেকে বর্ণিত। আবুল-কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন হুসায়ন আশ-শাফি'ঈ বলেন, ইমাম মালিক (র.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মুওয়াত্তার নুসখাহ সংখ্যা হচ্ছে ১১টি। এগুলোর অর্থগত পার্থক্য কাছাকাছি। মুওয়াত্তার এসব নুসখার মধ্যে ৪টি প্রচলিত । আর তা হচ্ছে, মুওয়াত্তা ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, মুওয়াত্তা ইবন বুকায়র, মুওয়াত্তা আবী মস'আব এবং মুওয়াত্তা ইবন ওয়াহাব। পরবর্তী পর্যায়ে শেষে বর্ণিত মুওয়াত্তা দু'টির ব্যবহার হ্রাস পেয়ে যায়। মুওয়াত্তার বর্ণনা সমূহের মধ্যে কোনটিতে কিছু কিছু হাদীস পূর্বে বর্ণিত

---

৩৩. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ূতী, gKvÏvgvZ Zvbexiæj nvIqvwjK kiwnj gIqvËv Bgvg মালিক, মিসর : আল মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৮৯হি./১৯৬৯ পৃ. ৭

৩৪. মুহাম্মদ আবূ যাহু, Avj-nv'xm Iqvj-gnvÏxmb, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল 'আরাবী, ১৪০৪/১৯৮৪, পৃ. ২৫০

৩৫. আবু'ল-ফযল 'আয়্যায ইব্ন মূসা আল-ইয়াহসুবী আস-সাবতী (৪৭৬/৫৪৪ হি.) আল-মালিকী একজন হাফিয, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুফাসসির এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি আবূ 'আমরুন আন্দালুস থেকে মরক্কোর ফার্স শহরে আগমন করে সাবতাহ শহরে বসবাস করেন। তিনি আবূ 'আলী আল-গাসসানীর নিকট ২২ বছর যাবৎ অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রচুর। তন্মধ্যে الشفاء، مشارق الأنوار، إكمال المعلم ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। (বিস্তারিত দ্র: শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, wmqviæ AvÔjvwgÕb-bevjv, বৈরুত : মুয়স্সাতুর রিসালাহ, একাদশ সংস্করণ ১৯৯৬/১৪১৭হি. ২০তম খণ্ড, পৃ. ২১২-২১৮; kvhvivZÕh-hvnve, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৩৯; খতীব আত তাবরিজী, Avj-BKgvj, কুতবখানা রশিদিয়া তা.বি পৃ. ১২৬-১২৭)।

হয়েছে, কোনটিতে সে সব হাদীস পরে বর্ণিত হয়েছে । আবার কোন নুসখায় অধিক সংখ্যক হাদীস আছে এবং কোনটিতে কম হাদীসের উল্লেখ আছে। আবূ মুসআবের নুসখাটিতে সর্বাধিক হাদীসের উল্লেখ আছে। ইবন হাযম (র.) এর বক্তব্যানুসারে এতে অন্যান্য মুওয়াত্তার তুলনায় অধিক হাদীসের সংখ্যা একশতটি। ‘আব্দুল-‘আযীয আল-খুলীর মতে ইমাম মুহাম্মদ ইবনু’ল-হাসান (র.) বর্ণিত মুওয়াত্তা গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত।

شروح الموطا ومختصراته (Avj-gIqvËvi e¨vL¨v I msw¶ß Mšmgn)

যারা আল-মুওয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন,

১. আবূ মারওয়ান ইবন ‘আব্দিল- মালিক ইবন হাবীব আল মালিকী (মৃত ২৩৯ হিজরি)

২. হাফিয আবূ ওমর ইউসুফ ইবন ‘আব্দিল-বার (মৃত ৪৬২ হিজরি)। মুওয়াত্তার ওপর তিনি দু’টি গ্রন্থ রচনা করেন। একটির নাম التقصى لحديث المؤطأ, মুওয়াত্তার উপর রচিত তাঁর অপর গ্রন্থের নাম التمهيد لما في المؤطأ من المعانى والأسانيد, ইবন হাযম (র.) এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এটি ফিকহ ও হাদীস সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ, আমি এর সাদৃশ আর কোন গ্রন্থ আছে বলে জানি না।

৩. আবূ মুহাম্মদ ‘আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আন-নাহবী আল-বাতলীওসী (মৃত ৫২১ হিজরি) । তিনি মুওয়াত্তার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

৪. কাযী হাফিয আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনি‘ল ‘আরাবী আল মাগারিবী (র.) (মৃত ৫৪৬ হিজরি)। তিনি القبس নামে মুওয়াত্তার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে মুওয়াত্তার প্রশংসায় বলেন, ইসলামী শরী‘আতের ওপর এটিই সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ রচিত গ্রন্থ, কেননা এর অনুরূপ আর কোন গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। ইমাম মালিক (র.) তাঁর এ গ্রন্থটিকে শরী‘আতের ফুরু‘আতের (শাখা-প্রশাখা) জন্য উসূল বা মৌলিক নীতিমালা হিসেবে প্রস্তুত করেছেন। তিনি এতে উসূলু‘ল-ফিকহ-এর এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে পাঠকগণকে অবহিত করেছেন যেগুলোর ওপর উসূলুল-ফিকহ এর ফুরুআত(শাখা-প্রশাখা) নির্ভরশীল।

৫. জালালুদ্দীন ‘আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরি)। তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম كشف الغطى في شرح المؤطأ তিনি তাঁর বিস্তৃত এ শরাহ গ্রন্থটিকে সংক্ষেপ করে تنوير الحوالك নামে আর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ শরাহ গ্রন্থটি মূল কিতাবসহ হরকতযুক্ত অবস্থায় ছোট ছোট ৩ খণ্ড মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৬. মুহাম্মদ ইবন ‘আব্দিল-বাকী আয-যারকানী আল-মিসরী আল-মালিকী (মৃত ১০১৪ হিজরি)। তিনি বিস্তারিত আকারে এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ৩ খণ্ডে সমাপ্ত।

৭. শায়খ ওয়ালিয়্যুল্লাহ আল-মুহাদ্দিস আল-হানাফী আদ-দিহলুভী কুতুবুদ্দীন আহমদ ইবন ‘আব্দির রহীম (মৃত ১১৭৬ হিজরি)। তিনি মুওয়াত্তার দু’টি শরাহ গ্রন্থ রচনা করেন। একটি ফার্সী ভাষায় রচিত, যার নাম المصفى ; তিনি এতে হাদীস এবং আসার সমূহের সনদ পরিত্যাগ করেন এবং মালিক (র.) এর কাওল এবং তাঁর কিছু কিছু অলংকারিক বর্ণনাও পরিহার করেন। শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র.) তাঁর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থে মুজতাহিদগণের মতামতের ন্যায় তাঁর মতামত ব্যক্তি করেন। তাঁর অপর শরাহ গ্রন্থটি ‘আরবি ভাষায় প্রণীত । তিনি এর নামকরণ করেন المسوى ; তিনি এতে বিভিন্ন মাযহাবের মতপার্থক্য, দুর্বোধ্য অংশের ব্যাখ্যা এবং অতি প্রয়োজনীয় দিক সমূহের উল্লেখ করেছেন।

৮. শায়খ ‘আলী আল-কারী আল-হারভী আল-মাক্কী (মৃত ১১২২ হিজরি)। তার ব্যাখ্যা গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে রচিত এবং অতি উত্তম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও সুন্দর সুন্দর অভিনব বিষয় সম্বলিত । তবে রাবীগণের সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা বেশ কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত নয়।

৯. ‘আব্দুল-হাই ইবন মুহাম্মদ আল-হিন্দী (লক্ষ্ণৌবী) (র.) (মৃত ১২২৪ হিজরি)। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আল-মুওয়াত্তার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তার নামকরণ করেন التعليق الممجد على مؤطأ الإمام محمد

2. Bgvg gnv¤§v‘ Beb B‘ixm Avj-kvwdC

ফিক্‌হ ও হাদীসশাস্ত্রের আলিমদের মধ্যে ইমাম এক অনন্যব্যক্তি। নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি, মাসআলার প্রমাণ উপস্থাপনে দক্ষতা, ভাষাজ্ঞানে পারদর্শিতা, মধুর বর্ণনাশৈলী, এরূপ একাধিক গুণ তিনি গুণান্বিত। তিনি শাফি’ঈ মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। ফিক্‌হশাস্ত্রের একজন উচুস্তরের ইমাম হিসেবে তিনি সর্বমহলে স্বীকৃত। একই সাথে হাদীসের খিদমতেও তাঁর অবদান অপরিসীম।

Rb¥ I esk cwiPq

আল-ইমাম আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস ইবনিল-আব্বাস ইবন ‘উছমান ইবন শাফি ইবনি’স-সা’ইব ইবন ‘উবায়দ ইবন ‘আবদ য়াযীদ ইবন হাশিম ইবনি‘ল-মুত্তালিব ইবন ‘আবদ মান্নাফ[৩৬] । আহলু’স-সুন্নাত-এর চার ইমামের অন্যতম এবং শাফি’ঈ মতাবলম্বিগণের ফিকহী মাযহাব তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর বংশতালিকা ‘আবদ মান্নাফ-এ গিয়া রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে মিলিত হয়। ইমাম শাফি’ঈ (র.)-এর পূর্বপুরুষের মধ্যে আস-সাইব ইবন ‘উবায়দ বদর যুদ্ধে (দ্র.) কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধ করা অবস্থায় মুসলমানগণের হাতে বন্দী হন[৩৭]।

ইমাম শাফি’ঈ (র.) ১৫০/৭৬৭ সালে গাযা (ফিলিস্তীন) মতান্তরে ‘আসকালান-এ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি ইয়াতিম হন। তাঁর মাতার নাম ছিল ফাতিমা বিনত ‘উবায়দিল্লাহ ইবনিল হাসান ইবনিল-হুসায়ন ইবন ‘আলী ইবন আবী তালিব[৩৮]। তিনি স্বীয় পুত্র শাফি’ঈ (র.) কে দুই বৎসর বয়সে মক্কা মুকাররামায় নিয়ে যান। সেখানে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পুনরায় যখন তিনি সেখানে গমন করেন তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। তখন হতে তিনি নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে মক্কা মুকাররমায় বসবাস শুরু করেন। তাঁর প্রাথমিক জীবন অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যে অতিবাহিত হলেও বিদ্যা অর্জনের আগ্রহ কখনও স্তিমিত হয়ে পড়েনি ।

wkÿv Rxeb

সাত বছর বয়সেই তিনি কুর‘আন কারীম মুখস্ত করে ফেলেন। দশ বৎসর বয়সে ইমাম মালিক (র.)-এর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থ মুখস্থ করেন। পনের বৎসর বয়সে তিনি ফাতাওয়া দেওয়ার অনুমতি লাভ করেন। ইমাম শাফি’ঈ (র.) জীবনের বিরাট একটি অংশ বেদুঈন গোত্রের সাথে অতিবাহিত করেন। এজন্য আরবীতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেন এবং ভাষার উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রন লাভ করেন। আল-আসমাঈ এর ন্যায় ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতকে ইমাম শাফি’ঈ (র.)-এর ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায়। আল-আসমাঈ ইমাম শাফি’ঈ (র.)এর নিকট আশআরুল-হুযালিয়্যীন ও দীওয়ানুশ-শানফারা অধ্যয়ন করেন।

---

[৩৬]. মানাকিবু‘শ-শাফি‘ঈ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪

[৩৭]. জামহারাতু আন- সাবিল-‘আরাব, পৃ. ৭৩; জাওয়ামিউস-সীরা, পৃ. ১৪৯

[৩৮]. মানাকিবুশ-শাফিঈ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫

তিনি বিশ বছর বয়সে এবং আল-বায়হাকী এর বর্ণনামতে তের বৎসর বয়সে ইমাম মালিক ইবন আনাস (মৃ. ১৭৯/৭৯৬)-এর নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির হন এবং তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত মদীনায় থেকে তাঁর নিকট মুওয়াত্তা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইমাম মালিক (র.)-এর ইনতিকালের পর তিনি মক্কা মুকাররমা চলে আসেন ।

তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রেও প্রতি গভীর মনঃসংযোগ পূর্বক উভয় শাস্ত্রে ক্রমশ দক্ষ হয়ে উঠেন। তিনি সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (মৃ.১৯৮হি./৮১৪খ্রি.) মুসলিম ইবন খালিদ আল- যাঞ্জী (মৃ.১৭৯হি./৭৯৫খ্রি.) আমর ইবন দীনার ও ইবন জুরাইজের নিকট হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন। ইমাম শাফি'ঈ যুবক বয়সেই খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেন। এ বয়সে তাঁর জ্ঞান, যুক্তি প্রয়োগ ও বড় বড় মনীষীদের যুক্তি খণ্ডন ক্ষমতা দেখে বিদ্বানগণে হতবাক হয়ে যেত। কুরআনের আয়াত ও হাদীসের নাসিখ (ناسخ) (অর্থাৎ বাতিলকারী) ও মানসুখ (منسوخ) (অর্থাৎ বাতিল হয়ে গিয়েছে এমন) বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈর জ্ঞান ছিল অগাধ। একই সাথে তা'আরুজ (تعارض) (অর্থাৎ দ্বন্দ্ব) নিরসনেও তিনি ছিলেন পরিপক্ক।

ইমাম শাফিঈর শাইখ (উস্তাদ) সুফিয়ান ইবন ওয়ায়নার জীবদ্দশায়ও লোকেরা শিক্ষা মজলিসে এসে ইমাম শাফি'ঈর নিকট থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতেন। হাদীস বিষয়ে তাঁর জ্ঞান মক্কাবাসীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। সুতরাং মক্কাবাসী ইমাম শাফিঈকে "নাসিরুল হাদীস" (ناصرالحديث) নামে অভিহিত করেন[৩৯]। শাখই সুফিয়ান ইবন ওয়ায়নার শিক্ষা মজলিসে একদা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় তিনি অন্যান্য লোকদের উদ্দেশ্যে ইমাম শাফিঈর প্রতিভার মূল্যায়ন পূর্বক বলেন,[৪০]
مارئيت احدا أ فقه في كتاب الله من هذا الفتى
আল্লাাহর কিতাব সম্পর্কে এই যুবকের চেয়ে বেশি জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখি নি।

KgRxeb

ইমাম শাফি'ঈ (র.) মক্কায় অবস্থান কালে আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ফিকহ ও হাদীস এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। ঘটনাক্রমে তখন ইয়ামান-এর শাসনকর্তা হিজায আগমন করেছিলেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ইলমের গভীরতা ও সাহিত্যিক প্রবণতায় খুবই প্রভাবিত হন এবং তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-কে ইয়ামান-এর একটি সরকারী পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেন। কিন্তু স্থানীয় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফলে ইমাম শাফি'ঈ (র.) উক্ত পদে বেশি দিন অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন নি। বিরোধীগণ তাঁর প্রতি এই অভিযোগ আরোপ করেছিল যে, তিনি পর্দার অন্তরালে যায়দী খিলাফাত-এর দাবিদার ইয়াহইয়া ইবন আবদিল্লাহ-এর সাহায্যকারী। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে খলীফা হারুনুর-রাশীদ-এর সম্মুখে হাজির করা হয়। খলীফা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলীল-প্রমাণ শুনে তাঁকে বেকসুর সাব্যস্ত করে মুক্তি দান করেন (১৮৭/৮০৩)।

খলীফা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর সুন্দর বক্তৃতা ও ইলমের গভীরতায় দারুনভাবে প্রভাবিত হন। সেখানে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ–শায়বানী (মৃ. ১৮৯/৮০৫)-এর ন্যায় খ্যাতনামা হানাফী ফিকহবিদ ও মুহাদ্দিস-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর গ্রন্থসমূহ ইমাম শাফি'ঈ (র.) নিজের অধ্যয়নের জন্য নিজেই নকল করে নেন। এই 'ইলমী ও ফিকহী পরিবেশে শাফি'ঈ (র.) নিজের জন্য শারীআতের জ্ঞান লাভের পথ অবলম্বন করেন এবং ফিকহী মাসআলায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালন।

[৩৯] মুসনাদ আল-ইমাম আল- শাফি'ঈ, ভূমিকা (লেবানন, বৈরুত : দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যা, ১৯৮০) পৃ, ৩।
[৪০]. মুসনাদ আল ইমাম আলশাফি'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪

ইরাকী ফিকহবিদগণের সাথে ভাব বিনিময় এবং কোনও সময় বিতর্ক ইমাম শাফিঈ (র.)-এর চিন্তা ও কর্মে গভীর রেখাপাত করে।

তিনি ইরাকের ভুখণ্ডকে নিজের বসবাসের জন্য অনুপযোগী সাব্যস্ত করত ১৮৮/৮০৪ সালে হাররান ও শাম (সিরিয়া) হয়ে মক্কা মুকাররামায় চলে যান। এখানে প্রথম প্রথম ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রত্যাগমনকে স্বাগত জানানো হয়। বায়তুল্লাহ শরীফে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দান শুরু করেন এবং ফিকহের বিভিন্ন মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেন। এতে ছাত্রগণ খুবই প্রভাবিত হত, অবশ্য মালিকী মতাবলম্বী বহু লোক তাঁর প্রতি নিরাশ হয়, বরং তাঁর প্রতি ভিন্ন ধারণা পোষণ করে।

১৯৫/৮১০-৮১১ সালে তিনি বাগদাদ এসে বসবাস শুরু করেন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে একটি পাঠদান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি মিসরের নুতন শাসনকর্তা ‘আব্বাস ইবন মূসার পুত্র ‘আবদুল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ২৮ শাওয়াল, ১৯৮/২১ জুন, ৮১৪ সালে তিনি মিসর চলে যান। ফিতনা-ফাসাদের কারণে অতি শীঘ্রই তিনি সেখান হতে মক্কা মুকাররামায় চলে যান এবং ২০০/৮১৫-৮১৬ সালে মিসর প্রত্যাবর্তন করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

gZ¨

মিশরের ফুসতাত-এ তিনি রাজাব ২০৪ হি. শেষ তারিখ/ ২০ জানুয়ারি, ৮২০ সালে ইনতিকাল করেন এবং আল-মুকাততাম-এর পার্শ্বে বানূ ‘আবদিল-হাকামের ছাদযুক্ত যা কারাফা ই সুগরায় অবস্থিত সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। ইমাম শাফিঈ (র.) এর কবরের বিপরীত দিকে সুলতান সালাহুদদীন একটি বিশাল মাদরাসা নির্মাণ করিয়েছিলেন।[৪১] তাঁর কবরস্তানের গম্বুজ আল-মালিকুল-কামিল আয়্যবী ৬০৮/১২১১-১২১২ সালে নির্মাণ করেন। সর্বস্তরের জনগণ অত্যন্ত ভক্তিভরে এর যিয়ারাত করে থাকে।

Ávb M‡elYv

ইমাম শাফিঈ (র.) ফিকহী ইজতিহাদ ও হাদীস উভয়টিই আয়ত্ত করেন। তিনি শুধু সমসাময়িক কালের ফিকহী দলিল-প্রমাণের উপর পূর্ণ ব্যৎপত্তিই লাভ করেন নি, বরং স্বীয় গ্রন্থ আর-রিসালায় উসুল মৌল নীতিমালা ও ফিকহ-এর দলিল পেশ করার পন্থা সম্পর্কে গবেষণাধর্মী আলোচনা করেছেন। তাঁকে (সঠিকভাবেই) উসূল-ই ফিকহ (ফিকহ-এর মৌলনীতিমালা)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতি বলে মনে করা হয়। তিনি কিয়াস এর সুষ্ঠু নিয়মনীতি সৃষ্টি করতে মনস্থ করেন[৪২]। উসূল-ই ইসতিহসান এর প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ ছিল না। উসূল-ই ইসতিহসান সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, শাফিঈ মতাবলম্বী পরবর্তী আলিমগণ ওটাকে মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন[৪৩]। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মধ্যে দুইটি সৃষ্টিধর্মী সময় বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, পূর্ববর্তী (ইরাকী) সময় এবং পরবর্তী (মিসরী) সময়। এই উভয় সময়পর্বের কথা অধিকাংশই কিতাবুল-উম্ম-এ উপরন্তু শাফিঈ মতাবলম্বীদের বিভিন্ন গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়।

iPbvejx

তাঁর রচনাবলী কথোপকথনের ধারায় গ্রন্থিত। তিনি বিরোধিগণের মতামত খণ্ডনের সময় তাদের নামোল্লেখ করেন নাই। এ সকল রচনা তাঁর ছাত্র আর-রাবী ইবন সুলায়মান (মৃ. ২৭০/৮৮৪)- এর রিওয়ায়‘আতের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

---

[৪১]. ইবন জুবায়র, আর-রিহলা, পৃ. ৪৮

[৪২]. কিতাবুর-রিসালা, (কায়রো : ১৩২১ হিজরি) পৃ. ৬৬, ৭০

[৪৩]. Goldziher, Zahiriten, পৃ. ২০; ঐ লেখক, E. I., খণ্ড ২, ১০নং; Bergstrasser, Anfange and Charakter des juristischen Denkens in Islam, in Isl, ১৯২৪ খৃ., খণ্ড ১৪, পৃ. ৭৬ ও ৮০

ইমাম শাফিঈ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন নদীম তাঁর রচনাবলীর একটি তালিকা আল-ফিহরিস্ত গ্রন্থের ২১০ উল্লেখ করে বলেন, তিনি ১১২টি গ্রন্থ রচনা করেন[88]। এখানে তাঁর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের নাম তুলে ধরা হল,

১. কিতাব আল-উম্ম (كتاب الام)
২. কিতাবু ইখতিলাফিল ইরাকীয়ীন(كتاب اختلاف العراقين)
৩. কিতাব আল-মাবসূত ফিল-ফিক্‌হ (كتاب المبسوط فى الفقه)
৪. কিতাব ফাযায়িলি কুরাইশ (كتاب فضائل قريش)
৫. কিতাব আল-রিসালাহ (كتاب الرسالة)
৬. কিতাব ইখতিলাফ আল-হাদীস (كتاب اختلاف الحديث)
৭. কিতাব ইবতাল আল-ইসতিহসান (كتاب ابطال الاستحسان)
৮. কিতাব আল-হুদুদ (كتاب الحدود)
৯. কিতাব আল-মুরতাদ আল- কবীর (كتاب المرتد الكبير)
১০. কিতাব আল-মুরতাদ আল- ছগীর (كتاب المرتد الصغير
১১. কিতাব আহাকাম আল-কুরআন (كتاب احكام القران)
১২. কিতাব আল ইমামত (كتاب الامامة)
১৩. কিতাবু মাসআলতিল খানসা (كتاب مسئلة الخنثى)
১৪. কিতাব আল-রাদ্দ আলা মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান (كتاب الرد على محمد بن الحسن)
১৫. কিতাবু ইখতিলাফি মালিক ওয়া আল-শাফিঈ (كتاب اختلاف مالك الشا فعى)
১৬. কিতাবু অদাবু আল-কাযী (كتاب اداب القاضى)
১৭. মুসনাদ আল-ইমাম আল-শাফিঈ (مسند الامام الشا فعى)

ইমাম শাফিঈ একটি মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার কারণে সর্বমহলে উঁচুস্তরের ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ হিসেবে পরিচিত। তবে হাদীস সংগ্রহ ও হাদীস শিক্ষায় তাঁর অবদানর সর্বজনস্বীকৃত। তিনি হাদীসশাস্ত্রে বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। ফিকহ-এর মসআলার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার জন্য বহু সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেন। ফিক্‌হ বিষয়ক ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও অনেক হাদীস ইমাম শাফিঈর কতিপয় সুযোগ্য ছাত্র একত্রিত করে আল-মুসনদ নামে প্রকাশ করেন।

Avj gmbv' cwiwPwZ

বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে ইমাম শাফি'ঈর একাধিক মুসনদ প্রকাশিত হয়। বৈরুত থেকে দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ কর্তৃক ১৯৮০ সালে মুসনদ আল-ইমাম আশ-শাফি'ঈ নামে ৩৯২ পৃষ্ঠা সংবলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ২৭৮০ (দুই হাজার সাত শত আশি)। এতে কিতাবু আহকামিল কুরআন, ইসলামের পাঁচ ভিত্তি, কিতাবুল ইলম, কিতাবুর রিদা (মাতৃদুগ্ধ পান) কিতাবুত তালাক, কিতাবুল বুয়ু (বেচাকেনা), কিতাবু ইশরাতিন নিসা (নারীর সাথে আচরণ) ইত্যাদিসহ সর্বমোট ৬৯টি অধ্যায় রয়েছে। ইমাম শাফিঈ স্বীয় উস্তাদ ইমাম মালিক থেকে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেন। এছাড়া তিনি সুফিয়ান ইবন উয়ায়না, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ, মুসলিম ইবন খালিদ, ইবন জুরাইজ প্রমুখ রাবীগণের নিকট থেকে বর্ণনা করেন।

---

[88]. ইবন নদীম, Avj-wdnwi¯Í, (বৈরুত: মকতাবাতু খায়্যাত, ১৯৭২) পৃ. ২১০

3. Bgvg Avng‘ Beb nv¤j

বাগদাদের খ্যাতনামা আলিম ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল (র.) ইলমে হাদীসে এক অনন্য সাধারন ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ও সুদক্ষ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ, ফিক্হ শাস্ত্রবিদ, লেখক এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। এ ছাড়া ধর্মভীরু, সূফী, সর্বোপরি বিচক্ষণ ও সুদক্ষ শিক্ষক হিসেবে তিনি আলিম সমাজের নিকট বিপুলভাবে সমাদৃত। হাম্বলী মযহাবের পতিষ্ঠাতা হিসেবে সাধারণ জনসমাজে তিনি প্রধানতঃ ফিক্হ শাস্ত্রের ইমাম হিসেবে পরিচিত হলেও হাদীস পঠন-পাঠনসহ হাদীস সংকলনের ইতিহাসেও তাঁর অবদান অপরিসীম।

Rb¥ I esk cwiPq

তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি শাইখুল ইসলাম ও ইমামুসসুন্না, বংশগত পরিচয় শায়বানী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হচ্ছে, আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল ইবন হেলাল ইবন আসাদ ইবন ইদরীস ইবন আবদুল্লাহ ইবন হায়য়ান ইবন আবদুল্লাহ ইবন আনাস ইবন অওফা ইবন কাসিত ইবন মাযিন ইবন শাইবান। শাইবান গোত্রে তাঁর জন্ম। বংশগতভাবে তিনি আরব। তাঁর পিতামাতা মার্ভের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর মাতা তাঁকে গর্ভে ধারণ করে মারভ শহর থেকে যাত্রা করেন এবং ১৬৪ হিজরি সালে বাগদাদে গিয়ে তাঁকে প্রসব করেন।[৪৫] তাঁর দাদা হাম্বল উমাইয়া শাসনামলে খোরাসানের সারখাস অঞ্চলের আমীর ছিলেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ ছিলেন একজন বীর সৈনিক[৪৬] ।

wk¶v vRxeb

বালক আহমদ ইবন হাম্বলের বয়স যখন তিন বৎসর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এতিম বালক আহমদ ইবন হাম্বলের লালন পালন ও শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব তাঁর মাতার উপর আবর্তিত হয়। তিনি মাতার তত্তাবধানে থেকে শৈশবেই পবিত্র কুরআন হিফয করেন। ৭ বৎসর বয়স থেকেই তিনি হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। এ সময় বাগদাদ নগরী ছিল পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ নগরী। এ নগরী তখন বহু জ্ঞানী, গুণী, ফকীহ ও হাদীসশাস্ত্রবিদ দ্বারা ভরপুর ছিল । সুতরাং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের নিকট কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জন খুবই সহজলভ্য ছিল। আর তিনিও কৈশোরোত্তীর্ণ হতে না হতেই আরবী ভাষাও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনে হয়ে উঠেন নিবেদিত প্রাণ[৪৭]। হাদীস শিক্ষার প্রারম্ভে তিনি বাগদাদের প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ হাফিয হুশাইম ইবন বশীর ওয়াসিতী (মৃ.১৮৩হি.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হাফিয হুশাইম ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (র.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (র.) এর বর্ণনাসমূহের উপর প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী। বালক আহমদ ইবন হাম্বল একাগ্রচিত্তে চার বৎসর তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। হাফিয হুশাইমের মুত্যুর পর তিনি বাগদাদ ছেড়ে হাদীস ও ফিক্হচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ অন্যান্য দেশে সফর শুরু করেন। এ পর্যায়ে তিনি ইয়ামান, কুফা, বসরা, রায়, মক্কা, মদীনা ও সিরিয়া ইত্যাদি দেশে গমনপূর্বক খ্যাতনামা উস্তাদদের নিকট লেখাপড়া করেন।[৪৮]

wk¶v Ke›‘

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাঁর শিক্ষা জীবনে অনেক প্রথিতযশা শাইখের সান্নিধ্য অর্জন করেন। তাঁর শাইখগণের মধ্যে ইমাম ওয়াকী ইবনুল জবরাহ (র.) (মৃ. ১৯৬ হি./৮১২খ্রি.), ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র.) (মৃ. ১৮২ হি./৭৯৮খ্রি.), ইমাম বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল আল-বছরী (র.) (মৃ. ১৮৬

---

[৪৫]. ইবন হাজার ‘আসকালানী, ZvnhxeÔZ-Zvnhxe, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭-৯৮; wmqvi æ AvÔjvwgÔb-bevjv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৭৯

[৪৬]. আবদুল গণী আদ-দকর, Avng‘ Beb nv¤j, (দামেশ্ক : দারুল কলম, ১৯৮৮), পৃ.৬-১৮

[৪৭]. মন্না খলীল আল-কততান, ZvixL AvZ- Zvkixô Avj-Bmjvgx, (বৈরুত : মুয়াস্সাসা আর-রিসালা, ১৯৯২),পৃ. ৩১৫,৩১৬

[৪৮]. মুহসিন আত-তুরকী, ড. আবদুল্লাহ ইবন আবদুল, Dmj ghnwej Bgvg Avng‘,(রিয়াদ : মকতাবা রিয়াদ আল-হাদীস, ১৯৭৭),পৃ. ৩৪

হি./৮০২খ্রি.), ইমাম মুতামির ইবন সুলাইমান (র.) (মৃ. ১৮৭ হি./৮০৩খ্রি.), ইমাম সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র.) (মৃ. ১৯৮ হি./৮১৪ খ্রি.), শাইখ আববাদ ইবন আব্বাদ (র.) (মৃ. ১৮১ হি./৭৮৯খ্রি.), ইমাম ইয়াহয়া ইবন আবী যায়ীদা (র.) (মৃ. ১৮২ হি./৭৯৮ খ্রি.), ইমাম ইবরাহীম ইবন সাদ আল-আসলামী (রহ.) (মৃ. ১৮৪ হি./৮০০ খ্রি.), শাইখ জারীর ইবন আবদিল হামীদ (র.) (মৃ. ১৮৮ হি./৮০৪ খ্রি.), শাইখ য়াযীদ ইবন হারুন (র.) (মৃ. ২০৬ হি./৮২২ খ্রি.), শাইখ ইসমাঈল ইবন উলাইয়া (র.) (মৃ. ১৯৩ হি./৮০৬ খ্রি.), ইমাম আবদুর রহমান ইবন মাহদী (র.) (মৃ. ১৯৫ হি./৮১১ খ্রি.), শাইখ মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আল শাফি'ঈ (র.) (মৃ. ২০৪হি./৮১৯ খ্রি.), ইমাম ইয়াহায়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (র.) (মৃ. ১৯৮ হি./৮১৩ খ্রি.), ইমাম আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র.) (মৃ. ১৯৯ হি./৮১৫ খ্রি.), ইমাম আবু দাউদ আল-তায়ালীসী (র.) (মৃ. ২০৪ হি./৮২০ খ্রি.), বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৯]

mdi

প্রথমে তিনি ইমাম আবু ইউসুফের মজলিসে শরীক হতে শুরু করেন । পরে হিজরি ১৮৭ সনে তিনি হাদীস শিক্ষায় গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম জাহানের সবকটি শহর ও অঞ্চল সফর করেন।

প্রথমে বাগদাদের মুহাদ্দিসদের নিকট হতেই তিনি হাদীস শিক্ষা করতে শুরু করেন। এ পর্যায়ে তাঁর হাদীসের উস্তাদ হচ্ছেন হুশাইম ইবনে বশীর ইবনে আবু হাযেম (মৃ. ১৮৩ হিজরি)। তাঁর খিদমতে তিনি একাধিক্রমে চার বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করেন ১৬ বৎসর বয়স হতে ২০ বৎসর পর্যন্ত (১৭৯-১৮৩)। এই সময়ে তিনি বাগদাদের অপর একজন মুহাদ্দিস উমাইর ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে খালিদ হতে যথেষ্ট সংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী ও আবূ বকর ইবনে আইয়াশ নামক অপর দুইজন মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শিখেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৬ হিজরি সনে তিনি হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেন। প্রথমে বসরা গমন করেন, তারপর হিজায উপস্থিত হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইয়েমেন ও কূফা শহরে তিনি পরপর পাঁচবার উপস্থিত হন। কোন কোন বার তথায় তিনি ক্রমাগতভাবে তিন চার মাস করে অবস্থান করেন। হিজাযেও তিনি পাঁচবার গমন করেছেন। বিদেশে এসব সফরের মুলে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করা।

nv'xm msMn

ইমাম আহমদ হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের অভিযানে প্রথম হতেই একটি নীতি পালন করে চলতেন। তা হচ্ছে হাদীস শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে লিখে নেয়া। তিনি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করতেন না। বরং যাই শুনতে পেতেন তাই কাগজের উপর লিখে নেয়া ছিল তাঁর স্থায়ীভাবে অনুসৃত নীতি। তাঁর শ্রুত হাদীসসমূহ তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্তই থাকত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোন হাদীস স্বীয় পাণ্ডুলিপি না দেখে কখনো বর্ননা করতেন না । কেউ কোন হাদীস সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলে তা স্মরণ ও মুখস্ত থাকা সত্ত্বেও স্বীয় কিতাবে এটার সন্ধান করতেন ও তা সম্মুখে পড়ে শুনাতেন । তিনি যখন কাউকে হাদীস লিখাতেন তখন হাদীস লিখিত হওয়ার পর তাঁকে বলতেন, যা লিখেছ তা পড়ে শুনাও । এর মূল লক্ষ্য থাকত যে, হাদীসের ভাষা ও শব্দে যেন কোনরূপ পার্থক্য হতে না পারে ।

---

[৪৯]. আবদুল গণী আদ দকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮৩। রসূল সায়ীদী, গোলাম, ZvhwKivZj gnv‡Ïmxb, (লাহোর : ফরীদ বুক স্টল, ১৯৭৭) পৃ. ৯৮

QvÎe›‘

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এতই প্রতিভাবান ছিলেন যে যৌবনকালেই তাঁর প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে। পরিণত বয়সে তিনি একাধারে মুহাদ্দিস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ হিসেবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। পাশাপাশি আরবী ভাষাতত্ত্ব ও তাফসীর শাস্ত্রেও তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে সমাদৃত হন। চল্লিশ বৎসর থেকেই তিনি নিয়মিত শিক্ষা মজলিসে পাঠদান আরম্ভ করেন। তাঁর শিক্ষার মজলিস ছিল খুবই জনপ্রিয়। সিহাহ সিত্তার প্রথম দুই সংকলক বিশ্ববরেণ্য হাদীসবিদ ইমাম বুখারী (র.) (মৃ. ২৫৬ হি./৮৭০ খ্রি.), ও ইমাম মুসলিম (র.) (মৃ. ২৬১ হি./৮৭৫ খ্রি.), উভয়েই ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সমসাময়িক হয়েও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়ত করেন। আবু ওবাইদা বলেন- আমি ইমাম আবু ইউসুফ (র.) (মৃ. ১৮২হি./৭৯৮ খ্রি.), ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান শাইবানী (র.) (মৃ. ১৮৯ হি./৮০৫ খ্রি.), ইয়াহায়া ইবন সায়ীদ ও আবদুর রহমান ইবন মাহদী প্রমুখ শাইখদের শিক্ষার মজলিসে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের শিক্ষার মজলিসই আমার চিত্তকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে।

দূর- দূরান্তে তাঁর সুনাম ছাড়িয়ে পড়ার পর এ শিক্ষা মজলিসের আকর্ষণে অসংখ্য ছাত্র আসে। ফলতঃ তাঁর শিক্ষা মজলিসে ছাত্রদের ভিড় লেগেই থাকাত। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর আল-আছরাম (র.) (মৃ. ২৬১ হি./৮৭৪ খ্রি.), আল কিরমানী (র.) (মৃ. ২৮০ হি./৮৯৩ খ্রি.), আবদুল মালিক আল-মায়মুনী (র.) (মৃ. ২৭৪ হি./৮৮৭ খ্রি.), আবু যুরআ আল-দিমাশকী (র.) (মৃ. ২৮১ হি./৮৮৯৪ খ্রি.), বাকী ইবনুল মুখাল্লাদ, শাহীন ইবনুস সামীদ, আবুল কাসিম আল-বগরী, ইসহাক ইবন মনসুর আল কাওসাজ, মুসান্না ইবন জামি আল আনবরী, আলী ইবন সায়ীদ, আহমদ ইবনুল হাসান আল-তিরমিযী, আহমদ ইবন আবী উবাইদা, আহমাদ ইবন নসর, আহমদ ইবন ওয়াছিল আল-মুকরী, আহমদ ইবন হিশাম আল- ইন্তাকী, আহমদ ইবন ইয়াহয়া আল- হালওয়ানী ও আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল সায়িহ।[৫০]

nv‘xm eYbv I nv‘xmkv‡¯¿ Zvi ‘ÿZv

হাদীসবিদগণের একটি উত্তম দল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী এবং মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নায়সাপূরী, আবু দাউদ। তাঁর জীবনকালের শেষ প্রান্তে জ্ঞান ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল একজন দক্ষ ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাঁর জীবন ও সাধনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই তিনি ফিক্‌হ চর্চার চেয়ে হাদীসচর্চায় অধিক ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর শিক্ষার মাজলিস ছিল প্রধানত হাদীসকেন্দ্রিক। ফিক্‌হচর্চাকারীদের তুলনায় হাদীসচর্চাকারীরাই তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অধিক ভিড় জমাত। তিনি অসংখ্য হাদীসের হাফিয ছিলেন। শুধু তাই নয় অশুদ্ধ হাদীসের পার্থক্য বিচারেও তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন।

হাদীসের সূক্ষ্ম দোষ-গুণ বিচারশক্তি, রিজাল বা রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি ছিল তাঁর নখদর্পণে। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদির মূল্যায়ন করে যুগসেরা হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম বুখারী (রহ.)(মৃ.২৫৬হি./৮৭০ খ্রি.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)(মৃ.২৬১হি./৮৭৫ খ্রি.) উভয়েই ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সমসাময়িক হয়েও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়ত করেন। হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী না হলে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মতো সুবিজ্ঞ হাদীসবিদ তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করতে আগ্রহবোধ করতেন না। হাদীসশাস্ত্রে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি তিনি রাবী হিসেবেও বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযেযোগ্য ছিলেন। ইমাম নাসায়ী (রহ.)

---

[৫০]. আবদুল গনী আদ-দকর, cÖv¸³, পৃ. ৮৫-৯০। জিয়া উদ্দীন ইসলাহী, ZvhwKivZj gnwÏmxb, (আযমগড় : দারু মতবা'আ মা' আরিফ,১৯৬৮), পৃ. ১৩০

(মৃ.৩০৩ হি./৯১৫খ্রি.), হাফিয ইবন হাজার আসকলানী এঁরা সবাই একবাক্যে তাঁর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। খ্যাতনামা লেখক আত-তাবারী (মৃ.৩১০হি./৯২৩ খ্রি.), তাঁকে ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ হওয়ার তুলনায় হাদীস শাস্ত্রবিদ হিসেবে অধিক মূল্যায়ন করেন। এজন্য তিনি তাঁর ইখতিলাফ আল-ফুকাহা' গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের কোনো ফিকহী মাসায়িল আলোকপাত করেননি। যেমন তিনি বলেন।[৫১] انما هو رجل حد يث لارجل فقه তিনি হাদীসবিদ, ফিকহশাস্ত্রবিদ নন।

PwiwÎK ˆewkó¨

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নিরলস আধ্যাত্মিক সাধনা প্রমাণ করে যে, তিনি খুবই ধর্মভীরু ছিলেন। জামাতে নামায আদায় করা ছিল তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি দিনরাত একশ পঞ্চাশ থেকে তিনশ রাকাআত পর্যন্ত নফল নামায পড়তেন। তিনি ইশার নামাযের পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে বাকি রাত নামায ও কুরআন তেলাওয়াত করে কাটিয়ে দিতেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিল না। এতদসত্ত্বেও দরিদ্রদের দান করতেন অকাতরে।[৫২] পার্থিব সুখ ভোগে তিনি ছিলেন বড়ই নির্মোহ। আব্বাসী খলিফা আল মামুন, মুতাওয়াক্কিল তাঁরা প্রত্যেকেই ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলকে আরাম-আয়েশ ও বিত্ত-বৈভবের নানারূপ সুযোগ সুবিধা দানে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি খলিফা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাহচর্য লাভ করতে পছন্দ করতেন না মোটেও। সুতরাং তিনি খলিফাদের নিকট থেকে কোনোরূপ সাহায্য বা উপঢৌকন গ্রহণ থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে অভাবের মধ্যেই সাংসারিক জীবনযাপন করতে তিনি আনন্দবোধ করতেন বেশী। অনেক সময় তিনি এক গ্লাস পানিতে রুটি ভিজিয়ে লবণ মেখে খেয়ে নিতেন। মোটকথা, কোনো রকমে ক্ষিধা নিবারণ করেত পারলেই হল, এমনভাবেই তিনি আহার সমাপ্ত করতেন।[৫৩] খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও পোশাক পরিচ্ছেধে বিলাসিতা তাঁর পছন্দ ছিল না।

রাসূল (সা.) এর প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল বড়ই প্রবল। জীবনের প্রতিটি কর্মে তিনি সুন্নতের অনুসরণ কতেন। চলাফেরায় তিনি ছিলেন সরল সাদাসিধে। পার্থিব লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মঅহংকার এ সব থেকে তিনি ছিলেন একেবারে মুক্ত। তিনি আলিম সমাজের নিকট যেমন একজন বিজ্ঞ উস্তাদ হিসেবে সন্মানের পাত্র ছিলেন তেমনি সাধারণ জনগণের নিকটও খ্যাতনামা আধ্যাত্মিক সাধক ও উচুস্তরের ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিপুলভাবে পরিচিত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও আচার আচরণে তিনি ছিলেন নিতান্ত বিনয়ী। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন নির্জনতাপ্রিয়। কুরআন চিরন্তন[৫৪] (خَلْقُ القُرآن) মতের স্বীকৃতি প্রদানের প্রতি তাঁকে আহবান জানান হয়, কিন্তু তিনি এ আহবানে সাড়া দেননি। ফলে তিনি প্রহৃত ও বন্দী হন। তবুও তিনি এ মতের অস্বীকৃতির ওপর দৃঢ় থাকেন।[৫৫] এ ঘটনা খলীফা আল-মু'তাসিম-এর আমলে ২২০ হিজরি সালের রমযান মাসের শেষ দশকে সংঘটিত হয়েছিল। ইমাম আহমদ (র.) ছিলেন সুন্দর মুখমণ্ডল ও মধ্যম আকার-আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি মেহেন্দি দ্বারা খেযাব করতেন, লাল খেযাব করতেন না। তাঁর স্বল্প সংখ্যক দাঁড়ি কৃষ্ণ বর্ণের ছিল।[৫৬]

---

[৫১]. জিয়া উদ্দীন ইসলাহী, Cv¸ ³, পৃ. ১৫৭
[৫২]. জিয়া উদ্দীন ইসলাহী, Cv¸ ³, পৃ. ১২৯
[৫৩]. মহসীন ড. আব্দিল্লাহ ইবন আব্দিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭,৪৮
[৫৪]. 'আলী ইবনু'ল-মাদীনী বলেন, إن الله أيّد هذا الدِّينَ بابيْ بكر الصديق يوم الردة وباَحمد بن حنبل يوم المحنة
(দ্র. wmqvi‡ Avjwgb-bevjv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৯৬)
[৫৫]. ইবন হাজার 'আসকালানী, ZvnhxeZ-Zvnhxe, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০
[56]. wmqvi‡ Av©jwgb-bevjv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৮৪

B‡šÍKvj

ইমাম আহমদ ২৪১ হিজরির ২রা রবিউল আউয়াল বুধবার জ্বরে আক্রান্ত হন। অবশেষে ২৪১ হিজরি সালের রবি‘উল-আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জুমু‘আর দিবসের সূর্যোদয়ের পর মুহূর্তে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাগদাদ নগরীতে শোকের ছায়া নেমে আসে। বর্ণিত আছে যে, তাঁর জানাযায় আট লাখের অধিক পুরুষ ও ষাট হাজারেরও বেশি মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে বাবু হারব (باب حرب) গোরস্থানে দাফন করা হয়।[৫৭] তিনি দু'জন সম্ভ্রান্ত পুত্র সন্তান রেখে যান। একজনের নাম সালিহ (২০৩-২৬৬ হিজরি), তিনি ছিলেন ইস্পাহানের কাযী। অপরজনের নাম ‘আব্দুল্লাহ (২১৩-২৯০ হিজরি)। এ নাম অনুসারেই ইমাম আহমদ (র.)-এর কুনিয়্যাত ছিল আবূ ‘আব্দিল্লাহ।

Bgvg Avng‘ Beb nv¤j m¤ú‡K wewfb gbxwli gZvgZ

তিনি ইমাম শাফি‘ঈ (র.) এর শিষ্যগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর একান্ত অনুসারী। ইমাম শাফি‘ঈ (র.) এর মিসর যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করেন। Bgvg kwdôC (i.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,[৫৮] خرجت من بغداد وما خلّفْت بها أتقى ولا أفقّهَ من ابن حنبلٍ
“আমি বাগদাদ থেকে বের হয়ে পড়ি এবং তথায় ইবন হাম্বল (র.) থেকে অধিক মুত্তাকী এবং অধিক ফিকহশাস্ত্রবিদ আর কাউকে ছেড়ে আসিনি।”

Bgvg Ave ‘vD‘ e‡jb, “আমি দুশত মনীষি মাশায়েখকে দেখেছি, কিন্তু আহমদ ইবন হাম্বল (র.) এর ন্যায় কাউকেও দেখিনি”।

Avng‘ ‘v‡igx e‡jb, “রাসূলের হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে আহমদ ইবন হাম্বল অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।” আলী বিন মাদানীও এরূপ মন্তব্য করেছেন।[৫৯]

nv‡dR bi æÏxb nvqmvgx লিখেছেন,-مسند احمد اصح صحيحا من غيره
সহীহ হাদীস হিসাবে মুসনাদে আহমদ অপর হাদীস গ্রন্থসমূহের তুলনায় অধিকতর সহীহ।[৬০]

M¯' cYqb

শিক্ষা মজলিসে হাদীসও ফিক্‌হসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল গ্রন্থ রচনায়ও মনোনিবেশ করেন। তাঁর গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নরূপ[৬১]

১. কিতাব আল তাফসীর (كتاب التفسير)
২. কিতাব আল-নাসিখ ওয়া আল-মানসুখ (كتاب الناسخ والمنسوخ)
৩. কিতাব আল-ইলাল (كتاب العلل)
৪. কিতাব আল-ঈমান (كتاب الايمان)
৫. কিতাব আল-যুহদ (كتاب الزهد)
৬. কিতাব-তা'আত আর-রসুল (كتاب طاعة الرسول)
৭. কিতাব আল-ফযায়িল (كتاب الفضا ئل)
৮. কিতাব আল-ফরায়িয (كتاب الفرائض)

---

৫৭. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, ZvhwKivZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২
৫৮. ইবন হাজার ‘আসকালানী, ZvnhxeÔZ-Zvnhxe, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, ZvhwKivZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২
৫৯. নূর মোহাম্মদ আজমী মাওলানা, nv‘x‡mi ZË I BwZnvm, ঢাকা: এমদাদীয়া লাইব্রেরী, তৃতীয় সং. ১৯৮৬, পৃ. ১০৪
৬০. গায়াতুল মাকসাদ ফী জাওয়য়িদিল মুসনাদ, তাদরীবুর রাবী, পৃ. ৫৭
৬১. ইবন নদীম, Avj- wdnwi¯Í, (বৈরুত : মকতাবাতু খায়্যাত,১৯৭২), পৃ. ২২৯

৯. কিতাব আল-মসায়িল (كتاب المسا ئل)
১০. কিতাব আল-আশরিবা (كتاب الاشربة)
১১. কিতাব আল-রাদ্দ আলা আল-জাহমিয়া (كتاب الرد على الجهمية)
১২. কিতাব আল- মুসনাদ (كتاب المسند)

gmbv' Bgvg Avngv'

তাঁর রচনাকর্মের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল আল মুসনাদ। ধারণা করা হয় যে, তিনি তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এত হাদীস জমা করেছেন যে, তা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) সংকলিত হাদীস গ্রন্থ-মুসনাদ আহমদ-এই শতকের এক বিরাট ও অপূর্ব অতুলনীয় গ্রন্থ। এটাকে হাদীস শাস্ত্রের বিশ্বকোষ বললেও অত্যুক্তি হবে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সকল পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ এর অসাধারণ মূল্য ও গুরুত্ব উদাত্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন, انه اجمع كتب السنة للحديث وأصحها بعد الصحيحين-

মুসনাদ আহমদ বুখারী-মুসলিম এর পরে হাদীসের সর্বাধিক সমন্বয়কারী ও বিশুদ্ধতম গ্রন্থ। মুসলমানের ব্যবহারিক জীবনের দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সমস্ত হাদীস এই বিরাট গ্রন্থে সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৬২]

ইমাম আহমদ (র.) দীর্ঘদিনের অপরিসীম ও অবিশ্রান্ত সাধনা ও অভিনিবেশের ফলে এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি হাদীস অধ্যয়নকাল হতেই হাদীস মুখস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ওটা লিখে নিতে শুরু করেন। বয়সের হিসাবে তার এই কাজ শুরু হয় তখন, যখন তার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর।[৬৩] অতঃপর সমস্ত জীবন ভরে তিনি কেবলমাত্র এই কাজই করেছেন। তার জীবনের লক্ষ্য ছিল এই হাদীস গ্রন্থখানিকে সর্বতোভাবে ব্যাপক ও সমস্ত প্রয়োজনীয় হাদীসের আকর করে তোলার দিকে। হাদীসসমূহ তিনি আলাদা আলাদা পৃষ্ঠায় লিখে রাখতেন। শেষ পর্যন্ত ওটা এক বিরাট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে পরিণত হয়।

কিন্তু ইমাম আহমদের চরম বাসনা ও সাধনা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায়। তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শ্রবণ করেই সর্বপ্রথম যে কাজ করলেন তা এই যে, তার সন্তান ও পরিবারের লোকজনকে একত্রিত করে হাদীসের এই বিরাট সংকলনটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন এবং ওটাকে স্বতন্ত্র ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখে দেন। কিন্তু ইমাম আহমদ (র.) তার সারা জীবনের সাধনার ফলে সংকলিত হাদীসসমূহকে ছাটাই-বাছাই করে গ্রন্থাকারে সজ্জিত ও সুসংবদ্ধ করে যেতে পারেননি।[৬৪]
শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী লিখেছেন,

مسند الامام احمد وان كان من تصنيف هذا الامام العالي مقام لكن فيه ذيادات جمة من ؤلده عبد الله و بعضها من ابي بكر القطيعي الراوي له من ولده-

মুসনাদে আহমদ যদিও এই মহান সম্মানিত ইমামের সংকলিত হাদীসগ্রন্থ, কিন্তু ওটাতে দুইজন লোক পরে আরও অনেক হাদীস সংযোজিত করেছেন। একজন তার পুত্র আবদুল্লাহ এবং অপরজন আবদুল্লাহ হতে এই গ্রন্থের বর্ণনাকারী আবূ বকর আল-কাতিয়ী।[৬৫]

[৬২]. ej¸j Avgvbx wgb Avmiwij dvZûi ieŸvbx, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯
[63]. Avj gvbnvR, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১
[৬৪]. আবু যাহরাহ, gKvÏvgvZ gmbv' Zve0qj gv0Av‡id evni Bjû nvqvZ Bgvg Avng' Beb nv¤j, পৃ. ২৫২
[৬৫]. emZvbj gnwÏmxb, বয়ানুল মুসনাদ আহমাদ

gmbv‡'i nv'xm msL¨v

এ গ্রন্থে মোট কত হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে, এ সম্পর্কে মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন,

والمشهور ان مسند الامام احمد يشتمل علي ثلثين الف حديث ومع زيادات ولده علي اربعين الف حديث-

'মুসনাদে আহমদ' এ মূলত ত্রিশ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। আর তার পুত্রের সংযোজনের ফলে শেষ পর্যন্ত এর সংখ্যা দাড়িয়েছে চল্লিশ হাজার হাদীস।[৬৬]

কেউ কেউ বলেছেন, এটার মোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশ হাজার, কিন্তু পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে এটার সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার।[৬৭]

ইমাম আহ্মদ বিন-হাম্বল (২৪০ হি.) সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস হতে বাছাই করে তার এ কিতাব লিখেছেন। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত 'তাকরার' বাদ মোট ৩০ ত্রিশ হাজারের মত হাদীস রয়েছে। মুসনাদসমূহের মধ্যে এটা একটি বৃহত্তর ও বিশ্বস্ততর মুসনাদ। এতে কিছু 'জয়ীফ' হাদীস রয়েছে। এ সকল 'জয়ীফ' হাদীস ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল্লাহ যোজন করেছেন বলে মুহাদ্দিসগণ মনে করেন। ইমাম-ইবনে জাওজী প্রমুখ সমালোচকগণ এর কতিপয় হাদীসের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু হাফেজ-ইবনে হাজর ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী এর খণ্ডন করেছেন। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী এ পর্যন্ত বলেছেন যে, এর জয়ীফ হাদীস পরবর্তী লোকদের 'সহীহ' হাদীস অপেক্ষাও উত্তম। এতে সুলাসিয়াত[৬৮] হাদীসের সংখ্যা প্রায় তিনশত।

ইমাম আহমদ এই গ্রন্থখানিকে ঠিক মুসনাদ রীতিতে সংকলিত করেছেন। তিনি এক-একজন সাহাবী (রা.) এর নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর সেই সাহাবী কর্তৃক নবী করীম (সা.) এর যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা পর পর উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসসমূহের উল্লেখ শেষ হয়ে গেলে তিনি অপর এক সাহাবী এবং তার বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এটাকে বিষয়বস্তু দৃষ্টিতে সজ্জিত করেন নাই। ফলে এটাতে হদ্ সম্পর্কে উদ্ধৃত একটি হাদীসের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাবে ইবাদাত ও পরকালের ভয় সম্পর্কিত হাদীস।[৬৯]

এ গ্রন্থে মাত্র আঠারখানি মুসনাদ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মুসনাদ উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আহলে বায়ত-এর মুসনাদ, তৃতীয় পর্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, চতুর্থ আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মুসনাদ, পঞ্চম আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবূ মারমাসা, ষষ্ঠ হযরত আব্বাস, সপ্তম আবূ হুরায়রার মুসনাদ, অষ্টম আনাস ইবনে মালিক, নবম আবূ সাঈদ খুদরীর মুসনাদ, দশম জাবির ইবনে আবদুল্লাহর মুসনাদ, একাদশ মক্কী সাহাবীদের মুসনাদ, দ্বাদশ মাদানী সাহাবীদের মুসনাদ, ত্রয়োদশ সুফফার অধিবাসী সাহাবী, চতুর্দশ বসরার অধিবাসী সাহাবী, পঞ্চদশ সিরিয়ার অধিবাসী সাহাবী, ষোড়শ আনসার ও সপ্তদশ হযরত আয়েশার মুসনাদ। মোটামুটি মুসনাদ গ্রন্থখানি একশত বাহাত্তর খণ্ডে বিভক্ত।[৭০]

gmbv' cYq‡bi KviY

ইমাম আহমদ এই গ্রন্থখানিকে সহীহ হাদীসমূহের এক অতুলনীয় আকররূপে সজ্জিত করতে চেয়েছিলেন। হাদীস চর্চাকারীদের মধ্যে কোন হাদীস সম্পর্কে মতবিরোধের সৃষ্টি হলে এ গ্রন্থই যেন ওটার চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হতে পারে; হাদীসসমূহের সনদ সম্পর্কে এটা এক নির্ভরযোগ্য দস্তাবেজ হতে পারে, এটাই ছিল তার ঐকান্তিক কামনা।

---

[৬৬]. Avj wnËvZ dx wh‡Kwi wmnvn AvmwmËvn, পৃ. ১১১
[৬৭]. Avj nv'xm I qvj gnwÏmb, পৃ. ৩৭
[৬৮]. সুলাসিয়াত এমন সনদ বিশিষ্ট হাদীসকে বলে, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত রাবীগণের সংখ্যা ৩ জন।
[৬৯]. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫
[৭০]. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন -لم كرهت وضع الكتاب وقد عملت المسند
আপনি গ্রন্থ প্রণয়ন অপছন্দ করেন কেন? অথচ আপনি নিজেই মুসনাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন,
এটার জওয়াবে ইমাম আহমদ বলেছেন,

عملت هذا الكتاب اماما اذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم رجع اليه-

আমি এই গ্রন্থখানিকে ইমাম স্বরূপ প্রণয়ন করেছি। লোকদের মধ্যে যখন রাসূলে করীম (সা.) এর কোন সুন্নাত বা হাদীস সম্পর্কে মতভেদ হবে তখন যেন তারা এর নিকট হতে চূড়ান্ত মীমাংসা লাভ করতে পারে।[৭১]

ইমাম আহমদের ভ্রাতুষ্পুত্র হাম্বল ইবনে ইসহাক বলেছেন,

جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله وقرا علينا المسند وما سمعه منه تاما غير نا وقال لنا هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من اكثر من سبعمائة الف وجمسين الفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فرجعوا اليه فان وجدتموه فيه والا فليس بحجة-

আমার সম্মানিত চাচা ইমাম আহমদ (র.) আমাকে ও তার দুই পুত্র সালেহ ও আবদুল্লাহকে একত্রিত করে আমাদের সম্মুখে এ মুসনাদ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে শুনেছেন। আমাদের ব্যতীত অপর কেউ গ্রন্থখানি তার মুখে সম্পূর্ণ শ্রবণ করতে পারে নি। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, 'এ গ্রন্থখানিকে আমি সাড়ে সাত লক্ষেরও অধিক সংখ্যক হাদীসের বর্ণনা হতে ছাটাই-বাছাই করে সংকলিত ও প্রণয়ন করেছি। রাসূলে করীম (সা.) এর যে হাদীস সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ হবে, সে হাদীস পাওয়ার জন্যই তোমরা এ কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন কর (অর্থাৎ সেই হাদীসটি এই কিতাবে তালাশ ও সন্ধান কর)। এটাতে যদি তা পাওয়া যায়, তবে তো ভালই, আর পাওয়া না গেলে ওটাকে প্রামাণ্য বা প্রতিষ্ঠিত হাদীস মনে করা যাবে না।[৭২]

উপরিউক্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতির শেষাংশে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উক্তিটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। ইমাম যাহবী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন,

هذا القول منه علي غالب الامر والا فلنا احاديث قوية في الصحيحين والسنن والاجزاء ما هي في المسند-

ইমাম আহমদের এ কথাটি সাধারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণীয়। অন্যথায় মুসলিম, বুখারী, সুনান গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য জুজ গ্রন্থে আমরা এমন সব সহীহ হাদীস পাই, যা মুসনাদ গ্রন্থে নাই।[৭৩]

হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী লিখেছেন,

يريد اصول الحديث وهو صحيح فانه ما من حديث غالبا الا وله اصل في هذا المسند-

ইমাম আহমদ (র.) তার এই কথা দ্বারা হাদীসসমূহের মূলের দিকেই ইশারা করতে চেয়েছেন। আর এটা সত্য কথা। কেননা সম্ভবত এমন কোন হাদীসই নাই, যার 'মূল' এ মুসনাদ গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নি।[৭৪]

ইমাম আহমদ সংকলিত হাদীস গ্রন্থখানি এ উচ্চ মর্যাদাই লাভ করতে পারত; কিন্তু তিনি নিজে এটার সংকলন কার্য সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি বলে বহু সহীহ হাদীস এবং বহু সংখ্যক সাহাবীর বর্ণনা এটার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে নি। হাফেজ ইবনে কাসীর এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,[৭৫]

[৭১]. হাফেজ আবু মূসা মাদীনী, Lvmv‡qmj gmbv'vh, মিসর : ১৩৪৭ হি., পৃ. ৮
[৭২]. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
[৭৩]. Avj gvmÔqv'j Avngv' dx LvZwgj gmbv' wjj Bgvg Avngv', পৃ. ২১
[৭৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
[৭৫]. BLwZmviæ Djwgj nv'xm, মাক্কাঃ পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

ان امام احمد قد فاته في كتابه هذا مع انه لايوزيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقه احاديث كثيرة حدا بل قد قيل انه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في صحيحين قريبا من ماتين-

ইমাম আহমদ (রা.) সংকলিত এ মুসনাদ গ্রন্থখানি হাদীস ও বর্ণনা সূত্রের বিপুলতা ও রচনাসৌকর্যে অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও এটা হতে বিপুল সংখ্যক হাদীস সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছে। বরং বলা হয় যে, প্রায় দুইশত সাহাবীর বর্ণিত কোন হাদীসই এটাতে উদ্ধৃত হয় নাই, অথচ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে তাদের বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও মুসনাদে আহমদের বৈশিষ্ট্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ওটাতে যে স্বকপোলকল্পিত নিজস্ব রচিত ও অমূলক একটি হাদীসও নাই, তা সর্বসম্মত সত্য। ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, এ ধরনের একটি হাদীসও মুসনাদ গ্রন্থে নাই।[৭৬] পরন্তু সহীহ হাদীসসমূহের এতবড় সমষ্টি দ্বিতীয়টি নাই। ইমাম আহমদ তাঁর নিজের মানদণ্ডে ওযন করে হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন,

ان احمد بن حنبل شرط فيه ان لا يخرج الا حديثا صحيحا عنده-

ইমাম আহমদ তার গ্রন্থে স্বীয় শর্তানুযায়ী বিশেষ সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন।[৭৭]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম আহমদ নিজের জীবনে এ গ্রন্থখানিকে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। এ কারণে এটাতে ইমাম পুত্র আবদুল্লাহ এবং হাফেয আবূ বকর আল-কাতীয়ী কর্তৃক সংযোজিত বহু হাদীস পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

gmbv‘ m¤úv‘bvq mZKZv

একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থ প্রস্তুতকল্পে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল মুসনাদ প্রণয়নে হাত দেন। গ্রন্থটি যাতে নির্ভুল ও পাঠকদের জন্য উপকারী হয় এজন্য তিনি অকল্পনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ মর্মে তিনি প্রথমে বিভিন্ন সূত্রে সাড়ে সাত লক্ষাধিক হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ করেন। অতঃপর যথেষ্ট সময় দিয়ে তথা হতে ধীরে সুস্থে যাচাই বাছাই করে এক একটি হাদীস নির্বাচিত করেন। হাদীস নির্বাচনে তিনি প্রথমত রাবীর গুণাগুণের প্রতি দৃষ্টি দেন। এ ক্ষেত্রে যে সকল রাবীর বিশ্বস্ততা, ধর্মভীরুতা তথা নির্ভরযোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত নয়, তিনি তাঁদের সমুদয় বর্ণনা পরিত্যাগ করেন।

তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সহীহ হাদীস চয়নের প্রতি। সহীহ হাদীসের সঙ্গে যাতে কোনোক্রমেই যয়ীফ, মাওদু ইত্যাদি হাদীস সংমিশ্রিত না হয় এ ব্যাপারে তিনি সজাগ ছিলেন। হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণ অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ কিনা এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণে তিনি কোনো শাইখ কিংবা প্রখ্যাত আলিম দ্বারা প্রভাবিত হতেন না। ইমাম আবু মুসা মাদায়নীর মতে ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে কেবল ঐ সকল রাবীর বর্ণিত হাদীস স্থান দিয়েছেন যাঁদের নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগতা প্রশ্নাতীত। যে সকল রাবী কোনো-না কোনো দোষে অভিযুক্ত তাঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতার মান যতই উঁচুস্তরের হোক না কেন ইমাম আহমদ তাঁদের বর্ণনা গ্রহণ করেন নি।

স্বীয় গ্রন্থ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বলেন, আমি আমার মুসনাদকে লোকদের জন্য ইমাম ও প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছি। যাতে ইসলামী শরীয়তের কোনো ইখতিলাফ (মতবিরোধ) সৃষ্ট হলে লোকেরা যেন এ গ্রন্থের শরণাপন্ন হয় এবং সহজেই দলীল প্রমাণ সহকারে তাদের ইখতিলাফ নিরসন করতে সক্ষম হয়।[৭৮] আল-মুসনাদকে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ হিসেবে তৈরি করার উদ্দেশ্যে তিনি

---

[৭৬]. Avj gvmÔqv‘ j Avngv‘ dx LvZwgj gmbv‘ wj j Bgvg Avngv‘, পৃ. ২৫-২৬

[৭৭]. আল হিত্তাতু ফী যিকরিস সিহাহ আসসিত্তাহ, পৃ. ১১১

[৭৮]. আবদুল গণী আদ- দকর, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২

গ্রন্থটির কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ামাত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করেননি। বরং তিনি এ কাজ প্রথমবারের মতো সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের মতো নিরীক্ষণ করেন এবং তাতে কাট-ছাট করেন।

তিনি স্বয়ং প্রসিদ্ধ হাফিয-ই-হাদীস ছিলেন, এতদসত্ত্বেও তিনি সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক তাঁর জানা হাদীসও লিপিবদ্ধ করার পূর্বে অন্যান্য হাফয-ই-হাদীসের নিকট পুনরায় উচ্চারণ করে অথবা লিখিত কপি থেকে মিলিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে প্রশান্তচিত্তে স্বীয় গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করতে। শাইখ আলী ইবন মাদায়নী বলেন, আমার সহপাঠীদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের চেয়ে বড় কোনো হাফিয- ই-হাদীস ছিল না। তবুও তিনি হাদীস গ্রন্থবদ্ধ করার পূর্বে আমার নিকট অথবা অন্য কারো নিকট তা যাচাই করতেন। সহীহ হাদীস উপস্থাপনে অতি মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বনের কারণে তিনি শুধু একটি সনদসূত্রে বর্ণিত হাদীস সচরাচর লিপিবদ্ধ করতেন না। অবশ্য যে সকল হাদীস শুধু ফযায়িল (বিবিধ কল্যাণ) বিষয়ক সেক্ষেত্রে তিনি অনেক ছাড় দিতেন।[৭৯]

gmbv‡' Avngv' Gi kivn I m¤úv'bv Mš

মুসনাদ পদ্ধতিতে লেখা কিতাবের শরাহ করার রীতি মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রচলিত নয়। তথাপি শেখ আবুল-হাছান সিন্দী এর এক শরাহ করেছেন বলে জানা যায়। এছাড়া মিসরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আহমদ আবদুর রহমান ছাআতী একে সুনানের নিয়মে বিষয় অনুসারে সাজিয়ে এর এক সংক্ষিপ্ত শরাহ করেছেন এবং নামকরণ করেছেন আল-ফাতহুররব্বানী। এটা বর্তমানে মিসর হতে ২২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৮০] আল্লামা আহমাদুল বান্না এ বিরাট গ্রন্থখানির পূর্ণ সম্পাদনা এবং অধ্যায় ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পূর্নবিন্যাস করেছেন। সম্প্রতি ওটার বৃহদায়তন ২১ খণ্ড গ্রন্থ মিসর হতে 'ফতহুর রব্বানী' নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং ওটার সাথে তারই কৃত বিশদ শরাহ 'বুলুগুল আমানী' নামে শামিল রয়েছে। আমাদের মতে বর্তমানে এটা এক বিরাট তুলনাহীন হাদীস সম্পদ।[৮১]

gmbv‡' mwb‡ewkZ nv'x‡mi †kÖYwefvM

আহমাদুল বান্না মুসনাদের হাদীসসমূহ সম্পর্কে লিখেছেন,'মুসনাদ' গ্রন্থের হাদীস সমূহের যাচাই ও পরীক্ষা করে আমি দেখলাম যে, এটাতে মোট ছয় প্রকারের হাদীস রয়েছে।

c_g : আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদীস, যা তিনি স্বয়ং ইমামের নিকট হতে শ্রবণ করেছেন। মূলত এটাই মুসনাদে আহমদ এবং এটা বর্তমান গ্রন্থের চার ভাগের তিন ভাগ।

wØZxq : যেসব হাদীস আবদুল্লাহ ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট হতে শ্রবণ করেছেন। এটার সংখ্যা অত্যন্ত কম।

ZZxq : যেসব হাদীস আবদুল্লাহ তার পিতা ছাড়া অপরাপর মুহাদ্দিসের নিকট হতে শ্রবণ করেছেন, তা 'যাওয়ায়িদে আবদুল্লাহ' বা আবদুল্লাহ সংযোজন' নামে পরিচিত। এ হাদীসের সংখ্যা বিপুল।

PZ_ : যেসব হাদীস আবদুল্লাহ নিজে তার পিতার সম্মুখে পাঠ করেছেন ও তাকে শুনিয়েছেন; কিন্তু তিনি তার পিতার নিকট হতে শুনেন নাই-এটার সংখ্যাও কম।

---

৭৯. জিয়া উদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭২,১৭৩
৮০. নূর মোহাম্মদ আজমী মাওলানা, nv'x‡mi ZË I BwZnvm, ঢাকা : এমদাদীয়া লাইব্রেরী, তৃতীয় সং. ১৯৮৬, পৃ. ১০৭
৮১. আব্দুর রহীম মাওলানা, nv'xm msKj‡bi BwZnvm, (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৭০) পৃ. ৩৬১

cÂg : যেসব হাদীস আবদুল্লাহ তার পিতার নিকট পাঠ করেন নাই, তার নিকট হতে শুনতেও পান নাই, বরং যা তিনি তার পিতার গ্রন্থে তার পিতার স্বহস্ত লিখিত অবস্থায় পেয়েছেন-এটার সংখ্যাও কম।

lô : যেসব হাদীস প্রখ্যাত ও সর্ব জনমান্য মুহাদ্দিস হাফেজ আবূ বকর আল কাতায়ী কর্তৃক আবদুল্লাহ এবং তার পিতা ইমাম আহমদ ব্যতীত অপরাপর মুহাদ্দিসের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন-এটার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম।[৮২]

nv'xm MÖš' wnmv‡e Avj-gmbv‡'i ¯'vb

যদিও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে মুসনাদের মর্যাদা সুনানের নিচে তথাপি ইমাম আহমদের মুসনাদকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইমাম আহমদের মুসনাদকে সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসায়ী ও জামি' তিরমিযীর পরপরই স্থান দিয়েছেন এবং সিহাহ সিত্তা ছাড়া অন্যান্য সকল মুসনাদ হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। হাফিয ইবন হাজর আসকলানী প্রমুখ লেখকগণের দৃষ্টিতে ইমাম আহমদের মুসনাদ অন্যান্য মুসনাদের তুলনায় অধিকতর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য।[৮৩] তাঁর মুসনাদ এমন একটি প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ যা থেকে মুহাদ্দিস ও ফকীহ উভয় শ্রেণীর আলিম যুগ যুগ ধরে উপকৃত হয়ে আসছেন। সিহাহ সিত্তার পর ইমাম মালিকের 'আল-মুয়াত্তা' অতঃপর ইমাম আহমদের মুসনাদের স্থান। অবশ্য কেউ কেউ গ্রন্থটির মান নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন। যেমন শাহ আবদুর আজিজ দেহলভী বলেন, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে সিরিয়াবাসীর বর্ণনা মদীনাবাসীর বর্ণনার অধীনে লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলত গ্রন্থটির মান ক্ষুণ্ন হয়েছে।[৮৪] এতদসত্ত্বেও বলা যায়, তাঁর মুসনাদ সংকলিত হওয়ার পূর্বে ও পরে আরও অনেক হাদীসবিদ কর্তৃক বহু মুসনাদ সংকলিত হয়। কিন্তু এ সকল মুসনাদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের মুসনাদের মান ও গ্রহণযোগ্যতা অতি উর্ধ্বে।

---

[৮২]. gKvÏvgvZ dvZûi iveŸvbx, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯-২১

[৮৩]. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৩

[৮৪]. তকী উদ্দীন নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

wØZxq cwi‡”Q‘ : Bgvg eLvix (g. 256 wn.), Bgvg gmwjg (g. 261 wn.), Bgvg wZiwghx (g. 279 wn.), Bgvg Ave ‘vD‘ (g. 275 wn.), Bgvg bvmvqx (g. 303 wn.), Bgvg Be‡b gvRvn (g. 273 wn.)

১. Ave Awãjøvn gnv¤§‘ Beb BmgvCj Beb Beivnxg Beb gMxivn Beb evivw‘hevn Avj- Rdx Avj eLvix

bvg I esk cwiPq

ইমাম বুখারীর[৮৫] আসল নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ আব্দিল্লাহ। উপাধি ‘আমীরুল মু‘মিনীন ফিল হাদীস’। পিতার নাম ইসমাঈল। বংশ পরম্পরা হলো, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ ইবন বারদিযবাহ[৮৬] আল- জুফী[৮৭] আল বুখারী।[৮৮] তাঁর পিতা ইসমাঈল ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস। তিনি ইমাম মালিক (র.) এর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অত্যন্ত পুত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আহমদ ইব্‌ন আবু হাফস বলেন, আমি ইসমাঈলের ইন্তিকালের সময় তাঁর নিকট উপস্থিত হলে,

তিনি বলেন[৮৯] - لا اعلم فى جميع مالى يرهما من شبهة

তাঁর দাদা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। প্রপিতা বারদিযবাহ ছিলেন অগ্নিউপাসক। পারস্য বিজয়ের সময় তিনি মুসলমানগণের হাতে বন্দী হন। তাঁর পুত্র মুগীরাহ বুখারার তৎকালীন গর্ভণর আল-ইয়ামান আল-জু’ফী এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৯০]

---

৮৫. আল-বুখারী (البخاري) শব্দের ب অক্ষর পেশ বিশিষ্ট, خ অক্ষর যবর বিশিষ্ট এবং শেষ অক্ষর ر, যার পূর্বে الف। আর এ শহরেই ইমাম বুখারী (র.) জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে আল-বুখারী বলা হয়। দ্র. আল-লুবাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১; ওয়াফায়াতুল-আইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪; সাম’আনী বলেন, البخاري: بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة والراء بعد الألف، هذه النسبة إلى البلد المعروف بما وراء النهر يقال لها بخارا. দ্র. আল-আনসার, ১ম খণ্ড,পৃ. ২৯৩

৮৬. আল-বারদিযবাহ (البردزبه): শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবন হাজার ‘আসকালানীর মতে, بردزبة (বারদাযবাহ); কারও কারও মতে, بزرويه (বাযরাওয়াই); আবূ নসর ইবন মাকুলাহ বলেন, بزدزبه (বাযদিযবাহ); কারও কারও মতে, يزذبه (ইয়াযযিবাহ)। দ্র. তাহযীবুত-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪১; শাযারাতুয-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪; ওয়াফায়াতুল-আ’ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪;
البردزبه শব্দের অর্থ কৃষক। ইমাম নববী (র.) বলেন, البردزبه بالخارية معناه بالعربية الزراع ‘বারদিযবাহ বুখারার একটি পরিভাষা, ‘আরবী ভাষায় এর অর্থ কৃষক।’দ্র. ইমাম নববী, তাহযীবুল-আসমা ওয়াল-লুগাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭

৮৭. আল-জু’ফী (الجعفي) শব্দের ج অক্ষর পেশ বিশিষ্ট ع অক্ষর সুকুন বিশিষ্ট এবং শেষ অক্ষর ف। এর দ্বারা একটি গোত্রের দিকে নিসবত করা হয়েছে। যেখানে জু’ফী ইবন সা’দ আল-আশীরাহ জন্মগ্রহণ করেন। আর ইমাম বুখারী (র.)-কে বলা হয় আল-জু‘ফী, কথিত আছে যে ইমাম বুখারীর দাদা মুগিরা মূর্তি পূজক ছিলেন। তিনি বুখারার তৎকালীন গভর্ণর আল-ইয়ামান আল-জূ’ফী এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এ কারণে তাঁকে আল-জু’ফী বলা হয়। কারণ তখনকার দিনে যদি কোন ব্যক্তি ইয়ামান আল-জূফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করত তখন তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়ে নিজ বংশের সাথে সম্পৃক্ত করে নিতেন। দ্র. হুদা আস-সারী, পৃ. ৬৬২; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯২; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৫

৮৮. ইবন হাজার আসকালনী, nv‘xDm mvix (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০/১৯৮৯) পৃ. ৬৬২ আয-যাহাবী, wmqviæ Avјwgb bevjv, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯১

৮৯. তাবাকাতুশ শাফি‘ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩

৯০. তারীখু মাদীনাতু দিমাশক, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫৩

Rb¥ I Rb¥¯'vb

তিনি 'আব্বাসীয় খলীফা আল-আমীন-এর শাসনামলে শিক্ষা-সংস্কৃতির লীলাভূমি উজবেকিস্থানের বুখারা[৯১] নামক অঞ্চলে ১৯৪ হিজরি ১৩ শাওয়াল জুমাবার জুম'আর নামাজের পর জন্মগ্রহণ করেন।[৯২] জন্মস্থানের প্রতি সম্বন্ধিত করেই তাঁকে বুখারী বলা হয়। এ সম্পর্কে ইবন 'আসাকীর (মৃত, ৫১৭ হিজরি) বলেন,[৯৩]

ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة

'তিনি ১৯৪ হিজরী সালের শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ জুমু'য়ার দিনে জুমু'আর নামাযের পর জন্মগ্রহণ করেন।'

বুখারা একটি প্রসিদ্ধ শহর। এটি একটি নদীর তীরে অবস্থিত। এ স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ 'আলিম জন্মগ্রহণ করেছেন। এ শহরের পিছনে একটি ইতিহাসও রয়েছে। এ সম্পর্কে ইয়াকূত আল-হামাভী (মৃত ৬২৬ হিজরি) বলেন,[৯৪]

وهي من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، يعبر إليها من آمل الشط، وبينها وبين جيحون يومان هذا الوجه، وبينهما وبين سمر قند سبعة أيام أو سبعة وثلاثون فرسخا.

'এটি মা-ওয়ারা-আন-নাহার-এর শহরগুলোর মধ্যে একটি বৃহৎ শহর। এর এবং জায়হুনের মাঝে দু'দিনের দূরত্ব রয়েছে। আর এর এবং সামারকন্দ-এর মাঝে ৮ দিনের সফরের অথবা ৩৭ ফরসাখের দূরত্ব রয়েছে।

evj¨Kvj I wkÿv RxebÑ

শৈশবে তিনি পিতাকে হারিয়ে মাতৃক্রোড়ে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। তারপর তিনি বুখারার একটি শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এ সময় তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর। তিনি বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি কুরআনুল-কারীম মুখস্থ করেন। বুখারার মকতবে পড়ালেখা করা অবস্থায় তাঁর মনে হাদীস শিক্ষার তীব্র বাসনা জাগ্রত হয়। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী নিজে বলেন[95] **ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب : وكم أذى عليك إذ ذاك؟ فقال عشر سنين أو اقل**

তাই তিনি স্থানীয় মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা আরম্ভ করেন। বাল্যকালেই তিনি ৭০ হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৯৬] এগার বছর বয়সে তিনি ইমাম দাখিলীর হাদীসের দারসে উপস্থিত হয়ে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।[৯৭] ষোল বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে থেকেই তিনি বিভিন্ন শায়েখের নিকট গমন করে তাঁদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। এ সময় তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক ও ইমাম ওয়াকীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেছিলেন।[৯৮]

Bgvg eLvixi wkÿK gÐjx

ইমাম বুখারীর (র.) বিভিন্ন শহরে পরিভ্রমণ করে যে সমস্ত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তাঁদের সংখ্যা এক হাজারের অধিক। কারও কারও মতে ইমাম বুখারী (র.) এর শিক্ষকের সংখ্যা এক

---

৯১. বুখারা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বিখ্যাত শহর। বর্তমানে এটি সদ্য স্বাধীন হওয়া উজবেকিস্তানের অন্তর্গত। দ্র. মিন আ'লামিল-হাযারাতিল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৬

৯২. ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান, প্রগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯০; আব্দুল মজিদ, Aw¤qvZj nv'xmb beex,(বৈরূত : মুনতাসিরাতুল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, তা.বি) পৃ. ১০৮; wgdZvûm mbvn, পৃ. ৩৮

৯৩. তারীখু মাদীনাতু দিমাশক, ৫২ শ খণ্ড, পৃ. ৫৫

৯৪. মু'জামুল-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২০

৯৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫

৯৬. Avj-we'vqv Iqvb wbnvqv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৫; ইউসুফ কাত্তানী, iæevBqvZj Bgwgj eLvix, (বৈরূতঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৮৪খৃ.) পৃ. ২৫

৯৭. Avj-nv'xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ৩৫৩; mxivZj Bgvg Avj-eLvix, পৃ. ৪৭

৯৮. তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬

হাজারের অধিক। কারও কারও মতে ইমাম বুখারী (র.) এর শিক্ষকের সংখ্যা ছিল এক হাজার আশি জন।[৯৯] জা'ফর ইবন মুহাম্মদ আল-কাত্তান বলেন, মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন[১০০]

كتبت عن ألف شيخ، أو أكثر، عن كل واحد منهم عشر آلاف وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده.

আমি এক হাজার অথবা এরও বেশি শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীস লিখেছি। তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আমি দশ হাজার ও ততোধিক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। আমার কাছে কোন হাদীস নেই যার সনদ আমি উল্লেখ করতে পারি না।'

ইমাম বুখারী (র.)-এর শিক্ষকগণকে নিম্নোক্ত পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়

১. তাবি' তাবি'ঈন
২. ঐ তাবি' তাবি'ঈন যাঁরা কোন নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি।
৩. এমন সকল শিক্ষক যাঁরা তাবি' তাবি'ঈনদের মধ্যে বড় বড় হাদীস বেত্তাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণের সুযোগ পেয়েছেন।
৪. সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব। ইমাম বুখারী (র.) যে সমস্ত সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।
৫. সমসাময়িক শিষ্যবৃন্দ। তিনি কোন কোন সময় তাঁর শিষ্যদের নিকট থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন।

wkl¨e›‘

ইমাম বুখারী (র.) খুব কম সময়েই ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতি অল্প কালেই তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য হাদীস অন্বেষণকারী ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করেন এবং হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন,

সিহাহ সিত্তার সংকলকগণের মধ্যে ইমাম মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, আহমদ ইবন মু'আয়ব আন-নাসাঈ। এছাড়া মুহাম্মদ ইবন আবী যুর'আহ, মুহাম্মদ ইবন আবী হাতিম, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুজায়মা, মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান ইবন ফারেস, মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইল-ফিরবারী, মাহমূদ ইবন' আনবার ইবন ইগনাম ইবন হাবীব আন-নাসাফী ও ইবরাহীম ইবন ইসহাক আল-হারাবী প্রমুখ।[১০১]

nv‘xm msM‡ni Rb¨ †‘k ågY

ইমাম বুখারী (র.) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ২১০ হিজরী সালে দেশ ভ্রমণ আরম্ভ করেন। তিনি অনেক দেশ ও শহর পরিভ্রমণ করেছেন। এক-একটি শহরে উপনীত হয়ে সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করতঃ অন্য শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন। এভাবে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের এমন কোন প্রদেশ ও উল্লেখযোগ্যে এমন কোন শহর ছিল না যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেননি। আল্লামা খতীব আল-বাগদাদী (র.) বলেন, ইলমে হাদীস সন্ধানে সকল শহরের প্রত্যেক মুহাদ্দিস এর নিকট তিনি গমন করতেন।[১০২]

---

[৯৯] . হুদা আস-সারী, পৃ. ৬৬৪; কিরমানী, শারহুল-বুখারী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১
[১০০] .তারীখু মাদীনাতি দিমাস্ক, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫৮; তাবাকাতুশ-শাফিঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২
[১০১]. তাহযীবুল-কামাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭
[১০২]. তারীখু বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২

ইমাম বুখারী সিরিয়া, মিসর, জাযীরাহ, বাগদাদ, কূফা, বসরা, বলখ, আল-সকালনা হিমছ প্রভৃতি শহর পরিভ্রমণ করে সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এ সম্পের্কে ইবনুল-জাওযী (মৃত ৫৯৭হি.), শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হি.) ও ইব্ন কাসীর (মৃত ৭৭৪ হি.) বলেন,[১০৩] ইলমে হাদীসের সন্ধানে সমগ্র শহরের সকল মুহাদ্দিসের নিকট-ই তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং হাদীস লিখার জন্য খুরাসান, জিবাল, ইরাকের সকল শহর, হিজায, শাম ও মিসরে গমন করেন। তিনি সিরিয়া ও মিসর ভ্রমণ করেন এবং জাযীরায় দু'বার ও বসরায় চারবার যাতায়াত করেন। হিজাযে তিনি ক্রমাগত ছয় বছর অবস্থান করেন।

কূফা ও বাগদাদে তিনি অসংখ্যবার গমন করে সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমি সিরিয়া, মিসর ও জাযীরায় দু'বার করে উপস্থিত হয়েছি। বসরায় গিয়েছি চারবার। হিজাযে ক্রমাগত ছয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদে যে আমি কয়বার মুহাদ্দিসগণের সাথে গমন করেছি, তা গণনা করতে পারব না।

এ সম্পর্কে The Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, He traveled widely in search of traditions, visiting the main centers from Khurasan to Egypt and claimed to have heard traditions from over 1000 Shaykhs.[104] ইমাম বুখারী (র.) এর 'আবরের বাইরে হাদীস সংগ্রহ উপলক্ষে সফরের কারণ হচ্ছে, মক্কা ও মদীনা ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র এবং মুসলমানগণের নিকট অতি পবিত্র তথা পূণ্যময় স্থান হলেও মহানবী (স.) এর সকল হাদীস এখানে পাওয়া যেত না। কেননা হাদীস ব্যক্তিবর্গ তথা হাদীসের রাবীগণের অনেকেই তখন বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সকল হাদীস সংগ্রহের জন্য ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা ছিল না। এ জন্যই ইমাম বুখারী (র.) ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে হাদীস সংগ্রহ করেন।[১০৫]

nv'xm msM‡n mZKZv

ইমাম বুখারী (র.) শাইখ নির্বাচন বা হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর নির্ধারিত নীতিমালা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদীর অনুসন্ধান ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হলেই কেবলমাত্র তাঁর হাদীসকে তিনি গ্রহণ করতেন।[১০৬]

একদা তিনি জনৈক মুহাদ্দিসের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সন্ধান পান। অনেক দূরের ও কষ্টের রাস্তা অতিক্রম করে সেই মুহাদ্দিসের নিকট পৌঁছেন। পৌঁছে দেখেন মুহাদ্দিস ব্যক্তিটির হাত হতে তার ঘোড়াটি ছুটে যাওয়ায় সে তার চাদরকে এমন কৌশলে ধরে ঐ ঘোড়াকে ডাকতে থাকেন যাতে ঘোড়াটি ঐ চাদরে খাবার আছে বুঝতে পারে। সত্যই ঘোড়া চাদরে খাবার আছে ভেবে লোকটির নিকট এলে সে ঘোড়াকে ধরে ফেলে। এদৃশ্য দেখে ইমাম বুখারী (র.) তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ না করেই প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন আমি এমন লোকের হাদীস গ্রহণ করিনা যে, চতুস্পদ জন্তুকে পর্যন্ত ধোকা দিতে পারে।[১০৭]

---

১০৩ দ্র. رحل في طلب العلم إلى سائر محدثيّ الأمصار وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر.
আল মুনতাযাম ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; মু'জামুল-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২; ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৯

১০৪ J. Robson, The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 1, P-196

১০৫. তারীখু বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; মু'জামুল-মুআল্লিফীন, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৩

১০৬. ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭

১০৭. যাফরুল মুহাসসালিন, পৃ. ১০৪

অবশেষে তিনি 'আব্বাসীয় আমলের রাজধানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি বাগদাদ নগরীতে গমন করেন। এ পর্যায়ে তিনি বাগদাদের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন।[১০৮] এককথায় গোটা ইসলামী বিশ্বের এমন কোন শহর ছিল না যেখানে তিনি হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্য গমন করেননি।

Kggq Rxeb

ইমাম বুখারী (র.) ১৭ বছর বয়সে শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই লোকেরা তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য আগমন করতে আরম্ভ করে। তিনি ইলমে হাদীসে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর এ জ্ঞানের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ছাত্র তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে লাগল। তিনি যখন শিক্ষা দান আরম্ভ করেন তখন তাঁর মুখে দাড়িই উঠেনি।[১০৯] হাশিদ ইব্ন ইসমাঈল বলেন,[১১০] বসরায় জ্ঞানীগণ হাদীস অন্বেষণে বুখারী (র.) এর পিছনে দৌড়িয়ে বেড়াত। তিনি ছিলেন একজন যুবক। তারা তাঁকে বাধ্য করত এবং রাস্তায় বসিয়ে তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করত। হাজার হাজার লোক তাঁর নিকট সমবেত হত। তাদের অধিকাংশই তাঁর নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করত। এমতাবস্থায় আবূ আব্দিল্লাহ (র.) ছিলেন যুব বয়সের এবং তখনও তাঁর দাড়ি উঠেনি।

ইমাম বুখারী (র.) হাদীস অধ্যাপনায় নিয়োজিত হয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করেন। ফলে তাঁর শিক্ষায়তনে এত পরিমাণ লোকের সমাগম হত যে, সেখানে তিল পরিমাণ জায়গা ফাঁকা থাকত না। রিজাল শাস্ত্রবিদ, ইতিহাস ও হাদীসের ইমামগণ উপস্থিত হয়ে তাঁর তাকরার সমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। এমনকি তাঁর শিক্ষকগণ পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা অর্জন করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁরা তাদের শিক্ষার্থীকেও তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন।[১১১] তিনি জনাকীর্ণ সমাবেশে হাদীসের দরস দানের পাশাপাশি ফতওয়াও প্রদান করতেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত মতামতের উপরে কুরআন-হাদীসকেই সর্বদা প্রাধান্য দিতেন।[১১২]

¯§iZkw³

ইমাম বুখারী (র.) বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। ছয় বছর বয়সেই তিনি আল-কুরআনুল-কারীম মুখস্থ করেন। কৈশোর বয়সেই তিনি সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। তিনি যে গ্রন্থ একবার পড়তেন সে গ্রন্থই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। তাঁর অসাধারণ ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির খ্যাতি গোটা মুসলিম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন যে,[১১৩] أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائيتي ألف حديث غير صحيح 'আমার একলক্ষ সহীহ হাদীস এবং দু'লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ আছে'।

এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, He had a remarkable memory, and companions of his are said to have corrected traditions that they had written down from what he recited by heart.[114]

---

১০৮. I qvdvqvZj AvBqvb, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৯

১০৯. Zvnhxe j Avmgv, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০

১১০. كان أهل المعرفة بالبصرة يعدون خلف البخارى في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريع فيجتمع عليه الوف أكثرهم ممن يكتب عنه قال وكان أبو عبد الله عند ذلك شابا لم يخرج وجهه. দ্র. wmqvi æ Av©jwgb bevjv, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭

১১১. mxivZj eLvix, পৃ. ৯৭

১১২. Avj wnËvn, পৃ. ২৩৯

১১৩. ZvixL gv'xbwZ w'gvkK, ৫২ খণ্ড, পৃ. ৬৪; ZvevKvZj-nvbwe jvn, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; ZvevKvZk-kwdCq¨vn, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮

১১৪. J. Robson, The Encyclopedia of Islam, Vol. 1, p-1296

বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তাঁর এ স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন এবং সকলেই স্বীকার করেছেন যে, হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি তাঁর স্মরণশক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন,[১১৫] إنه كان ينظر الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة 'তিনি কিতাবে দৃষ্টি নিবন্ধ করতেন এবং একবার দেখেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন।'

gvhnve

ইমাম বুখারী (র.) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন ও এ সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতপ্রার্থক্য দেখা যায়। তাজ-উদ্দীন আস-সুবকীর মতে ইমাম বুখারী (র.) শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[১১৬] নওয়াব সিদ্দীক হাসান আল-কুনূজীর এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১১৭] ইব্ন হাজার আসকালানী (র.) এর মতে ইমাম বুখারী (র.) এর অধিকাংশ ফিকহী আলোচনা ইমাম শাফি'ঈ মাযাহাব সমর্থন করে। ইবনুল-কাইয়্যুম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন,[১১৮] ইমাম বুখারী (র.) হাম্বলী মাযহাব অনুসারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। শাইখ তাহির আল-জাযায়িরী বলেন, তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ। তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র.) বলেন, প্রকৃতপ্রক্ষে ইমাম বুখারী (র.) ছিলেন একজন দক্ষ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ। কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না ববং তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ।

Bev'vZ I ZvKIqv

ইমাম বুখারী (র.) ছিলেন স্বল্পভোজী, শিষ্যভোজী, শিষ্যগণের প্রতি অধিক ইহসানকারী এবং অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি। তিনি দিবা-নিশিতে অধিকহারে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। তিনি প্রতি রাত্রে ১৩ রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তিনি রমযান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন। তিনি অনেক সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি তা রাত্রে-দিনে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে দান করতেন। তিনি অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করতেন। একদা নামায আদায়রত অবস্থায় তাঁর জামার নীচে একটি ভীমরুল ঢুকে কামড়াতে আরম্ভ করল। তবুও তিনি নামায ছেড়ে দিলেন না। নামায শেষে দেখা গেল, ভীমরুলটি ১৭টি স্থানে হুল ফুটিয়েছে। ইবন কাসীর (র.) বলেন,

كان كثير الاحسان – قليل الاكل جد – مفرط الكرم – كثير الصلاة والعبادة – وكان يختم القران كل ثلاث –

وقام مرة يصلى – فلعسه زنبور ورمه فى سبعة عشر موضعا ولم يقطع صلاته –

ইমাম বুখারী (র.) ছিলেন, অধিক ইহসানকারী, অতি অল্পভোজী, অধিক বদান্য, অধিক নামায আদায়কারী ও 'ইবাদাত গুজার। তিনি প্রতি তৃতীয় দিবসে আল-কুরআন খতম করতেন। একবার তিনি নামাযরত ছিলেন, এমতাবস্থায় একটি বোলতা তাকে দংশন করে এবং ১৭টি স্থানে তাকে দংশন করে, কিন্তু এরপরও তিনি নামায ভেঙ্গে ফেলেননি।'

তিনি ১৬ বছর বয়সে মা ও ভাইয়ের সাথে হজ্জ সমাপন করেন।[১১৯] তিনি কোন দিন কারও গীবত করেননি।[১২০] এ সম্পর্কে আবূ আমর আহমদ ইবন নাসর আল-খাফফাস বলেন- মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী অতীব আল্লাহভীরু এবং পুতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী। তাঁর সমতুল্য আমি আর কাউকে দেখিনি।[১২১]

---

[১১৫]. আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দীসুন, পৃ. ৩৫৪
[১১৬]. তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬-২০
[১১৭]. আল হিত্তাহ, পৃ. ২৪২
[১১৮]. ই'লামুল মুআক্কি'ঈন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬
[১১৯]. তাবকাতুশ-শাফিঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬
[১২০]. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৪১
[১২১]. তাহযীবুল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯

BwšÍKvj I BwšÍKv‡ji ci A‡jŠwKK NUbv

ইমাম বুখারী (র.) ২৫৬ হিজরির ঈদুল-ফিতর রাতে ইশার নামাজের সমরকন্দ থেকে ২ ফারসাখ দূরে ‘‘খরতংক’’ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন)। ঐ দিন যুহরের নামাযের পর তাঁকে দাফন করা হয়। আর এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ দিন কম ৬২ বছর।[১২২] ইব্ন খাল্লিকান বলেন, ইমাম বুখারী (র.) শনিবার রাতে ‘ইশার নামাযের পর ইন্তিকাল করেন। এটি ছিল ঈদুল ফিতরের রাত। তাকে ঈদুল ফিতর দিবসে যুহর নামাযের পর ২৫৬ হিজরী সালে ‘খরতংক’ এ সমাধিস্ত করা হয়।[১২৩]

ইমাম বুখারী (র.) এর জানাযার নামাযের পর কবরে রাখার সাথে সাথে কবর হতে মিশক আম্বরের সুগন্ধি বের হতে আরম্ভ করে। এ বাস্তব আলৌকিকতা দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকজন আসা-যাওয়া করতে থাকে।

এমনকি তারা তাঁর কবরের মাটি হাতে নিয়ে সুগন্ধি গ্রহণ করতে থাকে। এই ঘটনাতে লোকজন অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করেছিল। সুহীহুল-বুখারীর মুকাদ্দামাতে বর্ণনাটি এরূপ,

لما صلى عليه ووضع فى حفروه فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك وجعل الناس يختلفون الى قبره مده يأخذون من تراب قبره ويتعجبون من ذلك –

gbxlxM‡Yi ‘wó‡Z Bgvg eLvix (i.)

ইমাম বুখারী (র.) সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল

১. ইমাম ‘আব্দিল্লাহ আদ-দারিমী (র.) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী আমাদের চেয়ে অধিক ফিকহী জ্ঞানের অধিকারী, আমাদের থেকে অনেক বেশী জ্ঞানী, হাদীস সংগ্রহে আমাদের চেয়ে অধিক মনোযোগী।
২. মুহাম্মদ ইবন আবুদুল্লাহ ইবন নুমাইর বলেন,[১২৪] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র.) এর মত আমি কাউকে দেখিনি।
৩. আবূ ঈসা আত্-তিরমিযী (র.) বলেন,[১২৫] আমি ইরাকে ও খুরাসানে ইলাল (হাদীসের ক্রটি), ইতিহাস ও সনদ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈলের চেয়ে অধিক জ্ঞাত কাউকে দেখিনি।
৪. আহমদ ইবন হাম্বল (র.) বলেন,[১২৬] খুরাসান মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল এর মত কাউকে জন্ম দেয়নি।
৫. হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.) বলেন,[১২৭] মেধা ও জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাকওয়া ও ইবাদাতে তিনি ছিলেন সবার শীর্ষে।
৬. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুযায়মা বলেন,[১২৮] আকাশের নীচে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের বড় জ্ঞানী এবং এর বড় হাফিয মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী অপেক্ষা আমি আর কাউকে দেখিনি।
৭. ইমাম মুসলিম (র.) বলেন,[১২৯] আমাকে আপনার পদদ্বয় চম্বুন করার অনুমতি প্রদান করুন হে সকল শিক্ষকের শিক্ষক, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হাদীসের রোগের চিকিৎসক।
৮. মুহাম্মদ ইবন বাশশার বলেন,[১৩০] পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিয চারজন; রায়- এ আবূ যুর’আ, সমরকন্দে দারিমী, বুখারায় মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল এবং নাইশাপূরে মুসলিম ইবন হাজ্জাজ।

---

[১২২]. তাহযীবুল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ.৬৮
[১২৩]. ওয়াফায়াতুল আ‘ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪
[১২৪]. আল মুনতাযাম, ১২শ খণ্ড,
[১২৫]. তাহযীবুল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০
[১২৬]. তাহযীবুত তাহযীব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪১-৪২
[১২৭]. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫
[১২৮]. তাহযীবুল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ.৭০
[১২৯]. সিয়ারু আ‘লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩২

৯. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী বলেন,[১৩১] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ছিলেন এই উম্মতের একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ।

ÔAvj-RvwgÕ Avm-mnxn msKjb : এ খ্যাতনামা হাদীস বিশারদ অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে আস-সহীহ গ্রন্থটি সর্বত্র অধিক সমাদৃত ও খ্যাতি অর্জন করেছে। গ্রন্থটির পূর্ণ নাম 'আল-জামি' আস-সহীহ আল-মুসনাদ আল-মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি (সা.) ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী।' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহান বাণী, জীবন বৃত্তান্ত এবং ঘটনাবলীর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত সংকলন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরে সমগ্র গ্রন্থের মাঝে এ গ্রন্থটি অধিক বিশুদ্ধ| ইমাম বুখারী (র.) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাচাই এবং নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ ষোল বছর সময়ে তাঁর আল-জামি'উস-সহীহ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র.) এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,[১৩২]

اخرجت هذا الكتاب من نحو ستمائة الف حديث – وصنفته فى ست عشر سنة – وجعلته حجة فيما بينى وبين الله

ইমাম বুখারী (র.) দীর্ঘ ষোল বছর অক্লান্ত সাধনা করে ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করত তা যাচাই-বাচাই করে মুয়াল্লাক, মুতাবি এবং মওকূপ হাদীস ছাড়া পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হাদীস সহ মাত্র ৭৩৯৭টি বিশুদ্ধ হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।[১৩৩]

ইবনুস-সালাহ ও আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী এর মতে পুনরুল্লেখ সহ জামি'উস-সহীহ গ্রন্থের হাদীস সংখ্যা হবে ৭২৭৫। পুনরুল্লেখ ছাড়া হাদীস সংখ্যা হবে ৪০০০।[১৩৪] এ সম্পর্কে আল্লামা নববী এর মতটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,[১৩৫]
সহীহ বুখারীতে সন্নিবেশিত সনদযুক্ত মোট হাদীস হচ্ছে সাত হাজার দু'শত পঁচাত্তর (৭২৭৫) টি। এতে পুনরুল্লেখিত হাদীস সমূহ গণ্য। আর তা বাদ দিয়ে হিসেব করলে সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার।

হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী উল্লেখ করেছেন যে, মুয়াল্লাক, মুতাবি এবং মওকূপ হাদীস ছাড়া পুনরুল্লেখ ব্যতীত এ গ্রন্থের মুত্তাসিল হাদীসের সংখ্যা প্রায় ২৬০২।[১৩৬] এমন মু'আল্লাক মারফু' হাদীস যা বুখারীর কোন স্থানেই মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়নি তার সংখ্যা ১৫৯টি । অতএব, মুকাররার নয় এমন হাদীসের সংখ্যা ২৭৬১টি। আর এগুলোর মধ্যে মু'আল্লাক হাদীসের সংখ্যা ১৩৪১টি।[১৩৭] এতে মুতাবি' এবং রেওয়ায়েতের ভিন্নতা সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সংখ্যা ৩৪৪টি। ইবন হাজার (র.) বুখারীর এমন হাদীসের সংখ্যা উল্লেখ করেননি যেগুলি সাহাবী থেকে মওকুপ রূপে এবং তাবি'ঈ এবং তাঁদের পরবর্তীগণ থেকে মাকতু হাদীস রূপে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, মাওকূপ এবং মাকতু ছাড়া বুখারীতে মুকাররারসহ উল্লিখিত হাদীসের সংখ্যা ৯০২৮টি। এতে ১৬০টি অধ্যায়, ৩৪৫০টি পরিচ্ছেদ ও ২২টি এমন হাদীস রয়েছে যা মাত্র তিনটি মাধ্যমে ইমাম বুখারী পর্যন্ত পৌঁছেছে। পরিভাষায় এরূপ হাদীসকে সুলাসিয়াত বলে।[১৩৮] এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা সর্ব মহলে স্বীকৃত। ইমাম বুখারী

---

[১৩০]. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৯
[১৩১]. তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৪
[১৩২]. তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১
[১৩৩]. সিদ্দীক হাসান খান কানুযী, Avj-wnËvn we whKwi wmnvn wmËvn, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-আরাব্যিা, ১৯৮৬) পৃ.৮৭
[১৩৪]. উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬
[১৩৫]. তাহযীবুল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫
[১৩৬]. gnwÏmx‡b-ÔBhvg পৃ. ১২৭; এ গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যা নিয়ে আরো কিছু মতভেদ রয়েছে।
[১৩৭]. Avj nv'xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ৩৭৯
[১৩৮]. মুহাম্মদ হাসান রহমতী, ইমাম বুখারী (র.) ও সহীহ বুখারী, BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ৩৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ১০৪

(র.) বলেন, আমি এ কিতাবে প্রতিটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করেছি এবং দু'রাকাত নামায পড়েছি।[১৩৯] ইমাম নাসাঈ (র.) বলেন, ইমাম বুখারীর এ গ্রন্থে সমগ্র হাদীস গ্রন্থের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট।[১৪০]

Avj-RwgÔDm-mnxn cYq‡bi KviY

ইমাম বুখারী কর্তৃক আল-জামি'উস সহীহ সংকলনের দু'টি কারণ পাওয়া যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১. ইমাম বুখারী (র.) এ গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষক ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (র.) এর মজলিস থেকে লাভ করেন। একদা ইমাম বুখারী স্বীয় শিক্ষক ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই এর দরসে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি সমবেত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত হাদীস ও সুন্নাহ সমূহের সমন্বয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করত, যা সংক্ষিপ্ত অথচ বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে চরম পর্যায়ে উন্নীত, তাহলে অতি উত্তম হত। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, এই কথা শ্রবণের পর তাঁর মনে এরূপ একখানা গ্রন্থ প্রণয়নের বাসনা জাগ্রত হয়।

২. সহীহ বুখারী প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়ার মূলে ইমাম বুখারী হতে আরও একটি কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি যেন তাঁর সম্মুখে একটি পাখা হাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর শরীরে বাতাস করছি এবং মাছির আক্রমণ প্রতিহত করছি। অতঃপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাতাগণ বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি আরোপিত সমস্ত মিথ্যাকে প্রতিরোধ করবে। বস্তুতঃ এই স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যাই আমাকে সহীহ হাদীস সম্বলিত এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছে। অবশ্য এ দুই বর্ণনায় দুই প্রকারের কারণের উল্লেখ থাকলেও এ কারণ দু'টির মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। সম্ভবত তিনি উস্তাদের মজলিস থেকে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসার পর তারই অনুকূলে এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন।[১৪১]

mnxûj-eLvix cYq‡b Bgvg eLvix (i.) Gi kZ©vejx

ইমাম বুখারী (র.) যে সব শর্তাবলীর ভিত্তিতে আল-জামি'উস-সহীহ সংকলন করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে ,

১. হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (ধারাবাহিক) হতে হবে।

২. বর্ণনাকারী মুসলিম, সত্যবাদী হতে হবে এবং তাকে মুদাল্লিস ও মুখতালিত হওয়া চলবে না।

৩. তাকে ন্যায়পরায়ন (আদেল) সংরক্ষরণকারী, স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, জ্ঞানী, অল্প ভুলকারী ও সঠিক আকীদার অধিকারী হতে হবে।

৪. বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খকে আদেল হতে হবে।[১৪২]

৫. বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খকে একই যুগের হতে হবে এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে হবে।[১৪৩]

Avj-RwgÔDm-mnxn m¤ú‡K gbxlxM‡Yi gšÍe¨

১. ইমাম বূখারী (র.) নিজেই তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, আমি আল-জামি গ্রন্থে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সংযোজিত করেছি। আর আমি গ্রন্থের বৃহদায়তন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।[১৪৪]

---

১৩৯. ZviwRgj gnwÏmxb I gvbwnRûg, তদেব, পৃ.৯১

১৪০. Zvnhxej Avmgv, তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪; gnwÏmx‡b Bhvg, তদেব, পৃ. ১২৩

141. Zv'exbm mbvn, c. 113

142. û'v Avm mvix, c. 9

143. ZvixLm mbvn Avj gkviivdvn, c. 245

144. ZveKvZk-kwdCq¨vn, 2q LÐ, c. 216

২. ইমাম নববী (র.) বলেন,[১৪৫] হাদীসের সকল ‘আলিম এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, গ্রন্থাবদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হচ্ছে আল-বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়। আর অধিকাংশের মতে এ দু’টির মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ সহীহ্ এবং জনগণকে অধিক উপকার দানকারী হচ্ছে সহীহুল-বূখারী।

৩. জমহুর আলিমগণের মতে,[১৪৬] আল্লাহর কিতাবের পর আকাশের নিচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সুহীহুল-বূখারী।

৪. ইমাম নাসাঈ (র.) বলেন,[১৪৭] এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উত্তম গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম বুখারীর (র.) গ্রন্থ। আর সমগ্র উম্মত এ দু’টি গ্রন্থের বিশুদ্ধতার আর এ দুটির হাদীস এর ওপর আমল করা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

৫. আল-ইয়াফি’ঈ (র.) বলেন,[১৪৮] ইমাম বুখারী (র.) হাদীসের হাফিজ, ইমাম, জগৎবাসীর নেতা, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। সুনান এবং আহকামের ওপর সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থের সংকলক, মুহাদ্দিসগণের ইমাম এবং ইসলামের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি।

৬. তাজউদ্দীন আস-সূবকী (র.) বলেন,[১৪৯] তাঁর কিতাব আল-জামি’উস-সহীহ’ ইসলামী গ্রন্থমালার মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং আল্লাহর কিতাবের পর অধিক ফযিলতপূর্ণ কিতাব।

৭. ড. সুবহী সালেহ বলেন,[১৫০] ইমাম বুখারী (র.) মহান কিতাব আল-জামি’উস-সহীহ এর সংকলক। আর একটি কুরআন মাজীদের পর সর্বাাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

Avj-Rwg-Gi e¨vL¨v MÖš

আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের পর ইমাম বুখারী (র.)-এর আল-জামি‘আস সহীহ-এর প্রতি মুসলিম ‘আলিম সম্প্রদায় যেরূপ গুরুত্বারোপ করেছেন অপর আর কিছুর প্রতি তাঁরা অনুরূপ গুরুত্বারোপ করেননি। ফলে এর ব্যাখ্যাকারীগণের সংখ্যা কতই না অধিক। অনেকেই এ গ্রন্থের রিজাল এবং এর উদ্দেশ্যাবলীর ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার কেউ কেউ এ কিতাবকে সংক্ষিপ্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মোল্লা কাতিব ছালফী (র.) তাঁর كشف الظنون গ্রন্থে বুখারী শরীফের ৮২-এর উর্ধ্বে শরহ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। এ সকল ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নকারীগণের মধ্যে রয়েছেন পূর্বসূরী মহান পণ্ডিত এবং পরবর্তী সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী হাদীস শাস্ত্রবিদগণ। তাঁদের রচিত কিছু কিছু গ্রন্থ সমাপ্তি লাভ করেছে এবং কিছু কিছু অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। তবে কোন কোন ব্যাখ্যাকারী সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার প্রতি ঝুকে পড়েছেন। যেমন ইমাম খাত্তাবী (মৃত ৩০৮ হিজরি) তিনি أعلاء السنن নামে এক খণ্ডে বুখারীর একটি শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আবার কেউ কেউ অতি দীর্ঘ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। তিনি সনদ ও মতনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছোট-বড় কোন বিষয়ই ত্যাগ না করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন ইমাম মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইয়া‘কূব আল-ফীরুয আবাদী আশ-শীরাযী (মৃত ৮১৭ হিজরি) (র.)।

তিনি বুখারী শরীফের এক সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তার নামকরণ করেন, منح الباري بالسبيل الفيح البخاري তিনি বুখারী শরীফের ‘ইবাদাত অংশের এক চতুর্থাংশের ব্যাখ্যা সম্পন্ন করেন ২০ খণ্ডে। তিনি এতে এমন আলোচনা করেন, যা ইতঃপূর্বে কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থে আলোচিত হয়নি। কোন কোন

145. Zvnhxe j Avmgv, 1g LÐ, c. 73
146. dvZûj evix, gKv Ïvgv, c. 5
147. Zvnhxe j Avmgv, 1g LÐ, c. 74
১৪৮. মিরআতুল জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪
১৪৯. তাবকাতুশ-শাফিঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫
১৫০. উলুমুল হাদীস, ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ৩৯৬

ব্যাখ্যাকার মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে হাদীস উপলব্ধির অতি প্রয়োজনীয় দিকগুলোর ব্যাখ্যায় আপন ব্যাখ্যাগ্রন্থকে সীমাবদ্ধ রাখেন।

এসকল ব্যাখ্যাকারগণ মত ও পথের ভিন্নতার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করেছেন। তবে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে ৪ জন ব্যাখ্যাকারের অনুগ্রহ সর্বকালব্যাপী। তাঁরা হচ্ছেন,

১. ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বাহাদুর আয্-যারকাশী[১৫১] (র.) (মৃত ৭৪৯ হিজরি)। তাঁর শরহ গ্রন্থের নাম التَّنْقِيْح।

২. 'আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবন আহমদ আল-'আয়নী আল-হানাফী[১৫২] (মৃত ৮৫৫ হিজরি) (র)। তাঁর শরাহ গ্রন্থের নাম عمدة القاري; এটি একবার মুদ্রিত হয়েছে এবং ১৩৪৭ হিজরি সালে পুনরায় মুদ্রিত হয়েছে।

৩. হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী[১৫৩] (মৃত ৯১১ হিজরি) (র.)। তাঁর শরাহ গ্রন্থের নাম التوشيح।

---

[১৫১]. যারকাশীর নাম মুহাম্মদ ইবন বাহাদুর ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-মিসরী। তিনি ৭৪৫ হিজরী মুতাবিক ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফকীহ, মুহাদ্দিস, উসূলবিদ ও সাহিত্য বিশারদ ছিলেন। তিনি জামালুদ্দীন আল-উসনবী, সিরাজুদ্দীন বালকীনীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দিমাশকের শায়খ সালাহুদ্দীন 'ওমর ও অন্যান্য উস্তাদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি শিক্ষকতা করেন, ফাতাওয়া প্রদান করেন এবং কারাফা-সুগরা-এর কারীমুদ্দীন খানকার শায়খ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আল-ইজাবাহ লি ঈরাদি মা-ইস্তাদরাতহ 'আইশাত আলাস-সাহাবাহ, 'ইলামুল-সাসাজিদ বী আহকামিল মাসাজিদ, আল-বাহরু'ল-মুহীত, আল-বুরহান ফী 'উলূমি'ল-কুরআন, আত-তাযকিরাতুল-ফিল-আহাদীসি'ল-মুশতাহিরাত, তাকমিলাতু শারহি'ল-মিনহায লিন-নাবাবী, ফাতওয়ায়ি'য-যারকাশী। তিনি রজব মাসের রোববার ৭৪৯ হিজরী মুতাবিক ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. আয-যিরাকলী, আল-আ'লাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৬; 'ওমার রিযা কাহহালাহ, মু'জামুল'ল-মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪-১৭৫; হাদিয়াতু'ল-'আরিফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪-১৭৫; ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৫; আল-বুরহান ফী 'উলূমি'ল-কুরআন, মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ১৫।

[১৫২]. আয়নী (র.)-এর পিতা কাযী শিহাবুদ্দীন আহমদ (র.) ৭২৫ হিজরি সালে হলপ্পে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি হলপ্প থেকে তিন মারহাল দূরবর্তী স্থান 'আয়ন তাব (عين تاب) এ স্থানান্তরিত হন এবং তথাকার কাযী নিযুক্ত হন। সেখানেই তাঁর পুত্র বদর ৭৬২ হিজরীর ১৭ই রমযানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মভূমিতেই বড় হন, শিক্ষা অর্জন করেন এবং পিতার নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর শায়খগণের মধ্যে হাফিয 'আব্দুর রহীম আল-'ইরাকী, সিরাজুদ্দীন আল-বালকীনী, তাকিয়্যুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ দাজাভী (র.) উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে কামালুদ্দীন ইবনুল-হুমাম, কাসিম ইবন কুতলূবুগা, শামছুদ্দীন সাখাভী, হাফিয ইবন হাজার 'আসকালানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । 'আয়নী (র.) হাদীস, ফিকহ, তারীখ, 'আরবি সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'উমদাতুল-কারী বুখারীর শরাহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এটি বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। বৈরুতের দারু'ল-ফিকর থেকে এটি ২৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয়। তিনি ইমাম তাহাভী (র.)-এর শরহু মা'আনি'ল-আসার গ্রন্থের দুটি বড় বড় শরাহ গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে نخب الأفكار গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত। তিনি ২ খণ্ডে সুনানু আবী দাউদের একটি শরহ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত আল-হিদায়াহ-এর শরাহ البناية ১০ খণ্ডে রচিত এবং অতি প্রসিদ্ধ। এছাড়াও তাঁর রচিত আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে।

দ্র. মুকাদ্দামাহ, 'উমদাতুল-কারী, পৃ. ২-১০; 'ওমার রিযা কাহহালাহ, মু'জামু'ল-মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৯৭-৭৯৮; ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৭-২৮৮; আল-বাগদাদী, ইযাহুল-মাকনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২,১১৯, ২য় খণ্ড পৃ. ৫২৯, ৭০৫; শাওকানী, আল-বাদরুত-তালী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

[১৫৩]. তিনি হচ্ছেন, 'আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর ইবন 'ওসমান ইবন মুহাম্মদ ইবন খাদর ইবন আইয়্যুব আবু'ল-ফযল। তিনি ৮০৯ হিজরীর রজব মাসের প্রথম রাত্রিতে মাগরিবের পর মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। আল-'ঈদরুসী তাঁর النور السافر গ্রন্থে বলেন, সুয়ূতীকে গ্রন্থ পুত্র (ابن الكتب) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কারণ, তাঁর পিতা ছিলেন 'আলিম ব্যক্তি। একদা তাঁর একটি কিতাব অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। তখন তিনি সুয়ূতীর

৪. শায়খুল-ইসলাম আহমদ ইবন 'আলী ইবন হাজার 'আসকালানী (মৃত ৮৫২ হিজরি) (র.)। তাঁর শরাহ গ্রন্থটির নাম فتح الباري।

আমার জীবনের শপথ! তিনি (ইবন হাজার) এ অনুগ্রহকারীগণের মধ্যে আমীর হিসেবে পরিগণিত। কারণ, অন্য কোন শরাহ গ্রন্থ তাঁর শরাহ গ্রন্থের কাছাকাছিও হতে পারেনি এবং তার অন্তঃস্থিত গুণাবলী ও সৌন্দর্যকে আপন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করতে পারেনি। তাঁর পূর্ণ শরাহটি রচিত না হয়ে যদি শুধু মুকাদ্দামাহটি রচিত হত তবে এর সুগঠনমূলক আলোচনা এবং এর মহান মর্যাদা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হত। ইয়ামনের মুজতাহিদ 'আল্লামাহ শাওকানী (র)-কে যখন ইমাম বুখারী (র.)-এর আল-জামি' আস্-সহীহ্ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আহাবান জানানো হয় তখন তিনি বলেন, لا هجرة بعد الفتح -'ফত্হ মক্কার পর আর ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। 'আল্লামা ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী (র.) ৮১৩ হিজরি সালে তাঁর মুকাদ্দামাটি সম্পন্ন করার পর ৮১৭ হিজরী সালের শুরুতে فتح الباري গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন এবং ৮৪২ হিজরী সালের রজব মাসের প্রথমে তা সমাপ্ত করেন এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার মুহূর্তে তিনি একটি বিরাট যিয়াফতের আয়োজন করেন যাতে নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া কোন মুসলিম ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিলেন

মাতাকে তাঁর কিতাবগুলোর মধ্য থেকে ঐ কিতাবটি নিয়ে আসতে বলেন। তিনি সেটি আনার জন্য যান। কিন্তু সেখানে গ্রন্থরাজির মাঝে তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং তিনি ঐ স্থানেই সুয়ূতীকে জন্ম দেন।

সুয়ূতীর পূর্ব পুরুষ ছিলেন 'আজমের অধিবাসী। ইমাম সুয়ূতী বলেন, বাগদাদের একটি মহল্লার নাম الخضيرية, জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমার পিতার নিকট থেকে শ্রবণ করেন যে, তাঁর উর্ধ্বতন দাদা 'আজম অথবা মাশরিকের অধিবাসী ছিলেন। এতে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, উল্লিখিত মহল্লাটির প্রতি নিসবত করেই তাঁদের গোত্রকে আল-খুদায়রী বলা হয়। ৫ বছর ৭ মাস বয়সে তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর কুরআন পাঠ সূরাতুত-তাহরীম পর্যন্ত পৌঁছে। ৮ বছরের কম বয়সে তিনি কুরআন মজীদ হিফয করেন। এরপর তিনি العمدة، منهاج الفقه، الأصول এবং الفية ابن مالك কণ্ঠস্থ করে নেন। তিনি শায়খুল-ইসলাম আল-বুলকায়নী, শরফুদ্দীন আল-মুনাবী, তাকিয়্যুদ্দীন আশ-শিবলী, শিহাবুদ্দীন আল-শারমাসহী প্রমুখ যুগ শ্রেষ্ঠ শায়খগণের নিকট বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। তাঁর শায়খের সংখ্যা একশত পঞ্চাশ জন। তাঁর প্রথম সংকলিত গ্রন্থ, شرح الإستعاذة والبسملة , তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ছয়শত। সাতটি বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর অভিজ্ঞতা আর সেগুলো হচ্ছে, (১) তাফসীর (২) হাদীস (৩) ফিকহ (৪) ইলমুল-নাহব (৫) ইলম মা'আনী (৬) ইলম বয়ান (৭) আহলুল-ফালসাফাহ। তবে গণিত শাস্ত্র ছিল তাঁর নিকট খুব কঠিন। তিনি বলেন, গণিতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় আমি যেন একটি পাহাড় বহন করার জন্য সাধনা করছি।

তিনি ছিলেন অতিশয় পুঃপবিত্র, ভদ্র, অল্পেতুষ্ট, ক্ষমতাধর ও সম্রাটের দরবার থেকে সুদূরে অবস্থানকারী। শায়খো খানকার উপজীবিকার ওপর তিনি তুষ্ট থাকতেন। আমীর এবং ওযীরগণ তাঁর যিয়ারতের জন্য আগমন করতেন এবং তাঁর খিদমতে উপঢৌকন পেশ করতেন। কিন্তু তিনি তা ফেরৎ দিতেন। বর্ণিত আছে, একদা সুলতান ঘুরী দূতের দূতের মাধ্যমে তাঁর নিকট একজন নপুংসক দাস এবং ১০০০ দীনার প্রেরণ করেন। তিনি নপুংসক দাসটিকে গ্রহণ করে মুক্ত করে দেন এবং দীনার ফেরৎ দিয়ে দূতকে বলেন, কোন হাদিয়া নিয়ে আমার নিকট আর কখনও আসবে না। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি লোকজন থেকে আলাদা হয়ে একাকী নীল নদের তীরে মিকয়াস নামক বাগানে অবস্থান করেন। অতঃপর সেখানে বসে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল, আল-ইকলিল ফী ইস্তিম্বাতি'ত-তানযীল, আল-ইতকান ফী 'উলূমি'ল- কুরআন, তাফসীর জালালাইন, আদ-দুরারুল-কামিনাহ, তাবাকাতু'ল-মুফাসসিরীন, তাবাকাতু'ল-হুফফায, তারীখু'ল-খুলাফা, আত-তাওশীহ আল-সহীহিল-বুখারী, জামউ'ল-জাওয়ামী ফীন-নাহব, আল-ইনসাফ ফী তামীযিল-আওকাফ। তিনি ৯১১ হিজরি সালের জুমাদ আল-উলা মাসে মুতাবিক ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে নিজ বাসভবনে মিকইয়াসের বাগানে ইন্তকাল করেন।

দ্র. কাযী মুহাম্মদ ইবন 'আলী আশ-শাওকানী, আল-বাদরুত-তালে, ১ম ঘণ্ড, পৃ. ২২৯; ড. হুসাইন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল-মুফাসসিরিন, ১ম খণ্ড, প. ২৫১; সম্পাদনা পরিষদ, দায়েরাতুল-মাআরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭, আল-বুস্তানী, কিতাবু দায়িরাতুল-মাআরিফ, ১০খণ্ড, পৃ. ৩৫৮; নাজমুদ্দিন আল-গিযমী, আল-কাওয়াকিবু-সায়িরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬; ওমর রিযা কাহহালাহ, মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২-৮৩, হাদিয়াতু'ল-আরিফীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪-৫৪৪; ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫১-৫৫; মুকাদ্দামাহ আত-তাওশীহ, পৃ. ১৯-২৮; ইজাযুল-কুরআনিল-কারীম, পৃ. ২১৯, লুব্বুল-লুবাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।

না। এ খাদ্যায়োজনে তিনি প্রায় ৫শত দীনার ব্যয় করেন। গ্রন্থকারের জীবদ্দশাতেই গ্রন্থটি যথোপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে। এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলের রাজন্যবর্গ গ্রন্থটি কপি করার জন্য তলব করতে থাকেন এবং প্রায় ৩ লক্ষ দীনার মুদ্রায় তা ক্রয় করা হয়। গ্রন্থটি দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি এর খ্যাতি অন্যসব শরাহ গ্রন্থের খ্যাতিকে ঢেকে নেয়। এ গ্রন্থটি ১৩ খণ্ডে বিভক্ত। এর মুকাদ্দমাহটি একটি মোটা ও পুরু খণ্ডে মুদ্রিত। এটি মিসর ও হিন্দুস্থান থেকে দু'বার মুদ্রিত হয়েছে।

Avj-RvwgÕ-Gi msw¶ß ms¯‹iY

আল-জামি এর অনেক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলিত হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো এই,

১. ইমাম জামালুদ্দীন আহমদ ইবন 'ওমর আল-আনসারী আল-কুরতুবী (মৃত ৬৫৬ হিজরী)-এর মুখতাসার।

২. বদরুদ্দীন হাসান ইবন 'ওমর আল-হালবী (মৃত ৭৮৯ হিজরী) (র.)-এর মুখতাসার। তিনি এ গ্রন্থের নাম, إرشاد الساري والقاري।

৩. হুসায়ন ইবনুল-মুবারক আয-যাবীদী (মৃত ৮৯৩ হিজরী) (র.)-এর মুখতাসার। তিনি এতে মূল রাবী ছাড়া পূর্ণ সনদ পরিত্যাগ করেন। তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করেন, التجرد الصريح لأحاديث الجامع الصّحيح।

2.Avej ûmvBb gmwjg BebÕj-nv¾vR Avj-KkvBix Avb-wbkvcix

bvg I esk cwiPq

তাঁর নাম মুসলিম, উপনাম আবুল হুসাইন, উপাধি আসকিরুদ্দীন। পিতার নাম আল-হাজ্জাজ। তাঁর বংশ তালিকা এই, মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ ইবন মুসলিম ইবন ওয়ারদ ইবন কুশায[১৫৪] আল-কুশাইরী[১৫৫] আন-নাইসাপুরী।

Rb¥ I Rb¥¯'vb

ইমাম মুসলিম (র.) ইরানের খুরাসান প্রদেশের নিশাপুর নামক স্থানে ২০৪ মতান্তরে ২০৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[১৫৬] অধিকাংশ রিজাল শাস্ত্রবিদ তাঁর মৃতকাল ২৬১ হিজরি এবং বয়স ৫৫ বৎসর উল্লেখ করেছেন। এই হিসাবে তাঁর জন্মকাল ২০৬ হিজরি হওয়াই সঠিক ও অধিক যুক্তিযুক্ত। ইবনুল আসীর এর মতে, তিনি ২০৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইবন খাল্লিকান ইমাম মুসলিম (র.) এর জন্ম ২০৬ হিজরি সাল বলে উল্লেখ করেছেনে। তিনি ইমাম মুসলিম (র.) এর নিকটবর্তী যুগের ব্যক্তি ছিলেন। এ কারণে তার এ মতটিই বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

নায়সাপুর/ নিশাপুর খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এখানে শত শত আলিম ও জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম তাঁর রচিত তারীখু নায়সাপুর গ্রন্থে এ সকল ব্যক্তির আলোচনা করেছেন। ইয়াকুত হামাভী নায়সাপুর সম্পর্কে বলেন,[১৫৭] এটি একটি বিরাট এবং মহা মর্যাদা

---

১৫৪. ইবন খাল্লিকান, IqvwdqvZj AvBqvb, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮

১৫৫. আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র বনী কুশাইয়ের দিকে নিসবত করে তাঁকে কুশাইরী বলা হয়। এটি একটি বিরাট গোত্র। এ গোত্রের প্রতি বহু আলিম ব্যক্তি সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন। দ্র. আল হিত্তাহ, পৃ. ২৪৭

১৫৬. wmqvi æ AvÔjwgb bevjv, তদেব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৮; মুহাদ্দিসীনে ইযাম, পৃ. ১৩৭

১৫৭. ইয়াকুত আল হামাভী, gÔRvgj ej'vb, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১

সম্পন্ন শহর। এটি সম্মানিত ব্যাক্তিগণের খনি স্বরূপ। জ্ঞানী ও আলিম ব্যাক্তিগণের ঝর্ণাধারা স্বরূপ। আমি যত শহর ভ্রমণ করেছি, এর অনুরূপ কোন শহর প্রত্যক্ষ করিনি।

wkÿv Rxeb

ইমাম মুসলিম শৈশবে পিতা-মাতার স্নেহ-মমতায় প্রতিপালিত হন। তাঁদের নিকটেই তার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। শৈশবেই তিনি অসাধারণ মেধাবী, চরিত্রবান ও বিনম্র স্বভাবের বালক হিসেবে সহপাঠী ও বাল্য সাথীদের মাঝে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছোট বেলাতেই পবিত্র কুরআন হিফয করেছেন । তিনি কিশোর বয়সেই হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। তিনি মাতৃভূমি নায়সাপুরে প্রথম হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহের সূচনা করেন। সাথে সাথে তাফসীর, ইতিহাস ও অন্যান্য ইসলামী বিষয় ও অধ্যয়ন করতে থাকেন। এই বিদ্যাপীঠেই তিনি সর্বপ্রথম ২১৮ হিজরি, ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে হাদীসের দারসে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করতে আরম্ভ করেন। তখন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম-আয-যুহলী। তার নিকট থেকে ইমাম মুসলিম মনোযোগ সহকারে হাদীস শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণের পরে সাথে সাথেই তিনি শ্রুত সমস্ত হাদীস লিখে রাখতেন। লেখা শেষ হলে তিনি সহপাঠীদের বৈঠকে হাদীসসমূহ পুনরালোচনা করতেন। ফলে অতি অল্প সময়ে হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য লাভে সক্ষম হন।[১৫৮]

Bgvg hnjxi gRwjm Z¨vM

ইমাম বুখারী (র.) যখন নাইসাপূরে উপস্থিত হন, তখন ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'ইলমে হাদীসে তাঁর অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার হতে তিনি (মুসলিম) জ্ঞান আহরণ করতে লাগলেন[১৫৯]। এ দিকে ইমাম বুখারী নাইসাপুরে এসে হাদীসের দারস দিতে শুরু করলে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের দারস শিক্ষার্থী শূন্য হয়ে পড়ে।[১৬০] কারণ শিক্ষার্থীরা ইমাম বুখারীর দারসে বসতে শুরু করেন। এমনকি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম যুহলীও নিয়মিত ইমাম বুখারীর দারসে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করেন।[১৬১] অন্যান্য মুহাদ্দিসের দারস শিক্ষার্থী শুন্য হওয়ায় হিংসুকরা বুখারীর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে।[১৬২] ইতোমধ্যে خلق القران (কুরআন সৃষ্ট কি-না) সম্পর্কিত মাসআলায় ইমাম বুখারী ও ইমাম যুহলীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়[১৬৩]। ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীর পক্ষালম্বন করেন। যুহলী ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে এবং লোকজন বুখারীর নিকটে যেতে নিষেধ করে। যাতে ইমাম বুখারী নাইসাপুর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। মুসলিম (র.) ব্যতীত অধিকাংশ লোক তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু ইমাম মুসলিম নিয়মিত ইমাম বুখারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন। ইমাম যুহলীর নিকটে এই খবর পৌঁছল যে, মুসলিম (র.) তাঁর পূর্বের মতের উপর অটল আছেন। যদিও এ কারণে তিনি হেজায ও ইরাকে তিরস্কৃত হয়েছেন কিন্তু তিনি স্বীয় মত পরিবর্তন করেননি[১৬৪]।

একদিন ইমাম মুসলিম (র.) যুহলীর দারসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত হয়ে হাদীস শুনছিলেন। ইমাম যুহলী তাঁর দারসের শেষ পর্যায়ে সহসা ঘোষণা করেন,[১৬৫] যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দ সৃষ্ট বলে, আমাদের মজলিসে উপস্থিত হওয়া তার জন্য সমীচীন নয়। এ কথা শ্রবণের সাথে সাথে ইমাম মুসলিম স্বীয়

---

১৫৮. ইবন আসাকির, ZvixL g'xbvZ w'gvkK, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৩৬
১৫৯. মুহাম্মাদ আবূ যাহূ, Avj nv'xm I qvj gnwÏmb, পৃ. ৩৫৪
১৬০. মুহাম্মাদ হানিফ গাংগোহী, hvdiæj gnvmmwjb, পৃ. ১৪০
১৬১. Abdul hamid, Siddiki, *Shahih Muslim*, Introduction, p-vi
১৬২. মুহাম্মাদ হানিফ গাংগোহী, hvdiæj gnvmmwjb, পৃ. ১৪০
১৬৩. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭২
১৬৪. kwhvivZh hvnve, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪
১৬৫. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭২

চাদরটি তাঁর পাগড়ির উপর উঠিয়ে দিয়ে (মুখ ঢেকে) মজলিস ত্যাগ করেন। বাড়ী ফিরে এসে যুহলীর নিকট থেকে শ্রুত ও গৃহীত হাদীসের সমস্ত পাণ্ডুলিপি উটের পিঠে করে ফেরৎ পাঠান।

nv'xm A‡š^l‡Y †'k åCgY

ইমাম মুসলিম (র.) হাদীস শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ইমাম এবং হাদীসের হাফেজ ও দক্ষ সংরক্ষক। হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী[১৬৬] ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন।[১৬৭] বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের যেসব শহর ইলমে হাদীস শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেসব শহর ছিল তাঁর দীর্ঘ সফরের আওতায়। তিনি আরবের মক্কা, মদীনা, ইরাকের বাগদাদ, কূফা, বসরা ছাড়াও খুরাসান, রায়, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছেন। এসব স্থানের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[১৬৮] চৌদ্দ বছর বয়সে ২২০ হিজরি সালে ইমাম মুসলিম (র.) প্রথম সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি বায়তুল্লাহর হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে এ সময় খুরাসান থেকে রওয়ানা হন। এ সফরে তিনি হিযাযের মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

ইমাম মুসলিম (র.) ২৩০ হিজরি সালের প্রাক্কালে হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্য ইসলামী জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বিতীয়বার ভ্রমণ শুরু করেন।[১৬৯]

wkl¨e›'

অতি অল্প কালের মধ্যেই ইমাম মুসলিম 'ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইমাম মুসলিম (র.) এর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে অসংখ্য হাদীস অন্বেষণকারী ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আগমন করেন। সমসাময়িক বরেণ্য বিদ্বানগণও তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করতে আসেন। ইমাম মুসলিমের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ছাত্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হল।

মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (১টি হাদীস শ্রবণ করেছেন), ইবরাহীম ইবন ইসহাক আস-সায়রাফী, ইবরাহীম ইবন আবী তালিব, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন হামযাহ, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন সুফিয়ান আল-ফকীহ, আবূ হামীদ আহমদ ইবন হামদুন ইবন রুস্তম আল-'আমাশী, আবূল ফযল আহমদ ইবন সালামাহ আল-হাফিয, আবূ হামীদ আহমদ ইবন আলী-ইবনিল-হাসান ইবন হাসানুবিয়্যাহ আল-মুকরিউ, আবূ আমর আহমদ ইবন নাছর আল-খাফফাফ আল-হাফিয, আবু আমর আহমদ ইবনুল-মুবারক আল-মুসতামলি, আবু হামিদ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান ইবন আশ-শারকী, আবূ সা'ঈদ হাতিম ইবন আহমদ ইবন মাহমুদ আল-কিন্দী আল-বুখারী, আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ আল-কাব্বানী, আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবন দাউদ আল-খাফফাফ, সা'ঈদ আমর আল-বারযাহ আল-হাফিয সালিহ ইবন মুহাম্মদ আল-বাগদাদী আল-হাফিয, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন আবদিস-সালাম আল-খাফফাফ আন-নাইসাপূরী, আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-বালখী আল-হাফিয, আবদুল্লাহ ইবন ইয়াহইয়া আস-সারখামী আল-কাযী, আবদুর রহমান ইবন আবি হাতিম আর-রাযী, আলী ইবন ইসমাঈল আস-সাফফার।

আলী ইবনুল হাসান ইবন আবি ঈসা আল-হিলালী (তিনি ইমাম মুসলিমের চেয়ে বড়), আলী ইবনুল-হুসাইন ইবনিল-জুনাইদ আর-রাযী, আল ফযল ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-বালখী, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমাহ, মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক আস-সাকাফী আস-সিরাজ, আবূ আহমদ মুহাম্মদ ইবন আব্দিল ওয়াহহাব আল-আবদী আল-ফাররা (তিনি তাঁর চেয়ে বড়) মুহাম্মদ ইবন আবদ ইবন

---

১৬৬. wgb Avj wgj nvhviwZj Bmj wgBq¨vn, পৃ ৫২
১৬৭. wmqvi æ Av0j wgb bev j v, তদেব, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৮-৫৬১
১৬৮. Avj gbZvhvg, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৭১-১৭২
১৬৯. BKgvj j-gqwj øg we dvIqwq'j gmwjg, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

হুমাইদ, মুহাম্মদ ইবন মুখাল্লাদ আদ-দুওয়ারী আল-আত্তার, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন নাযর ইবন সালমাহ ইবনিল-জারুদ আল-জারুদী, আবূ হাতিম মাক্কী ইবন আবদান আত-তাহমীমী, আবূ মুহাম্মদ নাসর ইবন আহমাদ ইবন নাসর আল-হাফিয, ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মদ ইবন সায়িদ, আবূ আওয়ানাহ আল-ইসফিরাইনী।[১৭০]

gvhnve

ইমাম মুসলিম (র.) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা অত্যন্ত কঠিন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, ইমাম মুসলিম (র.) এর মাযহাব অজ্ঞাত। তিনি বলেন, তাঁর মাযহাব সম্পর্কে আমার সঠিক জানা নেই। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান তাকে শাফি'ঈ বলে গণ্য করেছেন। হাজী খলীফা বলেন, মাওলানা আবদুর রশীদ তাঁকে মালেকী মাযহাবের অনুসারী বলেছেন। اليافع الحبنى গ্রন্থকার বলেন, উসূলের ক্ষেত্রে তিনি শাফি'ঈ ছিলেন। কেননা এ ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর সাথে মতদ্বৈততা অনেক কম হয়েছে। শায়খ আবদুল লতীফ সিন্ধী বলেন, ইমাম তিরমীযি (র.) ইমাম মুসলিম (র.) কে বাহ্যত শাফি'ঈ (র.) এর মুকাল্লিদ বলে মনে হয়। বস্তুতঃ তারা উভয়েই মুজতাহিদ ছিলেন। শায়খ তাহের জাযায়েরীর অভিমত হচ্ছে, তিনি কোন নির্দিষ্ট ইমামের মুকাল্লিদ ছিলেন না। তবে ইমাম শাফি'ঈ (র.) ও অন্যান্য হিজাযের অধিবাসী ইমামগণের মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

†ckv

ইমাম মুসলিম (র.) ব্যবসায়ী ছিলেন। ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন, নায়সাপূরের হিমস নামক স্থানে তাঁর হোটেল বা সরাইখানার ব্যবসা ছিল। মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব ফাররা বলেন, তিনি বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন।

iPbvejx

ইমাম মুসলিম (র.) অনেক গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেছেন। এর অধিকাংশগুলোই হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কিত। তাঁর রচিত কিছু কিছু গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গিয়েছে। আর কিছু কিছু গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আবদুল হামীদ সিদ্দীকী বলেন,

Imam Muslim (R.) has to his credit many other valuable contributions to different branches of Hadith Iiterature, and most of them retain their eminence even to the present day. Amongst these Kitab-al-Musnad al-Kabir Ala-al Rijal Jami, Kabir, Kitab-al-Asma wal kuna, Kitab-al-Ilal, Kitab-al-Wijdan are very important.[171]

wb‡g Zvi wKQ Mšvejxi we¯ÍwiZ eYbv c'vb Kiv nj

Avj-wKZve Avm-mnxn

এটি ইমাম মুসলিম (র.) এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। এর প্রসিদ্ধ নাম (صحيح مسلم) সহীহ মুসলিম। হাদীসের এ অনন্য গ্রন্থটি ১২৬৫ হিজরী সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মিসর, ভারত, ইস্তাম্বুল, বৈরুত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের বহু দেশে মুদ্রিত হয়েছে। ভারত থেকে মুদ্রিত আস-সহীহ গ্রন্থটির পাদটীকায় ইমাম নববী (র.) এর ব্যাখ্যা গ্রন্থটিও স্থান পেয়েছে। এটি দুই খণ্ডে বিভক্ত।

ইমাম মুসলিম (র.) এর সংকলিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে আস-সাহীহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এটি হাদীস শাস্ত্রের অনবদ্য ও অনন্য সাধারণ একটি গ্রন্থ। সমগ্র মুসলিম উম্মত এ গ্রন্থটি সাদরে গ্রহণ করেছে।

---

১৭০. আল মুনতাযাম, ১২শ খণ্ড , পৃ. ১৭১

১৭১. Abdul hamid, Siddiki, Shahih Muslim, Introduction, p-vi

Avj-gbdvivˆvZ-Iqvj-Iqvnˆvb

যে সকল রাবী থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে, ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর এ গ্রন্থে সে সব রাবীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সাহাবী এবং সাহাবীগণের পরবর্তী স্তরের রাবীগণের বর্ণনাও এতে স্থান লাভ করেছে। যেমন মুসায়্যাব (রা.) থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি তাঁর থেকে তাঁর পুত্র সা'ঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থটি ভারতের হায়দারাবাদ থেকে ১৩২৩ হিজরী সালে মুদ্রিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪টি[১৭২]।

wKZvej-Kbv, Iqvj-Avmgv

আল-মুনতাযাম গ্রন্থে এ কিতাবটির নাম كتاب الاسامى والكنى বলে উল্লেখ আছে। তাবাকাতুল-হানাবিলাহ এবং ইবন খায়র-এর ফিহরিস্ত গ্রন্থে এর নাম الاسماء والكنى বলে উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (র.) এমন সব রাবীর নাম বর্ণনা করেছেন যাঁরা 'কুনিয়াত' বা উপনামে প্রসিদ্ধ রয়েছেন।

wKZveZ-Zvgqxh

এ গ্রন্থের একটি হস্তলিপি কপি আয-যাহিরিয়্যাহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক নম্বর (কল নং) ১১ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-১৫। এটি হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে শেষ অংশটি অসম্পূর্ণ। এর বহির্গিলাপে লিপিবদ্ধ আছে, الجزء الاول من كتاب التمييز لمسلم শব্দের ز অক্ষরটি ব্যতীত অন্য অক্ষরগুলো স্পষ্ট নয়। সমকালীন জনৈক কপিকারী শব্দটি উপলব্দি করতে না পেরে ভুল বশতঃ এর শিরোনাম লেখে রাখেন, رسالة فى المصطلح

ইমাম মুসলিম (র.) এর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এর ভূমিকায় বলেন, তোমার প্রতি আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক। তুমি উল্লেখ করেছ যে, এমন একদল লোক রয়েছে, যারা হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য هذا حديث خطا هذا حديث صحيح (এটি ভুল হাদীস, এটি সহীহ হাদীস) কে অস্বীকার করে থাকে। তুমি আরও উল্লেখ করেছ যে, তারা এ ধরনের মন্তব্যকে ভীষণ আকারে দেখে এবং এটাকে পূর্বসূরী পূণ্যবান ব্যক্তিগণের 'গীবত' বলে আখ্যায়িত করে। এমনকি তাঁরা বলে, যে ব্যক্তি সঠিক বর্ণনা থেকে ভুল বর্ণনা পার্থক্য করার দাবী উত্থাপন করে তারা তাকে এমন বস্তুর জ্ঞান লাভের প্রতি লালায়িত মনে করে, যে বস্তুর জ্ঞান তার নেই। আর তারা তাকে গায়বের জ্ঞানের দাবীদার মনে করে, যে গায়ব পর্যন্ত তার পৌঁছার ক্ষমতা নেই।[১৭৩]

wiRvj DiIqwZewbÖh-hevqi

আয-যাহিরিয়্যাহ-কুতুব খানায় এ গ্রন্থের একটি কপি সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক নম্বর (কল নং) ১১/৫৫ مجموع এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৯-১৪৭। এটি ৪৬৩ হিজরী সালে খতীব বাগদাদীর হস্তে লিখিত।[১৭৪]

wKZveÖZ-ZvevKvZ

এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (র.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এমন সাহাবীগণের নাম বর্ণনা করেছেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থের একটি কপি তুরস্কের আহমদ আস-

---

[১৭২]. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, পৃ. ৫৪-৫৫
[১৭৩]. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, পৃ. ৫৬
[১৭৪]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সালিস গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক সংখ্যা ৬২৪/২৬ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা (কল নং)-২৭৯-২৯৭। এটি ৬২৮ হিজরী সালে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১৭৫]

ইমাম মুসলিম (র.) এর রচিত ও সংকলিত আরোও যে সকল গ্রন্থের নাম জানা যায় তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল,

১. আল-মুসনাদুল কাবীর আলা আসমাইর রিজাল।
২. আল-জামি'উল-কাবীর।
৩. আল-'ইলাল।
৪. আল-আহদান।
৫. হাদীসে 'আমর ইবন শু'আইব।
৬. মাশাইখু মালিক।
৭. মাশাইখিসু-সাওরী।
৮. লাইসা লাহু ইল্লা রাবীন ওয়াহেদ।
৯. যিকর আওহামিল-মুহাদ্দিসীন।
১০. তাবাকাতিত-তাবি'ঈন।
১১. আল-মুখদারামীন।
১২. আল-আফরাদ।
১৩. আল-আকরান।
১৪. মাশাইখ শু'বাহ।
১৫. আওলাদুস-সাহাবাহ।
১৬. আফরাদিশ-শামীইন।
১৭. আল-ইনতিফা বি আহাব্বিস সিবা।
১৮. জানাইযি ইস্তিতরাদান।
১৯. মুসনাদু হাদীসি মালিক।
২০. সুওয়ালাতিহী আহমাদ ইবন হাম্বল।
২১. তাফযীলুস-সুনান।
২২. কিতাবুল-মা'রেফাহ।
২৩. রুওয়াতিল-ই'তিবার।

BšÍKvj

এ ক্ষণজন্মা মুহাদ্দিস ২৬১/৮৭৫ সনের ২৫ রজব রবিবার ৫৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। নিশাপুরের নাসিরাবাদ নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৭৬]

Bgvg gmwjg (i.) m¤ú‡K nv'xm wekvi' Ges gbxlxM‡Yi AwfgZ

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম এবং মনীষীগণ ইমাম মুসলিম (র.) এবং তাঁর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নিম্নে এর কিছু কিছু উল্লেখ করা হল,

১. হাফিয আহমদ ইবন আলী আল-খাতীব বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিজরি) (র.) বলেন,[১৭৭] مسلم احد الائمة من حفاظ الحديث মুসলিম (র.) ইমামগণের অন্যতম এবং হাদীসের হাফিযগণের অন্তর্ভূক্ত।

---

১৭৫. পূর্বোক্ত

176. Avj-we'vqv Iqvb wbnvqv, Z‡'e, 11k LÐ, c. 34; IqwdqvZj AvBqvb, 5g LÐ, c. 195

177. ZvixL evM'v', 13k LÐ, c. 100

Dhaka University Institutional Repository

২. বসরার মুহাদ্দিস ও সিকাহ রাবী মুহাম্মদ ইবন বাশশার আল-আবদী (র.) বলেন,[১৭৮] পৃথিবীতে হাফিযের সংখ্যা হচ্ছে চারজন রায়্য-এ আবু যুর'আহ, নায়সাপুরে ইমাম মুসলিম, সামারকান্দ এ আব্দুল্লাহ দারেমী এবং বুখারাতে ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল।

৩. ইমাম আব্দুর-রহমান ইবন আবী হাতিম আর-রাযী বলেন,[১৭৯] মুসলিম (র.) একজন সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবী। তিনি হাদীসের হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম। হাদীস সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি রয়েছে।

৪. হাফিয মুহাম্মদ ইবন ইয়া'কুব আশ-শায়বানী আন-নায়সাপুরী ইবনুল-আখরাম এবং হাফিয মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম বলেন,[১৮০] নায়সাপুর শহর তিনজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া, মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ এবং ইবরাহীম ইবন আবী তালিব।

৫. ইবন খাল্লিকান (র.) বলেন,[১৮১] ইমাম মুসলিম (র.) হাফিয ইমামগণের অন্যতম এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত।

৬. ইবন তাগরী বারদী (র.) বলেন,[১৮২] মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ ইবন মুসলিম (র.) হাদীসের ইমাম, হাফিয এবং হুজ্জাহ ছিলেন। তাঁর উপনাম আবুল-হুসায়ন। তিনি ছিলেন নায়সাপুরের অধিবাসী এবং আস-সহীহ গ্রন্থের প্রণেতা।

৭. ইবন খালদুন তাঁর সম্পর্কে বলেন,[১৮৩] মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আবুল-হুসায়ন আল-কুশায়রী আন-নায়সাপুরী (র.) ছিলেন একজন হাফিয, হাদীসের অন্যতম স্তম্ভরূপ এবং আস-সহীহ গ্রন্থের সংকলক।

৮. আল-ইয়াফি'ঈ (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,[১৮৪] ইমাম মুসলিম (র.) ছিলেন হাদীসের অন্যতম স্বম্ভস্বরূপ, আস-সহীহ ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর গুণাবলী সুপ্রসিদ্ধ এবং তাঁর জীবন-চরিত্র কল্যাণকর।

৯. ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন,[১৮৫] আমাকে আবূ আব্দিল্লাহ হাফিয বলেছেন, তিনি আবূল ফযল মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীমের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আহমদ ইবন মাসলামাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবূ যুর'আহ এবং আবূ হাতিমকে দেখেছি যে, হাদীসের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের যুগের শায়খগণের উপর মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

Pwiθ I ZvKIqv

ইমাম মুসলিম (র.) এর পিতা-মাতা ছিলেন ধর্মভীরু এবং ইমাম মুসলিম (র.) এক ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। এতে তার মনে এক অমোচনীয় ছাপ পড়ে। যার ফলে তার সারাজীবন অতিবাহিত হয়েছে একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি হিসাবে এবং আজীবন তিনি সঠিক পথের উপরেই অবিচল ছিলেন। এক কথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন অতি উন্নত ও মহান চরিত্রের অধিকারী। তিনি কখনও কারও গীবত বা দোষ চর্চায় লিপ্ত হননি।[১৮৬] তিনি কাউকে কোন দিন প্রহার করেননি এবং কাউকে কোন দিন অশোভন খারাপ কথাও বলেননি ।[১৮৭] কখনও কাউকে গালিও দেননি।[১৮৮] মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব তাঁর সম্পর্কে বলেন,[১৮৯] মুসলিম

178. ZvixL g'xbvZ w'gvkK, 58 Zg LÐ, c. 89
179. Avj Rvivn IqvZ-Zv'xj, 8g LÐ, c. 182
180. ZvixL g'xbvZ w'gvkK, 58 Zg LÐ, c. 94
181. IqvdqwZj Avqvb, 3q LÐ, c. 99
182. Avb bhg-hwnivn 2q LÐ, c. 33
183. kwhvivZh hvnve, 2q LÐ, c. 144
184. RwgDj gvmvbx', gKvÏvgv, c. 90
১৮৫. পূর্বোক্ত
186. wgb Avôjwgj nhiwZj Bmjwgq¨vn, c. 52
187. Avj gbZvhvg, 12k LÐ, c. 181

ইবনুল-হাজ্জাজ ছিলেন অন্যতম ‘আলিম এবং জ্ঞানের আধার। আমি তাঁকে উত্তম বলেই জানি। তিনি ছিলেন পূণ্যবান ব্যক্তি। আল্লাহ আমাদের এবং তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।

mnxn Mš msKj‡bi KviY

ইমাম মুসলিম (র.) এর ছাত্রগণের সংখ্যা ছিল অনেক। তৎকালীন রীতি অনুসারে শায়খগণ মুখস্থ অথবা নিজেদের পাণ্ডুলিপি থেকে ছাত্রদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। তখনও সহীহ হাদীস সম্বলিত তেমন সংকলন তাদের হাত ছিল না। ফলে ইমাম মুসলিম (র.) এর জনৈক বিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান শিষ্য সহীহ হাদীসের এমন একটি গ্রন্থ সংকলণের জন্যে তাঁর নিকট প্রার্থনা জানান যা বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ বিভক্ত হবে এবং তার থেকে শরী'আতের আহকাম নির্গত করা সহজতর হবে।[১৯০] তাঁর এ অনুগত শিষ্য কে ছিলেন যার অনুগত অনুরোধে তিনি এ মহান কাজে ব্রতী হয়েছিলেন ? এর জবাব খুঁজতে গিয়ে হাফিয যাহাবী (র.) বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,[১৯১] ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর অনুগামী এবং সফর ও হাদীস অন্বেষনের সাথী হাফিজ আহমদ ইবন সালিমাহ নায়সাপুরীর প্রার্থনা ও অনুরোধের জবাবে তাঁর আস সহীহ গ্রন্থ সংকলন করেন।

Avm-mnxn M‡š’i cYq‡b kZ©v‡ivc

ইমাম মুসলিম (র.) কিছু শর্ত সাপেক্ষে হাদীস সমূহ তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

ক. বর্ণনাকারী রাবী অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে।
খ. হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর সদা জাগ্রত অনুভূতি থাকতে হবে।
গ. তাঁর নিকট বর্ণনাকারী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত বর্ণনায় ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকতে হবে।
ঘ. সনদ বা মতনে কোন প্রচ্ছন্ন ত্রুটি থাকতে পারবে না। [১৯২]

mnxn gmwjg msKjb

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু'ল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (র.) রচিত হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি সহীহ মুসলিম নামে পরিচিত। ইমাম মুসলিম (র) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে আছেন। জগৎ বিখ্যাত সহীহ গ্রন্থটি তাঁর অমর কীর্তি। হাদীস জগতে সহীহ বুখারীর পরেই সহীহ মুসলিমের স্থান।[১৯৩]

ইমাম মুসলিম দীর্ঘ পনের বছর পরিশ্রম করে তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে এ সহীহ গ্রন্থটি সংকলন করেন। ইমাম তাঁর এ গ্রন্থের প্রারম্ভনায় একটি ভূমিকা সংযোজন করেছেন। যাতে সংকলনের লক্ষ উদ্দেশ্য হাদীস ও রিওয়ায়েত শাস্ত্র সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান লাভ করেছে।[১৯৪]

ইমাম মুসলিমের এ গ্রন্থটি স্বাতন্ত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য সমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো : সহীহ মুসলিমের রয়েছে এক মহান বৈশিষ্ট্য ও বিজ্ঞানময় পদ্ধতি। এ পদ্ধতি হল, সহীহ মুসলিম থেকে হাদীস খুঁজে বের করা সহজ। কেননা এতে ইমাম মুসলিম (র.) হাদীস সমূহকে

---

188. e¯Ívbj gnwÏmxb, c. 280
189. ZvixL g'xbvZ w'gvkK, 58 Zg LÐ, c. 89
190. Bgvg gmwjg, gKvÏvgv, 1g LÐ,
191. BKgvjj gÔqwjøg, c. 28
192. *Criticism of Hadith, P-119-120*
১৯৩. gnwÏmx‡b Bhvg, পৃ. ১৪৯; অবশ্য কেউ কেউ সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর উপর প্রধান্য দিয়ে থাকেন তবে তাদের এ অভিমতটি যথার্থ নয়
১৯৪. আমীমূল ইহসান, nv'xm msKj‡bi BwZnvm, তদেব, পৃ. ৫৪-৫৫

যথাস্থানে সংস্থাপন করেছেন এবং একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসকে একত্রিত করেছেন। পছন্দিত হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেছেন এবং তাতে নির্ভরযোগ্য সনদ সমূহ ও বর্ণিত শব্দ মালার উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম শুধু নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা নির্ভর হয়ে কোন হাদীসকে সহীহ মনে করে এ গ্রন্থে স্থান দেন নি। বরং প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমকালীন হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট পরামর্শ করে যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন কেবল সে ধরনের হাদীসকেই তিনি এ গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করেছেন।[১৯৫] গ্রন্থটির বিন্যাস পদ্ধতি চমৎপ্রদ ও তা ফিকহী গ্রন্থের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ। পরিচ্ছেদের কোন শিরোনাম গ্রন্থকার সংযোজন করেন নি। পরে তা ইমাম নববী কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে। এতে তিন রাবী বিশিষ্ট হাদীস না থাকলেও চার রাবী বিশিষ্ট হাদীসের সংখ্যা আশির অধিক।[১৯৬] সহীহ মুসলিম এর হাদীস সংখ্যা নির্ধারণে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টিকোনের পার্থক্যের কারণেই সংখ্যার এ পার্থক্য দেখা দিয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যার উল্লেখ করা হল ,

ইমাম মুসলিম (র.) এর বিশিষ্ট শাগরিদ আহমদ ইব্ন সালিমার মতে, সহীহ মুসলিম-এ হাদীসের সংখ্যা ১২,০০০ (বার হাজার) এ প্রসঙ্গে আল্লামা যাহাবী (র.) বলেন, পুণঃপুণঃ উল্লিখিত হাদীস মিলেই এ সংখ্যা দাঁড়ায়।

হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন জুমু'আহ আবূ কুরায়শ আল-কুহসতানী এর মতে, সহীহ মুসলিম-এ মুকাররার হাদীস বাদে হাদীসের সংখ্যা ৪০০০ (চার হাজার)।

ওমর ইব্ন আব্দিল মাজীদ আল আয়্যানিশিয়া এর মতে, মুকাররার হাদীসসহ সহীহ মুসলিম এ হাদীস সংখ্যা আট হাজার। আধুনিক কালের উস্তাদ মুহাম্মদ ফুশআদ আবদুল বাকীর গণনা অনুসারে মুকাররার ছাড়া হাদীসের সংখ্যা দাড়িয়েছে তিন হাজার তেত্রিশটি। ড. খলীল মোল্লা খাতিব ও অনুরূপভাবে হাদীস গণনা করে হাদীসের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন চার হাজার ছয়শত ষোলটি। প্রাচ্যবিদ ওয়ান-সাক সহীহ মুসলিম এর প্রত্যেকটি বাবের হাদীস গণনা করে হাদীসের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন পাঁচ হাজার সাতশত একাশিটি।

মোটকথা সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহর জন্য এক মূল্যবান হাদীস সম্ভার যা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং এর ভাষ্য গ্রন্থের তালিকায় উত্তরোত্তর নতুন নতুন ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংযোজিত হচ্ছে।

mnxn gmwjg m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

১. ইমাম মুসলিম (র.) নিজে তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,[১৯৭] হাদীসবিদগণ যদি দুই শত বছর ধরেও হাদীস লিপিবদ্ধ করতে থাকেন, তবুও তাঁদের এই মুসনাদগ্রন্থটির ওপরই নির্ভর করতে হবে।

২. ইবন কাসীর (র.) বলেন,[১৯৮] ইমাম মুসলিম (র.) আস-সহীহ গ্রন্থের প্রণেতা, যেটি অধিকাংশ আলিমের মতে, ইমাম বুখারী (র.) এর সহীহ গ্রন্থের পরবর্তী স্থানে অভিষিক্ত। আহলে মাগরিব এবং হাফিয আবূ আলী নায়সাপুরী (র.) এর মতে সহীহ মুসলিম সহীহ বুখারীর ওপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

৩. আবূ-আলী (র.) বলেন,[১৯৯] হাদীস শাস্ত্রে আকাশের নিচে মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই।

৪. মুহাম্মদ আব্দুল আযীয আল-খাওলী বলেন, সহীহ মুসলিম বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দু'টির মধ্যে একটি।

---

[১৯৫]. mnxn gmwjg, ১ম খণ্ড, তাশাহুদ অধ্যায়; Djgj nv'xm, তদেব, পৃ.২৮৯
[১৯৬]. Avj-nv'xmb beex, পৃ. ৩৭৬; AwkÖAvZj jgAvZ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮
[১৯৭]. BKgvjj gÔqwjøg, পৃ. ২৬
[১৯৮]. Avj we'vqv Iqvb wbnvqv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৮
[১৯৯]. ZvixL w'gvkK, ৫৮ তম খণ্ড, পৃ.৯২

৫. Dr.Muhammad Zubayer Siddqi Said,The most important of this works is his Sahih which has been regarded in certain respects as the best work on the subject. [২০০]

mnxn gmwj‡gi e¨vL¨v Mš'mgn

অনেক আলিম সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কাশফু'য-যুনূন গ্রন্থকার ১৫টি শরহ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নরূপ :

১. হাফিয ইবন আবী যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন শরফ নববী শাফি'ঈ (মৃত ৬৭৬ হিজরি) (র.)-এর আল-মিনহাজ المنهاج।

২. আবুল-ফারজ 'ঈসা ইবন মাস'উদ আয-যাওয়ারী (মৃত. ৭৪৩ হিজরি) (র.)-এর ইকমালুল ইকমাল (إكمال الإكمال) একটি বৃহৎ শরহ গ্রন্থ। এটি ৫ খণ্ডে বিভক্ত এবং এতে পূর্ববর্তী কয়েকটি শরহ গ্রন্থের সমন্বয় সাধিত হয়ছে।

৩. ইমাম আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন খলফাহ আল-আবী আল-মালিকী (মৃত ৮৬২ হিজরি) (র.)-এর ইকমালুল-মুসলিম বিফাওয়া'ইদ কিতাবি মু'লিম (إكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم); এটি ৪ খণ্ডে প্রণিত। এতে মাযীরী (র.), 'আয়্যায (র.), কুরতুবী (র.) এবং নববী (র.)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে চয়নসহ আরও অতিরিক্ত বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেছে।

৪. শায়খ আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-খতীব আল-কুসতলানী আশ-শাফি'ঈ (মৃত ৯২৩ হিজরি) (র.)-এর আল-ইবতিহাজ (الإبتهاج)। এতে সহীহ মুসলিমের অর্ধেকাংশের শরাহ করা হয়েছে। এটি ৮টি বৃহৎ খণ্ডে রচিত।

৫. শায়খ 'আলী আল-কারী আল-হারবী (মৃত ১০১৬ হিজরি) (র.)-এর শরাহ গ্রন্থ। এটি ৪ খণ্ডে সমাপ্ত।[২০১]

mnxn gmwjg-Gi msw¶ß msKjb

সহীহ মুসলিম-এর সংক্ষিপ্ত সংকলনগুলো নিম্নরূপ :

১. ইমাম আহমদ ইবন 'ওমর আল-কুরতুবী (মৃত ৬৫৬ হিজরি) (র.)-এর তালখীসু কিতাবি মুসলিম (تلخيص كتاب مسلم)। তিনি নিজে এর শরাহ গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

২. ইমাম যাকিয়্যুদ্দিন 'আব্দুল-'আযিম আল-মুনযিরী (মৃত ৬৫৬ হিজরি) (র.)-এর মুখতাসার।

৩. সিরাজুদ্দীন 'ওমর ইবন 'আলী ইবন মুলাক্কান আশ-শাফি'ঈ (মৃত ৮০৪ হিজরি) (র.)- এর مختصر زوائد مسلم على البخاري। এটি ৪খণ্ডে সমাপ্ত।

৪. আবূ বকর আহমদ ইবন 'আলী আল-ইস্পাহানী (মৃত ২৭৭ হিজরি) (র.)-এর كتاب في أسماء رجال مسلم।[২০২]

---

[২০০]. Dr. Muhammad Zubair Siddiqi, Hadih Literature

[২০১]. হাজী খলীফাহ, Kvkdûh-hbb, পৃ. ৫৫৭-৫৫৮; ফুআদ সিযগীন, ZwiLÔZ-Ziwmô j-Avivex, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৩৬২

[২০২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭-৫৫৮; প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৩৬২

3. Ave Cmv gnv¤§' Beb Cmv Beb mvi I qvn Beb mvÏv' Beb Cmv Avm-mvjvgx AvZ-wZiwghx

bvg esk cwiPq

ইমাম তিরমিযী (র.) এর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। কুনিয়াত আবূ ঈসা। তাঁর পিতার নাম ঈসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাহ ইবন মূসা ইবন দাহ্হাক। কেউ কেউ দাহ্হাক নামে স্থলে শাদ্দাদ নাম উল্লেখ করেছেন। কারও কারও মতে তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইয়াযীদ ইবন সাওরাহ ইবন আস-সাকানী আস-সুলামী আত্-তিরমিযী আল-বুগী।

Rb¥ I Rb¥¯'vb

ইমাম তিরমিযী (র.) ২০৯ হিজরি মোতাবেক ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে 'তিরমিয' শহরের 'বুগ' নাম স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কারও কারও মতে তিনি ২০০ হিজরি সালে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.) বলেন, তিনি দু'শত দশ হিজরি সালের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান তিরমিযের প্রতি সম্বন্ধিত করেই তাঁকে তিরমিযী বলা হয়। ইমাম শিহাব উদ্দিন আল-বাগদাদী তিরমিযকে প্রসিদ্ধ এক গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন, যা সাগারিয়ান নিয়ন্ত্রিত জীহুন বা বলখ নদীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। গ্রামটির চার পাশে প্রাচীর বেষ্টিত এবং এর বাজারগুলোও ইট বিছানো ও সমৃদ্ধ।[২০৩] আবার কেউ বলেছেন, তিরমিয মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার পাশে জীহুন নদীর বেলাভুমিতে অবস্থিত একটি শহর।[২০৪] বর্তমানে তিরমিয স্থানটি উত্তর ইরানে অবস্থিত।[২০৫]

evj¨Kvj I wkÿvmdi

ইমাম তিরমিযী (র.) (২০৯-২৭৯) এর সময় কালে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিশেষতঃ খুরাসান, মাওয়ারা উন্-নাহার প্রভৃতি এলাকা হাদীস শিক্ষা ও চর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইমাম বুখারী (র.) এর ন্যায় স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও অঞ্চলে হাদীস চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। ইমাম তিরমিযী (র.) জ্ঞান লাভ করার পর থেকেই হাদীসের এ পরিবেশ প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। ইমাম তিরমিযী (র.) এর বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বিশেষতঃ শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেন নিজ গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষাও নিজ গৃহেই সমাপ্ত করেন। তিনি বাল্যকাল হতেই ইলমে হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান অন্বেষণে উৎসুক ছিলেন। এ ক্ষেত্রে অক্লান্ত ত্যাগ ও সাধনা উপরন্তু আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ-অনুকল্পনা তাঁকে জগত বিখ্যাত মুহাদ্দিস হতে সহায়তা করেছিল। মহল্লার আলিমদের থেকে কুরআন ও হাদীসের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতঃ হাদীস অভিজ্ঞানে পারদর্শী ও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনের নিমিত্তে তিনি বসরা, কূফা, ওয়াসাত, রায়, খুরাসান ইরাক, মক্কা, মদীনা, হিজায, প্রভৃতি নগরী বছরের পর বছর পরিভ্রমণ করেন এবং সে সব দেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও পণ্ডিতদের থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন।[২০৬] তাঁর উস্তাদগণের সংখ্যা ২২০ জনের অধিক ছিল বলে জানা যায়।[২০৭]

---

[২০৩]. শিহাব উদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ আল-বাগদাদী, gÔRvgj ej 'vb, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ. ১৪১০/১৯৯০) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১

[২০৪]. Bmjvgx wek‡Kvl, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২৭

[২০৫]. wmqvi æ AvÔjwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭১

[২০৬]. ZvnhxeZ Zvnhxe, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭; wmqvi æ AvÔjwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭১

[২০৭]. ইউসুফ আল-হুসায়নী, gvÔAwidm mbvb, (পাকিস্থানঃ মাকতাবাতুল বানুরিয়্যা, ১৩৮৩ হি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮

AmvaviY cÖZfv

ইমাম তিরমিযী (র.) ছিলেন অসাধারণ প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি কোন হাদীস একবার শুনলে সাথে সাথেই তাঁর তা মুখস্থ হয়ে যেত। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গেলে হজ্জ ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে তিনি উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে একস্থানে তিনি মাথা নিচু করেন। সফর সংগীরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এখানে সম্ভবত বৃক্ষ রয়েছে। পরে গ্রামবাসী তাঁদেরকে অবহিত করলো যে, সত্যিই এখানে বৃক্ষ ছিল, যার শাখা প্রশাখা এমনভাবে নীচের দিকে নুইয়ে পড়েছিল যে, পথচারীদের মাথা নিচু করে এ স্থান অতিক্রম করতে হতো। এ অসুবিধার কারণে গাছটি অনেক দিন আগেই কেটে ফেলা হয়েছে। এতে সকলে ইমাম তিরমিযীর স্বরণশক্তি দেখে অবাক হন।[২০৮]
ইবনে হিব্বান বলেছেন, ইমাম তিরমিযী ছিলেন হাদীস একত্রিকারী, সংকলনকারী, মুখস্থকারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করতেন।[২০৯] ইমাম বুখারী ইমাম তিরমিযীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তুমি আমার নিকট থেকে যতটুকু উপকার লাভ করেছ আমি তোমার নিকট থেকে তদাপেক্ষা অধিক উপকার লাভ করেছি।[২১০]

wkÿKe›`

ইমাম তিরিমীযী (র.) ছিলেন হাদীসের একজন ইমাম, বিশ্বস্ত রাবী এবং হুজ্জাহ। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে অসংখ্য শিক্ষকের নিকট শিক্ষা অর্জন করেন। শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.) তাঁর শিক্ষকগণের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন। তা এই, কুতায়বাহ ইবন সা'ঈদ, ইসকাহ ইবন রাইওয়াহ, মুহাম্মদ ইবন আমার আস-সাওয়াক আল-বালখী, মাহমুদ ইবন গীরান, ইসমাঈল ইবন মূসা আল-ফাযারী, আহমদ ইবন মানী', আবূ মূসা আয-যুহরী, বিশর ইবন মু'আয আল-আকাদী, হাসান ইবন আহমদ ইবন আবূ শু'য়াব, আবী আম্মার আল-হুসাইন, মু'আম্মার আব্দুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া, আব্দুল জাব্বার ইবন আল, আবী কুরায়ব, আলী ইবন হাজার, আলী ইবন সা'ঈদ ইবন মাসরূক, আমর ইবন আলী, ইমরান ইবন মুসা, মুহাম্মদ ইবন আবান, মুহাম্মদ ইবন হুমায় আর-রাযী, মুহাম্মদ ইবন আব্দিল-মালিক, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া, নাসর ইবন আলী, হারুন আল-হাম্মল, হান্নাদ, ইয়াহইয়া ইবন দুরুসত, ইয়াহইয়া ইবন তালহা, ইউসূফ হাম্মাদ ইসহাক ইবন মূসা, ইবরাহীম ইবন আব্দিল্লাহ, সুওয়াদ ইবন নাস আল-মারওয়াযী।[২১১]

এছাড়া মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ (র.), ইমাম আবূ-দাউদ সিজিস্তানী (র.), মুহাম্মদ ইবন বাশশার, আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন সা'ঈদ, সুফিয়ান ইবন ওয়াকী (র.) প্রমুখ থেকেও হাদীস গ্রহণ করেন।
তিনি ইমাম বুখারী (র.) থেকে হাদীস অর্জন করেন। ফলে ইমাম বুখারী (র.) থেকে অধিক হাদীস শিক্ষা করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।[২১২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র.) ইমাম তিরমিযী (র.) এর শায়খ হলেও ইমাম বুখারী (র.) যে ইমাম তিরমিযী (র.) এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তা তিনি নিজের যবানেই বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) নিজেই বলেন,[২১৩] انتفعت بك اكثر مما انتفعت بى আপনি (তিরমিযী) আমার দ্বারা যতটুকু উপকৃত হয়েছেন আমি আপনার দ্বারা তার চাইতেও বেশি উপকৃত হয়েছি। ইমাম বুখারী (র.) কিছু হাদীস ইমাম তিরমিযী (র.) এর নিকট থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।[২১৪]

---

২০৮. nv`xm msKj‡bi BwZnvm, তদেব, পৃ. ৯২-৯৩
২০৯. ZvnhxeZ Zvnhxe, তদেব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭
২১০. gKvÏvZZ wZiwghx, অনু. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, (ঢাকাঃ ই. ফা. বা. ২য় সংস্করণ) ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫
২১১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭১
২১২. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ২৮৯
২১৩. তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫
২১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫

wkl¨e›`

ইমাম তিরমিযী (র.) ছিলেন তাঁর যুগের একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে বহু হাদীস অনুরাগী ইমাম তিরমিযী (র.) এর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আগমন করেন। ইমাম বুখারী (র.) এর ইন্তিকালের পর খুরাসানে তাঁর সমকক্ষ আর কোন হাদীস বিশারদ ছিলেন না। এজন্য খুরাসান, তুর্কিস্তান এবং ইসলামী দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে অসংখ্য ছাত্র তাঁর দরবারে হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য দলে দলে হাজির হতে থাকেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র নিম্নরূপ,

আবূ বকর আহমদ ইবন ইসমাঈল ইবন আমের, আবূ হামেদ আহমদ ইবন মিরওয়াযী (র.), আহমদ ইবন আলী আল-মিকরী, আহমদ ইবন ইউসূফ আন-নাসাফী, আবূ হারেস আসাদ ইবন হামদাওয়াহ, হুসাইন ইবন ইউসূফ, হাম্মাদ ইবন শাকির, দাউদ ইবন নাসর ইবন সুহাইল, রবী ইবন হায়ায়ান, আবদুল্লাহ ইবন নাসর ইবন সুহাইল, আবদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ আন-নাসাফী, আবুল-হাসান আলী ইবন ওমর ইবন আত-তাকী ইবন আহমদ ইবন মাহবুব আল-মাহবুব আল-মাহবূবী, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন সুফাইয়ান ইবনুন-নাদর সা'ঈদ, মাহমুদ ইবন আনবার আন-নাসাফী, আবুল-ফদল আল-মুসাববিহ ইবন আবূ মূসা, আবূ মুতী মাহকুল ইবনুল-ফাদল আন-নাসাফী, মাক্কী ইবন নূহ আন-নাফাসী আল-মুকরী, নাসর ইবন মুহাম্মদ ইবন সাবরাহ আশ-শায়রাকসী এবং আরোও অনেক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[২১৫]

Bgvg wZiwghx (i.) m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

১. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.) মীযানুল-ই'তিদাল গ্রন্থে বলেন, [২১৬]
   الحافظ العالم – صاحب الجامع – ثقة – مجمع عليه –
   তিনি ছিলেন হাফিয, আলিম, জামি গ্রন্থের সংকলক সিকাহ এবং তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলেই একমত।
২. আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী (র.) বলেন,[২১৭] – ثقة متفق عليه – مشهور بالامانة والعلم তিনি ছিলেন সকলের মতে সিকাহ। আমানতদারী এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন প্রসিদ্ধ।
৩. ইবন হিব্বান (র.) বলেন,[২১৮] আবূ ঈসা ছিলেন হাদীস মুখস্থকারী, সংগ্রহকারী ও সংকলনকারীগণের মধ্যে অন্যতম।
৪. আস-সাম'আনী (র.) বলেন,[২১৯] امام عصره بلا مدافعة صاحب التصانيف তিনি স্বীয় যুগের অবিসংবাদিত ইমাম এবং গ্রন্থাবলীর সংকলক ছিলেন।
৫. ইবন কাসীর (র.) বলেন,[২২০] احد أئمة هذا الشأن فى زمانه তিনি স্বীয় যুগের আইম্মাগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।
৬. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.) সিয়ারু আ'লামিন-নূবালা গ্রন্থে বলেন,[২২১]
   الحافظ , المحدث , المورخ , الفقيه , الامام, البارع তিনি ইমাম, হাফিয, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, ফকীহ ও অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।
৭. ইয়াকূত আল-হামাভী (র.) বলেন,[২২২] তিনি স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। তিনি কিতাবুস-সহীহ গ্রন্থের লিখক।

---

২১৫. Zvnhxej Kvgvj, পৃ. ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৪
২১৬. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, gxhvbj-BÕwZ'vj, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৮
২১৭. RvgxDj gvmvbx', মুকাদ্দামা, পৃ. ১০৯
২১৮. Zvnhxej Kvgvj, পৃ. ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৪
২১৯. Avj Avbmve, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫
২২০. Avj we'vqv lqvb wbnvqv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২
২২১. wmqvi æ AvÕjwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৩
২২২. gÕRvgj ej'vb, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০৪

৮. ইবনুল-ইমাদ (র.) বলেন,[২২৩] كان مبرزا على الاقران , اية فى الحفظ ولاتقان তিনি ছিলেন তাঁর সমকালীন হাদীসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং হিফয ও বিশ্বস্তার ক্ষেত্রে এক বিরল নিদর্শন।

৯. হাফিয আল-মিযযী (র.) বলেন,[২২৪] তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম এবং এমন এক ব্যক্তি, যার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানগণকে উপকৃত করেছেন।

iPbvejx

ইমাম তিরমিযী (র.) কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। যে সকল গ্রন্থের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল-জামি, কিতাবুল আসমা ওয়াল-কুনা, শামায়িলুত-তিরমিযী, তাসমিয়াতু আসহাবি রাসূলিল্লাহ (সা.), কিতাবুন-নাওযাদিরি রাসূলিল্লাহ (স.), তারীখ ও কিতাবুয-যুহুদ।[২২৫]

Zvi wKQ Mšvejxi we¯ÍvwiZ eYbv wb‡¤œ c‘vb Kiv nj,

1. Avj-Rwgô AvZ-wZiwghx

ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করার পর একটি নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। এটি জামি' আত-তিরমিযী নামে পরিচিতি। এ গ্রন্থের মধ্যে সিয়ার, আদাব, তাফসীর, আকাইদ, ফিতান, আশরাত, আহকাম ও মানাকিব সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত তারতীব অনুযায়ী তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্ব প্রভৃতি বিষয়গুলোকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে এ জামি' গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

2. kvgwqjZ-wZiwghx

এ গ্রন্থটি الحمد لله على عبادى الذين الصطفى দিয়ে শুরু করেছেন। এরপর স্থান লাভ করেছে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ব্যক্তি জীবন, পোশাক পরিচ্ছেদ, স্বভাব চরিত্র ও আচার-আচরণ বিষয়। এ গ্রন্থে ৫৬টি অনুচ্ছেদের অধীনে চারশত হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অবয়ব, মোহরে নবুওয়্যাত, মাথা মোবারকের চুল, খেযাব ব্যবহার, সুরমা ব্যবহার, মোজা পরিধান, পাদুকা, আংটি, লুঙ্গি, পাগড়ি, আহার পদ্ধতি, আহারের পূর্বে বা পরে দু'আ, খুশবু ব্যবহার, হাস্য, কবিতা, ইবাদাত, নামায, রোযা, কিরআত, শয্যা, বিনয়, চরিত্র মাধুরী, লজ্জাশীলতা, জীবিকা, বয়স, তিরোধান, উত্তারাধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। ইমাম তিরমিযী (র.) এর আগে এ ধরনের গ্রন্থ কেউ সংকলন করেননি। গ্রন্থখানি মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

৩. wKZvej-Bjvj

এ গ্রন্থটি হাদীসের সমালোচনমূলক গ্রন্থ। তিনি ইলাল বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথমটি আল ইলালু-কুবরা। দ্বিতীয়টি আল-ইলালুস সুগরা নামে অভিহিত। হাদীস শাস্ত্রের দোষত্রুটির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাচাই বাছায়ের জন্য নীতিমালা সম্পর্কিত এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি আল-জামি' আত্-তিরমিযীর শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে।[২২৬]

GQvov Zvi Avil D‡jøL‡hvM¨ Mš¸‡jv n‡"Q

১. কিতাবুল-মুফরাদ।
২. কিতাবুয-জুহদ।

---

[২২৩]. kvhvivZ hvnve, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪
[২২৪]. Zvnhxej Kvgvj, পৃ. ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৩
[২২৫]. ইবন নাদীম, Avj wdnwi¯Í, পৃ. ২৩৩
[২২৬]. Bebj Avmxi, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯

৩. কিতাবুল-আসমা ওয়াল-কুনা।
৪. কিতাবুত-তারিখ।

B›šÍKvj

তিনি হিজরি ২৭১ সালের রজব মাসের শেষ পর্যায়ে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২২৭] আল্লামা আস সাম‘আনী (মৃত ৫৬২ হি.) বলেন,[২২৮] তিনি তিরমিয এর অর্ন্তগত একটি গ্রাম ‘বূগ’-এ ২৭৫ হিজরি সালে ইন্তকাল করেন। শামসুদ্দিন আয-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হি.) বলেন,[২২৯] তিনি হিজরি ২৭৯ সালের রজব মাসের ১৩ তারিখ তিরমিযে ইন্তিকাল করেন। ইবনি খাল্লিকান (মৃত ৬৮১ হি.) বলেন,[২৩০] ইমাম তিরমিযী (র.) হিজরি ২৯৫ সালের মহররম মাসের ১১ তারিখ ইন্তিকাল করেন।

Avj-RvwgÔ wZiwghx msKj‡bi D‡Ïk¨

প্রত্যেক সংকলনের পিছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তেমনিভাবে ইমাম তিরমিযী (র.) এর আল-জামি‘ সংকলনের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল যুক্তি প্রমাণ সহ মাযহাব বর্ণনা করা। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) এর সংকলন পদ্ধতি ছিল এক রকম। অপরপক্ষে ইমাম আবূ দাউদ (র.) এর পদ্ধতি ছিল ফকীহগণের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করা। এ দুই ধারা একত্রিত করে একটি নতুন ধরনের গ্রন্থ তৈরি করাই ছিল ইমাম তিরমিযী (র.) এর আল-জামি‘ সংকলনের উদ্দেশ্য।

এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলুভী (র.) বলেন, বুখারী ও মুসলিম (র.) এর গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি ছিল সন্দেহ দূরীকরণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা শরী'আতের আহকাম সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা। আর ইমাম আবূ-দাউদ (র.) এর পদ্ধতি ছিল ফকীহগণ যে সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন সে সকল হাদীস বর্ণনা। ইমাম তিরমিযী (র.) এ উভয় পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে আল-জামি‘ তিরমিযী প্রণয়ন করেছেন। এ ছাড়া তিনি পরিতাজ্য মাযহাব সমূহও বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম প্রমুখের মাযহাব। এ গ্রন্থ ছাড়া এসব মাযহাব সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ অত্যন্ত দুষ্কর বটে। তেমনি তিনি আহকাম এর ক্ষেত্রে মাযহাবী ধারাবাহিকতার অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা থেকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। এ থেকে অনূধাবন করা, যার দ্বারা কোন মুজতাহিদ দলীল গ্রহণ করেন এবং ইমামগণের অভিমত বর্ণনা ও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। [২৩১]

wmnvn wmËvq Avj-RvwgÔGi ¯’vb

ইমাম তিরমিযী (র.) এর আল-জামি গ্রন্থটি ব্যাপকতার দিক থেকে সহীহ বুখারী এবং সুন্দর বিন্যাসের দিক থেকে সহীহ মুসলিম এর পরে স্থান দখল করেছে। এ দিক থেকে এ গ্রন্থটির স্থান তৃতীয়। কিন্তু বিশুদ্ধতা ও সনদের নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে জামি‘ আত-তিরমিযী সুনানু আবী দাউদ ও সুনানু নাসাঈর পরে। কেননা ইমাম তিরমিযী (র.) পঞ্চম স্তরের য'ঈফ মাজহুল রাবীর হাদীসও লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ (র.) তাদের হাদীস লিপিবদ্ধ করেননি। এ জন্যই জালালুদ্দীন আস-সুয়তী (র.) বলেন যে, জামি‘ তিরমিযীর স্থান সুনানু আবী দাউদ ও সুনানু নাসাঈর পরে। তবে সুন্দর বিন্যাস, একাধারে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের সমন্বয় ঘটানো সর্বোপরি পাঠক সমাজের উপকৃত হওয়ার দিক জামি তিরমিযীর স্থান সুনানু নাসাঈ ও সুনানু আবু দাউদের উপরে রয়েছে।

[২২৭]. wmqviæ AvÔjvwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৫
[২২৮]. আল আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬০
[২২৯]. wmqviæ AvÔjvwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৫
[২৩০]. ওফায়াতুল আইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩
[২৩১]. যাফরুল মুহাস্‌সালীন, পৃ. ১৭২

হাজী খলীফা বলেন,[২৩২]

وهو ثالث الكتب الستة فى الحديث , وقد اشتهر بالنسبة الى مؤلفه , فقيل : جامع الترمذى , ويقال له : السنن ايضا , والأول أكثر –

এটি বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। এটি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং সংকলকের নামে প্রসিদ্ধ। যেমন বলা হয়, জামি আত্-তিরমিযী। এটিকে সুনানু ও বলা হয়। তবে প্রথম নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

হাফিয যাহাবী (র.) বলেন, ইমাম তিরমিযী (র.) এর জামি গ্রন্থের স্থান সহীহায়নের পরেই হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু মাসলুব এবং কালবী নামক রাবীদ্বয়ের রেওয়ায়েত এতে আসার কারণে মর্যদা কিছুটা কম হয়ে গিয়েছে।[২৩৩]

আবূ বকর হাযিমী (র.) বলেন,[২৩৪] ইমাম তিরমিযী (র.) এর শর্ত ইমাম আবূ দাউদ (র.) এর শর্তের তুলনায় অধিক পরিপূর্ণ ছিল। কেননা তিনি য'ঈফ হাদীসের দূর্বলতা বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে সতর্কও করে দিয়েছেন। এতে হাদীসটি তার নিকট শাহেদ এবং মুতাবি'-এর পর্যায়ভুক্ত হত। কোন একটি জামা'আতের নিকট হাদীস সহীহ বলে পরিগণিত হলে তিনি তাঁর উপর নির্ভর করেন।

Avj-Rwgˆ m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

আল-জামি' গ্রন্থের ব্যাপারে অধিকাংশ 'আলিম একমত। ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর কিতাব সম্পর্কে নিজেই বলেন,

ومن كان فى بيته هذا الكتاب فكانما فى بيته نبى ينطق –

যার গৃহে এ কিতাবটি রয়েছে, তার গৃহে যেন স্বয়ং নবী কারীম (সা.) অবস্থান করছেন এবং কথা বলছেন। হাফিয আবূ ফযল মুহাম্মদ ইবন তাহির আল-মাকদাসী (র.) বলেন,[২৩৫] আমি হেরাতে ইমাম আবু ইসমাঈল আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আনসারীর নিকট থেকে শুনেছি তখন তাঁর সম্মুখে আবূ ঈসা তিরিমিযী এবং তাঁর কিতাব সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, তিনি বলেন, ইমাম তিরমিযী (র.) এর কিতাব আমার নিকট ইমাম বুখারী (র.) এবং ইমাম মুসলিম (র.) এর কিতাব থেকে অধিক উপকারী গ্রন্থ। কেননা বুখারী (র.) এবং মুসলিম (র.) এর কিতাব থেকে শুধুমাত্র পন্ডিত আলেমগণই উপকৃত হতে পারে। কিন্তু আবূ-ঈসা (র.) এর কিতাব থেকে প্রত্যেক মানুষ উপকৃত হতে সক্ষম।

Avj-RwgˆAvZ-wZiwghx

ইমাম তিরমিযী (র.) বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কৃতজ্ঞতার পাশে দাঁড় করিয়েছেন। বিশেষ করে ইলমে হাদীসের জগতে Avj-Rwgˆ নামে যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা করে তিনি যে অসাধারণ অবদান রেখে গিয়েছেন তার তুলনা সত্যিই বিরল। এ গ্রন্থ কে সুনানও বলা হয়। ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর এ জগৎ খ্যাত গ্রন্থখানি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম বুখারীর (র.) অনুসৃত গ্রন্থ প্রণয়ন রীতি অনুযায়ী সংকলিত করেছেন। প্রথমত তাতে ফিকহী তারতীবে (প্রথমে কিতাবুত তাহারাত, পরে সালাত...) অধ্যায় রচনা করেছেন।

এ গ্রন্থটিতে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের তুলনায় হাদীসের সংখ্যা খুবই কম এবং পুনরুক্তিও উহাদের তুলনায় একেবারেই কম। এতে বিশেষভাবে মানাকিব (সাহাবীদের প্রশংসা সূচক) ও তাফসীরুল কুরআন পরিচ্ছেদ দু'টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও বিস্তৃত।

---

[২৩২]. হাজী খলীফা, কাশফুয যুনুন, পৃ. ৫৫৯
[২৩৩]. দারসে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬
[২৩৪]. হাফিজ আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবন হাযামী, শুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসা, পৃ. ৪৪
[২৩৫]. হাফিয আবূ ফযল মুহাম্মদ ইবন তাহির আল-মাকদাসী. ïiæZj Awq¤§wZm wmËvn, পৃ. ১৬

ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর এ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় জরুরী হাদীসসমূহ সুবিন্যস্ত করেছেন। হাফিয আবূ জা'ফর ইবন জুবাই (মৃ.৭০৮ হি.) সিহাহ সিত্তাহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ইমাম তিরমিযী বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস একত্র করে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করত যে বিশিষ্ট্যতা লাভ করেছেন, তাতে তিনি অবিসংবাদিত।[২৩৬] এ গ্রন্থে ৪৬টি অধ্যায় এবং ২৪১৪টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এতে সর্বমোট ৩৮১২টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তন্মধ্যে পুনরুল্লেখ হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।[২৩৭]

Rwg-AvZ-wZiwghx-Gi e¨vL¨v Mš

অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তি আল-জামি'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন,

১. মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-আশবীলী, যিনি আবুন'ল-আরাবী আল-মালিকী নামে খ্যাত (মৃত ৫৪৬ হিজরী)। তাঁর শরাহ গ্রন্থের নাম, عارضة الأحوذى في شرح الترمذي।

২. হাফিয মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আশ-শাফি'ঈ (মৃত ৭৩৪ হিজরী) (র.)। তিনি আল-জামি' এর দুই তৃতীয়াংশের শরাহ দশ খণ্ডে রচনা করেন। তাঁর এ অসমাপ্ত শরাহকে পূর্ণতা দান করেন যায়নুদ্দীন 'আব্দির রহীম ইবন আল-ইরাকী (মৃত ৮০৪ হিজরী) (র.)।

৩. 'আব্দুর রহমান ইবন আহমদ আল-হাম্বলী (র.)। তিনি দশ খণ্ডে এ কিতাবের শরাহ রচনা করেন। কিন্তু একটি গোলযোগে তাঁর এ শরাহ গ্রন্থটি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।

৪. জালালুদ্দীন 'আব্দির রহমান আস-সুয়ূতী (র.) ও এর শরাহ রচনা করেছেন।

৫. আবুল-হাসান মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল-হাদী আস-সানাদী আল-হানাফী (মৃত ১১৩৮হিজরী) (র) ও এর একটি শরাহ প্রণয়ন করেন।

৬. 'ওমর ইবন 'আলী ইবন মুলাককান (মৃত ৮০৪ হিজরী) (র.) তিরমিযী (র.)-এর আল-জামি' এবং ইমাম আবূ দাউদ (র.)-এর সুনান-এর علي الصحيحين (যে সব হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে নেই কিন্তু তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফে আছে)-এর একটি শরাহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

Gi msw ÿß msKjb

যারা আল-জামি'-এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন,

১. নাজমুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন 'আকীল (মৃত ৭২৯ হিজরী) (র.–-এর মুখতাসার।

২. নাজমুদ্দীন সুলায়মান ইবন 'আব্দিল-কাবী আত-তূফী আল-হাম্বলী (মৃত ৭১০ হিজরী) (র.)- এর মুখতাসার।

---

২৩৬. nv'xm msKj‡bi BwZnvm, পৃ. ৫২৫

২৩৭. nv'xm msKj‡bi BwZK_v, পৃ. ৯৪; উলূমুল হাদীস, পৃ. ২৯৬

4. Ave ‘vE‘ mjvqgvb Beb AvkÔAvm Beb BmnvK Beb ekxi Beb kvÏv‘ Avj-Avhv‘x Avm-wmwR¯Ívbx

bvg I esk cwiPq

ইমাম আবূ দাউদ (র.) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ। তাঁর নাম সুলায়মান, পিতার নাম আশ'আস এবং কুনিয়াত আবূ দাউদ। বংশ তালিকা এই সুলায়মান ইবনুল-আশ'আস ইবন ইসহাক ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ ইবন আমর ইবন ইমরান। কারও কারও মতে আমের আল-আযদী, আল-আসাদী, আস-সিজিস্তানী। তাঁর উর্ধ্বতন প্রপিতামহ ইমরান সিফফিনের যুদ্ধে (৬৫৭ খৃ.) হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছিলেন।[২৩৮]

Rb¥ I Rb¥¯vb

ইমাম আবূ দাউদ (র.) সিজিস্তান এ ২০২ হিজরী মোতাবেক ৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[২৩৯] আবূ উবায়দা আল-আজুররী বলেন, আমি ইমাম আবূ দাউদ (র.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,[২৪০] 'আমি বাগদাদে ২০২ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেছি'।

wkÿv Rxeb I wkÿKe›‘

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) ছিলেন প্রখর মেধাবী। ইমাম আবূ দাউদ (র.) এর শৈশবকাল সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। নিকটস্থ শিক্ষকদের থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে হাদীসের উপর অগাধ জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি মিসর, সিরিয়া, ইরাক, খুরাসান, হিজায, আরব উপদ্বীপসহ প্রায় সমগ্র ইসলামী দেশ সফর করেন। তার বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি নায়শাপূরের একটি মাদরাসায় ভর্তি হন।[২৪১] এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইব্ন আসলাম (র.) এর সাথে অধ্যয়ন করেন।[২৪২] এ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ যুবাইর সিদ্দীকি বলেন, তিনি হাদীস অন্বেষণের জন্য বাগদাদে ২২০ হিজরীতে গমন করেন।[২৪৩] হাদীস অন্বেষণে ইমাম আবূ দাউদ (র.) বহুবার বাগদাদ সফর করেন। একবার তাঁর বাগদাদ অবস্থানকালে খলীফা আল-মু'তামিদ এর ভাই এবং সুপ্রসিদ্ধ কমান্ডার আল-মুওয়াফফিক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র.) তখন আল-মুওয়াফফিক এর নিকট তাঁর এ সাক্ষাতের কারণ জানতে চান। আল–মুওয়াফফিক তখন বলেন যে, তাঁর এ আগমনের পশ্চাতে তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে।[২৪৪] মুহাদ্দিস ইব্রাহীম হারাবী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা হাদীস শাস্ত্রকে ইমাম আবূ দাঊদের জন্য সে রূপ কোমল ও সহজ করে দিয়েছেন যে রূপ দাঊদ (আ.)এর উপকারার্থে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। [২৪৫] খতীব আত-তিবরিযী (র.) বলেছেন, ইমাম আবূ দাঊদ অগণিত শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞান আহোরণ করেছেন।[২৪৬]

---

২৩৮. আল আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩
২৩৯. খতীব আল বাগদাদী, তারীখুল বাগদাদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৫
২৪০. শামসুদ্দিন আয যাহাবী, wmqvi Avjvg bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৪
২৪১. D. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith Literature, P-103
২৪২. gÔRvgj ej‘vb, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪
২৪৩. D. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith Literature, P-103
২৪৪. ZvnhxeZ Zvnhxe, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৯
২৪৫. Avj-we‘vqv Iqvb wbnvqv, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৯
২৪৬. আবূ শাহবাহ, Avjvgj gnwÏmxb, (মিসরঃ দারুল কুতুব আল-আরাবী, তাবি) পৃ. ১৫৭

Bgvg Ave `vD` (i.) Gi QvÎe„›`

তাঁর ছাত্রের সংখ্যাও ছিল অসংখ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম আবূ দাউদের জন্য গৌরবের বিষয় হলো ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি ইমাম আহমাদ ও তাঁর কতিপয় শিক্ষকও ইমাম আবূ দাউদ থেকে হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করেছিলেন।[২৪৭] হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবূ দাউদ (র.) এর যশ-খ্যাতি দেশ-বিদেশের হাদীস অন্বেষণ কারীগণকে তাঁর প্রতি আকর্ষণ করেন। তাঁর দরসে হাজার হাজার ছাত্রের সমাগম হতো। তাঁর আরো উল্লেখযোগ্য শিষ্যগণের মধ্যে রয়েছেন, তাঁর পুত্র আবূ বকর (র.), আবূ আওয়ানাহ (র.) আবূ বশর আদ-দূলাভী (র.) আল ইবনুল হাসান ইবনুল আবদ (র.), আবূ আল (র.), মুহাম্মদ ইব্ন আব্দিল মালিক (র.), আবূ সা'ঈদ ইবনুল আরাবী (র.) আবু আলী আল-লু'লূয়ী (র.), আবূ বকর ইব্ন দাসাহ (র.) আবূ সালিম মুহাম্মদ ইব্ন সা'ঈদ আল-জালূদী (র.) আবূ আমর আহমদ ইব্ন আলী (র.), মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া আস-সূলী (র.), আবূ বকর আন-নাজ্জাদ (র.) ও মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইয়াকূব (র.) প্রমুখ।[২৪৮]

AbmZ gvhnve

এ বিষয়ে 'আলিমগণ একাধিকমত পোষণ করেন। বড় বড় মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁদেরকে আপন মাযহাবের অনুগামী বলে দাবী উত্থাপন করেন। ইমাম আবু দাউদ (র.) এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাজুদ্দীন আস্- সুবকী (র.) এর মতে তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[২৪৯] নওয়ার সিদ্দীক হাসান খাঁনও এ মত পোষণ করেন। [২৫০] কারও কারও মতে, তিনি হাম্বলী মতানুসারী ছিলেন।[২৫১] আবু ইসহাক শীরাযী (র.) তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ (র.) কে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেন।[২৫২] প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.) বলেন,[২৫৩] أبوداود حنبليا صرح به الحافظ ابن تيمية- আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.) 'আল্লামা ইব্ন তায়মিয়্যা (র.)- এর বরাত দিয়ে ইমাম আবু দাউদ (র)- কে হাম্বলী বলে উল্লেখ করেন।'

অবশ্য তাঁর সুনান গ্রন্থখানা সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করলে তাঁকে হাম্বলী বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসের মোকাবিলায় এমন হাদীসকে প্রাধান্য দান করেছেন যে হাদীস থেকে ইমাম আহমাদ (র.) এর মাযহাবের দলীল প্রমাণিত হয়। নিম্নে একটি উদাহরণ পেশ করা গেল, ইমাম আহমদ (র.) এর নিকট কিবলাহ থেকে বিমুখ হয়ে পায়খানা পেশাব করা জায়েয আছে। এ কারণেই ইমাম আবু দাউদ (র.) তাঁর সুনান গ্রন্থে বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোণাম লিপিবদ্ধ করেন,[২৫৪] باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 'মানবীয় তাড়নার পূরণার্থে কিবলার প্রতি মুখ করে বসা মাকরূহ।' এ ছাড়া আরও সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসে পায়খানা পেশাব করা নির্দোষ প্রমাণ করে বলেন,[২৫৫] باب الرخصة فى ذالك 'কিবলার দিকে পিঠ করে বসার অনুমতি প্রসংগে।'

---

২৪৭. ZvhwKivZj ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩ ; Avj-wnËvn dx whKwi wmnvn wmËvn, পৃ. ২৫০
২৪৮. ZvhwKivZj ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১-৫৯২
২৪৯. ZevKvZk- kwdÕCq¨vn, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৩
২৫০. নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান, AveRv`j Djg ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৫
২৫১. মুহাম্মদ হানীফ গংগুহী, hvdiæj- gnvmwmjxb, পৃ. ১২৬
২৫২. ইবন আবী ইয়ালা, ZvevKvZj nvbwejv, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪
২৫৩. তাকিয়্যুদ্দীন নদভী, gnwÏmx‡b-B ÔBhvg, পৃ. ১৯২
২৫৪. evhjj gvhû`, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪
২৫৫. প্রাগুক্ত

AvjøvnfxiæZv

তিনি ছিলেন একজন ‘আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি। দুনিয়ার শানশওকতের প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। ইব্‌ন দাসাহ বলেন, ইমাম আবু দাউদ (রা.)– এর জামার একটি আস্তিন প্রশস্ত এবং অপর আস্তিনটি সংকীর্ণ ছিল। তাঁকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,[২৫৬] الوا سع لكتب والاخر لايحذاج اليه একটি আস্তিনের মধ্যে লিখিত হাদীসগুলো রেখে দেই এবং এজন্যেই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর আস্তিনটিতে এরূপ কিছু রাখা হয় না। এ জন্য সেটি বড় করার কোন প্রয়োজন নেই।’
হাফিয মূসা ইব্‌ন হারুন তাঁর সম্পর্কে বলেন,[২৫৭]
خلق أبو داود فى الد نيا للحد يث وفى الاخرة للجنة ‘ইমাম আবু দাউদ (র.) দুনিয়াতে হাদীসের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে দেখতে পাইনি।’ শামসদ্দীন আয্‌- যাহাবী (র.) বলেন,[২৫৮] ইমাম আবু দাউদ (র.) তাঁর চাল- চলনে এবং আখলাক ও চরিত্রে ইমাম আহমদ (র)- এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

আর তিনি ছিলেন ওয়াকী ‘ইবনুল জাররাহ (১২৯- ৭৪৬- ১৯৭/৮১৩০) (র.) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তিনি ছিলেন সুফইয়ান (র.)- এর সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সুফইয়ান (র) ছিলেন মনসূর (র)-এর সাদৃশ্যপূর্ণ। আর মনসূর ছিলেন ইবরাহীম (র.)-এর সাদৃশ্যপূর্ণ। আর ইবরাহীম (র.) ছিলেন আলকামাহ (র.)-এর সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আলকামাহ (র.) ছিলেন ‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস’উদ (র.)-এর সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আলকামাহ (র.) বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস’উদ(রা.) ছিলেন তাঁর চাল- চলন এবং আখলাক ও চরিত্রে নবী করীম (সা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মোল্লা ‘আলী আল-কারী (রা.) বলেন,[২৫৯] তাঁর ফযীলত এবং ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাকওয়া, আল্লাহভীরুতা, পরহেযগারী, পবিত্রতা ও ‘ইবাদাত-বন্দিগীর দিক থেকে উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন।

Bgvg Ave ‘vD‘ (i.) m¤ú‡K nv‘xm wekvi‘M‡Yi gšÍe¨

ইমাম আবু দাউদ (র.) একাধারে হাফিয, হুজ্জাহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, শায়খুস- সুন্নাহ, প্রসিদ্ধ নাকিদ এবং অন্যান্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ ও ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

১. ইবন তাগরী বারদী (র.) (মৃত ৮৭৪ হি.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,[২৬০]
الامام الخافظ الناقد صاحب السنن وكان امام أهل الحد يث فى عصره بلا مدافعة وكان عارفا يعلل الحديث وورعا-‘তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, হাফিয, সমালোচক ও সুনান রচয়িতা। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। তিনি হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং আল্লাহভীরু ব্যক্তি।’

২. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আস্‌- সাগানী হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রতি ইংগিত করে বলেন,[২৬১] لين لأبى داود الحديث كما لين لداود عليه السلام الحديد -‘হযরত দাউদ (আ.) এর জন্য লোহাকে যেমন নরম ও সহজ করে দেয়া হয়েছিল, ইমাম আবু দাউদ(র.) এর জন্যও হাদীসকে তেমনভাবে সহজ করে দেয়া হয়।’

---

২৫৬. শাসুদ্দীন আয্‌- যাহাবী, তাযকিরাতুল- হুফফায, ২য় খণ্ড পৃ.৫৯১-৫৯২
২৫৭. তাহযীবুল-কামাল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪
২৫৮. শাসুদ্দীন আয্‌- যাহাবী, তাযকিরাতুল- হুফফায, ২য় খণ্ড পৃ.৫৯২,; শাসুদ্দীন আয্‌- যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১০
২৫৯. মোল্ল আলী কারী, মেরকাতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭
২৬০. ইব্‌ন তাগরী বারদী, আন্‌- নুজূমুয্‌- যাহিরাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ.৭৩
২৬১. শাসুদ্দীন আয্‌- যাহাবী, তাযকিরাতুল- হুফফায, ২য় খণ্ড পৃ.৫৯২

৩. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াসীন আল-হারওয়াভী (মৃত ৩৩৪ হি.) বলেন,[২৬২]

كان ابو داود أحد حفاظ الاسلام لحديث رسول الله صلى عليه وسلم وعلله وسنده فى أعلى درجة النسك واعفاف والصلاحوالورع من فرسان الحديث۔

আবু দাউদ (র) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের অন্যতম হাফিয, তার দোষ– ত্রুটি ও সনদ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ইবাদাত, পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা ও পরহেযগারীর উচ্চাসনে সমাসীন এবং হাদীস শাস্ত্রে এক মহান সাধক।'

৪. হাফিয আবু তাহির সালাফী হাদীস শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান- গরীমা সম্পর্কে এই মর্মে দু'টি 'আরবী শ্লোক রচনা করেন,[২৬৩]

لان احديث وعلمه بكماله* لامام أهليه أبى داود

مثل الذى لان الحديد وسبكه* لنبي أهل زمانه داود

'হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবু দাউদ (র.) এর জন্যে হাদীস এবং তার জ্ঞান পরিপূর্ণভাবেই বিগলিত হয়ে পড়ে। যেমন ভাবে লোহা এবং তাকে গলান সে যুগের নবী হযরত দাউদ (আ.) এর জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল।

৫. আল- ইয়াফি'ঈ (র.) (মৃত ৭৬৮ হিজরী) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,[২৬৪]

وكان رأسا فى الحديث رأسا فى الفقه -'হাদীস এবং ফিকহ এ উভয় শাস্ত্রেই আবু দাউদ (র.) ইমাম ছিলেন।'

৬. হাকিম আবু 'আব্দুল্লাহ (র.) (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন,[২৬৫]

أبو اداود أمام أهل الحديث فى عصره بلا مدا ف عة -'ইমাম আবু দাউদ (র.) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্ধী ইমাম ছিলেন।'

৭. ইমাম নববী (র.) (মৃত ৬৭৬ হি.) বলেন,[২৬৬]

اتفق العلماء علىالثناء على أبى داود ووصفه بالحفظ التام والعلم ا لوافر والأتقان والورع والدين و ا لفهم الثاقب فى الحديث وغيره -'হাদীস এবং অন্যান্য বিষয়ে ইমাম আবু দাউদের পূর্ণ হিফয, গভীর জ্ঞান, সুপ্রতিষ্ঠা, পরহেযগারী, দীনদারী এবং উজ্জল উপলব্ধি সম্পর্কে 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।'

iPbvejx

ইমাম আবু দাউদ (র.) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। কিতাবুস্- সুনান তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি সিহাহ সিত্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হাদীস গ্রন্থ। এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,[২৬৭] Abu Daud's principal work is his kitab al- Sunan, wich is one of the six- canoncial books if tradiins accepted by Sunnis, নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হল:

---

২৬২. তবাকাতুশ্- শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড পৃ. ২৯৫
২৬৩. মুহাম্মদ হানীফ গংগুহী, যাফরুল- মুহাসসিলীন, পৃ. ১২৫
২৬৪. আল-ইয়াফি'ঈ, মিরাতুল জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১
২৬৫. তাহযীবুল-কামাল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩
২৬৬. ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫
২৬৭. The Encyelopaedia Of Islam, Vol. l,p

†h mKj M‡ši mÜvb cvIqv hvq

১. সুনানু আবী দাউদ (سنن أبى داود)
২. কিআবুল- মারাসীল (كتاب المراسيل)
৩. কিতাবু মাসাইলি আবী দাউদ লি- ইমাম আহমদ ফীর-রুওয়াত
(كتاب مسائل أبى داود للامام أحمد فى الرواة)
৪. কিতাবু মাসইলি আবী দাউদ লি- ইমাম আহমদ ফীল-ফিক্হ
(كتاب مسائل أبى داود للامام أحمد فى الفقه)
৫. কিতাবু তাসমিয়াতিল-ইখওয়াহ আল্লাযীনা রুবিয়া ‘আনহুমুল-হাদীস
(كتاب تسمية الاخوة الذين روى عنهم الحديث)
৬. কিতাবুয্- যুহদ (كتاب الزهد)
৭. ইজাবাতুহু আলাস্- সুআলাত আবী ‘উবায়দা আল–আজুররী
(اجابته على سؤالات أبى عبيد الاجرى)
৮. রিসালাতু ফী ওয়াসফি তালীফিহী লিকিতাবিস্- সুনান[২৬৮] (رسالة فى وصف تأليفه لكتاب السن)

Zvi iwPZ †h mKj M‡ši mÜvb cvIqv hvq bv

১. ইবতিদাউল-ওয়াহী (ابتداء الوحى)
২. আখবারুল-খাওয়ারিজ (أخبار الخوارج)
৩. আত্- তাফাররুদু ফিস-সুনান (التفرد فى السنن)
৪. দালায়িলুন- নুবুওয়্যাত (دلائل النبوة)
৫. আদ-দু‘আ (الدعاء)
৬. সুআলাতু আবী ‘উবায়দ আল-আজুররী
৭. আর্- রাদ্দু ‘আলা আহলিল- কাদর (الرد على أهل القدر)
৮. ফাযাইলুল- আনসার (فضائل الانصار)
৯. কিতাবু আসাহাবিশ্- শা’বী (كتاب أصحاب والنشعبي)
১০. কিতাবুল- বা‘ছ ওয়ান- নুশূর (كتاب البعث والنشور)
১১. আল- মাসাইল (العسائل الذى خالف عليها الامام أحمد بن حنبل)
১২. মুসনাদু মালিক (مسند مالك)
১৩. আন্- নাসিখ ওয়াল- মানসুখ (الناسخ والمنسوخ) [২৬৯]

BwšÍKvj

ইমাম আবু দাউদ (র.) ৭৩ বছর বয়সে শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ জুম‘আর দিন ২৭৫ হিজরী মোতাবেক ৮৮৯ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন।[২৭০]

সকল ঐতিহাসিকগণ তাঁর ইন্তিকালের সন সম্পর্কে এক মত পোষণ করেন। কিন্তু দিন ও তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

---

২৬৮. তারিখুত- তুরাসিল- ‘আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪- ২৯৬, mAvjvZ Avex ÔDevq` Avj-AvRiix, পৃ. ২৫

২৬৯. সুআলাতু আবী ‘উবায়দ পৃ. ৮৮-৮৯

২৭০. আল- বিদাযাহ ওয়ান্- নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড পৃ. ৪৭; ওয়াফায়াতুল- আ‘ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫; The Encyclopaedia Of Islam, Vol. l, চ- ১৪৪; ফুয়াদ সিযগীন ২৭৫ হিজরি মোতাবেক ৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ করেছেন।(দ্র. ফুয়াদ সিযগীন, তারিখুত- তারিখুত -‘আরাবী, ১ম খণ্ড,পৃ. ২৯০)

ইব্‌ন ‘আসাকীর, ইব্‌ন খাল্লিকান, ইবনুল- ‘ইমাদ এর মতে শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখে শুরুবারে ইন্তিকাল করেন।[২৭১] আবু উবায়দ আল- আজুররীর মতে শাওয়াল মাসের ১৪ দিন বাকী থাকতে ৭৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২৭২] ইব্‌ন ‘আসাকীর (র) বলেন,[২৭৩] مات أبو داود لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين-‘ আবু দাউদ (র) ২৭৫ হিজরি সালের শাওয়াল মাসের ১৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে মারা যান।’ আহমদ হাসান তাঁর Sunan Abu Dawud গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,[২৭৪] Imam Abu Dawud died on Friday 16 Shawwal 275 at the age of seventy two years.
‘আব্বাস ইব্‌ন ‘আব্দুল ওয়াহিদ আল- হাশিমী তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। অত:পর সিজিস্থানের প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিশারদ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.) এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

Bgvg Ave ‘vD‘ (i.) KZK mbvb MŠ msKj‡bi KviY

সুনান গ্রন্থ হাদীস শাস্ত্রের ঐশ্বয্যপূর্ণ শাখা। ইসলামের ইতিহাসে অতি প্রাথমিক কাল থেকেই মুহাদ্দিসগণ মাগাযী এর তুলনায় আহকাম এবং উপদেশমূলক হাদীস সংগ্রহ ও সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতে, মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও আবশ্যকতা তুলনামুলকভাবে কম। অপরদিকে নবী কারীম (সা.) এর জীবনের অপরাপর দিক যেমন, তাঁর ওযু, গোসল, নামায এবং হজ্জ- এর পদ্ধতি, বেচা-কেনা, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশ- নিষেধ ঈমানাদারগণের বাস্তব জীরনের জন্য একান্ত অপরিহার্য বিষয়। এ কারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মুহাদ্দিসগণ আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। আর এ ধরনের হাদীস গ্রন্থকেই বলা হয় সুনান গ্রন্থ।[২৭৫]

ইমাম আবূ দাউদ (র.) ছিলেন এরূপ হাদীস গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত। ইবনুল- কাইয়্যিম (র) বলেন, হাদীসের হাফিযগণের এক জামা‘আত শুধু হাদীস সংরক্ষণ ও কণ্ঠস্থ করণের প্রতি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা হাদীস থেকে ইস্তিম্বাত বা আহকাম বের করার জন্য কোন রূপ প্রচেষ্ট চালাননি। অন্য দিকে হাদীসবিদগণের অপর জামা‘আত শুধু হাদীস থেকে মাসআলা ইস্তিম্বাত করার প্রতিই পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন।[২৭৬] প্রথম স্তরের তাঁদের কেউ কেউ মুজতাহিদগণ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা শুরু করেন। যেমন মুহাদ্দিস হুমায়দী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর এবং আহমদ ইব্‌ন ‘আব্দিল্লাহ আল- আজালী (র.) ইমাম শাফি‘ঈ(র.) এর সম্পর্কে কঠিন সমালেচনা করে বলেন, যে তাঁরা নির্ভরযোগ্য বটে কিন্তু হাদীস সম্বন্ধে তাঁরা তেমন অবহিত ছিলেন না। আবূ হাতিম আর- রাযী বলেন, كان الشا فعى ﺭﺡ فقيها ولم يكن له معرفة بالحديث -‘ইমাম শাফি‘ঈ (র.) একজন ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ ছিলেন, কিন্তু হাদীসে তার গভীর অভিজ্ঞতা ছিল না।’এ সব কারণে ইমাম আবু দাউদ (র.) এমন একটি হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যে সব হাদীস থেকে ইমামগণ তাঁদের মাযহাবের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু দাউদ (র.) নিজেই বলেন, আমার এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মালেক (র.), ইমাম সাওরী (র.), ইমাম শাফি‘ঈ (র.) প্রমুখ ইমামগণের মাযহাব-এর ভিত্তি মওজুত রয়েছে।[২৭৭]

wmnvn wmËvi g‡a¨ mbvb Awe ‘vD‘-Gi ¯vb

ভারত উপমহাদেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ দেহলূভী (র.) (১১১৪/১৭০৪-১১৭৬) বিশুদ্ধতার দিক হাদীস গ্রন্থ সমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন।

---

২৭১. তারীখু মাদীনাতিদিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ২০১, ওয়াফায়াতুল- আ‘ইয়ান ,২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫, ইবনুল -‘ ইমাদ, শাযারাতুয্‌- যাহাব, ২য় খণ্ড পৃ.১৬৭

২৭২. তাহযীবুল-কামাল, ৯ম খণ্ড, পৃ.১৪; তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ২০১

২৭৩. তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ২০১

২৭৪. Sunan Abu Dawud, Introduction, P- iv

২৭৫. Dr. Muhammad Zubayer Siddiqi, Hadith Literature

২৭৬. ইবনুল কায়্যিম, আল ওয়াবিলুস সাইয়্যেব, ৩য় খণ্ড পৃ. ৮৪৩

২৭৭. মুহাদ্দিসীন-ই ইযাম, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম স্তরে তিনি মুওয়াত্তা, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমকে স্থান দেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি সুনানু আবী দাউদ, জামি‘ আত্-তিরমিযী এবং মুজতাবা আন-নাসাঈকে স্থান দেন।[২৭৮] শাহ সাহেবের এ বর্ণনা বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে আবু দাউদ শরীফের স্থান প্রথম।

কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে, বুখারী এবং মুসলিম-এর পর স্থান হচ্ছে নাসাঈর। আবার কেউ কেউ জামি‘ তিরমিযীকে তৃতীয় স্থান প্রদান করেন।

মিফতাহুস-সা‘আদাহ্ এর গ্রন্থকার বুখারী এবং মুসলিম-এর পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে সুনানু আবী দাউদকে স্থান দান করেন।[২৭৯]

mbvb Awe ‘vD‘ m¤ú‡K nv‘xmwe‘M‡Yi gšÍe¨

সুনান গ্রন্থ সমুহের মধ্যে সুনানু আবু-দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সকল যুগের ‘আলিম ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ এ গ্রন্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। আমরা ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আবু দাউদ (র.) তার এ গ্রন্থখানি সংকলন করে ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল (র.) এর নিকট পেশ করলে তিনি এটা অনুমোদন করেন এবং একটি উত্তম গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন।

১. আবু সাঈদ ইবনুল- ‘আরাবী বলেন,[২৮০]

من عنده القران وكتاب أبى داود لم يحذج معهما الى شئ من العلم البتة

‘যার নিকট আল-কুরআন এবং আবু দাউদ (র) এর কিতাব রয়েছে তার এ দু’টির সাথে অবশ্যই আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।’

২. আল্লামা আস্-সাজী (র) বলেন,[২৮১]

كتاب الله أصل الاسلام ومتاب أبى داود عهد الاسلام

‘আল্লাহ কিতাব ইসলামের মুলবস্তু আর ইমাম আবু দাউদ (র.) এর কিতাব ইসলামের ফরমান স্বরুপ।

৩. সুনান আবী দাউদ (র.) এর .ব্যাখ্যাকার ‘আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন,[২৮২]

لم يصنف فى علم الدين مثله وهو أحسن وضعا وأكثر فقها من ا لصحيحين

‘দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মত আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। আর এ গ্রন্থখানী বিন্যাস ভঙ্গীর দিক থেকে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর তুলনায় এতে ফিক্হ শাস্ত্রের অধিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।’

৪. আবু সুলায়মান আল- খাত্তাবী (র.) আরও বলেন,[২৮৩]

اعلموا رحمكم الله ان كتاب السنن لأبى داؤد كتاب شريف فى علم الدين كتاب مثله ، وقد القبول من كافة اناس فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف متاهيهم فلكل منه ورد شرب وعله معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير أقطار الأرض

জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন! ইমাম আবূ দাউদ (র.) এর কিতাবুস্- সুনান একটি মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। দ্বীনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর অনুরূপ আর কোন কিতাব রচিত হয়নি। সকল স্তরের

---

[২৭৮]. শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৪
[২৭৯]. মুহাদ্দিসীন-ই ইযাম, পৃ. ১৯৮-১৯৯
[২৮০]. মিরকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪, The Enyclopaedia Of Islan, Vol. l,P- 144.
[২৮১]. তাযকিরাতুল- হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৩
[২৮২]. মুহাম্মদ‘আব্দুল ‘আযীয আল- খাওলী, মিফতাহুস্- সুন্নাহ পৃ. ৮৬
[২৮৩]. জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১০৭

জনগণ কর্তৃক এই গ্রন্থখানা গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন দলের ‘আলিম এবং বিভিন্ন স্তরের ফকিহ্গণের ভিন্ন মতামতের জন্য এ গ্রন্থখানা ফায়সালাকারীর মর্যাদায় ভূষিত। আর প্রত্যেক দলেরই নিজ নিজ অভিমত রয়েছে। ‘ইরাক, মিসর, আল-মাগরিব অঞ্চল সমূহ এবং পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকার অধিবাসীগণের মতামতের উৎস স্থান ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ এটিই।’

৫. ইমাম আবূ দাউদ (র.) এর এ গ্রন্থখানা জনগণের মাঝে কী পরিমাণ গৃহীত হয়েছিল এর প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁর ছাত্র হাফিয মুহাম্মদ ইব্‌ন মাখলাদ দুয়ারী(র) (মৃত ৩১১ হিজরী) বলেন,[২৮৪]
لما صنف السنن وقرأه على اناس صار كذابه مالمصحف يتبعونه

mbvb Ave ‘vE‘ msKjb

ইমাম আবূ দাঊদ আজীবন হাদীসের খিদমত করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ উম্মতকে উপহার দিয়ে যান। তন্মধ্যে তাঁর সুনান এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন ইমাম আবু দাউদের সুনান গ্রন্থ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম অপেক্ষা সুন্দরভাবে বিন্যস্ত এবং অধিক ফিকহ সম্বলিত। ইমাম আবু সুলায়মান আল খাত্তাবী তাঁর মু‘আলিমু’স-সুনান গ্রন্থে বলেন, এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। সকল স্তরের জনগণের নিকট গ্রন্থটি গ্রহণীয় হয়েছে। ইমাম গায্‌যালী (র.) বলেন, এটি আহকামের হাদীসের ক্ষেত্রে মুজতাহিদের জন্য যথেষ্ট। আবূ যাহু বলেছেন, একজন মুজতাহিদের জন্য ফিকহী মাস‘আলা বের করার ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের পর সুনান আবূ দাঊদ গ্রন্থই যথেষ্ট।[২৮৫] হাফিয আবূ তাহির হাসান ইবন মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হাসান ইবন মুহাম্মদ আমাকে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে চায় তার উচিত সুনান আবূ দাঊদ অধ্যয়ন করা।[২৮৬]

ইমাম আবূ দাঊদ ৫ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই বাছাই করে ৪৮৪৮ বা ৪৮০০ হাদীস এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এতে ৩০ টি অধ্যায় ও ১৫৪৪ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এতে ৬০০ মুরসাল হাদীস রয়েছে যা অধিকাংশের মতে প্রমাণযোগ্য[২৮৭] এ গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীসই আহকাম সম্পর্কিত এবং এতে হাদীসের তেমন পুনরুল্লেখ হয়নি । ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমি আমার কিতাবে এমন কোন হাদীস উল্লেখ করিনি, যা ত্যাগ করার উপর হাদীসবিদগণ একমত হয়েছেন। সুনানে এমন সব হাদীস তিনি সন্নিবেশিত করেছেন যেগুলো কোন না কোন ইমাম তাঁদের মাযহাবের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[২৮৮] হাদীসের সনদে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকলে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। মোট কথা সুনান আবূ দাঊদ সিহাহ সিত্তার একটি অন্যতম গ্রন্থ। মুসলিম উম্মাহর জন্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হাদীস সম্ভার।

mbvb-Ave ‘vD‘-Gi kin Mš

অনেক অভিজ্ঞ ‘আলিম এ সুনানটির শরাহ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন,

১. ইমাম খাত্তাবী (মৃত ৩২৮ হিজরি) (র.), তাঁর শরাহ-এর নাম মু‘আলিমুস-সুনান (معالم السنن)।

২. কুতুবুদ্দীন আবূ বকর আল-ইয়ামানী আশ-শাফি‘ঈ (মৃত ৬৫২ হিজরি) (র.), তাঁর শরাহ গ্রন্থ বড় বড় চার খণ্ডে বিভক্ত।

---

২৮৪. The Enyclopaedia Of Islan, Vol. l,P- 144.;মিফতাহুস সুন্নাহ, পৃ. ৮৬
২৮৫. Avj-nv‘xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ৪১১
২৮৬. hvdiæj gnvmwmjxb পৃ. ১৩৫; gnwÏmx‡b Bhvg, পৃ. ১৬২
২৮৭. Avj nv‘xm Iqvj gnwÏmb, পৃ. ৪১৩; Avj-wnËvn, পৃ. ২১৫
২৮৮. তারাজিমুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

৩. আবূ যুর‘আহ আহমদ ইবন ‘আব্দির রহীম আল-‘ইরাকী (মৃত ৮২৬ হিজরি) (র.), তাঁর শরাহ গ্রন্থটি سجود السهو পর্যন্ত লিপিবদ্ধ এবং ৭ খণ্ডে বিভক্ত।

৪. ইবনু‘ল-মুলাক্কান (র.) সুনানু আবী দাউদ-এ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর অতিরিক্ত যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এটি দু’খণ্ডে বিভক্ত।

5. শিহাবুদ্দিন আর-রামলী (মৃত ৮৪৮ হিজরী) (র.) সুনান-এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন

5. Ave Avãi ingvb Avng' Beb ïqvBe Beb Avjx Avj-Livmvbx Avb-bvmvC

bvg I esk cwiPq

ইমাম আন-নাসাঈ (র.) এর প্রকৃত নাম আহমদ। উপনাম আবূ আব্দির রহমান। পিতার নাম শুয়াইব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, আহমদ ইবন শুয়াইব ইবন সিনান[২৮৯] ইবন বাহর ইবন দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ।[২৯০]

Rb¥ I Rb¥¯'vb

তিনি ২১৫ হিজরি মোতাবেক ৮৩০ খৃ. খুরাসানের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[২৯১]ইমাম নাসাঈ (র.) ২১৫ হিজরি মোতাবেক ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে খুরাসানের নাসা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন । কোন কোন রিজাল শাস্ত্রবিদের মতে, তিনি ২১৪ হিজরি সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্ত এ মতটি বিশুদ্ধ নয় । কারণ ইমাম নাসাঈ (র.) কে তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'সম্ভবত আমার জন্ম সাল ২১৫ হিজরি।' ফলে ২১৫ হিজরিই তাঁর জন্ম তারিখ বলে মনে করা হয় । সুতরাং তিনি ইমাম তিরমিযী (র.) (মৃত ২৭৯ হিজরি) থেকে ৬ অথবা ৭ বছরের ছোট ছিলেন । এ সম্পর্কে D. Muhammad Zubayar siddiqi বলেন, Another Important Sunan work is compiled by Abu Abd al-Rahman Ahmad b. Shuayb al-Nasa'i who was born in the year 214 or 215 A. H. (6 or 7 years after al-Tirmidhi) at æNasa" a town in khurasan[292]

তিনি খুরাসানের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে নাসাঈ বলা হয়। পরবর্তীতে এ নামেই তিনি অধিক পরিচিতি লাভ করেন ।[২৯৩]

আল কাত্তানী বলেন, নাসা শহরের প্রতি সম্পৃক্ত করে নাসাঈ বলা হয়। এটি খুরাসানের একটি শহর। কারো কারো মতে এটি নায়সাপুরের একটি শহর । কিয়াস অনুসারে নিসবতী শব্দটি 'নাসাবিয়্যুন ' হওয়া যুক্তিসংগত ।[২৯৪]

evj¨Kvj

ইমাম নাসাঈ (র.) এর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ জন্মভূমি নাসাতে শুরু হয় এবং নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আট বছর বয়সে তিনি পবিত্র আল কুরআনুল কারীম মুখাস্থ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই তিনি ইলমে নাহু, সরফ, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ এবং হাদীস শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। অত:পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ ও শহর পরিভ্রমন করেন।

---

[২৮৯]. তাঁর দাদার নাম নিয়ে মত প্রার্থক্য রয়েছে, কারও কারও মতে তাঁর দাদার নাম আলী । কারও কারও মতে বাহর ইবন সিনান। শামসুদ্দীন আয যাহাবী (র.) বলেন, আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুয়াইব ইবন ইবন আলী ইবন সিনান বাহর আল খুরাসনী। হাফিয ইবন কাসীর, ইবন খাল্লিকান, ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ইমাম আন-নাসাঈ (র.) এর নসব নামা এভাবে উল্লেখ করেছেন, আহমদ ইবন আলী ইবন শুয়াইব ইবন আলী।

[২৯০]. শামসুদ্দীন আয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬

[২৯১]. শামসুদ্দীন আয যাহাবী বলেন,ولد بنسا في سنة خمس عشرة وميتين(দ্র. wmqvi æ Avªjvgb bevjv, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২১৫)

[২৯২]. Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith Literature, P-112-113.

[২৯৩]. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৫৩

[২৯৪]. আল কাত্তানী , আর রিসালাতুল-মুসতাতরিফাহ, পৃ. ৯-১০

nv‘xm wkÿv

ইমাম নাসাঈ ছিলেন অত্যন্ত মেধা ও স্মৃতি শক্তির অধিকারী। হাদীস অভিজ্ঞানে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি ২৩০ হি. হতে দেশ ভ্রমণ শুরু করেন। হাদীস শিক্ষার জন্য তিনি অনেক দেশ সফর করে তথাকার মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন।[২৯৫] বালখের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কুতায়বা ইবন সাঈদ এর নিকট এক বছর দু'মাস হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। পরে হিজায, সিরিয়া, মিসর, নাজদ, বসরা, খুরাসন, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে সফর করে সেখানকার বড় বড় মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন এবং এ বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন।[২৯৬] হাফিয আবূ আলী নিশাপুরী বলেন, তিনি ছিলেন হাদীস অভিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একজন ইমাম।[২৯৭] তিনি ছিলেন হাদীসের উপলব্ধি, সত্যনিষ্ঠা এবং উচ্চ সনদের ক্ষেত্রে একক।

ইমাম যাহাবী (র.) বলেন, তিনি ছিলেন হাদীস, ইলমুল হাদীস এবং ইলমুর রিজালে ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র.) অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব, এমনকি ইমাম বুখারী ও আবূ যুর'আহর সমপর্যায়ের হাদীস বিশেষজ্ঞ।[২৯৮]

wkÿv ARb I wkÿKe›‘

ইমাম নাসা'ঈ (র.) বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে অসংখ্য ওস্তাদ-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবাল গ্রন্থে তার ৭০ জন উস্তাদের নামের দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন।[২৯৯] সুনানু সুগরাতে ইমাম নাসা'ঈ (র.) এর শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৩৩৪ জন। সুনানু কুবরায় ৪৫০ জনের উল্লেখ রয়েছে। হাফিয ইব্ন হাজার ইমাম বুখারী (র.) কে ইমাম নাসা'ঈ (র.) এর উস্তাদ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩০০] তিনি মিসরে প্রবেশ করে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইফনুস ইব্ন 'আব্দিল আ'লা' আহমদ ইব্ন আব্দির রহমান ইব্ন ওয়াহাব, লাইস ইব্ন সা'দসহ অন্যান্যদের নিকট শিক্ষা অর্জন করেন।
ভ্রমণের এ পর্যায়ে তিনি বাগদাদ গমন করেন। সেখানে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আস-সাগানী, আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ আদ-দাওরাভী, আহমদ ইব্ন মুনী'ঈ মুজাহিদ ইব্ন মূসা আল-খাওয়ারিযমী ও অন্যান্যদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন।

তিনি হাদীস অন্বেষণের জন্য বসরায়ও গমন করেন। সেখানে তিনি আব্বাস ইব্ন আব্দিল আযীম মুহাম্মদ ইবনুল মাসনা, মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার ও আমর ইব্ন আলী এর নিকট জ্ঞানার্জন করেন।
কূফায় আবূ কুরাইব মুহাম্মদ ইবনিল আলা, হান্নাদ ইব্ন আল-মিসরী, আলী ইব্ন হুসাইন থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

হিজাযের মুহাম্মদ ইব্ন যানবূর, দামেশকের হিশাম ইব্ন আম্মার, দুহাইম, আব্বাস ইবনুল ওয়ালিদ ইব্ন মাযীন থেকে হাদীস শাস্ত্রে জানার্জন করেন।

এছাড়া ইসহাক ইব্ন রাওয়াইহ (র.) হিশাম ইব্ন আমর, মুহাম্মদ ইব্ন নাযর ইব্ন মুসাইব, সুওয়াইদ ইব্ন নছর, ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগবাহ, আহমাদ ইব্ন আবদ আত তাযাযাবী, আবূ তাহির ইব্ন সারাহ, ইসহাক ইবন শাহীন, বিশর ইবন মুয়াখুল আকাদী আমর ইবন উসমান আল-হিমছী, আমর ইব্ন আলী আল-

---

[২৯৫]. শামসুদ্দিন আয-যাহাবী বলেন, হাদীস শিক্ষার জন্য ইমাম নাসাঈ খুরাসন, হিজায, সিরিয়া, মিসর, নাজদ, বসরা, এবং সীমান্ত এলাকায় সফর করেন। অত:পর মিসরে নিবাস গ্রহণ করেন। হাদীসের হাফিযগণ তাঁর নিকট গমন করেন। তাঁর যুগে হাদীসে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। (দ্র. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৭)

[২৯৬]. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭; আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৫৪

[২৯৭]. তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬

[২৯৮]. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৯

[২৯৯]. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-২৭

[৩০০]. মুহাদ্দিসীনে ইযাম, পৃ. ২৪১

ফাল্লাস, ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ আর-রামলী, ঈসা ইব্ন ইউনুস আর-রামলী এবং কাসীর ইব্ন উবাইদ প্রমুখের নিকট হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেন।

QvÎe›'

ইমাম নাসাঈ (র.) শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। বহু ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইবরাহীম ইবন ইসহাক আল-ইসকান্দারী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ আল-কুরশী আদ-দিমাশকী, আবুল আব্বাস আবইয়াদ ইবন মুহাম্মদ ইবনিল-হারিস আল-মিসরী, আহমদ ইবন ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন আশহাব আল-কুরশী আল-আমেরী, আহমদ ইবনিল-হাসান ইবন ইসহাক ইবন তুবাহ আর-রাযী, আহমদ ইবন সুলায়মান ইবন আইয়ব আল-আসাদী আদ-দিমাশকী, আহমদ ইবন আব্দিল্লাহ ইবনিল হাসান ইবন আলী আল-আদুভী, আহমদ ইবন উমাইর ইবন ইউসূফ আল-হাফিয, আহমদ ইবন ঈসা আল-কাম্মী, আহমদ ইবনিল-কাসিম ইবন আব্দির রহমান আল-হারাসিয়ু, আহমদ ইবন মাহবুব আর-রামলী, আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আদ-দায়নূভী, আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ ইবনিল-আল'রাবী, আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালমাহ আত-তাহাবী, জাফর ইবন মুহাম্মদ ইবনিল-হারিস আল-খুযা'ঈ, হুসাইন ইবনিল-খাদর ইবন আব্দিল্লাহ আল-আসয়ূতী, হুসাইন ইবন রাশীক আল-আসকারী, হুসাইন ইবন আলী আন-নায়সাপুরী, হুসাইন ইবন হারুন আল-মুতাও'ঈ, হামাযাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-কানানী, যাহায়র ইবন মুহাম্মদ ইবন ইস্কয়াকুব, আবদুল্লাহ ইবন আদ্দী আল-জুরজানী।

আব্দুর রহমান ইবন আহমদ আস-সাফাদী, আব্দুর রহমান ইবন ইসমা'ঈল আল-খাওলানী আল-মিসরী, আব্দুর রহমান ইবন আব্দিল্লাহ ইবন ওমর আল-বাজালী আদ-দিমাশকী, আল-মারূফ ইবন আর-রাওয়াস, আলী-ইবন আবী জাফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামাহ আত-তাহাবী, আলী ইবন মুহম্মদ ইবন আহমদ আত-তাবারী, আলী ইবন ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম আল-হামদানী আদ-দিমাশকী, ওমর ইবন রবীয় ইবন সুলায়ামান আল-মিসরী, মুহাম্মদ ইবন আহম্দ ইবন হাম্মাদ আদ-দুলাভী, মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন খালিদ ইবন ইয়াযীদ আল-আদালী আল-মিরসী, মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবনিল-হাদাদ আল-মিসরী আল-ফকীহ, মুহাম্মদ ইবন আহমদ আর-রাফিকী, মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন মুহাম্মদ হিশাম ইবন মাললাস ইবন আন-নূমায়রী, মুহাম্মদ ইবন দাউদ ইবন সুলায়মান আয-যাহিদ, মুহাম্মদ ইবন সা'দ আস-সাদীয় আল-বাওয়ারদী।

মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন যাকারিয়া আন-নায়সাপুরি, মুহাম্মদ ইবন আলী ইবনুল-হাসান আন-নাককাশ আত-তিননীসী, মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন মুসা মুহাম্মদ আল-ওশায়লী আল-মাক্কী, মুহাম্মদ ইবনুল-ফাযল আল-আব্বাসী, মুহাম্মদ ইবনিল-কাসিম ইবন মুহাম্মদ আল-কুরতবী, মুহাম্মদ ইবনুল-কাসিম আল-মিসরী আয-যাহিদ আল-মা'রুফ ওয়ালীদ, মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-কিরকিসানী, মুহাম্মদ ইবন মূসা ইবন ই'য়কুব ইবনিল-মা'মুন আল-হাশিমী, মুহাম্মদ ইবন হারুন ইবন শুয়ায়ব আল-আনসারী আদ-দিমাশকী, মুহাম্মদ ইবন ই'য়কুব ইবন ইউসূফ আশ-শায়বানী আল-হাফিয আল-মারুফ আল-আখরাম, মানসুর ইবন ইসমাঈল আল-ফাকিহ আল-মিসরী, ইউসূফ ইবন ইয়াকূব প্রমুখ।[৩০১]

Bgvg bvmvC m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

ইমাম নাসাঈ (র.) একাধারে হাফিয, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, শায়খূল-ইসলাম, প্রসিদ্ধ হাদীস সমালোচক এবং সমসাময়িক যুগের ইমাম ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ও ইলমুর-রিজাল শাস্ত্রবিদগণ বলেন,

---

[৩০১]. তাহযীবুল কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২-১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

১.ইবন ইউনুস বলেন,[৩০২] তিনি অনেক পূর্বে মিসরে আগমন করেন, সেখানে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন এবং তাঁর থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, বিশ্বস্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত রাবী এবং হাফিয। মিসর থেকে তিনি ৩০২ হিজরী সালে যুল-কা'দাহ মাসে চলে যান।

২. আদ-দারা কুতনী (র.) বলেন,[৩০৩] আবূ আব্দির রহমান তাঁর সম-সাময়িক হাদীসবিদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

৩. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.) বলেন,[৩০৪] নাসা'ঈ (র.) ছিলেন ইমাম, হাফিয, সুপ্রতিষ্ঠিত, ইসলামের সুপণ্ডিত এবং হাদীসের সমালোচক। তিনি ছিলেন জ্ঞান-সাগর। সাথে সাথে তাঁর ছিল বুঝ-শক্তি, দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি, রাবী সমালোচনার জ্ঞান এবং সুসংকলন-যোগ্যতা।

৪. কাসিম আল-মাতরাযি (র.) বলেন [৩০৫] – هو امام او يستحق ان يكون إماما
তিনি ছিলেন একজন ইমাম অথবা বলা যায়, তিনি ইমাম হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

৫. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.) তাঁর ইবার গ্রন্থে এবং জালালুদ্দীন আস-সূয়ূতী (র.) তার হুসনুল-মুহাযারাহ গ্রন্থে বলেন,[৩০৬] তিনি ছিলেন একজন হাফিয এবং ইসলামী জ্ঞানের সুপন্ডিত। তিনি ছিলেন সুখ্যাতি সম্পন্ন ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত হাফিয এবং সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানীগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেন এবং মিসরে নিবাস গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি যুকাকুল-কানাদীলে অবস্থান করেন।

৬. হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ আল-নায়সাপুরী (র.) বলেন আমি আলী আল-হাফিযকে (র.) বলতে শুনেছি। তিনি বলেন,[৩০৭] غير مرة يتكر اربعة من أئمة المسلمين راهم فيبدا بابى عبد الرحمن
তিনি একাধিকবার তাঁর চোখে দেখা চার জন মুসলিম ইমামের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে আবূ-আব্দির রহমান (র.) এর নাম প্রথম উচ্চারণ করেন।

৭. ইবন আদ্দী (র.) বলেন,[৩০৮] আমি ফকীহ মানসুর এবং আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (র.) কে বলতে শুনেছি, তাঁরা বলেন, আবূ আব্দির রহমান নাসা'ঈ মুসলিম ইমামগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

৮. ইবন কাসীর (র.) বলেন,[৩০৯] – الامام فى عصره – والمقدم على اضرابه وأشكاله وفضلاء دهره
নাসাঈ (র.) ছিলেন তাঁর যুগের ইমাম, তাঁর ন্যায় হাদীস শাস্ত্রবিদ এবং সে-যুগের পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৯. হাফিয আল-মিযযী (র.) বলেন,[৩১০]- احد الائمة المبرزين والحفاظ المتقنين والاعلام المشهورين طاف البلاد নাসাঈ (র.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত হাফিয এবং সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি হাদীস অন্বেষণে বহু দেশ ভ্রমণ করেন

---

[৩০২]. তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯
[৩০৩]. জামী'উল মাসানীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২
[৩০৪]. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৭
[৩০৫]. তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১-১৫২
[৩০৬]. শাযরাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০; হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪
[৩০৭]. জামিউল উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ.১৮৯-১৯০
[৩০৮]. তাহজীবুল কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩
[৩০৯]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪
[৩১০]. তাহজীবুল কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪

১০. হাফিয আবূ ই'য়ালী আল-খলীলী (র.) বলেন, তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত হাফিয। হাদীসের হাফিযগণ ছিলেন তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারা তাঁর হিফয এবং তাঁর হাদীস বর্ণনার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে ছিল ঐকমত্য। রাবীগণের সমালোচনায় তাঁর মন্তব্যের ওপর নির্ভর করা হতো।

¯fve-Pwi Î : ইমাম নাসাঈ (র.) অত্যন্ত আল্লাহভীরু ছিলেন। তিনি রাসূলের সুন্নাতের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিদ'আতের কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রায়ই রোযা রাখতেন এবং রাতদিন আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকতেন। হাফিয মুহাম্মদ ইবন মুযাফফর বলেন,[৩১১] আমি মিসরে আমার শায়খগণের নিকট শুনেছি, তারা আবূ আব্দির রহমান নাসাঈকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন এবং তাঁর ইমামতের স্বীকৃতি দেন। তাঁরা নাসাঈ (র.) এর রাত্র-দিবসের কঠোর ইবাদাত এবং প্রত্যেক বছর হজ্জ পালন ও নিরবচ্ছিন্ন ইজতিহাদের প্রশংসা করেন। তিনি মিসরের শাসকের সমভিব্যাহারে একটি লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেন। মুসলমানদের নিস্কৃতি প্রদানে সুন্নাহর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর বিরত্বের প্রশংসা করা হয়। অনুরূপভাবে তিনি যে সুলতানের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তার দরবার থেকে বিরত থাকা এবং নিজস্ব আবাসেও পানাহারের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা গ্রহণ না করার জন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়। খারেজীদের দ্বারা শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এটাই ছিল চিরাচরিত নীতি।

তিনি হযরত দাউদ (আ.) এর ন্যায় একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন।[৩১২]
তিনি সত্য ভাষী, সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন।[৩১৩] তিনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। তার গায়ের রং ছিল লাল-সাদা মিশ্রিত ফর্সা এবং চেহারা ছিল অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত।[৩১৪] এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান হয়নি। পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধানের ব্যাপারেও তিনি সজাগ ছিলেন। রঙ্গীন ও দামী পোশাক ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রিয় খাবার ছিল মুরগির গোশত।[৩১৫]

gvhnve

ইমাম নাসাঈ (র.) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইবনুল আসীর (র.) বলেন, كان شافعيا – له مناسك على مذهب الشافعيى – وكان ورعا متحريا[৩১৬]
ইমাম নাসাঈ (র.) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। শাফি'ঈ মাযহাবের উপর তাঁর অনেক মাসআলা-মাসায়িল রয়েছে। তিনি ছিলেন পরহেযগার এবং বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণকারী ব্যক্তি। তাজ উদ্দীন আস-সুবকি (র.) ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এ মতকেই সমর্থন করেন।[৩১৭]
আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.) বলেন[৩১৮] كان النسائى رحمه الله تعالى من الحنابلة নাসাঈ (র.) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। ইবন তায়মিয়্যাহ (র.) ও তাঁকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম নাসাঈ (র.) নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তিনি মাসআলা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কালে আল-কুরআন ও হাদীসে সুষ্ঠু সমাধান না পেলে ইজতিহাদ করতেন। কিংবা ইমামগণের অভিমত গ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.) ও

---

[৩১১]. তাবাকাতুশ শাফিয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬
[৩১২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪
[৩১৩]. ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭
[৩১৪]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪
[৩১৫]. গোলাম রসূল সাঈদী, তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ২৯৩
[৩১৬]. জামিউল উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১
[৩১৭]. আল হিত্তাহ, পৃ. ২৫৪
[৩১৮]. আনওয়ার শাহ কাশমীরী, ফায়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের অভিমতকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার অনুসারী ছিলেন।[৩১৯]

iPbvejx

ইমাম নাসাঈ (র.) ইলমে হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পর গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইবনুল আসীর (র.) বলেন,[৩২০] له كتب كثيرة فى الحديث والعلل – وغير ذلك হাদীস, হাদীসের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা সম্বলিত এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

Zvi D‡jøL‡hvM¨ Mšvejx wbgi/c

১. wKZvej LvmvBm dx dvhwj Avjx Beb Avex Zwje (iv.)

এ গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীস সংকলন করা হয়েছে। আর এ হাদীসগুলো তিনি আহমদ ইবন হাম্বল (র.) থেকে সংগ্রহ করেছেন। এ গ্রন্থটি ১৩০৮ হিজরি সালে কায়রো থেকে এবং ১৩০২ হিজরীতে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।[৩২১]

২. wKZvej hÕAvdv Iqvj gvZi/Kxb

এ গ্রন্থটি আসমাউর-রিজাল সংক্রান্ত। ইমাম নাসাঈ (র.) এর দৃষ্টিতে যে সকল রাবী য'ঈফ এবং যাঁদের বর্ণনা গ্রহণ করা উচিত নয় এ গ্রন্থে তাঁদের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ নামগুলো আরবী অক্ষর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থে ৬৭৫ জন রাবী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ভারতের এলাহাবাদ থেকে ১৩২৫ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছে। তখন এ গ্রন্থটি ইমাম বুখারী (র.) এর তারীখুস-সগীর ও কিতাবুয-যু'আফাইস সগীর নামক গ্রন্থদ্বয়ের সাথে মুদ্রিত হয়।[৩২২]

3. Zvdmxiæb bvmvC

ইমাম নাসাঈ (র.) তাফসীর বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি বৈরুত এর মুআসাসাতুর-রিসালাহ থেকে ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯০ সালে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এটি প্রথম সংস্করণ। এ ছাড়াও ইমাম নাসাঈ (র.) এর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ রয়েছে তা এই,

১. আস-সুনানুল-কুবরা।
২. আস-সুনানুস-সুগরা।
৩. তাসমিয়াতু-ফুকাহাইল-আমসার মিন আসহাবি রাসূলিল্লাহি (সা.) ওয়া মান-বা'দাহু মিন-আহলিল মাদীনাহ।
৪. তাসমিয়াতু মান লাম ইয়ারভি আনহু গায়রু রাজুলিন ওয়াহিদিন।
৫. কিতাবুত-তাময়ীয।
৬. আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল।
৭. জুযয়ুম মিন হাদীসিন-নাবিয়্যি (সা.)
৮. আত-তাবকাত
৯. ফাযাইলুল-কুরআন
১০. আর-রুবা'ইয়াত মিন কিতাবিস-সুনানিল-মা'সুরাহ
১১. আশ-শুয়ূখুয-যুহরী
১২. মুসনাদু আলী (রা.)

---

[৩১৯]. যাফরুল মুহাস্সালীন, পৃ. ১৮৪
[৩২০]. জামিউল উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০
[৩২১]. তারিখুত তুরাসুল আরবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০
[৩২২]. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০

১৩. মুসনাদু মালিক (রা.)
১৪. কিতাবুল-আসামা ওয়াল-কুনা
১৫. কিতাবুল-জুমু'আহ
১৬. আ'মালুল-ইয়াওমি ওয়া-লাইলাতি
১৭. কিতাবুল-মুদাল্লিস
১৮. আসমাউর-রুওয়াত ওয়াত-তাময়ীযু বাইনাহুম
১৯. কিতাবু ফাযায়িলিস-সাহাবা
২০. মুসনাদু মানসূর ইবন যাযান
২১. মানসিকুল-হাজ্জ
২২. মু'জামুশ-শুয়ূখ, প্রভৃতি[৩২৩]

BšÍKvj

ইমাম নাসাঈ ৩০৩ হিজরি সালে ১৩ সফর মক্কায় ইন্তিকাল করেন।[৩২৪] কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন তিনি ফিলিস্তিনের রামাল্লায় ইন্তিকাল করেন। সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩২৫]

mbvb Avb-bvmvC msKjb

ইমাম আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুয়াইব ইবন আলী আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ (২১৫/৮৩০-৩০৩/৯১৫) বিরচিত সুনান গ্রন্থটি সুনান আন-নাসাঈ নামে পরিচিত। এছাড়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম উম্মাহকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বিশ্বখ্যাত সুনান গ্রন্থটি তাঁর অমর রচনা। এটি সুনানুস সুগরা নামেও পরিচিত। এর অপর নাম সুনানুল মুজতাবা। ইমাম নাসাঈ (র.) তাঁর অগণিত হাদীস সংগ্রহ থেকে এ গ্রন্থ সংকলন করে মিসরের মুহাদ্দিসদের নিকট পেশ করলে তাঁরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এক মূল্যবান হাদীস সংকলন বলে মন্তব্য করেন। যদিও এর মধ্যে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক দুর্বল হাদীসের সংযোজন ছিল।[৩২৬] পরে ইমাম নাসাঈ (র.) তাঁর সুনানুল কুবরা গ্রন্থটি ফিলিস্তিনের রমলার শাসনকর্তার নিকট পেশ করলে তিনি এর সবগুলো হাদীস সহীহ কি না জানতে চাইলে গ্রন্থকার বলেন, এতে সহীহ, হাসান, যাঈফ সব ধরনের হাদীসের সমাহার ঘটেছে। শাসনকর্তা তাঁকে শুধু বিশুদ্ধ হাদীস অবলম্বনে একটি গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানালে তিনি সুনানুল কুবরা থেকে বাছাই করে সুনানুল মুজতাবা নামে বিশুদ্ধ হাদীস সম্বলিত একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। পরবর্তীতে এ গ্রন্থটিই সুনান আন-নাসাঈ নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।[৩২৭]

এ গ্রন্থ রচনায় ইমাম নাসাঈ (র) বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে এতে কিছু স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ফিকহী গ্রন্থের বিন্যাস অনুযায়ী তিনি এর অধ্যায় সমূহ সাজিয়েছেন। এ গ্রন্থে মোট ৫৭৬১টি হাদীস ২১৩৮টি পরিচ্ছেদ ও ৫১ টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।[৩২৮] ইমাম নাসাঈ এ গ্রন্থ প্রণয়নে এমন

[৩২৩]. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০-৩৩১
[৩২৪]. ZvhwKivZj ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭
[৩২৫]. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭
[৩২৬]. ড. মুজীবুর রহমান, gnwÏm cmsM, (রাজশাহী, ১৯৭৫ খৃ.) পৃ. ১০৭
[৩২৭]. e¯Ívbj gnwÏmxb, পৃ. ১২৩; gnwÏmx‡b Bhvg, পৃ. ২১০
[৩২৮]. Bmjvgx wek‡Kvl, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৯; nv'xm msKj‡bi BwZK_v, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

শর্তাবলীর অনুসরণ করেছেন যা ইমাম বুখারী ও মুসলিমের অনুসৃত শর্তাবলী অপেক্ষাও কঠিন ও সুদৃঢ়। ফলে এতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বৈশিষ্ট্য সমূহের সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে।[৩২৯] মোটকথা সুনান আন-নাসাঈ হাদীস জগতে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। যুগ-যুগান্তরে মুসলিম উম্মাহ এ গ্রন্থ থেকে বিশেষ ভাবে উপকৃত হচ্ছে।

nv'xm MÖn‡Y Bgvg bvmvC (i.) Gi kZ©vejx

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম নাসাঈ (র.) অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি সিহাহ সিত্তার অন্যান্য ইমামের ন্যায় তাঁর সুনান গ্রন্থ রচনায় কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। তাঁর শর্তাবলী ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাঁর হাদীস গ্রহণের শর্ত ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) এর আরোপিত শর্তের চেয়েও কঠোর ছিল।[৩৩০]
হাফিয আবূ আলী নায়শাপূরী বলেন

للنسائى شرط فى الرجال اشد من شرط مسلم بن الحجاج – وكان من أئمة المسلمين –

তাঁর শর্ত ইমাম মুসলিম (র.) এর চেয়েও কঠিন। তিনি ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের অন্যতম ইমাম।
হাদীস বিশারদগণ ইমাম নাসাঈর শর্তাবলীকে খুবই গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। তাঁর আরোপিত শর্তকে গুরুত্ব দিয়ে অনেকেই ইমাম নাসাঈকে ইমাম মুসলিম এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

হাফিয আল-মাকদাসী বলেন, একদা আমি পবিত্র মক্কায় আবূল কাসেম সা'দ ইবন আলী আস-যানজানী (র.) কে জনৈক রাবীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উক্ত রাবীর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরশীলতার স্বীকৃতি দিলেন। আমি বললাম, ইমাম আবদুর রহমান নাসাঈতো তাঁকে দুর্বল বলেছেন। একথা শুনে তিনি বললেন,[৩৩১] হে প্রিয় বৎস! রিজাল শাস্ত্রে ইমাম নাসাঈর শর্তাবলী ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তের চেয়েও অধিক কঠোর।

ইমাম নাসাঈ (র.) যে সকল বর্ণনাকারীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন তাদের ব্যাপারে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে ইস্তেখারা করতেন। আহমদ ইবন মাহবুব আর-রমলী বলেন, আমি নাসাঈ (র.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,[৩৩২] যখন আমি সুনান গ্রন্থটি সংকলনের সংকল্প গ্রহণ করি তখন এমন কিছু শায়খের বর্ণিত রাবীগণ থেকে বর্ণনার আমি ইস্তিখারা করি যাদের সম্পর্কে অন্তরে কিছু প্রশ্ন বা সন্দেহ ছিল।

এমন কি তিনি এ শর্তের আলোকে কোন কোন ক্ষেত্রে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর বর্ণনাকারীগণের নিকট থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেন নাই।

ইবন হাজার আসকালানী (র.) বলেন,[৩৩৩] এমন অনেক রাবী যাদের হাদীস ইমাম আবূ দাউদ (র.) এবং তিরমিযী (র.) তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কিন্তু নাসাঈ (র.) তাদের হাদীস নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন। বরং নাসাঈ (র.) সহীহায়ন-এর বেশ কিছু রাবীর হাদীস তার গ্রন্থে বর্ণনা করা থেকেও বিরত থাকেন।

এ কারণে বলা হয়েছে ইমাম নাসাঈর শর্ত ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) এর শর্তের চাইতে কঠোর।

---

[৩২৯]. তারাজিমুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১১২
[৩৩০]. আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৪১০
[৩৩১]. হাফিজ আল মাকদাসী, শুরুতুল আয়িম্মাতুস সিত্তাহ, পৃ. ১৮
[৩৩২]. জামি'উল মাসানীদ, মুকাদ্দামা, পৃ. ১০১
[৩৩৩]. আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৪১০

শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.) বলেন,[৩৩৪] ইমাম নাসাঈ (র.) এমন কিছু রাবীর সমালোচনা করেছেন যাঁরা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম নাসাঈ (র.) মুত্তাছিল সনদের বর্ণনা গ্রহণ করাকে অগ্রাধিকার দেন। ইমাম নাসাঈ কোন দুর্বল ও পরিত্যাক্ত রাবীর বর্ণনা স্বীয় সুনান গ্রন্থে স্থান দেননি। এজন্য এর রাবীগণ অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য এবং তাঁদের রেওয়ায়েতও গ্রহণযোগ্য।

wmnvn wmËvi g‡a¨ mbv‡b bvmvCi ¯vb

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর পরই সুনানুন-নাসাঈ এর স্থান। কেননা এ দু'টির পরই অন্যান্য সুনান গ্রন্থের তুলনায় এতে স্বল্প সংখ্যক য'ঈফ হাদীস রয়েছে। মুহাদ্দিস ইবনুল-আহমার মক্কাবাসী কতিপয় উস্তাদের বরাত দিয়ে বলেন যে, সংকলনের নৈপুণ্যে নাসাঈ শ্রেষ্ঠ এবং ইসলামের উপর এর সমকক্ষ কিতাব রচিত হয়নি।[৩৩৫] এমনকি আল-মাগরিব এর কতিপয় পণ্ডিত সুনান-ই-নাসাঈকে সহীহ-বুখারীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান কারেছেন।[৩৩৬]

আল-মাগরিব এর পণ্ডিতগণের মন্তব্য সঠিক নয়; বরং ইজমা' এর পরিপন্থি।[৩৩৭] হাফিয ইবন হাজার ইমাম নাসাঈর যে অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, এটা তার পরিপন্থি। হাফিয ইবন হাজার উল্লেখ করেন,[৩৩৮] ما فى خته الكتب لكها اجود من كتاب البخارى – তাঁর এ মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, সহীহ বুখারী ব্যতীত শ্রেষ্ঠ আর কোন কিতাব নাই। ইমাম নাসাঈ (র.) এর ইসনাদ পদ্ধতি এবং মুসলিম (র.) এর বিন্যাস পদ্ধতির অনুসরণে তাঁর সুনান প্রণয়ন করেন।

জমহুরের মতে বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহীহাইন অগ্রগণ্য। সহীহাইনের পর য'ঈফ হাদীস এবং মাজরূহ রিজাল সমস্ত কিতাব থেকে সুনানে নাসাঈতে কম। বিধায় সহীহাইনের পরে এবং আবূ দাউদ ও তিরমিযীর পূর্বে নাসাঈর মর্যাদা। মুহাম্মদ আবূ যাহু বলেন,[৩৩৯] কিতাবুল-মুজতবা এর মধ্যে স্বল্প সংখ্যক দুর্বল হাদীস ও সমালোচিত রাবী রয়েছে। এর স্থান সহীহাইনের পরে আর সুনান আবী দাউদ ও সুনানু তিরমিযীর অগ্রে।

উপরোক্ত বিবেচনায় আল্লামা হাজেমী এবং আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.) বলেন, সহীহাইনের পরে আবু দাউদ ও তিরমিযীর পূর্বে নাসাঈ তৃতীয় স্থানের অধিকারী।[৩৪০]

mbvbb-bvmvC m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

ইমাম বুখারী (র.) এর আল-জামি ও ইমাম মুসলিম (র.) এর আস-সহীহ গ্রন্থের পরেই ইমাম নাসাঈ (র.) এর আল-মুজতাবা এর স্থান। কেননা, এ দু'টির পরই অন্যান্য সুনান গ্রন্থের তুলনায় এতে স্বল্প সংখ্যক য'ঈফ হাদীস রয়েছে।

ইমাম নাসাঈ (র.) নিজের তাঁর এর গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,[৩৪১]

والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله –

---

[৩৩৪]. সিয়ারু আ'লমিন নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩১

[৩৩৫]. মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম, পৃ. ২৫২

[৩৩৬]. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

[৩৩৭]. ফাফরল মুহাস্‌সালীন, পৃ. ১৮৯

[৩৩৮]. মুকাদ্দামাহ ফাতহুল বারী, পৃ. ১১

[৩৩৯]. আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৪১০

[৩৪০]. মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম, পৃ. ২৫৫

[৩৪১]. আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৪০৯

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের সঞ্চয়ণ মুজতাবা নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীসই বিশুদ্ধ।
হাকিম নায়সাপুরী (র.) বলেন,[৩৪২]

من نظر فی کتاب السنن للنسائی تحیر من حسن کلامه –

যে ব্যক্তি নাসাঈ (র.) এর সুনান গ্রন্থ গভীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করবে তিনি তাঁর উত্তর বক্তব্যে অভিভূত হবেন।হাফিয ইবন কাসীর (র.) বলেন,[৩৪৩]

قد أبان (ظهر) الامام النسائی فی تصنیفه عن حفظ واتقان – وصدق – وایمان – وعلم وعرفان –

ইমাম নাসাঈ (র.) তাঁর গ্রন্থে তাঁর স্মরণ শক্তি, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদীতা, ঈমান, জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

হাফিয আবূ ই'য়ালা আল-খালীলী (র.) বলেন,[৩৪৪] তাঁর কিতাবটি বুখারী, মুসলিম এবং আবূ দাউদ এর তুলনায় অধিক হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ। জারহ এবং তা'দীলের ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্যের ওপর নির্ভর করা হয়। সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাঁর গ্রন্থটি পছন্দনীয়।

হাফিয ইমাম আবূল হাসান মুয়াফেরী (র.) বলেন,[৩৪৫] মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত হাদীস সমূহ সম্পর্কে তুমি যখন বিচার বিবেচনা করবে, তখন একথা বুঝতে পারবে যে, ইমাম নাসাঈর বর্ণিত হাদীস অপরের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় শুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী হবে।

ঐতিহাসিক আব্দুল-করিম আর-রফয়ী (র.) বলেন,[৩৪৬] নাসাঈ (র.) একটি হাদীস গ্রন্থের সংকলক, যেটি সুনান গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এটি তাঁর প্রভূত জ্ঞান, সুন্দর বিন্যাস, সংক্ষিপ্তকরণ ক্ষমতা এবং হাদীস থেকে ইস্তিম্বাত করার সামর্থ্যের ওপর স্পষ্ট দলীল বহন করে। তার বাবের শিরোনামসমূহ তাঁর এ দক্ষতা প্রকাশ করে।

Bgvg bvmvC (i.) -Gi Avj-gRZvev wgbvm-mbvb-Gi e¨vL¨v MÖš

১. হাফিজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরি) (র.) আল-মুজতাবা-এর একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ প্রণয়ন করেছেন।

২. আবুল-হাসান মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল-হাদী এস-সিন্দী আল-হানাফী (মৃত ১১৩৮ হিজরি) (র.)ও আল-মুজতাবা এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এতে পাঠক ও শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ, হাদীসের দুর্বোদ্ধ অংশ এবং ই'রাবের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেন।

৩. সিরাজুদ্দীন 'ওমর ইবন 'আলী ইবনি'ল-মুলাক্কান আশ-শাফিঈ সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ এবং তিরমিযীতেই অথচ মুজতাবা-এ উল্লিখিত হয়েছে এমন হাদীস সমূহের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ এক খণ্ডে প্রণয়ন করেছেন।

---

[৩৪২]. মা'য়ারিফাতু উলুমিল হাদীস, পৃ. ৮২
[৩৪৩]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪
[৩৪৪]. ইরশাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬
[৩৪৫]. সাখাভী, ফাতহুল মুগীস, পৃ. ১২
[৩৪৬]. তাদবীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭

6. Ave Awãjøvn gnv¤§` Beb Bqvhx` Beb Avãjøvn Beb gvRvn Avi-ievC Avj-Kvhexbx

bvg I esk cwiPq

তাঁর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ আব্দিল্লাহ। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে, মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন আব্দিল্লাহ আর-রবয়ী আল-কাযভীনী। তিনি ইবন মাজাহ নামেই অধিক খ্যাত। তিনি ছিলেন একাধারে সুনান, তাফসীর ও ইতিহাস প্রণেতা। তিনি হাদীস ও তৎসম্পৃক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ইমাম ছিলেন।[৩৪৭] 'মাজাহ' কে ছিলেন এ সম্পর্কে জীবনী গ্রন্থকারগণ পরস্পর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। সাইয়্যেদ মুরতাদা যুবায়দী (র.) এর মতে, 'মাজাহ' তার মাতার নাম এবং তিনি এটাকেই বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। শাহ আব্দুল আযীয দেহলভীর মতে মাজাহ তাঁর মাতার নাম।[৩৪৮] মুহাদ্দিস রাফিয়ীর মতে, মাজাহ তাঁর পিতার উপাধি ছিল। হাফিয ইবন কাসীরও এ মতকে সমর্থন করেছেন।[৩৪৯]

Rb¥ I Rb¥¯vb

ইমাম ইবন মাজাহ (র.) ২০৯ হিজরি মোতাবেক ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে 'ইরাকের কাযভীনে জন্মগ্রহণ করেন। জা'ফর ইবন ইদরীস (র.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, আমি ইব্‌ন মাজাহ (র.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছি।

evj¨Kvj I cv_wgK wkÿv MnY

হিজরি তৃতীয় শতাব্দী হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ যুগে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম ইবন মাজাহ (র.) এর বাল্যকাল ছিল ইসলামী জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের চরম উন্নতি ও অগ্রগতির যুগ। এ সময় বিদ্যোৎসাহী 'আব্বাসীয় খলিফা 'আল-মামুন' খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম ইবন মাজাহ (র.) প্রাথমিক শিক্ষা কাযভীনের বিদ্যালয়েই সমাপ্ত করেন, যা হযরত উসমান (রা.) এর আমল হতেই শ্রেষ্ঠবিদ্যাপীঠ নামে পরিচিত ছিল। তিনি ২১ বছর বয়স পর্যন্ত (২৩০ হিজরী) নিজ জন্মভূমি কাযভীনেই ইলমে হাদীসে শিক্ষা অর্জন করেন।

wkÿvi D‡Ï‡k¨ md‡i

ইমাম ইবন মাজাহ (র.) হাদীস সংগ্রহের জন্য দিবারাত্রী পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুদেশ ভ্রমণ করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি ইরাক, শাম, মিশর, মক্কা, বাগদাদ, বসরা, কুফা, রায়, খোরাসান, হিজায, দামেশক, হিমস প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। [৩৫০]

wkÿKe›`

ইমাম ইবন মাজাহ তাঁর যুগের প্রথিতযশা প্রায় সকল মুহাদ্দিসের নিকট থেকেই হাদীস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। মাওলানা আব্দুর রশীদ নু'মানী ইমাম ইবন মাজাহ (র.) এর ৩১৯ জন ওস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। এদের ৩১০ জন জনের নিকট থেকে ইমাম ইবন মাজাহ (র.) তাঁর সুনান গ্রন্থে এবং ৯ জনের

---

[৩৪৭]. আব্দুল গণী আল মাযদীদী, আদ-দেহলভী, সুনান ইবন মাজাহ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১
[৩৪৮]. e¯Ívbj gnwÏmxb, পৃ. ২৯৮
[৩৪৯]. Avj-we`vqv Iqvb wbnvqv, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২; হানিফ গাংগুহী, hvdiæj gnvmwmjxb (দেওবন্দ : হানিফ বুক ডিপো, ১৯৮০ ইং) পৃ. ১৩৭
[৩৫০]. IqwdqvZj AvBqvb, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১৪; ZvnhxeZ Zvnhxe, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৩০

Dhaka University Institutional Repository

থেকে তাঁর তাফসীর গ্রন্থে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকের তালিকা প্রদান করা হল।

দামেস্কে গমন করে সেখানকার মুহাদ্দিস হিশাম ইবন আম্মার, দাহীমান, আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ, আল-খিলাল, আবদুল্লাহ ইবন আহমদ, ইবন বশীর, ইবন যাকওয়ান, মাহমুদ ইবন খালিদ আল-আব্বাস, ইবন ওসমান, ওসমান ইবন ইসমাইল ইবন ইমরান আয-যাহলী, হিশাম ইবন খালিদ, আহমদ ইবন আবীল-হাওয়ারীর নিকট হাদীস শাস্ত্রে শিক্ষা অর্জন করেন।

এরপর তিনি হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্য মিসর গমন করে সেখানে আবু তাহের ইবন সারহ, মুহাম্মদ ইবন রাহওয়াই, ইফনুস ইবন আব্দিল-আ'লা এর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন।

এরপর তিনি হিমসের মুহাম্মদ ইবন মুসাফী, হিশাম ইবন আবদুল মালিক আল-ইয়াযীনী, ইমরান, ইয়াহইয়া ইবন উসমান এর নিকট থেকে হাদীসে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

ইরাকের আবূ বকর ইবন আবী শায়বাহ, আহমদ ইবন আবূদ, ইসমাঈল ইবন আবী মুসা আল-ফাযারী, আবু খায়সামাহ, যুহাইর ইবন হারব, সুয়াইদ ইবন সা'ঈদ, আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া আল-জামহী প্রমুখের নিকট তিনি হাদীস শিক্ষা করেন।[৩৫১]

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী তাঁর সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা গ্রন্থে তাঁর শিক্ষকগণের তালিকা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনি মুহাম্মদ ইবন আত-তানাফীসী আল-হাফিয থেকে সর্বাধিক হাদীস শ্রবণ করেছেন। যুব্বারাত ইবন মুগাল্লাস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক ছিলেন। এরপর তিনি মুস'আব ইবন আবদুল্লাহ আয-যুবাইদী, সুয়াইদ ইবন সা'ঈদ, আবদুল্লাহ মু'আবিয়াহ আল-জুমাহী, মুহাম্মদ ইবন রূমহ, ইবরাহীম ইবন আল-মুনযিরী আল-যিজামী, মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন নুমাইরী, আবু বকর ইবন আবী শায়বাহ, হিশাম ইবন আম্মার, ইয়াযীদ ইবন আব্দিল্লাহ আল ইয়ামামী, আবূ মুস'আব আয্-যহরী, বাশীর ইবন মু'আয আল-আকাদী, হুমাইদ ইবন মুস'আদ, আবী হুযায়ফাহ আস্-সাহলী, দাউদ ইবন রুশায়াদ, আবু খায়সামাহ, আব্দুল্লাহ ইবন যাকওয়ান আল-মকরী, আব্দুল্লাহ ইবন আমের ইবন বাররাদ, আবূ সাঈদ আল-আসাজ, আব্দুর রহমান ইবন ইবরাহীম দুহাইমী, আব্দুস-সালাম ইবন আসেম আল-হিসিনযানী, ওসমান ইবন আবূ শায়বাহ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া সুনান-ই ইবন মাজাহ গ্রন্থে আরও অন্যান্য শিক্ষকগণের নাম উল্লেখ রয়েছে।[৩৫২] ইমাম আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানীও তাঁর শিক্ষক ছিলেন।[৩৫৩]

আল-ইকমাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তিনি ইমাম মালেক ও ইমাম লাইস (র.) এর শিষ্যগণের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন।[৩৫৪]

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন, তিনি মুহাম্মদ ইবন ঈসা আল-আবহারী, আবূ তাইয়্যিব আহমদ ইবন রাওহা আল-বাগদাদী, আবূ আমর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাকীম আল-মাদীন থেকেও শ্রবণ করেছেন।[৩৫৫]

QvÎe›‘

ইবন মাজাহ (র.) যেমনিভাবে অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে তাঁর নিকট থেকেও অসংখ্য ব্যক্তি হাদীসের শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর যশ-খ্যাতি সকল জায়গায় ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর নিকট শিক্ষা অর্জন করার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়।

---

[৩৫১]. জামীউল মাসানীদওয়াস সুনান, মুকাদ্দামা, পৃ. ১১২
[৩৫২]. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭-২৭৮
[৩৫৩]. জামীউল মাসানীদওয়াস সুনান, মুকাদ্দামা, পৃ. ১১২
[৩৫৪]. তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮
[৩৫৫]. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ইবন হাজার আসকালানী (র.) তাঁর শিষ্যগণের তালিকা এভাবে উল্লেখ করেন, আলী ইবন সাঈদ ইবন আব্দিল্লাহ আল-গাদানী, ইবরাহীম ইবন দীনার আল-যায়শী আল-মাহদানী, আহমদ ইবন ইবরাহীম আল-কাযভীনী, ইসহাক ইবন মুহাম্মদ ইবন আল-কাযভীনী, জা'ফর ইবন ইদ্রীস, হুসাইন ইবন আলী ইবন বারানীয়াদ, সুলাইমান ইবন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, মুহাম্মদ ইবন ঈসা আস-সাফার, আবুল হাসান আলী ইবন ইবরাহীম ইবন সালমাহ আল-কাযভীনী আল-হাফিয, আবূ উমার আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাকীম আল-মাদানী আল-ইস্পাহানী।[৩৫৬]

AbmZ gvhnve

ইবন মাজাহ (র.) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায়না। ধারণা করা হয় যে, তিনি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.) এর বলেন, – واما مسلم وابن ماجه فلا يعلم مذهبهما

মুসলিম ও ইবন মাজাহ (র.) এর মাযহাব সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ তাহের জাযায়েরী (র.) বলেন, তিনি কোন মুজাতাহিদের অনুসারী ছিলেন না। তবে আইম্মায়ে হাদীস ইমাম শাফি'ঈ (র.), ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.), ইসহাক (র.), আবূ ওবায়দাহ প্রমূহ মুহাদ্দীসের মতামতের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। অবশ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাঁর অনুসৃত মাযহাব সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে, ইরাকবাসীদের তুলনায় হিজায বাসীদের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে তা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়।[৩৫৭]

Avj øvn fxiZ

তিনি ছিলেন একজন 'আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। হাফিয ইবন কাসীর (র.) তাঁর খোদাভীতি সম্পর্কে বলেন, ইবন মাজাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সাথে সাথে খোদাভীতি এবং আত্মশুদ্ধিতে অগ্রণী ছিলেন। তিনি শরী'আতের বিধি-বিধানের অনুসারী ছিলেন। ধর্মের মৌলিক বিষয়দী এবং শাখা-প্রশাখাতে তিনি মহানবী (সা.) এর সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন। এমন কি তিনি তাঁর সুনান গ্রন্থখানি بلب إتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم দিয়ে শুরু করেছেন।[৩৫৮]

iPbve jx

ইমাম ইবন মাজাহ (র.) ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞ ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থের মাধ্যমেই এটা প্রমাণিত হয় তিনি সুনান, তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৩৫৯]

এ সম্পর্কে শামসুদ্দীন আদ-দাউদী বলেন, [৩৬০]

وكان عارفا بهذا الشأن – وله كتب فى التفسير – وكتاب السنن – وكتاب التاريخ الى عصره

তিনি এ বিষয়ে ছিলেন বিজ্ঞ ব্যক্তি। তাফসীর বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ, সুনান বিষয়ে একটি গ্রন্থ এবং তাঁর সমকাল পর্যন্ত ইতিহাস বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে।

AvZ-Zvdmxi

ইমাম ইবন মাজাহ (র.) একটি বহৎ তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি আল-কুর'আনের তাফসীর সম্পর্কে (সা.) এর হাদীস এবং সাহাবীগণের বর্ণিত বিবরণসমূহ ইসনাদ সহকারে সন্নিবেশ করেছেন।

---

[৩৫৬]. তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮

[৩৫৭]. মা'আরিফুস সুনান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২

[৩৫৮]. ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ন নিহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪

[৩৫৯]. ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪

[৩৬০]. শামসুদ্দীন আদ-দাউদী, তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪

ইবন কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, له تفسير حافل তাঁর একটি ব্যাপক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে।

BwZnvm

ইমাম ইবন মাজাহ (র.) এর অপর এক গ্রন্থ হলো আত-তারীখ বা ইতিহাস। এ গ্রন্থেটিতে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে লেখকের সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত তৎকালীন সময়ের সমূদয় ইতিহাস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৩৬১] ইবন খাল্লিকান ইবন মাজাহ (র.) এর ইতিহাস গ্রন্থটিকে মালীহ (আকর্ষণীয় ইতিহাস) বলে উল্লেখ করেন।[৩৬২] ইবন কাসীর ও গ্রন্থটিকে তারীখুল-কামীল বলে উল্লেখ করেছেন ।[৩৬৩] হাজী খলীফাহ ইবন মাজাহ (র.) এর তারীখ গ্রন্থটিকে তারীখে কাযভীন নামে উল্লেখ করেছেন।[৩৬৪] হাফিয ইবন তাহির আল-মাকদাসী উক্ত তারীখের পাণ্ডুলিপি দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৬৫] ইসলামী বিশ্বকোষের বিবরণ অনুযায়ী এটি স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ নহে, তাঁর বৃহদাকার তারীখেরই একটি অংশ ।[৩৬৬]

BwšÍKvj

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ (র.) ২২ রমযান ২৭৩ হিজরি সোমবার দিবসে ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজীউন)। এবং মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়। কারো কারো মতে তিনি ২৭৫ হিজরি সালের ২২ রমযান মঙ্গলবার দিন ইন্তিকাল করেন। তবে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ।[৩৬৭]

mbvb Beb gvRvn msKjb

ইলমে হাদীস সহ ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিখ্যাত সুনান হাদীস গ্রন্থ তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি। সিহাহ সিত্তাহর মাঝে এর অবস্থান ৬ষ্ঠ স্থানে। সর্ব প্রথম ইবন তাহির আল মাকদাসী (মৃত ৬০০ হিজরি) (র) এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।[৩৬৮] হাফিয ইবন হাজার (র.) বলেন, ইবন মাজাহ এর সুনান গ্রন্থটি শারঈ হুকুম, আহকাম ও বিধি বিধানের ক্ষেত্রে এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।[৩৬৯] ইমাম ইবন মাজাহ এ কিতাবকে স্বীয় উস্তাদ আবূ যুরআ সমীপে পেশ করলে তিনি তা দেখে বলেন, যদি মানুষের হাতে এ কিতাব পৌঁছে যায় তবে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রণীত অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।[৩৭০] ইমাম ইবন মাজাহ (র) এক লক্ষ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে যাচাই বাছাই করে চার হাজার হাদীস নির্বাচন করতঃ এ সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৩৭১] মতান্তরে এ কিতাবের হাদীস সংখ্যা ৪৩৪১টি। এর মধ্যে ১৩৩৯টি হাদীস ইবন মাজাহর নিজস্ব সংগ্রহ। যা সিহাহ সিত্তার অন্য কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি। এ অতিরিক্ত হাদীসগুলোর কারণে তিনি যেমন প্রশংসিত হয়েছেন তেমনি সমালোচিতও হয়েছেন কিছু সংখ্যক দুর্বল, অপ্রমাণ্য হাদীস সন্নিবেশের কারণে।[৩৭২] গ্রন্থটি ৩২টি অধ্যায় ও পনের শত পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

---

[৩৬১]. ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ন নিহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪
[৩৬২]. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯
[৩৬৩]. ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ন নিহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪
[৩৬৪]. হাজী খলীফাহ, কাশফুজ জুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ.১০০৩
[৩৬৫]. হাফিয আবূ ফযল মুহাম্মদ ইবন তাহির আল-মাকদাসী. শুরুতুল আয়িম্মাতিস সিত্তাহ, পৃ. ৭
[৩৬৬]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬
[৩৬৭]. wmqvi æ AvÔjwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৯
[৩৬৮]. নওয়াব সিদ্দীক হাসান, Avj wnËvZ dx whKwim̃m wmnvn wmËvn, পৃ. ২২১
[৩৬৯]. মুহাম্মাদ হানীফ গাংগোহী, hvdiæj gnvmwmjxb we Avnlqwjj-gmwbwdxb (দেওবন্দ, হানীফ বুক ডিপো, ১৯৯৬) পৃ. ১৪১
[৩৭০]. wmqvi æ AvÔjwgb bevjv, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৮; nv'xm msKj‡bi BwZnvm, পৃ. ৫২৯
[৩৭১]. msw ÿ ß Bmjvgx wek‡Kvl, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬
[৩৭২]. মুহাম্মদ 'আব্দুর রহমান মুবারকপূরী, ZndwZj Avnlqvhx, gKvÏvgvn, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০/১৯৯০) পৃ. ৬৬; hvdiæj gnvmwmjxb, তদেব, পৃ. ১৪১

mbvb Beb gvRvn-Gi kivn Mšmgn

বিশিষ্ট হাদীসবিদ ইবন মাজাহ-এর সুনান গ্রন্থের শরাহ প্রণয়ন করেছেন। যেমন,

১. কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মূসা আদ-দিময়ারী আশ-শাফিঈ (মৃত ৮০৮ হিজরী) (র.)। তিনি এ গ্রন্থের নামকরণ করেন, আদ-দীবাজাহ (الديباجة)। এটি পাঁচ খণ্ডে বিভিক্ত।

২. ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ আল-হালবী (মৃত ৮৪১ হিজরী) (র.)।

৩. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (র.)। তাঁর শরাহ গ্রন্থের নাম, মিসবাহু'য-যুজাজাহ (مصباح الزجاجة)।

৪. আস-সানাদী (র.)ও এর একটি শরাহ গ্রন্থ রচনা করেন।

৫. সিরাজুদ্দীন 'ওমর ইবন 'আলী ইবনি'ল-মুলাককান (র.) ইবন মাজাহ-এর সুনান-এ অপর পাঁচটি গ্রন্থের অতিরিক্ত যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর শরাহ রচনা করেন ৮ খণ্ডে। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের নামকরণ করেন, মা তামাসসা ইলায়হিল-হাজাহ মিন সুনানি ইবন মাজাহ ما تمس إليه الحاجة من سنن إبن ماجة।[৩৭৩]

wmnvn wmËvn Gi g‡a¨ mbvb Beb gvRvn-Gi ¯’vb

মুতাকদ্দিমীন ও অধিকাংশ মুতা'আখখেরীনের মতে, হাদীসের মৌলিক গ্রন্থ পাঁচটি। তা হল, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী ।[৩৭৪] তবে কোন কোন মুতা'আখখেরীন এর বিপরীত মতামত পেশ করেন। তারা ইবন মাজাহ এর সুনানকে সংযুক্ত করে হাদীসের মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা ৬টি উল্লেখ করেন। কেননা সুনানু ইবন মাজাহ ফিকহের দৃষ্টিতে এক উপকারী গ্রন্থ ।[৩৭৫] হাফিয আবুল ফযল ইবন তাহির আল-মাকদাসী তাঁর 'শুরুতুল আয়িম্মাতিস-সিত্তাহ' গ্রন্থে সুনানু ইবন মাজাহকে সিহাহ সিত্তার ৬ষ্ঠ গ্রন্থে ইবন মাজাহকে ৬ষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে স্থান প্রদান করেন । অত:পর তাঁর আতরাফুল কুতুবিস-সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে ইবন মাজাহকে ৬ষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে স্থান প্রদান করেন।[৩৭৬]

এরপর হাফিয আবদুল গণী আল-মাকদাসী (র.) তাঁর আল-ইকমাল ফী আসমাঈর রিজাল গ্রন্থে সুনানু ইবন মাজাহকে ৬ষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করেন।

কোন কোন মুহাদ্দিস ইমাম মালিক (র.) এর কিতাব মুত্তয়াত্তার বিশুদ্ধতা ও মর্যাদার কারণে ওটাকে ষষ্ঠ কিতাব বলে অভিহিত করেছেন।[৩৭৭] কিন্তু এ পর্যায়ে মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে মুওয়াত্বার চেয়ে সুনান ইবন মাজাহ অনেক উন্নত ও জনসাধারণের পক্ষে ব্যবহারোপযোগী। এ ছাড়া এ গ্রন্থে কিছু অতিরিক্ত হাদীস রয়েছে, যা সিহাহ সিত্তাহ-এর অন্যান্য গ্রন্থে নেই। কিন্তু মুওয়াত্তা এমনটি নয়। এসব কারণেই হাদীস বিশারদগণ সিহাহ সিত্তায় মুওয়াত্তার পরিবর্তে সুনানু ইবন মাজাহকে স্থান প্রদান করেছেন।[৩৭৮]
মুহাদ্দিস আবুল হাসান সিন্দী তাঁর শরহু ইবন মাজাহ গ্রন্থে বলেন, [৩৭৯]

غالب المتاخرين على انه سادس الستة –

অধিকাংশ মুতা'আখখির মুহাদ্দিসের মত এ যে, ইবন মাজাহ সিহাহ সিত্তার ৬ষ্ঠ গ্রন্থ।

---

[৩৭৩]. হাজী খলিফাহ, কাশফুয-যুনুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৪।
[৩৭৪]. জামীউল মাসানীদ, মুকাদ্দামা, পৃ. ১১৬
[৩৭৫]. আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৪১৮
[৩৭৬]. আল হিত্তাতু ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ, পৃ. ২২১
[৩৭৭]. ইবন কাসীর, জামীউল উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২
[৩৭৮]. আল হিত্তাতু ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ, পৃ. ২২১
[৩৭৯]. মুহাদ্দিস আবুল হাসান সিন্দী, মুকাদ্দামাতু শারহি ইবন মাজাহ, পৃ. ১৫

ইবন খাল্লিকান (র.) বলেন,[৩৮০] – وكتابه فى الحديث احد الصحاح للستة তাঁর হাদীস গ্রন্থখানি সিহাহ সিত্তার অন্যতম।
ইবনুল আসীর (র.) বলেন, – سنن ابن ماجة هوساس الصاح للستة- সুনানু ইবন মাজাহ গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থানের অধিকারী।

আবদুল গণি আল-মাদানীর পরে মুহাদ্দিসগণ তাঁর আল-ইকমাল ফী আসমায়ির-রিজাল গ্রন্থের ভিত্তিতে রাবীগণের উপর দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা করে সুনানু ইবন মাজাহকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে ষষ্ঠ গ্রন্থ হওয়ার যুক্তিকে আরো সুদৃঢ় করেছেন ।[৩৮১]

mbvb Beb gvRvn m¤ú‡K gbxlxM‡Yi gšÍe¨

সুনানু ইবন মাজাহ একটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। মনীষীগণ-এর ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। নিম্নে কয়েকজন মনীষীর মন্তব্য উপস্থাপন করা হল,

১. ইবন কাসীর (র.) সুনানু ইবন মাজাহ সম্পর্কে বলেন,[৩৮২] ফিকহের দৃষ্টিতে এর অধ্যায়সমূহ খুবই সুন্দর ও মজবুত করে সাজানো হয়েছে।

২. ইবন হাজার আসকালানী (র.) বলেন,[৩৮৩] ইমাম ইবন মাজাহর সুনান গ্রন্থটি অত্যন্ত ব্যাপক হাদীস সম্বলিত এবং উত্তম গ্রন্থ।

৩. হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র.) বলেন, [৩৮৪]
سنن ابى عبد الله (ابن ماجه) كتاب حسن لولا ماكدره من احاديث واهية ليست بالكثير –
সুনানু ইবন মাজাহ সুন্দর গ্রন্থ। এটি আরো সুন্দর হ'ত যদি তাতে ঐ সমস্ত বর্ণনা না থাকত যা এ গ্রন্থকে ক্রটিপূর্ণ করেছে। অবশ্য এ ধরনের বর্ণনা নিতান্তই কম।

৪. ইবনুল আসীর (র.) বলেন,[৩৮৫]
كتاب مفيد قوى النفع لكن فيه أحاديث ضعيفة حدأ بل منكر –
এ গ্রন্থটি কল্যাণকর এবং ফিকহের ক্ষেত্রে অতীব উপকারী। তবে এতে কিছূ য'য়ীফ তথা মুনকার হাদীস রয়েছে।

৫. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,[৩৮৬] প্রকৃতপক্ষে সজ্জায়ন- সৌন্দর্য ও পুনরাবৃত্তি ব্যতীত হাদীসসমূহ একের পর এক উল্লেখ করা এবং সংক্ষিপ্ত প্রভৃতি বিশেষত্ব এ কিতাবে যা পাওয়া যায় অপর কোন কিতাবে তা দূর্লভ।

---

[৩৮০]. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯
[৩৮১]. মুকাদ্দামাতু শারহি ইবন মাজাহ, পৃ. ১৫
[৩৮২]. আহমদ মুহাম্মাদ শাকের, Avj-evBmj nvmxm kviû BLwZmvwi Djwgj nv'xm, পৃ. ২২৫-২২৬
[৩৮৩]. ইবন হাজার আসকালানী, ZvnhxeZ Zvnhxe, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯
[৩৮৪]. হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, ZvhwKivZj ûddvR, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৯
[৩৮৫]. ইবন কাসীর, RwgDj Dmj, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২
[৩৮৬]. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী, emZvbj gnwÏmxb, পৃ. ১২৫

ZZxq cwi‡”Q‘ : Bgvg ‘v‡igx (g. 255 wn.), Bgvg ‘viv KZbx (g.385wn.) Bgvg evqnvKx (g. 458 wn.), Bgvg ivhxb (g. 525wn.) Bgvgbeex (g. 676 wn.), Be‡b Rvlhx (g. 597 wn.)

1. Bgvg Av‘ ‘wigx (i.) [181-255 wn. /789-869]

Av‘-‘ারিমী (الدارمي) : ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আবদুর-রাহমান ইব্ন আল-ফাদল ইব্ন বাহ্‌রাম ইব্ন ‘আবদুস সামাদ আবূ মুহাম্মাদ আস-সামারকান্দী, তামীম গোত্রের একটি শাখা, বানূ দারিম ইব্ন মালিকের সদস্য ছিলেন। তিনি উজবেকিস্তানের অন্তর্গত সমরকন্দ নামক প্রাচীন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, সিরিয়া ও মিসর প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সেইখানকার হাদীস বিশেষজ্ঞগণের নিকট হাদীস বিষয়ক শিক্ষা লাভ করেন। মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ও আবূ ঈসা আত-তিরমিযী ও তার সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। শায়খ বোন্দার বলেন, বর্তমান দুনিয়ায় চার জন হাদীসের হাফেয রয়েছেন (১) বুখারায় মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (২) রায় শহরে আবু যুরআ (৩) নিশাপুরে মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ এবং (৪) সমরকন্দে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান। ইমাম বুখারী দারেমীর মৃত্যু সংবাদে কেঁদে দিয়েছিলেন।

আদ-দারিমী সহজ ও ধার্মিক জীবন যাপন করতেন, জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। হাদীস শাস্ত্রে তার দক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা, সত্যনিষ্ঠা এবং বিচক্ষণতার জন্য তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। সামারকান্দের কাযী পদে যোগদানের জন্য তাকে অনুরোধ করা হলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। পরে সুলতানের সনির্বন্ধ অনুরোধক্রমে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু একটি মাত্র মোকাদ্দমা পরিচালনা করার পর এই দায়িত্ব হতে রেহাই প্রার্থনা করলে তা মঞ্জুর করা হয়। তিনি ১৮১/৭৯৭ সালে জন্মগ্রহণ এবং ২৫৫/৮৬৯ সালে ইন্তিকাল করেন।

তার রচনাবলী ছিল প্রধানত হাদীস সংক্রান্ত, কিন্তু তিনি কুরআন তাফসীরের জন্য কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। আল-খাতীব আল-বাগদাদী বলেন, তিনি আল-মুসনাদ এবং আল-জামি রচনা করেছেন, কিন্তু এইগুলি একই গ্রন্থের বিকল্প শিরোনাম নাও হতে পারে বলে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার সংকলিত হাদীস গ্রন্থটি সাধারণত আল-মুসনাদ নামে পরিচিত, পূর্বেও এই শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত সেই অনুসারে এই নামের সার্থকতা পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুভিত্তিক বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ হতে একে ‘‘আস-সুনান’’ বলাই শ্রেয়। যদিও এই সংকলনটি ছয়খানি প্রসিদ্ধ সাহীহ হাদীস গ্রন্থের সমতুল্য নয়, তথাপি ইবন হাজার আল-আসকালানী একে ইবন মাজার সুনান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করেন। ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের যে কোনটির তুলনায় এটা ক্ষুদ্রতর। হাজ্জী খালীফা তার রচিত আরও তিনখানা গ্রন্থের উল্লেখ করেন।[৩৮৭] এদের দুইটি তার মুসনাদ হতে উদ্ধৃত, কিন্তু সেগুলি বিদ্যমান নাই।[৩৮৮]

2. Bgvg ‘viv KZbx (i.) [305-385 wn./918-995]

(الدار قطني) আবুল হাসান আলী ইবন উমার ইবন আহ্‌ম্মাদ ইবন মাহ্‌দী ইবন মাসউদ ইবনুন নু‘মান ইবন দীনার ইবন আবদুল্লাহ বাগদাদের দারুল-কুত্‌ন নামক এক বড় এলাকায় ৩০৫ বা ৩০৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। এর প্রতি নিসবত করে তাঁকে দারা কুতনী বলা হয়। তিনি অতি ছোট বেলায় আস-

[৩৮৭]. হাজ্জী খালীফা ; সম্পা Flugel , ২খ, ৪৯২, ৩খ, ৬২৮; ৫খ, ১০৯পৃ, ৫০৩, ৫৩৯ পৃ.

[৩৮৮]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা: ই. ফা. বা প্রকাশনা, ১৪১৩হি. /১৯৯২খৃ. ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৪৭

সাফফা-এর মজলিসে জ্ঞানান্বষণের জন্য হাযির হন । তিনি বহু বিদ্যান ব্যক্তির নিকট শিক্ষা লাভ করে নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাদীসের বিভিন্ন শাখা, কুরআন পঠন পদ্ধতি, ফিক্হ ও সাহিত্য। কতিপয় কবির দীওয়ান তার মুখস্থ ছিল বলে কথিত আছে এবং আস-সায়্যিদ আল-হিময়ারী রচিত দীওয়ান তার ভাল জানা ছিল বলে তিনি শীআ হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

তিনি বসরা, কুফা, ওয়াসেত, শাম ও মিসরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস লাভের মানসে ভ্রমণ করেন। আবু সাঈদ ইস্তাখ্রী তাঁর ফিকহ, হাদীস, তফসীর এবং আরবী সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট উস্তাদ। হাফেয আবু নোআইম, আবু বকর বিরকানী, জাওহারী, আবু তাইয়্যেব তাবারী, আবূ হামিদ আল-ইসফারাইনী (মৃ. ৪০৬/১০১৫) ও হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরীর (মৃ. ৪০৫/১০১৪) ন্যায় ব্যক্তিগণ তাঁর শাগরিদ ছিলেন। আলেমগণ বলেন, দারা কুতনীর ন্যায় হাদীসের জারহ ও তা'দীল বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দেস তাঁর পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁর 'সুনানে কুবরা' হাদীসের একটি মাশহূর কিতাব। তিনি আবুল-কাসিম বাগাবী, আবূ বকর ইবন আবী দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট অধ্যয়ন করেন। খতীব বাগদাদী তাঁকে যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম, হাদীস, হাদীসের ইল্লত, আসমাউ'র রিজাল এবং রাবীগণের অবস্থার সম্পর্কে বলেন,

صار الدار قطني اوحد حصره في الحفظ والفهم والورع، اماما في القراءت والنحو، صادفت فوق ما وصف لي.

আবূ যর আল-হারবী বলেন, আমি হাকিমকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দারা কুতনীর মত কাউকে দেখেছেন? তখন তিনি বললেন, তিনিইতো তাঁর মত ব্যক্তিকে দেখেননি, আমি কি করে দেখব? আল-বুরকানী বলেন, দারা কুতনী (র.) তাঁর কণ্ঠস্থ থেকেই হাদীসের 'ইল্লাত লিপিবদ্ধ করাতেন। কাযি আবুত-তায়্যিব বলেন,

الدار قطني امير المؤمنين في الحديث، وما رأيت حافظا ورد بغداد الا مضى إليه وسلم له.

আবু'ত্-তায়্যিব আত-তাবারী (মৃ.৪৫০/১০৫৮) তাকে হাদীস শাস্ত্রের আমীরুল-মু'মিনীন বলে আখ্যায়িত করেন। এই বিষয়ে বুৎপত্তির জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। হাদীসবেত্তা হিসাবে তিনি এত খ্যাতি অর্জন করেন যে, বাগদাদে আগমনকারী প্রত্যেক হাফিজই তার সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করতেন। তিনি ৩৮৫/৯৯৫ সালের শেষের দিকে ইন্তিকাল করেন। বাবুদ-দায়র গোরস্তানে এবং মারূফ আল-কারখীর সমাধির নিকট সমাহিত করা হয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,[৩৮৯]

كتاب العلل، السنن، كتاب الاربعين، الاستدراكات والتتبع، الالزامات على الصحيحين، كتاب القراءات، كتاب الضعفاء.

হাদীসশাস্ত্রের সমালোচনামূলক পর্যালোচনার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তিনি প্রচুর অবদান রাখেন। তার রচনাবলী প্রধানত হাদীস বিজ্ঞান বিষয়ক। তার রচিত কিতাবুস-সুনান (প্রকা, দিল্লী, ১৩০৬ ও ১৩১০) এই ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা। আল-খাতীব আল-বাগদাদী বলেন, "যিনি ফিক্হশাস্ত্র ও মাযহাবসমূহের পরস্পর বিরোধী মতবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, কেবল তার পক্ষেই এটা রচনা করা সম্ভব"। কথিত আছে যে, তিনি মিসরে কাফূরের উজির জা'ফর ইবনুল-ফাদল এর সহিত অবস্থানের নিমিত্ত গমন করেন। কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, জা'ফর একটি মুসনাদ এর রচনা করতে মনস্থ করেছেন। আদ-দারা কুতনী তাকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে সহায়তা করেন কিংবা তিনি স্বয়ং তার জন্য উহা রচনা করেন বলে কথিত। সে যাই হউক, কষ্টসাধ্য এই কার্যের জন্য তাকে প্রচুর সম্মানী দান করা হয়। তার রচিত গ্রন্থ আল-আস্ফিয়্যা' ওয়াল-আজওয়াদ" এস. ওয়াজাহাত হুসায়ন কর্তৃক সম্পাদিত এবং JASB ১৯৩৪ খৃ. ৩০, সংখ্যায় প্রকাশিত।

---

৩৮৯. দ্র. খতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ১২শ খণ্ড, পৃ. দ ৩৬; রবী ইবন হাদী, বায়না'ল-ইয়ামায়ন মুসলিম ওয়াদ-দারা কুতনী, পৃ. ২২-২৩; খায়রুদ্দী যিরকলী, আল-আলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৪; ইবনুল-ইমাদ , শাযারাতুয-যাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৬-১১৭; ওমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি বদান্যতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। হাদীসের দুর্বলতা সংক্রান্ত বিষয়ে তার গ্রন্থ ইলালুল হাদীস তার স্মৃতি হতে বর্ণনা করেন এবং আল-বারাকানী তা শুনে লিপিবদ্ধ করে নেন। কেবল এক ব্যক্তি কিংবা কোন এক বিশেষ অঞ্চল হতে সংগৃহীত হাদীস সমূহের সংকলন কিতাবুল আফরাদ কে Weisweiler এই বিষয়ে সম্ভবত প্রাচীন গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন। হাদীস সম্পর্কে তার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ইলযামাতে আলাস-সাহীহায়ন এতে তিনি বিশুদ্ধ এমন সব হাদীস সংকলন করেন যেইগুলি সহীহ বুখারী ও মুসলিম এ স্থান পায় নাই, কিন্তু তাদের দ্বারা আরোপিত বিশুদ্ধতার শর্তাবলী যাতে বিদ্যমান। তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল কিতাবুল কিরা'আত ; এতে কুরআন পাঠ পদ্ধতি ও এর নীতি আলোচিত হয়েছে, যাতে তিনি এই বিষয়ে নীতিমালা ব্যাখ্যা শুরু করেন। এই বিষয়ে তিনিই প্রথম লেখক।[৩৯০]

১. Bgvg Avngv' Beb ûmvqb Avj-evqnvKx[391] (i.) [384-458 wn./ 914-1066]

bvg I esk cwiPq

আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবদুল্লাহ বিন মূসা, আবার কেউ কেউ তার দাদা আবদুল্লাহ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবদুল্লাহ। আর ঐতিহাসিকগণ তার নাম এই পদ্ধতিতে উল্লেখ করেন নি। কেননা কেউ কেউ প্রথম দাদা আলী পর্যন্ত আর তৃতীয় আরেকটি দল তার দাদা মূসা পর্যন্ত উল্লেখ করেন। আর এইসব শুধু তার নাম সংক্ষেপের জন্যই করেছেন।

Dcbvg I Dcvax

তিনি বায়হাকী নামে প্রসিদ্ধ। আর তার উপাধী ছিল হাফেজ শামসুদ্দিন। তিনি বায়হাকী গ্রামে সমাধিত হন। যার রাজধানী হল খাছার জারদ। এই জন্য তাকে খাছার জারদীও বলা হতো। আর ইমাম যাহাবী ও ইবনে আছাকীর তাকে নিশাপুরী বলে সম্বোধন করেছেন। যেহেতু সেখানে তার অনেক ছাত্র ও সুখ্যাতি রয়েছে। তাই তার নামের সাথে নিশাপুরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

Rb¥ I Rb¥¯'vb

ঐতিহাসিকগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তিনি শাবান মাসের ৩৮৪ হিজরীতে খোরাসানের বায়হাক এর একটি গ্রামে খাছর জারদে জন্মগ্রহণ করেন।

cwievi

তার সারাজীবন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ তার পিতা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই। তার পরিবারের জ্ঞান ও সামাজিকতা সম্পর্কে কেবল তুলে ধরা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী জ্ঞান

---

[৩৯০]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা:ই. ফা. বা প্রকাশনা, ১৪১৩হি. /১৯৯২খৃ. ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৪৩-২৪৪

[৩৯১]. ইমামআবূ বকর আল-বায়হাকীকে (৩৮৪/৯৯৪-৪৫৮/১০৬৬) (র.) বায়হাক-এর একটি গ্রামে খুসরাওজিরদ (خسروجرد) এর প্রতি নিসবত করে খুসরাওজিরদী বলা হয়। তিনি শাবান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। হাদীসের যুগ শ্রেষ্ঠ হাফিয, বিশ্বস্ত রাবী এবং খুরাসানের শায়খ। ইবন নাসিরুদ্দীন বলেন,

كان واحد زمانه وفرد أقرانه حفظا واتقانا وثقة وعمدة وهو شيخ خراسان.

ইবন কাযী শাহবাহ বলেন, তিনি ছিলেন অল্পে তুষ্ট, দুনিয়া ত্যাগী এবং পরহেযগারীতে বিভূষিত। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ একাধারে রোযা পালন করেন। ইমামুল-হারামায়ন বলেন, শাফিঈ 'আলিমগণের প্রত্যেকের ওপরই রয়েছে ইমাম শাফিঈ (র.) এর অনুগ্রহ বিরাজমান। একমাত্র ইমাম বায়হাকী (র.) ছিলেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা, শাফিঈ মাযহাবের সাহায্যার্থে রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তিনিই বরং ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

كتاب دلائل النبوة، كتاب الخلاف، المبسوط في جميع نصوص الشافعي، مناقب احمد، مناقب الشافعي، كتاب البعث والنشور، كتاب الإعتقاد.

দ্র. ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪-৩০৫; ওমর রিযা কাহহালা, মু'জামুল-মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯

গরীমায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ইমাম বায়হাকীর পরিবার তার সুখ্যাতির দ্বারাই পরিচিতি লাভ করেন। তাদের পরিবার ছিল সাধারণ পরিবার। তিনি আকাবেরদের মতই জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করতেন। দুনিয়াবী বিষয়কে গুরুত্ব দিতেন না। তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তার শায়েখ ইমাম শাফীর মতই অল্পেতুষ্ট ছিলেন।

AwjgM‡Yi cmskv

১. আবদুল গাফের বলেন, তিনি ছিলেন হক্কানী আলেমদের মতাদর্শে, অল্পে তুষ্ট ও দুনিয়াবিমুখ, খোদাভীরু।
২. ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনি বলেন, তিনি ইমাম শাফেয়ীর মতই একজন মুজতাহিদ ছিলেন।
৩. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আজিজ মারুজী বলেন, আমি স্বপ্নে আকাশে একটি কফিন দেখেছি যা থেকে আলো চমকাচ্ছে। আমি বললাম, এটা কি? বলা হল, এটা আহমদ বায়হাকীর রচনাবলী।
৪. ইমাম জাহাবী বলেন, তাঁর বুঝ ও স্মরণশক্তি এবং নেক ইচ্ছার জন্য তাঁর ইলমে বরকত দেয়া হয়েছে।
৫. ইবনুস-সালাহ (র.)-(السنن الكبرى) সম্পর্কে বলেন, ইমাম বায়হাকী (র.)-এর কিতাব (السنن الكبرى) অপেক্ষা দলীল সমূহের সমন্বয়কারী আর কোন সুন্নাহ গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। যেন তিনি পৃথিবীর আনাচে-কানাছে ছড়িয়ে থাকা কোন একটি হাদীসও বাদ দেননি, বরং তা তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। এটি ভারতে মুদ্রিত হয়েছে এবং শেষে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের নামের একটি সূচী সংযোজিত হয়েছে; যাতে তাঁদের মুসনাদ এবং তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।
৬. আলেমগণ বলেন, মুতাআখ্খেরীন বা পরবর্তী লোকদের মধ্যে সাত ব্যক্তির রচনা দ্বারা মুসলিম জাহান অধিকতর উপকৃত হয়েছে। (১) দারা কুতনী, (২) হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী, (৩) আবু মুহাম্মদ আবদুল গনী মিসরী, (৪) আবু নোআইম ইস্পাহানী, (৫) হাফেয আবদুল বার তমরী, (৬) আবু বকর বায়হাকী ও (৭) খতীব বাদগাদী। বায়হাকীর যমানায় খোরাসানে পূর্ণ দক্ষতা ব্যতীত কেউ হাদীস বর্ণনা করতে সাহস করত না।
৭. ইবন কাযী শাহবাহ বলেন, তিনি ছিলেন অল্পে তুষ্ট, দুনিয়া ত্যাগী এবং পরহেযগারীতে বিভূষিত। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ একাধারে রোযা পালন করেন।

Bj‡gi D‡Ï‡k¨ ågY

ইমাম বায়াহাকী তাঁর ইলমী সফর সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রথম খুরাসান শহরের তাওছ, হামদান ও নাওকানে বিভিন্ন আলেম উলামাদের থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। অতঃপর তিনি হজ্ব আদায়ের লক্ষ্যে মক্কা মুকাররামায় গমন করেন এবং সেখানে আলেম উলামা থেকে ইলম শিক্ষা করেন। হজ্ব আদায়ের পর তিনি বাগদাদ, কুফা, বসরা ও ইরাকের অনান্য দেশে ভ্রমণ করেন। সফর শেষে তাঁর স্বীয় অঞ্চল বায়হাকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিনি গ্রন্থ রচনা করার কাজে মনোনিবেশ করেন।

kv‡qLe›`

ইমাম বায়হাকী (রহ.) যুগশ্রেষ্ঠ অনেক আলেম উলামা থেকে ইলম শিক্ষা করেছেন। তার শায়েখের সংখ্যা প্রায় ১০০ এর বেশি। হাদীস শাস্ত্রে তার প্রসিদ্ধ উস্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল হাকিম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ হাফেজ। যেমনটি সাবকী উল্লেখ করেছেন। আর শামআনী উল্লেখ করেন তার ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম উস্তাদ হলেন আন-নাছির মারওয়াজী। আর তার তর্কশাস্ত্র ও আকীদা শাস্ত্রে বিখ্যাত উস্তাদ হলেন শায়েখ আবু বকর বিন ফুরক। তাঁর চারজন শায়েখ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে তুল ধরা হল :

১. আবুল হাসান আলাভী। তিনি মুহাম্মদ বিন হুসাইন বিন দাউদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন ঈসা বিন মুহাম্মদ বিন হাসান বিন জায়েদ বিন হাসান বিন আলী ইবনে আবু তালেব (রা.)।

২. আবু আবদুল্লাহ হাকিম। তিনি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন হামদাভী বিন নাঈম বিন হাকাম জব্বী আত-তাহমানী আন-নিশাপুরী আল-হাফেজ আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম ইবনুল বায়ই নামে পরিচিত।
৩. আবুল ফাতাহ আমরী । তিনি আবুল ফাতাহ নাছির বিন হুসাইন বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন কাসিম বিন উমর বিন ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তিনি জিলকদ মাসের ৪৪৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ইমাম।
৪. ইবনে ফুরক। তিনি মুহাম্মদ বিন হাসান বিন ফুরক আবু বকর আল-আনসারী আল-ইস্পাহানী।

QvÎe›'

তাঁর অনেক ছাত্র রয়েছে তাদের মাঝে অন্যতম হল

১. তাঁর ছেলে আবু আলী। ইসমাঈল ইবনে আহমদ ইবনে হুসাইন আল-খাছার-জারদী।
২. তাঁর নাতি আবুল হাসান। উবাদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর।
৩. আবু আবদুল্লাহ ফারাবী। মুহাম্মদ ইবনে ফযল ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু আব্বাস, আবু আবদুল্লাহ আল-ফারাবী আস-ছাইদী আন-নিশাপুরী।
৪. ইবনে মুনদাহ। আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল ওয়াহাব ইবনে হাফেজ মুহাম্মদ ইসহাক ইবনে মুনদাহ আল-আবদী আল-ইস্পাহানী।
৫. জাহের ইবনে তাহের শাহামী।
৬. আবদুল জাব্বার ইবনে মুহাম্মদ হাওয়ারী ও তাঁর ভাই আবদুল হামিদ ইবনে মুহাম্মদ।
৭. আবুল মাআলী মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ফারসী ও আবদুল জাব্বার ইবনে আবদুল ওয়াহাব।

iPbvejx

বলা হয় তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা এক হাজার খণ্ডে পৌঁছেছে। তিনি অনেক দিন বায়হাকে অবস্থান করেন এবং তাঁর কিতাবসমূহের সংকলন করেন। তিনি যে সকল কিতাব রচনা ও সংকলন করেন তা হল,

১. নুছুছুস শাফেয়ী
২. মানাকিবু আহমদ
৩. আস-সুনানুল কাবীর
৪. আস-সুনান ওয়াল আছার
৫. আল-আসমা ওয়াস সিফাত
৬. আল-বাআস
৭. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব
৮. আত-দাওয়াত
৯. আয-যুহদ
১০. আল-খিলাফিয়্যাত
১১. দালাঈলুন নবুওয়াত
১২. আস-সুনানুস সাগীর
১৩. শুআবুল ঈমান
১৪. আল-ইসরা
১৫. আল-আদাব
১৬. ফাযাঈলুল আওকাত
১৭. ফাযাঈলুছ ছাহাবা
১৮. আর-রু'ইয়া

১৯. আল-আরবাঈনা কুবরা
২০. আল-আরবাঈনা ছুগরা
২১. বায়ানু ঈলালিল হাদীস
২২. ওয়াজহুল জামঈ বায়নাল আহাদীস
২৩. আল-মু'তাকিদ

gZ¨

১০ জুমাদাল উলা ৪৫৮ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। অতঃপর তাঁকে গোসল কাফন করা হয় এবং বায়হাকে স্থানান্তর করে সেখানেই তাঁকে দাফন করা। তিনি ৭৪ বছর জীবিত ছিলেন।

13. Bgvg ivhxb (i.) [g. 525 wn./ 1230]

ইমামুল হারামাইন ইমাম আবুল হাসান রাযীন ইবনে মু'আবিয়া আবদারী সরকস্তী স্পেনের সরকস্ত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোরাইশী ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করেন এবং তথায় মুহাদ্দেস আবু মাকতূ ঈসা ইবনে আবু যর হারাবী প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি মক্কা শরীফে মালেকী মাযহাবের ইমাম ছিলেন এবং মক্কা শরীফেই ৫২৫ হি. (কারও মতে ৫৩৫ হিজরী) ইন্তেকাল করেন। তিনিই প্রথমে সিহাহ সিত্তাহ্ (মুআত্তা, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী)-কে একত্র করেন।

14.Bgvg beex (i.) [631-676 wn./ 1233-1277]

bvg I esk cwiPq

আল ইমাম আল হাফেয শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দিন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারফ ইবনে মারির ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জুমআ ইবনে হিযাম আন নববী আশ্ শাফেয়ী আদ্ দামেশক্বী। তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন নববী হিসেবে। নাবা থেকেই তাঁর উপাধি নববী। নাবা হচ্ছে সিরিয়ার হাওরান অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম। তাঁর জন্ম ৬৩১ হিজরি মোতাবেক ১২৩৩ খৃস্টাব্দ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন এবং শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ তিনটি কিতাব তথা ১. হাদীসে আরবাঊন, ২. আল-আযকার, ৩. রিয়াদুস্ সালেহীন এর সম্মানীত লিখক। সারা বিশ্বে মুসলমানদের এমন কোন ঘর পাওয়া যাবে না যে ঘরে এ তিনটি কিতাব বা তার কোন একটি পাওয়া যাবে না।

Rb¥ I ˆkkeKvj

ইমাম নববী (র.) ৬৩১ হিজরীর মুহাররম মাসে মোতাবেক ১২৩৩ খৃষ্টাব্দ 'নাবা' নামক গ্রামে অত্যন্ত নেককার পিতা-মাতার সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন ১০ বছরে উপনীত হলেন তখন তিনি সেখানকার প্রসিদ্ধ উস্তাদগণের নিকট কুরআনের হিফ্য সম্পন্ন করে ফিক্হ শাস্ত্রে পড়া-শুনা করতে থাকেন। একবার ঐ গ্রামের এক প্রসিদ্ধ আলেম "ইয়াসিন ইবনে ইউসুফ আল মারাকেসী (র)" দেখতে পেলেন গ্রামের অন্যান্য ছেলেরা তাঁকে (ইমাম নববী) খেলার মাঠে তাদের সঙ্গী হিসেবে পেতে খুব পিড়াপিড়ি করছে আর তিনি এ কারণে সেখান থেকে দূরে গিয়ে কান্নাকাটি করছেন এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছেন। তখন ঐ আলেম তাঁকে হাত ধরে তাঁর বাবার নিকট নিয়ে গেলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, ছেলেটিকে দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য ফারেগ করে দিতে। তাঁর পিতা এ আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং ৬৪৯ হিজরীতে দামেশকের দারুল হাদীস নামে একটি মাদরাসায় উন্নত শিক্ষার জন্য ভর্তি করে দেন। উমাইয়া

Dhaka University Institutional Repository

খলীফাদের দ্বারা নির্মিত একটি মসজিদের বারান্দায় রাত যাপন করতেন। ৬৫১ হিজরিতে তাঁর পিতার সাথে হজ্জ সম্পাদন করেন এবং পরে দামেশকে পুনরায় ফিরে আসেন।

wkÿv Rxeb

c_gZ : তিনি বুঝ হওয়ার পর থেকে যৌবনকাল পুরোটা ইলম অন্বেষণে কাটিয়ে দেন। পড়া ও মুখস্থ করা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। বলা হয় তিনি মাত্র সাড়ে চার মাসে “আত তামবীহ” নামক কিতাবটি পুরো মুখস্থ করে ফেলেন। বছরের বাকি সময়ে তিনি “মাযহাব” নামক কিতাবের ইবাদাতের যে চারটি অধ্যায় (নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত) পুরো মুখস্থ করে ফেলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর প্রিয় উস্তাদ আবু ইবরাহীম ইসহাক ইবনে আহমদ আল মাগরাবীর প্রিয় পাত্র হয়ে যান এবং উস্তাদের অবর্তমানে নিজেই দারস চালিয়ে যেতেন।

wØZxqZ : তাঁর শিক্ষা জীবনকে কিভাবে তিনি বিন্যাস্ত করেছেন এ সম্পর্কে তাঁর ছাত্র ‘আলা উদ্দিন ইবনে আত্তার’ বলেন, তিনি তাঁর দৈনিক ক্লাস সূচিকে বারটি পিরিয়ডে বিন্যস্ত করেছেন। একটি দারস ব্যাখ্যা ও শুদ্ধ করে বুঝার জন্য মাশায়েখগণের নিকট বসতেন। ‘কিতাবুল ওয়াসীত’ এ দুইটি দার্‌স নিতেন। কিতাবুল মাজহাব এ একটি দার্‌স নিতেন। একটি দার্‌স নিতেন বুখারী ও মুসলিম হাদীসের গ্রন্থদ্বয়ে। একটি দারস নিতেন নাহুর একটি কিতাবের উপর। কিতাবুল ইসলাহ থেকে মানতিকের একটি দারস নিতেন। তিনি ছরফের উপরেও স্বতন্ত্র একটি দারস নিতেন। এছাড়াও তিনি উসূলুল ফিক্‌হ, কিতাবুল মুনতাখাব, আসমাউর রিজাল, উসূলুদ্ দ্বীন এর উপর একটি করে দারস নিতেন নির্দিষ্ট বিষয়ের উস্তাদগণের কাছ থেকে।

ZZxqZ : এ পর্যায়ে তিনি শুরু করেন বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি। ৬৬০ হিজরীতে তাঁর বয়স যখন ত্রিশ বছর, তখন তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কিতাব প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর হায়াতে ও সময়ে অত্যন্ত বরকত দান করেন। তাঁর প্রণয়নকৃত কিতাবসমূহ ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়, চিন্তার খোরাক, দলীল-প্রমাণ নির্ভর, ইনসাফপূর্ণ ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। এখনো সকল মুসলিমগণ তাঁর রেখে যাওয়া সেই কিতাবগুলো থেকে উপকৃত হচ্ছে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তা অধ্যয়ন করেন।

wkÿ KgÐjx

wdKn kv‡¯

১. তাজ উদ্দিন আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম ইবনে সিবাউল ফাযারী মৃত্যু : ৬৯০ হিজরি
২. ইসহাক ইবনে আহমদ মাগরিবী, আবু ইবরাহীম নামে খ্যাত। মৃত্যু : ৬৫০ হিজরি
৩. আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবেন নূহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে মূসা মৃত্যু : ৬৫৪ হিজরি
৪. সালার ইবনে হাসান। তিনি ঐ যুগে শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম ছিলেন। মৃত্যু : ৬৭০ হিজরি

Dmjj wdKn

১. প্রসিদ্ধ উস্তাদ ছিলেন -আবুল ফাত্তাহ উমর ইবনে বান্দার ইবনে উমর ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ। মৃত্যু : ৬৭২ হিজরি।

bvû I Aviex mwwn‡Z¨

১. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে সালেম মৃত্যু : ৬৬৪ হিজরি
২. আর ফাখরুল মালেকী
৩. শায়েখ আহমদ ইবেন সালেম মেসরী

nv‘xmkv‡¯

১. ইবরাহীম ইবনে ঈসা আল মারাদী, ইমামুল হাফেজ মৃত্যু : ৬৬৮ হিজরি
২. যাইনুদ্দিন আবুল বাকা’ খালেদ ইবনে ইউসুফ ইবনে সা‘দ আন নাবলিসী মৃত্যু : ৬৬৩ হিজরি
৩. আবদুল আজীজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মুহসীন আনসারী তাকে শায়খুশ্ শুয়ূখ বলা হয়। মৃত্যু : ৬৬২ হিজরি
৪. আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আবু উমর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামাহ। মৃ. : ৬৮২
৫. ইমাদুদ্দিন আবুল ফাযাঈল আবদুল কারীম ইবনে আব্দুস সামাদ ইবনে মুহাম্মদ আল হারাস্তানী মৃত্যু : ৬৬২ হিজরি
৬. আবু মুহাম্মদ ত্বকীউদ্দিন ইসমাঈল ইবনে আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আবুল ইয়াসার। মৃত্যু : ৬৭২ হিজরি
৭. জামাল উদ্দিন আবদুর রহমান ইবনে সালেম ইবনে ইয়াহইয়া আম্বারী। মৃত্যু : ৬৬১ হিজরি
৮. যাইনুদ্দিন আবুল আব্বাস ইবনে আবদুদ্ দায়েম

Bgvg beex (i.) Gi Av‡iv K‡qKRb D¯Ív‡‘i mÜvb cvIqv hvq

ইমাম নববী (র.) বহু সংখ্যক উস্তাদের কছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন

১. মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল মাকদেসী, তিনি ছিলেন খুব শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ

২. আবুল বাকা‘ খালেদ ইবনে নাবলেসী

৩. জিয়া ইবনে তামাম আল হাইসী

৪. হাফেজ আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল কবরী

৫. আবুল ফজল আবদুল কারীম ইবনে আবদুস্ সামাদ, তিনি দামেশকের খতীব ছিলেন

৬. আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে ফাত্তাহ আস্ সাইরাফী আল হারানী

৭. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আলী ইবনে আহমদ ইবনে ফাজেল আল ওয়াসেতী প্রমূখ

keYKZ wKZvemgn

যে সকল মাশায়েখগণের কাছ থেকে তিনি শ্রবণ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নাসাঈ শরীফ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে শাফেয়ী, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, দারেমী, ইবনে মাজা, দারে কুতনী, বাইহাক্বী, শরহে সুনানে বাগাবী, কিতাবুল ইনসাব, রিসালাতে কুসাইরী ও আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি ইত্যাদি।

QvÎe›‘

১. আলা উদ্দিন ইবনে আত্তার
২. শামসুদ্দিন ইবনে নক্বীব
৩. শামসুদ্দিন ইবনে জা'ওয়ান
৪. শামসুদ্দিন ইবনে কাম্মাহ
৫. হাফেজ জামাল উদ্দিন
৬. বদরুদ্দিন ইবনে জামা'আহ
৭. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ফার্‌হ প্রমূখ।

Bgvg beex (i.) Gi PwiwÎK ¸Yvewj

সকল লিখকগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ইমাম নববী (র.) তাক্বওয়া ও জুহুদ তথা অত্যন্ত সাধা-মাটা জীবন-যাপনে সকলের শীর্ষে ছিলেন। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে তাঁর দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। তাঁর সব চেয়ে বড় যে গুণটি আলোচ্য বিষয় তা হচ্ছে উন্নত চরিত্র, তাক্বওয়া ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন। ইমাম নববী (র.) সকল প্রকারের ভোগ বিলাসিতা যথা খাওয়া, পরা, বিবাহ ও প্রবৃত্তির চাহিদা মিটানো ইত্যাদি সকল কিছু থেকে নিজেকে পৃথক রাখতেন। তিনি ইলম চর্চার মাঝেই এই সব সাধ উপভোগ করতেন। লক্ষ করার মত ব্যাপার হল তিনি গ্রামের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে বের হয়ে শহরের সকল সুযোগ-সুবিধার মাঝে এসেও তিনি তাঁর গোটা যৌবন কালটার মধ্যে এ দিকে ভ্রুক্ষেপও করেন নি। তিনি অতি কঠোর জীবন যাপন করতেন। দিন রাত্রের মধ্যে তিনি একবার মাত্র পানাহার করতেন। তিনি অতি ধীরস্থির ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। শরীআতের আহকামের অবমাননা তিনি কখনও বরদাশত করতে পারতেন না।

বর্ণিত আছে একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি কেন বিয়ে করলেন না? উত্তরে তিনি বলেন, আমি ভুলে গিয়েছি। তিনি দ্বীনি ইল্‌ম অর্জন, প্রচার ও প্রসারে মনোযোগী হওয়ার কারণে এমন হয়েছে।

ci‡nhMvix

তিনি কখনো দামেশকের কোন ফল খেতেন না। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, এখানে অনেক ওয়াকফকৃত সরকারী সম্পত্তি ও মালিকানা সম্পতি রয়েছে যা কোন একান্ত কল্যাণকর ও ইয়াতীম-অসহায়গণের জন্যই কাম্য। তাই তিনি এটাকে গ্রহণ করতেন না। তিনি সব সময় মাদরাসার বারান্দায় বা আঙ্গিনায় দারস এর সময় ব্যতীত থাকার চেষ্টা করতেন। কেননা ঐ ঘরগুলো অনেক বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণের দ্বারা নির্মিত হয়েছে। মাদরাসার দারস দেয়াকালীন দারুল হাদীস থেকে ভাল একটা সম্মানী আসত তিনি সেখান থেকে কোন বেতন গ্রহণ করতেন না। বরং যখন অনেক মুদ্রা জমা হত তখন মাদরাসার প্রয়োজনে বা কিতাব কেনার কাজে ব্যয় করতেন। তিনি কারো থেকে কোন হাদীয়া তোহফা গ্রহণ করতেন না। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষ তাঁর পিতা ও নিকটতমগণের থেকে গ্রহণ করতেন। তাঁর মা তাঁর জন্য জামা-কাপড় তৈরি করে পাঠাতেন। তিনি মাদরাসার আঙ্গিনায়ই রাত যাপন করতেন। এটাই ছিল তাঁর জীবন-যাপন।

gZ¨

তিনি ৬৭৬ হিজরিতে তাঁর জন্মস্থান নাবায় আসলেন। যে সকল কিতাব তিনি ধার এনেছিলেন সবগুলো ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর উস্তাদগণের কবর যিয়ারত করলেন এবং খুব কান্নাকাটি করলেন। যারা বেঁচে ছিলেন তাদের সাথেও দেখা সাক্ষাৎ করলেন। এর পর তিনি বাইতুল মাকদাস ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও দেখা করে আবার নাবায় আসলেন। এসে অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং ৬৭৬ হিজরী মোতাবেক ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৪ রজব 'নাবা' নামক জায়গায় ইন্তিকাল করেন।(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মৃত্যুতে সিরিয়ার রাজধানী দামেশক পর্যন্ত সকল মানুষের মাঝে কান্নার রোল পড়ে যায়। সকল মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

Bgvg beex (i.) Gi cYqbKZ Mš'vejx

ইমাম নববী (র) তাঁর জীবদ্দশায় হাদীস ও ফিক্‌হ উলূমুল কুরআন ও হাদীস ও ইত্যাদি শাস্ত্রে অনেকগুলো কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য যে কিতাবগুলো পৃথিবীর সকল প্রান্তে বিস্তৃত আছে তন্মধ্যে রয়েছে ১. ফিক্‌হ শাস্ত্রে আল-মিনহাজ ২. হাদীস শাস্ত্রে শরহে মুসলিম ৩. আল মুবাহামাত, ৪. রিয়াদুস্ সালেহীন, ৫. আল আযকার, ৬. কিতাবুল আরবাঈন, ৭. তাইসীর ফী মুখতাসারিল ইরশাদ ফী উলূমিল হাদীস, এর মধ্যে আরো রয়েছে ৮. আল- ইরশাদ, ৯. আত্ তারীর ফী আলফাযিত তানবীহ, ১০. আল উমদাতু ফী সহীহুত্ তানবীহ, ১১. আল ইদাহ ফী মানাসিক, ১২. হজ্জ এর উপরে আল ইজাজ ফীল মানাসিক, ১৩. আত্ তিবয়ান, ১৪. মাসআলাতুল গনীমাহ্, ১৫. কিতাবুল কিয়াম, ১৬. কিতাবুল ফতুয়া, ১৭. মুখতাসারুু শারহুর্ রাফেয়ী, ১৮. শরহুত্ তানবীহ্, ১৯. শরহুল বুখারীর, ২০, শরহে সুনানে আবু দাউদ, ২১, আল আসনাদ আলা হাদীসিল আ'মাল ওয়ান্ নিইয়াত, ২২, আল আহকাম, ২৩, আত্ তাহজীব ফিল আসমাই ওয়াল লোগাত, ২৪, ত্ববাকাতুল ফুকাহা, ২৫, তাহকীক ফিল ফিক্‌হ মুসাফিরের সালাত আদায় পর্যন্ত ইত্যাদি।

Bgvg beex (i.) m¤ú‡K wewfb BgvgM‡Yi gZvgZ

Bgvg Rvnvex (i.) e‡jb, তিনি ছিলেন সকল ইমামগণের আদর্শের প্রতিক, হাফিজ, মুত্তাক্বী, আবেদ, ফক্বীহ, মুজতাহিদ, শাইখুল ইসলাম, সর্বোত্তম আদর্শে আদর্শবান একজন মহামানব।

Bgvg Be‡b Kwmi (i.) e‡jb, ইমাম নববী (র.) ছিলেন শাইখুল ইমাম, হাফিজ, আল্লামা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী একজন ফক্বীহ, স্বাধীন মাজহাবের অনুসারী, প্রখর ধী শক্তির অধিকারী এবং একজন শ্রেষ্ঠ আবেদ ও আলেম। তিনি ছিলেন, যাহেদ, ইলম আমল যুহুদ এবং আধ্যাত্মিক অঙ্গণে বিরল এক ব্যক্তিত্ব। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে ও আর্থিক দিক থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ। সেই যুগে এবং তার পরও খুব লম্বা যুগ অতিক্রমের মধ্যেও তাঁর মত একজন উঁচু মানের তাক্বওয়াবান ব্যক্তিত্বের কাতারে আমাদের কেউই পৌঁছতে পারে নি।

Avjøvgv gnv¤§` Be‡b Avjøvb Avm wmwÏKx e‡jb, তিনি ছিলেন শাইখুল ইসলাম, যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, তিনি ছিলেন আমলদার একজন আলেম, বুযুর্গ, ফক্বীহ্ , মুহাদ্দিস এবং মুহাক্কিক আলেমগণের চোখের মনি। তিনি ছিলেন শাইখুল হুফ্‌ফায, ইমামুল হাফেয এবং প্রখর ধী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ইমাম।

15. Bgvg Bebj RvIhx (i.) [510-597 wn./ 1116-1200]

Bebj RvIhx (ابن الجوزى) : 'আবদুর রহমান[৩৯২] ইব্‌ন আবিল-হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (হাজ্জী খালীফায় আবদুল্লাহ) আবুল-ফারাজ (আবুল-ফাদাইল) জামালুদ-দীন আল-কুরাশী আত-তামীমী আল-বাকরী আল-হাম্বলী আল-বাগদাদী, প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফাকীহ, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, ধর্ম প্রচারক, বহু গ্রন্থের প্রণেতা, ৫১০/১১২৬ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়

[৩৯২]. ইমাম ইবনু'ল জাওযী ৫১০ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি একাধারে হাফিয, হাদীসবিদ, তাফসীরবিদ, ফকীহ, ঐতিহাসিক, সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৪০ এর উর্ধ্বে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -المغني في علوم القران
تذكرة الأريب في اللغة – جامع المسانيد- المنتظم في تاريخ الأمم – الطب الروحاني-تلبيس ابليس (দ্র. শামসুদ্দিন আযযাহাবী, wmqvi Avjvgyb bevjv, ২১শ খণ্ড, পৃ ৩৬৫-৩৮৪)

কারণ ইবনুল-জাওযীর নিজেরই তার সঠিক জন্ম সাল জানা ছিল না। এই সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অনেকটা অস্পষ্ট জবাব দিতেন। তবে তিনি সম্ভবত হিজরি ৫০৮-৫১৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।[৩৯৩] সিবত ইবনুল-জাওযী তার জন্ম সাল ৫১০ হিজরি বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৯৪] তার নিসবা (সম্বন্ধবাচক নাম) আল-জাওযী সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সঠিক বর্ণনা এই যে, বসরার একটি মহল্লা জাওয়া-র সাথে নিসবাটি সম্পর্কিত[৩৯৫] এবং তার একজন পূর্বপুরুষ জা'ফর সেই মহল্লার অধিবাসী ছিলেন[৩৯৬] তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন।

অতঃপর তার মাতা এবং ফুফু তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সমসাময়িক প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। তার উস্তাদগণের তালিকায় ৭৮ জন আলিমের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ইবনুয-যাগূনী (মৃ.৫২৭/১১৩৩), আবূ বাকর আদ-দীনাওয়ারী (মৃ ৫৩২/১১৩৭-৩৮). আবূ মানসুর আল-জাওয়ালীকী (মৃ. ৫৩৯/১১৪৪-৪৫), আবুল-ফাদল ইবনুন নাদিও (মৃ. ৫৫০/১১৫৫), আবূ হাকীম আন-নাহরাওয়ানী (মৃ. ৫৫৬/১১৬১) এবং কাদীর আবূ য়া'লা ইবনুল ফাররা এর পৌত্র আবূ য়া'লা (৫৫৮/১১৬৩) এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে আবূ বকর আদ-দীনাওয়ারীর নিকট ফিকহ ও তর্কশাস্ত্র [৩৯৭] এবং আবূ মানসুর আল-জাওয়ালীকীর নিকট বিশষত 'আরবিভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন[৩৯৮]।

যেহেতু তার বংশের লোকেরা তামার ব্যবসা করতেন, এই জন্য প্রাচীন নামের সংরক্ষণের সময় তার নিস্‌বা আস-সাফ্ফার ও উল্লেখ করা হয়। ইবনুল-জাওযী উন্নত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তার উস্তাদ ইবনুয-যাগূনী লোকদিগকে ধর্মোপদেশ দান করতেন। তৎকালে এটা একটি বিশেষ মর্যাদার বিষয় ছিল। উস্তাদের মৃত্যুর পর ইবনুল জাওযী তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার দরুন তিনি এই মর্যাদা লাভ করতে পারেন নাই। তবে পরে তার ওয়াজ শ্রবণ করে তাকে জামিউল-মানসূর এ ওয়াজ করবার অনুমতি দেয়া হয়। অতঃপর জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তার সাধনা আরও তীব্রতর হয়। যেহেতু তার নিকট উত্তম নফল 'ইবাদাত ছিল জ্ঞানার্জন, সেহেতু যুহদ (কৃচ্ছ্র সাধনা) এর প্রতি তার কোনরূপ অনুরাগ ছিল না; বরং তিনি পানাহার এবং স্মরণশক্তি বর্ধক খাদ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং পোশাক পরিচ্ছদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতেন।

ইবনুল-জাওযী তার ওয়াজের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সকল ওয়াজে তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও আলংকারিক বাক্য বিন্যাস চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। খলীফা আল-মুকতাফীর শাসনামলে (৫৩০-৫৫/১১৩৬-৬০) ইবনুল-জাওযী তার উযীর ইবন হুবায়রার বিশেষ সমর্থন ও অনুগ্রহ লাভ করেন। ইবনুল-জাওযী প্রতি শুক্রবার ইবন হুবায়রার গৃহে অনুষ্ঠিত ওয়াজ মাহফিলে ওয়াজ করতেন (যায়ল, ১খ, ৪০২)। খলীফা আল-মুসতানজিদের শাসনামলে (৫৫৫-৬৬/১১৬০-৭০) ইবনুল জাওযী শাহী মসজিদে ওয়াজ করবার অনুমতি লাভ করেন। খলীফা বাগদাদের অন্যান্য শায়খ ও আলিমগণের সঙ্গে তাকেও খিল'আত প্রদান করেছেন। খলীফা আল-মুসতাদীর শাসনামলেও (৫৬৬-৭৪/১১৭১-৯) তিনি তার বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। তিনি খলীফার নামে আল-মিসবাহু'ল মুদী ফী দাওলাতিল-মুসতাদী নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

---

[৩৯৩]. ইবন রাজাব, gvhj ÔAvjv ZvevKvwZÕj-nvbwejv : পত্রক ১৩১খ,

[৩৯৪]. মিরআতুয-যামান, পৃ.৪৮৩

[৩৯৫]. জাওয, শাযারাতুয-যাহাব, কায়রো সংস্করণ, ৪খ, ৩৩০

[৩৯৬]. ইবন রাজাব আল-হাম্বালী, hvqj Avj ZvevKvwZj-nvbwejvt †Kvci¦j, cvÐ, ইস্তাম্বুল, নং ১১১৫, পত্রক ১৩০ক ; ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুয-যাহাব, পূ. স্থা. ; মিরআতুয-যামান, পৃ. ৪৮১

[৩৯৭]. তু.ইবন রাজাব আল-হাম্বালী, কিতাবুয-যায়ল, সম্পা. H. Laoust এবং সামী দাহহান, দামিশক ১৯৫১ খৃ, Institut Francais, দামিশক, ১খ ২২৮-৩০

[৩৯৮]. দ্র. ইবন রাজাব, পৃ গ্র, ১খ, ২৪৪-৪৬; Brockelmann, ১খ, ২৮০; পরিশিষ্ট, ১খ, ৪৯২

অতঃপর হি. ৫৬৮ সালে মিসরে ফাতিমীদের পতন এবং আব্বাসী খলীফার নামে খুতবা প্রবর্তিত হলে তিনি কিতাবুন-নাসর নামক অপর একখানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং ওটি খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন। খলীফা তাকে বহু পুরস্কার প্রদান ছাড়াও বাবুদ-দারাব এ ওয়াজ করার অনুমতি দান করেন। বিভিন্ন খলীফা এবং উযীরের সঙ্গে ইবনুল-জাওযীর এই সম্পর্ক সম্পদ লাভ বা কোনরূপ পার্থিব সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং ইহা ছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তার মর্যাদার স্বাভাবিক স্বীকৃতিরই প্রকাশ। তার পুত্র আবুল কাসিমের জন্য রচিত গ্রন্থ 'লিফতাতুল-কাবিদ ফী নাসীহাতিল-ওয়ালাদ [৩৯৯] এ তিনি বর্ণনা করেন, ''জীবিকার্জনের জন্য আমি কখনও কোন আমীরের তোষামোদ করি নাই।''

হি. ৫৭০ সালে ইবনুল-জাওযী বাগদাদের দারব দীনারে-এ একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে দারস দেয়া শুরু করেন। সেই বৎসরই তিনি তার ওয়াজ সমূহে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর সমাপ্ত করেন। মুসলিম বিশ্বে তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি ওয়াজ অনুষ্ঠানে কুরআনের তাফসীর সমাপ্ত করেন। এটা ছিল সেই সময়, যখন ইবনুল আরবীর খ্যাতি শীর্ষে আরোহণ করেছিল। সমকালীন খলীফা কেবল ইবনুল-জাওযীর ওয়াজ অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। বাগদাদের অধিকাংশ লোক নিয়মতিভাবে তার ওয়াজে অংশগ্রহণ করতেন। কথিত আছে যে, তার দারস অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজার হতে দশ হাজার লোকের সমাগম হত এবং ওয়াজ মাহফিলে প্রায় এক লক্ষ লোক উপস্থিত হত[৪০০] জনগণের উপর তার ওয়াজের এত অধিক প্রভাব ছিল যে, প্রায় লক্ষাধিক লোক তার হাতে তাওবা করেছিল। তিনি নিজেও স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল কুস্সাস ওয়াল-মুযাক্কিরীন' এ এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। প্রায় বিশ হাজার য়াহূদী ও খৃষ্টান তার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

অধিকাংশ বরাতে উল্লেখ রয়েছে যে, শেষ বয়সে ইবনুল জাওযী বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিপদের কারণ এই ছিল যে, শায়খ আবদুল-কাদির জীলানী (র) এর পুত্র ও তার মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ ইবনুল জাওযী তার পিতার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এটা ছাড়া অন্যান্য কিছু কারণও ছিল, যার ফলে ইবনুল জাওযী ওয়াসিত শহরে গ্রেফতার হন এবং পাঁচ বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন। পরে খলীফার মাতার হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি লাভ করেন[৪০১] অতঃপর তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন এবং রামাদান, ৫৯৭/১২০০ সালে মামুলী রোগ ভোগের পর ইন্তিকাল করেন। সেইদিন বাগদাদের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল এবং সমস্ত শহরে মাতাম পড়ে গিয়াছিল।

জানা যায় যে, ইবনুল-জাওযীর অধিকতর উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ওয়াজ নাসীহত। তিনি তার এই সকল ওয়াজে এটা মসজিদেই অনুষ্ঠিত হউক অথবা গৃহে, রাস্তায় চলমান অবস্থায় প্রস্ততির মাধ্যমেই হউক। সর্বাবস্থায়ই হাম্বালী মায্হাবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি বিদআতের অনুসারীদিগের এত কঠোর সমালোচনা করতেন যে, খোদ তার মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যেই ফিতনার আশঙ্কা দেখা দেয়। তারা তাকে অনুরূপ সমালোচনা হতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন।

তিনি ইমাম গাযালী (র.) রচিত ইহ্য়া 'উলূমিদ্-দীন গ্রন্থটিকে দুর্বল হাদীস হতে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটির নতুন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। রচনা সংকলনেও ইবনুল-জাওযীর অসাধারণ আগ্রহ ছিল। তিনি যে গতিতে ওয়াজ করতেন, একই গতিতে রচনা কাজেও ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি নিজেই বলেন যে, তিনি তিন শত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এইগুলির কয়েকটি একাধিক খণ্ডে বিভক্ত। এইজন্য অধিক গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবেও তার বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। তার সময় পর্যন্ত অন্য কোন মুসলিম লেখক এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইবনুল-জাওযী নিজে তার গ্রন্থাবলীর যে তালিকা সংকলন প্রস্তুত করেছেন, ইবন রাজাব প্রণীত যায়লুত-তাবাকাতিল-হানাবিলায় এটার উল্লেখ রয়েছে ।

[৩৯৯]. ফাতিহ, গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু, ইস্তাম্বুল, নং ৫৭৯৪, তা ছাড়া কায়রোতে প্রকাশিত ১৩৫৯ হি.

[৪০০]. ইবন রাজাব, পূ, পাণ্ডু, পত্রক ১৩৪ খ ; ইবন জুবায়র, রিহলা : ২য় সংস্করণ, পৃ. ২২০ ও ৪

[৪০১]. আল-য়াফিঈ, wgiAvZh-hvgvb Iqv BeivZj-qvKRvb, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৩৮ হি, ৩খ, ৪৭৭-৭৮

সিবত ইবনুল জাওযীও মিরআতুয-যামান এ বিষয়ানুসারে একটি তালিকা পেশ করেছেন। এটাতে প্রায় আড়াইশত পুস্তকের উল্লেখ রয়েছে। এইসব গ্রন্থের মধ্যে বর্তমানে পাওয়া যায়, এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা এক শতের কাছাকাছি[৪০২]। নিম্নে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির নাম উপস্থাপন করা হল

1. Avj-gbZvRvg dx ZvixwLj-gjK Iqvj-Dgvg GUv GKwU mvavi Y BwZnvm Mš। গ্রন্থটির অধ্যায় সমূহে ইবন জারীর আততাবারী রচিত তারীকখর-রুসুল ওয়াল-মূলুক এর সার-সংক্ষেপ দেয়া হয়েছে শেষাংশে, যাতে ৫৭৩/১১৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, ইবনুল-জাওযীর সময়ে সংশ্লিষ্ট বিবরণের মূল বরাতরূপে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে বিশেষত খুরাসানের সালজুকীদের অবস্থা এবং আব্বাসী খলীফাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে এই বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী অপেক্ষা ব্যক্তি জীবনের ঘটনাপঞ্জীর বর্ণনার প্রতি অধিক দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। সময়ে সময়ে বাগদাদে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে সেই সমস্ত ব্যক্তির, বিশেষত মুহাদ্দিস ও আলিমগণের অবস্থা বর্ণনা দিয়েছেন, যারা সেই বছর সমূহে ইন্তিকাল করেছেন। অতএব এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে, আল-মুনতাজাম একটি প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে অর্থাৎ যে অর্থে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে বুঝে থাকেন, তৎপরিবর্তে জীবনী সম্বলিত এমন একটি গ্রন্থ বলা যায়, যাতে সালের ক্রমানুসারে ঘটনা বিন্যস্ত করা হয়েছে। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ঃ
   - প্যারিস, জাতীয় গ্রন্থগার, বেলাশা ঃ শেফার সংগৃহীত পাণ্ডু-র তালিকা নং ৫৯০৯ ;
   - লণ্ডন, বটিশ মিউজিয়াম, নং Add, 7320 ; তু. Amedroz, JRAS, 1906, পৃ. ৮৫১ ; পূর্বোক্ত সাময়িকী, ১৯০৪ খৃ, পৃ, ২৭৩ প. ;
   - দামিশক, হাবীব যায়্যাত, খাযাইনুল-কুতুব ফী দামিশক... পৃ. ৭৮, নং ৬২ :
   - ইস্তাম্বুল, Horovitz, Mitt. Sem. Or. Spr., ১০খ, ৬ ; আয়া সোফিয়া (ইস্তাম্বুল) এর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি (নং ৩০৯৬), যা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি, এর অনুসরণে গ্রন্থটি দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, হায়দারবাদ (দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-উছমানিয়্যাঃ), ১৩৫৫-৫৭ হি.।

2. wmdvZm-mvdIqv Z Avh-hvnvex, ZvhwKivZj-ûddvR), চার খণ্ডে সমাপ্ত, হায়দারবাদ (দাক্ষিণাত্য) হতে মুদ্রিত (দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-উছমানিয়্যা), ১৩৫৫-১৩৫৭ হি. এই গ্রন্থটি মূলত আবূ নুআয়ম ইস্‌ফাহানীর হিলায়াতুল-আওলিয়ার সমালোচনাসহ সার সংক্ষেপ। এটাতে স্তরানুসারে সূফীদের জীবনী ও উক্তিসমূহকে একত্র করা হয়েছে।

3. Zvjexm Bejxm (Kvq‡iv 1928 L.) GKwU IqvR Mš| এটাতে তিনি জনসাধারণের ইসলামী শারীআত বিরোধী ক্রিয়াকর্মকে শয়তানী প্রভাবের ফল বলে উল্লেখ করেন এবং জনসাধারণকে অনুরূপ ক্রিয়াকর্ম হতে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। এটাতে তিনি দার্শনিক, নুবুওয়াত অস্বীকারকারী, খারিজী, অধ্যাত্মবাদী এবং বিভিন্ন প্রকার সূফীদের মতবাদের ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং তাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তা ছাড়া উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন ইসলামী দলের চিন্তাধারা ও সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক বিবরণের উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থটি সর্বদিক দিয়া উত্তম এবং উপকারী।

4. wKZvej-AvhwKqv (Kvq‡iv 1304 I 1306 wn.), গ্রন্থটি মেধার স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে, অতঃপর সমাজের প্রতিটি স্তরের মেধাবী ব্যক্তিদের মেধা সম্পর্কিত ছোট ছোট কাহিনী নকল করা হয়েছে।

---

[৪০২]. তু. Brockelmann ১খ, ৫০১ ; পরিশিষ্ট, ১খ, ৯১৪ প. ; হাজ্জী খালীফা : ৫খ, ৫২০-২৩

Dhaka University Institutional Repository

5. wKZvej-nvQwQ ÔAvjv wndwRj-Bjg (কোপরুল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু, ইস্তাম্বুল, নং ৪/১১৫৭ ; আরও দ্র. GALS, ১খ, ৯১৭, নং ৭৮)। এই গ্রন্থে কুরআন হাদীস হিফজ এর উপকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনুল-জাওযী দাবী করেন যে, মুসলিম জাতি স্বীয় গ্রন্থাবলী হিফজ এর মাধ্যমেই অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। অতঃপর তিনি সেই সকল মৌল ও আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যা হিফজ করার জন্য অপরিহার্য। তিনি স্মরণশক্তিবর্ধক খাদ্য এবং ঔষধেরও বিবরণ দিয়েছেন। পরিশেষে বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রসিদ্ধ হাফিজদের সম্পর্কে সংরক্ষিত বিবরণও পেশ করেছেন।
6. wKZvej-ûgvKv Iqvj-gMvdwdjxb (দামিশক সংস্করণ ১৩৪৫ হি, শাহীদ আলী পাশার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু, ইস্তাম্বুল, নং ২১৪০, তু, GALS, ১খ, ৯১৬)। গ্রন্থটিতে আহাম্মক ও অলসদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

7. Avj-gvI‘ ÔAvZj-Keiv wgbvj-Avnv‘xwmj gvidAvZ; এর আলোচ্য বিষয় প্রক্ষিপ্ত হাদীসের সমালোচনা। এটাতে সেই সকল হাদীসই উল্লিখিত হয়েছে, যা জনসাধারণ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জাল করা হয়েছিল। এটা চার খণ্ডে সমাপ্ত একখানি বৃহৎ গ্রন্থ।

8. hv¤§j-nvIqv। এটাতে প্রবৃত্তি, প্রেম ও অনুরাগের ক্ষতিসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এটা হতে মুক্তির বিষয়সমূহও আলোচিত হয়েছে।

9. wKZvej-Kmmvm Iqvj-ghw°ixb। এটা ইবনুল জাওযীর একটি উন্নত মানের উপাদেয় গ্রন্থ। এটাতে খ্যাতনামা ধর্মীয় কাহিনীকারদের উল্লেখ রয়েছে এবং তারা যে ভিত্তিহীন ও হাস্যকর কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন, এটার আলোচনা করেছেন। যেমন একদিন একজন কাহিনীকার ওয়াজ করতেছেন, যে ব্যাঘ্রটি ইয়ূসুফ (আ) কে ভক্ষণ করেছিল, এটার নাম ছিল অমুক। উপস্থিতদের একজন বলেন যে, ইয়ূসুফ (আ) কে তো কোন ব্যাঘ্র খায় নাই। তৎক্ষণাৎ কাহিনীকার বলেন, যে ব্যাঘ্রটি ইয়ূসুফ (আ) কে খায় নাই, ওটার নাম ছিল এই। গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্বের কারণ এই যে, গ্রন্থকার এটাতে তার সময়ের সকল নিরর্থক ভিত্তিহীন 'আকাঈদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এদের অধিকাংশ বর্তমানকাল পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

এখানে তার ওয়াজ ও খুতবাসমূহের সেই সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়, বর্ণনা রীতির বিচারে যেইগুলি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এই গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে উক্ত ক্ষেত্রে তার অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে অনুমিত হয়। গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. কিতাবু আজাবিল-খুতাব (ফাতিহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু, ইস্তাম্বুল, নং ৪/৫২৯৫)। এটাতে তেইশটি খুতবা রয়েছে। প্রথম খুতবাটির অন্ত্যমিলের বর্ণ 'আলিফ', দ্বিতীয়টির 'বা', তৃতীয়টির 'জীম'..। শেষের খুতবাসমূহে কেবল নুকতাবিহীন বর্ণবিশিষ্ট বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে ;
২. কিতাবুল-য়াকূতাঃ ফিল-ওয়াজ অথবা য়াকূতাতুল-ওয়া-'ইজ ওয়াল-মাওইজাঃ দ্র. কাশফুজ-জুনুন ; উছমান আতহারী প্রণীত রাওনাকুল-মাজালিস এর সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে । এটাতে নমুনাস্বরূপ বিন্যস্ত খুতবাসমূহ রয়েছে ;
৩. আন-নুতকুল-মাফহম মিন আহলিস-সাম্তিল-মালূম)। এটাতে উদ্ভিদ, পদার্থ ও জীবজন্তু এদের ভাষা বা অবস্থার দ্বারা মানুষকেও উপদেশ দেয় তার উল্লেখ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ধর্মীয় কাহিনী এবং হাদীসেরও উল্লেখ আছে।
৪. আখবারু আহলির-রুসূখ বি-মিকদারিন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, ইবন হাজারের 'মারাতিবুল-মুদাল্লিসীন গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত, মিসর ১৩২২ হি,
৫. কিতাবুল আয্কিয়া মিসর ১৩০৪ হি.

৬. তালকীহ ফাহুম আহ্‌লিল-আছার ফী মুখতাসারিস-সিয়ার ওয়াল-আখবার, এটার একটি খণ্ড লাইডেন ব্রাসেলস হতে মুদ্রিত, ১৮৯২ খৃ, সম্পা. Brockelman ঃ
৭. তানবীহুন-নাইমিল-গামার ;
৮. রূহুল-আরওয়াহ, মিসর ১৩০৯ হি. ;
৯. রুউসুল-কাওয়ারীর ফিল-খুতাব .., মিসর ১৩৩২ হি.
১০. সীরাতু উমার ইবন আবদিল-আযীয, মিসর ১৩৩১ হি.
১১. মানাকিবু উমার ইবন ‘আবদিল-আযীয, সম্পা. C.H. Beeker, Leipzig-Berlin 1899-1900 ;
১২. মুলতাকাতুল-হিকায়াত, মুখতাসারু রাওনাকিল-মাজালিস এর হাশিয়ায় মুদ্রিত, ১৩০৯ হি;
১৩. মাওলিদুন-নাবী (লিথো) , মিসর ১৩০০ হি. বৈরুত ১৩৩০ হি. ;
১৪. আল-ওয়াফা ফী ফাদাইলিল মুসতাফা, সম্পা. Brockelman.

যদি আরবি সাহিত্যে ইবনুল-জাওযীর স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়, তাহ হলে বলা যায় যে, ওয়াজে ও খুতবায় তিনি ছিলেন অনন্য। এই বিষয়ে রচিত তার গ্রন্থাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার খুতবা ও ওয়াজসমূহ ভাষা ও বর্ণনারীতির বিচারে মাকামাত-ই-হারীরীর সহিত তুলনীয়। কারণ তিনি এটাতে সহজ ও সাবলীল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তার বাক্য বিন্যাসে কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই। এটা ছাড়া এই সকল ওয়াজে তিনি এমন সব গল্প কাহিনীর উল্লেখ করেন, যা ধর্ম ও চরিত্র সম্বন্ধীয় নাসীহাত গুলিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। পাঠকগণ এই সকল খুতবা পাঠে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু ইবনুল জাওযীর অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়।

কোন কোন আলিমের মতে তার সকল রচনা প্রশংসার যোগ্য। তথাপি ইবনুল জাওযী নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি এই সকল বিষয়ের রচয়িতা নন, সংকলক মাত্র[৪০৩]। এই কারণে স্বয়ং তার মাযহাবের অনুসারীগণ তার গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করেছেন। তাদের অধিকাংশের অভিমত এই যে, ইবনুল-জাওযী হাদীসশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও তিনি কালামশাস্ত্রবিদদের জটিলতায় মীমাংসা করতে জানতেন না। কিন্তু এটা বলা অপরিহার্য যে, অনুরূপ সমালোচনা তার হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক রচনাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যথায় তার অন্যান্য রচনা উন্নততর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই সকল রচনার প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। এটার ভিত্তিতে বলা যায় যে, তার এই সকল গ্রন্থ স্বীয় বিষয়ে মূল বরাতের যোগ্য।[৪০৪]

---

[৪০৩]. ইবন রাজাব, যায়ল, পূর্বোক্ত পাণ্ডু, পত্রক ১৩৫ খ
[৪০৪]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা : ই. ফা. বা প্রকাশনা,১৪০৮হি. /১৯৮৮খৃ. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২২-৩২৫

mßg Aa¨vq : wgkKvZj gvmvexn I gvmvexûm-mbvn Gi e¨vL¨v Mš I MšKvi cwiwPwZ

c_g cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn Gi e¨vL¨v Mš I MšKvi cwiwPwZ

wØZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn Gi e¨vL¨v Mš I MšKvi cwiwPwZ

c_g cwi‡"Q' : wgkKvZj gvmvexn Gi e¨vL¨v Mš' I MšKvi cwiwPwZ

wgkKvZj gvmvexn Gi e¨vL¨v Mš'mgn wbgi/c

1. ÔAvj Kv‡kd Avb nvKv‡qKm mbvbÕ (الكاشف)| মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে আবদুল্লাহ তীবী (মৃ.৭৪৩ হি.)। এটা মিশকাতের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শরাহ।

2. Ô†giKvZj gvdvZxnÕ (مرقاة المفاتيح) ki‡n wgkKvZ- মোল্লা আলী বিন সুলতান মুহাম্মাদ আল কারী (মৃ. ১০১৪ হি.)। এটা অতি বিশদ ও বিখ্যাত শরাহ।

3. ÔjvgAvZÕ (لمعات التنقيح) ki‡n wgkKvZ- শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (মৃ. ১০৫২ হি.)। এটাও মিশকাতের একটি বিখ্যাত ও বিস্তারিত শরাহ।

4. ÔAv‡kÔA¨vZj jvgÔAvZÕ (اشعة اللمعات) শরহে মিশ্‌কাত- শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (মৃ. ১০৫২। এটা 'লাম'আতে'রই সার-সংক্ষেপ। এটা ফারসী ভাষায় লিখিত। এতে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের ফারসী ভাষায় তরজমা করেছেন। অতঃপর অতি সংক্ষেপে মুতাকাদ্দেমীনদের মতামতের সার বর্ণনা করেছেন। এটা 'মিশ্‌কাতের' একটি মূল্যবান শরাহ।

5. ÔZvÔjxKm mvexnÕ ki‡n wgkKvZ- মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী । এটা আরবী ভাষায় লিখিত একটি বিস্তারিত শরাহ।

6. ÔdvZûj Bjvn dx kviwnj wgkKvZÕ- ইবনে হাজার আল হাইতামি (মৃত ৯৭৪ হি.)।

7. ÔkviûR RiRvbx '- সৈয়দ শরীফ জুরজানী (মৃত ৮১৬)। এটা তীবীর শরাহ এর সার-সংক্ষেপ।

8. Ôki‡n wgkKvZÕ- মোল্লা আলী কারেমী আকবরাবাদী (মৃ. ৯৮১ হি.)।

9. ki‡n wgkKvZ শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে ইমামে রব্বানী ওরফে 'খাযিনুর রহমত'(মৃ.১০৭০ হি.)।

10. ÔhixAvZb bvRvZÕ (ذريعة النجاة) শরহে মিশকাত– শায়খ ইমামুদ্দীন মুহাম্মদ আরেফ ওরফে আবদুন্নবী শাত্তারী আকবরাবাদী (মৃ. ১১২০ হি. মতান্তরে ১০৩০)।

11. Ôgvhv‡n‡i nKÕ ki‡n wgkKvZ–নওয়াব কুতবুদ্দীন খাঁ দেহলভী (মৃ. ১২৭৯ হি.)। এতে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের উর্দূ তরজমা করেছেন। অত:পর শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভীর আশে'অ্যাতুল লুম'আতের আলোচনার উর্দূ অনুবাদ ও তাঁর উস্তাদ হযরত শাহ ইসহাক দেহলভীর আলোচনার সার উল্লেখ করেছেন। 'মাওলানা' অর্থে তিনি শাহ সাহেবকেই বুঝিয়েছেন।

12. wgbnvRj wgkKvZ- মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আজীজ আল আবহারী (মৃ.৮৯৫ হি.)। এর নাম মিনহাজুল মিশকাত।

13. ÔbRgj wgkKvZÕ শরহে মিশকাত- আসসিদ্দিক শরীফ। তিনি এর রচনা সমাপ্ত করেছেন ১০৩৩ হিজরিতে।

14. ÔnwkqvZj wgkKvZj gvmvexnÕ- শরহে মিশকাত-জালাল উদ্দীন আল কিরলানী।

15.ÔZvbKxûi †iIqvqvZ dx Avnv‘x‡m wgkKvZj gvmvexnÕ। শরহে মিশকাত- আল মওলভী আস সাইয়েদ আহমাদ হাসান।

16. ÔZvjxKÕev kivn : শায়খ তৈয়ব সিন্ধি (৯৯৯ হি.)।

17. hxbvZb bKvZ dx kviwnj wgkKvZ -আবুল মাজদ মাহবুবে আলম বিন জাফর বদরে আলম আহমদাবাদী (মৃ. ১১১১ হি.), তিনি তাঁর পিতা জা‘ফর বদরে আলম এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি যীনাতুন নুকাত ফী শারহিল মিশকাত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি আরবী ও ফারসীতে কুরআনের দু’টি তাফসীর লিখেন।

18. gvI jvbv bvqxg wmwÏKx †RŠbcix (১১২০হি.)।

19. gvI jvbv AvgxbwÏb web gvng‘ Igvix †RŠbcix (১১৪৫ হি.)।

20.ÔwgiAvZj gvdvZxnÕ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রহমানী। আহমদ উল্লাহ প্রতাবগড়ীর পর তিনি রহমানিয়ার শায়খুল হাদীস নিয়োজিত হন। তিনি মিরআতুল মাফাতীহ নামে মিশকাত শরীফের একটি শরাহ করেছেন।

21. ‘Zvbhxgj AvkZvZ ki‡n wgkKvZj gvmvexn ’- আল্লামা আবুল হাসান (র.)।

wgkKvZj gvmvexn Gi msw ÿß MŠmgn

1. ÔwmivRj wn‘vqvnÕ- সিরাজুদ্দিন হুসাইন ইবন বাহা উদ্দিন শাহজাহান আবাদী।

২. ÔAvi ivngvZj gvn‘vZ ZvKwgjvZj wgkKvZÕ- নূর হোসাইন খান বিন সাদিক বিন খান।

wgkKvZj gvmvewn Gi e¨vL¨v Mš’mgn I Gi MšKvi‡`i Rxebx we¯ÍvwiZfv‡e wb‡g Av‡jvKcvZ Kiv nj :

1. ÔAvj Kv‡kd Avb nvKv‡qKm mbvbÕ (الكاشف عن حقائق السنن)

নিম্নে এর গ্রন্থকার শারফুদ্দিন হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আত তীবি (মৃ.৭৪৩ হি.) এর জীবনী ও তাঁর রচিত শরাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

1. K. gnv¤§` Beb Avãj øvn AvZ Zxwei Rxebx

bvg I esk cwiwPwZ

তাঁর নাম হুসাইন, পিতার নাম হুসাইন, দাদার নাম মুহাম্মদ আত্ ত্বীবি। তিনি শরফুদ্দিন ত্বীবি নামেই সকলের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। দীর্ঘ গবেষণার পর তার নামখানা তার রচিত কিতাব “ফুতূহুল গাইব” এ পাওয়া যায় যেখানে তিনি নিজেই উল্লেখ করেন, ‘আনা আবদুদ্ দ্বঈফ হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আত্ ত্বীবি’।

Dcvwa I Dcbvg

গবেষণায় ইমাম ত্বীবি (র) এর অনেকগুলো উপাধি ও উপনাম বের হয়ে আসে। যা হচ্ছে- ইমাম, শায়েখ, হাফেজ, আল্লামা ও মুহাদ্দিস। তার উপনাম হচ্ছে- আবু আবদুল্লাহ ও আবু মুহাম্মদ।

Rb¥

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (র.) তার একটি কিতাব “আল ইবরু ওয়া দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর” এ উল্লেখ করেন যে, ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ নগর ‘তালাকশিন্ধি’ শহরের ‘ত্বীব’ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ অঞ্চলটি কেউ কেউ ইরানের বলেও উল্লেখ করেছেন।

KgRxeb

ইমাম ত্বীবি ছিলেন সে অঞ্চলের মধ্যে একজন নাম করা মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও আরবী সাহিত্যিক। তিনি একজন ঐ অঞ্চলের জন্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীও ছিলেন।

¸Yvejx

আল্লামা তীবি মুফাসসিরিনদের বাদশা, কুরআন বিশারদ, মুহাক্কিক আলেমদের ইমাম, জাতী এবং দ্বীনের অহংকার, মুসলমানদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত দলীল ও প্রমাণ। তিনি অকাতরে সকল কল্যাণকর খাতে আল্লাহর জন্য দান-খয়রাত করতেন। এত বেশি করতেন যে, শেষ বয়সে যখন তার অর্থের খুব প্রয়োজন হয়েছে, তখন তিনি দরিদ্র হয়ে গেছেন। তিনি বেদআতীদের ব্যাপারে খুব শক্ত অবস্থানে ছিলেন।

Zvi iwPZ wKZve

তাঁর রচিত অন্যতম কিতাব হচ্ছে মিশকাত শরীফের শরাহ্ “শরহুত্ ত্বীবি আ‘লা মিশকাতুল মাসাবীহ্”। তিনি এর নাম দিয়েছেন ‘Avj Kv‡kd Avb nvKwqwKm mbvbÕ| এই কিতাব থেকেই অনুমান করা যায় তাঁর ইলেমের পরিধি ও গভীরতা ও মুতালায়া কি পরিমান। তার আরো একটি কিতাব রয়েছে “আল ইকমাল ফী আসমাইর্ রিজাল” নামে।

gZ¨

'শরহুত তীবি' গ্রন্থকার শারফুদ্দিন হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আত তীবি ৭৪৩ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়। তবে তাঁর মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

1. L. ÔAvj Kv‡kd Avb nvKv‡qKm mbvbÕ

এটা মিশকাতের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শরাহ । এটি শারহুত তিবী নামে পরিচিত। হাদীসের জগতে "শরহুত্ ত্বীবি আলা মিশকাতিল মাসাবীহ" একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। প্রত্যেক ছাত্রের উচিত এ কিতাবটি অধ্যয়ন করা। শরহে তিবী (মিশকাতুল মাসাবীহের শরাহ) এর মূল নাম হল আল- কাশেফ আনিল হাকাইকুস সুনান। গ্রন্থ প্রণেতার নাম, আল হোছাইন বিন মুহাম্মদ আততিবী।

M‡š'i msw¶ß cwiwPZ

আমাদের সামনে হাদীসের যে গ্রন্থ রয়েছে তাহলো ফিকহী স্টাইলের দুর্লবগ্রন্থ যা লেখকের জ্ঞানের প্রশস্ততা, গভীরতার নির্দেশ বহন করে। সে গ্রন্থের নাম হলো, আল- কাশেফ আনিল হাকাইকুস সুনান। ইমাম শরফ উদ্দীন হোছাইন বিন আবদুল্লাহ্ আততিবী এর ঐতিহাসিক গ্রন্থ। তিনি মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের শরাহ্ করেছেন। আর মিশকাতুল মাসাবীহ্ হল প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ খতীব আত তিবরযীর সংকলিত তিনি তাঁর শাইখের পরর্মশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর শায়খ হলেন ইমাম তিবী যেভাবে তিনি তার গ্রন্থ 'আল ইকমাল ফী আসমাউর রিজাল' এর শেষের দিকে আলোচনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে ইমাম তিবী তাঁর শরাহের মধে উক্ত কিতাবের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন যে খতীব তাবরীযী মিশকাত লিপিবদ্ধ করা সম্পন্ন করেছেন।

লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তার শরহে তীবি একটি জগদ্বিখ্যাত একটি গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এমন কী সকল গবেষক ও ইসলামী স্কলারগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামী ঐতিহ্যের উপর অধ্যয়ন করতে হলে তারা উক্ত গ্রন্থকে গুরুত্বের সাথে স্মরণ করেন। যে সকল কাজ তিনি সম্পাদন করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হলো।

১. মিশকাতুল মাসাবীহ এর সকল হাদীস তাখরিজ করেছেন
২. ইমাম তিবী (র.) তাঁর স্বীয় গ্রন্থ শরহে তিবীর মধ্যে বর্ণিত হাদীস অধিকাংশ তাখরিজ করেছেন।
৩. ইমাম তিবী (র.) এর স্বীয় গ্রন্থ শরহে তিবীর মধ্যে বর্ণিত কুরআনের আয়াত সমূহ যথাযতভাবে উল্লেখ করেছেন।
৪. দারুলকুতুব মিশর ও আল কিতাব মাতবুয়া এর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন।
৫. তিনি এমন কিছু পাদটিকা লিখেছেন যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদা গত বিষয়গুলো ফুটে উঠবে যেমন আল্লাহ তায়ালার আসমা ও সিফাত।
৬. কিছু কঠিন শব্দের ভাষাগত পাদ টিকা প্রণয়ন করেছেন।

2. ÔwgiKvZj gvdvZxnÕ (مرقاة المفاتيح) ki‡n wgkKvZ (এটা অতি বিশদ ও বিখ্যাত শরাহ) নিম্নে এর গ্রন্থকার মোল্লা আলী বিন সুলতান মুহাম্মাদ আল কারী (মৃ. ১০১৪ হি.) এর জীবনী ও তাঁর রচিত শরাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

2. K. Bgvg †gvjøv Avjx Kvix (in.) Gi Rxebx

bvg I esk cwiPq

মোল্লা আলী কারী (র.) ১৬ শতকের উপমহাদেশে জন্মগ্রহণকারী একজন সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তাঁর নাম আলী। তাঁর পিতার নাম সুলতান মুহাম্মাদ।[১] কুনিয়াত আবুল হাসান। উপাধি নুরুদ্দীন।[২] পূর্ণ নাম নূরুদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল-ক্বারী, আল-হারাবী, আল-মক্কী, আল-হানাফী। যিনি মোল্লা আলী ক্বারী নামে পরিচিত। তাকে ক্বারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে কেননা তিনি কেরাত শাস্ত্রে পারদর্শী ও প্রাজ্ঞ-আলিম। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার এবং নিজেও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

Rb¥ I Rb¥¯vb

তিনি হিরাতে[৩] জন্মগ্রহণ করেন। এটি বর্তমানে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী। তার জন্ম তারিখ জীবনীকারগণ উল্লেখ করেননি। প্রয়োজন অনুভূত না হওয়ার কারণে শিশুর জন্মের সময় মানুষ তার জন্ম তারিখ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করত না।

evj¨Kvj I wkÿvRxeb

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) হিরাতে লালিত পালিত হন যা তার জন্মস্থান। এখানেই তিনি শায়খ মুঈন উদ্দীন ইবন হাফেজ যাইনুদ্দীন আল হারওয়ীর নিকট থেকে কুরাআন শিক্ষা করেন ও তা হিফয করেন এবং ইলমে

---

১. খাইরুদ্দীন যিরকলী, Avj BÔqjvg Kvgmx ZviwRgx wj Avkûixi wiRvj Iqvb wbmv wgbvj gmZvMiwewq¨b Iqvj gmZvkiwKwq¨b, বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাইয়িন, ৯ম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯০) ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬-১৬৭

২. মোল্লা মুস্তাফা ইবন আব্দুল্লাহ মোল্লা আলী ক্বারীর নাম বলেছেন, নূরুদ্দীন আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল-ক্বারী নাযীলুল মাক্কা আল মুকাররামাহ। (মোল্লা মুস্তাফা ইবন আব্দুল্লাহ, KvkdR Rbb Avb Avmvgxj KZe Iqvj dbb, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা তা বি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫)

৩. ইসলামী বিশ্বে হিরাতের রয়েছে স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। এর ভৌগলিক অবস্থান ইরানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। এ কারণেই এ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছিল খোরাসানের অধিকর্তা হুসাইন কবগারা তাইমুরীর হাতে। সময়টা ছিল হিজরী দশম শতাব্দীতে ওসমানী শাসনামলে। তাইমুরী শাসনামলে হিরাতে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতালসহ অনেক চমৎকার স্থাপনা গড়ে ওঠে। এক সময় এই শহরটি ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। শুধু তাই নয় শহরটি হয়ে ওঠে মধ্য এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। (তারিখুল আলম আল-ইসলামী আল হাদীস ওয়া আল মুয়াসির, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৭)

ইয়াকুত বলেন : শব্দটি হিরাত নয় বরং হারাত খোরাসানের সবচেয়ে বড় এবং প্রসিদ্ধ শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। তিনি আরো বলেন, ৬০৭ হিজরীতে খোরাসানে হারাতের চেয়ে বড়, দৃষ্টিনন্দন এবং চমৎকার শহর আমার চোখে পড়েনি। এই শহরের আতিথিয়েতার সুনাম ছিল পৃথিবী জোড়া। শহরটিতে ছিল অসংখ্য বাগান, ঝর্ণা ও উত্তম বস্তুসমূহের সমারোহ। শহরটি সবসময় জ্ঞানী-গুণী, সম্মানী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পদাচারণায় মুখর থাকত।

The new Encyclopedia of Britannica Herat, also spelled HARAT, Capital of Heart Velayat(Province) in Western Afganistan, lying on the Harirud(river), directly south of the Salseleh-ye Safidkuh(paropamisus Range), at an altitude of 3, 026 ft(922m).

(The new Encyclopedia of Britannica, by Ency of Britain, Chicago, Auckland, Madrid, Mahila, Parise, Rome, Seol Sydney, 15th Edition)

তাজবীদ শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৪] তিনি ইলম শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে নির্ধারিত পুস্তকাদী পাঠ করেন। তাইমুরিয়ানদের যুগে (তারা এমন পরিবার যারা আটশ সতের সাল থেকে নয়শ বার সাল পর্যন্ত হিরাত শাসন করেছিল) হিরাত ছিল তাদের রাষ্ট্রের রাজধানী ও সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূতীকাঘার।

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) এমন সময় জন্মগ্রহণ করেন যখন ইলমের প্রচার প্রসার প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। যখন ইসমাঈল বিন হায়দার সাফাবী রাজ্যের প্রথম খলিফা যিনি শাহ ইসমাঈল নামে পরিচিত হিরাতের পক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মুসলমানদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেন। হিরাত থেকে কিছু সংখ্যক আলেম বের হয়ে যান ঠিক তখনই মোল্লা আলী ক্বারী (র.) মক্কা মুকাররামায় হিজরত করেন সাফাবীদের নির্যাতন কঠিন আকার ধারণ করার পর। ঐতিহাসিকগণ তার স্বদেশ থেকে মক্কায় হিজরত করার তারিখ উল্লেখ করেননি। তবে এতটুকু উল্লেখ করেছেন, তিনি ৯৫৩ হিজরী সনের পর মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

যখন তিনি পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করেন তখন তার জন্য সেখানে অবস্থান করা সুখকর হল এবং তাতে বসবাস করা তার জন্য আনন্দদায়ক হল। তিনি সেখানে মাশায়েখ ও উলামাদের হালকায় বসতেন এবং তাদের মজলিস থেকে মধু আহরণ করতেন এবং তাদের ইলমী উদ্যানে উৎফুল্ল হয়ে ঘুরতেন। আর সে যুগে আলেম ওলামা কতইনা বেশি ছিল।

মোল্লা আলী ক্বারী সোনালী যুগের প্রবর্তক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার বক্ষকে ইলমের জন্য উন্মোচন করেছেন এবং তার কল্যাণ কামনা করেছেন। কেনইবা না রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

তাকে কিতাব অথবা কোন শায়েখের সংস্রব ব্যতীত দেখা যেত না। মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বায়তুল্লাহ শরীফের আলেমদের সংস্রবে কয়েক বছর ছিলেন। তিনি ছিলেন শিক্ষা শিখনিতে অধ্যাবসায় ও ইলম পিপাসাতে মগ্ন। যদ্দরুন তিনি অনুসৃত আলেম হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যার উদ্দেশ্যে ইলমের অন্বেষণের জন্য সফর করা হয়। তার লিখিত গ্রন্থসমূহ অধিক প্রচারিত।

gv°vZj gKviivgvq Bjgj wKivZ wkÿv MnY

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) মক্কা মুকাররামায় প্রসিদ্ধ কারী এবং হাফেজদের নিকট থেকে কুরআন তেলাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি শাতেবীয়্যহ, সাত কিরাত, কুরআনের উত্তম অধ্যয়ন পদ্ধতি, কুরআন তেলাওয়াতের সনদ অর্জন করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রখ্যাত কারী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

gv°vZj gKviivgvq Bjgj nv'xm keY

কুরআন তেলাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি অর্জনের পর তিনি মক্কায় হাদীস শ্রবণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর যুগের শায়খদের মধ্যে মক্কার মুফাস্সির ও ফকীহ

আল্লামা শায়েখ জয়নুদ্দিন আতিয়া বিন আলী বিন হাসান সুলামী মক্কী শাফেয়ী (মৃত : ৯৮২/৯৮৩ হি.)।
এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর কিতাব 'মিরকাতুল মাফাতীহ' এর মুকাদ্দামায় উল্লেখ করেছেন " আমি এ গুরুত্বপূর্ণ কিতাব মিশকাতুল মাসাবীহ অধ্যয়ন করেছি হারামের সম্মানিত শায়খ, আল্লাহ যাদের ইলমের মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করেছেন এবং বরকত দিয়েছেন আল্লামা জয়নুদ্দিন আতিয়া বিন আলী বিন হাসান সুলামী

[৪]. সাম্মুল কাওয়ারিদ ফী যাম্মির রাওয়াফিদ (দামানু মাজমুয়াতু রাসায়িলিহিল মাখতুত্বাতু ফী মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতু আশ্‌শারকিয়্যাহ, বিশাওয়ির) পৃ. ৩৯০। আল বিদয়াতুল মাযজাত থেকে সংকলিত, পৃ. ৩

মক্কী শাফেয়ী (মৃত : ৯৮২/৯৮৩ হি.) তিনি শায়খুল ইসলাম এবং মুরশিদুল ইনাম মাওলানা আশ শায়খ আবুল আল বকরীর ছাত্র।[৫]

kv‡qLMY

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) জলীলুল ক্বদর উলামা থেকে ইলম আহরণ করেন। তাদের আধিক্যতার কারণে তাদের সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়। তিনি আলেম বহুল দেশে লালিত পালিত হন। এমন দেশে হিজরত করেন যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ সমাগত হয়। মোল্লা আলী ক্বারী (র.) সে সমস্ত আলেম ও শায়েখদের থেকে ইলম গ্রহণ করেন এবং তাদের কথা তার কিতাবে উল্লেখ করেন। তারা হচ্ছেন :

১. ইমাম শায়েখ শিহাব উদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হাজার আল হায়সামী আস-সাদী আল-আনসারী আশ-শাফেয়ী আল-মিসরী আল-মাক্কী। ইবনে হাজার হায়তামী নামে পরিচিত (মৃতঃ ৯৭৩ হি.)।

২. আল্লামা শায়েখ মুহাদ্দিস আলাউদ্দিন বিন হিসামউদ্দিন আব্দুল মালেক বিন ক্বাজীখান আল-কুরাইশী আল-হিন্দী আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দি নামে পরিচিত (মৃত : ৯৭৫ হি.)।

৩. শায়েখ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ সাঈদ বিন মাওলানা খাজা হানাফী খুরাসানী মির কিলান নামে প্রসিদ্ধ। তিনি আগ্রায় ৯৮১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন বড় আলিমদের একজন। তাঁর নিকট থেকে মোল্লা আলী কারী হাদীস গ্রহণ করেন। এবং তিনি অনেক আলেম তৈরী করেন।[৬]

৪. আল্লামা শায়েখ জয়নুদ্দিন আতিয়া বিন আলী বিন হাসান সুলামী মাক্কী শাফেয়ী (মৃত : ৯৮২/৯৮৩ হি.)। তিনি শায়খুল ইসলাম এবং মুরশিদুল ইনাম মাওলানা আশ শায়খ আবুল আল বকরীর ছাত্র।

৫. আল্লামা মুহাদ্দিস শায়েখ মোল্লা আব্দুল্লাহ বিন সাদুদ্দিন আল-উমরী আস-সিন্দি (মৃত : ৯৭৪ হি.)

৬. আল্লামা শায়েখ মুফতি ঐতিহাসিক আবু ঈসা কুতুবুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আলাউদ্দিন আহমদ বিন মুহাম্মদ নাহারাওয়ানী আল-হিন্দি আল-হানাফী কুতবী নামে পরিচিত (মৃত : ৯৯৯ হি.)।

৭. আল্লামা শায়েখ শিহাব উদ্দিন আহমদ বিন বদরুদ্দিন আব্বাসী শাফেয়ী মিসরী (মৃত : ৯৯২ হি.)

৮. আল্লামা শায়েখ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ বিন আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আহমদ বাকরী আস-সিদ্দিকী আশ-শাফেয়ী আল-মিসরী। তিনি মক্কা মুকাররামায় ৯৯৩ হি. মৃত্যুবরণ করেন।

৯. আল্লামা শায়েখ সিনান উদ্দিন ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ আল-আমাসী আর-রুমী আল-হানাফী আল-মক্কী (মৃত : ১০০০হি.)।

১০. আল্লামা শায়েখ মুহাদ্দিস আস-সায়্যিদ জাকারিয়া আল-হাসানী। তিনি শায়েখ ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ আশ-শাওরানী এর ছাত্র। খাজা ওবায়দুল্লাহ আস সমরকান্দীর সাথী। খাজা বাহা উদ্দীন নকসবন্দীর একজন অনুসারী।[৭]

১১. আবুল হাসান বকরী।

---

[৫]. মোল্লা আলী ক্বারী (র.), wgiKvZj gvdvZxn dx kvin wgkKwZj gvmvexn, (মুলতানঃ মাকতাবাতু এমদাদিয়া, তা.বি), পৃ. ২

[৬]. আল্লামা আব্দুল হাই ইবন ফখরুদ্দীন আল হুসাইনী, bhnvZj LvIqvwZi Iqv evnRvZj gmvwgôq Iqvb bvIqvwhi, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩১

[৭]. wgiKvZj gvdvZxn dx kvin wgkKwZj gvmvexn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১ম খণ্ড, পৃ. ২

১২. শায়খ আব্দুল্লাহ মাক্কী।

১৩. কুতুবুদ্দিন মাক্কীর নিকট হতে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করেন।

১৪. শায়খ সিরাজুদ্দিন উমার আল ইয়মানী আশ শাওয়াফী।

১৫. মুহাম্মাদ ইবনুল কিতান খতীবুল মাদীনাতুল মুনাওয়রাহ।

১৬. যায়েদ উদ্দীন আব্দুল গণী আল হায়সামী আল মাসরী।

১৭. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল জাযরী।[৮]

১৮. আশ শায়খুল আলেম আল ফকীহ বদর উদ্দীন আশ-শাহাওয়ী আল হানাফী আল মুফতী বিল হারামিল মাক্কী।[৯]

১৯. আশ শায়খুল মুসান্নাদ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আহমাদ ইবন সালেম আল জানাজী। এ সম্পর্কেমোল্লা আলী ক্বারী (র.) মিরকাতুল মাফাতীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ গ্রন্থের মুকাদ্দামায় বলেন, আমি সাধারণ অনুমতি লাভ করেছি এবং পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করেছি আশ শায়খ আল আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আহমাদ ইবন সালেম আল জানাজী আল আযহারী, আশ-শাফেয়ী আল আনসারী থেকে।[১০]

Qvîe›‘

আর তার ছাত্রদের সংখ্যা অনেক বেশি। কেনইবা হবেনা? অথচ তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম একক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যেহেতু তার ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশি ছিল, তাই তার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হল :

১. ইমাম খতীব শায়েখ মুফতী মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়াহ বিন মুকাররাম বিন মুহিব বিন মুহাম্মদ হুসাইন আত-তাবারী আশ-শাফেয়ী আল-মক্কী (মৃত : ১০৩৩ হি.)।
২. আল্লামা ফকীহ কাজী আবদুর রহমান বিন ঈসা বিন মুরশিদ আল-উমরী আল-মুরশীদি আল-মক্কী আল-হানাফী (মৃত : ১০৩৭ হি.)।
৩. শায়েখ মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ আবদুল আযীম আল-মক্কী আল-হানাফী উপাধিতে ভূষিত (মৃত : ১০৬১ হি.)।
৪. সায়্যিদ মুয়াজ্জাম হুসাইন বলখী।
৫. সুলাইমান বিন সুফিউদ্দিন আল-জানী।

---

৮. মোল্লা আলী ক্বারী (র.), Av¡j gvbûj ivdKwiq¨vn (মিসরঃ ১৩৬৭ হি.), পৃ. ৭৩
৯. মোল্লা আলী ক্বারী (র.), wjmvbj BnwZ'v dx evqwbj BKwZ'v, (ফেশওয়ার : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতুল আশশারকিয়্যা, তা. বি), পৃ. ২৭২
১০. আল বিদয়াতুল মাযজাত , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Bjgx Ae¯'vb I Awjg‡'i AwfgZ

সর্বজন স্বীকৃত নবী কারীম (সা.) ব্যতীত প্রত্যেকের থেকে কিছু গ্রহণ করা হয় আর কিছু বর্জন করা হয়। আর আম্বিয়া কিরাম ব্যতীত কেউই নিষ্পাপ নন। প্রত্যেক ঘোড়ার রয়েছে হোঁচট আর প্রত্যেক আলেমের রয়েছে পদস্খলন।

আমরা এমন আলেম কমই পাব যার কোন ত্রুটি, পদস্খলন নেই। যা তার সমসাময়িক অথবা তার পরবর্তীগণ প্রকাশ করেন। সুতরাং যে সত্য প্রকাশ করতে চায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিবরণ দিতে চায় সে ঐ আলেমের ত্রুটি, পদস্খলন উল্লেখের সাথে সাথে ঐ আলেমকে আঘাত ও হেয়প্রতিপন্ন করা ব্যতীতই সঠিকটি উল্লেখ করেন।

তাদের মধ্যে কতক রয়েছে যারা শত্রুতা প্রকাশ করেন এবং তার মতের বিরোধী আলেমদের হিংসা, প্রতিহিংসা অথবা একগুয়ামীর কারণে সমালোচনা করেন। প্রত্যেক আলেম ও ইমাম তার পক্ষে বিপক্ষে শান অনুযায়ী সমালোচনা রয়েছে। সুতরাং কেউই ঘাত-প্রতিঘাত ও নিন্দা থেকে মুক্ত নয়।

আর মোল্লা আলী ক্বারী (র.) ঐ সমস্ত আলেমদের অন্যতম একজন যাদের ব্যাপারে কেউ প্রশংসা করেছেন আবার কেউ নিন্দা করেছেন। আর তার প্রশংসাকারীর সংখ্যা বেশি। আর নিন্দাকারীর সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং ঐ ব্যক্তি কতইনা সৌভাগ্যেবান যার পদস্খলন গণনা করা হয়।

সম্মানিত ব্যক্তি ও মুহাদ্দিসগণ তার প্রশংসা করেছেন। তারা তার যথার্থ প্রশংসনীয় গুণ করেছেন। তাদের কলম তার প্রশংসার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তার পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মাদ আমিন মহবী (খুলাছাতুল আছর গ্রন্থের লেখক) তার সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন জ্ঞানের সীনা। তার যুগের একক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অন্যতম নিরীক্ষক।

আবদুল মালেক ঈসামী তার লিখিত গ্রন্থ সামতুন নুজুমে তার প্রশংসা করে বলেন, তিনি ছিলেন বাস্তব ও যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের একত্রকারী এবং সুন্নাতে নববীর অনুসারী বিজ্ঞ আলেমদের অন্যতম।

ওরফয়ুত তারাদ্দুদ ফি আকদীল আসাবের গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল আবেদীন তার কিতাবে উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি ছিলেন সর্বশেষ ক্বারী, ফকীহ ও মুহাদ্দিস এবং নির্বাচিত বিশ্লেষক ও নিরীক্ষকদের অন্যতম।

ইমাম আবদুল হক লাখনবী তার লিখিত গ্রন্থ আত-তালিক আল-মাজীদে বলেন, তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞান ও আত্মমর্যাদার অধিকারী। তিনি তাকে ফতুওয়ার মুজাদ্দিদ হিসেবে গণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খুলাছাতুল আছর গ্রন্থ পাঠ করবে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, শায়েখ শিহাব উদ্দিন রমলী ও মোল্লা আলী ক্বারী (র.) ছিলেন মুজাদ্দিদিনের অন্তর্ভুক্ত।

শায়েখ আব্দুস ছাত্তার দেহলভী তার লিখিত গ্রন্থ আজহারুল বুসতানে উল্লেখ করেন যে, তিনি ছিলেন সম্মানিত নগরীর (মক্কা) আলেম। কুরআন ও সুন্নায় বিশেষ পারদর্শী।

শায়েখ মুহাম্মদ জাহেদ ও কাওসারী তার লিখিত গ্রন্থ ফিকহু আহলীল ইরাকে মোল্লা আলী ক্বারী (র.) কে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর সমসাময়িক ও তার মাযহাবের অনুসারী আলেমদের ন্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ হিসেবে গণনা করেছেন।

শায়েখ মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্দলভী তার লিখিত আত-তালিক আস-সাবিহের মধ্যে তার প্রসংশা করে উল্লেখ করেন যে, তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

কিছু আলিম তার সমালোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েলে বিরোধ প্রকাশ করেছেন।

১. তিনি কতক আলিমদের সমালোচনা করতেন।
২. তার মতাদর্শ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পিতা-মাতা কাফের ছিলেন।
৩. তার মাঝে কিছু মাযহাবী একগুয়ামী ছিল।

মুহিব্বী ও ঈসামী তাকে দোষারূপ করেন যে, তিনি আলেমদের সমালোচনা করতেন। বিশেষ করে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (র.) এর যেমন ইমাম মালেক (র.) এর নামাজে হাত ছেড়ে দেয়ার মাসআলায়।

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) এর আলিমদের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঈসামী বলেন, এই জন্যই তুমি তার গ্রন্থে ইলমের নূর দেখতে পাবে না। এ কারণেই অনেক আলেম তার গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে নিষেধ করেছেন। বস্তুত এটা কোন সমালোচনার বিষয় নয়। মূলত ইমামগণ একে অপরের সাথে বিভিন্ন মাসআলায় মতবিরোধ করতেন। আর এটা কেবল সত্য উৎঘাটন, দলীল শক্তিশালীকরণ ও ইলমের সুদৃঢ়তার কারণেই।

আলিম হল দলীল নির্ভর আর প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই তা পাবে নিয়ে নিবে। তিনি অহঙ্ককার বশত : নিজের সুখ্যাতির জন্য অন্য আলেমদের বিরোধীতা করেন নি। মোল্লা আলী ক্বারী (র.) এই অবস্থা ছিল যে, তিনি পদলোভী ও দুনিয়ামোহ ছিলেন না।

শরীয়তের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েলে আলিম-উলামাদের বিরোধীতা ও তাদের সমালোচনা করা কোন দোষের বিষয় নয়। আলেম সর্বদায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কতক শাফেয়ী আলিম তার মাযহাবের বিরোধীতা করেছেন। আর কতক হানাফী আলেম তার মাযহাবের বিরোধীতা করেছেন। কেননা তার কাছে এমন শক্তিশালী দলিল রয়েছে যা তার ইমামের মতের অগ্রগণ্য। আর এই সমস্ত বিষয়ের দৃষ্টান্ত কিতাবে অগণিত।

ইমাম শাওকানী, ঈসামী ও অনুরূপ আলিমগণের প্রতিউত্তর বলেন যে, মোল্লা আলী ক্বারী (র.) এর বিরোধীতা করা তার উচ্চমযার্দার প্রমাণ বহন করে। আর মুজতাহিদের শান হল সহীহ দলীল যার বিরোধীতা করে তা বর্ণনা করা । তার বক্তা সম্মানি হোক বা তুচ্ছ হোক। আর এটা একটি অভিযোগ যার বাস্তবতা তোমার নিকট উন্মোচিত। আর ঈসামীর বক্তব্য (তার গ্রন্থসমূহে ইলমের নূর নেই) গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এটা তার এক গুয়ামীরই প্রমাণ। বরং মোল্লা আলী ক্বারী (র.) এর গ্রন্থসমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সুক্ষতার দৃষ্টিতে সর্বোত্তম গ্রন্থ যা বহুল প্রচলিত এবং বিভিন্ন দেশে প্রসিদ্ধ। আর এই গ্রন্থগুলো নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকগণ গবেষণা করেন। এগুলো কি তার গ্রন্থের নূরের প্রমাণ নয়? আর কিভাবেই বা সম্মিত আলেমগণ নূরবিহীন গ্রন্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

আর তার সমসামায়িক আলেমদের তার সমালোচনা করা মুহাদ্দিসিনদের নিকট স্বীকৃত যে, সমসাময়িকদের একের বক্তব্য অন্যের নিকট প্রমাণবিহীন গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সমলোচনা বিতর্কের মূল। যেমনটি শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী বলেছেন।

হাফেজ যাহাবী (র.) তার লিখিত গ্রন্থ মিজানুল এতদালে বলেন, সমসাময়িকদের একের বক্তব্য অন্যের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে তাদের মাঝে শক্রতা বশত: মতাদর্শ ও হিংসার কারণেও হতে পারে। তা থেকে কেবল ঐ ব্যক্তিই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। আমার জানা নেই যে, নবীগণ ও সিদ্দিকিন ব্যতীত কোন যুগের মানুষই এই সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকতে পেরেছেন। তুমি চাইলে আমি অনেকগুলো পৃষ্ঠা লিখে দিতে পারব।

আর মোল্লা আলী ক্বারী (র.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পিতা-মাতা কাফের হওয়ার ব্যাপারে যে মত দিয়েছেন সেটা তার গ্রন্থ ও আল ফিকহুল আকবার এর সংশয়। যেমন তিনি ধারণা করেছিলেন যে, ইমাম আবু

হানীফা (র.) এর কথা والد رسول الله صلي الله عليه وسلم ماتا علي الكفر সঠিকটি হল ما ماتا علي الكفر । অতঃপর অনুলিপিকারগণ প্রথম ما বিলুপ্ত করে দিয়েছে এ ধারণায় যে, এটি অতিরিক্ত। অতঃপর বিভিন্ন গ্রন্থে ما বিলুপ্ত করে লেখা হয়। ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (র.) ঐ সমস্ত অনুলিপি থেকেই সিদ্ধান্ত দেন।

আল্লামা শায়েখ মোস্তফা হামানী (র.) বলেন যে, মোল্লা আলী ক্বারী (র.) তার ঐ সমস্ত মতামত প্রত্যাখান করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পিতা-মাতার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে সঠিক কথা হল তার পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যার উপর আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন। যেমনটি আল্লামা সুয়ূতী তার রাসাঈলুস সালাছা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আর দ্বিতীয় কথা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পিতা-মাতার জীবিত হওয়া। তবে সঠিক কথা হল যা জমহুর বলেছেন। যেমনটি আল্লামা সুয়ূতী তার রাসাঈলুস সালাছা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর এ কারণেই মোল্লা আলী ক্বারী (র.) তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে সঠিক মত পেশ করেছেন। আর এই ছিল অনুসৃত আলেমদের অবস্থা। বরং খোদাভীরু ব্যক্তিদের দূরদর্শীতা যাদেরকে ভুল থেকে সঠিকতার দিকে ফিরে আসতে কোন প্রতিবন্ধকতাই অন্তরায় নয়।

†gvjøv Avjx Kvix (i.) Gi †ckv

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারী ছিলেন। তিনি তা শিখেছিলেন শাইখ হামিদুল্লাহ আমাসীর কাছ থেকে। তিনি প্রতি বছর একটি করে কুরআন লিখতেন এবং তা বিক্রি করে সারা বছর জীবিকা নির্বাহ করতেন। মোল্লা আলী ক্বারী তার কিতাব বিক্রয় বাবদ যা আয় হতো তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (র.) বলেন, মোল্লা আলী ক্বারী (র.) একজন অনারবী লোক হওয়া সত্ত্বেও তার আরবি হস্তাক্ষর ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও উঁচুমানের। শাইখ আলী মোত্তাকী মোল্লা আলী ক্বারীর স্বহস্তে লিখিত তাফসীরে জালালাইনের একখানি কপি ১২ জাদীদা (তৎকালীন যুগের প্রচলিত মুদ্রা) দ্বারা ক্রয় করেছিলেন, অথচ ঐ সময় মক্কার অধিবাসীদের হাতে লিখিত তাফসীরে জালালাইনের একটি কপি এক জাদীদায় পাওয়া যেত। কিন্তু তার পরও শায়খ আলী মোত্তাকী বলেছিলেন এর প্রকৃত মূল্য আমার পরিশোধিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী।

†gvjøv Avjx Kvix (i.) Gi mvöMZ I PvwiwÎK ˆewkó¨

মোল্লা আলী ক্বারী তার সারাটা জীবন হাদীসে রাসূলের খেদমতে ব্যয় করেছেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। কিতাব বিক্রি বাবদ যা আয় হতো তাই নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন এবং নিজের হাতে উপার্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার শারীরিক গঠন ছিল মধ্যম আকৃতির ঘন কালো দাড়ির অধিকারী ছিলেন তিনি। দ্বীনি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তিনি কথা বলতেন না। নিজেকে সবসময় অশ্লীল এবং অশালীন কাজ-কর্ম থেকে দূরে রাখতেন। তিনি অন্যের সাথে মেলামেশা কম করতেন। সবসময় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। অজানা বিষয় জানার প্রতি ছিল তার অদম্য আগ্রহ। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ দুনিয়ার প্রতি তার সামান্যতম আগ্রহও ছিলনা। চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সংযম, অল্পে তুষ্টি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন তিনি। শায়খ আব্দুল হালিম ইবন আব্দুর রহীম বলেন, মোল্লা আলী ক্বারী কিতাব বিক্রি বাবদ যা আয় হতো তাই নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ দুনিয়ার প্রতি তার সামান্যতম আগ্রহও ছিলনা। সংযম, অল্পে তুষ্টি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন। তিনি অন্যের সাথে মেলামেশা কম করতেন। সবসময় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। অজানা বিষয় জানার প্রতি ছিল তার অদম্য আগ্রহ।[১১]

---

[১১]. আল বিদয়াতুল মাযজাত , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

†gvjøv Avjx Kvix (i) Gi AvKx‘v I wdKnx gvhnve

তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদায় বিশ্বাসী এবং হানাফী মাযহাবের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তিনি কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী হানাফী মাযহাবকে উপস্থাপন করেছেন এবং তার মাযহাবের মাসআলা সমূহ শক্তিশালী দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইমাম আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র.) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সংঙ্গা দিতে গিয়ে বলেছেন, রাসূল (সা.) এর বাণীماانا عليه اصحابي এর ব্যাখ্যা অর্থাৎ আমি যার উপর এবং আমার সাথীগণও তার উপর। এমনিভাবে আমার পরে তাঁরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত, যাঁরা ধারণ করেছে আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত। এতে কোন সন্দেহ নেই তাঁরা আহলে সুন্নাতু ওয়াল জামায়াত।

Zvi iwPZ Mšmgn

ইমাম আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র.) এগারো শতকের প্রাজ্ঞ আলেমদের অন্যতম একজন এবং তিনি গবেষকদের খুঁটি এবং সুক্ষ্মদর্শীদের প্রদ্বীপ এবং তার যুগে প্রসিদ্ধ সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারীদের একজন এবং এ কথার উপর কোন মতানৈক্য নেই যে তিনি একজন প্রখ্যাত ফিকৃহশাস্ত্রবিদ, বিশ্লেষণকারী, সমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী, বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ককারী, হাদীস বিশ্লেষণকারী, প্রখ্যাত অভিধানবিদ এবং তিনি একজন নাহু শাস্ত্রবিদ।

তিনি ছিলেন একজন অতুলনীয় মেধাবী, লেখক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ধৈর্যশীল এবং তিনি বিচার বিশ্লেষণ সম্পর্কে অধিকতর পারদর্শী। এমন কি তাঁর লিখিত বই এর দরুন লাইব্রেরী ভরপুর। এমন কোন লাইব্রেরী নেই যেখানে তাঁর রচিত বই নেই এবং আমাদের মাঝে এমন কোন লাইব্রেরী পাওয়া যায়না যেখানে তাঁর সাহিত্যকর্ম নেই। যা খুব সুসজ্জিত এবং সম্পাদনকারীর পর্যাপ্ততা থাকা সত্বেও যে গুলির অনুবাদ করা হয়েছে তাঁর লিখিত বই এর সংখ্যা কত সেটা সম্পর্কে তুমুল মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ বলেছেন যে, মোল্লা আলী ক্বারীর সুযোগ্য নাতীর কাছ থেকে শুনেছেন তিনি মক্কায় বলেছেন যে তাঁর রচিত বই তিনশত পর্যন্ত হবে।

যে গুলো তার ছেলে সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে লিপিবদ্ধ থেকে নিষেধ না করার শর্ত সাপেক্ষে। আর তাদের মধ্যে কেউ উপরোল্লিখিত সংখ্যাটিকে বড় অতিরঞ্জিত হিসেবে মনে করেছেন। অতঃপর মোল্লা আলী ক্বারীর লিখিত বই এর সূচি সম্পর্কে একথার উপর মতৈক্য হয়েছে যেটাকে আলোচকদের একজন তাঁর জীবনী একত্রিত করার কেন্দ্রে লিপিবদ্ধ করেছেন যে গুলো দুবাই পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাতে দু'শত ষাট খানা কিতাব হতে অধিকতর ।

নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে :

১. আল আসমারুল জান্নিয়াতু ফী আসমায়িল হানাফিয়্যাহ[১২]
২. আল আজুবাতুল মুহাররারাতু ফীল বাইদাতিল খাবিসাতিল মুনকারাহ
৩. আল আহাদিসীল কুদসিয়্যাতু আল আরবায়িনিয়্যাতু। ইমাম যিরকলী এ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন "আরবায়ুনা হাদীসান কুদসিয়্যান"।[১৩]
৪. আল আদাবু ফী রজব
৫. আদিল্লাতু মুয়তাকিদু আবি হানিফা ফী আবওয়াইর রাসূল
৬. আল আজহারুল মানসুরা ফীল আহাদিসীল মাশহুরাহ
৭. আল ইসতিদ'আয়ু ফীল ইসতিসকা
৮. আল ইস্তিনাসুন নাস বিফাদায়েলে ইবনে আব্বাস

---

[১২]. gKvÏvgvZj Bmiwiij gvidqvZ dxj AvLewij Avj gvI'qvZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
[১৩]. Avj BÔqjvg, Kvgwm ZviwRwg wjAvkûwii wiRvj Iqvb wbmv, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৯. আল ইসরারুল মারফু'আ ফীল আখবারিল মাওদু'য়াহ
১০. ইকতিদায়ুল হানাফিয়্যাহ বিস সাদাতিস শাফে'য়ীয়্যাহ
১১. আনোয়ারুল হুজ্জাজ ফী আসরারিল হুজ্জাজ
১২. আনোয়ারুল কুরআন ওয়া আসরারুল ফুরকান
১৩. বায়ানু ফি'য়লুল খাইরি ইযা দাখালা মাক্কা মিন হাজ্জে 'আনিল গাইরি
১৪. আততিবইয়ান ফী বায়ানি মা ফী লাইলাতিন নিসফি শা'আবান ওয়া লাইলাতিল কাদরি মিন রমাদান
১৫. আততাজরিদু ফী ই'য়রাবি কালিমাতুত তাওহীদ ওয়মা ইয়াতা'য়াল্লাকু মিনাত্ তামজীদ
১৬. তাখরীজু আহাদিসু শরহুল আকায়ীদ নাসাফীয়্যা
১৭. তাযয়িনুল ইবারাতু লিতাহসীনুল ইশারাহ
১৮. তাসলিয়াতুল আ'য়মা আন বালিয়্যাতুল আ'য়মা
১৯. তাশবী'য়ু ফুকাহায়ুল হানাফীয়্যা লি তাশনী'য়ুস সুফাহায়ু শা'য়িয়্যাহ
২০. আত তাসরীহু ফী শারহিত তাছরীহ
২১. তাত্বহীরুত ত্বাওয়িয়্যা বিতাহসীনিন নিয়্যাহ
২২. তা'য়লিকাত আল ক্বারী 'আলা সুলাসিয়্যাতিল বুখারী
২৩. আল জুমালাইন 'আলাল জালালাইন
২৪. জাময়ুল ওয়াসায়েল ফী শারহিস শামায়েল
২৫. হাশিয়াতু 'আলা শারহিল জায়বারী লিল কাসীদাতিশ শাতিবিয়্যাতু
২৬. আল হাজারু ফি আমরিল হাজার
২৭. আল হাজারুস সামীন লীল হিসনিল হাসীন লিইবনিল জাযারী
২৮. আল হাজবুল আ'য়জাম ওয়াল ওয়ারদাতুল আফখাম লি ইনতিসাবিহি ওয়া ইসতিনাদিহি ইলার রাসূলিল আকরাম (সা.)
২৯. আলহাজ্জুল আওফার ফিল হাজ্জিল আকবার
৩০. আদদুরাতুর রাদিয়াতু ফীযযিয়ারাতুল মুসতাফাওয়িয়্যাহ আর রাদিয়্যাহ
৩১. আযযাখিরাতুল কাসীরাতু ফি রিজায়িল মাগফিরাহ লিলকাবীরাহ
৩২. রিসালাতু ফী বায়ানি সিফাতু মিজাহুন নাবী (সা.)
৩৩. রিসালাতু ফীল জাময়ি বাইনাস সালাতাইন
৩৪. রিসালাতু ফী হিমায়াতি মাযহাবিল ইমাম আবি হানিফা
৩৫. রিসালাতু ফীর রাদ্দি মিন নিসবাতি ইলা তানকীসীল ইমাম আশ শাফেয়ী
৩৬. রিসালাতু ফীর রাদ্দি আলা মিন যাম্মি মাযহাবিল ইমাম আবি হানিফা
৩৭. রিসালাতু ফী মাসায়িলিল ইমামাহ
৩৮. রিসালাতু ফী মা ইয়াতাল্লাকু বি লাইলাতিন নিসফি মিন শা'আবান
৩৯. রিসালাতু মুশতামিলাতু আল আহাদীস আস সাহীহা লি খারাজিল মাহদী
৪০. রাফয়ুল জুনাহ ওয়া খাফদুল জুনাহ বি আরবায়িনা হাদীসান ফিন নিকাহ
৪১. আযযুবদাহ ফি কাসদাতিল বুরদাহ
৪২. ইসমুল কাওয়ারিজ ফি জাম্মির রাওয়াফিজ
৪৩. শরহে আবিয়াত ইবনুল মুক্বরী
৪৪. শরহুস সাত্বাবিয়্যাহ
৪৫. শরহে নুখবাতুল ফিকির
৪৬. শরহুসসেফা ফি হুক্বকীল মুস্তফা
৪৭. শরহে সহীহুল মুসলিম
৪৮. শরহে আইনুল ইলমি ও যায়নুল হিলমী
৪৯. শরহে ফিক্বহুল আকবার

৫০. শরহে মুসনাদে ইমাম আবুহানিফা
৫১. শরহে মুগনিউল লাবীব আন কুতুবিল আ'য়ারীব
৫২. শরহুল হিদায়াহ লিল মুরগীনানী
৫৩. শরহুল বেকায়া ফি মাসায়ীলীল হিদায়া
৫৪. সিফাউসসালিক ফি ইরসালিল মালিক
৫৫. শাম্মুল আওয়ারিজ ফি জম্মিররাওয়া ফিয
৫৬. সালাতুল ইস্তিস্কা
৫৭. সালাতুল জাওয়ায়ীজ ফি সালাতীল জানায়ীজ
৫৮. জাওউল মায়ালী লিবাদয়ীল আমালী
৫৯. ফতহু বাবিল ইনায়া বিশরহি কিতাবুন নেক্বাবা
৬০. আল ফতহুরবানী ফি শরহি তাসরীফে জুনজানী
৬১. ফিররুল আওন লিমন ইদায় ঈমানে ফিরআউন
৬২. ফারায়িদুল কালায়ীদ আলা আহাদীসীল আক্বায়ীদ
৬৩. আল কাওলুস সাদীদ ফি খলফীল ওয়ায়িদ
৬৪. আল উসুলুলুল মুহিম্মাতু ফি হুসুলিল মুতিম্মাহ
৬৫. আল কালামু আলা তাহরীমী সিমায়ীল আগানী
৬৬. আল মুবিনুল মুয়ীন লিফাহমীল আরবায়ীন
৬৭. আল মুরাত্বাবাতুল সাহুদীয়্যা ফিল মিজালাতীল ওজুদিয়্যাহ
৬৮. মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিসকাতুল মাসাবীহ
৬৯. আল মাসলাকুল মুতাক্বসীত ফিল মানসাাকীল মুতাওয়াসসিত
৭০. আল মাশরাবুল ওয়ারদী ফি হাক্বকাতী মাজহাবীল মাহদী
৭১. আল মাসনু ফি ফাদলি মারেফাতিল হাদীসীল মাওজু
৭২. আল মা'আদানিল আদানী ফি ফাজলি আওয়িসিল ক্বারনী
৭৩. মা'রিফাতুন নিসাক ফি মা'রিফাতিস সীওয়াক
৭৪. আল মুক্বদ্দামাতুস সালিমা ফি খাওফিল খাতিমাহ
৭৫. মানাকিবে ইমামুল আ'জাম ও আসহাবুহু
৭৬. আল মানহুজজাকারিয়া বিশরহিল মুক্বাদ্দামুল জাজরিয়্যাহ
৭৭. আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ মিনাল হাদীস
৭৮. নুজহাতুল খাতিরুল ফাতির ফি তারজামাতি সায়্যীদী আব্দুল কাদির
৭৯. আন না'তুল মারসা'য় ফিল মাজনাসি ওয়াল মাসজা'য়
৮০. আল ওকুফ বিততাহকীক আলা মাওক্বাফীস সিদ্দীক
৮১. তাফসীর কুরআন মাজীদ
৮২. নুলূল কারী শারহু সাহীহ আল বুখারী
৮৩. শারহু আকাইদিন নাসাফি,
৮৪. শারহু কাসিদা : আমালী
৮৫. শারহু কাসিদা বুরদা
৮৬. শারহু জামিউস সাগীর
৮৭. শারহুন আরবা্ইন লিন-নাবাবী
৮৮. শারহু মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ
৮৯. শারহু মানসিকিল হাজ্জ
৯০. তাযকিরাতুল মাওদুয়াত ফিল হাদীস ইত্যাদি।[১৪]

[১৪]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা :ই. ফা. বা প্রকাশনা, ১৪১৬হি. / ১৯৯৬খৃ. ২০শ খণ্ড, পৃ. ৩০৮

৯১. তাহকীকুল ইহতিসাব ফী তাদকীকুল ইনতিসাব
৯২. আল ইহতিদা ফীল ইকতিদা
৯৩. হাশিয়াতু আলা ফাতহুল কাদির
৯৪. উমদাতুশ শামায়েল
৯৫. আল কাওলুস সাদীদ ফী খালফিল ওয়ায়িদ

Avjøvn fxZ

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী ছিলেন ধার্মিক খোদাভীরু এবং তার সম্বন্ধ ছিল উদাসীন, পবিত্র, দোষমুক্ত এবং বিচারকদের কাছে তোশামোদ করা থেকে তার অবস্থান দূরত্বে ছিল। কেননা তা নিষ্ঠাকে ধ্বংস করে। অতঃপর পরিপূর্ণ একটি সংখ্যক ইমামগণ হতে ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী অনুসরণ করেছেন বাদশাহদের কাছ থেকে সম্পদ নেয়া বর্জনের ব্যাপারে এবং তাদের কাছ থেকে দূরত্বে অবস্থানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ফুদাঈল ইবনে আয়াদ, এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত এবং তাদের ধর্ম ঘাট থেকে (আল্লাহ তাদের উপর রহমত বর্ষন করেন) । অতঃপর মোল্লা আলী ক্বারী শাসকদের দান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং কোন সরকারী বেতন গ্রহণ করেননি। শাসকদের মুখোমুখি হতে, মন্দ আলেমদের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করার কারণে তিনি খাদ্য বক্ষণ করতেন তার নিজের হাতের উপার্জন হতে।

অতঃপর অনেকে উল্লেখ করেছেন যারা তাঁর জীবনী লিখেছেন, যে তিনি প্রত্যেক বছর এককপি করে তাঁর সুন্দর হস্তলিপি দিয়ে বই লিখতেন এবং সেটাকে বিক্রি করতেন এবং তা ঐ বছর থেকে পরের বছর পর্যন্ত তার জীবন চলার জন্য যথেষ্ঠ হতো। অনেকে বলেছেন যে, তিনি প্রতি বছর দুইকপি করে বই লিখতেন। ঐ দুটোকে বিক্রি করতেন। তার একটার মূল্যের টাকা হেরম শরীফের ফকির মিসকীনদের দান করে দিতেন এবং অন্যটার টাকা থেকে নিজের জন্য খরচ করতেন।

শায়খ মোহাম্মদ আতুল হালীম নোমানী বলেছেন, মোল্লা আলী ক্বারীর পরিতৃপ্তি অব্যাহত ছিল তা নিয়ে যা অর্জন করতো তাঁর বই বিক্রি করে এবং তা নিয়ে পরাভব হতেন তার পবিত্র আস্থা ও সততার উপর পর্যাপ্ত সন্তুষ্টির সাথে। তিনি তার অসসিহিনদের সাথে কম মিশতেন। বেশি ইবাদত করতেন। অতিপরহেজগার ছিলেন এবং তিনি অতি অগ্রসর ছিলেন পৃথিবীর গোপনীয়তার উপর।

gZ¨

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী ১০১৪ হিজরির শাওয়াল মাসে মক্কা শরীফে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না.........উন) তাকে মক্কাশরীফের মেলা নামক জায়গাতে দাফন করা হয়েছে। শায়খ আব্দুসসাত্তার তাঁর কবরের সংজ্ঞায় বলেছেন প্রথমে গৌত্রের বাহ্যিক স্থানের বামে যেখান থেকে হুজুন নামক জায়গার দিকে বের হওয়া যায় ঐখানেই ছিলেন তাঁর কবরটি। এই জনগাষ্ঠীর ভিত্তিতে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী সুলতান মাহমুদ হারবীর ছেলে হয়। আর অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন যে, যখন মিসরের আলেমদের কাছে মোল্লা আলী ক্বারীর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছেছে তখন তারা আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় একটি জামায়াত যেখানে চার হাজারেরও বেশি লোক হতে পারে অর্থাৎ মোল্লা আলী ক্বারীর গায়বানা জানাযা পড়েন যেটা একথার প্রমাণ যে মুসলিম দেশের আনাসে কানাসে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আল্লাহ যেন ইমাম মোল্লা আলী ক্বারীকে প্রশস্ত দয়া বর্ষণ করেন এবং তাঁকে ক্ষমা করেদেন ঐ সমস্ত দোষ থেকে যা তাঁর ওপর ছিল এবং আল্লাহ যেন তাঁর ঠিকানা জান্নাতে করে দেন নবীদের সাথে সত্যবাদীদের সাথে এবং শহীদদের সাথে এবং তাঁরাই হলেন তাঁর উত্তম বন্ধু এবং আমরা আল্লাহর কাছে চাই মোল্লা আলী ক্বারীর জ্ঞান দ্বারা যেন উপকৃত হই। আমাদের প্রতিটি কল্যাণ থেকে তাঁকে প্রতিদান দেয়া হোক, কেননা আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং যথার্থ সাড়া দানকারী, পরাক্রমশীল।

3. L. ÔwgiKvZj gvdvZxnÕ (مرقاة المفاتيح)

‘মিরকাতুল মাফাতীহ’ (مرقاة المفاتيح) শরহে মিশকাত- এটা অতি বিশদ ও বিখ্যাত শরাহ। নিম্নে এ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

wgiKvZj gvdvZxn wj wgkKvZj gvmvwexn iPbvi ce c¯wZ

wbewPZ gvkv‡qLM‡Yi wbKU wgkKvZj gvmvwexn Aa¨qb

মিরকাত এর গ্রন্থকার নিজেই বলেন, মিরকাত রচনার পূর্বে আমি মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবখানা যথাযথভাবে পড়া, বুঝা, উচ্চারণ ও কিতাবের সঠিক অর্থ অনুধাবনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে তা পড়ার জন্য উস্তাদ হিসাবে প্রথম নির্বাচন করলাম জনাব মাওলানা “আতিইয়া আস্ সালামী” (র.) কে। তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম মাওলানা “আবুল হাসান আল্ বকরী এর ছাত্র। এ কিতাবে আমার আরেকজন উস্তাদ ছিলেন জনাব মাওলানা সাইয়েদ যাকারিয়া (র.)। তিনি হলেন মাওলানা “ইসমাঈল আস্ সারওয়ানী (র.) এর ছাত্র। সারওয়ানী (র.) ছিলেন খাজা বাহা উদ্দিন নখশেবন্দি (র.) এর অনুসারী খাজা উবায়দুল্লাহ্ আস্ সামারকান্দি (র.) এর শীষ্য। আমার আরেকজন উস্তাদ হলেন মাওলানা শায়েখ “আলী আল্ মুত্তাক্বী (র.)।

wbewPZ cvÛwjwcmgn Aa¨qb

এত বড় বড় মাশায়েখগণের নিকট পড়াশুনার পরও সংকলক নিজেকে খুব দুর্বল ভেবে এ কিতাবখানা সংকলনের জন্য তাঁদের উপর ভরসা করতে পারেন নি। কেননা উল্লেখিত উস্তাদগণ কেউই হাফেজে হাদীস ছিলেন না। তাই তিনি তাঁর আত্মপ্রশান্তির জন্য এবং কিতাবখানার বিশুদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে নির্ভরযোগ্য মনিষীগণের রেখে যাওয়া হাদীসের বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপির সহযোগিতা নেয়ার মানসিকতা পোষণ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. আসলুস্ সাইয়েদ আসীলুদ্দিন (র.) এর পাণ্ডুলিপির কপি।
২. সাইয়েদ জামাল উদ্দিন (র.) এর পাণ্ডুলিপির কপি।
৩. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মীর কাশ্‌শাহ্ (র.) এর পাণ্ডুলিপির কপি।
৪. মাওলানা শায়েখ শামছুদ্দিন মুহাম্মদ আল জাযারী (র.) এর পাণ্ডুলিপির কপি।
৫. শায়খুল ইসলাম আল্ হারাবীর (র.) এর কপি। এ ছাড়াও প্রসিদ্ধ আরো অন্যান্য মনীষীর পাণ্ডুলিপি।

wKZve wjLvi AbygwZ cwß

লেখক বলেন, পরিশেষে আমি আমার সম্মানীত শায়েখ আল্লামা আলী ইবনে আহমদ আল্ জানানী আল আযহারী আশ্ শাফেয়ী আল আনসারী (র.) এর নিকট থেকে কিতাবখানা লিখার অনুমতি প্রাপ্ত হলাম। তিনি বলেন, আমি কিতাবখানা সংকলনের জন্য আরো হাদীস পড়া, বুঝা ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের জন্য ইমাম ও শায়খুল ইসলাম আল্লামা সুয়ূতী (র.) এর ধারস্থ হলাম বুখারী, মুসলিম ও সিহাহ্ সিত্তার আন্যান্য কিতাবসমূহ বুঝার জন্য এবং উল্লেখিত কিতাবগুলো তাঁর নিকট পুণরায় পড়াশুনা করলাম। পরিশেষে তিনিও আমাকে এ বিষয়ে কিতাব সংকলনের জন্য অনুমতি প্রদান করলেন। সর্বশেষ আমি ইমামুল হাদীস ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এর ও ধারস্থ হলাম এবং তাঁর কাছে আমি হাদীস শুনালাম। অবশেষে তিনিও আমাকে হাদীস বর্ণনা ও কিতাব সংকলনের জন্য অনুমতি প্রদান করলেন। এভাবে তিনি ৮১ জন উস্তাদ থেকে হাদীস বর্ণনা ও কিতাব সংকলনের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হলেন।

Av‡iv hv‡'i †_‡K AbgwZ cvß n‡jb Zv‡'i Ab¨Zg n‡jb

মাওলানা শাহীর বিমীর কীলান। তাঁর বাবা ছিলেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা জামাল উদ্দিন, শায়েখ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল্ জাযারী, মাজেদুদ্দিন ফীরুজাবাদী (র.)। তিনি একটা কামূসের লেখকও ছিলেন। মাওলানা সাইয়েদ শরীফ জুরযানী, নূর উদ্দিন আবদুর্ রহমান আল্ জামী (র.) প্রমূখগণ। সম্মানিত সংকলক বলেন, আমি মিশকাত কিতাবখানা রেওয়ায়েত করি আমার উস্তাদ মাওলানা শরফ উদ্দিন আল জারমী (র.) থেকে। তিনি বর্ণনা করতেন মাওলানা খাজা আলী বিন মুবারকশাহ্ আস্ সিদ্দীকী (র.) থেকে।

wgiKvZ Mš iPbvi †ÿ‡Î wewfb g‡Zi Dc¯vcb I mgšq mvab

সম্মানিত সংকলক বলেন, যখন আমি উল্লেখিত মাশায়েখগণের পান্ডুলিপিগুলো হাসিল করলাম এবং যেগুলোকে আমি বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে মনোনিত করলাম, তখন লক্ষ্য করলাম যে, বর্ণনাগুলোকে খুব সূখ্য এবং সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। কেননা এমন যুগ আসছে মানুষের হায়াত হবে খুব কম, ইলম অর্জনের জন্য তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা হবে তুলনামূলক কম। সকল দিক দিয়ে মানুষের মাঝে দুর্বলতা এসে যাবে। তাই আমি এ কিতাবখানা স্থান, কাল ও পাত্র হিসাব করে প্রণয়ন করি। আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে হেফাজত করবেন এবং তার নবীকে সাহায্য করবেন। দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র যিম্মাদার। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ঠ।

গবেষণার সময় যে সকল মাশায়েখগণের মতামত গ্রহণ করেছি, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী। তাঁরা তাদের মাজহাব অনুযায়ীই দলীল আদিল্লা পেশ করেছেন।
হানাফী ইমামগণের মতে, যারা “আসহাবুর্ রাই” তারা মূলতঃ হাদীসের উপর আমল করেন না। বরং তারা অতীত ও বর্তমানে হাদীস জানেও না বুঝেও না। হানাফী ইমামগণের মতে, তাদের মজহাব অত্যন্ত শক্তিশালী যদিও অনেক ক্ষেত্রে তা দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে। ইমামগণ ইমাম শাফেয়ী (র.) এর একখানা উদ্ধৃত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “ ফিক্হ বিষয়ে সকলে ইমাম আবু হানিফার (র.) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত”।

সম্মানিত সংকলক বলেন, আমি “আসহাবুর রাই” এর দলীলগুলো উল্লেখ করব, তাদের মাসআলাগুলো বর্ণনা করব এবং তারা যে বিষয়ে বিরোধিতা করে তার সুন্দর এবং সঠিক জবাব প্রদান করব। যেন সাধারণ মানুষের মাঝে কোন প্রকার খারাপ ধারণা না আসে যে, হানাফীগণের কোন ফিক্হী দলীল জানা নেই। অনেক সময় দেখা যায় হানাফী মাজহাবের একটি মাসআলা আরেকটি হানাফী মাসআলার দলীল দ্বারা খন্ডন করা হয়।

পরিশেষে আমি এ কিতাবখানার নাম করণ করলাম Ò wgiKvZj gvdvZxn wj wgkKvZj gvmvwexnÓ| আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট তাওফিক কামনা করি, তিনি যেন আমার এ খেদমতটা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং এর দ্বারা গোটা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ সাধিত হয়। আমীন !

wgiKvZj gvdvwZni cwiPq

হাদীস ও ফিকহবিদদের নিকট প্রকাশ থাকে যে, হাদীসে নববীর ক্ষেত্রে মোল্লা আলী কর্তৃক রচিত ‘‘মিরকাত’’ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। খতীব তাবরীযী কর্তৃক রচিত মিশকাতুল মাসাবীহির এটি একটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। হাদীস ও ফিকহর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইমাম বাগাভী কর্তৃক রচিত “মাসাবীহুস সুন্নাহ” একটি অনন্য কর্ম। অতপর খতীব তাবরীযী “মাসাবীহুস সুন্নাহর” আলোকে আরো পরিমার্জন ও সংযোজন করে রচনা করেন “মিশকাতুল মাসাবীহ”। হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তারা কেউ সমালোচনা এড়াতে পারেননি। এক্ষেত্রে মোল্লা আলী ক্বারী মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি স্বীয় অনুধাবনের ভিত্তিতে

এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন যা হাদীসের মতনের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে কেবল হাদীসের সাথে সংশি্লষ্ট এমন বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন যেমন : গরীব, ইরাব, অর্থ, ফিকহ, তাফসীর সমালোচনা ইত্যাদি। হাদীস থেকে উদ্ভাবিত ফিকহী মতামতের মাঝে ঐ মতটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যা প্রাধান্য পাওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত। মোল্লা আলী ক্বারী তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ থেকে যা তার কাছে সহজবোধ্য মনে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ রাখেননি। বরং তিনি হাদীসের পক্ষে-বিপক্ষের সকল বিষয়ই স্পষ্ট করে তুলেছেন যা তার পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারকগণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছিলেন এ ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে সুন্দর পথেই বিচরণ করেছেন।

ÒwgiKvZj gvdvwZnÓ bvgKiY Kivi KviY

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী “মিরকাত” নামকরণ প্রসঙ্গে বলেন, অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণ তাদের আলোচনার ক্ষেত্রে শায়েখী মাযহাবের অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। তারা হানাফীদেরকে বলে থাকেন যে, তারা হাদীসের উপর আমল না করে ধারণা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। কিন্তু এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বরং তারাই رواية الحديث সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা না প্রাচীন যুগে না বর্তমান যুগে। এক্ষেত্রে আমার বলিষ্ঠ অভিমত হলো, দুর্বল হাদীসকেও এমন কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়া যা মিথ্যার সম্ভাবনা রাখে। তবে হ্যাঁ তারা বাহ্যিক অর্থ নয় বরং সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা করে অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ভাবন করেছেন এবং মাসআলাসমূহ থেকে আবরণ বিদুরিত করেছেন। একারণেই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ফিকহের ক্ষেত্রে সৃষ্টি জগতের সকলেই ইমাম আবু হানিফার পরিবারভুক্ত। তার এই সরল স্বীকারোক্তি তার ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ বহন করে। তাই আমি চেয়েছি তাদের দলিলসমূহ উল্লেখ করে মাসআলাসমূহ বর্ণনা করতে এবং তাদের থেকে বিরোধিতা প্রতিহত করতে। এর কারণ হলো সাধারণ মানুষ যাদের ফিকহী দলিল সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তারা যেন এ ধারণা পোষণ করতে না পারে যে, হানাফী মাসআলাসমূহ হানাফী দলিলসমূহের বিরোধী এবং আমি মিশকাতুল মাসাবীহির ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম “মিরকাতুল মাফাতীহ” রেখেছি।

wgiKvZ wKZv‡ei mPbv

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী মিরকাত কিতাবের সূচনা করেছেন بسم الله বলে, অতপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেছেন তারপর নবী করীম (সা.) এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেছেন এবং তাতে মাফাতিহ, মাসাবীহ ও মিশকাত শব্দদ্বয়ের ব্যবহার করেছেন।

যেমন কিতাবের শুরুতেই তিনি বলেন : بسم الله الرحمن الرحيم অতপর তিনি বলেন; সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি ওলামায়ে কেরামের অন্তরগুলো ঈমানের চাবি দ্বারা উন্মোচিত করেছেন। বিজ্ঞজনের বক্ষ সমূহকে বিশ্বাসের বাতি দ্বারা আলোকিত করেছেন। দুরূদ ও অভিবাধন ঐ ব্যক্তির উপর যিনি অস্তিত্বসমূহের সূচনা, সৃষ্টিকূলের মধ্যমনি জগত সমূহের মাঝে সবচেয়ে প্রশংসিত ও মর্যাদাবান মুহাম্মাদ (সা.) যিনি প্রশংসিত স্বীয় কথায়, কাজে ও পারিপার্শ্বিকতায়। যার হৃদয় চেরাগ আলোকিত স্বীয় সৌন্দর্যের আলোয় এবং তার পূর্ণতার গোপন রহস্য।

সালাত ও সাওম তার পরিবারের উপর, সাহাবীগণের উপর এবং যারা তার ইলমের ধারক ও শিষ্টাচারের বাহক তাদের উপর। এর দ্বারা মোল্লা আলী ক্বারী (র.) কোন কাজ بسم الله ও الحمد لله এর মাধ্যমে শুরু করার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস দ্বয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। কারণ এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি আল্লাহর প্রশংসার (الحمد لله) মাধ্যমে শুরু করা না হয় তাহলে তা ক্রুটিপূর্ণ। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী তা লেজকাটার ন্যায়। অথচ আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি بسم الله বলে শুরু না করা হয় তাহলে তা বরকতহীন। হাদীস দুটোর মাঝে সমন্বয় সাধন করে বলা হয়, সবকাজই আল্লাহর নামে শুরু করা। আর তা بسم الله এর মাধ্যমে যেভাবে সম্ভব

তেমনিভাবে الحمد لله এর মাধ্যমেও সম্ভব। কিন্তু بسم الله এর মাধ্যমে শুরু করার হাদীসটিই বেশী শক্তিশালী কারণ আল্লাহ তায়ালা তার কিতাব بسم الله এর মাধ্যমেই শুরু করেছেন।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং মুহাম্মদ (সা.) এর শানে সালাত ও সালাম পেশের মাধ্যমে। তিনি তার গ্রন্থ আল্লাহর মাধ্যমে শেষ করেছেন যাতে তা কল্যাণ ও ছাওয়াবের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। তিনি আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত শোকরিয়া আদায় করেছেন কেননা শোকরিয়া আল্লাহর বরকত বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়। মোল্লা আলী ক্বারী তার গ্রন্থের শেষে লিখেছেন ''সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে ঈমানের ভাগী করেছেন এবং আমাদেরকে মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মে দীক্ষিত করেছেন।

বলা হয়ে থাকে মাসাবীহ কিতাবে হাদীসের সংখ্যা হলো ৪৪৩৪টি। মিশকাত এর সংকলক এর সাথে ১৫১১টি হাদীস সংযোজন করেন। মোট ৫৯৪৫টি হাদীস। মোল্লা আলী ক্বারী মিশকাতে বর্ণিত হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা করেছেন।

wgiKvZ iPbvi ZwiL

মোল্লা আলী ক্বারীর বর্ণাঢ্য জীবন থেকে জানা যায়, তিনি জীবন সায়াহ্নে দাড়িয়ে মিরকাত গ্রন্থটি লেখা শুরু করেন। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে ১০ রবিউস সানীর ১০০৮ হিজরীতে এর ইতি টানেন।

ÒwgiKvZj gvdwZnÓ M‡š' †gvjøv Avjx Kvix nv`x‡mi e¨vL¨vq †h c×wZ AbmiY K‡i‡Qb Zvi eYbv

মোল্লা আলী ক্বারী তার গ্রন্থে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যা নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. رواية الحديث (nv`x‡mi eYbv) I دراية الحديث (nv`x‡mi A_ Abaveb) Gi gv‡S Ace mgšq mvab

মোল্লা আলী ক্বারী তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে علم رواية الحديث (হাদীস বর্ণনার জ্ঞান) ও علم دراية الحديث (হাদীসের অর্থ বোঝার জ্ঞান) এর মাঝে অর্ভতপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। আর এ বিষয়ে তিনি আল্লামা তুরবাশতী[১৫] এবং ইমাম তীবীর[১৬] কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ কারণেই মিরকাতের অধিকাংশ ব্যাখ্যা এই দুইজন থেকে বর্ণিত। হাফেয শামসুদ্দিন সাখাবী আশ-শাফেয়ী মনে করেন আল্লামা তুরবাশতী ৬৬৬ সালে ميسر নামে مصابيح السنة এর প্রথম ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় লিখিত। হাদীসের অর্থ বোঝা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে হাদীস শাস্ত্রে ইমাম তুরবাশতীর পান্ডিত্যের গভীরতা অনুধাবন করা যায়। বাস্তবতা হলো তিনি তার গ্রন্থে এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা হাদীস শাস্ত্রের বড় বড় পন্ডিতদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে একথা বলতে বাধ্য করেছেন যে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

---

[১৫]. শিহাবুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ ফাদলুল্লাহ ইবন তাজউদ্দীন আবী সাঈদ আল হাসান ইবন হোসাইন ইবন ইউসুফ আল হানাফী, তিনি তুরবুশতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মুহাদ্দিস, ফকীহ। ইমাম বাগাবী সংকলিত মসাবীহ গ্রন্থের একটি উত্তম শরাহ গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। (আল বিদায়াতু আল মাযজাতু, পৃ. ৭০)।

[১৬]. তাঁর নাম হুসাইন, পিতার নাম হুসাইন, দাদার নাম মুহাম্মদ আত্ ত্বীবি। তিনি শরফুদ্দিন ত্বীবি নামেই সকলের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। দীর্ঘ গবেষণার পর তার নামখানা তার রচিত কিতাব "ফুতূহুল গাইব" এ পাওয়া যায় যেখানে তিনি নিজেই উল্লেখ করেন, 'আনা আবদুদ্ দ্বঈফ হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আত্ ত্বীবি'। তিনি ছিলেন একজন মুফাস্সির, মুহাদ্দিস। ফিকহুল হাদীসে তাঁর রয়েছে গভীর পান্ডিত্য। তিনি মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থাগার খতীব আত তাবরীজির উস্তাদ। (ইবন হাজার আসকালানী, আদ দর্‌রুল কামেলা ফী আ'য়ইয়ানিল মিয়াতিস সামিনাতে, আল বিদায়াতু আল মাযজাতু, পৃ. ৭৪ হতে সংগৃহীত)।

ميسر নামক গ্রন্থটি মোল্লা আলী ক্বারীর সংগ্রহে ছিল না। এ কারণেই তাকে আল্লামা তিবীর মাধ্যমে ইমাম তুরবাশতীর বর্ণনা গ্রহণ করতে হয়েছে। আল্লামা তিবী সংক্ষিপ্তাকারে তার বর্ণনা উপস্থাপনের কারণে মানুষ তার যথাযথ মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নয়। ميسر গ্রন্থটি প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর সংগ্রহে ছিল এবং তিনি উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে তার লিখিত ''লামআত'' গ্রন্থে অনেক বর্ণনা সংযোজন করেছেন।

2. KiAv‡bi AvqvZ Øviv nv'x‡mi e¨vL¨vKiY Ges Zv cgvY ¯'i/c D×ZKiY

হাদীসে রাসূল কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাকারী। অতএব কেউ যদি হাদীসে রাসূলের সঠিক ব্যাখ্যা করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে সেই হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করতে হবে। যেমনটা মোল্লা আলী ক্বারীর মিরকাত গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। তিনি অনেক জায়গায় হাদীসের ব্যাখ্যায় কুরআনের আয়াতকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হল। যেমন : তিনি আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় কুরআনের এই আয়াতটি[১৭] ياايهاالذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে তার রহমতের দুটি অংশ প্রদান করবেন।[১৮]

হাদীসটি হলো,

عن ابي موسي الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن محمد[১৯]

অর্থাৎ, আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন তিন প্রকার ব্যক্তির জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। প্রথম প্রকার ঐ ব্যক্তি যিনি তার জাতির কাছে প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং একই সাথে মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতিও ঈমান এনেছেন। তেমনিভাবে তিনি ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় কুরআনের আয়াত নিয়ে এসেছেন। যথাক্রমে হাদীস ও কুরআনের আয়াত নিচে তুলে ধরা হল:

الحديث:عن ابن عمر رضي الله تعالي عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتي يشهدوا ان لااله الاالله وان محمد رسول الله وتقيموا الصلاة تؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذالك عصموا مني دمائهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علي الله-[২০] اية القران :
فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم[২১]

আয়াতটি হাদীসের শেষাংশ অর্থাৎ الا بحق الاسلام এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনুরূপভাবে তিনি রাসূলের হাদীস قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه এর ব্যাখ্যায় কুরআনের আয়াত [২২]ولقد ارسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك নিয়ে এসেছেন।

3. nv'xm Øviv nv'x‡mi e¨vL¨vKiY

মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, রাসূলের একটি হাদীস আরেকটি হাদীসের ব্যাখ্যা কারক যেমন কুরআনের একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের ব্যাখ্যাকারক।

---

[১৭]. আলকুরআন ৫৭ : ২৮
[১৮]. আলকুরআন ৫৭ : ২৮
[১৯]. মিরকাতুল মাফতীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬
[২০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২
[২১]. আলকুরআন ৯ : ৫
[২২]. আলকুরআন ৪০ : ৭৮

মোল্লা আলী ক্বারী মিশকাত শরীফে সংকলিত হাদীসের ব্যাখ্যায় অসংখ্য হাদীস নিয়ে এসেছেন। নিম্নে এর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

যেমন : মিশকাত শরীফের এই হাদীসটি :

عن عمر بن الخطاب رضئ الله تعالى عنهما قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياضى الثياب شديد سواد الشعر لايرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد[২৩]

(উমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন আমরা রাসূলের পাশে অবস্থান করছিলাম এমতাবস্থায় শুভ্র কাপড় পরিহিত কৃষ্ণ চুলের অধিকারী একজন ব্যক্তি আগমন করলেন তার মধ্যে ভ্রমনের ক্লান্তি দৃশ্যমান ছিলনা কিন্তু তিনি আমাদের কারো পরিচিতও নন)

অত্র হাদীসে রাসূলের কাছে আগমনকারী ব্যক্তিটি কে তা স্পষ্ট নয়। এই অস্পষ্টতা দূরীকরণের লক্ষে মোল্লা আলী ক্বারী মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি হলো, سلونى فهابوا ان يسئالواه فجائه جبرئيل (রাসূল (সা.) তার সাহাবীগণকে বললেন : তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো, কিন্তু তারা তাকে প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন তাই জিব্রাইল (আ.) আগমন করলেন।)

4. wgkKvZ kix‡d msKwjZ nv'xm‡K kw³kvjx KiY

মোল্লা আলী ক্বারী মিশকাত শরীফে বর্ণিত হাদীসকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে যেভাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন।

যেমন : মিশকাত শরীফের এই হাদীসটি : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبنى ابى ادم ولم يكن له ذالك وشتمني ولم يكن له ذالك[২৪]

মোল্লা আলী ক্বারী মিশকাত শরীফে বর্ণিত এই হাদীসটিকে শক্তিশালী করণের লক্ষে বোখারী শরীফে হাদীসটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী ক্বারী বলেন

اعلم ان رؤاية البخارى عن ابى هريرة بلفظ قال الله تعا لى شتمنى ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمنى وكذبنى وما ينبغى له ان يكذبنى

তিনি আরো বলেন

وماروا ية البخارى عن ابى عباس فلفظه قال الله تعالى كذبنى ابن ادم ولم يكن له ذالك فاما تكذيبه اياى فزعم انى لااقدر ان اعيده كما كان[২৫]

এছাড়াও তিনি সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ থেকে অসংখ্য হাদীস মিশকাত শরীফের হাদীসের সমর্থনে নিয়ে এসেছেন।

5. nv'x‡mi k‡ãi e¨vL¨vq Zv‡eqx‡'i e³e¨ I gZvgZ MnY

মোল্লা আলী ক্বারী হাদীসের শব্দের ব্যাখ্যায় সাঈদ বিন মুসায়েবসহ অন্যান্য তাবেয়ীনদের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী এই হাদীসটি

ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمة الله على النار[২৬]

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন সাঈদ বিন মুসায়্যেব (র.) এর নিকট تحريم শব্দটি منع শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২৭]

---

[২৩]. ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল খাতীব আত তাবরীযী, wgkKvZzj gvmvexn, তাহকীক নাসির উদ্দীন আলবানী, (বৈরুত : আল মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫খৃ./১৪০৫হি.) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২

[২৪]. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০

[২৫]. মিরকাতুল মাফতীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬

[২৬]. wgkKvZzj gvmvexn, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৫

[২৭]. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৪৯

6. nv'x‡mi ï×Zv I 'ejZvi e¨vcv‡i I jvgv‡q †Kiv‡gi e³e¨ Dc¯'vcb
যেমন মোল্লা আলী ক্বারী (র.) উবাদা বিন সামেত থেকে বর্ণিত এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন :

عن عبادة بن صامت قال كنا خلف النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الفجر فقرا فثقلت عليه القران فلما فرغ قال لعلكم تقرئون خلف امامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لاصلاة لمن لم يقراء[২৮]

(উবাদা বিন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমরা রাসূল (সা.) এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করছিলাম। তিনি ক্বেরাত পড়ছিলেন হঠাৎ কেরাত পড়াটা তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাড়াল। যখন নামাজ পড়া শেষ হল তখন তিনি আমাদেরকে বললেন; হয়ত তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়েছ। আমরা বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ভিন্ন অন্য কোন ক্বেরাত পড়বে না। কারণ সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হয় না।

ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের সমালোচনা করেছেন যা নিম্নরূপ :
ইমাম তিরমিযী বলেন; হাদীসটি حسن
الدار قطني বলেন : হাদীসটির সনদ হাসান حسن কারণ এর ক্বারীগণ বিশ্বস্ত
خطابي বলেন : হাদীসটির সনদ ভালো এতে কোন দোষ নেই
حاكم বলেন : হাদীসটির সনদ ন্যায়সম্মত
بريقي বলেন : হাদীসটি [২৯]صحيح

7. nv'x‡mi e¨vL¨vq nv'xm kv¯¿we'M‡Yi e³‡e¨i D‡jøL KiY
যেমন : وما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا হাদীসটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী ইমাম বুখারীকে (র.) উদ্ধৃত করে বলেন, "হাদীসটি ঐ ব্যক্তির প্রযোজ্য যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে لا اله الا الله وان محمدا বললো এবং কোন ফরজ ইবাদতের সময় আসার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করলো।"[৩০]

8. wdKnx gZv‰bK¨ e¨vL¨vKiY Ges nvbvdx gvhnve‡K cÖvavb¨ 'vb
যেমন : উবাদা বিন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, মোক্তাদীদের জন্য সূরা ফাতেহা পড়া সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, মোক্তাদীদের জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দুটি বক্তব্যের নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে সবধরণের সমাজেই মোক্তাদীদের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র.) ও এই মতামত পোষণ করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে, মোক্তাদীদের জন্য কেরাত পড়া ফরজ শুধুমাত্র ঐ সমস্ত সালাতের ক্ষেত্রে যেখানে ইমাম সাহেব অনুচ্চস্বরে কেরাত পড়েন। অন্যথায় নয়।
ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, কোন ধরণের সালাতেই মোক্তাদীরা সূরা ফাতেহা পড়বে না।
ইমাম মুহাম্মাদ (র.) শাফেয়ী (র.) এর দ্বিতীয় বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। অর্থাৎ অনুচ্চস্বরে সালাতের ক্ষেত্রে মোক্তাদীদের জন্য সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ।

---

[২৮]. wgkKvZj gvmvexn, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ৮৪৫
[২৯]. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ৩০১
[৩০]. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৯৯

তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী, ইমাম মুহাম্মাদ (র.) ইমাম আবু হানিফা (র.) এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এর একটি বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, ইমামের পিছনে মোক্তাদীর জন্য ক্বেরাত পড়া অনুচিৎ।[৩১]

9. nv‘x‡mi e¨vL¨vq cieZx© Av‡jgM‡Yi gZvgZ MnY

কখনো কখনো মোল্লা আলী ক্বারী (র.) হাদীসের শব্দসমূহ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতামত উল্লেখ করেছেন। যেমন, ইমাম গাজালী (র.) কে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, “মৃত্যুর চেয়ে বিশ্বাস সন্দেহের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।” আল্লামা রাগেব ইসফাহানীকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, “মৃত্যু হলো জান্নাতে পৌঁছার একটি মাধ্যম, বাহ্যিক দৃষ্টিতে একে ধ্বংস মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা নতুন জীবনের সূচনা। এবং তা জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা।”

তিনি সমস্ত মতামত হুজুর (সা.) এর কথার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ না যে চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনবে সে সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। মৃত্যুকে মৃত্যুর পর পূনর্জীবনকে বিশ্বাস করা এবং তাকদীর বিশ্বাস করা।[৩২]

10. Avi‌we fvlvixwZi cwZ ¸iæZv‡ivc

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আরবি ভাষা রীতির প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন এই হাদীসটি : عن انس ان النبى عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك[৩৩]

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) মিরকাত গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা.) এবং তার পিছনে মুয়াজ (রা.) বাহনে ছিলেন। এটি حال হয়েছে যা اسم ان ও خبر ان এর মাঝে আলাদা বাক্য হিসেবে এসেছে। (قال يامعاذ হে মুয়াজ (لبيك) (لب) শব্দ থেকে নির্গত হয়ে সীমাবদ্ধতা ছাড়াই পুনরাবৃত্তি বুঝানোর জন্য مضاف হিসেবে تثنيه এর সীগাহ। অর্থাৎ আমি আপনার জন্য উত্তরের পর উত্তর দিলাম অথবা আমি আপনার আনুগত্য বার বার মেনে নিলাম।

رسؤل الله থেকে حرف النداء বাদ দেয়া হয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝানোর জন্য আর سعديك শব্দটি لبيك উপর عطف হয়েছে।[৩৪]

11. Avi‌we KweZv cgvY wn‡m‡e Dc¯vcb

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র.) তার ব্যাখ্যায় নাহুবিদদের মতো কবিতা নিয়ে এসেছেন। উদাহরণ সরূপ কবি কোশায়রির এই কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

اذا افشيت سرك ضيق صدر
اصابتك الملامة والندمة
وان اخلصت يوما فى فى فعال
تنال جزائه بالاستقامة

কবিতার অর্থ : তুমি যখন তোমার গোপন বিষয় প্রকাশ করলে তোমার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তোমাকে পেয়ে বসল তিরস্কার ও অনুতাপ। তুমি যদি একদিনও কোন আমল একান্তভাবে কর তাহলে স্থায়ী ভাবে তার প্রতিদান পাবে।

---

[৩১]. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ৩০১

[৩২]. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ১৭৭

[৩৩]. wgkKvZj gvmvexn, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৫

[৩৪]. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৯৯

মোল্লা আলী ক্বারী কবিতাটি হুজুর (সা.) নিম্নোক্ত হাদীসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। قل امنت بالله فاستقم[৩৫] (তুমি বল আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি অতপর অবিচল থাক) এখানে استقامة এর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্যই মোল্লা আলী ক্বারী কবিতাটি উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোন কাজের সফলতা ও পূর্ণতা استقامة তথা অবিচলতার উপর নির্ভর করে আর যে অবিচল নয় তার সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। [৩৬]

12. mvnvex‡'i ga¨ †_‡K hviv ivex Zv‡'i cwiPq D‡jøL

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র.) ব্যাখ্যাকৃত হাদিসটি যে সাহাবী বর্ণনা করেছেন তার জীবনী মিরকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পূর্বে উল্লেখকৃত কোন সাহাবীর জীবনীর পুনরাবৃত্তি বর্জন করেছেন এ কথা বলে যে তার জীবনী পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

13. Aa¨vqmg‡ni Av‡jvP¨ wel‡qi msw ক্ষß cwiPq

খতীব বাগদাদী তার গ্রন্থ মিশকাত শরীফে একটি অধ্যায়ের অধীনে অনেকগুলো পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যেমন-صلوٰة অধ্যায়ের অধীনে তিনি المواقيت مدافع الصلاة ماجد اذان নামে চারটি পরিচ্ছেদ নিয়ে এসেছেন। আল্লামা মোল্লা আলী এই সমস্ত অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তকারে তুলে ধরেছেন।

14. nv'x‡mi gZb c_g eÜbxi gv‡S D‡jøL

তিনি হাদীসের মূল শব্দসমূহকে প্রথম বন্ধনীর মাঝে উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যাতে, পাঠক সহজেই হাদীসকে ব্যাখ্যা থেকে আলাদা করতে পারে যেমন : (الصوم جنة)[৩৭]

15. agxq wel qvejxi mv‡_ mv‡_ mvgwRK wel qvejx I ˆ'bw›'b Af¨vmMZ wel‡qi D‡jøL

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র.) কেবল ধর্মীয় বিষয়াবলীর ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি বরং পবিত্র মক্কা নগরীর দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবন ও কার্যাবলী নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের যুগে চতূর্থ আজান উদ্ভাবিত হয়েছে। তা হলো মসজিদে খতীবের প্রবেশ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য আজান।"[৩৮]

তিনি আরো বলেন, "এটা বড়ই আশ্চার্যের বিষয় যে, আমাদের ওলামায়ে কেরামগণ তাদের থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করে থাকেন এবং তা উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যয় করেন। অথচ তারা উপঢৌকনটি কোথায় থেকে আসল তা নিয়ে চিন্তা করেন না।[৩৯]

এসব কথা তিনি নিম্নোক্ত হাদীসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে (لقد تاب توبة لو تاب صاحب مكس لغفرله) আরেকটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেন, "আমাদের যুগে এর চেয়ে ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তা হলো বিত্তবানদের অনেক উটের মালিকানা থাকা এবং দরিদ্রের উট নিয়ে তামাশা করা। বিত্তশালীদের উট অনেক সময় হজ্জের সময় ভাড়ায় খাটানো হয়। সে সময় তারা অনেক সামগ্রী উট থেকে ফেলে দিয়ে নিজেরা নিয়ে নেয়।[৪০]

---

[৩৫]. wgkKvZj gvmvexn, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৫
[৩৬]. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৮৫
[৩৭]. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৮৬
[৩৮]. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ২০২
[৩৯]. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৭১
[৪০]. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ২১৯

16. الكتب الممتعة Gi Dci wbfikxjZv

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র.) الكتب الممتعة উপর নির্ভর করেছেন। অধিকাংশ হানাফী আলেমগণ الكتب الممتعة এর উপর নির্ভর করে থাকেন। الكتب الممتعة বলতে সাধারণত নিচের কিতাবগুলোকে বুঝানো হয় :

১. ইমাম মালেক (র.) এর مؤطا । যা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্‌শাইবানী রেওয়ায়েত করেছেন। যে গ্রন্থটি ইমাম শাফেয়ী এর মতে আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

২. ইমাম আবু হানিফা (র.) এর مسند الامام ابي حنيفة। যা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্‌শাইবানী রেওয়ায়েত করেছেন। যা কিতাবুল আসার নামে প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ হাদীস বিশুদ্ধ সনদে হাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথীদের থেকে তাঁরা ইবনে মাসউদ থেকে এবং রাসূল (সা.) এর অন্যান্য সাথীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্‌শাইবানী কর্তৃক লিখিত كتاب الحجج

৪. ইমাম, আল হাফিজ, শাইখুল হাদীস আবু জাফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ ইবন আব্দুল মালিক ইবন সালামাহ ইবন সুলাইমান ইবন খব্বাব আল আযাদী আল হাজারী আল মাসরী আত-তাহাবী (র.) এর معاني الاثار

৫. ইমাম আবু জাফর তাহাবীর (র.) مشكل الاثار যা এখনো প্রকাশিত হয়নি।

৬. আল জামি‘ আস সহীহ লিল ইমাম বুখারী

৭. আস সহীহ লিল ইমাম মুসলিম

৮. আল জামি‘ আত তিরমিযী

৯. সুনান আন নাসায়ী

১০. সুনানে আবু দাউদ

১১. সুনানে ইবনে মাজাহ

১২. সুনানে দারিমী

১৩. সুনানে আবু দাউদ তায়ালিসী

১৪. সুনানে দারে কুতনী

১৫. বদরুদ্দীন আইনী কর্তৃক লিখিত সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ عمدة القاري

১৬. ইবনে হাজার আসকালানী কর্তৃক লিখিত সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ فتح الباري

১৭. ইমাম নববী কর্তৃক লিখিত সহীহ মুসলিম ব্যাখ্যাগ্রন্থ।[৪১] ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ।

১৮. جامع المسانيد এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, কাযীউল কুযাত আবুল মুয়াইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইবন মাহমুদ ইবন মুহাম্মাদ আল খাওয়ারিজমী (র.)

[৪১]. আব্দুল বারী আল আনসারী, gKvÏvgvZZ ZvjxK Avj gLZvi Avjv wKZwej Avmvi,(লাক্ষ্ণৌ : ১৩৩৩ হি.) পৃ. ১০০

3. ÔjgAvZÕ (لمعات التنقيح) ki‡n wgkKvZ- (মিশকাতের একটি বিখ্যাত ও বিস্তারিত শরাহ)

4. ÔAv‡kÔA¨vZj jgÔAvZÕ (اشعة اللمعات)| নিম্নে এ শরাহদ্বয়ের গ্রন্থকার শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (মৃ. ১০৫২) এর জীবনী ও তাঁর রচিত শরাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

K. Ave`j nK gnwÏ‡m †`nj fxi Rxebx

bvg, esk cwiPq, esk ZwjKv I evj¨Kvj

তাঁর পুরো নাম শাইখ আব্দুল হক ইবন সাইফুদ্দীন ইবন সা'দুল্লাহ ইবন ফিরোয ইবন মালেক-মুসা ইবন ময়েযুদ্দীন ইবন আগা মুহাম্মদ তুর্ক আল বুখারী, আদ দেহলভী আল হানাফী।[৪২] তার উপনাম আবুল মাজদ।[৪৩] তার উপাধি দেহলভী[৪৪] তিনি আল হাক্কী নামেও পরিচিত ছিলেন। কারও কারও মতে আল হাক্কী ছিল তার কবি নাম।[৪৫] ভারতের সর্ববৃহৎ শহর দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করার কারণেই তাকে দেহলভী বলা হয়।[৪৬] তিনি হি. ৯৫৮/খৃ. ১৫৫১ সালে ইসলাম শাহশুরী (মৃ. ১৫৫৪ খৃ.)[৪৭] এর রাজত্বকালে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ও দ্বীনি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৮] তার পূর্ব পুরুষ আগা মুহাম্মদ তুর্ক (মৃ. হি. ৭৩৯/খৃ. ১৩৩৮) সুলতান আলাউদ্দিন খলজী[৪৯] এর আমলে (১২৯৬-১৩১৬ খৃ.) বুখারা থেকে দিল্লী আগমন করেন।[৫০] আগা মুহাম্মদ তুর্ক নিজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তাই তিনি দিল্লী আসার সময় অনেক আত্মীয় ও সহচর সাথে নিয়ে আসেন। আলাউদ্দীন খলজীর নিকট সবাই সমাদৃত হয়। আগা মুহাম্মদ তুর্ক এর যোগ্যতা ও গুণাবলী দেখে সুলতান মুগ্ধ হন। তিনি তাকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ দান করেন। তার আত্মীয় ও সহচর দিগকেও সম্মান জনক পদে নিয়োগ দান করা হয়। আগা মুহাম্মদ তুর্ক এবং তার খান্দান পরবর্তীতে সুলতানদের আমলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজে নিযুক্ত হন।[৫১] সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় গুজরাটে

---

[৪২]. মৌলভী রহমান আলী, তাযকিরা-ই উলামায়ে হিন্দ, মো: আইয়ুব কাদেরী কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত (করাচী : পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, ১৯৬১), পৃ. ২৭৬; আবদুল হাই ফখরুদ্দীন; নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খন্ড, ২য় সং. (হায়দারাবাদ ভারত: দাইরাতুল মা'আরিফ উসমানিয়া, ১৯৭৬), পৃ. ২০৬; আবদুল হক দেহলভী (র.), আখবারুল আখইয়ার, উর্দু সং., অনুবাদ - মাওলানা সুবহান মাহমুদ (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে দানেশ, তা. বি.), পৃ. ৭৬-৮০

[৪৩]. মৌলভী রহমান আলী (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৭৬

[৪৪]. নুযহাতুল খাওয়াতির (প্রাগুক্ত), পৃ. ৫২৪

[৪৫]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৫২৪

[৪৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

[৪৭]. ইসলাম শাহ শেরশাহের মৃত্যুর পর ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি পিতার মত প্রতিভাশালী না হলেও সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন না। অভিজাতগণের প্রতি তার দৃঢ় নীতির ফলে সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের বীজ রোপন করেছিলেন। নয় বৎসর রাজত্বের পর তিনি ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন। (ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পৃ. ২১৭)

[৪৮]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ৭৩

[৪৯]. আলাউদ্দীন খলজী ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। মুসলিম ভারতের ইতিহাসে তুর্কী আফগান সুলতানদের মধ্যে বিখ্যাত বিজয়ী, সুদক্ষ সেনাপতি ও সুযোগ্য শাসক হিসেবে আলউদ্দীনের নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কৃতিত্ব, খ্যাতি ও সংগঠন মূলক কার্যাবলীর দিক দিয়ে বিবেচনা করলে অনেক ক্ষেত্রে তিনি শেরশাহের এবং আকবরের অগ্রদূত হিসেবে ইতিহাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ব্যাপক নীতি ও পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত সামরিক ও বেসামরিক শাসন পদ্ধতি, মোগল আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা স্থিতিশীল কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা তার রাজত্বকালকে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়, গৌরবান্বিত ও উল্লেখযোগ্য করে রেখেছে। তিনি সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধনের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। ১৩১৬ খৃ. তিনি ইন্তেকাল করেন। (ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পৃ. ৬৮, ৮১, ৮২)।

[৫০]. আখবারুল আখইয়ার, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৭৬

[৫১]. সায়্যিদ আহমদ কাদেরী, তাযাকিরা-ই-শাইখ আবদুল হক দেহলভী (র.) (পাটনা : শাদ বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ. ৯, ১০; আখবারুল আখইয়ার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৬

একটি অভিযান পরিচালিত হয়। আগা মুহাম্মদ তুর্ক এর যোগ্যতা ও দক্ষতা লক্ষ্য করে সুলতান তাকেও আমীর উমারাদের সাথে গুজরাট বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন।[৫২]

গুজরাট বিজিত হবার পর তিনি তথায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি দিল্লী ফিরে আসলে পূর্বের চেয়ে উচ্চ পদ লাভ করেন। আগা মুহাম্মদ তুর্ক এর ১০১ (একশত এক) জন পুত্র সন্তান ছিল। এই সন্তান গুলি নিয়ে তিনি বেশ জাকজমকপূর্ণ সময় অতিবাহিত করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তার একশত জন পুত্র মৃত্যু মুখে পতিত হয়। শুধু তার বড় সন্তান ময়েযুদ্দীন জীবিত থাকে। পুত্র বিয়োগের ফলে তার সকল আরাম আয়েশ দুঃখে রূপান্তরিত হয়। শোক গ্রস্থ হয়ে তিনি রাজকীয় পদমর্যাদা ছেড়ে দেন এবং বিখ্যাত সাধক শাইখ সালাহউদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর শরণাপন্ন হন। এই সাধকের কাছ থেকে সান্ত্বনা লাভ করে তিনি পুণরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন।[৫৩] একমাত্র জীবিত সন্তান ময়েযুদ্দীন একজন দক্ষ ও যোগ্য পুরুষ ছিলেন। আগা মুহাম্মদ তুর্ক তার এই জীবিত পুত্রের কর্মদক্ষতায় খুব খুশী হন। ফলে তিনি একশত পুত্রের মৃত্যু শোক সহজেই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। আগা মুহাম্মদ তার কৃতি সন্তান ময়েযুদ্দীনকে রেখে ৭৩৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।[৫৪]

ময়েযুদ্দীনের পুত্র মালেক মুসা[৫৫] একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তার মধ্যে বিভিন্ন মুখী গুণাবলীর সমাহার লক্ষ্য করা যায়[৫৬] তিনি সুলতান ফিরোয শাহ তুগলক[৫৭] (মৃ.১৩৮৮ খৃ.) এর রাজত্বের অবসানের পর রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে কিছুদিন দিল্লীর বাইরে অবস্থান করেন। অল্প দিন পর তিনি পুণরায় দিল্লী ফিরে (১৩৯৮ খৃ.) এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। এরপর তার খান্দানের আর কোন ব্যক্তি দিল্লীর বাইরে যাননি।[৫৮] মালেক-মুসার কয়েকটি সন্তানের মধ্যে ফিরোয (মৃ. ৮৬০ হি.) নামক একটি বিচক্ষণ সন্তান ছিলেন। ফিরোয একজন উচ্চ স্তরের বিদ্যান ও বীর পুরুষ ছিলেন। যুদ্ধ-বিদ্যা, কবিত্ব, দানশীলতা, নম্রতা, খোদাপ্রেম সহ বিভিন্নমুখী গুণাবলী তার মধ্যে পাওয়া যায়।[৫৯] তিনি সুলতান বাহলুল খাঁন লোদীর[৬০] রাজত্বের (১৪৫১-১৪৮৯ খৃ.) প্রারম্ভিককাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি বাহরাইজ নামক

---

৫২. শাইখ আবদুল হক দেহলভী, জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল-মাহবুব (চট্টগ্রাম : বাইতুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯২), পৃ. (ভূমিকা) ৩

৫৩. আখবারুল আখইয়ার, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৭। সালহউদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায়নি।

৫৪. তাযকিরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫৫. ময়েযুদ্দীন এবং মালেক-মুসার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায়নি।

৫৬. তাযকিরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫৭. ফিরোয শাহ তুগলক ১৩৫১ খৃ. দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তার সিংহাসনে আরোহনের সাথে সাথে দলে শৃংখলা ও জনগণের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। তিনি অত্যন্ত সুবিচারক এবং উদার শাসক হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছেন। তার শাসন ব্যবস্থা ইসলামী ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি অবৈধ কর রহিত করে দেন। নির্মাতা হিসেবে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি বিচার ব্যবস্থার ও সংস্কার সাধন করেন। এ সময় মুফতী ও কাজীগণ বিচার করতেন মুফতী গণ আইন ব্যাখ্যা করতেন এবং কাজী বিচারের রায় দিতেন। ৩৮ বছর শাসন পরিচালনার পর ১৩৮৮ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পৃ. ১০২-১১১; জিয়াউদ্দীন বারনী, তারিখ-ই ফিরুযশাহী, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৪৬৩)।

৫৮. তাযকিরা, পৃ. ১১

৫৯. আখবারুল আখইয়ার, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৭৭; তাযকিরা, পৃ. ১১

৬০. বাহলুল খাঁন লোদী ছিলেন আফগান জাবির লোদী উপদল সম্ভুত। ১৪৫১ সালে তিনি যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন সাম্রাজ্যে অরাজকতা বিরাজ করছিল। তিনি রাজ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সাথে তিনি প্রথমেই তিনি মন্ত্রী হামিদ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে কারা বন্দী করেন। আফগান সুলভ সামরিক দক্ষতার সাথে তিনি জৌনপুরের মুহাম্মদ শাহ, অন্যান্য প্রাদেশিক শাসন কর্তা এবং সামন্তগণকে পুনরায় দিল্লীর সুলতানের প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছিলেন। শাসক হিসেবে বহলুল লোদী ফিরোয শাহ তুগলকের পরবর্তী দিল্লী সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্যক্তি হিসেবেও তিনি অনাড়ম্বর, দয়াবান ও ন্যায় পরায়ন ছিলেন। মোট ৩৯ বছর রাজত্ব করার পর ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিত্তর জয় করে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জালালী নামক শহরের নিকট মৃত্যুর মুখে পতিত হন। (ভারতের ইতিহাস কথা, পৃ. ১২৩,১২৪; ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পৃ. ১২৬)

Dhaka University Institutional Repository

স্থানের কোন এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধেই তিনি শাহাদাত বরন করেন (৮৬০ হি.)।[৬১] তখন তার স্ত্রী[৬২] গর্ভবতী ছিলেন। এ গর্ভেই আবদুল হক দেহলভী (র.) এর দাদা শাইখ সা'দুল্লাহর(মৃ.৯২৮ হি.) জন্ম হয়। তিনি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পিতার মতই ছিলেন। তিনি শরীয়তের ইলম অর্জনের সাথে সাথে তরীকতের ইলমও আয়ত্ব করেছিলেন। তিনি রাত্রি জাগরণ করে ইবাদাত করতেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় ইশকে-ইলাহী বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি করতেন।[৬৩] শাইখ সা'দুল্লাহর একটি সন্তানের নাম শাইখ সাইফুদ্দীন (মৃ. ১৫৮২ খৃ.)। এই শাইখ সাইফুদ্দীনের ঔরসেই শাইখ আবদুল হক দেহলভী (র.) জন্মগ্রহণ করেন।[৬৪] শাইখ সাইফুদ্দীন একজন বিদ্যান, বিচক্ষন, কবি, খোশ-মেযাজী, সূক্ষ্মদর্শী, সদালাপী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি মাত্র আট বছর বয়সে পিতাকে হারান। তথাপি তিনি বিদ্যার্জন থেকে পিছিয়ে থাকেননি। আর্থিক অনটন সত্বেও তিনি রীতিমত পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন। শিশুকাল থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খোদা-প্রেম ও দরিদ্রতা তার কাছে অধিক পছন্দনীয় ছিল। তিনি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য ও চাক-চিক্যকে ঘৃণা করতেন।[৬৫] তাই দুনিয়া অন্বেষণের জন্য তাকে ব্যস্ত থাকতে দেখা যেতনা। তার জীবন ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ততটুকু দুনিয়ার কাজেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন।[৬৬]

সাইফুদ্দীন একজন আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ ছিলেন।[৬৭] তার আধ্যাত্মিক শাইখ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিলেন শাইখ আমান পানিপথী (র.) (মৃ. ৯৯৭ হি.)।[৬৮] পূর্বে তিনি কোন এক আধ্যাত্মিক শাইখের নিকট বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এরপর তিনি যখন শাইখ আমানের সাক্ষাৎ পান তখন তার প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাকে তিনি খুব ভালবেসে ফেলেন। তখন তিনি শাইখ আমানকে বললেন, ''আমি তো পূর্বেই একজনের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছি। অথচ আপনার সাথে সাক্ষাতের পর থেকে আমার হৃদয়ে আপনার ভালবাসা গভীরভাবে স্থান পেয়েছে। এখন আমি কি করব?" শাইখ আমান জবাবে বললেন, দ্বিতীয়বার বায়াত গ্রহণ করা দূষণীয় নয়। কেননা প্রত্যেক মানুষের জন্য এটা আবশ্যকীয় যে, সে তার প্রিয় ব্যক্তির সাথেই সম্পর্ক রাখবে। অতঃপর সাইফুদ্দীন শাইখ আমানের হাতে বায়াত গ্রহণ করেন।[৬৯]'মাকাশিফাত' নামক একখানা গদ্য গ্রন্থ এবং সিলসিলাতুল বিছাল নামক একখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।[৭০] শেষ জীবনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কেউ অসুস্থতার জন্য দুয়া করতে চাইলে তিনি নিষেধ করতেন। এবং শীঘ্রই আল্লাহর সাথে মিলনের জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ জানাতেন।[৭১] তিনি মৃত্যুর পূর্বে কয়েকটি চরণ ও বাক্য লিখে দেন এবং তা কাফনের সাথে গেথে দেবার ওছিয়ত করে যান।[৭২] অতঃপর হি, ৯৯০/খৃ. ১৫৮২ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৭৩] আবদুল হক দেহলভী

---

৬১. তাযকিরা, পৃ. ১২

৬২. নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে তার স্ত্রীর নাম খুজে পাওয়া যায়নি।

৬৩. তাযকিরা, পৃ. ১২

৬৪. আখবারুল আখইয়ার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৮-৭৯

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮-৭৯। তিনি দুনিয়ার সৌন্দর্য ও মজাকে স্বপ্ন দোষের আনন্দের সাথে তুলনা করে বলতেন, ওটির আনন্দ ক্ষনস্থায়ী। সামান্য সময় এ আনন্দ বিদ্যমান থাকে। এর পর তা চলে যায়। তখন শুধু ময়লা ও বর্জ্য অবশিষ্ট থাকে;প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৬৭. আখবারুল আখইয়ার, পৃ. ১০২

৬৮. তার নাম আবদুল মালেক। আমানুল্লাহ তার উপাধি। জনসাধারণ সংক্ষেপে তাকে আমান বলে স্মরণ করে থাকে। তিনি উচ্চস্তরের সুফী ছিলেন। তাওহীদের মাসআলায় তিনি খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাসাউফ শাস্ত্রে উপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি হল ইসবাতুল আহদিয়াত। ৮৭৬ হিজরিতে তার জন্ম এবং ৯৯৭ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৬৯. আখবারুল আখইয়ার, পৃ. ১০২

৭০. তাযকিরা, পৃ. ১৯

৭১. হায়াতে শাইখ, পৃ. ৬৮-৭১

৭২. একটি চরণ এই, قدمت علي الكريم بغير زاد   من الحسنات والقلب السليم

فحمدالزاد اقبح.كل شي   اذا كان القدوم الي الكريم

(র.) এর মাতামহের নাম ছিল যয়নুল আবেদীন (মৃ. ৯৩৪ হি.)। তিনি একজন বিদ্যান ও খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় সারা বছর নফল রোযা রাখতেন। ৯৩৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৭৪]

wk ÿv Rxeb

আবদুল হক দেহলভী (র.) এর প্রাথমিক শিক্ষা তার পিতার হাতেই শুরু হয়।[৭৫] পিতা সাইফুদ্দীন (মৃ. হি. ৯৯০/খৃ. ১৫৮২) তার সন্তানকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি পরিহার করে বয়সের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মননশীল শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন।[৭৬] তার সন্তান যে বিষয় আগে পড়তে ইচ্ছুক হত তিনি সেটিই আগে পড়িয়ে দিতেন। শিশু আবদুল হক পিতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করে খুব দ্রুত কুরআন শিক্ষা করেন এবং অতি অল্প বয়সে হাতের লিখাও শিখে ফেলেন। কুরআন শরীফ শিখতে তার সময় লেগেছিল তিন মাস এবং হাতের লিখা শিখতে সময় লেগেছিল মাত্র এক মাস।[৭৭] বিদ্যালয়ের ভর্তি হবার পূর্বেই তিনি পিতার কাছে মিসবাহ, মিযান, কাফিয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো অধ্যয়ন করেন। প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে তিনি কিছু কবিতা গ্রন্থও পিতার কাছে অধ্যয়ন করেন। তিনি এ সময় পুরো কুরআন হেফজ করে ফেলেন।[৭৮] এরপর আবদুল হক দেহলভী (র.) দিল্লীর একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন।

প্রতিষ্ঠানটি দিল্লীর পুরাতন কেল্লার পার্শ্বে অবস্থিত।[৭৯] ওটি তার বাড়ী থেকে দু'মাইল দুরে অবস্থিত ছিল। প্রতিদিন তিনি দুবার পায়ে হেঁটে উক্ত বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতেন। এ হিসেবে তাকে প্রতিদিন আট মাইল হাটতে হত। সকালে সূর্য উদয়ের পূর্বেই তিনি বিদ্যালয় যেতেন। দুপুরে খাবার জন্য বাড়ী ফিরতেন। পুনরায় বিদ্যালয়ে গিয়ে রাত্রি পর্যন্ত থাকতেন। কোন প্রকার বিশ্রাম ছাড়াই তিনি প্রতিদিন এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারতেন।[৮০] তিনি এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় প্রকৃত জ্ঞানার্জন করেন। আবদুল হক দেহলভী (র.) ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। তার স্মৃতি শক্তি খুবই প্রখর ছিল। তিনি একবার কোন কিছু পড়লে বা শুনলে তা কয়েক যুগ পর্যন্ত মনে রাখতে পারতেন।[৮১] তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ও ধৈর্যশীল শিক্ষার্থী ফলে তার মেধার বিকাশ হয়েছিল আরও বেশী। তিনি বই ভালবাসতেন। পড়ার টেবিলে বসলে পৃথিবীর কোন কিছুর প্রতি তার খেয়াল থাকতনা। তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে একাগ্রচিত্তে পড়াশুনা করতেন। পড়ার টেবিলে বসার পর নিজের মাথার চুল ও পাগড়ীতে আগুন লেগে গেলেও তিনি তা বুঝতে পারতেন না।[৮২]

আবদুল হক দেহলভী (র.) দিল্লীর কিশোর বয়সেও কোন খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন না। পিতা তাকে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করতেন। কিন্তু আবদুল হক দেহলভী (র.) পিতাকে বলতেন, আমার মনের আনন্দ আসে তো লেখাপড়ার মাধ্যমে। খেলাধুলার মাধ্যমে যে আমি কোন আনন্দ পাইনা। পিতা স্বীয় সন্তানের এ কথা শুনে এ ব্যাপারে তাকে আর কোন চাপ প্রয়োগ করতেন না।[৮৩]

---

৭৩. প্রাগুক্ত, ৭২

৭৪. তাযকিরা, পৃ. ১৪

৭৫. হায়াতে শাইখ, পৃ. ৭৯

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৭৭. আবদুল হক দেহলভী (র.), ভূমিকা-আশিয়াতুল লুমআত, সাঈদ আহমদ কর্তৃক উর্দুতে উৎসটি অনূদিত, ১ম খণ্ড (নয়াদিল্লী : ইতেকাদ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮), পৃ. ৬৯-৭০; আখবারুল আখইয়ার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৬

৭৮. আখবারুল আখইয়ার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৬; হায়াতে শাইখ, পৃ. ৮৭

৭৯. মুনশী বরকত আলী, মিরআতুল হাকায়িক, (ভারত : রিয়াসাতে রামপুর, মাতবায়ায়ে আযিযী, তা. বি.) পৃ. ১০৩

৮০. আখবারুল আখইয়ার, পৃ. ৮৫

৮১. হায়াতে শাইখ, পৃ. ৮১; তাযকিরা, পৃ. ২১

৮২. নুযহা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬

৮৩. হায়াতে শাইখ, পৃ. ৮৬

আবদুল হক দেহলভী (র.) দিল্লীর বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পূর্বে পিতা তাকে স্বগৃহেই একজন যোগ্য শিক্ষার্থী রূপে গড়ে তুলেছিলেন। পিতা ছিলেন তার এক আদর্শ শিক্ষক। আর আবদুল হক দেহলভী (র.) পিতার নিকট থেকে শিক্ষা অর্জনের পদ্ধতিসমূহ সহজেই আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৮৪] পিতার নিকট থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করার পর তিনি দিল্লীর শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের[৮৫] কাছে ইলমে দ্বীনের সকল শাখার গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করে পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হন। তাঁর অধ্যয়ন নিছক অধ্যয়ন ছিলনা। বরং তা ছিল পুরোপুরি আত্মস্থ করণ। কোন বিষয় পুরোপুরি অধ্যয়ন করাই ছিল তার অভ্যাস। আংশিক অধ্যয়ন করা তার স্বভাব ছিলনা। খোদা প্রদত্ত শক্তির দ্বারা তিনি যে বিষয়ের প্রতি ঝুকে পড়তেন তাতে তিনি অতি সহজেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারতেন। তার অধ্যয়নের আর একটি দিক এই যে, তিনি পাঠ্য এবং অপাঠ্য সকল গ্রন্থ সমভাবে অধ্যয়ন করতেন। যে গ্রন্থসমূহের সাথে টীকা-টিপ্পনী থাকত সেগুলি তিনি উসতাদের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজে নিজেই আত্মস্থ করতেন।[৮৬]

তাঁর বয়স যখন বার অথবা তের বছর তখন তিনি শরহে শামসিয়া এবং শরহে আকাঈদে নাসাফী সমাপ্ত করেন। পনর অথবা ষোল বছর বয়সে মুখতাসারুল মায়ানী ও মুতাওয়ালা গ্রন্থদ্বয় পুরোপুরি অধ্যয়ন করেন।[৮৭] তার বয়স যখন আঠার কিংবা বিশ বছর তখন তিনি দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, আরবি সাহিত্য, ইসলামী আইন শাস্ত্র এবং হাদীস শাস্ত্রের গ্রন্থগুলো সমাপ্ত করেন।[৮৮] এভাবে আবদুল হক দেহলভী (র.) অতি অল্প বয়সেই জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করে দ্বীনি ও বৈষয়িক বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন।[৮৯] তিনি দিল্লীতে শিক্ষা গ্রহণ করার পর মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন আলেমদের নিকট গমন করে বিদ্যার্জন করেন।[৯০]

w' jøx‡Z wkÿv MnY mgvß Ges cieZx wek eQi

আব্দুল হক দেহলভী (র.) হি. ৯৭৬ সালে দিল্লীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করেন। তখন তার বয়স ছিল আঠার কিংবা ঊনিশ বছর। এর প্রায় বিশ বছর পর হি. ৯৯৬ সালে তিনি মক্কা শরীফ গমন করেন। এ বিশ বছর সময় তিনি দিল্লীতেই ছিলেন। এ সময় তিনি দিল্লীতে শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত থাকেন।[৯১] এ সময় সম্রাট আকবরের (মৃ. ১৬০৫ খৃ.) যুগ চলছিল। তিনি শাইখ আবদুল হক দেহলভী (র.)

---

[৮৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮১

[৮৫]. আবদুল হক দিহলভী (র.) দিল্লীর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেন ওটির শিক্ষক বৃন্দের তালিকা এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এর নাম নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। আবদুল হক দেহলভী (র.) নিজেও তার রচিত কোন গ্রন্থে এ সব শিক্ষকদের নাম ও জীবনী উল্লেখ করেননি। এ ব্যাপারে সায়্যিদ আহমদ কদেরী বলেন, আফসোস এই যে, শাইখ আবদুল হক দেহলভী (র.) তার নিজ বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্ণনা বর্ণনা করেন নি। এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ্যেও বর্ণনাও দেননি।

তিনি আরো বলেন, পিতার নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ের বিদ্যা অর্জনের পর আবদুল হক দেহলভী (র.) বাকী বিষয়গুলো কোন কোন শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেছেন তা তিনি নিজে লিখেন নি।

আবদুল হাই ফখরুদ্দীন তার নুযহাতুল খাওয়াতির গ্রন্থে আবদুল হক দেহলভী (র.) এর দিল্লীর একজন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেন। তিনি হলেন 'মুহাম্মদ মুকীম' তেলমিযুল আমীর মুহাম্মদ মুরতাজা শরীফী। তবে তিনি এ শিক্ষকের জন্ম ও মৃত্যু তারিখউল্লেখ করেন নি। তার জীবনী ও বর্ণনা করেন নি। তাযকিরা, পৃ. ২২-২৫। নুযহাতুল খাওয়াতির,পৃ. ২০৬

[৮৬]. রহমান আলী, পৃ. ২৭৭

[৮৭]. আখবারুল আখইয়ার, পৃ. ৯৭, মির'আত, পৃ. ১৬

[৮৮]. প্রাগুক্ত পৃ. ৯৭। আবদুল হক দেহলভী (র.) দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, আরবি সাহিত্য, ইসলামী আইন শাস্ত্র এবং হাদীস শাস্ত্রের যে সব গ্রন্থ পড়েন সে সব গ্রন্থের নাম জানা যায়নি। এ ব্যাপারে তার জীবনী গ্রন্থ সমূহে কিছু উল্লেখ নেই। তবে সে যুগে এসব বিষয়ের উপর লিখিত প্রায় সকল গ্রন্থই তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন বলে জীবনী লেখকদের ধারণা।

[৮৯]. লুমআত, উর্দু সং., পৃ. ৭১, মিরআত, পৃ. ১৬

[৯০]. কোন গ্রন্থে এ সব আলেমদের নাম উল্লেখ নাই। জযবুল কুলুব, পৃ. ৩

[৯১]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ৯০। দিল্লীতে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর বিশ বছর যাবৎ আবদুল হক দেহলভী (র.) কোন কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন কোন জীবনী গ্রন্থে উহার উল্লেখ নেই। তার নিজের রচনাবলীতেও এর বিবরণ নেই। আবদুল হামীদ লাহোরীর একটি গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি এ সময় শিক্ষাদান কার্য শুরু করেছিলেন। তবে আবদুল

কে ফতেহপুর সিক্রীর দরবারে যোগদানের আহবান জানান। আবদুল হক দিহলভী (র.) এ আহবান পেয়ে তথায় যোগদান করেন। কিন্তু তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে ইসলামী শরীয়াতের অবমাননাকর কিছু কিছু কাজ হতে দেখেন। সেখানে তিনি কিছু সংখ্যক তোষামোদকারী আলেম দেখতে পান।[৯২] তাদের সাহায্যে আকবর বিভিন্ন শিরক-ই কর্মকান্ড চালু করেছিলেন। কারণ এ সময় দ্বীন-ই ইলাহী প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে বিপথগামী করার প্রবণতা চলছিল।[৯৩] আবদুল হক দেহলভী (র.) এ রকম অবস্থা লক্ষ্য করে সাথে সাথে আকবরের দরবার পরিত্যাগ করেন। এ ভাবে তিনি দুনিয়ার সম্মান ও প্রতিপত্তির লোভ থেকে নিজেকে বিরত রেখে দ্বীনি কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৯৪]

wnRvh (g°v I g'xbv kixd) cwiåågY, n¾ m¤úbœ Ges nv'x‡m cwÛZ¨ ARb

আব্দুল হক দেহলভী (র.) হি. ৯৯৬ সালে মক্কা শরীফ গমন করেন। তখন তার বয়স ছিল আটত্রিশ বছর।[৯৫] সম্রাট আকবরের ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডে তার হৃদয় ও মন বিষিয়ে উঠেছিল। তাই তিনি মক্কা ও মদীনা সফরের দ্বারা মনকে সতেজ ও সুন্দর করে তুলেন।[৯৬] এখানে তিনি শাইখ আলী মুত্তাকীর (জন্ম ৮৮৫ হি.) শিষ্য একজন বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আধ্যাত্মিক সাধক আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকীর (মৃ. ১০০১ হি.) সংস্পর্শ লাভ করেন। আব্দুল হক দেহলভী (র.) এই সাধকের নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শিষ্য হবার আবেদন জানান।[৯৭] শাইখ আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী (র.) আমাদের আবদুল হক দেহলভী (র.) কে সাদরে গ্রহণ করেন।[৯৮] তিনি তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কুরআন হাদীসের ইলম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকে শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি হি. ৯৯৬ সালে এ শিক্ষকের নিকট মিশকাতের দারস গ্রহণ করেন। এর পর তার নিকট সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থগুলো তার নিকট অধ্যয়ন করেন। এভাবে আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী (র.) তাকে হাদীস শাস্ত্রের উপর জ্ঞান দান করে মুহাদ্দিসে দেহলভী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তার শিষ্য আবদুল হক দেহলভী (র.) কে সকল অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলেন। আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী (র.) তার শীষ্য আবদুল হক দেহলভী (র.) কে ইলমে তাসাউফ এর তালিম দেন। তাসাউফ এর উপর যতগুলো

হামীদ লাহোরী এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু লিখেননি। আবদুল হক দেহলভী (র.) দিল্লীতে এ সময় কি কি বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার শিক্ষা দান কার্য দিল্লীর কোন কোন স্থানে চলেছিল, এর পদ্ধতি কিরূপ ছিল, ছাত্র সংখ্যা কেমন ছিল ইত্যাদি কোন ব্যাপারেই আবদুল হামীদ লাহোরী আলোকপাত করেননি। তিনি শুধু বলেছেন, হি. ৯৯৬ সালে হজ্জে গমনের পূর্ব পর্যন্ত তার এ শিক্ষাদান কার্য অব্যাহত ছিল। আবদুল হামীদ লাহোরী, বাদশাহ নামা, ২য় খন্ড পৃ. ২১৪, ২৪২, হায়াতে শাইখ, পৃ. ৯০

[৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১, ৯২। এ সব তোষামোদকারী আলেমদের মধ্যে একজনের নাম শেখ মুবারক। তার এক পুত্র আবুল ফজলও এ দলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পৃ. ২৬৪

[৯৩]. আওরঙ্গজেব, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ইসলাম, পৃ. ২৪৬, ২৪৭

[৯৪]. জযবুল কুলুব, পৃ. ২; হায়াতে শাইখ, পৃ. ৯২

[৯৫]. মিরআত, পৃ. ২০

[৯৬]. জযবুল কুলুব, পৃ. ২০

[৯৭]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ৯১, ৯২। আবদুল হক দেহলভী (র.) মক্কায় গিয়ে আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকীর কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছিলেন,

"হে আমার শ্রদ্ধেয় নেতা! আমি একজন এমন ব্যক্তি যে, শিশু কাল থেকেই ইলম অন্বেষণ ও ইবাদতের প্রতি ঝোঁক সম্পন্ন হয়ে লালিত পালিত। আমি সাধারণ জনগণের সাথে (তেমন) মেলমেশা করার সময় পাইনা। যখন আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি ইলমের বিশেষ ভাল অংশ পেয়ে গেলাম এবং আমি এখানকার জিনিস দ্বারা নিজের প্রয়োজন পুরা করলাম তখন কতকগুলি আহলে হকুক আমাকে দুনিয়াদার মানুষের দিকে ডাকল। অতএব আমি সে সময়ের বাদশা ও আমীরদের কাছে গেলাম। তারা আমার দিকে খুব মনোযোগ দিল এবং আমার মর্যাদা সুউচ্চ করল। তারা এটাও আশা করল যে আমার দ্বারা নিজেদের দল বড় করবে এবং আমার মত দুর্বল লোকদের দ্বারাও তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। অতঃপর আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের সাথে আমাকে ছেড়ে দেননি। তিনি আমার হৃদয়ে একটি জযবা তৈরী করে দিলেন। যে জযবা আমাকে এই পবিত্র স্থানে পৌছে দিয়েছে।" হায়াতে শাইখ, পৃ.৯১ ,৯২

[৯৮]. India's Contribution to the Study of Hadith Literature,P. 174.

বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেগুলো তিনি আবদুল হক দেহলভী (র.) কে পড়িয়ে দেন।[৯৯] আবদুল হক দেহলভী (র.) মক্কা ও মদীনা শরীফে অবস্থান কালে আরও কতিপয় বিশিষ্ট মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন এবং ইলমে হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন।[১০০] তিনি হিজাযে (মক্কা মদীনায়) মোট চার বছর অবস্থান করেন।[১০১] প্রথমে মক্কায় দশ মাস অবস্থান করেন। এরপর আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি মদীনায় গমন করেন এবং মহানবী (সা.) এর রওয়া শরীফ যিয়ারত করেন। সেখানে তিনি ষোল মাস অবস্থান করেন।[১০২] মদীনায় এসে তিনি 'জযবুল কুলুব, নামক সীরাত গ্রন্থ রচনা শুরু করেন।[১০৩] অতঃপর পুনরায় তিনি মক্কায় এসে কিছুদিন অবস্থান করেন। অতঃপর হি. ৯৯৯ সালে তায়েফ গমন করেন। এরপর তৃতীয় বার মক্কায় এসে অল্প কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি এ সফরে মোট দু'বার হজ্জ সম্পাদন করেন।[১০৪] মহানবী (সা.) এর প্রতি শাইখ আবদুল হক দিহলভী (র.) এর ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা। তিনি হিজায গমনের পূর্বেই ভারতের মাটিতে বসে মহানবীর প্রশংসায় একখানি কাসিদা বা গীতি কবিতা রচনা করেন। এর চরণ সংখ্যা হল উনষাট। যখন তিনি মদীনা শরীফে পৌঁছেন তখন কাসিদাটি মহানবীর রওজা মুবারকের পার্শ্বে আবৃত্তি করে তার মনোবাঞ্ছণা পূর্ণ করেন। কাসিদা শেষ হবার পর তিনি চারবার স্বপ্নে মহানবীর সাক্ষাৎ পান।[১০৫]

wnRvh †_‡K fviZ cZ¨veZb

আবদুল হক দেহলভী (র.) ইলমের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করলে শাইখ আবদুল ওয়াহাব (র.) তাকে মাতৃভূমি ভারতে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। তিনি আবদুল দিহলভী (র.) কে ভারতে ইলমে হাদীস তথা ইলমে দ্বীন এর প্রসার ঘটানোর আহবান জানান। এছাড়া তার পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হবার জন্য তাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু ভারতের দ্বীনি পরিস্থিতি অতীব শোচনীয় হওয়ার কারণে তার মন এ দিকে ধাবিত হচ্ছিল না। তিনি শাইখকে সবিনয়ে জানালেন যে, তিনি মক্কা ও মদীনা শরীফে আরও দীর্ঘ দিন থাকতে চান।[১০৬] কিন্তু শাইখ তাকে এ অনুমতি দিলেন না। আবদুল হক দেহলভী (র.) যখন দেখলেন শাইখের নির্দেশ মান্য করে তাকে স্বদেশে ফিরে আসতেই হবে, তখন তিনি শাইখের নিকট মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর কবর জিয়ারতের জন্য বাগদাদ সফরের অনুমতি চাইলেন এবং জিয়ারত শেষে তিনি ভারত প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেন। কিন্তু শাইখ সফর লম্বা হবার আশংকায় তাকে এবারও অনুমতি দিলেন না। বরং বললেন, "তোমার মাতা, স্ত্রী ও সন্তানের সাথে মিলিত হওয়াই এখন বেশি জরুরী। তুমি বাগদাদে না গিয়েও তার (তরীকার) অনুসরণ ও তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করলে তার রূহানী দোয়া লাভ করতে পারবে। তাই দেরী না করে ভারতে গিয়ে স্বজনদের সাথে মিলিত হও।"

---

[৯৯]. তাযকিরা, পৃ. ৩৭,৩৮

[১০০]. নুযহা, পৃ. ২০৭, ২০৯। তার এ সমস্ত শিক্ষকদের মধ্যে নুযহাতুল খাওয়াতির গ্রন্থে তিনজন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। আবদুল হক দেহলভী (র.) রচিত 'যাদুল মুত্তাকীন' গ্রন্থে মক্কা ও মদীনার উস্তাদদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটি এখনও অপ্রকাশিত। ভারতের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে খোজাখুঁজি করে এ অপ্রকাশিত বইটির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। নুযহাতুল খাওয়াতির গ্রন্থে যে তিনজন শিক্ষকের নাম দেয়া আছে তারা হলেন মক্কা শরীফের কাজী আলী ইবন জারুল্লাহ ইবন জহীরাতুল কারাশী আল মাখযুমী আল মক্কী, মাদীনার শাইখ আহমদ ইবন মুহাম্মদ আবিল হাযম আল মাদানী এবং শাইখ হামীদুদ্দীন ইবন আবদুল্লাহ আস সানাদী। নুযহা, পৃ. ২০৭, তাযকিরা, পৃ. ৩৯

[১০১]. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ১৫০

[১০২]. নুযহা, পৃ. ২০৭

[১০৩]. তাযকরা, ৩৯

[১০৪]. নুযহা, পৃ. ২০৭

[১০৫]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১১৮

[১০৬]. শাইখ আবদুল হক দেহলভী (র.) যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন তিনি একেবারে হিজরত এর নিয়্যত করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। তবে মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে তার ইচ্ছা না হওয়াটা এ কথার ইংগিত বহন করে যে তিনি হিজরতের নিয়্যতই করেছিলেন। অথবা সে ইচ্ছ তার প্রথমে ছিল না। পরে রাসূলের (সা.) প্রতি তার প্রগাঢ় ভালবাসার কারণে হয়ত তিনি মক্কা ও মদীনা ছেড়ে আসতে চাননি। হায়াতে শাইখ, পৃ. ১১৯-১২৩; জযবুল কুলুব পৃ. ২, ৩

আবদুল হক দেহলভী (র.) তখন শাইখকে যুক্তি প্রদর্শন করে বললেন, আল্লাহর হক এর চেয়ে কারও হক বড় নয়। পিতা মাতা হোক অথবা স্ত্রী-পুত্র হোক সবাইকে ছেড়ে মা'রিফাত ইলাহীর অন্বেষণ এবং আত্মার পূর্ণতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাই স্বজনদের সাথে এখন মিলিত না হয়ে বাগদাদে মা'রিফাতে ইলাহীর আশায় গমন করা দুষণীয় হবে না।

শাইখ একথা শুনে তার শিষ্যকে বললেন তুমি পরিবার পরিজনের হক এর চাইতে মারিফাত প্রাপ্তিকে যে প্রাধান্য দিলে তা সঠিক নয়। কেননা শরীয়তের সকল হক আল্লাহর হক এর অন্তর্ভূক্ত। তাই পিতা-মাতা ও সন্তানের হকও আল্লাহর হক এর মধ্যে গণ্য হবে। আর শরীয়তের এ সব বিষয় পালন মারিফাত প্রাপ্তির সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

শাইখের এ বক্তব্যের পর আবদুল হক দিহলভী (রহঃ) চুপ হয়ে গেলেন। ফলে তিনি হিঃ ৯৯৯ সালের শাওয়াল মাসে অশ্রুসিক্ত নয়নে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[১০৭]

আবদুল হক দিহলভী (র.) স্বদেশে ফিরে আসার পর সমাজের যাবতীয় অসৎ কর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। আকবরের মনগড়া দীন-ই-ইলাহীর বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাড়ান। সাধারণ জনতা যেন আকবরী ফিতনা থেকে রক্ষা পায় সে ব্যাপারে তিনি কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি জনসাধারণের সামনে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি জিহ্বা এবং কলমের সাহায্যে সংগ্রাম শুরু করেন।[১০৮] আবদুল হক দেহলভী (র.) মহানবী (সা.) এর হাদীস প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন। নিজে দিল্লীতে একটি সুন্দর মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটি ছিল প্রকৃত সুন্নতে নববীর উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মহাবিদ্যালয়। আবদুল হক দেহলভী (র.) নিজে এ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। এ মহাবিদ্যালয়ে ইসলামী বিশুদ্ধ আকীদার উপর শিক্ষা দান করে জনসাধারণকে সঠিক পথে আনার ব্যবস্থা করেন। এ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক এ ব্যাপারে তৎপর ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে দীন সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করত। আবদুল হক দেহলভী (র.) এসব শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ এলাকায় দীনের সঠিক ব্যাখ্যা দানের জন্য পাঠাতেন।[১০৯]

আবদুল হক দেহলভী (র.) ছিলেন একজন কলম-সৈনিক। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করে আকবরী ফিতনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সামাজিক কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হলে হাদীসের উপর জ্ঞান দান আবশ্যক মনে করে তিনি বেশ কয়েকটি হাদীসের সংকলন ও হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন।[১১০] এ সব গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল মিশকাতের ফারসী শরাহ আশিয়াতুল লুম'আত গ্রন্থ। ফারসী ভাষায় মিশকাতের শরাহ করার ফলে জনগণ সহজেই হাদীস বুঝতে সক্ষম হয়। তখন তারা হাদীস বহির্ভূত কর্মকান্ড ছেড়ে দেয়। এবং হাদীস সমর্থিত কার্যাবলিতে উৎসাহিত হয়। এ ছাড়া হাদীসের উপর তার আরও দু'খানি গ্রন্থও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। সেগুলি হল 'মা-সাবাতা বিসসুন্নাহ' এবং শরহু সিফরুস সা'আদা। 'মা-সাবাতা বিসসুন্নাহ' গ্রন্থে বিভিন্ন মাসের ফযিলত বর্ণনা করার পাশাপাশি কতকগুলো ভ্রান্ত আকীদার উপর আঘাত হানা হয়েছে। মুহাররম ও সফর মাস সম্বন্ধে যে ভুল বিশ্বাস গুলি

---

[১০৭]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১১৯; আবদুল হক দেহলভী (র.) যদিও আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকীর নির্দেশ মোতাবেক ভারতে (স্বদেশে) ফিরে আসেন তথাপি হিজাযের প্রতি তার হৃদয়ের টান সামান্যতম কমে যায়নি। মহানবীর দেশে গিয়ে বসবাস করার আকাংক্ষা বারবার তার হৃদয়ে জেগে উঠত। তাই তিনি ওসিয়ত নামায় লিখেছেন, অর্থাৎ হে আল্লাহ। আমাকে তোমার পথে শহীদ হবার সৌভাগ্য দান কর এবং তোমার রাসুলের (সা.) শহরে যেন আমার মৃত্যু হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭, ১২৮

[১০৮]. জযবুল কুলুব, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৫

[১০৯]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১২৫, ১২৬

[১১০]. তাযকিরা, ১৪১-১৪৪

সমাজে প্রচলিত ছিল তা হাদীসের আলোকে প্রতিহত করা হয়েছে।[১১১] তাছাড়া সে যুগে মহানবীর জীবনী থেকে উপদেশ গ্রহণ করানোর জন্য তিনি বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থ রচনা করেন। এ সকল সীরাত গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ গ্রন্থ হল 'মাদারেজুন নবুওয়াত'। এ গ্রন্থে তিনি খতমে নবুয়তের উপর আলোচনা করে প্রমাণ করেন যে, মহানবীর নবুয়ত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। ফলে আকবরের দ্বীনে ইলাহী যে ভ্রান্ত এটা সাধারণ জনতা সহজেই বুঝে নেয়,[১১২] এ ছাড়া 'তাকমীলুল ঈমান' গ্রন্থে তিনি জনগণকে শুদ্ধ আকীদা অর্জনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি শিয়াদের ভ্রান্ত আকীদা রদ করে হযরত আবু বকর (র.) এর খিলাফতের পক্ষে দলীল দিয়েছেন। প্রকৃত মুসলমানদের যে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করা জরুরী সে সব বিষয় নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।[১১৩]

আবদুল হক দিহলভী (র.) তাসাউফ সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান দানের জন্য লিখনী পরিচালনা করেন। ফলে সূফীগণ উপকৃত হয়, পথভ্রষ্ট সূফীগণ পথের সন্ধান পায়।[১১৪] যে সকল সূফী শুধু 'তরীকত' এর উপর আমল করা পছন্দ করত তাদেরকে তাদেরকে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, তরীকত হল শরীয়তের অধীন; শরীয়ত তরীকতের অধীন নয়[১১৫] তাই শরীয়তের ইলম অর্জন করা সূফীদের প্রথম কর্তব্য। এভাবে সূফীদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করায় সমাজের সাধারণ মানুষও উপকৃত হয়। কেননা সে যুগে সাধারণ জনতার উপর সুফীদের অনেক বেশী প্রভাব ছিল[১১৬] তিনি ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থাবলী ও রচনা করেন। তিনি ছিলেন হানাফী মাজহাবের অনুসারী। তার প্রচেষ্টায় ভারতে 'ফিকহে হানাফীর' প্রসার ঘটে। তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় জনগণের সামনে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ফিকহে হানাফী কুরআন ও সুন্নতের সংগে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আবদুল হক দেহলভী (র.) অন্যান্য মাজহাবকেও সঠিক ও শুদ্ধ আখ্যায়িত করেছেন। হাদীস গ্রন্থগুলিতে হাদীস আলোচনা করতে গিয়েও তিনি ফিকহী মাস'আলা আলোচনা করেছেন।[১১৭] তাফসীর সাহিত্যের উপর তিনি কিছু লিখনী পরিচালনা করেন । এছাড়া ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি বিষয়েও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন।[১১৮] এ ভাবে আবদুল হক দেহলভী (র.) ষাটখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তার ছোট ছোট পুস্তক বা রিসালাগুলো সহ তার মোট রচনাবলীর সংখ্যা হল একশত ষোলখানা।[১১৯] আবদুল হক দেহলভী (র.) দিল্লীতে একখানি বিশাল পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এর পূর্বে দিল্লীতে কোন পাবলিক লাইব্রেরী ছিলনা।[১২০] তিনি তার এ লাইব্রেরীতে হাদীস সাহিত্য, তাফসীর সাহিত্য, ফিকহ, জীবনী প্রভৃতি বিষয়ের অসংখ্য গ্রন্থ একত্রিত করেন।[১২১] ফলে এটি ভারতের উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরীর মর্যাদা লাভ করে। এ লাইব্রেরীর দ্বারা জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। তার পুত্র নুরুল হক এবং পরবর্তী বংশধরদের

---

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৫; মা-সাবাতা বিসসুন্নাহ, পৃ. ১-১০০০
১১২. মাদারেজুন নবুওয়াত, বাংলা সং., ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০-২৮৫
১১৩. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১৭৭; আবদুল হক দেহলভী (র.), তাকমীলুল ঈমান (ভারত : মুজতবায়ী প্রেস, ১৩১২ হি.), পৃ. ১-৮০
১১৪. তাযকিরা, পৃ. ৯২, ১৯৪
১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬, ১৪৮
১১৮. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১৬০
১১৯. জযবুল কুলুব, পৃ. ৫
১২০. Indian's contribution to the study of Hadith Literature (Ibid.) p. 184.
১২১. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১৫৪ । আবদুল হক দেহলভী (র.) যেহেতু জীবনের অধিকাংশ সময় গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ সংকলনের নিমগ্ন থাকেন, তাই তিনি সারা জীবন ধরে আরব-অনারব লেখকদের সর্ববিষয়ে গ্রন্থাবলী তার লাইব্রেরীতে জমা করেন। এ সমস্ত জমাকৃত গ্রন্থরাজী অধ্যয়ন করে সাধারণ জনতা উপকৃত হয়। আবদুল হক দেহলভী (র.) নিজেও এ সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তার নিজের গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে এ সকল গ্রন্থ সহায়ক হয়েছিল। শরহু সিফর আস-সাআদা গ্রন্থ রচনার সময় হাদীস তাফসীর এবং ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থের একটি স্তুপ তিনি নিজের সামনে রাখেন 'আখবারুল আখইয়ার' লিখার সময় ইসলামী ভারতের সমস্ত ধর্মীয় সাহিত্য তার দৃষ্টিতে ছিল।

দ্বারা এটি দীর্ঘদিন সংরক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা, শিখ এবং জাটদের দ্বারা দিল্লীতে রাজনৈতিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হবার পূর্ব পর্যন্ত এটি সুন্দরভাবে শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করছিল।[১২২]

gvhnve I AvKx'v

আবদুল হক দেহলভী (র.) এর মাযহাব ছিল হানাফী।[১২৩] তিনি আজীবন হানাফী মাযহাব পালন করে যান এবং এ মাযহাবের প্রসারকল্পে গ্রন্থ রচনা ও শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করেন।[১২৪] তবে মক্কা শরীফে অবস্থান করার সময় তিনি শাফেয়ী মাযহাবের প্রতি সামান্য অনুরক্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হন। শাইখ আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী (মৃ. ১০০১ হি.) এটা জানতে পারেন। তিনি তার শিষ্য আবদুল হক দেহলভী (র.) এর সামনে ইমাম আবু হানিফা (র.) এর জীবন বৃত্তান্ত ও কর্মাবলী তুলে ধরেন। ফলে আবদুল হক দেহলভী (র.) হানাফী মাযহাবের উপর অটল থাকেন।[১২৫] ফিকহে হানাফী ভারতে পুরোপুরি চালু করার চেষ্টা করে যান। তিনি এটা প্রমাণ করেন যে, হানাফী মাযহাব কুরআন এবং সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত।[১২৬] এটা কিয়াস[১২৭] এর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য মাযহাবের মত শরীয়াত সমর্থিত কিছু কিছু জায়গায় কিয়াসের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।[১২৮] আবদুল হক দেহলভী (র.) এর আকীদা ছিল পুরোপুরি আহলুস সুন্নত এর আকীদা। আল্লাহর গুণাবলী, আল্লাহর নিষ্কলংকতা, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, মিরাজ স্বশরীরে হওয়া, শাফায়াতের সত্যতা, জান্নাত ও দোযখের সত্যতা, তওবা কবুল হওয়া, কবরের আযাব, রাসূলের মুজিযা, হাশরের ময়দানে বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি সত্য ও সঠিক আকীদা রাখতেন, যা পরিপূর্ণরূপে আহলুস সুন্নাতের আকীদা ছিল।[১২৯]

kvqL Ave'j n‡Ki D‡jøL‡hvM¨ wkÿKe›'

১. mvBdÏxb (g. 990wn./ 1582L.) : আবদুল হক দেহলভী (র.) এর সর্বপ্রথম শিক্ষক ছিলেন তাঁর পিতা সাইফুদ্দীন[১৩০]। আবদুল হক দেহলভী (র.) দিল্লীর বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পূর্বে পিতা তাকে স্বগৃহেই একজন যোগ্য শিক্ষার্থী রূপে গড়ে তুলেছিলেন। পিতা ছিলেন তার এক আদর্শ শিক্ষক। আর আবদুল হক দেহলভী (র.) পিতার নিকট থেকে শিক্ষা অর্জনের পদ্ধতিসমূহ সহজেই আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৩১]

---

[১২২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

[১২৩]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১১১

[১২৪]. তাযকিরা, পৃ. ১৪৬-১৪৯

[১২৫]. হায়াতে শাইখ, ১১১

[১২৬]. তাযকিরা, পৃ. ১৪৬-১৪৮

[১২৭]. কিয়াস শব্দের মূল অর্থ হল পরিমাপ, সমর্থন এবং সমতা। হানাফীগণ বলেন, কিয়াস হল আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যা সমাধানের মোকাবেলায় কুলিয়ে উঠে না বা মূল আইনের শুধু ভাষা যখন তার উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করেনা, তখন মূল আইন থেকে ইলাতের সূত্রে বা মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়; তাতে আইনের যে বিস্তৃতি ঘটে তাই কিয়াস। মালেকীগণ বলেন, মূল আইন থেকে ইলাতের মাধ্যমে বা সূত্রে যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তকে কিয়াস বলে। শাফেয়ীগণ বলেন, এটি পরিচিত জিনিসের সাথে অন্য পরিচিত জিনিস ইলাতের মাধ্যমে সমন্বয় করাকে কিয়াস বলে। আর একথা সত্য যে কিয়াসের দ্বারা নতুন আইন সৃষ্টি হয়না। নতুন আইন আবিস্কার হয় মাত্র। আইনের উৎস হিসেবে কিয়াসের স্থান আল কুরআন, আল হাদীস এবং ইজমার পরে। কিয়াস ব্যাখ্যা নয়, অনুসিদ্ধান্ত। এই অনুসিদ্ধান্তের মূল হল কুরআন, হাদীস এবং ইজমা। স্যার আবদুর রহীম ইসলামী আইন তত্ত্ব, অনুবাদ-গাজী শামসুর রহমান, ২য় খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪), পৃ. ১১৪-১১৫

[১২৮]. তাযকিরা, পৃ. ১৪৭

[১২৯]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১১৭

[১৩০]. শাইখ সাইফুদ্দীন একজন আলেম, ধার্মিক, বিদ্যান ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন।

[১৩১]. আখবারুল আখইয়ার, পৃ. ৭৮, ৭৯, ১০২

2. gnv¤§‘ gKxg †Zjwghj Avgxi giZvRv kixdx : পিতার নিকট থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করার পর তিনি দিল্লীর শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের কাছে ইলমে দ্বীনের সকল শাখার গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করে পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হন। এ প্রতিষ্ঠানের যে শিক্ষকের নিকট তিনি সবচেয়ে বেশী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন তিনি হলেন মুহাম্মদ মুকীম তেলমিযুল আমীর মুরতাজা শরীফী।[১৩২]

3. Ave‘j Iqvnve gËvKx (g. 1001 wn.) : আব্দুল হক দেহলভী (র.) এই সাধকের নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শিষ্য হবার আবেদন জানান।[১৩৩] শাইখ আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী (র.) আমাদের আবদুল হক দেহলভী (র.) কে সাদরে গ্রহণ করেন।[১৩৪] তিনি তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কুরআন হাদীসের ইলম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকে শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি হি. ৯৯৬ সালে এ শিক্ষকের নিকট মিশকাতের দারস গ্রহণ করেন। এর পর তার নিকট সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থগুলো তার নিকট অধ্যয়ন করেন। এভাবে আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী (র.) তাকে হাদীস শাস্ত্রের উপর জ্ঞান দান করে মুহাদ্দিসে দেহলভী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

4. KvRx Avjx Beb Rviæjøvn Beb RnxivZj Kvikx Avj gvLhgx Avj gv°x[135]

5. kvBL Avng‘ Beb gnv¤§‘ Awwej nvhg Avj gv‘vbx[136]

6. kvBL nvgx‘Ïxb Beb Avãjøvn Avm mvbv‘x[137]

Ava¨vwZ¥K wkÿ Ke›‘
1. mvwq¨‘ gmv wMjvbx[138]
2. kvBL IqvwRn DwÏb[139]
3. Ave‘j Iqvnve gËvKx (g. 1001 wn.)

---

[১৩২]. মুহাম্মদ মুকীম তেলমিযুল আমীর মুরতাজা শরীফীর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় নি। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

[১৩৩]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ৯১, ৯২। আবদুল হক দেহলভী (র.) মক্কায় গিয়ে আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকীর কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছিলেন,

"হে আমার শ্রদ্ধেয় নেতা! আমি একজন এমন ব্যক্তি যে, শিশু কাল থেকেই ইলম অন্বেষণ ও ইবাদতের প্রতি ঝোঁক সম্পন্ন হয়ে লালিত পালিত। আমি সাধারণ জনগণের সাথে (তেমন) মেলামেশা করার সময় পাইনা। যখন আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি ইলমের বিশেষ ভাল অংশ পেয়ে গেলাম এবং আমি এখানকার জিনিস দ্বারা নিজের প্রয়োজন পুরা করলাম তখন কতকগুলি আহলে হকুক আমাকে দুনিয়াদার মানুষের দিকে ডাকল। অতএব আমি সে সময়ের বাদশা ও আমীরদের কাছে গেলাম। তারা আমার দিকে খুব মনোযোগ দিল এবং আমার মর্যাদা সুউচ্চ করল। তারা এটাও আশা করল যে আমার দ্বারা নিজেদের দল বড় করবে এবং আমার মত দুর্বল লোকদের দ্বারাও তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। অতঃপর আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি তাদের সাথে আমাকে ছেড়ে দেননি। তিনি আমার হৃদয়ে একটি জযবা তৈরী করে দিলেন। যে জযবা আমাকে এই পবিত্র স্থানে পৌছে দিয়েছে।" হায়াতে শাইখ, পৃ. ৯১, ৯২

[১৩৪]. *India's Contribution to the Study of Hadith Literature*, P. 174.

[১৩৫]. তিনি আবদুল হক দেহলভী (র.) এর হিযাজের শিক্ষক। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় নি।

[১৩৬]. তিনি আবদুল হক দেহলভী (র.) এর হিযাজের শিক্ষক। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় নি।

[১৩৭]. নুযহা, পৃ. ২০৭

[১৩৮]. সায়্যিদ মুসা গিলানীর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় নি। তিনি কাদেরী সিলসিলার একজন উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। হি. ৯৮৫/১৫৭৭ সালে আব্দুল হক দেহলভী (র.) তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। দ্র. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১৩০

[১৩৯]. শাইখ ওয়াজিহ উদ্দিনের জন্ম হি. ৯১০ সালে কিন্তু মৃত্যু তারিখ জানা যায় নি। তিনি ইলমে যাহেরীর অনেক বড় পন্ডিত ছিলেন। তিনি আহমদাবাদের একজন শ্রেষ্ঠ মুয়াল্লিম বা শিক্ষক ছিলেন। ৯৯৫ হিজরীতে হজ্জে যাত্রাকালে আব্দুল হক দেহলভী (র.) তাঁর সাক্ষাৎ পান।

4. LvRv evKx wejøvn bKke›‘x (g. 1012 wn.) [140]
5. mvBdÏxb (g. 990wn./ 1582L.)
6. kvBL gwnDÏxb Avãj Kv‡‘i wRjvbx (i.)[141]

kvqL Ave‘j n‡Ki D‡jøL‡hvM¨ QvÎe›‘

১. খাজা খারেন্দ মুয়ীনুদ্দীন (মৃ. ১০৮৫ হি.)

২. খাজা হায়দার পাতলু (মৃ. ১০৫৭ হি.)

৩. বাবা দাউদ মিশকাতী কাশ্মীরী

৪. শায়খ এনায়েতুল্লাহ মুহাদ্দিসে কাশ্মীরী (মৃ. ১১৯৫ হি.), ইনি ৩৬ বৎসর পর্যন্ত হাদীসের দারস দিয়েছেন

৫. মীর সাইয়েদ মুবারক বিলগিরামী (মৃ. ১১১৫ হি.), তিনি শামায়েলুন্নবী ও হিসনে হাসীনের ফারসী ব্যাখ্যা লিখেন

৬. মীর আবদুল জলীল বিলগিরামী (মৃ. ১১৩৮ হি.), তিনি আসমাউর রিজাল বিষয়ে পারদর্শী মুহাদ্দিস ছিলেন

৭. মীর আযাদ বিলগিরামী (মৃ. ১২০০ হি.), তার হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর নাম

৮. আজ জুয়ুদ্দুরারী শরহে সহীহিল বুখারী।

৯. শামামাতুল আম্বর ফী মা আরাদা ফিল হিন্দে মিন সাইয়েদিল বাশার

১০. সুবহাতুল মুরজান ফী আসারে হিন্দুস্থান

১১. মখদুম সায়াদা ফী হুসনে খাতিমাতুল সায়াদা

১২. মোল্লা সোলায়মান আহমদাবাদী। তিনি শায়খ দেহলভীর শাগরিদ ছিলেন। আহমদাবাদে এখনও তাঁর হাদীসের সিলসিলা জারী রয়েছে

১৩. মাওলানা হায়দার কাশমিরী (মৃ. ১০৫৭হি./১৬৪৭খৃ.)

১৪. শায়খ আব্দুল জলীল ইলাহ আবাদী (মৃ. ১১১৪ হি.)

১৫. মাওলানা শাকের মুহাম্মদ দেহলভী (মৃ. ১০৬৩ হি.)

১৬. শাইখ আব্দুল্লাহ দেহলভী (মৃ. ১০৭৪ হি.)

১৭. মাওলানা সাদেক দেহলভী (মৃ. ১০৫২হি.)

১৮. শাইখ ত্বৈয়ব বেনারসী (মৃ. ১০৪২হি.)

১৯. মাওলানা সুলাইমান করদ

২০. শাইখ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (মৃ. ১০৯৬ হি.)

---

[১৪০]. খাজা বাকী বিল্লাহ নকশবন্দী (মৃ. ১০১২ হি.) আব্দুল হক দেহলভী (র.) এর একজন উল্লেখযোগ্য আধ্যাত্মিক গুরু। মক্কা শরীফ থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর আব্দুল হক দেহলভী তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। আখবারুল আখইয়ার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩

[১৪১]. আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর নিকট তিনি স্বপ্নে বায়াত গ্রহণ করেন। মিরআত, পৃ. ৩৫

nv'xm kv‡¯¿i cW'vb I Mš' cYqb

হাদীস শাস্ত্রে আব্দুল হক দেহলভী (র.) এর অবদান অপরিসীম[১৪২]। হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর আব্দুল হক দেহলভী (র.) ইলমে হাদীসের জ্ঞান সম্প্রসারনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন[১৪৩]। হাদীসের দরস দান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন[১৪৪] এবং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করণের[১৪৫] মাধ্যমে তিনি হাদীসের জ্ঞান উপমহাদেশে ছাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস পান[১৪৬]। তাছাড়া আব্দুল হক দেহলভী (র.) গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রকে সমৃদ্ধশালী করে অমরত্ব লাভ করেন[১৪৭]। তাঁর রচিত ও সংকলিত হাদীস গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্ন প্রদত্ত হল।

iPbvejx

হাদীস, তাফসীর ও তারীখ প্রভৃতি বিষয়ে তার এক শতের মত কিতাব রয়েছে। নীচে তার কতিপয় কিতাবের নাম দেয়া গেল :

১. 'আত্তারীকুল কাভীম ফী শরহে সিরাতিল মুস্তাকিম'। 'সফরুস্ সায়াদাত' গ্রন্থের ফারসী ব্যাখ্যা।
২. 'আশ্‌য়াতুল-লুমায়াত ফিল মিশকাত' । মিশকাত শরীফের ফারসী অনুবাদসহ সংক্ষিপ্ত অথচ অতি মূল্যবান শরাহ।
২. 'লুময়াতুত-তানকীহ্ ফী শরহে মিশকাতিল মাসাবীহ'। আরবীতে এটা মিশকাত শরীফের একটি বিস্তারিত শরাহ।
৩. 'আল-ইকমাল ফী আস্‌মাইর রিজাল'
৪. 'জামেউল বারাকাতুল মুন্‌তাখাব'। এতে তিনি মিশকাত শরীফের প্রত্যেক অধ্যায়ের কতিপয় হাদীস নির্বাচন করে অত:পর ওটার এমনভাবে শরাহ করেছেন যাতে সমস্ত অধ্যায়ের বিবরণ জানা যায়।
৫. 'মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ্ ফী আইয়ামিস্ সানাহ'। এতে মাস ও দিনের ফজীলত সম্পর্কীয় হাদীস জমা করা হয়েছে।
৬. 'আল-হাদীসুল আরবায়ীন'
৭. 'তরজুমাতুল আহাদীসিল আরবায়ীন'
৮. 'দস্তুরে ফায়যুন নূর'
৯. 'যিকরুল ইজাজাতিল হাদীস ফিল কাদীমে ওয়াল হাদীস'
১০.'মাদারিজুন নবুয়ত' ফারসীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরাট জীবনী গ্রন্থ। প্রকাশিত
১১.'কাশফুল এখতেবাস ফি আহকামিল লেবাস' এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর লেবাস সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে।
১২.আসমাউর রিজাল ওয়ার রুয়াতুল মাজকুরিনা ফি কিতাবিল মশাকাতি।
১৩.রিসালাহ্- ই আকসামিল হাদীস।

---

১৪২. হায়াতে শাইখ, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৯৭

১৪৩. মক্কা ও মদীনা শরীফে হাদীস শাস্ত্রে অধ্যয়ন করার পর আব্দুল হক দেহলভী (র.) বড় পীরের মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাগদাদ যাবার ইচ্ছা পোষণ করেন। বরং তিনি আব্দুল হক দেহলভী (র.) কে ভারত প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন এবং ভারত বাসীকে হাদীস ও দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার আহবান জানান। হায়াতে শাইখ, পৃ. ১১৯

১৪৪. তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিতে তিনি নিজেও শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া তিনি এ প্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ শিক্ষক নিযক্ত করেও হাদীস শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা করেন। হায়াতে শাইখ, পৃ. ৪৩-১২৬

১৪৫. এ লাইব্রেরীতে আরব- অনারব বিভিন্ন দেশের অসংখ্য কিতাবের স্তুপ ছিল। *Indians contribution to the study of Hadith lietature*, (IBID) P.184.

১৪৬. হায়াতে শাইখ, পৃ. ৬-৪৩

১৪৭. Indians contribution to the study of Hadith lietature P.184

১৪.রিসালাহ্- ই শব- ই বারা'আত।

১৫.তাহকীকুল ইশারা ফি তা'মীমিল বাশারা।

১৬.তরজুমাতু মকতবি নাবিয়্যে ফি তাগজিয়াতি ওলাদি মুয়ায ইবন জাবাল[১৪৮]।

১৭.রিসালাতু উসুলিল হাদীস[১৪৯]।

nv‘x‡mi †L‘g‡Z Ave‘j nK gnwÏm †‘nj fx I Zvi cwievi

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর এ হাদীস সাধনা এবং গ্রন্থজগতে তাঁর এই অবিস্মরণীয় অবদানের ফলে এদেশের হাদীস শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। 'তারীখে উলামায়ে হিন্দ' গ্রন্থ প্রণেতা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "ভারতে ইলমে হাদীসের বীজ তিনিই সর্বপ্রথম বপন করেন"। তিনি স্থায়ীভাবে হাদীসের দারস দানের কাজ করেন। তার বংশধরদের মধ্যে বহু ব্যক্তি মুহাদ্দিস হিসাবে মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী হন। এখানে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল :

১. kvqL biæj nK †‘nj fx web kvqL Avãj nK †‘nj fx (মৃ. ১০৭৩ হি.)। তিনি তার পিতার নিকটই ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পাক ভারতীয় মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণির মুহাদ্দিস। তার হাদীস সর্ম্পকীয় গ্রন্থ দুইখানি, ক. তাইসীরুল কারী ফি শরহে সহীহিল বুখারী, খ. শরহে শামায়েলুন্নবী

2. kvBL Avjx gnv¤§‘ : আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এর দ্বিতীয় পুত্র শাইখ আলী মুহাম্মদ একজন বিশিষ্ট আলেম ও পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও পিতা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখেন। তাঁর রচিত দু'টি গ্রন্থ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। প্রথমটি হল, 'খাযাইনুদ দুরার' অপরটি 'নাজাতুল মুরিদীন'।[১৫০]

3. kvBL gnv¤§‘ nwkg : আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এর তৃতীয় পুত্র শাইখ মুহাম্মদ হাশিম একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনিও পিতা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখেন। তিনি ছিলেন খুবই দূরদর্শী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি।

4. nv‡dh Ave‘m mvgv‘ dLiæÏxb Be‡b gwneŸjøvn (g, 1150 wn.)| তার গ্রন্থাবলী নিম্নরূপ : ক) মানবাউল ইলম ফী শারহে সহীহিল মুসলিম। মূলত এটা তার পিতার লিখিত গ্রন্থ; তিনি এর সম্পাদনা করেন মাত্র। খ) শরহে আইনুল ইলম, গ) শরহে হিসনে হাসীন

5. kvqLj Bmjvg Be‡b nv‡dh dLiæÏxb (g. 1175 wn.)| তার হাদীস গ্রন্থ তিনখানি :

ক) শরহে সহীহুল বুখারী, খ) রিসালা কাশফুল গিতা-আম্মা লাজিমা লিল মাওতা অল আহইয়া (মুয়াত্তা গ্রন্থের ব্যখ্যা) ও গ) রিসালা তরদুল আওহাম আন আসরিল ইমামুল হুমাম।

6. mvjvgjøvn Be‡b kvqLj Bmjvg gnwÏm (g. 1229wn.)। তিনি 'মুহাদ্দিসে রামপুরী' নামে খ্যাত। হাদীস সম্পর্কে তার নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য

১. আল মুহাল্লা বি আসরারিল মুয়াত্তা
২. তরজমায়ে ফারসী সহীহিল বুখারী
৩. তরজমায়ে ফারসী শামায়েলুন্নবী

---

[১৪৮]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১৬৪
[১৪৯]. তাযকিরা, পৃ. ১৮১, ১৮২
[১৫০]. মির'আত, পৃ. ১২৭

৪. রিসালা ফী উসুলিল হাদীস

7. kvqL mvBdjøvn Be‡b biæjøvn web biæj nK| তিনি সম্রাট আলমগীরের আমলে ‘আশরাফুল অসায়েল ফী শারহিশ শামায়েল নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

৭. kvqL gwneejøvn web biæj nK †`nj fx (Ab. 1125 wn.) তিনি তাঁর দাদা শায়খ নুরুল হক দেহলভীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি মাম্বাউল এলম নামে মুসলিম শরীফের এক শরাহ করেন। তাঁর পুত্র হাফেজ ফখরুদ্দিন একে সাজিয়ে লিখেন, ফলে এটা তাঁর নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

8. gvI jvbv biæj Bmjvg

9. gnv¤§` mv‡jg

mgmvgwqK gnwÏm : নিম্নলিখিত মুহাদ্দিসগণ হিজরি একাদশ শতকের মধ্যভাগ হতে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন,

1. মুহাম্মাদ সিদ্দীক ইবনে শরীফ (মৃ. ১০৪০ হি.)।
2. শায়খ হুসাইনুল হুসাইনী (মৃ. ১০৪৩ হি.)।
3. সাইয়েদ জা‘ফর বদরে আলম (মৃ. ১০৮৫ হি.)। তিনি তাঁর পিতা সৈয়দ জালালের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে গভর্ণর পদ দিতে চাইলে তিনি তা অস্বীকার করেন। তিনি আল ফায়জুততারী ফী শরহে সহীহিল বুখারী ও ‘রাওজাতুশ-শাহ’ নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।
4. আবুল মাজদ মাহবুবে আলম (মৃ. ১১১১ হি.), তিনি তাঁর পিতা জা‘ফর বদরে আলম এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি যীনাতুন নুকাত ফী শারহিল মিশকাত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি আরবী ও ফারসীতে কুরআনের দুটি তাফসীর লিখেন।
5. শায়খ ইয়াকুব বানানী লাহোরী (মৃ. ১০৯৮ হি.) তিনি নিম্নলিখিত তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন
   ক. আল খায়রুল জারী ফী শরহে সহীহিল বুখারী খ. আল মু‘লিম ফী শরহে সহীহিল মুসলিম গ. কিতাবুল মুসাফফা ফী শরহে মুয়াত্তা।
6. মওলানা নয়ীম সিদ্দীকী (মৃ. ১১২০ হি.) তিনি মিশকাতুল মাসাবীহর একখানি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন।
7. শায়খ মুহাম্মাদ আকরাম ইবনে আবদুর রহমান (মৃ. ১১৩০ হি.)।
8. শায়খ ইয়াহইয়া ইবনে আমীর আল আব্বাসী (মৃ. ১১১৪ হি.) ইনি (ক) ‘ইয়ানাতুল কারী শরহে মুলাসীয়াতে বুখারী (খ) আরবায়ীন (গ) তাযকিরাতুল আসহাব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।
9. শায়খ মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহবাদী (মৃ. ১১৬৪ হি.), তিনি হাদীস বিষয়ে নিম্নলিখিত ৪ খানা গ্রন্থ রচনা করেন (ক) কুররাতুল আইন ফী ইসবাতে রাফয়ে ইয়াদাইন (খ) রিসালায়ে নাজাতীয়া দর আকায়েদে হাদীসীয়া (গ) নজমে ইবরাতে সফরচ্স সায়াদা (চ) মসনভী দর তা‘রীফে হাদীস।
10. মওলানা আমীনুদ্দীন মুহাম্মাদ উমারী (মৃ. ১১৪৫ হি.)।
11. মওলানা নুরুদ্দীন ইবনে সালেহ আহমাদাবাদী (মৃ. ১১৫৫ হি.), তিনি নুরুল কারী শরহে সহীহিল বুখারী নামে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা রচনা করেন।
12. মীর্যা মুহাম্মাদ ইবনে রুস্তাম বাদাখশী (ম. ১১৯৫ হি.)। তার নিম্নলিখিত হাদীস গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য, ক) মিফতাহুন নাজা ফী মানকিবিল আবা, খ) তারাজিমুল হুফফাজ, গ) নুযুলুল আবরার বিমা সাহহা মিন মানাকিবে আহলিল বায়তিল আতহার, ঘ) তুহফাতুল মুহিব্বীন ফী মানাকিবে খুলাফায়ে রাশেদীন।
13. মীর্যা জান জলন্ধরী বিরাকী (মৃ. ১১০০ হি.) তিনি নজমুদ দুরার অল মরজানে নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।
14. মুহাম্মাদ সিদ্দীক লাহোরী (মৃ. ১১৯৩ হি.) তিনি ইযালাতুল ফাসাদাত ফী শরহে মানাকিবিস সায়াদাত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

15. শায়খ হাশেম ইবনে আবদুল গফুর সিন্দী। তিনি সহীহ বুখারী শরীফকে সাহাবাদের ক্রমিক পর্যায় পরস্পরানুযায়ী নতুনভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন।

L. 1. AwwkqvZj jg©AvZ M‡š'i chv‡jvPbv

আব্দুল হক দেহ্লভী (র.) এর হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান গ্রন্থ হল মিশকাতুল মাসাবীহ[১৫১] এর ভাষ্যগ্রন্থ আশিয়াতুল লুম'আত'[১৫২]। নিম্নে এ গ্রন্থের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হল।

আব্দুল হক দিহ্লভী (র.) হি. ১০১৯/খৃ. ১৬১১ সালে এটি রচনার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ সাত বছর সাধনার পর হি. ১০২৫/খৃ. ১৬১৬ সালে এটি রচনার কাজ সম্পন্ন হয়[১৫৩]। গ্রন্থটি ফারসী ভাষায় লিখিত। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অনুরোধে তিনি এটি রচনাকরেন। সাধারণ জনতা সহজেই হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এটা ছিল গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য। কারণ তিনি জনতেন 'আল্লামা খতীব তাবরিযির (মৃত্যু ৭৩৭ হি.) মিশকাতুল মাসাবীহ্ গ্রন্থখানি জনসাধারণের মাঝে অধিক জনপ্রিয় এবং সহজ পাঠ্য। অতএব ফারসীতে এর একটি শরাহ থাকলে জনগণ গ্রন্থটি থেকে আরও অধিক উপকৃত হবে। তাই তিনি তাঁর বন্ধুদের উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুন উৎসাহে এর শরাহ্ লিখায় আত্মনিয়োগ করেন[১৫৪]। আব্দুল হক দেহলভী (র.) আশি'য়াতুল লুম'আত গ্রন্থটি চারখন্ডে সমাপ্ত করেন[১৫৫]। এ গ্রন্থটি লক্ষ্ণৌ এর নওল কিশোর প্রেস ও তিজকুমার প্রেস থেকে প্রতাশিত হয়েছে[১৫৬]।

গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে ৬টি অধ্যায়, ২য় খণ্ডে ৬টি অধ্যায়ে, ৩য় খণ্ডে ১২টি অধ্যায় এবং ৪র্থ খণ্ডে ৩টি অধ্যায় রয়েছে। চারখণ্ডে মিলে মোট ২৬৫৫ পৃষ্ঠা রয়েছে। এটি অত্যন্ত ব্যাপক ও সুন্দর হবার কারণে সবার কাছে সমাদৃত হয়েছে[১৫৭]। আব্দুল হক দেহলভী (র.) আশি'য়াতুল লুম'আত গ্রন্থ রচনায় অধ্যায় বিন্যাস করতে গিয়ে মিশকাতুল মাসবীহ এর অনুসৃত নীতিমালা অবলম্বন করেন[১৫৮]। নিম্নে এর একটি সূচি প্রদত্ত হল :

---

[১৫১]. wgkKvZj gvmvex‡n : মিশকাতুল মাসাবীহ একখানি জনপ্রিয় হাদীস সংকলন। সংকলকের নাম ওয়ালিউদ্দীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ আল খাতীব আত-তাবরিযী। মুহাদ্দিস ওয়ালীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে খতীব তাবরিযীর এই 'মিশকাতুল মাসাবীহ' আসলে মুহাদ্দিস মুহিউস সুন্নাহ বাগাভীর 'মাসাবীহুস সুন্নাহ্' কিতাবেরই বর্ধিত সংস্করণ। ইমাম মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ ফাররা বাগাভী (মৃ. ৫১৬ হিজরি) 'মাসাবীহ' নামে কিতাবখানি রচনা করেছেন, তা বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস সম্বলিত একটি ব্যাপক কিতাব। এতে সংগৃহীত হাদীসগুলোকে ফিকহ্ শাস্ত্রের বাব অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। তবে তিনি সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে এতে হাদীসের সনদ[১৫১] বর্ণনা করেন নি। যদিও তাঁর মত একজন নির্ভরশীল (সেকাহ) লোকের হাদীস গ্রহণ করাই 'সনদতুল্য', তবুও একথা সত্য যে, সনদহীন কিতাব সনদওয়ালা কিতাবের সমান নয়। এজন্য শাইখ ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল খাতীব আত তিবরিযী আল্লামা তিবি (র.) এর অনুরোধে হাদীস গুলোর সনদ সংগ্রহ, রাবীর নাম, হাদীসের অন্তে মুল গ্রন্থের নাম এবং তৃতীয় ফছল সংযোজন করে এর নামকরণ করেন 'মিশকাতুল মাসাবীহ'। এজন্য এ কিতাবখানি হাদীসের কিতাবের মধ্যে আহসানুল কুতুব (কিতাব সমূহের মধ্যে সুন্দর) বলে জনসাধাণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অনিন্দ্য সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত এ গ্রন্থই মিশকাতুল মাসাবীহ নামে পরিচিত। এটি একটি অতি নির্ভরযোগ্য ও বহুল প্রচারিত এবং সর্বত্র সমাদৃত হাদীস গ্রন্থ।

মিশকাতে রয়েছে ৬ হাজার হাদীস। এতে ছিহাহ ছিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং এর বাইরেরও অনেক হাদীস স্থান লাভ করেছে। এক কথায় মিশকাত শরীফ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। মুসলিম জাহানে এটা অসামান্য সমাদর লাভ করেছে। মুসলিম জাহানে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে এটা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। ৭৩৭ হিজরী সালে এ প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থটির সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন।

[১৫২]. শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও সমকালীন রাজনীতি, (প্রাগুক্ত) পৃ. ১০৫

[১৫৩]. প্রাগুক্ত পৃ. ১০৫

[১৫৪]. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১৬৫-১৬৬

[১৫৫]. লুম'আত, ১ম,২য়,৩য়,ও ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১-২৬৫৫, হাযাতে শাইখ, পৃ. ১৬৬

[১৫৬]. হায়তে শাইখ, পৃ. ১৫৬, লুম'আত, পৃ. ১

[১৫৭]. হায়তে শাইখ, পৃ. ১৬৭

[১৫৮]. লুম'আত, পৃ. ১-২৬৫৫

Dhaka University Institutional Repository

c_g LÐ

1g Aa¨vq : 'মুকাদ্দামা' এ অধ্যায়ে ইলমে হাদীস ও এর প্রকারভেদ নিয়ে উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন ও সূক্ষ্ম আলোচনা রয়েছে[১৫৯]। তিনি মুকাদ্দামাটি শুরু করেছেন ইলমে হাদীসের সঙ্গা দানের মাধ্যমে[১৬০]। এর পর তিনি হাদীসে মরফু, মওকুফ এবং মক্তু এর বিবরণ দিয়েছেন[১৬১]। তিনি খবর এবং হাদীসকে[১৬২]একই অর্থ বিশিষ্ট দু'টি শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন[১৬৩]।

তিনি মরফু হাদীসের প্রকারভেদ সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন[১৬৪] অতঃপর তিনি সনদ ও মতন[১৬৫] এর সঙ্গা দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি হাদীসে মৃত্তাসিল, মুনকাতি, মুয়াল্লাক, মুরসাল, মুদাল্লাস, মুদরাজ, আন'আনা, মুসনাদ, শাজ, মুনকার, মুয়াল্লাল, মারদুদ, মাহফুজ, মা'রুফ, মুতা'বি এবং শাহেদ এর বিবরণ দিয়েছেন[১৬৬]। অতঃপর তিনি হাদীসে সহীহ্[১৬৭], হাসান[১৬৮] ও জ'য়ীফ[১৬৯] এর সংঙ্গা দিয়েছেন।
তিনি রাবীদের মধ্যে আদালত[১৭০]ও জব্ত[১৭১] এর অন্তরায় হবার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন[১৭২]। অতঃপর তিনি গরীব[১৭৩] মশহুর[১৭৪] এবং মুতওয়াতির[১৭৫] হাদীসের বিবরণ দিয়েছেন[১৭৬]। অতঃপর তিনি

---

১৫৯. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১৬৭

১৬০. লুম'আত, ১ম খন্ড, পৃ. ২

১৬১. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩

১৬২. আব্দুল হক দেহ্লভী (র.) বলেন- মুহাদ্দিসগণের কেউ কেউে শুধু রাসূল (সা.) সাহাবী এবং তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকেই হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর রাজা-বাদশা ও বিগত দিন সমুহের কাহিনীকেই খবর বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই তাদের মতনুসারে যারা হাদীস শাস্ত্রের গবেষণায় লিপ্ত থাকেন তাদেরকে মুহাদ্দিস ও যারা ইতিহাস শাস্ত্রের অথবা ঐতিহাসিক তথ্য উদঘাটনে নিয়োজিত থাকেন তাদের আখবারিউন বা ঐতিহাসিক বলা হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৬৩. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩

১৬৪. আব্দুল হক দেহলভী (র.) মরফু হাদীসকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমটি রফয়ে ছরীহ্ বা স্পষ্ঠ রফা। যেমন কোন সাহাবী অথবা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় বলেন- وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا اوسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا
দ্বিতীয়টি হলো- রফয়ে হুকমী বা আইন সিদ্ধ রফা। যেমন কোন সাহবী অতীত কালের কোন ঘটনাবলী থেকে এমন কিছু বর্ণনা করেন যা পূর্ববতী কোন কিতাবে উল্লেখ নেই। আর তাতে কোন সাহাবীর ইজতিহাদ বা গবেষণারও কোন অবকাশ নেই। আর সেই সাহাবী পূর্ববর্তী কোন কিতাব সম্পর্কে ও কোন খবর রাখেন না। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১৬৫. হাদীস বর্ণনার সুত্রকে অর্থাৎ যাদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাকে সনদ বলে। আর সনদ বর্ণনার পর মূল হাদীসটিকে মতন বলে। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৬৬. লুম'আত, পৃ. ৩-৪

১৬৭. যে হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিক সুত্র রয়েছে, সনদে প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর নাম সঠিক ভাবে উল্লেখিত হয়েছে, বর্ণনাকারীরা সর্বতভাবে বিশ্বস্ত সিকাহ, তাদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যাদের সংখ্যা কোন স্তরেই মাত্র একজনও হয়নি- এরূপ হাদীসকে সহীহ্ হাদীস বলা হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫, মোহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী, হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ৪০

১৬৮. হাসান হাদীস অবিকল সহীহ হাদীসের মত, তবে ব্যবধান এতটুকু যে, তার বর্ণনাকারীর মধ্যে ধারণ ও স্মৃতিশক্তির খানিকটা অভাব রয়েছে, আর সে অভাব দুর করার কোন পন্থা নেই। লুম'আত,পৃ. ৫ হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

১৬৯. যে হাদীস রাবীর মধ্যে সহীহ্ ও হাসান হাদীসের বর্ণনাকারীর গুণসমুহ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুপস্থিত তাকে জয়ীফ হাদীস বলে। লুম'আত , পৃ. ৫, উলুমুল হাদীস, পৃ. ১৬৫

১৭০. এগুলি পাঁচটি : (১) রাবীদের মিথ্যাবাদী হওয়া, (২) মিথ্যা অভিযোগ (৩) ফেসকে রাবী (৪) রাবীদের অপরিচিতি হওয়া (৫) রাবী বিদ'আত পরায়ণ হওয়া। লুম'আত, পৃ. ৫

১৭১. রাবীদের জবত অর্থাৎস্মরণ শক্তিতে ঘাটতি দেখা দেবার বিষয় গুলিও পাঁচটি : (১) অধিক লালসা (২) অধিক ভুল (৩) সেকাহ এর বিরোধিতা (৪) ধারণা (৫) ত্রুটিপূর্ণ স্মরণ শক্তি। লুম'আত পৃ. ৬

১৭২. প্রাগুক্ত পৃ. ৫-৬

ইমাম তিরমিযী (র.) এর উক্তি هذا حديث غريب حسن هذاحد يث حسن صحيح এবং এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন[১৭৭]। তিনি বুখারী শরীফকে শ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ ঘোষণা করেছেন[১৭৮] এবং মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীসের বর্ণনা দিয়েছেন[১৭৯]। এছাড়া তিনি মুকাদ্দামাতে সিহাহ সিত্তাহ[১৮০] গ্রন্থের বর্ণনা এবং সংকলকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেছেন[১৮১]। অতঃপর তিনি দারেমী (র.) (১৮১-২৫৫হি.), ইমাম দারু কুতনী (র.) (৩০৫-৩৮৫হি.), ইমাম বায়হাকী (র.) (৩৮৪-৪৫৮হি.), ইমাম রাযীন (র.) (মৃত্যু- ৫২০ হি.), ইমাম নববী (র.) (৬৩১-৬৭৬হি.), ইব্ন জাওযী (র.) (৫১০-৫৯৭হি.) এবং ইমাম মুহিউস সুন্নাহ (মৃত্যু- ৫১৫হি.) এর জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন[১৮২]।

২য় অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান : অধ্যায়টি পাঁচটি বাব বা পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত[১৮৩]।

৩য় অধ্যায় : কিতাবুল ইলম[১৮৪]।

৪র্থ অধ্যায় : কিতাবুত ত্বহারাত : এতে ১৩টি বাব আছে[১৮৫]।

---

১৭৩. যে হাদীসের বর্ণনাকারী যে কোন স্তরে অথবা সর্বস্তরে শুধুমাত্র একজন থাকে তাকে গরীব হাদীস বলে। লুম'আত, ১ম খণ্ড, উর্দু সং, পৃ. ১৩৫

১৭৪. যে হাদীসের রাবী প্রত্যেক স্তরেই দু- য়ের অধিক হয়। কিন্তু মুওয়াতিরের স্তরে পৌছেনি তাকে মশহুর বলে। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫, উছুলুল আসার, পৃ. ৬, হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি , পৃ. ৩৬

১৭৫. মুতওয়াতির এমন হাদীসকে বলা হয়াযা এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন যে, একটি মিথ্যার উপর তাদের দলবদ্ধভাবে ঐক্যমত সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। এরূপ বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বস্তরেই বিদ্যমান রয়েছে। লুম'আত, পৃ. ১৩৫

১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

১৭৭. আব্দুল হক দিহ্লভী (র.) বলেন হাসান ও সহীহ এ দুটি বৈশিষ্ট্যের একত্রিকরণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দিহলভী তো কোন মত বিরোধ নেই। কেননা হাসান দ্বারা হাসান লিযাতিহী এবং সহীহ্ দ্বারা সহীহ্ লি গাইরিহি অর্থ নেয়া হয়েছে। কিন্তুغريب ওحسنএ দু'টি বৈশিষ্ট্যের একত্র হওয়ার ব্যারে প্রশ্ন দেখা দেয়। কেননা ইমাম তিরমিযী এর মতে হাদীস হাসান হবার ব্যাপারে বা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং এটা غريب হবার ব্যাপারে পরিপন্থী হয়। আব্দুল হক দিহলভী (র.) বলেন এ প্রশ্নের জবাবে মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, হাদীস হাসান হওয়ার ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন সুত্রে বর্ণিত হওয়ার শর্তটি مطلق নয় অর্থাৎ সাধারণ শর্ত নয়। বরং উহা দ্বারা হাদীসে হাসানের বিশেষ প্রকারের কথা বুঝানো হয়েছে। যখন কোন হাদীসে হাসান ও গরীব বৈশিষ্টদ্বয়ের একত্র হওয়ার কথা বলা হয়, তখন ওটি দ্বারা অন্য একটি প্রকার বুঝানো হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন দ্বারা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন সুত্রে গরীর এবং কোন সূত্রে হাসান বর্ণিত হয়েছে। কারো কারো মতে এ ক্ষেত্রে''و" অর্থ হলো" او " । প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১৭৮. জমহুর মুহাদ্দসগণের নিকট 'সহীহ্ আল বুখারী' সকল হাদীস গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। এমন কি তারা বলেছেন- আল্লাহর কিতাব কুরআন শরীফের পর সবচেয়ে সহীহ্ কিতাব হল সহীহ্ আল বুখারী। তবে কতক পশ্চিমা মুহাদ্দিসগণ সহীহ্ মুসলিমকে সহীহ্ বুখারীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন- মুসলিম শরীফ শ্রেণী বিন্যাস ও সনদের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। আর বুখারী শরীফ হদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১৭৯. যে হাদীস নির্গত করার ব্যাপারে বুখারী ও মুসুলম ঐক্যমত পোষণ করেছেন তাকে মুত্তাফাকুন আলইহে হাদীস বলে। শাইখ ইব্ন হাজার বলেন- তবে শর্ত হ'ল এটি একই সাহাবী হতে বর্ণিত হতে হবে। মুত্তাফাকুন আলাইহে হাদীসের সংখ্যা ২৩২৬ টি। তানবীরুল মিশকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮

১৮০. সিহাহ্ সিত্তাহ গ্রন্থগুলি এই- (১) সহীহ্ আল বুখারী, (২) সহীহ্ আল মুসলিম, (৩) জামে তিরমিযী, (৪) সুনানে আবু দাউদ, (৫) সুনানে নাছায়ী, (৬) সুনানে ইব্ন মাজাহ। তবে কোন কোন মুহাদ্দিস ইব্ন মাজাহ এর স্থলে মুয়াত্তাকে স্থান দিয়েছেন। শেষোক্ত চারখানা গ্রন্থে সহীহ্ হাসান ও জয়ীফ সর্বপ্রকার হাদীসই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সহীহ্ হাদীসের আধিক্যের ভিত্তিতেই সিহাহ্ সিত্তাহ নামকরণ করা হয়েছে। লুম'আত, পৃ. ৯

১৮১. সংকলকদের নাম- (১) ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, (২) ইমাম মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ, (৩) আবু ঈসা তিরমিয়ী, (৪) আবু দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআস আস সিজিস্তানী, (৫) আহমাদ আবু আব্দুর রহমান আন নাসায়ী, (৬) মুহাম্মদ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজিদ আল কাজভীনী- যিনি ইব্ন মাজাহ নামে প্রসিদ্ধ। কেননা মাজাহ ছিল তার মাতার নাম। হাদীস সংকলনের ইতিকথা, পৃ. ৩৮-১০৯

১৮২. লুম'আত, উর্দু অনুবাদ পৃ. ১১৬-১৭৫

১৮৩. পরিচ্ছেদ গুলি হল- বাবুল কাবায়ের ওয়া আলামাতুন নিফাকি, বাবুল ওয়াস ওয়াসা, বাবুল ঈমান বিল্ কদর, বাবু ইসবাতি আযাবিল কবর, বাবু ই'তেসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ। লুম'আত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০-১৬১

১৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৯৭

৫ম অধ্যায় : কিতাবুল সালাত : এতে ৫২টি বাব আছে[১৮৬]।
৬ষ্ঠ অধ্যায় : কিতাবুল জানায়েজ : এতে ৮টি বাব আছে[১৮৭]।

2q LÐ

২য় খণ্ডে ছয়টি অধ্যায় আছে।
১ম অধ্যায় : কিতাবুয্ যাকাত : এতে নয়টি বাব আছে [১৮৮]।
২য় অধ্যায় : এতে নয়টি বাব আছে [১৮৯]।
৩য় অধ্যায় : কিতাবুল ফাজায়িলুল কুর'আন : এতে দু'টি বাব আছে [১৯০]।
৪র্থ অধ্যায় : কিতাবুদ দাওয়াত : এতে একটি বাব আছে[১৯১]।
৫ম অধ্যায় : কিতাবু আসমা-ই আল্লাহ তা'আলা : এতে সাতটি বাব আছে [১৯২]।
৬ষ্ঠ অধ্যায় : কিতাবুল মানাসিক : এতে পনেরটি বাব আছে [১৯৩]।

---

[১৮৫]. বাবগুলি হল বাবু মা ইউ' জাবুল অজু, বাবু আদবিল খালায়ি, বাবুস্ সেওয়াক, বাবু সুনানিল অজু, বাবুল গোসল, বাবু মুখালিতাতিল জুনুব ওয়ামা ইউবাহু লাহু, বাবু আহ্কামিল মিয়াহ্, বাবু তাতহীরুল নাজাসাত, বাবুল মসহে আলাল খুফফাইন, বাবুত তায়াম্মুম, বাবুল গোসলিল মাসনুন, বাবুল হায়েজ, বাবুল মুস্তাহাযা। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-২৯৭

[১৮৬]. বাবুগুলি হল- বাবুল মাওয়াকীত, বাবু তাযীলুস্ সালাত, বাবু দর তাওয়াবিয়ি আঁ, বাবুল আযান, বাবু ফজলিল আযান, বাবু দর লাওয়াহিকি আ, বাবুল মাসজিদ ওয়া মাওয়াজিয়িস সালাত, বাবুস সতর, বাবুস সতরাত, বাবু সিফাতিস সালাত, বাবু মা ইউকরাউ বা'দাত তাকবীর, বাবুল কির'আতি ফিস্ সালাত, বাবুর রুকু বাবুস সুজুদি ওয়া ফাজলিহি, বাবুত তাশহুদি, বাবসুস সালাতি আলান নাবিয়্যে আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াফাজলিহা, বাবু আদ দুয়া ফি তাশাহহুদে,বাবু আল জিকর বা'দাস সালাতি, বাবু মা- লা ইয়াজুযু মিনাল আমালি ফিস্ সালাতি, বাবুস সহু, বাবু সুজুদিল কুরআন, বাবু আওকাতিন নাহিয়ি, বাবুল জামা'আতি ওয়া ফাজলিহা, বাবু তাসবিয়াতুস্ সফকি, বাবুল মুওফিক, বাবুল ইমামাত, বাবু মা আলাল ইমামি, বাবু মা আলাল মামুমি মিনাল মুতাবিথচাতি ওয়া হুকমুল মাসবুক, বাবু মান সাল্লাস সালাতা মাররাতাইনে, বাবুস সুনানি ওয়া ফাজায়িলুহা, বাবু সালাতিল লাইল, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা কামা মিনাল লাইলে,, বাবুত তাহরীজ আলা কিয়ামিল লাইল, বাবুল কিসসাতু ফিল আমলি, বাবুল বিতর, বাবুল কুনুত, বাবু কিয়ামি শাহরি রমজানা, বাবু সালাতিস জুহা, বাবু আত তাতাউয়ি,বাবু সালাতিত তাসবীহি, বাবু সালাতিস সফরি, বাবুল জুমআ, বাবু উজুবিল জুমআ, বাবুত তনিজীফ ওযাত তাবকীর, বাবুল খুতবাতি ওয়াস সালাতি, বাবু সালাতিল খাওফি, বাবু সালাতিল ঈদাইনে, বাবুল উজহিয়া, বাবুল আতিরাতি, বাবু সালাতিল খুসুফি, বাবু সুজুদিস শুকরি, বাবুল ইসতিসকায়ি, বাবুন ফির রিয়াহি। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-৬৭১

[১৮৭]. বাবুগুলি হ'ল- বাবু ইয়াদাতুল মারিজ, বাবু তামান্নিল মাওতি ওয়া যিকরুহু, বাবু মা ইউকালু ইনদা মিন্ হাজরাতিল মাওতি, বাবু গসলিল মাওতি ওয়া তাকফিনুহু, বাবুল মাশী বিল জানাযাহ্ ওয়া আস সালাতু আলাইহা, বাবু দফয়িল মাইয়্যেতি, বাবুল বুকায়ি আলাল মাইয়্যেতি, বাবু যিয়ারাতিল কুবুর। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭২-৭৬২

[১৮৮]. বাবগুলি হল- বাবু মা ইয়াজেবু ফিহিয্ যাকাতু, বাবু সাদাকাতিল ফিতরি, বাবু মান লা তাহে'ল্লা লাহুল মাসালাতু ওয়া মানা তাহে'ল্লা লাহু, বাবুল ইনফাক ওয়া কারাহাতুল ইমসাক, বাবু ফজলিস সাদাকাত, বাবু আফজালিস সাদাকাত, বাবু সাদাকুল মিরআতি মিন মালিয যাওজি, বাবু মান লা ইয়াউদু ফিস সাদাকাতি। প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৭১

[১৮৯]. বাবগুলি হল- বাবু রুইয়াতিল হি'লালি, বাবু দর শুহুর, বাবু তানযীহুস সাওমি, বাবু সাওমিল মুসাফির, বাবুল কাজা, বাবু সিয়ামিত তাতাউয়ি, বাবু মুতাম্মিম, বাবু লাইলাতুল কদরি, বাবুল ইতিকাফ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-১২১

[১৯০]. বাবগুলি হল- বাবু আদাবিত তিলাওতি, বাবু মুতাম্মিম। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১৬৬

[১৯১]. বাবটি হল- বাবু জিকরিল্লাহি আয্যাওয়া জাল্লা। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৯০

[১৯২]. বাবগুলি হল- বাবু ছাওবিত তাসবীহ ওয়া আত তাকবীর, বাবু তাওবাতি ওয়াল ইসতিগফার, বাবু মুতাম্মিম, বাবু যিকরিস সাবাহ ওয়াল মাসা, বাবু দুয়া- ই আওকাত, বাবুল ইস্তিয়াজাহ, বাবু জামিউদ দু' আই। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-৩০০

[১৯৩].বাবগুলি হল- বাবুল ইহারাম, বাবু কিসসাতি হুজ্জাতিল বিদায়ি, বাবু দুখুলি মক্কাতা বাবুল উকুফ বি আরাফাতা, বাবু আদ দাফয়ি মিন আরাফাতা ওয়া মুযদালিফাতা, বাবু রময়িল জিমার, বাবুল হাদী, বাবুল হ'লক্ব, বাবু মুতাম্মিম, বাবু খুতবাতি ইয়াওমিন নহর ওয়ার রময়ি আইয়ামিত তাশরীক ওয়াত তাওদিয়ি, বাবু মা ইয়াজতানেবুহুল মুহরিম, বাবুল মুহরিম ইয়াজাতানেবুস সাইদা,বাবুল ইহছার ওয়া ফউতুল হজ্জ, বাবু হুরমি মক্কা, বাবু হুরমিল মদীনাতি। প্রাগুক্ত,পৃ. ৩০১-৩৮৮

3q LÐ

তৃতীয় খণ্ডে ১২টি অধ্যায় আছে।

১ম অধ্যায় : কিতাবুল বুয়ূ : এতে কুড়িটি বাব আছে [১৯৪]।

২য় অধ্যায় : কিতাবুল নিকাহ : এতে ১৮টি বাব আছে [১৯৫]।

৩য় অধ্যায় : কিতাবুল ইতক : এতে তিনটি বাব আছে [১৯৬]।

৪র্থ অধ্যায় : কিতাবুল কিসাস : এতে চারটি বাব আছে [১৯৭]।

৫ম অধ্যায় : কিতাবুল হুদুদ : এতে ছয়টি বাব আছে [১৯৮]।

৬ষ্ঠ অধ্যায় : কিতাবুল ইমারাতি ওয়া আল কাজায়ি[১৯৯]।

৭ম অধ্যায় : কিতাবুল জিহাদ : এতে ১১টি বাব আছে [২০০]।

৮ম অধ্যায় : কিতাবুস সয়দ ওয়ায-যাবাইহ : এতে তিনটি বাব আছে [২০১]।

৯ম অধ্যায় : কিতাবুল আতইমা : এতে পাঁচটি বাব আছে [২০২]।

১০ম অধ্যায় : কিতাবুল লিবাস : এতে চারটি বাব আছে [২০৩]।

১১শ অধ্যায় : কিতাবুত ত্বিবওয়ার রুকা : এতে দুইটি বাব আছে[২০৪]।

১২শ অধ্যায় : কিতাবুল রুইয়া[২০৫]।

---

১৯৪. বাবগুলি হল- বাবুল কসবি ওয়া ত্বলবিল হালালি, বাবুল মুসাহি'লাতি ফিল মুয়ামিলাতি, বাবুল খিয়ারি, বাবুর রিবা, বাবু আল মুনহি আনহা মিনাল বুয়ূ, বাবু বায়ানি মুতাম্মিমাত ওয়া লাওয়াহিক্বি আঁ, বাবুস সালাম ওয়ার রিহিন, বাবুল ইহতিকার, বাবুল ইফলাস ওয়াল ইনযার, বাবুশ শিরকাতি ওয়াল ওকালাতি, বাবুল গছবি ওয়াল আরিয়াতি, বাবুশ শুফায়া, বাবুল মুসাকাতি ওয়াল মুযারিয়াতি, বাবুল ইজারাতি, বাবু ইহ ইয়াউল মাওয়াতি ওয়া আশ শরাবি, বাবুল আতাইয়া, বাবু মুতাম্মিমাতি ওয়া লাওয়াহিক্বি মা সাবাক, বাবুল লুকতাতি, বাবুল ফারয়িজ, বাবুল ওসাইয়া। প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২-৯৭

১৯৫. বাবগুলি হল- বাবুন নজর ইলাল মাখতুবাতি ওয়া বায়ানুল আওরাতি, বাবুল ওয়ালি ফিন নিকাহি ওয়া ইসতিযানিল মির'আতি, বাবু ই'লানিন নিকাহি ওয়াল খুতবাতি ওয়াশ শরতি, বাবুল মুহরিমাতি, বাবু দর লাওয়াহিকি ওয়া মুতাম্মিমাতি মা সাবাকা, বাবুস্ সিদাকি, বাবুল ওলিমাতি, বাবুল কাসামি, বাবু ইশরাতিন নিসা ওয়ামা লি কুল্লি ওয়াহিদিম মিনাল হুকুকি, বাবুল খুলা ওয়াত ত্বালাকি, বাবুল মুতাল্লাকাতি সালাসান, বাবু দর বাজি আহকামে মুতাআল্লিক মা সাবাকা, বাবুল লিয়ান, বাবুল ইদ্দত, বাবুল ইসতিবরায়ি, বাবুন নফাকাতি, বাবু বুলুগিস সগীরে ওয়া হাজানাতুহু ফিস্ সাগীরে। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১৯৮

১৯৬. বাবগুলি হ'ল- বাবু ইতাকিল আব্দিল মুশতারিক ওয়া শরাল করীব ওয়াল ইতকু ফিল মরজি, বাবুল আইমান, বাবুন ফিন নুজুর। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২২২

১৯৭. বাবগুলি হল- বাবুদ দিয়াত, বাবু মা- লা ইয়াদমিনু মিনাল জিনায়াতি, বাুল কাসামা, বাবু কাতলি আহলির রুয়াতি ওয়াস সাআতি বিল ফাসাদি। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২৬০

১৯৮. বাবগুলি হল- বাবু ক্বিতয়িস সারাকাহ, বাবুশ শাফায়াতু ফিল হুদুদি, বাবু হুদ্দিল খামারি, বাবু মালা- ইদ্দায়ি আলাল মাহদুদি, বাবু আততাযির, বাবু বয়ানুল খামার ওয়া ওয়ায়িদু শারিবিহা। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১-২৯৯

১৯৯. বাবগুলি হল- বাবু মা আলাল ওলাতি মিনাত তাইসির, বাবুল আমলু ফিল কাজা ওয়াল খাওফু মিনহু, বাবু রিযকুল ওলাতি ওয়া হাদাইয়া হুম, বাবুল আকজিয়াত ওয়াশ শাহাদাতু। পৃ. ৩০০-৩৩৫

২০০. বাবগুলি হল- বাবু ই'দাদি আলাতিল জিহাদি, বাবু আদাবিস সফরি, বাবুল কিতালি ইলাল কুফফারি ওয়া দুয়াউহুম ইলাল ইসলামি, বাবুল কিতাল ফিল জিহাদি, বাবু হুকমিল উসরা, বাবুল আমান, বাবু কিসমাতিল গানায়িমি ওয়াল গুলুলি ফিহা, বাবুল জিযইয়াতি, বাবুস সুলহি, বাবু ইখরাজিল ইয়াহুদি মিন জিযিরাতিল আরবি, বাবুল ফাই। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬-৪৫৪

২০১. বাবগুলি হল- বাবু জিকরিল কালবি, বাবু মা ইয়াহি'ল্লু আকলুহু ওয়া মা ইয়াহরিমু, বাবুল আকীকা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫-৪৮৩

২০২. বাবগুলি হল- বাবুল জিয়াফাতি, বাবু ফি আকলিল মুজতির, বাবুল আশরিবাতি, বাবুন নকী ওয়াল আন বিযাতি, বাবু তাগতিয়াতিল উয়ানি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪-৫৩৩

২০৩. বাবগুলি হল- বাবুল খাতাম, বাবুন নিয়াল, বাবুত তারাজুল, বাবুত তাসাবীর। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪-৫৯৬

২০৪. বাবগুলি হল- বাবুল ফাল ওয়াত ত্বইরাতি এবং বাবুল কাহানাতি। প্রাগুক্ত, ৫৯৭-৬৩২

২০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩-৬৫৪

4_ LÐ

৪র্থ খণ্ডে তিনটি অধ্যায় আছে।
১ম অধ্যায় : কিতাবলু আদাব : এতে ২২টি বাব আছে [২০৬]।
২য় অধ্যায় : কিতাবুর রিকাক : এতে ৮টি বাব আছে [২০৭]।
৩য় অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান : এতে ৮০টি বাব আছে [২০৮]।

AwkqvZj jgÔAvZ M‡š'i ‰ewkó¨mgn

1g ˆewkó¨ : অধ্যায় ভিত্তিতে হাদীসের বিন্যাস। আব্দুল হক দেহলভী (র.) আশিয়াতুল লুম'আত গ্রন্থে অধ্যায় ভিত্তিতে হাদীস সাজিয়েছেন। অধিকাংশ অধ্যায়ের আবার অনেক উপ অধ্যায় আছে[২০৯]।

2q ˆewkó¨ : গ্রন্থটিতে অধিকাংশ স্থানে হাদীসের ব্যাখ্যা করার পূর্বে রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় ‰ewkó¨ : তিনি হাদীসের মতনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আলাদা ভাবে হাদীসের প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন[২১০]।

৪র্থ ‰ewkó¨ : আব্দুল হক দেহলভী (র.) তার আশিয়াতুল লুম'আত গ্রন্থে ফিকহী মাস'আলা আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ইমামদের মতামত উল্লেখ করেছেন[২১১]।
আব্দুল হক দেহলভী (র.) পরস্পর বিরোধী হাদীসের ক্ষেত্রে প্রথমে বিরোধপূর্ণ হাদীসের এমন একটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যাতে বিরোধ দূরীভূত হয়ে একটি সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উভয় হাদীসের উপরই সর্ব সাধারণ আমল করতে পারে। আর যদি সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয় তবে অকাট্য দলীল দ্বারা যে

---

[২০৬]. বাবগুলি হল- বাবুস সালাম, বাবুল ইসতিযান, বাবুল মুছাফাহা ওয়াল মুয়ানিকা, বাবুল কিয়াম, বাবুল জলুস ওয়ান নাওম ওয়াল মাশি, বাবুল আতাস ওয়াত তাসাউব, বাবুল জিহক, বাবুল আছামি, বাবুল বয়ান ওয়াশ শের, বাবু হিফজিল লিসানি মিনাল গিবাতি ওয়াশ শাতমি, বাবুল ওয়াদ, বাবুল মিযা, বাবুল মুফাখারা ওয়াল আসবিয়া, বাবুল বিররি ওয়াছ ছিলাহ, বাবুশ শুফকাতি ওয়ার রাহমাতি আলাল খালকি, বাবুল হুব ফিল্লাহি ওয়া মিনাল্লাহি, বাবু মা ইয়ানহা আনহু মিনাত তাহাজুরি ওয়াত তাফাখুরি ওয়া ইত্তেবায়িল আওরাতি, বাবুল হাজারু ওয়াত তায়ান্নি ফিল উমুরি, বাবুর রিফকি ওয়াল হায়া ওয়া হুসনিল খালকি, বাবুল গজব ওয়াল কিবর, বাবুজ জুলমি, বাবুল আমরি বিল মারুফ। প্রাগুক্ত, পৃ.২-১৮২

[২০৭]. বাবগুলি হল- বাব ফজলিল ফুকারা, বাবুল আমাল ওয়াল হিরছ, বাবু ইসতিহবাবিল মাল ওয়াল উমর লিত ত্বায়াতি, বাবুত তাওয়াক্কুল ওয়াস সবরি, বাবুর রুইয়া ওয়াস সামাআতি, বাবুল বুকা ওয়াল খাওফ, বাবু তাগায়ইরিন নাস, বাবু দর লাওয়াহিক ওয়া মুতাম্মিমাত বাবে মা সাবেক। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-২৭৪

[২০৮]. বাবগুলি হল- বাবল মালাহিম, বাবু ইশরাতিস সায়াতি, বাবু আলামাতিস সায়াতি ওয়া জিকরিদ দাজ্জাল, বাবু কিসসাতি ইবনিস সইয়াদ, বাবু নযুলি ঈসা (আ.) বাবু কুরাবিস সায়াতি, বাবু লা তাকুমুস সায়াতু ইল্লা আলা শারারিন নাসি, বাবুন নাফখে ফিস সুর, বাবুল হাশর, বাবুল হিসাব ওয়াল কিসাস ওয়াল মিজান, বাবুল হাউজ ওয়াশ শাফা'য়াতি, বাবু ছিফাতিল জান্নাতি ওয়া আহলিহা, বাবু রুইয়াতুল্লাহি তা'আলা, বাবু ছিফাতিন নারি ওয়া আহলিহা, বাবু খালকিল জান্নাতি ওয়ান নারি, বাবু বদউল খালকি ওয়া যিকরুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, বাবু ফজায়িলি সাইয়্যিদিল মুরসালিন (সা.) বাবুল আসমাইন নাবিয়্যি (সা.) ওয়া ছিফাতিহি, বাবুন ফি আখলাকিহি ওয়া শামায়িলিহি (সা.), বাবুল মাবয়াছ ওয়া বদউল ওহী, বাবু আলামাতিন নবুওয়ত, বাবুন ফিল মিরাজ, বাবুল মুজিযাত, বাবুল কিরামাত, বাবু মানাকিবি কুরাইশ ও জিকরুল কাবায়িল, বাবু মানাকিবিস সাহাবাতি (রা.) বাবু মানাকিবে আবি বকর (রা.), বাবু মানাকিবে উমর (রা.) বাবু মানাকিবে আবি বকর সিদ্দীক (রা.) ওয়া উমর (রা.), বাবু মানাকিবে উসমান (রা.), বাবু মানাকিবে আহলি বাইতিন নাবিয়্যি (সা.) বাবু মানাকিবি আজওয়াজিন নাবিয়্যি (সা.) বাবু জামিয়িল মানাকিবি, বাবু তাসমিয়াতিম মান সুম্মিয়া মিন আহলি বদরিন, বাবু যিকরিল ইয়ামান ওয়াশ শাম ওয়া জিকরু ওয়েস আল কুরনি, বাবু ছাওয়াবি হাযিহিল উম্মতি। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-৭৫১

[২০৯]. লুম'আত (প্রাগুক্ত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০১-১০৬

[২১০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

[২১১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসটি মানসুখ তার বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় হানাফী মাজহাবের যুক্তিগুলি সুন্দর ও যুক্তি সংগত হবার বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন। হানাফী মাজহাবকে প্রধান্য দিলেও বিপক্ষীয়দের পেশকৃত হাদীসের এমন সুন্দর তা'বীল করেছেন যাতে উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়[২১২]। নমুনা স্বরূপ আশিয়াতুল লুম'আত গ্রন্থ থেকে উদহারণ উল্লেখ করা হল : যেমন : তিনি ত্বাহারাত অধ্যায়ে باب اذاب الخلاء পরিচ্ছেদে প্রশ্রাব পায়খানার সময় কাবা শরীফের দিকে মুখ অথবা পিঠ রেখে প্রশ্রাব পায়খানা করা সংক্রান্ত পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীস এনেছেন। হাদীস দু'টি এই-

. عن ا بى ايوب الانصا رى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتيتم الغائط فلا تستقبلوالقبلة ولاتستدبروها ولكن شرقوا او غربوا

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فراءيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرالقبلة مستقبل الشام

তিনি হাদীস দু'টি পাশাপাশি এনেছেন। প্রথম হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় কাবা শরীফের দিকে মুখ বা পিঠ রেখে প্রশ্রাব ও পায়খানা কার অবৈধ। আর দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় এটি বৈধ[২১৩]। আব্দুল হক দেহলভী (র.) উল্লেখিত দু'টি হাদীস বর্ণনা করার পর এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (র.) (৮০-১৫০হি.) [২১৪] এর মতামত উল্লেখ করে বলেন যে তিনি নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসের উপর আমল করেছেন। অর্থাৎ তিনি আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) (মৃ. ৫১ হি.) এর হাদীসের উপর আমল করে খোলা ময়দান এবং প্রাচীর বেষ্টিত টয়লেটে সর্বস্থানে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে প্রশ্রাব পায়খানা হারাম সাব্যস্ত করেছেন[২১৫]।

এর পর ইমাম শাফেয়ীর (র.)(১৫০-২০৪হি.) এর মতামত উল্লেখ করে বলেন, তিনি আংশিক নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসের উপর আমল করেছেন। কেননা তিনি আবু আইয়ুব আনসারীর (র.) হাদীসের উপর আমল করে সামান্য ভিন্নধর্মী মাস'আলা পেশ করে বলেন খোলা মাঠে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে পশ্রাব পায়খানা করা হারাম। তবে প্রাচীর বেষ্টিত টয়লেটে জায়েজ আছে[২১৬]।

তিনি ইমাম আহমদ (র.) (১৬৪-২৪১হি.) এর মতামত উল্লেখ করে বলেন শুধূ কাবা শরীফের দিকে পিঠ রাখা চলবে। কাবার দিকে মুখ রাখা চলবে না। তিনি ইবন উমরের (রা.) হাদীসকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে এ মন্তব্য করেছেন। কারণ ঐ হাদীসে মহানবী (সা.) এর কাবার দিকে পিঠ রাখার কথা উল্লেখ আছে[২১৭]। এর পর আব্দুল হক দেহলভী (র.) ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন- ইমাম আবু হানিফা (র.) এর দলীল আবু আইয়ুব আনছারী (র.) [২১৮] এর হাদীসটি

---

[২১২]. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬২-৫৬৩

[২১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২

[২১৪]. ইমাম আবু হানিফা (র.) হি. ৮০/ খৃ. ৬৯৯ সালে কুফা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম নুমান। পিতার নাম সাবিত। ইলমে ফিকহে তাঁর দক্ষতা ও অগাধ পাভিত্য সবার স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইলমে ফিকহ সংকলনে সর্বপ্রথম যে হাত সম্পসারিত হয় তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা (র.)। এ জন্য তাঁকে ফিকহ্ শাস্ত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তার প্রতিষ্ঠিত মাজহাবের নাম হানাফী মাযহাব। বিশ্বের তিন চতুর্থাংশ মুসলমান এ মজহাবের অনুসারী। ইসলামী আইনের উৎস সম্বলিত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপুর্ণ আলোচনা বহুল গ্রন্থ 'উসুলে ফিকহ' তিনিই উদ্ভাবন করেন। আব্বসী শাসক আল মুনসুর তাঁকে বাগদাদের কাজীর পদে নিয়ুক্ত করার আমন্ত্রণ জানালে তিনি বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি হি. ১৫০/ খৃ. ৭৬৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ইসলামী আইন তত্ব (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৫২৬। মাহবুবুর রহমান, তারিখে ইলমে ফিকহ্, (ঢাকা : আল- বারাকা লাইব্রেরী, তা. বি.) পৃ. ৪১, ৪৫

[২১৫]. লুম'আত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৪

[২১৬]. প্রাগুক্ত

[২১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২

[২১৮]. তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি হযরত আলী ইবন আবি তালিবের (রা.) সাথে সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। কনসটান্টিনোপলে সৈনিকদের রক্ষণাবেক্ষণরত অবস্থায় থাকা কালে সেখানেই ৫০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। শাইখ ওয়ালী উদ্দীন, ইকমাল ফি আসমাইর রিজাল, (করাচী : তিজারতে কুতুবখানা, তাঃ বিঃ), পৃ. ৪৬৯

মতলক বা সাধারণ। এতে ময়দান ও প্রাচীর বেষ্টিত স্থানসহ সর্বস্থানের জন্য একই রকম নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তিনি বলেন নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস সাহবাদের একটি দল বর্ণনা করেছেন[২১৯]। তাছাড়া নিষেধাজ্ঞার ইল্লত (কারণ) হ'ল কাবা সম্মান প্রদর্শন করা। আর এক্ষেত্রে ঘর ও ময়দান উভয়টাই সমান। কাবা শরীফের দিকে যেমন থুথু ফেলা এবং পা লম্বা করে দেয়া নিষেধ তেমনই প্রশ্রাব পায়খানা করাও নিষেধ হওয়া বাঞ্চনীয়। তাই আব্দুল হক দেহলভী (র.) হানাফী মাসয়ালাকে এর বিপরীত পেশকৃত দলীলের জবাবে বলেন, যে হাদীস দ্বারা মহানবী (সা.) এর কাবার দিকে পিঠ রেখে প্রশ্রাব বা পায়খানা করার কথা প্রমাণিত আছে সেই হাদীস খানা ছিল (সম্ভবতঃ) নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারী হবার পূর্বের আমল। আর যদি এটিকে নিষেধাজ্ঞার পরের আমল ধরা হয় তবে বলতে হবে মহানবী (সা.) হয়ত কাবার দিক থেকে সামান্য ঘুরে বসেছিলেন কিন্তু ইব্ন উমর (রা.)[২২০] গভীর দৃষ্টিতে না দেখার কারণে তা অনুভব করতে পারেননি।

L. 2. jgÕAvZZ ZvbKxn wd kiwn wgkKwZj gvmvexn

আবদুল হক দেহলভী (র.) "লুম'আতুত তানকীহ" নাম দিয়ে আরবি ভাষায়[২২৬] মিশকাত শরীফের আর একখানি শরাহ রচনা করেন (২৪শে রজব ১০২৫ হি./৭ আগষ্ট ১১১৬ খৃ.)। ফলে মিশকাত শরীফ সর্বসাধারণের কাছে আরো সহজবোধ্য হয়ে উঠে। এ গ্রন্থখানি আভিধানিক বিষয়, ব্যাকরণ বিষয়ক জটিলতার সমাধান এবং ফিকহী মাসআলা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করে তিনি জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এতে তিনি হাদীসের সাথে ফিকহে হানাফীর সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। এ গ্রন্থে প্রথমে যে মুকাদ্দামাখানি দেয়া হয়েছে তাও অত্যন্ত উপকারী ও জনপ্রিয়। এ গ্রন্থটির হস্ত লিপির কপি ভারতে বাকীপুর, রামপুর, হায়দারাবাদ এশিয়াটিক সোসাইটিক, দিল্লী এবং আলীগড় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে[২২৭]।

---

২১৯. লুম'আত, পৃ. ৫৭৪

২২০. তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। উমর ফারুক (রা.) এর পুত্র। শিশু কালে পিতার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব প্রথম যে জিহাদে শরীক হন তা ছিল খন্দক যুদ্ধ। তিনি একজন উচ্চ স্তরের বিদ্যান, মুত্তাকী এবং পরহেজগার ছিলেন। তিনি এক হাজারেরও বেশী ক্রীতদাসকে মুক্ত করান। ৮৪ বছর বয়সে অথবা ৭৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইকমাল ফি আসমাইর রিজাল, পৃ. ৫৩২

২২৬. ফারসী ভাষায় আশিয়াতুল লুম'আত গ্রন্থের অর্ধেক লিখা যখন শেষ হল- দেখা গেল মিশকাত এর কিছু গূঢ় বিষয় যা ফারসীতে লিখার ফলে সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদের হৃদয়ংগম করার জন্য যথেষ্ট ছিল না, তখন তিনি আরবীতে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও টিকা প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করেন। সাইয়্যেদ আতহার আব্বাসী, শাহওয়ালী উল্লাহ ও সমকালীন রাজনীতি, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯) পৃ. ১০৪

২২৭. হায়াতে শাইখ, পৃ. ১৬৮, ১৬৯

5. ZvÕjxKm mvexnÕ ki‡n wgkKvZ- (এটা আরবি ভাষায় লিখিত একটি বিস্তারিত শরাহ) নিম্নে এ শরাহ এর গ্রন্থকার ইদরীস কান্ধলাবীর জীবনী ও তাঁর রচিত শরাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

K. B‘ixm KvÜjexi Rxebx

Rb¥

(মুহাম্মাদ) মাওলানা, ১২রাবী‘উ’ ছ্.-ছানী, ১৩১৭/১৮৯৯ তারিখে ভারতের ভুপাল শহরে এক ঐতিহ্যবাহী ‘আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইদ্রীস। তাঁর পিতৃভূমি ‘কান্দলাহা’ এর সাথে সম্পর্কিত করে তিনি নিজেকে কান্ধলাবী বলে নিজেকে পরিচয় দিতেন। অনেকে তার জন্মস্থান ‘কান্ধলাহ’ ধারণা করায় তিনি উক্ত ভুল ধারণার নিরসনকল্পে লিখেছেন ভুপাল আমার জন্মস্থান; কিন্তু কান্ধলাহাতে আমার বাড়ি।

esk cwiPq

তিনি হাফিজ, ‘আলিম, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস.(হাদীস বেত্তা), ফাকীহ্ ও লেখক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম (হাফিজ) মুহাম্মাদ ইসমাঈল কান্ধলাবী (মৃতু ১৯ শাওয়াল, শুক্রবার, ১৩৬১) তিনিও একজন বিখ্যাত ‘আলিম’ হাজ্জী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী (র)-র পীরভাই ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ভুপাল বন বিভাগের মহকুমা পরিচালক ছিলেন। মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধলাবী পিতার দিক হতে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা.) ও মাতার দিক হতে ‘উমার ফারুক (রা.)-র বংশধর ছিলেন। ইমাম ফখরুদ্ দীন রাযী (র.) তাঁর (মাতার বংশের সুত্রে) পুর্ব পুরুষ ছিলেন। পিতামহ মুফতী এলাহী বাখ্শ্ও এক জন খ্যাতনামা আলিম ছিলেন। তিনি মাওলানা রুমী (র.) এর (মাসনাবীর তাকমিলা-পরিশিষ্ট)-এর রচনাকার হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাফিজ’ মুহাম্মাদ ইসমাঈল বন বিভাগের চাকরিকালে মুহাম্মাদ ইদরীস এর জন্ম হয়। ছেলের জন্মের কয়েক বৎসর পর তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং কান্ধলাহ জামি ‘মসজিদে আবৈতনিক ভাবে হাদীসের দার্স দান শুরু করেন।

cv_wgK wkÿv

পরিবারের ঐতিহ্যনুযায়ী মুহাম্মাদ ইদ্রীস-এর প্রাথমিক শিক্ষা কুরআন হিফজের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। তিনি নয় বৎসর বয়সে হিফজ সমাপ্ত করেন। কুরআন হিফজ সমাপনের পর পিতা তাকে থানা ভবনের মাওলানা আশরাফ আলী ‘থানবী’(র.)-র নিকট নিয়া গেলেন। সেইখানে তার নির্দেশে মাদরাসা-ই-আশরাফিয়্যা-য় তাকে ভর্তি করানো হয় এবং তত্বাবধানের ভারও স্বয়ং মাওলানা থানবী গ্রহণ করেন। মাওলানা আশরাফ ‘আলীর হাতে বালক মুহাম্মদ ইদ্রীস-এর হাতে খড়ি হয়। নাহু ও সার্ফ (আরবী ব্যাকরণ)-এর কিতাবসমূহ তিনি শিক্ষা দেন। মাদরাসা-ই-আশরাফিয়্যায় মাওলানা থানবী ছাড়াও মাওলানা আব্দুল্লাহর কাছে ‘তায়সীরুল-মান্তিক’ কিতাবের সবক লাভ করেন।

D”P wkÿv

মাদরাসা-ই-আশরাফিয়্যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য মাওলানা থানবী তাঁকে মাদরাসা ‘আরাবিয়্যা মাজাহিরু’ল-‘উলুম, সাহারানপুর নিয়ে গেলেন এবং সেখানে ভর্তি করে দিলেন। মাওলানা খলীল আহ্মাদ সাহারানপুরী, তাঁর তত্বাবধায়ক শিক্ষক হন। মাদরাসা মাজাহিরুল-‘উলুম, সাহারানপুর-এ তিনি তাফসির, হাদীস, ফিক্হ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে সর্বোচ্চ সনদ ‘দাওরা-ই-হাদীস লাভ করেন। মাওলানা খালীল আহ্ম্মাদ সাহানপুরী, মাওলানা হাফিজ আব্দুল-লাতিফ ও মাওলানা ছাবিত‘ আলী প্রমুখ স্বনামধন্য ‘উলামা’ এই প্রতিষ্ঠানে তার শিক্ষক ছিলেন। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষা প্রয়াসী মুহাম্মাদ ইদরীস উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপীঠ ‘দারুল-উলুম দেওবান্দ-এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি মুহাদ্দিস-ই হিন্দ ‘আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, আল্লামা

শাব্বীর আহম্মাদ উসমানী, মিয়ঁা আসগর হুসায়ন ও মুফতী 'আযীযু'র-রাহমান প্রমূখ খ্যাতনামা উস্তাদগণের সাহচার্যে এসে উচ্চতর জ্ঞান ও রুহানী ফায়য-হাসিল করেন।

KgRxeb

১৩৩৮/১৯১৯ সালে মাদরাসা আমীনিয়ায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সুচনা হয়। মুফতী মুহাম্মাদ কিফায়াতুল্লাহ্ (র.) ছিলেন উক্ত মাদরাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মাত্র এক বৎসর তিনি এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার পর দারুল-উলুম দেওবান্দ এ মুদাররিস হন (১৯২২ খৃ.)। তিনি সেখানে তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৪ খৃ. তিনি শায়খুত তাফসীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে প্রায় আট বৎসর অধ্যাপনা করে ১৯২৯ খৃ. উক্ত পদে ইস্তফা দেন এবং দক্ষিণ হায়দারবাদ চলে যান। সেইখানেও তিনি দীর্ঘ নয় বৎসর (১৯২৯-১৯৩৮ খৃ.) অবস্থান করেন। সেই সময় মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ভাষ্য 'আত-তালীকুস সাবীহ শারহ মিশকাতিল-মাসাবীহ গ্রন্থ রচনা করেন। দামিশকের একটি প্রকাশনা সংস্থার অর্থানুকূল্যে এবং তার তত্ত্বাবধানে ১৩৫৪/১৯৩৪ সনে দামিশকে এর প্রথম চার খণ্ড প্রকাশিত হয়। এটা তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি ভারতবর্ষ, মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও হারামায়ন শারীফাইনের (পবিত্র মক্কা-মদীনা) শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের নিকট নির্ভরযোগ্য ভাষ্য হিসাবে সমাদৃত হয়। হায়দারবাদ অবস্থানকালে এটাতে তার খ্যাতি আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকাংশ সময় পুস্তক রচনার কাজে অতিবাহিত করলেও তিনি শিক্ষানুরাগী ছাত্রদিগকে নিয়মিত হাদীসের দারস দিতেন। তিনি প্রাচীন লাইব্রেরী কুতুব খানা আশরাফিয়্যার দ্বীনি ইলমের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করতেন। আল কুরআনের ইংরেজী অনুবাদক মার্মাডিউক পিকথল তার সাথে হায়দারবাদে সাক্ষাত করেন। উভয় মনীষী ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।

আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (র.) দারুল-উলুম দেওবান্দ এর প্রধান পরিচালক পদে যোগদানের (১৯৩৮ খৃ.) পর সেইখানে স্বতন্ত্র তাফসীর বিভাগ খোলা হয়। আল্লামা উসমানী ও মুহতামিম কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব তাকে দারুল-উলুম দেওবান্দ এর শায়খুত তাফসীর পদে পুনরায় গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি হায়দারবাদে (দাক্ষিণাত্য) মাসিক আড়াইশত টাকার অধিক রোযগার করতেন। অন্যদিকে দেওবান্দ মাদরাসার মাত্র সত্তর টাকা বেতন ধার্য ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ উপেক্ষা করে ১৯৩৯ খৃ. দ্বিতীয়বার দারুল-উলুম দেওবান্দ এ শায়খুত তাফসীর পদে যোগদান করেন। প্রায় দশ বৎসর তিনি উক্ত পদে নিয়োজিত থেকে ১৯৪৯ খৃ. ইস্তফা দেন। তিনি ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে জামি'আ 'আব্বাসিয়া ভাওয়ালপুর-এর 'শায়খুল-জামি'আ হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫১ খৃ. তিনি লাহোর জামি'আ আশ্রাফিয়্যায় 'শায়খুল-হাদীস' পদে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর উক্ত পদে থেকে তিনি 'ইল্মে হাদীসের খিদমত আঞ্জাম দেন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই মাদ্রাসায় নিয়োজিত ছিলেন।

mnR mij Rxeb hvcb

ব্যাক্তিগত জীবনে মাওলানা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। এটাতে পরিবারের কেউ আপত্তি করলে বলতেন তোমাদের নওয়াবী অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দরবেশী ও ফকীরীতে যেই শান্তি রয়েছে উহা কোন কিছুতেই নেই। অর্থের প্রতি তাঁর মোহ এত কম ছিল যে, তিনি জীবনে কোন প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতার বৃদ্ধির আবেদন করেন নাই। জামি'আ আশ্রাফিয়্যার পরিচালক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ নিজ উদ্যোগে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'আমার প্রয়োজন তো আল্লাহ্ পুরণ করছেন। সুতারাং বেতন বৃদ্ধির দরকার কি?' সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর তিনি একই বেতনে চাকুরী করেন।

Dhaka University Institutional Repository

n¾ cvjb I mdi

তিনি জীবনে চারবার হাজ্জ করার সুযোগ লাভ করেছেন। প্রথমবার ১৯৩২ খৃ. স্ত্রী ও দুই পুত্রসহ। দ্বিতীয়বার ১৯৩৪ খৃ. একা। এই হাজ্জ সমাপান্তে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। দামিশকে ছয়মাস অবস্থান করে তার রচিত আত-তালীকুস-সাবীহ শারহি মিশকাতিল-মাসাবীহ গ্রন্থের প্রথম চার খণ্ডের প্রকাশনার তত্ত্বাবধান করেন। অবসর সময়ে নিয়ম মাফিক শহরের বিশিষ্ট উলামা, মাশাইখ ও বুদ্ধিজীবিগণের সাথে বৈঠকে মিলিত হতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিতেন। তার অগাধ পাণ্ডিত্যে আরব-বিশ্বের উলামা মাশাইখ আশ্চর্য হয়ে বলতেন, আমরা আহলি লিসান (আরবী ভাষা) হওয়া সত্ত্বেও আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রে এই অনারব শায়খ এর মত পারদর্শী নই। তৃতীয় ও চতুর্থবার হাজ্জ করেছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ১৯৬৫ খৃ.। এই সময়েও আরব বিশ্বের চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদদের সাথে তিনি যোগদান করেন। তার সাথে আলোচনা ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের ফলে উপমহাদেশে ইলমে দীনের ব্যাপক চর্চা ও প্রসার তাদেরকে মুগ্ধ করে।

iPbvejx

মাওলানা একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মাদরাসা শিক্ষা ছাড়াও তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কেও ব্যাপক পড়াশুনা করেছেন। তাই তার রচনায় আধুনিক তত্ত্বগত আলোচনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাত্ত্বিক, গবেষণাধর্মী ও ইতিহাস-ঐতিহ্য তার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কুরআন, হাদীস ও আধুনিক জ্ঞানের সুসমন্বয়ে তার রচনাসমূহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বীনের জটিল বিষয়গুলি সহজ-সরল উপস্থাপনায় তার অসামান্য নিপুনতার স্বাক্ষর বিদ্যমান। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক সময় তিনি গবেষণা ও পুস্তক রচনায় কটিয়েছেন। তার রচিত প্রথম গ্রন্থ 'মাকামাত হারীরীর আরবী ভাষ্য যা তিনি ২১ বৎসর বয়সে রচনা করেছেন। তার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। ইন্তিকালের ১৫ দিন পূর্ব পর্যন্ত তার লেখনী অব্যাহত ছিল। তিনি প্রায় একশত কিতাব রচনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তার রচনাবলী দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. সৃজনশীল গবেষণামূলক রচনা, যাতে আহলি সুন্নাত ওয়াল-জামাআত এর মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি কোন বিশেষ মতাদর্শের ভ্রান্ত নীতির সংশোধন কিংবা প্রতিবাদমূলক আলোচনা করেছেন। মা'আরিফুল কুরআন, আত-তালীকুস-সাবীহ, শারহি মিশকাতিল-মাসাবীহ, সীরাতুল-মুসতাফা (সা.) 'আকাঈদুল-ইসলাম, উসুলূল-ইসলাম, আল-ফাতহুস সামাবী শারহ বায়দাবী, মুকাদ্দামাতুল-হাদীস; হাল্ল তারাজিমিল বুখারী, মুকাদ্দামাতুল-বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থ এই পর্যায়ের।

২. কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা মতাদর্শের বিরুদ্ধে দ্বীনের প্রকৃত ভাষ্য উপস্থাপনার লক্ষ্যে রচিত গ্রন্থ, যাতে বাতিল মতাদর্শের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও দাতভাঙ্গা জবাব রয়েছে। 'ইলমুল-কালাম, হায়াত-ই 'ঈসা, মিসকুল-খিতাম, আহসানুল-হাদীস ফিল-বাততালিত-তাছলীছ, ইসলাম আওর নাসরানিয়্যাত, হুজ্জিয়াত হাদীস হুদুছ মাদ্দাঃ ওয়া রূহ ইছবাত-ই সানি' আলাম প্রভৃতি গ্রন্থ এই পর্যায়ের। নিম্নে তার রচনাবলীর তালিকা প্রদান করা হল,

Zvdmxi

১. আল-ফাতহুস-সামাবীবী-তাওদীহি তাফসীরুল-বায়দাবী, আরবী ভাষায় লিখিত, ২২ খণ্ডে সমাপ্ত, পাণ্ডুলিপি ; ২. মা'আরিফুল-কুরআন, উর্দুতে লিখিত তাফসীর গ্রন্থ, ২৩ পারা সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট সাত পারার জটিল আলোচনাগুলোর খসড়া ও পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে; ৩.

মুকাদ্দামাতুত-তাফসীর (আরবী) ; ৪. দালাইলুল কুরআন আলা মাযাহিবিন-নুমান (আরবী); ৫. শারাইত মুফাসসির ওয়া মুতারজিম (উর্দু); ৬. ইজাযুল-কুরআন (উর্দু)।

nv'xm

১. আত-তালীকুস সাবীহ, শারহু মিশকাতিল-মাসাবীহ, (আরবি) ৮ খণ্ডে সমাপ্ত ; ২. মুকাদ্দামতুল-হাদিস, অপ্রকাশিত (আরবি) পাণ্ডুলিপি; ৩. মিনহাতুল হাদীস ফী শারহ আল-ফিয়াতিল হাদীস, অপ্রকাশিত (আরবি) পাণ্ডুলিপি ; ৫. কালিমাতুল্লাহ ফী হায়াত ই রূহিল্লাহ (উর্দু) ; ৫. আল-কাওলুল মুহকাম (উর্দু) ; ৬. লাতাইফুল-হিকাম ফী আসরার-ই নুযুলি ঈসা ইবন মারয়াম (উর্দু) ; ৭. আদ-দীনুল কায়্যিম (উর্দু) ; ৮. আহসানুল বায়ান ফী মাস'আলাতিল-কুফরি ওয়াল-ইমান ; ৯. নিহায়াতুল ইদরাক ফী হাকীকাতিত-তাওহীদ ওয়াল-ইশরাক (উর্দু) ; ১০. ফাতহুল-গাফুর শারহি মানজুমাতিল-কুবুর (উর্দু) ; ১১. ইসলামিয়া মিরযায়িয়্যাত কা উসূলী ইখতিলাফ (উদু ১১. 'মোকাদ্দমাতুল- বুখারী' ১২. 'তোহফাতুল কারী' ১৩.'জেলাউল আইনাইন

mxivZ I Rxebx

১. সীরাতুল মুসতাফা (স.) উর্দুতে চার খণ্ডে সমাপ্ত ; ২. খিলাফতে রাশিদাহ (উর্দু)।

MxwZ-Kve¨

১. তাইয়াতুল-কাদা ওয়াল-কাদর (আরবী) ; ২. লামিয়াতুল মিরাজ (আরবী) ; ৩. রাইয়াতুল-হামদ ওয়াছ-ছানা ওয়াল-মুনাজাত (আরবী) ; ৪. তাশতী লামিয়াতি ইমরিইল-কায়স (আরবী) ; ৫. তুহফাতুল কারী ফী হাল্লি মুশকিলাতিল-বুখারী (অপ্রকাশিত 'আরবী পাণ্ডুলিপি) ; ৬. মুকাদ্দামতুল-বুখারী (আরবী) ; ৭. আল-কালামুল-মাওছুক ফী তাহকীক ইয়া কালামাল্লাহিল গায়রুল মাখলূক (আরবী) ; ৮. আল-বাকিয়াতুস-সালিহাত ফী শারহি হাদীস ইন্নামাল-আমাল বিন-নিয়্যাত (আরবী) ; ৯. তুহফাতুল-ইখওয়ান বি-শারহি হাদীসিল ইমান (আরবী) ; ১০.আহসানুল-কালাম ফীমা য়াতা আল্লাকু বিল কিরাআতি খালফাল-ইমাম, জিলাউল-আয়নায়নি ফী তাহকীক রাফইল-য়াদায়ন (আরবী) ; ১১. হুজ্জিয়াত হাদীস (উর্দু)।

ÔAvKvB' I Bjg Kvjvg (D' fvlvq wjwLZ)

১. আকাইদ ইসলাম ; ২. উসূলুল-ইসলাম ; ৩. ইলমুল-কালাম ; ৪.দাওয়াতে ইসলাম ; ৫. ইছবাত সানি আলাম ; ৬. হুদছ মাদ্দাহ ওয়া রূহ ; ৭. বাশাইরুন-নাবীয়্যীন ; ৮. আহসানুল-হাদীস ; ৯. মিসকুল-খিতাম, ১০. ইসলাম আওর নাসরানীয়াত।

wewea

১. দাসতুর ইসলাম ; ২. নিজাম ইসলাম ; ৩. ইসলাম আওর ইশতিরাকিয়্যাত ; ৪. আকল উসকী ফাযীলাত ; ৫. নুবুওয়াত ই-কুবরা ; ৬. মাকাসিদ বিছাত ; ৭. কারহি হাদীস ইফতিরাক উম্মাত ; ৮. মাহাসিন-ই ইসলাম ; ৯. আকল আওর ইসলাম ; ১০. শারাইত নুবুওয়াত ; ১১. দা'আবি মিরযা; ১২. আওরাদ মুবারাকা ; ১৩. গায়ামে ইসলাম।

তিনি চিশতিয়া ও নাকশবন্দিয়া উভয় তরিকার বায়আতের অনুমতিপ্রাপ্ত একজন পীর ছিলেন। এটা ছাড়া কাদিরিয়া ও সুহরাওয়ারাদিয়া তারীকার উপরও তার সাধন অব্যাহত ছিল। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরী (র.) ও আশরাফ আলী থানবী (র.) প্রমুখ মনীষী হতে তিনি এই অনুমতি লাভ করেন। মাওলানা খালীল আহমাদ মুহাজির মাদানী, মাওলানা মুহাম্মাদ মাজহার নানুতাবী ও শাহ আবদুল গানী (র.) হতে

সনদ রিওয়ায়াতে (হাদীস বর্ণনা সূত্র) এর অনুমতি লাভ করেন। একজন কামিল পীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি লোকদের বায়াআত করাতেন না। কেউ অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করলে মুফতি মুহাম্মাদ হাসান প্রতিষ্ঠাতা জামি আরাবিয়্যা আশরাফিয়া অথবা দারুল-উলুম করাচীর প্রতিষ্ঠাতা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (র.) এর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন। শাগরিদ ভক্তদের কেউ তার খেদমত করতে চাইলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন এবং বলতেন, আমার উচিত তোমার খেদমত করা। তিনি বলতেন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয প্রয়োজনীয় দীনি ইলম হাসিল করা, আলিম হওয়া জরুরী নয়। কারণ দ্বীনি ইলম মানুষকে সুসভ্য করে গড়ে তোলে। ইলমের সাথে সাথে আমলও জরুরী। আমল দ্বীনি তারাক্কীতে অনুপ্রেরণা জোগায়, ইবাদাতে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহর ভয়-ভালবাসা অন্তরে জাগরুক রাখে।

তার ক্ষুরধার লেখনী সমসাময়িক যুগে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর মূলে কুঠারঘাত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত উপমহাদেশ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমেছিল। বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা ও এদের নেপথ্য সহযোগিতায় কাদিয়ানী ধর্মমতের উদ্ভব ইসলামী 'আকীদা ও জীবন-দর্শনের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে। দেশের হাক্কানী আলিমগণের সাথে মাওলানা কান্ধলবীও এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার তাত্ত্বিক লেখনী এই মতবাদগুলির অসারতা প্রমাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

'আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, আল্লামা শাব্বির আহমাদ 'উসমানী ও মাওলানা মুরতাদা হাসান খান প্রমুখ দেশবরেণ্য 'আলিমগণকে নিয়ে তিনি বহুবার কাদিয়ানী তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র কাদিয়ান, ফীরূযপুর, গুরূদাসপুর ও লাহোর সফর করেন। এই সময়ে আয়োজিত বহু মাহফিলেও তিনি বক্তৃতা করেন। এতে বিভ্রান্ত লোকদের অনেকেই অনুতপ্ত হয়ে ইসলামে ফিরে আসে। অন্যদিকে কাদিয়ানীদের উপরও এটা কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। ফীরূযপুর ও পাঞ্জাবে কাদিয়ানীদের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিতর্ক সভায় মাওলানা কান্ধলবীও একজন সদস্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি কালিমাতুল্লাহ ফী হায়াত-ই রূহিল্লাহ গ্রন্থটি রচনা করে ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত প্রত্যয়কে উদ্ভাসিত করে তোলেন। এই সম্পর্কে আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী লিখেছেন, প্রায় দুই বৎসর হয়ে গেল, ১৩৪০/১৯২২ সালে ফীরূযপুর ও পাঞ্জাবে কাদিয়ানীদের সাথে দেওবান্দের 'আলিমগণের বিতর্ক অনুষ্ঠানের কথা চলছিল। সর্বপ্রথম বাহাছের বিষয় ছিল 'হযরত মাসীহ ইবন মারয়াম (আ.) এর জীবন ও আসমানে উত্তোলন এবং দ্বিতীয়বার তাশরীফ আনয়ন প্রসঙ্গে। উক্ত অনুষ্ঠানে মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধালবী দারুল-উলুম দেওবান্দের প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি যে তাত্ত্বিক ও অকাট্য বক্তব্য পেশ করেছেন তাতে শ্রোতামণ্ডলী সন্তুষ্ট হয় এবং কাদিয়ানীদের ভিৎ কম্পিত হয়।[২২৮] (হায়াত-ই ঈসা, পৃ.৪১-৪২)।

১৯৫৩ খৃ. খাতমে নুবুয়াত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সামরিক আইন জারি করেন। এতে বহু সংখ্যক আলেম গ্রেফতার হন। মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিশন ও হাইকোর্টের শুনানীর সময় মাননীয় বিচারপতিগণের সামনে আসামী পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পাঞ্জাবে মাওলানা আবদুল-মাজিদ দারয়াবাদীকেও তিনি বিশেষ সহায়তা করেন।

মাওলানা কান্ধলবী পাকিস্তান আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি জামঈয়াত 'উলামা-ই-ইসলাম এর একজন শীর্ষস্থানীয় সদস্য ছিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় 'আলিমগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'ইসলামী শাসনতন্ত্র-এর খসড়া প্রস্তুত হচ্ছিল। এতেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই উদ্দেশ্যে গঠিত উলামা কমিটিতে (৩১ সদস্য বিশিষ্ট)-ও তিনি সদস্য ছিলেন। মাওলানা ইহতিশামুল-হাক্ক থানাবী ও আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদাবী এই কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নানা রোগে আক্রান্ত হন। আগস্ট ১৯৭২

[২২৮]. হায়াত-ই ঈসা, পৃ. ৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

এ আকস্মিকভাবে রোগ বেড়ে যায়। এর পর হতে তিনি আর পূর্ণ সুস্থ হন নাই। ১৯৭৩-৭৪ সালে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এই সময়েও তিনি দায়িত্ব পালনে যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন।
৮ রাজাব, ১৩৯৪/২৮ জুলাই, ১৯৭৪ তারিখে তিনি লাহোরে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয়।[২২৯]

L. AvZ ZvjxKm mvexn M‡š'i chv‡jvPbv

التعليق الصبيح M‡š'i †jL‡Ki fwgKv

التعليق الصبيح এর লেখক আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) প্রথমেই আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য অগণিত নেয়ামতের প্রশংসা করেছেন এরপর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করেছেন। তারপর তিনি সাহাবায়ে কেরাম, মুহাম্মদ (সা.) এর পরিবারের সদস্যবৃন্দের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেছেন। সর্বশেষ মুহাম্মদ (সা.) কে কেয়ামত পর্যন্ত যারা অনুসরণ করবে তাঁদের জন্য তিনি দু'আ করেছেন।

আল্লামা ইসরীস কান্দলবী (র.) নিজেকে নিকৃষ্ট, গুনাহগার অভিহিত করে তাঁর রবের ক্ষমা ও রহমতের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজেকে বংশের দিক থেকে সিদ্দিকী এবং মাজহাবের দিক থেকে হানাফী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর পিতা মাতা, উস্তাদবৃন্দ, সন্তান, ভাই, আত্নীয়-স্বজন, প্রিয়মানুষসহ তাঁর উপর যাদের হক রয়েছে তাঁদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের দু'আ করেছেন। এমনকি যারা তাঁর জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তাঁদের জন্যও তিনি দু'আ করেছেন।

ইলমুল হাদীস নিয়ে গবেষণা করাকে তিনি অনেক বড় সওয়াবের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন একই সাথে তিনি হাদীসে নববীকে কুরআনের ব্যাখ্যাকারক বলে অভিহিত করেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.) কে উদ্বৃত করে বলেন, "যদি সুন্নত না থাকত তাহলে আমাদের মধ্য কেউই কুরআন বুঝতে সক্ষম হতোনা।" তিনি শাফেয়ী (র.) কে উদ্বৃত করে বলেন,"ওলামায়ে কেরাম যা বলেন তা সুন্নতের ব্যাখ্যা আর সকল সুন্নত কুরআনের ব্যাখ্যা।"

التعليق الصبيح iPbvi †cÿvcU

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) বলেন,"আমার উস্তাদ বিদগ্ধ আলেম, মুহাদ্দিসকূল শিরোমণি, ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যমণি, তাঁর সময়ের নুমান, ঐ সময়ের ইমাম বুখারী, শাহ মোহাম্মদ আনওয়ার আমাকে মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থটি ব্যাখ্যা করার আদেশ দিলেন। আমি তখন খুবই চিন্তায় পড়ে গেলাম কারণ হাদীসের ব্যাখ্যাকরা এবং তা থেকে সন্দেহ ও অস্পষ্টতা দূর করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর জন্য প্রয়োজন অসংখ্য হাদীস জানা এবং বড়বড় ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য সম্পর্কে অবগত হওয়া। কিন্তু আমার ইলম ও আমলের পুঁজি ছিল অপর্যাপ্ত। তথাপি তাঁর পক্ষ থেকে বারংবার আদেশ ও নির্দেশের কারণে আমি আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা ও নিজেকে তাঁর কাছে সঁপে দিয়ে এই গভীর পানিতে ঝাঁপ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম। সেমতে আমি একদিন আমার শাইখের খেদমতে হাজির হয়ে আমার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা তাঁকে জানালাম। তিনি তাঁর কলম মুবারক দ্বারা কয়েকটি লাইন লিখে দিলেন। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চেয়ে সেই কয়েকটি লাইন দিয়েই আমার ব্যাখ্যা গ্রন্থ সূচনা করলাম। আর আমি এটা করেছি হাদীসের উপর আমল করার আশায়। ঘটনাক্রমে কোন আমল আমার কাছ থেকে ছুটে গেলেও আমলের নিয়ত কখনো ছুটে যায়নি। আমার আশা পাঠকগণ এতে উপকৃত হবেন ফলে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিদান পাব।

[২২৯]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা :ই. ফা. বা প্রকাশনা, ১৪০৭হি./১৯৮৭খৃ. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-৪০০

التعليق الصبيح MšwU iPbvq †hmKj M‡š'i mvnvh¨ wb‡q‡Qb

আল্লামা ইসরীস কান্দলবী (র.) التعليق الصبيح গ্রন্থটি রচনায় শাইখ শিহাব উদ্দিন ফজলুল্লাহ ইবনে হুসাইন তুরবাশতী হানাফী কর্তৃক লিখিত ميسر নামক مصا بيح এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা গ্রন্থটির প্রশংসা করে বলেন, "আমার জীবনের শপথ, ميسر একটি চমৎকার ব্যখ্যাগ্রন্থ, এর রচনাশৈলী অত্যন্ত উঁচুমানের এতে হাদীসের এমন অর্ত সংযোজন করা হয়েছে, যা কোন মানুষ অথবা জিন ইতোপূর্বে স্পর্শ করতে পারেনি।"
তিনি সাহায্যে নিয়েছেন আল্লামা তিবী কর্তৃক লিখিত "মিশকাত" এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ الكا شف عن حقا ئق السنن المحمد ية নামক গ্রন্থ থেকে। তিনি এই গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। হাদীসের শব্দের ব্যাখ্যা ও ইবারতের ক্ষেত্রে তিনি মোল্লা আলী কারী কর্তৃক লিখিত مر قاة المفا تيح নামক "মিশকাত" এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। তিনি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, التعليق রচনায় মোল্লা আলী ক্বারীর দেখানো পথেই তিনি হেঁটেছেন ।

التعليق M‡š'i Kewjq‡Zi Rb¨ Avjøvni wbKU cv_bv

আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) التعليق এর অধ্যায়গুলো কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা অলংকৃত করেছেন। বিরোধপূর্ণ ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে তিনি ইনসাফের পথ অনুসরন করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে মিনতি করেছেন যাতে, আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থটি কবুল করে আখেরাতে তাঁর নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন। তিনি প্রশংসা, সুনাম অথবা লোক দেখানোর জন্য التعليق রচনা করেন নি।
পরিশেষে তিনি হযরত ওমর (রা.) এর মতো রাসূলের শহরে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) সবসময় দু'আ করতেন اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك واجعل موتى ببلد رسولك (হে আল্লাহ! রাসূলের শহরে আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন)।

AvZ ZvjxKm mvexn M‡š'i LÐ I Aa¨vq mgn chv‡jvPbv

ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) এর হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান গ্রন্থ হল মিশকাতুল মাসাবীহ এর ভাষ্যগ্রন্থ আত ÒZvjxKm mvexnÓ নিম্নে এ গ্রন্থের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হল। তিনি গ্রন্থটি হায়দারাবাদে সংকলন করেন। অতঃপর তিনি গ্রন্থটি সংকলনের জন্য দামিশকে চলে যান এবং সেখানে ১ম চার খণ্ড ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। অতঃপর লাহোরে বাকী ৩ খন্ড ছাপানো হয়। ভাষ্যগ্রন্থখানির ১ম খণ্ডে ৫৫৮ পৃষ্ঠা রয়েছে। ১ম খণ্ডে ৫ টি অধ্যায় ও একটি ভূমিকা, ২য় খণ্ডে ৩ টি অধ্যায়, ৩য় খণ্ডে পাঁচটি অধ্যায় ৪র্থ খণ্ডে ১০ টি অধ্যায়, ৫ম খণ্ডে ৩টি অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ডে ২ টি অধ্যায় ও ৭ম খণ্ডে নবুয়াত ও আসমাউর রিজাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

1g LÐ : 1g L‡Ð 5wU Aa¨vq

1g Aa¨vq gKv›Ïvgv : এ অধ্যায়ে হাদীস ও সুন্নাহর সংজ্ঞা[২৩০] সুন্নাহর শরীয়াতে অবস্থান[২৩১]। ইসলামে সুন্নাহর অবস্থান। মুসলমানদের সুন্নাহর প্রতি করণীয়। ইমাম বাগাভী এর জীবনী ও মাসাবীহ গ্রন্থের প্রশংসা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর তিনি মুসলমানদের হাদীসের প্রতি করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের তাৎপর্য আলোচনা করেছেন। মিশকাতুল মাসাবীহ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আল্লমা ইদ্রিস কান্ধলভী এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর তালীকুস সাবীহ এর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

২য় অধ্যায় কিতাবুল ঈমান : অধ্যায়টি ৬টি বাব বা পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৩য় অধ্যায় কিতাবুল ইলম : এখানে ইলম এর গুরুত্ব, ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইলম শিখার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায় কিতাবুত তাহারাত : এতে ১৩টি বাব আছে।

৫ম অধ্যায় কিতাবুস সালাত : ৫০টি বাব আছে। এর ১ম খণ্ডে ১৫টি ২য় খণ্ডে ৩৫টি বাব রয়েছে।

2q LÛ : 2q L‡Û 3wU Aa¨vq

১ম অধ্যায় কিতাবুল জানায়েয : এতে মোট ৭টি বাব বা পরিচ্ছেদ আছে।

২য় অধ্যায় কিতাবুয যাকাত : এতে মোট ৯টি বাব বা অনুচ্ছেদ আছে।

৩য় অধ্যায় কিতাবুস সাওম : এতে মোট ৯টি বাব রয়েছে।

3q LÛ : G‡Z †gvU cvPwU Aa¨vq i‡q‡Q

১ম অধ্যায় কিতাবু ফাজায়েলুল : কুরআন এতে মোট ২টি বাব রয়েছে।

২য় অধ্যায় কিতাবুদ দাওয়াত : এতে মাত্র একটি বাব রয়েছে। যাতে আল্লাহর যিকির ও তার নৈকট্য লাভ ইত্যাদি।

৩য় অধ্যায় কিতাবু আসমাই আল্লাহ তা'আলা : এতে মোট সাতটি বাব রয়েছে।

৪র্থ অধ্যায় কিতাবুল মানাসিক : এতে মোট ১৫টি বাব রয়েছে।

৫ম অধ্যায় কিতাবুল বুয়ু : এতে মোট ১৬টি বাব রয়েছে।

---

[২৩০]. মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় হাদীস বলা হয় যা কোন কথা, কাজ বা বিবরণ অথবা সৃষ্টিগত বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে রাসূল (সা.) এর দিকে সম্বন্ধ করা। আইনশ্রাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় হাদীস বলা হয় কোন কথা, কাজ বা বিবরণ যা রাসূল (সা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ফকীহগণের পরিভাষায় হাদীস বলা হয়, যা ফরয ওয়াজিব ব্যতীত শরীয়তের দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

[২৩১]. শরীয়তে সুন্নাহর স্থান : ইসলামে বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। আর তা হচ্ছে ব্যাপক। আল্লাহ তা"আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলা, রাসূল (সা.) ও তোমাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের আনুগত্য কর"। ইবনুল কাইয়্যুম জাওযী (র.) এই আয়াত উল্লেখের সময় বলেন, ''আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাঁর রাসূল (সা.) এর আনুগত্য করার আদেশ করেছেন। এবং ফে'য়েলকে (ক্রিয়া) পূনরাবৃত্তি করেছেন একথা অভিহিত করার জন্য যে, স্বতন্ত্রভাবে রাসূল (সা.) এর আনুগত্য করা আবশ্যক। বরং যখন রাসূল (সা.) আদেশ করবেন তখন তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। এবং যে ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর মতাদর্শের বিপরীত আদেশ করবে তা শোনা ও আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন, সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই। তিনি আরো বলেন, "আনুগত্যতা হচ্ছে সৎকাজের মধ্যে"। সুন্নাহ ব্যতীত কুরআনের উপর আমল তা কুরআন বিরোধী।যারা সুন্নাহ ব্যতীত শুধু কুরআনের উপর আমলের ধারণা করে তা মূলত কুরআন বিরোধী। তারা সর্বপ্রথম স্পষ্ট কুরআনের স্বত্বাবিরোধী।

অত:পর কুরআনে কারীম আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূল (সা.) এর আনুগত্যতার আদেশ করেছেন। আর তা অনেক আয়াতে রয়েছে। বরং রাসূল (সা.) এর আনুগত্যতা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যতার নামান্তর। যেমনিভাবে রাসূল (সা.) এর বায়'আত আল্লাহ তা'আলার বায়'আত হিসেবে পরিগণিত।

4_ LÐ : G‡Z †gvU 10 wU Aa¨vq i‡q‡Q

১ম অধ্যায় কিতাবুন নিকাহ : এতে মোট ১৮ বাব রয়েছে।
২য় অধ্যায় কিতাবুল ইতক : এতে মাত্র ১টি বাব রয়েছে।
৩য় অধ্যায় কিতাবুল আয়মান ওয়ান নজর : এতে মোট ১ বাব রয়েছে
৪র্থ অধ্যায় কিতাবুল কিসাস : এতে মোট ৪টি বাব আছে।
৫ম অধ্যায় কিতাবুল হুদুদ : এতে মোট ৬টি বাব আছে।
৬ষ্ঠ অধ্যায় কিতাবুল ইমারাতি ওয়াল কাজায়ি : এতে মোট ৪টি বাব আছে।
৭ম অধ্যায় কিতাবুল জিহাদ : এতে মোট ১১ টি বাব আছে।
৮ম অধ্যায় কিতাবুস সয়াইদ ওয়ায যাবাইহ : এতে মোট ৩টি বাব আছে।
৯ম অধ্যায় কিতাবুল আতইমা : এতে মোট ৫টি বাব আছে।
১০ম অধ্যায় কিতাবুল লিবাস : এতে মোট ৩টি বাব আছে।

5g LÐ : G‡Z †gvU 3wU Aa¨vq i‡q‡Q

১ম অধ্যায় কিতাবুত তিব ওয়ার রুকা : এতে মোট ২টি বাব আছে
২য় অধ্যায় কিতাবু রুইয়া
৩য় অধ্যায় কিতাবুল আদাব : এতে মোট ২২টি বাব আছে।

6ô LÐ : G‡Z †gvU 2wU Aa¨vq i‡q‡Q|

১ম অধ্যায় কিতাবুর রিকাক : এতে মোট ৮টি বাব রয়েছে।
২য় অধ্যায় কিতাবুল ফিতান : এতে মোট ৪০ টি বাব আছে ৬ষ্ঠ খণ্ডে ১৫টি ও ২৫ টি ৭ম খণ্ডে।

7g LÐ : wKZvej wdZvb Gi 25wU eve I AvmgvDi wiRvj

কিতাবুল ফিতান এর ২৫টি বাব ও বিভিন্ন হক এর আলোচনা অর্থাৎ আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত অক্ষর দিয়ে সাহাবী (রা.) তাবেঈ, মহিলা সাহাবীদের জীবনী।

AvZZvjxKm mvexn M‡ši ˆewkó¨mgn

১ম বৈশিষ্ট্য : আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) হাদীসের ভিত্তিতে তার গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত করেছেন। অধিকাংশ বর্ণনা হাদীসের উপর ভিত্তি করেছেন।
২য় বৈশিষ্ট্য : এই গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, গ্রন্থকার এতে গোপন শুদ্ধ বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন।
৩য় বৈশিষ্ট্য : তিনি হাদীসের সংরক্ষণের উপর নির্ভর করেছেন। বাবের নামকরন এর ব্যাপারে কথা বলেছেন।
৪র্থ বৈশিষ্ট্য : আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (রা:) তার ব্যাখ্যা গ্রন্থটি কুরআন এর আয়াত এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।
৫ম বৈশিষ্ট্য : ভাষ্যকার তার গ্রন্থে সুন্নাহ এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন। এই ভাষ্যগ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, হাদীস নকলের ক্ষেত্রে আমানতদারিতা ও জ্ঞানের পাল্লায় তার শুদ্ধতা।
৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (রহ) التعليق الصبيح গ্রন্থে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন হাদীসের ব্যাখ্যায় এবং এর অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অর্থ অনুসন্ধানে।

Dhaka University Institutional Repository

التعليق الصبيح MšwU iPbvq AbmZ c×wZ

التعليق الصبيح MšwU iPbvq AbmZ c×wZ : আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) গ্রন্থটি রচনায় যে পদ্ধতি অনুসরন করেছেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

1. KiAvb Øviv nv'x‡mi e¨vL¨vKiY : একথা অনস্বীকার্য যে, কুরআন এবং হাদীস একই সূত্রে গাঁথা। এর একটি অপরটির পরিপূরক। কুরআনের ব্যাখ্যায় যেমন হাদীসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনি হাদীসের ব্যাখ্যায়ও কুরআনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। অর্থাৎ হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করা একজন হাদীস ব্যাখ্যাকারকের অবশ্য কর্তব্য। আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তাই তো তিনি হাদীসে নববীর ব্যাখ্যায় অসংখ্য কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। উদাহরণ সরূপ আমরা এই হাদিসটির (انما الأعمال بالنيات.. কথা বলতে পারি। এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) বেশ কয়েকটি কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। যেমন

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء[২৩২]

قل إنى أمرت أن أعبد الله مجلصا له الدين[২৩৩]

وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين[২৩৪]

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم [২৩৫]

আমরা যদি আয়াতগুলোর বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব তা সম্পূর্ণরূপে হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

2. nv'xm Øviv nv'x‡mi e¨vL¨vKiY : মুহাদ্দিসিনে কেরাম এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, রাসূলের একটি হাদীস আরেকটি হাদীসকে ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণ করে। সুতারাং হাদীসে নববীর অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা দূরীকরণে হাদীসের বিকল্প নেই। সঙ্গত কারনেই আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) তার التعليق গ্রন্থে ব্যাখ্যাকৃত হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীস নিয়ে এসেছেন। যেমন তিনি এই হাদীসটির

عن عائشة رضي الله تعالي عنها قالت كان النبي صلي الله عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوئه للصلاة[২৩৬]

ব্যাখ্যায় অন্য আরেকটি হাদীস নিয়ে এসেছেন। হাদীসটি হলো,

عن ميمونة بنت سعد قالت قلت يارسول الله هل يأكل أحد نا وهو جنب قال لا يأكل حتى يتوضأ[237]

3. mvnvev‡q †Kiv‡gi e³e¨ I Kg Øviv nv'x‡mi e¨vL¨vKiY : রাসূল (সা.) এর সমস্ত হাদীসের শ্রোতা বা প্রত্যক্ষর্শী ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হাদীসে কাওলীর উদ্দীষ্ট ব্যক্তি ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, হাদীসে ফেয়েলীর প্রত্যক্ষর্শী ছিলেন তাঁরাই। হাদীসে তাকরীরী তো সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃকই সংঘঠিত হয়েছে, রাসূল (সা.) শুধুমাত্র তাতে মৌনসম্মতি দিয়েছেন। হাদীসের প্রেক্ষাপট ও পরিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি অবগত ছিলেন। সুতারাং হাদীসে নববীর ব্যাখ্যায়

---

[২৩২]. আল কুরআন, ৯৮ : ০৫

[২৩৩]. আল কুরআন, ৩৯ : ১১

[২৩৪]. আল কুরআন, ৭ : ২৯

[২৩৫]. আল কুরআন, ২৬ : ৮৮-৮৯

[২৩৬]. মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৪৫৩

[২৩৭]. ইমাম আত তাবারানী, Avj ĝÖqRvgj Kvexi, হাদীস নং ২০৫৮৭, ১৮খণ্ড, পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের বক্তব্য ও কর্ম প্রণিধান যোগ্য। তাইতো আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) হাদীসে নববীর ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও কর্মকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন যেমন এই হাদীসটি,

عن ابن عمر رضى الله غنهما قا ل: كا ن الاذان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة مرة غير أنه كان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة[238]

উপরোল্লেখিত হাদীসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি নিয়ে এসেছেন

عن ثو بان رضى الله عنه أ نه كا ن يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثني مثني

4. nv‘x‡mi e¨vL¨vq Zv‡eqxb‡‘i e³e¨ I gZvgZ MnY : যেহেতু তাবেয়ীনে কেরাম সাহাবায়ে কেরামের সরাসরি সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে হাদীসে নববী শোনার সৌভাগ্য হয়েছে সেহেতু হাদীসের ব্যাখ্যায় তাবেয়ীনদের বক্তব্য গ্রহণ করা এবং দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা সঙ্গত কারণেই যৌক্তিক। যেমনটা আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) এর التعليق গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি ইমাম আবু হানিফা, ইবরাহীম নাখয়ীসহ অন্যান্য তাবেয়ীনদের বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করেছেন। যেমন, তিনি মাগরিবের আযান ও ফরজ সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাজ পড়ার হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও ইবরাহীম নাখয়ীর মতামত উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উভয়েই এই সালাতের বিরোধিতা করেছেন।

5. wdKnx gZv‰b‡K¨i D‡jøL Ges nvbvdx gvRnve‡K cavb¨ ‘vb : আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) তাঁর التعليق গ্রন্থে হাদীসের ব্যাখ্যায় ফিকহী মতানৈক্যের উল্লেখ করেছেন এবং সর্বদাই ইমাম আবু হানিফার মতামতকে প্রধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি সালাতের ইকামতের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আওযায়ী, আহমদ, ইসহাক, যুহরী (র.) বলেন, قد قامت الصلاة ব্যতীত ইকামাতের অন্য বাক্যগুলো একবার করে বলবে এবং قد قامت الصلاة দুইবার বলবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা, ছুওরী, ইবনুল মুবারক এবং কুফার অধিবাসীগন বলেন, ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলবে। এরপর আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) ইমাম আবু হানিফার মতামতের সমর্থনে অনেকগুলো হাদীস নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

6. I jvgv‡q gZvKwÏwg‡bi e³e¨ MnY : আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওলামায়ে মোতাকাদ্দেমিনের তথা পূর্ববতী আলেমগনের মতামত উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আল্লমা তিবী, ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনু মুবারক, যুহরী, আওযায়ী হাসান বসরী প্রমুখ।

7. nv‘x‡mi ï×Zv I ‘ejZvi e¨vcv‡i I jvgv‡q †Kiv‡gi e³e¨ Dc¯’vcb : আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) তার التعليق গ্রন্থে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতার ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রবিদের মতামত উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি আজানে ترجيع এর বিপক্ষে একটি হাদীস নিয়ে এসেছেন এরপর সেই হাদীসের ব্যাপারে হাদীসবিদদের মতামত ও বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। হাদীসটি আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ সেই ব্যক্তি যিনি স্বপ্নের মাধ্যমে আজানের বাক্যগুলো জানতে পারেন। উক্ত হাদীসের ব্যাপারে আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) বলেন,

- ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি সহীহ।
- ইমাম আব্দুল বার বলেন এর ইসনাদ হাসান।

---

২৩৮. ইমাম আবু দাউদ, mbvb Ave ‘vD‘, ZvnKxK bvmxiæÏxb Avjevbx, হাদীস নং ৫১০, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯

8. Avjøvgv wZexi e³e¨ Dc¯vcb : আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) তাঁর التعليق গ্রন্থে আল্লামা তিবী কর্তৃক রচিত মিশকাতুল মাসাবিহির প্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে অসংখ্য রেওয়াত নিয়ে এসেছেন। তিনি التعليق এর ভূমিকায় বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

9. Avjøvgv †gvjøv Avjx Kvix (i.) Gi e³e¨ I gZvgZ Dc¯vcb : التعليق الصبيح গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা ইদরীস কান্দালবী (র.) হাদীসের ব্যখ্যাগ্রন্থ রচনায় সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মোল্লা আলী ক্বারী (র.) থেকে। এ বিষয়টি _تعليق এর ভূমিকায় তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই التعليق গ্রন্থে মোল্লা আলী ক্বারী কর্তৃক রচিত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ مرقاة المفا تيح এর একটি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অসংখ্য রেওয়ায়েত তিনি مرقاة المفا تيح থেকে التعليق গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

10. wb‡R‡K العبد الضعيف Z_v 'ej ev›'v e‡j AwfwnZ KiY : আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) যখন নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন নিজেকে তখন العبد الضعيف তথা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

11. nw'‡mi e¨vL¨vq cieZx Av‡jgM‡bi gZvgZ MnY : কখনো কখনো আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে মুতাআখখিরিন তথা পরবর্তী আলেমগনের মতামত উল্লেখ করেছেন। যেমন : তিনি উমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণীত ....نما الأ عمال بالنيات হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম গাজালী (র.) কে উদ্ধৃত করে বলেন আমল তিন প্রকার ভালো, মন্দ এবং বৈধ।

12. Aviwe KweZvi M‡qvM : তিনি হাদীসের ব্যাখ্যায় নাহুবিদগণের মতো কবিতা নিয়ে এসেছেন। যেমন, তিনি ....انما الأ عمال بالنياز হাদীসের ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত কবিতাটি প্রয়োগ করেছেন,

الا تطمئن الى الد نيا وزينتها – قد حان للموت يا تا اللب أن يأتي

وكن حريصا علي الاخلاص في عمل – فانما العمل الزاكي بنيات

ওহে জ্ঞানী দুনিয়া এবং দুনিয়ার সাজ সজ্জায় ব্যস্ত হয়ে যেয়ো না কারণ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এখলাসের সাথে আমল করতে উৎসাহী হও, আর পরিশুদ্ধ আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

13. mgmvgwqK Ijvgv‡q †Kiv‡gi e³e¨ †ck : আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) তাঁর التعليق গ্রন্থে সমসাময়িক বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম তথা ওলামায়ে দেওবন্দের বক্তব্য নিয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, তাঁর উস্তাদ আল্লামা আনওয়ার শাহ শায়খ ওলিউল্লাহ আল্লামা সিন্ধী প্রমুখ।

14. Avjøvgv ZievkZxi e³e¨ Dc¯vcb : مصا بيح এর বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল্লামা শিহাবুদ্দিন ফজলুল্লাহ বিন হুসাইন তুরবাশতী কর্তৃক লিখিত ميسر নামক গ্রন্থ থেকে আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) তাঁর التعليق গ্রন্থে অসংখ্য রেওয়াত সংযোজন করেছেন।

15. †h me Mš †_‡K wZwb †iIqv‡qZ MnY K‡i‡Qb †m ¸‡jvi mswÿß ZvwjKv : التعليق الصبيح গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র.) নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো থেকে সাহায্য নিয়েছেন,

- ❖ আল্লামা তুরবাশতী কর্তৃক লিখিত ميسر
- ❖ আল্লামা তিবী কর্তৃক লিখিত الكاشف عن حقا ئق للسنن المحمد ية

- ❖ ইমাম মালেক (র.) এর مؤطا
- ❖ ইমাম আবু হানিফা (র.) এর مسند الا ملم ابى حنيفة
- ❖ ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র.) এর معانى الا ثار
- ❖ ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র.) এর مشكل الا ثار
- ❖ সহীহ বুখারী
- ❖ সহীহ মুসলিম
- ❖ জামেউত তিরমিযী
- ❖ সুনানে নাসায়ী
- ❖ সুনানে আবু দাউদ
- ❖ সুনানে ইবনে মাজাহ
- ❖ বায়হাকী
- ❖ বদরুদ্দীন আইনী কর্তৃক লিখিত সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ عمدة القارى
- ❖ ইবনে হাজার আসকালানী কর্তৃক লিখিত সহীহ বুখারী ব্যাখ্যাগ্রন্থ فتح البارى
- ❖ ইমাম নববী কর্তৃক লিখিত সহীহ মুসলিম এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ مقد مة التعليق المختارعلى كتاب الاو ثار
- ❖ আল্লামা মোল্লা আলী কর্তৃক লিখিত مشكوت المصا بيح এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ مرقلة المفا تيح

AvZ ZvjxKm mvexn M‡ši ¸iæZ I G Mš m¤ú‡K gnwÏmM‡Yi gZvgZ :

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই ভাষ্যগ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারী গ্রন্থ। কেননা তার লেখক ছিলেন ইলম ও হাদীসে পারদর্শী। তাফসীর, ফিকহ ও বিভিন্ন বিষয়ে তার ছিল গভীর পান্ডিত্য। মুহাদ্দিস ইদ্রিস কান্ধালভীর অসংখ্য রচিত গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও ‘‘আততালীকুস সাবীহ’’ গ্রন্থটি অধিক প্রসিদ্ধ। কেননা বিভিন্ন আলেম, মুহাদ্দিসগণ তার সারগর্ভ প্রশংসা করেছেন।

১. যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) এর ভাষ্যগ্রন্থ ‘‘আততালীকুস সাবীহ’’ গ্রন্থটি মেশকাতের একটি নির্ভরযোগ্য অন্যতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তার জীবনকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে তার এই ভাষ্যগ্রন্থটি একটি অর্ন্তনিহিত নির্ভরযোগ্য ভাষ্যগ্রন্থ।

২. শায়খ মোহাম্মাদ হাশেম আল খতিব (র.) বলেন, এই ব্যাখ্যা গ্রন্থের মাধ্যমে (আততালীকুস সাবীহ) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সূর্য স্পষ্টভাবে আলোকিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, মোল্লা আলী ক্বারী (র.) এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘‘মিরকাত’’ ও ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) এর ভাষ্যগ্রন্থ ‘‘আততালিকসু সাবীহ’’ কে অন্যান্য ভাষ্যগ্রন্থের সাথে তুলনা করবে। অবশ্যই সে অন্যান্য ভাষ্যগ্রন্থ থেকে এই কিতাবদ্বয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

৩. এ কিতাবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, হাদীস নকলের ক্ষেত্রে আমানতদারীতা পালন, চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টি অবলম্বন। বিশেষ করে তার যুগে আলেমদেরকে তিনি সম্মানের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণে সম্বোধন করেছেন।

৪. আল্লামা মাহমুদ আতারী (র.) বলেন, আমি এই ভাষ্য গ্রন্থ থেকে ইলমুল বদি, ইলমুল মায়ানী এর বাস্তব দৃষ্টিতে মুতাকাদ্দীমীনদের দৃষ্টিগুন ও মুতাআখখীরীনদের চিন্তা-গবেষণার ফলাফল জানতে পেরেছি।

৫. আল্লামা হাসান শাতী (র.) বলেন, তিনি (ইদ্রিস কান্ধলভী) এই গ্রন্থটিকে যেমনিভাবে ‘‘আততালিক আসসাবিহ’’ নামে নামকরণ করেছেন ঠিক তদ্রুপ তাতে রয়েছে সূক্ষ্ম চিন্তা, অনুসন্ধান ও বিভিন্ন শব্দের অর্থের গোপনীয়তা প্রকাশ, শাখা ও মূলনীতির বিস্তারিত আলোচনা। তিনি আরও বলেন যে এই ভাষ্য গ্রন্থটি মুতালা করবে সেও প্রশংসার শরীক হবে।

6. ÔdvZûj Bjvn dx kviwnj wgkKvZÕ

নিম্নে এ শরাহ এর গ্রন্থকার ইবনে হাজার আল-হায়তামীর জীবনী ও তাঁর রচিত শরাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

K. Be‡b nvRvi Avj-nvqZvgxi Rxebx

Rb¥ I esk cwiPq

আবুল-আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইব্‌ন হাজার, শিহাবুদ্দীন আল হায়তামী (আল-হায়ছামী নহে) আস-সাদী (নিম্ন মিসরের শারফিয়্যা প্রদেশের বানু সা'দ-এর নামানুসারে, যেইখানে তার পরিবার মূলত বসতি স্থাপন করিয়াছিল) একজন প্রসিদ্ধ আলিম এবং শাফ'ঈ মাযহাবের একজন সৃজনশীল লেখক। তিনি শারকিয়্যাতে আরাজকতার দরুন স্বীয় আবাস স্থল পরিবর্তন করে গারবিয়্যা প্রদেশের মাহাল্লা আবিল হায়তামে গমন করেছিলেন এবং এই স্থানেই ইবনে হাজার রাজাব, ৯০৯/১৫০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্যই তাকে আল হায়তামী বলা হয়।

cv_wgK wkÿv

শৈশবকালেই তিনি পিতা এবং পরে পিতামহকে হারান, কিন্তু তাঁর পিতার শিক্ষক প্রসিদ্ধ সূফী শামসুদ্দীন ইবন আবিল-হামাইল (মু. ৯৩২ /১৫২৬) এবং এই সর্বশেষ জনের শাগরিদ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আশশানাবী তাঁর লালন-পালন ও শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আশশানাবী তাঁকে আনতায় সায়্যিদ আহমাদ আল-বাদাবীর খানকায় প্রেরণ করেন এবং সেইখানে তার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

D”Pwkÿv

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করবার পর তাকে কায়রোর জামি' আযহার-এ প্রেরণ করেন। এইখানে তিনি ৯২৪/১৫১৮ সাল হতে প্রথম দিকে আর্থিক অনটনের মধ্যে তাঁর পড়াশুনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। জামি' আযহার-এ তাঁর প্রধান শিক্ষক ছিলেন যাকারিয়্যা আল- আনসারী (মৃ. ৯২৬/১৫২০)। ইব্‌ন হাজার আরবী ভাষা ও ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিদ্যার বিভিন্ন শাখা এবং চিকিৎসাবিদ্যাও অধ্যয়ন করেছিলেন। তার শিক্ষকদের তালিকা তার ফাতাওয়ার মুখবন্ধে যা আন-নূরুসসাফির-এ বিদ্যমান এবং এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম এ পাওয়া যায়। এতে পরিদৃষ্ট হয় যে আল-আনসারী হতে শুরু করে তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর অধিকাংশই ইবন হাজার আল আসকালানী [দ্র.] এবং জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতীর [দ্র.] শাগরিদ ছিলেন।

KgRxeb

৯২৯/১৫২৩ সনের শেষভাগে যখন তাঁর বয়স বিশ বৎসরও হয় নাই, তাঁহার শিক্ষকবৃন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে ফাতওয়া প্রদান ও হাদীস শিক্ষা দানের ইজাযা (অনুমতি) দেন। আশ-শানাবীর আদেশক্রমে তিনি ৯৩২ হি. তারই ভ্রাতুস্পুত্রীকে বিবাহ করেন এবং ৯৩৩/১৫২৭ সনে হাজ্জ পালন উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করে পরবর্তী বৎসরও তথায় অবস্থান করেন। আল হায়তামী ছাত্র জীবনেই ফিকাহ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তাঁর এই আকাঙ্খা আরো দৃঢ় হয় যখন তার মক্কা অবস্থান কালে হারিস আল-মুহাসিবী [দ্র.] তাঁকে স্বপ্নযোগে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। বস্তুত এই মক্কা অবস্থানকালে তার ফিকাহ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার সুত্রপাত হয়। মিসরে প্রবর্তন করে ৯৩৭/১৫৩১ সালে তিনি দ্বিতীয়বার স্বপরিবারে হ্জ্জ সম্পন্ন করে পুনরায় মক্কায় এক বছরের জন্য সাময়িক আবাস করেন। তৃতীয় হাজ্জের পরে ৯৪০/১৫৩৩ সালে তিনি সেইখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং গ্রন্থ রচনা ও শিক্ষা দান কার্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। কিন্তু তাঁর সুখ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লেও মক্কাতে তার যোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে অবিতর্কিত থাকে

Dhaka University Institutional Repository

নি।[২৩৯] তিনি যাবীদ নামক স্থানের শাফি'ঈ মুফতী ইবন যিয়াদ (মৃ. ৯৭৫/১৫৬৮) এর সাথে ধারাবাহিকভাবে প্রবল বিতর্ক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

BwšÍKvj

তিনি ২৩ রাজাব, ৯৭৪/৩ ফেব্রুয়ারি ১৫৬৭ সালে ইন্তিকাল করেন এবং মালাত-এর কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর জীবদ্দশায় উত্থিত রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ সম্ভবত তাঁকে স্পর্শ করে নি।

iPbvejx

আন-নাওয়াবী [দ্র.] - র মিনহাজুত্তালেবীনের ভাষ্য তুহফাতুল মুহতাজ লি-শারহিল-মিনহাজ হায়তামীর সর্বপ্রধান রচনা। ১২ মুহার্‌রাম ৯৫৮/২০ জানুয়ারি' ১৫৫১ সালে তিনি এটা লিখতে শুরু করেছিলেন। আর-রামলী [দ্র.] র নিহায়ার সাথে এটাও শাফেঈ মাযহাবের দুইটি নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে একটিতে পরিগণিত হয়েছিল। এবং এটা কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছে। হাজারী অর্থাৎ হায়তামীর অনুসারীগণ (যারা প্রধানত হিজায, য়ামান, হাদরামাওত ও পূর্ব আফ্রিকায় বসবাস করে) এবং রামলির অনুসারীগণ (যারা প্রধানত মিসর ও সিরিয়ায় বসবাস করে) উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এটা নিয়ে প্রথমদিকে প্রবল বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিল। অবশেষে সর্বসম্মতি ক্রমে তাদের উভয়কেই শাফেঈ মাযহাবের সমান প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাদাতা বলে মেনে নেয়া হয়।

তাঁর জনৈক ছাত্র কর্তৃক সংগৃহীত ফিক্‌হ বিষয়ক তাঁর ফাতওয়াবলীর সমষ্টি আল ফাতওয়ায়াল কুবরা আল-ফিক্‌হিয়্যা কায়রো ১৩০৮ হি.) উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, এইগুলির মধ্যে বিভিন্ন শিরোনামে কয়েকটি দীর্ঘ পুস্তিকা রয়েছে যেমন, ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে তাঁর দুইটি বিতর্কমূলক রচনা। তাঁর অনেকগুলি ফাতওয়া এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁর অন্যান্য রচনা সমসাময়িক সমস্যামমূহের সাথে সম্পর্কিত। এই রচনাগুলীর মধ্যে অন্যতম আস-সাওয়া'ইকু'ল মুহরিকা ফির-রাদ্দি 'আলা আহলিয যারগ (বা আর-রাফদ) ওয়ায-যানদাকা যা শী'আদের দাবীর বিরুদ্ধে প্রথম চার খলীফার কার্যাবলী ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে লিখিত হয়েছে। এই রচনাটি ৯৫০/জানুয়ারি' ১৫44 সালে সম্পূর্ণ হয় এটা মক্কার মসজিদুল হারামে হায়তামী কর্তৃক বহু সংখ্যক আবেদনের উত্তরে প্রদত্ত ভাষণ হতে উদ্ভূত হয়েছে। এটা তাৎক্ষনিকভাবে সাফল্য লাভ করে, কয়েক বৎসরে এটার অসংখ্য কপি দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পরে ও কয়েকবার মুদ্রিত হয়।

অন্য একটি গ্রন্থ সমকালীন সমাজে প্রচলিত সঙ্গীত ও ক্রীড়ার বিরূদ্ধে লিখিত কাফফুর-রারা আন মুহাররামাতিল-লাহব ওয়াস সামা। ইসলামের কার্যকর নৈতিকতা বিষয়ে লিখিত তাঁর কিতাবুয-যাওয়াজির আন ইন তিরাফিল-কাবাইর (Editio Princeps, বুলাক ১২৮৪ হি.) একখানি অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যা অদ্যাবদি বিদ্যামান আছে। জীবন সায়াহ্নে লিখিত ছাবাত (বা মুজাম-এ তাঁর হাদীস-এর উস্তাদগনের বিবরণ সনদসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[২৪০] এইগুলি ও অন্যান্য রচনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য।

L. ÒdvZûj Bjvn dx kviwnj wgkKvZÓ

'ফাতহুল ইলাহ ফী শারহিল মিশকাত'- ইবনে হাজার আল হাইতামি (মৃত ৯৭৪ হি.)।

7. ÒkviûR RiRvbxÓ-সৈয়দ শরীফ জুরজানী (মৃত ৮১৬)। এটা তীবীর শরাহ এর সার-সংক্ষেপ

[২৩৯]. আল-ফাকিহী, Chroniken der Stadt Mekka- তে, সম্পা,Wustenfeld ৩খ, পৃ. ৫৬

১৩৮৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা :ই. ফা. বা প্রকাশনা, ১৪০৮হি./১৯৮৮খৃ. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫

8. Ôki‡n wgkKvZÕ- †gvjøv Avjx Kv‡igx AvKeivev‘x (g. 981 wn.)[241]

9. ki‡n wgkKvZ-শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে ইমামে রব্বানী ওরফে ‘খাযিনুর রহমত’ (মৃ.১০৭০ হি.)।[২৪২]

10.ÔhixAvZb bvRvZÕ (ذريعة النجاة) ki‡n wgkKvZÑ kvqL BgvgÏxb gnv¤§‘ Av‡id I i‡d Ave‘bex kvËvix AvKeivev‘x (g. 1120 wn. gZvšÍ‡i 1030)| তিনি আগ্রার আব্দুল্লাহ ছুফীর খলীফা ছিলেন। হাদীসে তাঁর কিতাবসমূহ নিম্নরূপ,

ক. ‘জরীয়াতুন নাজাত’ শরেহ মেশকাত,
খ. শরহে ‘আছ সালাতু-মিরাজুল মোমেনীন,
গ. শরহে ‘খায়রুল-আছমায়ে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান,
ঘ. শরহে ‘নোখবাতুল ফিকার’
ঙ. ‘লাওয়া- মিউল আনওয়ার’(ছৈয়দগণের ফজীলত)[২৪৩]

11. Ôgvhv‡n‡i nKÕ ki‡n wgkKvZÑ bIqve KZeÏxb Lv †‘nj fx (g. 1279 wn.)|

K. bIqve KZeÏxb Lv †‘nj fx (g. 1279 wn.)

আল্লামা নওয়াব মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন খান দেহলভী (র.)। তিনি দিল্লীর একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতৃপুরুষরা ছিলেন দিল্লীর বাদশাহদের নৈকট্যপ্রাপ্ত। নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা অনেক বড় বড় পদ অলংকৃত করেছিলেন। অনেক জায়গীর লাভ করেছিলেন। মাওলানা কুতুবুদ্দীন সাহেবকেও দিল্লীতে অনেক সম্মানের সাথে দেখা হত এবং বাদশাহ তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। ১২১৯ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তাকে সে যুগের ওলামায়ে কেরামের শিরোমণি এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর খেদমতে দিয়ে দেয়া হয়। আল্লামা কুতুবুদ্দীন ইলমের বড় একটি অংশ তাঁর নিকট থেকেই লাভ করেন।

এছাড়াও হারামাইন শরীফের ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকেও তিনি উলুমে হাদীসের বিশাল ভান্ডার লাভ করেন। শরীয়াতের পূর্ণ অনুসরণ করা ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। চাল-চলনে, আচার-আচরণে উস্তাদের সত্যিকারের অনুগত ছিলেন। তাদের দুজনের আমল-আখলাকে এতটাই মিল ছিল যে, যারা মাওলানা ইসহাক (র.) কে দেখেননি তারা মাওলানা কুতুবুদ্দীন (র.) কে দেখে মনের স্বাদ মিটাতেন। ইলম ও আমলের এত উঁচু স্তরে সমাসীন হওয়া সত্ত্বে ও তিনি বিনয়-নম্রতা, যুহদ আর তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তার ইলমী জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল কীর্তি হচ্ছে মিশকাত শরীফের উর্দু তরজমা এবং ব্যাখ্যা সম্বলিত অনন্য গ্রন্থ ‘মাযাহিরে হক’ । এছাড়াও তাঁর আরো অনেক কিতাব রয়েছে। জীবনের শেষ দিকে তিনি মক্কা শরীফ গমন করেছিলেন। সেখানেই ১২৮৯ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[২৪১]. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ.১৮১
[২৪২]. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩
[২৪৩]. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ’জমী, nv‘x‡mi ZË I BwZnvm, পৃ. ১৯২

L. Ôgvhv‡n‡i nKÕ ki‡n wgkKvZ

এটি মূলত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র.) এর তরজমায়ে মিশকাত এর পরিবর্তিত রূপ। মিশকাতের দারস দেয়ার সময় তিনি সংক্ষিপ্তাকারে কিছু হাদীসের তরজমা করেছেন। পরবর্তিতে শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র.) এর সুযোগ্য ও স্নেহভাজন ছাত্র আল্লামা নওয়াব মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন দেহলভী (র.) উক্ত তরজমা ও ব্যাখ্যা সামনে রেখে স্বীয় উস্তাদের তাকরীর থেকে তিনি তাতে আরো সংযোজন করে উস্তাদের খেদমতে পেশ করলে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং নিজেও আরো কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষন যোগ করেন। এভাবে তৈরী হয় মাযাহিরে হক।

কিন্তু এই কিতাবের ভাষা ছিল অদিকালের সেই উর্দু যা এতই কঠিন যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বর্তমান যুগের শিক্ষিত লোকদের জন্যও তা বোধগম্য হওয়া ছিল কঠিন পরিশেষে দারুল উলুম দেওবন্দের সুযোগ্য ফাজেল আব্দুল্লাহ জাবেদ বাজীপুরী ১৯৬০ সালে নতুন তারতীবে এবং সহজ উর্দুতে এটিকে রূপান্তরিত করেন। প্রতিটি হাদিসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যে, আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয় তার মধ্যে চলে এসেছে। এখন এটির নামকরণ করা হয়েছে মাযাহিরে হক জাদীদ নামে। ৭০০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সাত খন্ডের এই বিশাল কিতাব ইতিমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মাদরাসার তালীবে ইলম ছাড়াও সাধারন মানুষদের হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে আলোচ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক।

12. ÔwgbnvRj wgkKvZÕ ki‡n wgkKvZ- Avãj AvRxR Beb gnv¤§v‘ Beb Avãj AvRxR Avj Avenvix (g.895 wn.)| Gi bvg wgbnvRj wgkKvZ|

13. ÔbRgj wgkKvZÕ ki‡n wgkKvZ- AvmwmwÏK kixd| wZwb Gi iPbv mgvß K‡i‡Qb 1033 wnRwi‡Z|

14. ÔnwwkqvZj wgkKvZj gvmvexnÕ- ki‡n wgkKvZ-Rvjvj DÏxb Avj wKijvbx|

15. ÔZvbKxûi‡i lqvqvZ dx Avnv‘x‡m wgkKvZj gvmvexnÕ ki‡n wgkKvZ- Avj glj fx Avm mvB‡q‘ Avngv‘ nvmvb|

16. ÔZvjxKÕev kivn : kvqL ˆZqe wmwÜ (999 wn.)
তিনি ছৈয়দ আব্দুল আওয়াল হুছাইনী (৯৬৮হি.) এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন এবং বোরহানপুর ও বেরারের ইলিয়ছ পুরে দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল হাদীস শিক্ষা দেন। শায়খ জামালুদ্দীন বোরহানপুরী তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি মিশকাত শরীফের এক 'তালীক'বা শরাহ লিখেন।[২৪৪]

[২৪৪]. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

17. hxbvZb bKvZ dx kviwnj wgkKvZ - Avej gvR' gvne‡e Avjg web Rvdi e'‡i Avjg Avng'vev'x (g. 1111 wn.)| তিনি তাঁর পিতা জা'ফর বদরে আলম এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি যীনাতুন নুকাত ফী শারহিল মিশকাত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি আরবী ও ফারসীতে কুরআনের দু'টি তাফসীর লিখেন।

18. gvIjvbv bvqxg wmwÏKx †RŠbcix (1120wn.)

তিনি তর্ক শাস্ত্রের 'মোনাজারায়ে- রশীদিয়া' (مناظره رشيد يه) প্রণেতা মাওলানা আব্দুল রশীদ জৌনপুরীর (১০৮৩হি.) শাগরিদ ছিলেন। হাদীসে তাঁর মিশকাত শরীফের এক শরাহ্ রয়েছে।[২৪৫]

19. gvIjvbv AvgxbwÏb web gvng' Igvix †RŠbcix (1145 wn.)

তিনি মাওলানা আরশাদ বিন আব্দুল রশীদ জৌনপুরীর ছাত্র ছিলেন। তিনি শায়খ দেহলবীর 'আশেআতুল- লুমআত'-কে সংক্ষেপ করেছেন।[২৪৬]

20. wgiAvZj gvdvZxn dx kvi‡n wgkKvZj gvmvexn

gvIjvbv Ievq'jøvn ingvbx| Aহমদ উল্লাহ প্রতাবগড়ীর পর তিনি রহমানিয়ার শায়খুল হাদীস নিয়োজিত হন। তিনি মিরআতুল মাফাতীহ নামে মিশকাত শরীফের একটি শরাহ করেছেন। তিনি আ'জমগড়ের অধীন মোবারকপুরের অধিবাসী। তিনি রহমানিয়া মাদরাসার মাওলানা আহমদুল্লাহ্ প্রতাবগড়ীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন এবং প্রতাবগড়ীর পর তিনি উহার শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন। তিনি 'মিরআতুল মাফাতীহ' নামে মিশকাত শরীফের এক শরাহ্ করেন। ১৯৭০ সালে পর্যন্ত এর দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানের আহলে হাদীস ওলামাগণের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।[২৪৭]

21. ZvbhxgvZ AvkZvZ ki‡n wgkKvZj gvmvexn : Avjøvgv Avej nvmvb (i.)

এটি তিন খন্ডে সমাপ্ত। প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মিশকাত শরীফের তত্ত্ব ও তথ্যবহুল উর্দু ভাষায় এক বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

K. wgkKvZ kix‡di e¨vL¨vKvi nhiZ Avjøvgv Avej nvmvb (i.) Gi Rxeb I Kg

আল্লাহ তা'আলার অপরিবর্তিত ঘোষণা যে, প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর সুধা অবশ্যই পান করতে হবে। তবে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট মানব জাতির মধ্যে এমনো কিছু মহান ব্যক্তি জন্মে থাকেন, যাদের পার্থিব রীতি অনুযায়ী শারীরিক মৃত্যু হলেও তাদের কীর্তি সাধনার মৃত্যু ঘটে না। তাদের জীবন ইতিহাস হয় অবিস্মরণীয়। ক্ষুদিত থাকে জনমনে তাদের বহুমুখী জীবনের প্রতিটি স্মৃতি। ইতিহাসের সেই মহান ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন, দারুল উলুম দেওবন্দের কৃতি ছাত্র, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর শাইখুত তাফসীর, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন, দারস জগতের সম্রাট ও মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা হাফেয আবুল হাসান (র.)। নিম্নে দ্বীনের সেই অতন্দ্র প্রহরী আলেমে রব্বানীর জীবন চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হল

[২৪৫]. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

[২৪৬]. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, nv'x‡mi ZË I BwZnvm, পৃ. ১৯৮

[২৪৭]. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ২৫৩

Rb¥ I wkÿv w‘ ÿv

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও শাইখুত তাফসীর, দ্বীনি অধ্যাপনা জগতের সম্রাট হযরত আল্লামা হাফেয আবুল হাসান (র.) হিজরী ১৩৩৮ মোতাবেক ১৯১৮ ঈসায়ী সনে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ধুরুংনামক গ্রামে ইলম প্রিয় এবং দ্বীন দরদী এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশ তালিকার বিবরণ এভাবে পাওয়া যায়, জনাব মাওলানা আবুল হাসান বিন নজীর আহমদ বিন শাকির আলী বিন গোলাম নবী বিন খোলন চৌধুরী বিন কাজী মুঈনুদ্দীন বিন কাজী আঈনুদ্দীন (র.)। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি চট্টগ্রামের নাজিরহাট বড় মাদরাসায় পবিত্র কুরআনের হিফয শেষ করে তথায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। নাজিরহাট মাদরাসায় দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি সপ্তম শেণি পর্যন্ত বাংলা শিক্ষাও লাভ করেন। যেহেতু হযরত আল্লামা আবুল হাসান (র.) এর শৈশব কালে মাতা-পিতা ইন্তিকাল করেন, তাই পাঠ্য জীবনে তার সার্বিক তরবিয়তের কাজ আনজাম দেন আপন চাচা হযরত মাওলানা নুর আহম্মদ সাহেব, মুহতামিম নাজিরহাট বড় মাদরাসা। অতঃপর হিজরী ১৩৫৮ সনে বাংলার বৃহত্তম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম হাটহাজারীতে ভর্তি হয়ে এক বছর হেদায়া, সুল্লামুল উলুম প্রভৃতি কিতাব অত্যন্ত নিপুনতার সাথে অধ্যয়ন করেন। তারপর ইসলামী জ্ঞান সাধনার প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৩৬০ হিজরি সনে এশিয়ার বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। তথায় একাগ্রচিত্তে দীর্ঘ সাত বছর হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, আরবী সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র এবং ফুনুনাত প্রভৃতি বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ করে ১৩৬৭ হিজরী সনে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

‘viæj Djg †‘ le‡›‘i ewlK ci xÿvq cvß b¤i

আল্লামা আবুল হাসান (র.) ১৩৬৫ হিজরি সনে দারুল উলূম দেওবওন্দ কল্পনাতীত মেহনাত ও পরিশ্রমের মাধ্যমে দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম স্থান লাভ করেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের ফলাফল নিম্নে পেশ করা হল। (তখন ৫০ নং এ পরীক্ষা হলেও খুব বেশি মেধাবী ছাত্রদেরকে সম্মানজনক ৫০ এর অধিক নম্বর ও দেয়া হত)। সহীহ বুখারী শরীফ-৫১, সহীহ মুসলিম শরীফ-৫২, জামে তিরমিযী শরীফ-৫১, সুনানে আবু দাউদ -৫১, সুনানে নাসায়ী-৪৮, সুনানে ইবনে মাজাহ-৫১, মুআত্তা মালেক-৫০, মুআত্তা মুহাম্মদ-৫২, শামায়েল তিরমিযী- ৫০, ত্বহাবী শরীফ-৫০, মিশকাত-৫১, তাফসীরে বায়যাবী শরীফ রুবয়ে আউয়াল-৫১, তাফসীরে বায়যাবী শরীফ রুবয়ে সানী-৪৫, তাফসীরে বায়জাবী শরীফ রুবয়ে ছালেছ-৫৫, তাফসীরে বায়যাবী শরীফ রুবয়ে রাবে-৫৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর ছুলুছে আউয়াল-৫১, তাফসীরে ইবনে কাসীর ছুলুছ সানী-৫১, তাফসীরে ইবনে কাসীর ছুলুছে ছালেছ-৫০ ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা-৫৩[২৪৮] ।

m¤§wbZ wkÿK gÐjx

দারুল উলুম দেওবন্দে তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন শাইখুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (র.), হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রাহ.), ইমামুল মানতিক আল্লামা ইবরাহীম বলীয়াভী (র.) , শায়খুল আদব মাওলানা এজাজ আলী ও শাইখুত তাফসীর হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) প্রমুখ।

Aa¨vcbv

হযরত মাওলানা আবুল হাসান (র.) দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীসের জামাতের বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে দেশে ফেরার পর প্রথমে নাজিরহাট বড় মাদরাসায় একজন সিনিয়র শিক্ষক

---

২৪৮. রেজিস্টারে নাতায়েজে দারুল উলূম দেওবন্দ ও সনদে ইনআমে ইমতিহানে সালানা, দারুল উলূম দেওবন্দ ১৩৬৫ হিজরি

হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কুতুবে রব্বানী হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুল হক (র.) উক্ত মাদরাসায় উচ্চপদের শিক্ষক হিসেবে আমন্ত্রন জানালে তিনি ১৩৬৯ হিজরিতে জামেয়া পটিয়ার একজন সুযোগ্য মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। তথায় ৩ বছর অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে অধ্যাপনা করেন।

অতঃপর ১৩৭১ হিজরি সনে হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল ওহাব (র.) এর ইঙ্গিতে বাংলার বৃহত্তম ও প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম হাটহাজারীতে প্রায় ৩৫ এরও অধিক বছর অধ্যাপনাকালে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), দর্শন ও আরবী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন কিতাব অত্যন্ত দক্ষতা ও পারদর্শিতার সাথে পাঠদান করেন। তন্মোধ্যে বুখারী শরীফের একাংশ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসায়ী শরীফ, বায়যাবী শরীফ, হিদায়া আখেরাইন, কাজী ও হামদুল্লাহ প্রভৃতি কিতাবের দারস দানে তিনি ছিলেন এশিয়ার অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার দারস ছিল অত্যন্ত গভীরতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। দরসে তিনি অত্যন্ত সহজ ও সরল পদ্ধতিতে অতীব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়াদি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে যুক্তির আলোকে সর্বস্তরের ছাত্রদেরকে বুঝিয়ে দিতেন। তার এই অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ দারস দারুল উলুম হাটহাজারীতে এক অভূত পূর্ব আলোড়ন তৈরি করে। এককথায় তাকে ইলম ও দারস জগতের সম্রাট বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। এ সুদীর্ঘ শিক্ষকতার যমানায় তার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে হাজার হাজার মুহাদ্দিস, মুফাসসির, লেখক, বক্তা, রাজনীতিবিদ, দায়ী ইলাল্লাহ, গবেষক ও মুফতী বের হন। যারা দেশে বিদেশে দ্বীনের বহুবিদ খেদমতে রত আছেন।

iPbvi RM‡Z Avjøvgv Avey nvmvb (i.)

হযরত মাওলানা আবুল হাসান (র.) একজন আদর্শ শিক্ষক, যুগশ্রেষ্ঠ বাগ্মী, সুবিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন, দায়ী ইলাল্লাহ ও মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি একজন আদর্শ লেখক হিসেবেও রচনার জগতে রেখে যান এক অবিস্মরণীয় অবদান। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মাঝে রয়েছে-

১. তানযীমুল আশতাত শরহে মিশকাত। এটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মিশকাত শরীফের তত্ত্ব ও তথ্যবহুল উর্দু ভাষায় এক বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

২. তাফসীরে সূরা ফাতেহা (বাংলা)।

৩. তানজীমুদ দিরায়াহ শরহে হিদায়া (একাংশ)।

৪. আল ফুতুহাতুল ইলাহিয়্যাহ (উর্দু)।

৫. ভোটের উপযুক্ত কে? এবং।

৬. সাইরে কমর আওর ইসলাম (উর্দু)।

Iqvh-bmxnvZ I ‘vi‡m Zvdmxi

ওয়ায-নসীহাত ও তাক্বরীরের ময়দানেও আল্লামা আবুল হাসান (র.) ছিলেন বীর পুরুষ। প্রায় সারা দেশে এখনো তার ওয়ায বক্তৃতার খ্যাতি বিদ্যমান। তার ওয়ায শুনার জন্য সর্বস্তরের মুসলিম জনতা বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম পাগলপর ছিলেন। সেই সাথে চট্টগ্রাম টাউনে বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত তাফসীরে কুরআনের দারস দান করতেন। তার ওয়ায নসীহাত ও তাফসীর ছিল অত্যন্ত গুরুত্ববহ, যুক্তিসঙ্গত ও তাৎপর্যমণ্ডিত। যদ্বারা অনেক জেনারেল শিক্ষিতদের ইসলাম বিষয়ে বহু সন্দেহের অবসান ঘটেছে।

Ava¨wZ¥KZv

হযরত মাওলানা আবুল হাসান (র.) ছাত্রজীবন থেকেই তাসাউফ সুলুকের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি নিজ জীবনে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (র.) বিশিষ্ট খলীফা হযরত আল্লামা জাফর আহমদ উসমানীর (র.) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তার ইন্তেকালের পর হযরত থানভী (র.) এর অপর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আবদুল ওহাব (র.) এর কাছে বাইয়াত হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত হন। ১৪০২ হিজরীতে তার ইন্তিকালের পর হযরত থানভীর (র.) অপর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তার কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন।

¯‡c gnvbex (mv.)

আল্লামা আবুল হাসান (র.) বলেন যে, দেওবন্দের শাইখুত তাফসীর হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী (রাহ.) এর কাছে বায়যাবী শরীফ পড়াবস্থায় এক সময় ক্লাস চলাকালে আমার তন্দ্রা আসে। এতে স্বপ্নে দেখি যে, আমার সামনে রাসূল মাকবুল (সা.) উপস্থিত। তার দন্ত মোবারকে এক গ্লাস দুধ। আমি সেদিকে তাকিয়ে রয়েছি। এমন সময় আমাকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন, পান করে নাও। আমি দন্ত মোবারক থেকে গ্লাসটা নিয়ে অর্ধগ্লাস পান করলাম। অতঃপর বাকী অংশটুকু অন্য কাউকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পান করা থেকে বিরত থাকলাম। তখন হুযুর (সা.) আমাকে বললেন যে, তোমাকেই পান করতে হবে সবটুকু। আমি পুনঃ পান করার উদ্দেশ্যে গ্লাস মুখের কাছে নিয়েছিলাম এমন সময় উস্তাদ মহোদয় আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেন, তুমি কি ঘুমাচ্ছ? তখনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং আফসোস করতে লাগলাম। পরে আমি উস্তাদের কাছে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন যে, হুযুর (সা.) তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অধিক জ্ঞান লাভের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

¯‡c Bgvg Ave nwbdv (i.)

আল্লামা আবুল হাসান (র.) বলেন যে, দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষারত অবস্থায় একদা স্বপ্নে দেখলাম, ইমামে আজম আবু হানিফা (রাহ.) কে, ইমাম সাহেব (র.) আমাকে সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের (দেওবন্দীদের) দ্বারা সারা বিশ্বে আমার মাযহাব খ্যাতি অর্জন করেছে এবং সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই মাযহাবের (হানাফী মাযহাব) ন্যায় প্রচুর প্রচলিত ও জনপ্রিয় কোন মাযহাব পৃথিবীতে নেই।

Av‡iKwU ¯^c

১৯৭৭ সালে "আমি (জুনায়েদ বাবু নগরী) যখন জামিয়া আল্লামা ইউসুফ বান্নুরী টাউন করাচীর তাখাসসুফ ফি উলূমিল হাদীসের ছাত্র ছিলাম, তখন স্বপ্নে দেখলাম জামিয়ার বিশাল মসজিদে আল্লামা ইউসুফ বানুরী (র.) হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন। আমি উপলব্ধি করলাম এক পার্শ্বে আমার মরহুম আব্বাজান ও সেই দরসে উপস্থিত আছেন, আল্লামা ইউসুফ বানুরী (র.) দরস শেষ করে মরহুম আব্বাজানকে বললেন, এই মাওলানা আবুল হাসান! আপনি এসে আমার স্থানে বসে হাদীসের দারস দান করুন। সেই সময়ে আমি স্বপ্নে আরো দেখলাম আল্লামা ইউসুফ বানুরী (র.) আমার বাড়ির সামনে দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। আমি বললাম, হযরত আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি মাওলানার ওয়ায শুনতে যাচ্ছি। অতঃপর আমি আমার শ্রদ্ধেয় নানাজান মরহুম মাওলানা শাহ হারুন বাবুনগরী (র.) এর ওয়াযের আওয়ায শুনতে পেলাম। আমি পরিষ্কার এ কথা বুঝতে পারলাম যে, আল্লামা বান্নুরী (রাহ্) হযরত মাওলানা হারুন বাবুনগরী (র.) এর ওয়ায শুনতে যাচ্ছেন।"[২৪৯]

---

[২৪৯]. হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, আল্লামা আবুল হাসান (রাহ্) এর জীবন ও কর্ম, gwmK gCbj Bmjvg, (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ :দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী), বর্ষ-২০,সংখ্যা-৬, নভেম্বর-২০১০ পৃ.২৪-২৭

AvZ¥xqZv I cvwievwiK HwZn¨

আল্লামা আবুল হাসান (র.) যেখানে একজন যশস্বী আলেম, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, সেখানে তাঁর আত্মীয়তা ও পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল নজীর বিহীন। আগা গোড়া ওনার সকল আত্মীয় স্বজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, হাফেযে কুরআন, লিখক, মুহাদ্দিস এবং বড় বড় মাদরাসার উচ্চ পদস্থ শিক্ষক। তাঁর দাদা শশুর দারুল উলুম হাটহাজারীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুহাক্কেকুল আসর মাওলানা মুফতী আজিজুর রহমান (ইন্তিকাল ১৩৩৯ হিজরি)। তার শশুর আরেফে রব্বানী ইমামে তরীকত জামেয়া বাবুনগরের প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হযরত মাওলানা শাহ হারুন বাবুনগরী (ইন্তিকাল ১৪০৬ হিজরী)। তার শ্বাশুড়ী (ইন্তিকাল ১৪০৫হি.) ছিলেন স্বীয় যুগের একজন রাবেয়া বসরী। তাঁর স্ত্রী সাহেবা একজন বড় আবেদা, যাহেদা এবং ইসলামী ইতিহাস ও শরীতের মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী। তার আপন চাচা ছিলেন দক্ষ আলেম চট্টগ্রাম নাজিরহাট বড় মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা নূর আহম্মদ (ইন্তিকাল ১৩৯৮ হিজরী)। তাঁর বড় ছেলে মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী এবং তার মেঝো ছেলে বিশিষ্ট আলেম জামিয়া বাবুনগরের ফিক্বাহ ও আকাঈদের বিশিষ্ট উস্তাদ জনাব হাফেয মাওলানা শোয়াইব। তাঁর ছোট ছেলে চট্টগ্রাম রাউজান সুলতানপুর মাদরাসার হাদীসের বিশিষ্ট উস্তাদ জুবায়ের সাহেব। তাঁর বড় জামাতা চট্রগ্রাম জামিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম, দক্ষ অনুবাদক ও যোগ্য লিখক জনাব হাফেয মাওলানা আবু জাফর সাদেক। তার ছোট জামাতা হাটহাজারী মাদরাসা মজিদিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব মাওলানা জাকারিয়া। এছাড়া তার নাতি নাতনী জামাতাগণ সকলেই হাফেয, আলেম, মুফতী এবং বিভিন্ন দ্বীনি মাদরাসার উস্তাদ হিসেবে দ্বীনের বহুবিদ খেদমতে রত আছেন এবং মরহুমের দুই নাতনী কুরআনের হাফেযা ও এক নাতনী আলেমা শিক্ষিকা।

Rxe‡bi ˆewkó¨

আল্লামা আবুল হাসান (র.) এর শিক্ষা জীবনে এলম পিপাসু শিক্ষক- ছাত্রদের জন্য রয়েছে জীবন পাথেয়। তিনি কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেছেন। যশখ্যাতি এবং আমোদ- প্রমোদ সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন একমাত্র এলমে দ্বীনের জন্য। দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা জীবনে প্রায় সকল কিতাব তাকরার করেছেন। তাঁর তাকরারের দ্বারা দেশী বিদেশী বহু ছাত্র উপকৃত হয়েছেন। অনেক সময় এমনও হয়েছে, কোন ছাত্র উস্তাদের দরস থেকে কোন একটি জটিল বিষয়ে বুঝতে না পারলে তা আবুল হাসান (র.) এর তাকরার থেকে বুঝে নিতেন। শাইখুল ইসলাম মাদানী (র.) রাতের ১১টা/১২টা পর্যন্ত বুখারী তিরমিযী শরীফের দরস দিলে আল্লামা আবুল হাসান (র.) তাকরার করতেন রাতের ১/২টা পর্যন্ত। ২৪ ঘণ্টায় তাঁর বিশ্রাম ছিল উর্ধ্বে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা। বেশির ভাগ সময় বালিশের পরিবর্তে ইট ব্যবহার করতেন। যেন ঘুমে বিভোর হয়ে লেখা পড়ায় ব্যাঘাত না ঘটে। ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য এত কঠোর সাধনা বর্তমানে বিরল। তিনি ছিলেন কিতাবের কীট, কুতুববিনী তথা কিতাব দেখায় এত ব্যস্ত থাকতেন যে, খাওয়া দাওয়ার সময়টুকু পেতেন না। ফলে তিনি স্থায়ী রোগাক্রান্ত অবস্থায় কাটিয়েছেন। কিন্তু তবুও শেকায়েতের কোন শব্দ মুখে আনেননি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়েছেন সবর ও ধৈর্যের মহাগুণ। জীবনের শুরুকাল থেকে শত্রু পক্ষের অনেক কষ্ট মুসীবত বিনা প্রতিরোধে তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন।

ci‡jvK Mgb

এই মহামনীষী অবশেষে ১৪১২ হিজরী মোতাবেক ১৯৯২ ঈসায়ী সনে এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে দয়াময় প্রভুর অশেষ রহমতের ছায়াতলে স্থায়ী অধিবাস গ্রহণ করেন এবং বাবুনগর মাদরাসার নতুন জামে মসজিদের পার্শ্বস্থ মাকবারায়ে হারুনীতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল

Dhaka University Institutional Repository

ফেরদাউসে উচ্চ স্থান দান করুন এবং তাঁর শিক্ষনীয় জীবন ও অবদান থেকে আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন।

Avjøvgv Avej nvmvb (i.) Gi KwZcq cwm× kvMwi‘

- ❖ শাইখুল ওলামা আল্লামা শাহ্ আহমদ শফি সাহেব, মুহতামিম দারুল উলুম হাটহাজারী।
- ❖ মাওলানা শাহ্ হাফেয শামসুদ্দীন (র.), খলীফায়ে হযরত মাদানী ও সাবেক মুহতামিম- নাজিরহাট বড় মাদরাসা।
- ❖ হযরত মাওলানা হাফেয হারুন (র.), সাবেক মুহাদ্দিস- জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা ও শাইখুল হাদীস, ওবায়দিয়া মাদরাসা নানুপুর।
- ❖ হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান, সাবেক সহকারী মুহতামিম- জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া ও পরিচালক- ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।
- ❖ মাওলানা হাফেয মাহমুদুর রহমান, মুহতামিম- দারুল উলুম, খুলনা।
- ❖ মাওলানা যমীরুদ্দীন সাহেব, মুহতামিম- ওবায়দিয়া মাদ্‌রাসা নানুপুর।
- ❖ মাওলানা তোফাজ্জুল হক সাহেব, মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস- জামিয়া ইসলামিয়া উমিদনগর, হবীগঞ্জ।
- ❖ খতীবে আযম মাওলানা হাবীবুল্লাহ (র.) ।
- ❖ আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ আদীব মাওলানা শাব্বির (সৌদি আরব)।
- ❖ নাসায়ী শরীফের ব্যাখ্যাকার মাওলানা খলীল আহমাদ, মুহাদ্দিস- মাদ্‌রাসা হায়দারাবাদ, পাকিস্তান।
- ❖ মাওলানা আবুল হাসান সাহেব, মুহতামিমও শাইখুল হাদীস-মাদরাসা ভিমপুর, রংপুর।
- ❖ মাওলানা কাসেম ফতেহপুরী (র.), সাবেক মুহাদ্দিস-দারুল উলুম হাটহাজারী।
- ❖ মাওলানা মুফতী ইজহারুল ইসলাম, মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস- জামেয়া লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।
- ❖ মাওলানা মুফতী নূর আহমাদ, বিশিষ্ট মুফতি- দারুল উলুম হাটহাজারী।
- ❖ মাওলানা হাফেয শামসুল আলম, মুহাদ্দিস -দারুল উলুম হাটহাজারী।
- ❖ মাওলানা হারুন সাহেব, মুহাদ্দিস ও নাযেমে তা’ লিমাত দারুল উলুম হাটহাজারী।
- ❖ মাওলানা হাফেয হাবীবুল্লাহ, মুহাদ্দিস বাবুনগর মাদরাসা।
- ❖ মাওলানা রফিকুল্লাহ (র.), মুহাদ্দিস নোয়াখালী।
- ❖ মাওলানা নূরুল হক সাহেব (কৈয়গ্রামী হুজুর), শাইখুল হাদীস জিরি মাদরাসা।
- ❖ মাওলানা শেখ আহমদ, শাইখুল হাদীস ওবাইদিয়া মাদরাসা, নানুপুর।
- ❖ মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব, শাইখুল হাদীস জামেয়া আরাবিয়া নোয়াপাড়া, যশোর।
- ❖ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস ফরিদাবাদ মাদরাসা।
- ❖ মুহাম্মদ জুনায়েদ, খাদেমে তাদরীস- দারুল উলুম হাটহাজারী।

Avjøvgv Avej nvmvb (i.) Gi Awmq¨vZbvgv

আবুল হাসান (র.) ইন্তিকালের পূর্বে উর্দূ ভাষায় নিজ হাতে একটি ব্যাপক অর্থবহ অসিয়্যাতনামা লেখেছেন। এ অসিয়্যাতনামায় মাতা-পিতা, সন্তানাদী, ভাই- বোন, ছাত্র-শিক্ষক, বড় ছোট সকলের জন্য রয়েছে সুন্দর একটি আদর্শ। নিম্নে তাঁর অসিয়্যাতনামার সংক্ষিপ্ত তরজমা পেশ করা হল। তিনি অসিয়্যাতনামায় বলেছেন, আমি নিজের মুহিব্বীন, প্রিয় ছেলে- মেয়ে এবং তাদের আম্মাজানকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন দুনিয়া-আখিরাতের সবকাজে সবসময় একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার উপর আস্থা ও ভরসা রাখে। বড় ছোট সমস্ত কাজে রাসূলে কারীম (সা.) এর সুন্নাত ও শরীয়তের উপর অটল থাকে। ফরায়েয ও সুন্নাত-মুস্তাহাবসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ওয়াক্ত মোতাবেক আদায় করে। মাহে রমযানের রোযা এবং নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে যাকাতের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে। সততা, ভদ্রতা এবং

পরহেযগারী যেন হাত ছাড়া না হয়। সঠিক ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য তাঁরা যেন রাত্র-দিন অক্লান্ত মেহনাত ও পরিশ্রম করে। দৈনিক নিয়মিত যেন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে।

বিশেষভাবে প্রতি রাতে মাগরিব অথবা ইশার পর সূরা ওয়াক্বিয় তিলাওয়াত করা জরুরী। সূরা ওয়াক্বিয়া তিলাওয়াতের দ্বারা রিযিকে বরকত হয়। শেষ রাত্রে উঠে দু-চার রাকাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার পর কিছু যিকির-আযকার এবং কিতাবাদি অধ্যয়ন করে। মোট কথা মূল্যবান সময়কে যেন কাজে লাগায়। বেহুদা কথা এবং অপব্যয়-অপচয় থেকে যেন অনেক দূরে থাকে। আয় থেকে ব্যয়ের হার যেন বেড়ে না যায়। অভাব-অনটনের স্বীকার হলে সবর এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখে। নিজের মুরুব্বী, আসাতিজা এবং বড়দের সম্মান করে। ছোটদেরকে স্নেহ করে। প্রিয় হাফেয জুনায়েদ, মুহাম্মদ শুয়ায়িব এবং মুহাম্মদ জুবায়ের (সাল্লামাহুমুল্লাহ) কে বিশেষভাবে অসিয়্যাত করছি, তারা যেন তাদের আম্মাজানের খেদমত এবং তার সুখ-শান্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে। পুরো জীবন আম্মার আদেশ- নিষেধ রক্ষা করে চলে। তার মনে ব্যথা পায় সে রকম কোন আচার-আচরণ না করে। তাদের আম্মা বড় আবেদা, যাহেদা, ধৈর্য্যশীলা এবং ছেলেমেয়েদের উপর অত্যন্ত মেহেরবান সন্তানাদির লালন- পালনের ক্ষেত্রে আমার চেয়েও বেশী কষ্ট করেছে এবং করছে। সুতরাং তাঁর দোয়া ও পরামর্শ ছাড়া ছোট বড় কোন কাজ করলে দুনিয়া আখিরাতে কোন শান্তি হবে না। এক কথায় মায়ের কদমের ধূলাবালিকে নিজেদের জন্য ধন্য মনে করে। সেই সাথে আমি তিন পুত্রকে নসীহত করছি তাঁরা নিজের বোন স্নেহের রাশেদা ও মাহমুদাকে প্রাণের চেয়েও যেন বেশি ভালবাসে। পুরা জীবন তাদেরকে স্নেহ মমতা করে এবং ওদের দুঃখে দুঃখিত হয়।

আমার তিন পুত্র দুই মেয়েকে আমি আরো বলছি যে, তারা পরস্পর কোন বিষয়ে ঝগড়া বিবাদ যেন না করে। বরং একতা, সততা, ইনসাফ ও মায়া-মমতার সাথে জীবন যাপন করে। আর আমি অধমের আম্মাসহ তোমরা সকলেই যেন যে, আমি নিজের সাধ্য অনুযায়ী তোমাদের জিন্দেগীর সুখ শান্তির জন্য চেষ্টা করেছি। বিশেষভাবে দ্বীনি শিক্ষায় তোমাদেরকে শিক্ষিত করার জন্য আমি অনেক ফিকির করেছি। আমার ইন্তিকালের পর দৈনিক কিছু কিছু কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে (কম পক্ষে তিনবার কুলহুওয়াল্লাহ শরীফ পাঠ করে) আমার রুহের উপর ঈসালে সাওয়াব করিও। আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করিও। সম্ভব হলে প্রতি বছর আমার উদ্দেশ্যে কোরবানী করিও। আমার সন্তনাদি হিসেবে এবং আমার বিবি হিসেবে তোমরা আমার কথা ভুলে যেওনা। দুঃখ সুখে সব সময় দরুদ শরীফ ও ইস্তিগফারের অযিফা পাঠ করিও। তোমার নানা সাহেব, নানী সাহেবা এবং মামাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচার আচরণ করিও। বিশেষভাবে নানাজান ও নানী জানের বড়ই অবদান তোমাদের উপর আছে। ইতি- অধম গুনাহগার মুহাম্মদ আবুল হাসান খাদেমে দারুল উলুম মুঈনুল ইসালাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ।

L. Zvbhxgj AvkZvZ ki‡n wgkKvZ j gvmvexn

তানযীমুল আশতাত শরহে মিশকাত। এটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মিশকাত শরীফের তত্ত্ব ও তথ্যবহুল উর্দু ভাষায় এক বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। যেসব ইসলামী গ্রন্থাবলী ভারতীয় উপমহাদেশে বিপুল সমাদৃত ও সুখ্যাতি লাভ করেছে সেগুলোর মধ্যে এই মহাগ্রন্থটির বৈশিষ্ট্যাবলী অনস্বীকার্য। গ্রন্থটি কেবল বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান নয়, বরং সুদূর আফ্রিকা-ইউরোপেও এর ব্যাপক পাঠক চাহিদার্জন ও সমাদৃত হয়েছে। লন্ডনের এক মুহাদ্দিস আল্লামা বেলাল বাওয়া বলেন, বিভিন্ন হাদীস গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে ‘তানযীমুল আশতাত’ এর স্থান অনেক উচু পর্যায়ের; একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। গ্রন্থটি বহির্বিশ্বে শুধু দারুল উলুম হাটহাজারীরই নয়, বরং হাদীস গবেষণায় বাংলাদেশী মুসলমানদের অভূতপূর্ব অবদানের পরিচিতিও বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

Zvbhxgj AvkZvZ ki‡n wgkKv‡Zi KwZcq ˆewkó¨

- ❖ গ্রন্থটির শুরুতে ইলমে উসূলে হাদীস বিষয়ের উপর একটি বিস্তারিত মুকাদ্দামা (ভূমিকা) লেখা হয়েছে।
- ❖ হাদীসের সনদ, জারাহ-তা'দীল এবং রিজাল শাস্ত্রের উপর গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে।
- ❖ কুরআন-হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবসহ মাযহাব চতুষ্টয় এবং আহলে হাদীসের পক্ষে অনেক দলীল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।
- ❖ অতঃপর আল-জাওয়াব শিরোনামে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।
- ❖ হাদীসের কঠিন কঠিন শব্দের বিশদ ব্যাখ্যার সাথে সাথে দুই হাদীসের মাঝে বৈপরীত্য দূর করা হয়েছে।
- ❖ সহীহ কেয়াস এবং যুক্তির আলোকে হাদীসে রাসূলের (সা.) এমন সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে যাতে এলমে হাদীস বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ নিরসন হয়ে যায়।
- ❖ সমস্ত দলীল প্রমাণ ও উক্তিগুলো নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী থেকে খণ্ড এবং পৃষ্ঠা নম্বরসহ সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ❖ এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি যদিও মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ কিন্তু দাওরায়ে হাদীসের শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য অমূল্য তথ্য ভাণ্ডার। এটাই উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম মিশকাত শরীফের বিশদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মিশকাতের পরবর্তী শরাহগুলির মূল ভিত্তি।

†h mKj Djvgv‡q †Kivg I cwZôvb Zvbhxgj AvkZv‡Zi AKÚwP‡Ë cksmv K‡i‡Qb

তানযীমুল আশতাত শরহে মিশকাত কিতাবটি দেশে বিদেশে এত সুদূর প্রসারী বিস্তার লাভ করেছে যে, ক্বওমী ও আলীয়া মাদরাসার সিংহভাগ ছাত্র-শিক্ষক কিতাবটি দ্বারা বিপুল উপকৃত হয়েছে। ১৯৮০ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার শত বার্ষিকী সম্মেলনে এক বড় প্রদর্শনীতে এই গ্রন্থটি এবং তার বৈশিষ্ট্য সমূহ অত্যন্ত গর্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি অনেক বড় বড় ওলামায়ে কেরাম অকুণ্ঠচিত্তে এ গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। নিম্নে কিছু বিদেশী ওলামা কেরামের নাম পেশ করা হল :

- ❖ আল্লামা আনজর শাহ কাশ্মীরী, সাবেক মুহাদ্দিস; দারুল উলুম দেওবন্দ।
- ❖ আল্লামা সলিমুল্লাহ খান সাহেব, চেয়ারম্যান বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, পাকিস্তান।
- ❖ জাস্টিস আল্লামা তক্বী উসমানী, করাচী, পাকিস্তান।
- ❖ আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী, শাইখুল হাদীস; দারুল উলুম দেওবন্দ।
- ❖ মাওলানা রিয়াসাত আলী বিজনূরী, মুহাদ্দিস; দারুল উলুম দেওবন্দ।
- ❖ মাওলানা বেলাল বাওয়া সাহেব, মুহাদ্দিস; লন্ডন প্রমুখ।[২৫০]

wgkKvZj gvmvexn Gi msw ÿ ß Mšmgn

1. ÔwmivRj wn‘vqvnÕ- wmivRwÏb ûmvBb Beb evnv DwÏb kvnRvnvb Avev‘x|

2. ÔAvi ivngvZj gvn‘vZ ZvKwgjvZj wgkKvZÕ- bi †nvmvBb Lvb web mvw‘K web Lvb|

---

২৫০. হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, আল্লামা আবুল হাসান (রাহ্) এর জীবন ও কর্ম, gwmK gCbj Bmjvg, (চট্রগ্রাম, বাংলাদেশ : দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী), বর্ষ-২০, সংখ্যা -৬, নভেম্বর-২০১০ পৃ. ২৪-২৭

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn Gi e¨vL¨v Mš’ I Mš’Kvi cwiwPwZ

মাসাবীহুস সুন্নাহ গ্রন্থটিকে মানুষ উত্তমভাবে গ্রহণ করেছেন। এ গ্রন্থের গ্রহণ যোগ্যতার প্রমাণ হচ্ছে অনেকে এ গ্রন্থের কপি করেছেন, পাঠ করেছেন, মুখস্থ করেছেন, সংক্ষিপ্ত সংকলন তৈরি করেছেন, ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন ও যাচাই বাছাই করেছেন। হাজী খলীফা তাঁর কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে এবং ব্রুকলম্যান অত্র কিতাবটির বিষয়বস্তুর আলোকে যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের পরিচয় ও রচিত গ্রন্থের নাম বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। মাসাবীহুস সুন্নাহ গ্রন্থের অনেক শরাহ গ্রন্থ রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

1. ÔZndvZj Aveivi Õ- শরহে মাসাবীহ- কাযী নাসির উদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন উমার আল বায়যাবী (মৃত ৬৮৫ হি.) এ শরাহ রচনা করেন। হাজ্জী খলীফা ও ব্রুকলম্যান এটি উল্লেখ করেছেন।

K. gvmvexnm mbvn M‡š’i e¨vL¨vKvi Kvhx Avj-evqhvexi Rxeb cwiµgv

bvg I esk cwiwPwZ

কাযী আল-বায়যাবীর প্রকৃত নাম ‘আব্দুল্লাহ, পিতার নাম ‘উমার, উপনাম আবু সা‘ঈদ [২৫১]। কোন কোন জীবনীকার আবুল খায়র তাঁর উপাধি ছিল বলে উল্লেখ করেন।[২৫২] ইরানের বিখ্যাত নগরী শীরাযের অন্তর্গত বায়যা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করায় তিনি আল-বায়যাবী এবং আল-শীরাযী নামে পরিচিতি লাভ করেন।[২৫৩] জন্মস্থানের দিক দিয়ে তিনি আল-ফারিসী নামেও অভিহিত হন।[২৫৪] দীর্ঘদিন বিচারপতি পদে আসীন থেকে বিচারকের দায়িত্ব পালন করায় তাঁকে কাযী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[২৫৫] এছাড়া তিনি নাসিরুদ্দীন নামেও বেশ পরিচিতি লাভ করেন। বিচারপতি পদে আসীন থাকা অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিচারকার্য পরিচালনা এবং দ্বীনী বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থরাজি রচনা করার কারণে সমকালীন যুগে তিনি এ উপাধিতে ভূষিত হন। ‘বাতিল’ আকীদাহ প্রতিরোধ এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আতের ‘আকীদাহর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অনন্য অবদান রেখেছিলেন বলেই তাঁকে নাসিরুদ্দীন বা দ্বীনের সাহায্যকারী হিসেবে যে উপাধি দেয়া হয়েছিল তা খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।[২৫৬]

কাযী আল-বায়যাবী কোন আরবীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তিনি ছিলেন রক্ত ও বংশগত দিক দিয়ে পারসিক। তিনি ফারসী ভাষী হলেও কুরআনের ভাষা ছিল তার রূহ ও ক্বালবের ভাষা। তিনি আরবী ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করলেও নিজেকে আরবীয় বলে অভিহিত করেননি। তাঁর নিকট বংশীয় পরিচয়ের পরিবর্তে দ্বীনী পরিচয় প্রাধান্য লাভ করে।[২৫৭] তিনি পারস্যের কোন বংশের লোক ছিলেন? তাঁর পূর্ব পুরুষগণের আবাসস্থলই বা কোথায় ছিল তা সুস্পষ্ট জানা যায় না।

---

[২৫১]. সুয়ূতী, jeÿj jeve dx Zvnixwij Avbmve, ২য় খণ্ড (প্রকাশনা ও তারিখ বিহীন), পৃ. ৪৯; আল-কাযী আল-বায়যাবী,পৃ. ৩৬

[২৫২]. তাজুদ্দীন সুবকী, ZvevKvZk kvwdÔCq¨vn Avj-Keiv, ৫ম খণ্ড (কায়রো, ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী ১৩৮৬হি/১৯৬৪ খ্রী.) পৃ. ৫৯

[২৫৩]. তাশ কুবরা যাদাহ, wgdZvûm mvÔAv‘vn, ২য় খণ্ড (মক্কা আল মুকাররমা : দারুল বায, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ.১০৩

[২৫৪]. ‘আব্বস আল-‘আযবী, AvZ-ZvÔixd wej gIqviwiLxb dx ÔAvnw‘j gMj Iqv ZwKgvb, ১ম খণ্ড (বাগদাদ : শারিকাতুত তিজারাহ, ১৯৫৭ খ্রী.), পৃ.১১৬

[২৫৫]. আল-কাযী আল- বায়যাবী, পৃ. ৩৩

[২৫৬]. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, gdvmwmi cwiwPwZ I Zvdmxi chv‡jvPbv (রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ১৩৮

[২৫৭]. আল-কাযী আল-বায়যাবী, পৃ. ৩৪

জীবনীকারগণ তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করেছেন তাতে তাঁর নামের পর শুধু তার পিতা ও পিতামহের নাম দেখতে পাওয়া যায়। জীবনীকারগণ কর্তৃক উপস্থাপিত সূত্রে জানা যায় যে, তার পরিবার ছিল তৎকালীন উন্নত ও রক্ষণশীল পরিবার। এ পরিবারের সদস্যবর্গ প্রায় সকলেই সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তার পিতা 'উমার ছিলেন ইসলামী প্রায়োগিক বিদ্যায় পারদর্শী একজন প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান 'আলিম এবং আতাবেকী সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শীরাযের বিচারপতি। তার দাদা মুহাম্মদ ছিলেন একজন খ্যাতনামা বিদগ্ধ পণ্ডিত। 'আকীদাহ শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করে তিনি সমসাময়িক সমাজে প্রশংসিত হন।[২৫৮]

বায়যাবীর পরিবার পুরুষাণুক্রমে 'ইলম চর্চা ও বিচারপতির পদ অলংকৃত করায় সামাজিকভাবে সমাদৃত ও মূল্যায়িত হয়। তবে তাঁর সহোদর ও সহোদরা সম্পর্কে কোন জীবনী গ্রন্থে কোন তথ্য পরিবেশিত হয়নি। তাই তাঁর আপন কোন ভাই অথবা বোন ছিল না বলে অনুমান করা যেতে পারে। এ পরিবারের সদস্যবর্গ সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ছিল সাধারণ ও অনাড়ম্বর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক শীরাযীর মতে, তারা নিজ পদের পূর্ণ আমানতদারীর পরিচয় দিয়েছিলেন। কখনো তারা অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জন করার মানসিকতা পোষণ করেননি। ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিবর্তে দৈন্যতায় পরিবেষ্টিত হয়েছিল এ পরিবারটি।[২৫৯]
তাঁর পিতা ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ 'আলিম। যা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বিখ্যাত 'আলিম মুজীরুদ্দীন মাহমূদ ইবনুল মুবারক আল-বাগদাদীর[২৬০] খ্যাতিমান শিষ্য ছিলেন। আল-বাগদাদী বিখ্যাত সুফী সাধক ইমাম আল-গাযালীর[২৬১] ছাত্র ছিলেন। ফলে বায়যাবীর পিতা স্বীয় শিক্ষক সূত্রে ইমাম আল-গাযালীর সূফী তত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হন। তাই তৎকালীন শীরাযের প্রধান বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে

---

[২৫৮]. আল-গায়াতুল কুসওয়া, ১ম খণ্ড পৃ. ১৮৪

[২৫৯]. gdvmwmi cwiwPwZ I Zvdmxi chv‡jvPbv,পৃ. ১৩৮

[২৬০]. তার পুরো নাম আবুল কাসিম মাহদুদ ইবনুল মুবারক ইবন 'আলী ইবনুল মুবারক আল-ওয়াসিতী আল-বাগদাদী। তিনি ৫১৭ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হিজরি ষষ্ঠ শতকের একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও উসূলবিদ । কালাম ও মানতিক শাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ঠ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি দামিশকে গমন করে কিছুকাল হাদীস পাঠদানে নিয়েজিত ছিলেন। এছাড়া শীরায, ওয়াসীত, বাগদাদ, হামাদান প্রভৃতি শহরে পাঠদান করেন। তিনি ৫৯২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য : তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাহ, ৭ম খণ্ড, পৃ.২৮৭, আবুল ফালাহ আব্দুল হাই আল-হাম্বলী শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারী মিন যাহাব, ৪র্থ খণ্ড , (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদ্সীর, ১৩৫০হি.) পৃ. ৩১১, আন নুজূমুয যাহিরাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪০

[২৬১]. আল-গাযালীর পুরো নাম হলো আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন তাউস আহমদ আল তূসী আল শাফি'ঈ আল-গাযালী। ইরানের খোরাসান প্রদেশের তুস নগরে ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। সমকালীন বিজ্ঞজনের নিকট তিনি আশ'আরীয় ধর্মতত্ত্ববিদদের শিরোমণি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলক ধর্মীয় বিষয় ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আত্মিক উন্নতি ও সত্যের সন্ধানে তিনি মক্কা, মদীনা, দামিশক, জেরুজালেম , আলেকজান্দ্রিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে দীর্ঘ এগার বছর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করে পুনরায় জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। ১১০৬ সালে তিনি নাইশাপুর নিযামিয়া একাডেমীর পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, রাজনীতি, 'ইলমুল কালাম, ইসলামী আইন ও সূফীতত্ত্বের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসকল রচনায় তিনি কুরআনের আয়াত, হাদীসে রাসূল, ঐতিহাসিক ঘটনা ও বাস্তব অভিজ্ঞার সাহায্যে দৃষ্টান্ত সহকারে জনসাধারণের বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করেছেন, মুসলিম বিশ্বের এই মহান সাধক ৫০৫ হিজরির ১৪ জমাদিউস সানী মোতাবেক ১১১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে ডিসেম্বর নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্যঃ .... আল-গাযালী, কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খণ্ড, বাংলা অনুবাদঃ মাওলানা নূরুর রহমান (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭খ্রী.), পৃ.১-২০, আল-ইয়াফি'ঈ, মিরআতুল জিনান, ৩য় খণ্ড (হায়দারাবাদ : মা'আরিফ, ১৩৩৮খ্রী.) পৃ.১৭৭-১৯২, ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো : মাতরা'আতুন নাহদাহ আল–মিসরিয়্যাহ, তা.বি.) পৃ. ২১৬-২১৯ , শাযারাতুয যাহব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১০, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৯ খণ্ড (বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯২ খ্রী.) পৃ. ৩২২-৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

সাধকতাসহ পূতঃ সৎগুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। যা পরবর্তীকালে কাযী আল–বায়যাবীর চরিত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। ফলশ্রুতিতে তিনি শেষ জীবনে খোদার প্রেম সাধনায় নিমগ্ন হন।

Rb¥Ívb cwiPwZ

কাযী আল–বায়যাবী ইরানের বিখ্যাত শহর শীরাযের অন্তর্গত আল–বায়যা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬২] উল্লেখ্য যে, শীরায ইস্পাহানের দক্ষিণাঞ্চলীয় বিস্তৃত সমতল ফারস প্রদেশের রাজধানী শহর। এটি হযরত উমারের [২৬৩](রা.) খিলাফতের শেষদিকে আবু মূসা আল-আশ‘আরী (রা.) ও ‘উছমান ইবন আবীল ‘আস (রা.) কর্তৃক বিজিত হয়। পরবর্তী উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ ইবন ‘আব্দিল মালিকের শাসনামলে এটি পুনঃনির্মিত হয়। মুসলিম শাসনামলের প্রথমা দু‘এক শতক পর্যন্ত এ শহরে অগ্নি পূজকদের কারনিয়ান এবং গরমুজ নামে দু‘টি অগ্নিবেদী ছিল। শহরটি ছিল দৃষ্টি নন্দন নৈসর্গিক পরিবেশে সুশোভিত প্রত্নতাত্বিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ শহরে প্রত্নতত্ত্বের আদি নিদর্শন বিদ্যমান। অনেক খ্যাতিমান ‘আলিম, কবি, সাহিত্যিক ও সূফী সাধক এ নগরীতে জন্মগ্রহণ করায় এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।[২৬৪]

উল্লেখ্য যে, এ নগরীতে যে সমস্ত জ্ঞানতাপস জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবু ইসহাক আল-শীরাযী[২৬৫] (মৃত্যু : ৪৭৬হি.), আবু ‘আব্দিল্লাহ ইবন খফীফ আল-শীরাযী[২৬৬] (মৃত্যু ৯৫ হি.)

---

[২৬২] আস-সাম‘আনী, আল-আনাসাব, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল জিনান, ১৪৮০হি./১৯৮৮খ্রী.) পৃ. ৩৬৮, আল ইছনুবী তাবাকাতুশ শাফি‘ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড (বাগদদ : আল-মাতবা‘আতুস সা‘আদাহ, তা.বি.) পৃ. ২০, বুতরুস আল-বুসতানী, দায়িরাতুল মা‘আবিফ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪শ খণ্ড (বৈরুত : দারুল মা‘রিফাহ,তা. বি ১৯৮৮) পৃ.৫৯, তাজুদ্দীন সুবুকী তাবাকাতুশ শাফি‘ঈ ‘আব্দুল্লাহ ইবন আস‘আস আল-ইয়াফি‘ঈ, মিরআতুল জিনান, ৪র্থ খণ্ড (হায়দ্রাবাদ : দায়িরাতুল মা‘আরিফ, ১৩৩৮হি.), পৃ. ২২০

[২৬৩]. হযরত ‘উমার (রা.) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা। তিনি ছিলেন কঠোর নীতিজ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, প্রচণ্ড কর্মশক্তি ও চরিত্রবলের অধিকারী। ৬৩২-৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে অর্ধ পৃথিবীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহানবীর (স.) নবুওয়তকালে তার বয়স ছিল ২৭ বছর। ইসলামের প্রথম দিকে তিনি ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিতেন। অতঃপর পবিত্র কুরআনের প্রতি বিমোহিত হয়ে তিনি ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন। ইসলামের প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি বীর সেনানী রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে তার শাসন ব্যবস্থা বিশ্বের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ গড়ন ও গৌরবর্ণের মানুষ। অনাঢ়ম্বর, কঠোর, আত্মসংযমী ও মিতব্যয়ী অবস্থায় তিনি সর্বদা জনসাধারণের পাশেই অবস্থান করতেন। অর্ধ পৃথিবীর মালিক হয়েও তিনি রক্ষীহীন, অনুচরহীন অবস্থায় রাতের বেলা প্রজাদের অবস্থা অনুসন্ধান করতেন। ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের এই মহানায়াক ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এক আততায়ীর হাতে আহত হয়ে অবশেষে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য : স্যার সৈয়দ আমীর আলী, হিষ্ট্রি অব স্যারাসিনস, সম্পাদনায় : ড. ওসমান গনী, অনুবাদ : হাবিব আহসান (কালিকাতা : মাল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৭খ্রী.), পৃ. ৩৩৪-৩৪০

[২৬৪]. দায়িরাতুল মা‘আরিফ, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২০-২২, সফী উদ্দীন আল-বাগদাদী, মারাসিদুল উত্তিল ‘আলাল আসমা ওয়াল-আমকিনাহ, ১ম খণ্ড (মিসর : দারু ইহইয়াহ আল-কুতুব আল-আরাবীয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রী.) পৃ. ২৪৬, ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৮৮

[২৬৫] আবু ইসহাক আল-শীরাযী ৩৯৩ হিজরিতে শীরায নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইমাম ও মুজতাহিদ। শীরাযের বিখ্যাত ফকীহ আবু ‘আব্দিল্লাহ আল-বায়যাবী, আব্দুল ওয়াহাব ইবন রামীন প্রমুখের নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর ৪১৫ হিজরীতে তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং আবু তায়্যিবের সান্নিধ্যে থেকে ইসলামের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। বিখ্যাত জীবনীকার সাম‘আনী উল্লেখ করেন যে, আবু ইসহাক ছিলেন শাফি‘ঈ মাযহাবের একজন বিখ্যাত ফকীহ ও নিযামিয়া মাদরাসার শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক। সমকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট আগমন করত। তিনি জ্ঞান চর্চাকে জীনের প্রধান নেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সকল পার্থিব লোভ- লালসা বর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে দানশীল, খোদাভীরু, ভদ্র ও দয়াশীল। তিনি ৪৭৬ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তিকাল কলেন। তৎকালীন ‘আব্বাসীয় খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ তার জানাযা নামাজের ইমামতি করেন। এরপর বাবে আব্বাস কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। দ্রষ্টব্য : আল–আনসাব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১ আবূল ফারাজ ইবন আল-জাওযী, আল-মুনতাযাম ফীত তারীখ, ৯ম খণ্ড (বৈরুত: দারুশ শুরূক, তা. বি.), পৃ. ৭-৮, ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফীত তারীখ, ১০ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-

আহমদ ইবন 'আব্দির রহমান আল-শীরাযী[২৬৭] (মৃত্যু: ৪১১ হি.) প্রমুখ। এ শীরায নগরীতে অবস্থিত বায়যা একটি প্রসিদ্ধ জনবসতি। এটি শীরাযের উত্তরে ইসতিখারের পশ্চিমে অবস্থিত একটি জনপদ। এর আদি নাম ছিল নাশা। হিজরি চতুর্থ ও দশম শতাব্দীতে এটি ইসতিখার শহরের মত বৃহদায়তন এবং উর্বর পশু চারণ ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।[২৬৮] প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এ শহরকে বায়যা তথা শ্বেত শহর হিসেবে নামকরণ করার কারণ বর্ণনা করে বলেন, এ শহরে সাদা একটি কেল্লা ছিল, যা দূর থেকে গোচরীভূত হত। পারসিকদের শাসনামলে এর নাম ছিল "দার-আসফীদ" যার অর্থ সাদা ঘর। আরবদের বিজয়ের পর এটি আরবিতে রূপান্তরিত হয়ে বায়যা নাম ধারণ করে। এর ও শীরায জেলার মাঝখানে দূরত্ব মাত্র আট মাইলের পথ।[২৬৯] এ শহরের ভূমি অত্যন্ত উর্বর। তৎকালীন ইরানের অন্যান্য শহর অপেক্ষা এখানে উন্নতমানের আঙ্গুর চাষ হত। কেউ কেউ এ শহরকে ভূ-উদ্যান হিসেবে উল্লেখ করেন। যা হযরত সুলায়মানের (আ.) নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল। বিখ্যাত সূফী সাধক মনসুর হাল্লায এ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[২৭০]

Rb¥ I ˆkke

কাযী আল-বায়যাবী আদাবেকী শাসনকর্তা আবূ বকর ইবন সা'দের (শাসনকাল : ৬১৩-৬৫৮ হি./১২১৬-১২৬০ খ্রী.) শাসনামালে জন্মগ্রহণ করনে। কিন্তু তার জন্মসাল বা নির্দিষ্ট কোন তারিখ কোন জীবনীকারই উল্লেখ করেননি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল হাবীব আদ-দিমাশকী (মৃত্যু : ৭৭৯ হি.) বায়যাবীর মৃত্যু তারিখের উপর অনুমান করে ৫৮৫ হিজরি তার জন্ম সাল বলে উল্লেখ করেন।[২৭১] তবে তার এ মত যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। কেননা, তার পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক বা জীবনীকার এরূপ কোন তথ্য প্রদান করেননি।[২৭২] তবে তার জন্ম তারিখ সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে তিনি যে জন্মগ্রহণ করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই তার প্রকৃত জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন প্রমাণ্য তথ্য আমাদের হাতে না পৌঁছার কারণে আমাদের পক্ষে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

'আরাবী, ১৪০১হি.),পৃ. ১৩২-১৩৩, ইবন খালদুন আল-'ইবার ওয়া দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী আইয়ামিল 'আরাব, ৩য় খণ্ড (মিসর : মাতবা'আতুল আমীরিয়্যাহ, ১৩৮০হি.), পৃ.২৮৩, ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড পৃ. ২৯-৩১

[২৬৬]. আবু 'আব্দিল্লাহ ছিলেন শীরায নগরে একজন বিখ্যাত সূফী সাধক। যাহিরী ও বাতিনী বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী ব্যক্তিত্ব। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আদাবুল মুরীদীন, ইখতিলাফুন নাস ফীররূহ দীওয়ানুশ শি'র, জামি'উল ইরশাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ৯৫ হিজরিতে ৩রা রমযান ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য : ZvevKvZk kwdCq¨vn (আল-ইসনুবী), ১ম খণ্ড পৃ. ৮২, nwi'qvZj ÔAwidxb, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯

[২৬৭]. আহমাদ ইবন 'আব্দির রহমান আল-শীরাযী ছিলেন একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু বাহার আল-বার বাহরী, আবূল কাসিম আল-তাবারানী, আবুবকর আল-ইসমা'ঈলী, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-নাইশাপূরী প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। হামাদানে অবস্থান করে দীর্ঘদিন তিনি হাদীসের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৪১১হিজরিতে হামাদানে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য : ইয়াকূত আল-হামুবী, মু'জামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.) পৃ. ৩৮১, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ৩য় খণ্ড (হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ, তা.বি.) পৃ. ১০৬৫, হাজী খলীফাহ ,, কাশফুয যুনূন, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল ফিকর ১৪০২হি./১৯৮২ খ্রী.),পৃ. ১৫৭,শাযাবারতুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪, হাদিয়াতুল 'আরিফীন ১ম খণ্ড পৃ. ৭১

[২৬৮]. ইসলমী বিশ্বকোষ,১৫শ খণ্ড, পৃ. ৬০৯

[২৬৯]. সফীউদ্দীন আল-বাগদাদী, gviwm'j BËj ÔAvjvj Avmgv Iqvj-AvgwKbvn, ১ম খণ্ড (মিসর : দারু ইহইয়ায়িল কুতুব আল-'আবাবিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রী.), পৃ. ২৪৬, মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ, ৬২৮-৬২৯

[২৭০]. হানীফ গাংগুহী, hvdiæj gnvmwmjxb, (দীওবন্দ: তা. বি.), পৃ. ৩৪

[২৭১]. ইবনুল হাবীব আদ-দিমাশকী, 'iivZj AvmjvK dx 'vDjwZj AvZivK, ১ম খণ্ড (মা'হাদুল : মাখতূতাতত নম্বর-২৩৫), পৃ.৫৭

[২৭২]. Kvhx Avj-evqhvex, পৃ. ৩৯

কাযী আল-বায়যাবী পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। বায়যা শহরেই তার শৈশবকাল অতিক্রান্ত হয়। এ নগরীর শহুরে পরিবেশে লালিত-পালিত হওয়ায় তাঁর অস্থিমজ্জায় সাংস্কৃতিক মননশীলতার পরিস্ফুরণ ঘটে। ফলে শিক্ষা সভ্যতার ছোঁয়ায় উন্নত জীবন যাত্রায় তাঁর নব জীবনের সূত্রপাত ঘটে। শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে মানসিকতার প্রয়োজন তার যথোপযুক্ত পরিবেশ তিনি এই শহুরে সভ্যতার মাঝে খুঁজে পেয়েছিলেন।

wkÿv

শহরের আনন্দঘন পরিবেশে নিজ গৃহে পণ্ডিত পিতার তত্ত্বাবধানে কাযী আল-বায়যাবীর হাতে খড়ি হয়। তিনি বায়যা নগরীতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর শীরাযে গমন করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর পিতা 'উমার তদানীন্তন আতাবেকী শাসনকর্তা আবূ বকর ইবন সা'দ যানকীর নৈকট্য লাভ করেছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে পিতা 'উমার বায়যা থেকে শীরাযে আগমন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ সময় বালক বায়যাবী পিতামাতার সাথে শীরাযে এসে তৎকালীন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি প্রথমে পবিত্র কুরআনুল কারীম মুখস্থ করেন। এরপর পণ্ডিত পিতা থেকে ইসলামের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।[২৭৩]

নিজ পিতা ছাড়াও তিনি বায়যা এবং শীরায নগরীর বড় বড় 'আলিমদের শরণাপন্ন হন এবং দীর্ঘকালের তাদের সংস্পর্শে থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ সময়ে প্রথিতযশা একজন বিদ্যান হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিকশিত হতে দেখা যায়। তাই উচ্চ শিক্ষা লাভের অভিলাষ তাঁকে তৎকালীন জ্ঞান চর্চার পাদপীঠ তাবরীযে নিয়ে আসে। তিনি তাবরীযে এসে দেখতে পেলেন, জ্ঞান চর্চার মুক্ত ও সুপ্রসন্ন ক্ষেত্র। শুরু হল তার উচ্চ শিক্ষার অগ্রযাত্রা।

তিনি এখানকার বড় বড় যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয়ে শরী'আতী বিদ্যার জ্ঞান সুধা পান করতে লাগলেন। সম্প্রসারিত হল তার জ্ঞানের দিগন্ত, পূর্ণতা লাভ করল দীর্ঘদিনের লালিত অভিলাষ। তিনি অতি অল্প সময়ে আয়ত্ব করলেন ইসলামী অভিজ্ঞান। জ্ঞানকোষের এমন কোন দিক নেই যা তাঁর অজানা রয়েছে। তিনি একাধারে আরবী সাহিত্য, হিকমাহ, দর্শন, কালাম, ফিকহ, তাফসীর, হাদীস, আরবী ব্যাকরণ, ইতিহাস, সৌরবিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। শিক্ষা ভ্রমণ পরিক্রমায় অর্জিত তাঁর জ্ঞানের গভীরতা তাঁকে যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। তাই সমকালীন যুগে তাঁর সমতুল্য কোন তেজস্বী মনীষীর সন্ধান পাওয়া যায় না।[২৭৪]

wkÿK I QvÎe›`

কাযী আল-বায়যাবী শিক্ষার জন্য ইরানের বিভিন্ন নগরী পরিভ্রমণ করলেও তিনি শীরায নগরীর পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে অধিকাংশ সময় কাটান। তৎকালীন সময়ে শীরায নগরী ছিল 'আলিমদের সমাবেশস্থল। শীরাযের শাসনকর্তা আবু বকর আতাবেক তাতারীয়দের সাথে সমঝোতা করার কারণে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে এ নগরী রক্ষা পায়। ফলে ইরানের যে সমস্ত অঞ্চল মোঙ্গলীয়দের অতর্কিত হামলায় আক্রান্ত হয় সে সমস্ত অঞ্চল আলিমগণ হিজরত করে এখানে আশ্রয় নেন। এ জন্য কাযী আল-বাযয়াবী এখানে আশ্রত 'আলিমগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করার প্রভূত সুযোগ পান। উল্লেখ্য যে, তিনি যে সমস্ত প্রথিতযশা 'আলিমগণের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন, কোন জীবনী বা ইতিহাস গ্রন্থে তাদের নাম উল্লিখিত হয়নি। শিক্ষকদের মধ্যেও কেবলমাত্র শায়খ কাতহাতাঈ এবং বায়যাবীর পিতা 'উমার ইবন মুহাম্মদের নাম উল্লিখিত হয়েছে।[২৭৫] বায়যাবীর শিক্ষাকগণের নাম ও জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য না পাওয়ার কারণ হলো এই যে, তৎকালীন

---

২৭৩. gdvmwmi cwiwPwZ I Zvdmxi chv‡jvPbv, পৃ. ১৩৯

২৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

২৭৫. wgiAvZj wRbvb, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

তাতারী হামলার কারণে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ইসলাম বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ‘আলিমগণ নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।[২৭৬] জীবনী গ্রন্থে বায়যাবীর যে দু’জন শিক্ষকের নাম উল্লিখিত নিম্নে তাঁদের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো

1. kvqL KvZnvZvC

তিনি হলেন শায়খ মুহাম্মদ আল-কাতহাতাঈ। তিনি ছিলেন হিজরী সপ্তম শতকের একজন খ্যাতনামা ‘আলিম’। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্লেষণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করার তৎকালীন মুঘল সুলতান আহমদ আপা ইবন হুলাকুর নৈকট্য লাভ করেছিলেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তৎকালীন সুলতানগণ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং শরী’আত বিষয়ক সঠিক নির্দেশনার জন্য বিশেষ পারদর্শী ‘আলিমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ সূত্র ধরে সুলতান আহমদ আগা শায়খ মুহাম্মদ আল-কাতহাতাঈর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এছাড়া তিনি প্রায় রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং দ্বীনী বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করতেন।[২৭৭] শায়খ আল-কাতহাতাঈ ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু ও ‘আবিদ ব্যক্তি। অল্লাহ্ প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে তিনি সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকতেন। কাজী আল-বায়জাবী তাঁর সান্নিধ্যে এসে সূফীতত্ত্বের নিগুঢ় রহস্য জানতে সক্ষম হয়েছিলেন। শায়েখের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য, আচার-আচরণ তাঁকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে।[২৭৮] কাযী আল-বায়যাবী অজ্ঞাত কারণে বিচারকের পদ থেকে অপসারিত হলে তিনি এ শায়খের মাধ্যমে উক্ত পদ ফিরে পাবার জন্য সুলতানের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[২৭৯]

২. kvqL ÔDgvi Beb gnv¤§‘

তিনি হলেন ‘উমার ইবন মুহাম্মদ ইবন ‘আলী আল- বায়যাবী। তিনি কাযী আল-বায়যাবীর পিতা। তিনি ছিলেন সমকালীন বিখ্যাত ‘আলিম’। বিখ্যাত পণ্ডিত মুজীরুদ্দীন মাহমূদ ইবন মুবারক আল-বাগদাদী ও ইমাম আল-গাযালীর নিকট তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।[২৮০] তিনি শীরাযে প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করে দু’বছর এ পদে সমাসীন ছিলেন। কাযী আল-বায়যাবী এ খ্যাতিমান পিতা থেকেও ফিকহ বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ৬৭৫ হি./১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[২৮১]

QvÎe›‘

কাযী আল-বায়যাবী শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর একদিকে যেমন বিচার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, অপরদিকে তেমনি শিক্ষা দানেও সময় ব্যয় করতেন। জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, অসংখ্য ছাত্র তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কুরআন ও সুন্নাহর পারদর্শিতা অর্জন করেন। তবে এ সমস্ত ছাত্রবৃন্দের জীবনী সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[২৮২] অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে জীবনী গ্রন্থ অধ্যয়নের পর বায়যাবীর মাত্র চারজন ছাত্রের জীবন সম্পর্কে জানা যায়, তারা হলেন :

---

[২৭৬]. gdvmwmi cwiwPwZ, পৃ.১৪১
[২৭৭]. Kvhx Avj-evqhvex, পৃ.৪৪
[২৭৮]. প্রাগুক্ত
[২৭৯]. Avj-MvqvZj Kmlqv dx w‘ivqwZj dvZIqv, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২
[২৮০]. Kvhx Avj-evqhvex, পৃ. ৪০
[২৮১]. ‘উমার রিয়া কাহালাহ, gÔRvgj gAwjødxb, ২য় খণ্ড (বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রী.), পৃ.৫৭৬
[২৮২] . মুফাসসির পরিচিত, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

1. Avng‘ Bebj nvmvb Avj-Rvievi‘x

তার পুরো নাম হলো ইমাম ফখরুদ্দীন আহমদ ইবনুল হাসান আল-জারবারদী। তিনি তাবরীযের অধিবাসী ছিলেন।[২৮৩] সমকালীন যুগে তিনি বিশিষ্ট ‘আলিম হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি শায়খ ‘উমার ইবন নাজমুদ্দীন, শায়খ নিযামুদ্দীন ও কাযী আল-বায়যাবী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ৭৪০ হিজরির রামাযান মাসে তাবরীযে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শরহু মিনহাজিল বায়যাবী, শারহুল হাবী আস-সগীর, শরহু শাফিয়াহ ইবনুল হাজিব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৮৪]

2. hqbÏxb Avj-nvbKx

তিনি ছিলেন হিজরি ৭ম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ‘আলিম। তিনি কাযী আল-বায়যাবীর নিকট আরবী সাহিত্য ও ইসলামী গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। কোন কোন জীবনী গ্রন্থ তার লকব হানকীর পরিবর্তে হাবকী উল্লেখ করেন। এছাড়া তার জীবনী সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যায় না।[২৮৫]

3. kvqL ÔAvãi ingvb Avj-Bmevnvbx

তিনি ছিলেন বিখ্যাত ‘আলিম ইমাম শামসুদ্দীন মাহমূদ ইবন ‘আব্দির রহমান আল-ইসবাহানীর পিতা। তিনি হিজরি সপ্তম শতকের একজন প্রথিতযশা ‘আলিম। তিনি বায়যাবীর নিকট আল-গায়াতুল কুসওয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তিনি শরহু তাওয়ালি’উর আনওয়ার ও শরহু মিনহাজের ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন।[২৮৬]

4. kvqL Avej Kwmg ÔDgvi Bebj BjBqvm Kvgvj Ïxb Avj-gvivMx

তিনি ৬৪৩ হিজরিতে আযারবাইজানে জন্মগ্রহণ করেন। দামিশক, আল-কুদস, মিশরসহ প্রভৃতি দেশে অবস্থান করে তিনি বিদ্যার্জন করেন। ম‘ইস আল-হাররানীর নিকট সহীহুল বুখারী এবং মুহাম্মদ ইবন আল-মুজাহিদের নিকট তিনি তিরমিযী শিক্ষা করেন। এছাড়া কাযী আল-বায়যাবীর নিকট মিনহাজুল উসূল, আল গায়াতুল কুসওয়া ও তাওয়ালি‘উল আনওয়ার শিক্ষা করেন।[২৮৭] ইবন হাজার আল-‘আসকালানীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি একদা নাসিরুদ্দীন আল-তুসীর পাঠকক্ষে বসে ছিলেন। এ সময় ‘আফীফ আল-তিলমাসানী পাঠ দান করেছিলেন, তিনি তার দারসে এমন বক্তব্য উপস্থাপন করেন যা শরী‘আতের সাথে সাংঘর্ষিক। আল-মারাগী তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করেন এবং ভুল শুধরিয়ে দেন।[২৮৮]

KgRxeb

কাযী আল-বায়যাবী দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। নিরলস জ্ঞান-সাধনা ও বিচার কার্য পরিচালনাকে তিনি জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর তিনি বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে কর্ম জীবনের সূচনা করেন। অত্যন্ত সংযত ভাবে তিনি কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় বিচার কার্য পরিচালনায় ব্যয় করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারপতির পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মানজনক পদ হিসেবে স্বীকৃত। এ পদের মাধ্যমে জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষিত হয়ে থাকে। পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের

---

[২৮৩]. মুহাম্মদ ইবন‘আলী আল-শওকানী, আল-বদরুত তালি‘, ১ম খণ্ড (কায়রো : মাতবা‘আতুল সা‘আদাহ, ১৩৪৮ হি.), পৃ. ৩৫, শাযরাতুয যাহাব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৮, মিরআতুল জিনান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৭, Avb-bRgh hvwnivn, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫, ইবন ‘আসাকির, আদ দুরারুল কামিনাহ, ১ম খণ্ড (কায়রা : মাতবা‘আহ আল-মাদানী, তা.বি.), পৃ. ৩২-৩৩

[২৮৪]. ZvevKZk kwdÔCq¨vn Avj-Keiv, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৮-৯

[২৮৫]. কাযী আল-বায়যাবী, পৃ. ৪৬

[২৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮, Av‘ ‘ivivæj Kwgbvn, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৫

[২৮৭]. আল-খাওয়ানসারী, ilhvZj RvbvZ (দামিশক : দারুল কলম,১৯৮১ খ্রী.), পৃ. ৪৪৫, আদ দুরারুল কামিনাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৫৭

[২৮৮]. প্রাগুক্ত

অবসান ঘটে। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সঠিক পদে পরিচালনার জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা বাস্তব রূপ লাভ করে। এ পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন বিচারক। নবীকূল শিরোমণি ও শেষনবী রাসূল (সা.) যেমনিভাবে বিচারকের মহান দায়িত্ব পালনে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনিভাবে তিনি তার জীবদ্দশায় অনেক বিজ্ঞ সাহাবীকে বিচারকের দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশেদা ও তৎপরবর্তী উমাইর ও আব্বাসীয় যুগে বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য কাযী নিযুক্ত করণের ধারা অক্ষুন্ন থাকে। আল-কুরআন ও সুন্নাহয় বিচারপতির পদকে সম্মানজনক পদ হিসেবে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান বিচারকের সাধুবাদ দেয়া হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত বিচার সম্পর্কিত প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কাযী আল-বায়যাবী পূর্বসূরীদের মতোই বিচারকের মহান দায়িত্ব পালনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

kxi‡h wePvicwZi ‘wqZ MnY

কাযী আল-বায়যাবী আতাবেকী শাসক প্রথম আবূ বকর সা'দের শাসনামলে শীরাযের বিচারপতি নিযুক্ত হন।[২৮৯] কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন যে, কাযী আল-বায়যাবী বিচারকের পদ চেয়ে নিয়েছিলেন।

cavb wePvicwZi ‘wqZfvi MnY

কাযী আল-বায়যাবী সাধারণ বিচারপতির দায়িত্ব পালনের পর স্বীয় পিতার ন্যায় প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং অপসারণের পূর্ব পর্যন্ত যোগ্যতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। বিখ্যাত জীবনীকার সুবকীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, কাযী আল-বায়যাবী শীরাযের প্রধান বিচারপতি হিসেবে ছয় মাস অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ৬৮০ অথবা ৬৮১ হিজরিতে এ পদে সমাসীন হন।[২৯০] তিনি বিচারকের পদ থেকে তিনবার অপসারিত হয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিক তথ্য সূত্রে জানা যায়। বারবার তার এ পদচ্যুতির সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে কেউ কেউ মনে করেন সে সময়ে যখন শী'আহ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মধ্যে চরম বিরোধ চলতে থাকে, তখন কাযী আল-বায়যাবী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পক্ষ অবলম্বন করেন। এ সময় শীরায নগর শী'আহ মতাবলম্বী দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাই রাজনৈতিকভাবে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি উক্ত পদ থেকে অপসারিত হন।

শায়খ 'আব্দুল্লাহ মুস্তাফা আল-মারাগী উল্লেখ করেন, বিচারের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করার দরুন কাযী আল-বায়যাবী বিচারকের পদ থেকে অপসারিত হন। [২৯১] বায়যাবীর পদচ্যুতির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে 'আব্বাস আল-গাযালী উল্লেখ করেছেন, শীরাযের তৎকালীন আতাবেকী শাসক আবু বকর শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে মোঙ্গলীয়দের হামলা থেকে কৌশলে এ নগরীকে মুক্ত রেখেছিলেন। ফলে বিভিন্ন প্রদেশে তাতারদের হামলা থেকে পলায়নপর 'আলিমগণ এ নগরীতে এসে জড়ো হয়। কিন্তু তাতারদের আবূ বকরের মৃত্যুর পর গোটা ইরানে হালাকু খান শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ফলে শীরায নগরীর পূর্বাবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রাদুর্ভাবে এখানকার শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। এর কারণেই কাযী আল-বায়যাবী স্বীয় পদ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়ে জ্ঞান চর্চা ও ইলম প্রসারের লক্ষ্যে তাবরীযে গমন করেন।[২৯২] অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, স্বীয় শিক্ষক মুহাম্মদ আল-কাতাহাতাঈর উপদেশক্রমে কাযী আল-বায়যাবী বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি নেন।[২৯৩]

---

[২৮৯]. Journal of Islamic Studies,Vol. XIX, Islamabad: Islamic Research Institute, Pkistan, Spring, 1980 AD.), P.313.

[২৯০]. ZvevKvZk kwdÔCq¨vn Avj-Keiv, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪০১

[২৯১]. মুস্তাফা আল-মারাগী, Avj-dvZûj gexb, ২য় খণ্ড, (বৈরুত দারুল 'ইলম, ১৯৮০ খ্রী.), পৃ. ৯

[২৯২]. কাযী আল-বায়যাবী, পৃ.৬০

[২৯৩]. মাওয়াহিবুল জালীল মিন তাফসীরিল বায়যাবী, পৃ. ...., wgdZvûm mvÔAv'vn, ২য় খণ্ড, ৯৩

ÔAvKx'vn I gvhnve

কাযী আল-বায়যাবী 'আকীদাহ বা ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্গত আশারীয় মতবাদের অনুসারী ছিলেন। তিনি মু'তাযিলা, খারিজী, রাফিযীসহ অন্যান্য বাতিল ফিরকার কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর তাওহীদ ও সিফাতের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসৃত নীতিমালায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, বিহিশ্‌ত ও দোযখ সৃষ্ট বস্তু। এ দুটির অস্তিত্ব বর্তমান। মু'তাযিলা সম্প্রদায় এ দুটির বর্তমান অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কাযী আল-বায়যাবী তাদের এ ভ্রান্ত মতের অসারতা প্রমাণ করে বিহিশত ও দোযখের বর্তমান অস্তিত্ব সম্পর্কে আল-কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত হিসেবে উপস্থাপন করেন[২৯৪]

وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين

"জান্নাতের প্রশস্ত হলো আসমান ও যমীনের অনুরূপ, যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।" কাযী আল-বায়যাবী বলেন, আয়াতটি জান্নাতের বর্তমান অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। এবং বিহিশত যে এ জগৎ থেকে আলাদা স্থানে অবস্থিত তারও ইঙ্গিত বহন করে।[২৯৫] তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সকল নবী এবং রাসূল (সা.) নবুয়তের পূর্ব এবং পরে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। এ মর্মে তিনি হযরত আদম (আ.) ঘটনার জবাব দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে যে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছিলেন, তা দুনিয়াতে ছিল না। বরং জান্নাতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এরূপভাবে যে কয়েকজন নবী থেকে গুনাহ বা স্খলন প্রকাশিত হওয়ার যে বক্তব্য কথিত আছে তা ছিল নিছক ترك الأول

নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে খারিজী ও মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মতামত রয়েছে তা খণ্ডন করে কাযী আল-বায়যাবী কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতামত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২৯৬] কাযী আল-বায়যাবী কবর আযাব, সীরাত, মীযান, হাশর, নাশর এবং বিহিশত ও দোযখের অবস্থা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এর মত অনুসরণ করতেন। তিনি মনে করতেন যে, এগুলো বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সর্বশক্তিমান। কুরআন ও সুন্নাহতে এ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা চিরসত্য এবং এর বিপরীত কোন ব্যাখ্যা দান ও চিন্তা-চেতনার উদ্রেক হওয়া ঠিক নয়।[২৯৭] তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর সকল কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ীই বান্দাহর কর্ম সম্পাদিত হয়। [২৯৮]

কাযী আল-বায়যাবীর জ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত হলেও তিনি স্বতন্ত্র কোন মাযহাবের গোড়াপত্তন করেননি। বরং তিনি শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[২৯৯] শাফি'ঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ হলেও তার মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর তাফসীর ও ফিক্‌হ গ্রন্থে বিভিন্ন মাসয়ালা আলোচনা করতে গিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে সকল মাযহাবের ইমামদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার অবতারণা করেছেন। তবে মাঝে মাঝে মতকে যুক্তি তর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ না করে নিজ মাযহাবের প্রাধান্য দেয়ার প্রয়াস পেয়েছে।

---

২৯৪. আল কুরআন, সূরাহ আলে 'ইমরান : ১৩৩

২৯৫. তাফসীর আল-বায়যাবী, ১ম খণ্ড, ১৮০

২৯৬. আবুছ ছানা শামসুদ্দীন ইবন মাহমূদ আল-ইসফাহানী, kiû Zvlqwj ÔDj Avblqvi (মিসরঃ মাতবা'আতুল খাইরিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ২০৯

২৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭-২২৮

২৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-১৯৯

২৯৯. Kvhx Avj -evqhvex, পৃ. ৮০-৮১

gZ¨

কাযী আল-বায়যাবী আযারবাইজানের প্রসিদ্ধ শহর তাবরীযে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তার অসিয়ত অনুযায়ী স্বীয় শিক্ষক আল-কাতহাতাঈর কবরের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাবরীয শহরে তাঁর মৃত্যু বরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ঐকমত্য পোষণ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে তার মৃত্যের সঠিক তারিখ নিরূপণে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে তিনটি মতামত পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ

c_gZ : বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-সাফাদারির মতে কাযী আল-বাযাবী ৬৮৫ হিজরি ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।[৩০০] হাফিয ইবন কাছীর এ মতকে সমর্থন করেছেন।[৩০১]

wØZxqZ : সুবকী উল্লেখ করেন যে, কাযী আল-বাযাবী ৬৯১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক ইছনুবীও এরূপ মত পোষণ করেছেন।[৩০২]

ZZxqZ : প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও জীবনীকার আল-ইয়াফি‘ঈ বায়যাবীর মৃত্যু সন ৬৯২ হিজরি বলে উল্লেখ করেন।[৩০৩]

উপরোক্ত তিনটি মতামত ছাড়াও কাজী আল-বায়যাবীর মৃত্যুর তারিখ নিরূপণে অনেক জীবনীকার আরো কিছু তারিখ উল্লেখ করেছেন। যেমন হাজী খলীফার মতে তিনি ৬৮২, অথবা ৬৮৫ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।[৩০৪] ঐতিহাসিক আল-বাগদাদী তাঁর মৃত্যু সন ৬৯৬ হিজরি উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি এর সমর্থনে কোন উৎসের সন্ধান দেননি। অন্য কোন জীবনীকারও এ মতের সমর্থক নন।[৩০৫] ঐতিহাসিক আল-খাফাজীর মতে তিনি ৭১৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তিনি এ মতকে বিশুদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩০৬] বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রুকলম্যান এ মতকে অগ্রাহ্য করে বায়যাবী মৃত্যুসন ৭১৬ হিজরি বলে উল্লেখ করেছেন।[৩০৭] বায়যাবী মৃত্যুর সন-তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে আল-সাফাদী বর্ণিত মত সঠিক বলে মনে হয়। কেননা তিনি বায়যাবীর সমসাময়িক ঐতিহাসিক ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যের তারিখ সম্পর্কে সাফাদীর বক্তব্য সঠিকতার দাবী রাখে।

iPbvejx

কাযী আল-বায়যাবী বিচারকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এবং দায়িত্ব থেকে অব্যহতি লাভের পর গোটা জীবন গ্রন্থ রচনার মধ্যে কাটিয়ে দেন। ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এ সুবিশাল রচনাবলীর মাধ্যমে জ্ঞানাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে ‘আলিম সমাজ তথা শিক্ষিত পরিমণ্ডলে তিনি যুগান্তরে হৃদয়ের মণি হয়ে টিকে থেকেছেন। সুখপাঠ্য করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর রচনাবলীকে বিন্যস্তকরণ ও ভাষার নিপুনতায় মধ্যাকৃতির রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর এসব গ্রন্থ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে। এছাড়া অনেক সাধারণ বোদ্ধা, পাঠক, ধর্মপ্রাণ মুসলমান, সুধী মহল তাঁর রচনাবলী পাঠে নিজেকে ধন্য করার প্রয়াস

[৩০০]. ইবনুল খতীব, Avj-Iqvdx wej IqvdvBqvZ, ১৭ খণ্ড, (বৈরুত: দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, ১৯৮০ খ্রী.), পৃ.৩৭৯

[৩০১]. রওযাতুল জান্নাত, পৃ.৪৫৫, Avj-we`vqvn Iqvb wbnvqvn, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩০৯, জালালুদ্দীন আস সুয়ূতী, বুগইয়াতুল ও‘আত, ২য় খণ্ড (মিসর: দারুল মা‘আরিফ তা.বি) পৃ. ৫০, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩০৯, মিফতাহুস সা‘আদাহ, ২য় খণ্ড, পৃ.১০৮, kvhvivZh hvnve, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯২, ZvevKvZj gdmwmixb, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩, Avj-MvqvZj KmIqv. ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫. Avj-dvZûj gbxb, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮

[৩০২]. ZvevKvZk kwdôCq¨vn Avj-Keiv, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭, ZvevKvZk kwdôCq¨vn wjj BQbex, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩

[৩০৩]. wgiAvZj wRbvb, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২০

[৩০৪]. Kvkdh hbb, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১, ৪৪২, ৫৩৮

[৩০৫]. nw`qvZj ÔAwidxb, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩

[৩০৬]. Kvhx Avj-evqhvex. পৃ. ৬৮

[৩০৭]. ZvixLj Av`wej Avivex, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ২৩৬-২৪০

পেয়েছেন। যুগে যুগে ‘আলিমগণ তাঁর গ্রন্থসমূহের ভাষ্য রচনা করে এ সকল রচনাবলীর গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর একটি সমীক্ষা প্রদত্ত হলো

AvbIqviæZ Zvbhxj Iqv AvmiviæZ Zvâexj

এটি তাঁর তাফসীর বিষয়ক এক অনবদ্য রচনা। এটি তাফসীর আল-বায়যাবী নামে পরিচিত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আলোকে রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের ভিত্তিতে এটি রচিত হয়েছে। কাযী আল-বায়যাবী এ গ্রন্থে আল-কুরআনের ভাষাশৈলী, অলংকারতত্ব ও আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি প্রায় আটশত বছর যাবত শীর্ষস্থানীয় তাফসীর হিসেবে মুসলিম সমাজে সমাদৃত হয়ে আসছে। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শ্রেণীতে এটি পাঠ্যভুক্ত। ভারত, পাকিস্তান, মিশর, বৈরুতসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে এটি বারবার মুদ্রিত হয়ে আসছে।[৩০৮]

kviûZ Zvbexn

এটি ইমাম আবু ইসহাক আল-শীরাযীর (মৃত্যু:৪৭৬ হি.) তানবীহ গ্রন্থের একটি ভাষ্য। গ্রন্থটি চার খণ্ডে সমাপ্ত।[৩০৯] এটি শাফি‘ঈ মাযহাবের আলোকে রচিত একটি মৌলিক ফিকহ গ্রন্থ। গ্রন্থটির ভাষ্য সংক্ষিপ্ত হওয়ায় কাযীআল-বায়যাবী এর ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। শাফি‘ঈ মতাবলম্বীদের মাঝে গ্রন্থটির বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। এ মাযহাবভুক্ত ‘আলিমগণ এটি অধ্যয়ন ও মুখস্থ করে থাকেন। অপূর্ব বর্ণনাশৈলী, যথোপযুক্ত ভাব ভাষার মাধ্যমে ফিকহ বিষয়ক মাসয়ালাগুলো এতে উৎকলিত হয়েছে। যুগে যুগে ‘আলিমগণ এর ভাষ্যগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কাজী খলীফা সত্তরটিরও বেশি এর ভাষ্যগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[৩১০]

Avj-MvqvZj KmIqv dx w‘ivqwZj dvZIqv

এটিও ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থ। যুগে যুগে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হয়ে আসছে। দামিশ্ক, বাগদাদ ও কায়রোর বিখ্যাত লাইব্রেরী গুলোতে এ হস্তলিখিত পাণ্ডুলপি বিদ্যমান। ড. মুহাম্মদ যুহায়লী দামিশকের যাহিরিয়্যাহ লাইব্রেরী থেকে এর একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তা সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া ‘অলী মহিউদ্দীন আল-কুররা নামক জনৈক ছাত্র আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শরী‘আহ অনুষদে এর একটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তার এ অভিসন্দর্ভ সৌদি আরবে দাম্মামে অবস্থিত দারুল ইসলাহ প্রকাশনী থেকে মুদ্রিত হয়।[৩১১]কাযী আল-বায়যাবী এ গ্রন্থটি ইমাম আল-গাযালীর আল-ওয়াসীত গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত করে প্রণয়ন করেন। উল্লেখ্য যে, আল-ওয়াসীত গ্রন্থতি শাফি‘ঈ মতাবলম্বীদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এমনকি এটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তক করা হয়েছে। ইমাম নববী এ গ্রন্থের প্রশংসায় বলেন, ইমাম আল-গাযালীর আল-ওয়াসীতে এবং আল-শীরাযীর আল-মুহায্যার গ্রন্থ অধ্যয়নের কারণে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের শাফি‘ঈমতাবলম্বী ‘আলিমদের জ্ঞানকে খুলে দিয়েছেন। পাঠদান ও গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থদ্বয়ের কোন জুড়ি নেই।[৩১২] এজন্য কাযী আল-বায়যাবী এ গ্রন্থের সহায়তা নিয়ে আল-গায়াতুল কুসওয়া গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এতে দলীল প্রমাণসহ শরী‘আতের আহকাম সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করেছেন।

---

৩০৮. Kvhx Avj- evqhvex, পৃ. ১৪২, Kvkdh hbb, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯৩

৩০৯. Avj-dvZûj gexb, ২য় খণ্ড,পৃ. ৮৮

310. Kvkdh hbb, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৩

৩১১. Kvhx Avj-evqhvex, পৃ. ৮৪

৩১২. নাসিফ আল-ইয়াজিযী, Avj-gvRgû ১ম খণ্ড (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল আমীরিকানিয়্যাহ, ১৯৩২খ্রী.), পৃ. ৬

wgbnvRj Dmj

এটি উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থ। উসূলুল ফিক্‌হের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী এতে স্থান পেয়েছে। কাযী আল-বায়যাবী গ্রন্থটি প্রণয়নে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-আরমাবীর (মৃতু : ৬৫৬ হি.) আল-হাসিল মিনালমাহসূল গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন। এ গ্রন্থের ভাষা সংক্ষিপ্ত ও সুদৃঢ়। যুগে যুগে উসূলুল ফিক্‌হের ক্ষেত্রে এটি বেশ উপকারী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সাধারণ বোদ্ধা এ পাণ্ডুলিপি মুখস্থ করে গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। হাফিয ইবন কাছীর এর প্রশংসায় বলেন, বায়যাবীর মিনহাজুল উসূল গ্রন্থের অনুরূপ কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি।[৩১৩] গ্রন্থটি ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে শরী'আতের উৎস ও দলীল সম্পর্কে আলোচনা বিধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুন্নাহ, তৃতীয় অধ্যায়ে ইজমা' ও এর শর্ত, প্রকার এবং অকাট্যতা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কিয়াস, এর রুকন, হুজ্জিয়াত ও 'ইল্লাত সম্পর্কে বর্ণনা স্থান পেয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে দলীল ও এর প্রকারভেদ যেমন মাকবূল ও মারদূদ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তা'আরূজ ও তারজী' সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। সপ্তম অধ্যায়ে ইজতিহাদ ও এর হুকুম, মুজতাহিদের শর্ত এবং ফাতওয়া সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থটি ১৩৭০ হিজরি মোতাবেক ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে কায়রোস্থ মুহাম্মদ আলী সাবীহ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া মিসরের মাতবা'আতুস সা'আদাহ থেকেও এটি মুদ্রিত হয়েছে।[৩১৪]

ZvIwjôDi AvbIqvi

এটি ধর্ম দর্শন বিষয়ক একটি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এ তিনটি অধ্যায়ের অধীনে অনেকগুলো পরিচ্ছেদ রয়েছে। গ্রন্থটি 'ইলমুল কালাম ও 'আকাইদের প্রাচীন প্রমাণ্য গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। যুগে যুগে 'আলিমগণ কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। এর গুণগত মানে আকৃষ্ট হয়ে খ্যাতনামা 'আলিমগণ এ অনেক ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে এর প্রায় আটটি ভাষ্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। যা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশনায় থেকে বার বার মুদ্রিত হয়ে আসছে[৩১৫]

wbqvgZ ZvIqvixL

এটি ফারসী ভাষায় রচিত একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থকার কাযী আল-বায়যাবী এতে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে তার সমসাময়িক যুগ তথা ৬৭৪ হিজরি/১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে নবী ও খলীফাগণের ইতিহাস, ইসলামী খিলাফত, উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার অবতারনা করেছেন। এছাড়া এতে সাফারীয়, সামানীয়, গজনবী, দায়লামী, সালজুকী, সালকাফিয়া, খাওয়ারিজমী, মোঙ্গলীয় এবং পারস্যের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিধৃত হয়েছে।[৩১৬] প্রকাশকাল থেকেই এটি ইতিহাস বিষয়ক এক প্রামান্য গ্রন্থ হিসেবে বহুল প্রচার লাভ করে। আরবী, তুর্কী, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় এটি অনুদিত হয়। ১৯৩০ সালে এটি হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। জার্মান ভাষায়ও এটি প্রকাশিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।[৩১৭]

jeŸj Avjeve dx ÔBjwgj BÕive

এটি ইবনুল হাজিব এর আল-কাফিয়া গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। কাযী আল-বায়যাবী এতে ইলমুন নাহুর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-কানুন উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইবনুল হাজিব নাহুর যে সমস্ত দিক উল্লেখ করেননি, কাযী

---

৩১৩. Avj-we'vqvn Iqvb wbnvqvn, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩০৯

৩১৪. Kvhx Avj-evqhvex, পৃ. ১০৩

৩১৫. Kvhx Avj-evqhvex, পৃ. ১৫৬-১৫৮

৩১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫

৩১৭. 'wqevZj gvÕ Awid Avj-Bmjwgq¨vn, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৯

আল-বায়যাবী তা উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কায়রোর দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাতে বিদ্যমান। যার ক্রমিক নম্বর ৬৪০। যুগে যুগে অনেকেই এর ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। মাওলা মুহাম্মদ ইবন বির ‘আলী (মৃত্যু : ৯৮১ হি.) এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া বায়জীদ ইবন ‘আব্দুল গাফ্ফার আল-কানুবী “মুদরাজুল ফাওয়ায়িদ” নামে এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন ‘আলী আর-কাওনিয়াতি আল-হিন্দি (মৃত্যু : ৯৪১ হি.) খুলাসাতুল কুতুব নামে এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন।[৩১৮]

kiû wgimw`‘j Avdnvg Bjv gvewb`‘j AvnKvg wj Bewb nwRe

এটি ইবনুল হাজিব (মৃত্যু : ৬৪৬ হি.) এর মাবাদিউল আহকাম গ্রন্থের ভাষ্য। কাযী আল-বায়যাবী এ গ্রন্থ প্রণয়নে এমন নীতি ও পন্থা অনুসরণ করেছেন তাতে মূল গ্রন্থের ভাষ্য ও ব্যাখ্যাকে ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। মনে হয় যেন একই ব্যক্তির ভাষ্য। এটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে একাধিকবার মুদ্রিতও হয়েছে।[৩১৯]

wgmevûj Avi Iqvn

এটি আল-কালাম বিষয়ক গ্রন্থ। এর শুরুতেই রয়েছে ـمد لله الاول قبل كل موجود গ্রন্থটি ভূমিকাসহ তিনটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত। কাযী ‘উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-ফারগানী আল তাবরীযী (মৃত্যু : ৭৪৩ হি.) এর একটি ভাষ্য রচনা করেছেন। এছাড়া আল-ইযাহ নামেও এর একটি ভাষ্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।[৩২০]

ZndvZj Aveivi dx kiwn gvmvexûm-mbvn

এটি ইমাম বাগবীর (মৃত্যু : ৫১৬ হি.) মাসাবীহুস সুন্নাহ গ্রন্থের ভাষ্য। কাযী আল-বায়যাবী মাসবীহুস সুন্নাহতে উৎকলিত হাদীসের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি আহকাম বিষয়ক হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ৬৬০টি আহকাম বিষয়ক হাদীস এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। পাকিস্তান, মূসেল, ইস্তাম্বুল ও কায়রোর লাইব্রেরীসমূহে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা যায়।[৩২১]

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও কাযী আল-বায়যাবীর বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে যার অধিকাংশ বিস্মৃতির আতল গহবরে বিলীন হয়ে গিয়েছে। উপরোক্ত গ্রন্থ ছাড়া তাঁর যে সমস্ত গ্রন্থের শুধু নাম পাওয়া যায় সেগুলো হলো শরহুল মাহসূল, শরহুল মুনতাখাব, আল-ইযাহ ফী উসুলিদ দীন, মুনতাহাল মুনা ফী শারহিল আসমায়িল হুসনা, আত তাহযীব ওয়াল আখলাক, শারহুল ফুসূল, মিফতাহুল ‘উলূম, ইতমামুদ দিরায়াহ লি কুররায়িন নিকায়াহ, মাতনুন ফী ‘ইলমিল হায়াহ, রিসালাতুল ফী মাওদূ‘আতিল ‘উলূম ওয়া তা‘রকুহা।[৩২২]

L. ZndvZj Aveivi dx kiwn gvmvexûm-mbvn

এটি ইমাম বাগবীর (মৃত্যু : ৫১৬ হি.) মাসাবীহুস সুন্নাহ গ্রন্থের ভাষ্য। কাযী আল-বায়যাবী মাসবীহুস সুন্নাহতে উৎকলিত হাদীসের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি আহকাম বিষয়ক হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ৬৬০টি আহকাম বিষয়ক হাদীস এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। পাকিস্তান, মূসেল, ইস্তাম্বুল ও কায়রোর লাইব্রেরীসমূহে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা যায়।[৩২৩]

---

[৩১৮]. Kvhx Avj-Kvqhvex, পৃ. ১৭০
[৩১৯]. Kvkdh hbb, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫৩
[৩২০]. প্রাগুক্ত,২য় খণ্ড,পৃ. ১৭০৫
[৩২১]. Kvhx Avj-Kvqhvex, পৃ. ১৭৪
[৩২২]. gdvmwmi cwiwPwZ I Zvdmxi chqv‡jvPbv, পৃ. ১৪৪
[৩২৩]. Kvhx Avj-Kvqhvex, পৃ. ১৭৪

2. ÔAvZ-Zvj Iqxn dx kviwnj gvmvexnÕ- মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আবুল হাসান আল খাওরানী (মৃ. ৫৭১ হি.)। তিনি ইমাম গাজ্জালীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি আল্লামা যামাখশরী থেকে গ্রহণ করেছেন।[৩২৪]

3. ÔAvj gqvmmviÕ ki‡n gvmvexn- শিহাবুদ্দিন ফাদলুল্লাহ ইবন হাসান আততুরবুশতী আল হানাফী (মৃত ৬০০ হি.)। এ শরাহ এর প্রথমে তিনি এভাবে শুরু করেছেন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের জন্য দ্বীনে হক নির্ধারন করেছেন এবং তার দলীল স্পষ্ট করে দিয়েছেন’। হাজ্জী খলীফার মতে তিনি ৬০০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ব্রুকলম্যান উল্লেখ করেছেন, তিনি এ গ্রন্থ ৭১২ হিজরিতে রচনা করেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

4. Avjx Beb Avãjøvn Beb Avngv‘ Avj gviæd wehvBwbj Avie। আল্লামা মুল্লা ‘আলী কারী বলেন, তিনি ছিলেন মিশরের অধিবাসী। তিনি তিনটি শরাহ রচনা করেন : বড়, মধ্যম ও ছোট। তিনি ৬৫০ হিজরিতে মধ্যম শরাহ রচনা সমাপ্ত করেন। হাজ্জী খলীফা ও ব্রুকলম্যান এটি উল্লেখ করেছেন।

5. ÔAvj gvdvZxn dx kviwn wnwjøj gvmvexnÕ- আল হুসাইন ইবন মাহমুদ ইবনুল হাসান আয যায়দানী মাজহার উদ্দিন (মৃত ৭২৭ হি.)। ৭২০ হিজরিতে তিনি এ শরাহ রচনা সমাপ্ত করেন।

6. Ôjevem m‘iÕ ki‡n gvmvexn- আশশায়খ মুহাম্মাদ আল মানাওয়ী (মৃত ৭৪৬ হিজরি)। হাজ্জী খলীফা তাঁর কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

7. ÔKvkdj gvbvnxR IqvZ ZvbvKxn dx kvi‡n Avnv‘xwmj gvmvexnÕ-সদর উদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শরফুদ্দিন ইবন ইবরাহীম আস সুলামী আল মুনাওয়ী আশশাফেয়ী (মৃত ৭৪৮ হিজরি)।

8. Ôw‘qvDj gvmvexnÕ ki‡n gvmvexn- তাকীউদ্দিন আলী ইবন আব্দুল কাফী আস সুবুকী (মৃত ৭৫৬ হিজরি)। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।

9. ÔAvmgvDm mvnvev IqvZ Zv‡eqxb wg¤§v RvKvivûj gvmvexnÕ- আবু মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হুসাইন আল ফাদালী আল ফারগারী আস্‌সাকাদারী (মৃত ৭৭৭ হিজরি)।

10. ki‡n gvmvexn- Avãj jZxd Beb Avãj Avhxh Beb gv‡jK (wdwikvZn)| হাজ্জী খলীফা তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল লতীফ তিনি ইবন মালেক আর রাওমী হিসেবে পরিচিত। তিনি মাসাবীহ এর একটি শরাহ রচনা করেছেন ৮৫০ হিজরিতে।[৩২৫]

11. ZvÕjxKj gvmvexn- kvqL e‘iæÏxb †gvnv¤§‘ web Ave eKi B¯‹›‘vix ‘vgvgxbx (827wn.)| তিনি ৭৬৩ হি. আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর দাদা বাহাউদ্দীন দামামীনী,

---

[৩২৪]. বাগদাদী, nw‘qvZj Av‡idxb, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮

[৩২৫]. হাজ্জী খলীফা, KvkdR Rbb, পৃ. ১৭০১

মামা ইবনু খালদুন (৮০৮হি.) এবং কায়রো ও মক্কায় বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস ও অন্যান্য ইলম শিক্ষা করেন। তিনি প্রথমে মিসরের 'আল আজহার' ও পরে ইয়ামনের জামেয়া জাবীদে শিক্ষা দান করেন। অত:পর (৮২০হি. /১৪১৭ইং) সুলতান আহমদ শাহর আমলে গুজরাট আগমন করেন। তথা হতে তিনি (ফিরুজ শাহ বাহুমুনীর সময় ৮০০- ২৫ হি.) দক্ষিণাত্যের গুলবরগায় আসেন এবং (৮২৭হি.) তথায় ইন্তিকাল করেন। হাদীসে 'মাছবিহুল জামে' নামে বুখারী শরীফের, 'তা'লীকুল-মাসাবীহ' নামে 'মাসাবীহুছসুন্নার' একটি শরাহ এবং 'ফাতহুর রাব্বানী' নামে অপর এক কিতাব রয়েছে।

12. kviûb wjj gvmvexn- Avej nvmvb Avjx Beb gnv¤§v' Avj gvÔi\d BjgÏxb Avm mvLvfx| হাজ্জী খলীফার মতে তিনি ৬৪৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

13. ÔwgdZvûj dZnÕ-†jL‡Ki cwiPq D‡jøL Kiv nqwb|

14. Ôki‡n gvmvexnÕ-Ave Avãjøvn BmgvCj Beb gnv¤§v' Beb BmgvCj Avj d°vÔqx (মৃত ৭১৫হি. জমাদিউল উলা)। GwU ব্রুকলম্যান উল্লেখ করেছেন।

15. Ôki‡n gvmvexnÕ-kvgmÏxb gnv¤§v' Beb gRvddi Avj LvjLvjx (gZ 745 wn.) এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন। ব্রুকলম্যান তার 'তারিখুল আদাবুল আরাবী' এ উল্লেখ করেছেন যে, তার লেখা একটি শরাহ্ এর রয়েছে।

16. gvdvZxûi †iRv- wMqvmÏxb gnv¤§v' Beb gnv¤§v' Avj Iqwmwz Avj evM'w'| তিনি মুসতানসিরিয়্যার শিক্ষক। তিনি ইবনুল 'আকুলী নামে পরিচিত। তিনি ৭৯৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা গিয়াছ উদ্দীনের স্বহস্তে লিখিত একখানা কপির সন্ধান মদীনা মুনাওয়ারায় পাওয়া গিয়েছে বলে ব্রুকলম্যান উল্লেখ করেছেন।

17. AvZ ZvLvixR dx dvIq‡q‡' gZvqvjøvKvn weAvnv'xwmj gvmvexn- gvR'Ïxb, আবু তাহের মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকূব আল ফিরূজাবাদী। তিনি ৮১৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।

18. wKivn BqvKe Beb B'ixm Avj nvbvdx Aviivgx, Avj wKigwb (gZ 733 wnRwi)| তাঁর একটি শরাহ রয়েছে। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।

19. Zvmnxûj gvmvexn IqvZ ZvI'xn dx kviwnj gvmvexn- শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল জাযরী। তিনি ৮৩৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।

20. ZvjdxKvZj gvmvexn- কুতুব উদ্দিন মুহাম্মাদ আননাকীদী আল আযনীকী (মৃত ৮২১ হিজরি)। এটি হাজ্জী খলীফা উল্লেখ করেছেন।

21. Ô†n'vqvZi †ilqvqv Bjv ZvLixwRj gvmvexn Iqvj wgkKvZÕ হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (মৃত ৮৫২ হিজরী)।[৩২৬] তাঁর আর একটি রিসালাও রয়েছে যেখানে তিনি মাসাবীহ গ্রন্থে সংকলিত যেসকল হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তার জবাব দিয়েছেন।
22. kviûb wjj gvmvexn- আলাউদ্দিন, আলী ইবন মুহাম্মাদ আশশাহীর বিমুসান্নিফিক (মৃত ৮৭৫ হি.)।[৩২৭]

23. kviûb wjj gvmvexn- কাসেম ইবন কাতলুবাগা আল হানাফী। তিনি ৮৭৫ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এটি হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩২৮]

24. kviûb wjj gvmvexn-KZe DwÏb gnv¤§v' Avj AvhbxKx, gwnDÏxb gnv¤§v' Beb KZe DwÏb AvhbxKx (gZ 885 wnRwi)| এটি হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩২৯]

25. kviûb wjj gvmvexn- kvgmÏxb Avngv' Beb mjvBgvb| তিনি ইবন কামাল পাশা নামে পরিচিত। তিনি ৯৪০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এটি হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩৩০]

26. Ôw'qvDj gvmvexnÕ -Avj d'j Beb kvgm AvmmvBIqvmx| এটি ইবন মালেক এর শরাহ এর উপর একটি হাশিয়াহ। তিনি এটি তাঁর যুগের মুফতীগণের ইঙ্গিতে রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে মতনের বিভিন্ন স্থানের জটিলতা দূর করেন। তিনি এ গ্রন্থের শুরু এভাবে করেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি ইলমের মাধ্যমে সকল কিছু সম্মানিত করেছেন। এটি এক খণ্ডে সমাপ্ত। তিনি ১০০৯ হিজরিতে এটি রচনার কাজ সমাপ্ত করেন।

27. kviûb wjj gvmvexn- Avngv' Avi ivIgx Avj AvK nvmvix (gZ 1041 wnRwi)|[331] ব্রুকলম্যান তারিখুল আদাবিল আরবী গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

28. Avj gvdvZxn- BqvKe Avj Avdfx (gZ 1149)| ব্রুকলম্যান "উমুমিয়্যাহ" গ্রন্থ এর একটি কপি পাওয়ার যাওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।

29. kviûb wjj gvmvexn-Rwni DwÏb gvng' Beb Avãm mvgv' Avj dv‡iKx| হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।[৩৩২]

---

[৩২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩০
[৩২৭]. তাশ কুবরা যাদাহ, wgdZvûm mvÔqv'v, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯
[৩২৮]. হাজ্জী খলীফা, KvkdR Rbb, পৃ. ১৬৯৭
[৩২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯৯
[৩৩০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯৯
[৩৩১]. ব্রুকলম্যান, ZvixLj Av'wej Aviwe (AvZ ZviRvgvZj Aviweq¨vn), 6ô খণ্ড, পৃ. ২৪৬
[৩৩২]. হাজ্জী খলীফা, KvkdR Rbb, পৃ. ১৬৯৯

30. kviûb wjj gvmvexn- Avãj gwgb Beb Awe eKi Beb gnv¤§v' Avh hôAvdvivbx|[333]
হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

31. kviûb wjj gvmvexn- খলীল ইবন মুকাব্বাল আল হালাবী
হাজ্জী খলীফা কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তাঁর শরাহটি সমৃদ্ধ।[৩৩৪]

32. kviûb wjj gvmvexn- আস সাখুমী। এটি উল্লেখ করেছেন শারেহুশ শিফা।[৩৩৫]

33. Zvbfxiæj gvmvexn- Avãi ingvb Beb Ljxj
গ্রন্থটিতে তিনি মতন সংযোজন করেছেন যেমনটা করেছিলেন ইবনুল মালিক (৮৫০হি.)। তিনি দাবি করেন **مصابيح** এর মতন সংবলিত কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইতোপূর্বে রচিত হয় নি। সম্ভবত তিনি ইবনুল মালিকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখেননি, কেননা ইবনুল মালিক তাঁর পূর্বে মতন সংবলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ওলামায়ে মুতাআখখিরীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি গ্রন্থটির সূচনা করেছেন এভাবে "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে নবীদের উত্তরাধিকার নির্বাচিত করেছেন। গ্রন্থটিতে ব্যাখ্যাগ্রন্থের যাবতীয় গুণাবলী ও উপকারিতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি। কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে এই আশংকায় তিনি প্রতিটি হাদীসের বর্ণনাকারীর নাম পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেন নি। কাশফুজ জুনুন গ্রন্থে হাজী খলীফা এমনটাই বলেছেন।

34. kviûb wjj gvmvexn- Avngv' Beb Bevnxg Avj nvjvex।[৩৩৬]

35. kviûb wjj gvmvexn-Imgvb Bebj nv¾ gnv¤§v' Avj nvivfx|[337]
তিনি এ গ্রন্থের শুরু এভাবে করেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আলিমদের বক্ষ প্রশস্ত করেছেন। এটি একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ। তিনি আল্লামা বায়দাভী (র.) পরবর্তী আলেম। কেননা তিনি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল্লামা বায়দাভীর বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে এসেছেন। ব্রুকলম্যান "তারিখুল আদবিল আরবী" গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থের ৩টি হাতে লেখা কপির অস্তিত্ব আলেক্সান্দ্রিয়া সালিম আগা এবং সালিমানিয়ায় পাওয়া যাওয়ার কথা বলেছেন।

36. Avj Aviw'wejx ZviI একটি gvmvexn Gi kivn i‡q‡Q
গ্রন্থটির হাতে লেখা একটি কপির সন্ধান ইরাকের মুসল নগরে পাওয়ার কথা ব্রুকলম্যান তাঁর তারিখুল আদাবিল আরবী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

37. Mvixej gvmvexn-Avãj Kv‡ni Avm mvnivIqv'x|[338] এর হাতে লেখা একটি কপি সিরিয়ার দামেস্কে পাওয়া গিয়েছে। এমনটাই বলেছেন তারিখুল আদাবিল আরবীর লেখক ব্রুকলম্যান।

---

৩৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০১
৩৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০১
৩৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০১
৩৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০১
৩৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০২
৩৩৮. ব্রুকলম্যান, ZvixLj Av'wej Aviwe (AvZ ZviRvgvZj Aviweq¨vn), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭

38. ZviRvgvZm mvnvev iæIqwZj gvmvexn-gnv¤§v' Beb Avãjøvn Avj evLkx|[339] এর হাতে লেখা একটি কপি কায়রোয় পাওয়া গিয়েছে।

39. Avj Avhnvi- GwUI GKwU kvivn Mš|[340]

40. gv'Lvj Bjv wKZwewn Avj gvmvexn-Bgvg evMvfx|[৩৪১] কায়রোর একটি লাইব্রেরীতে এর একটি হাতে লেখা কপির সন্ধান পাওয়া যায়। এমনটাই বলেছেন ব্রুকলম্যান।

41. w'qvDj gvmvexn-ZvKxDwÏb Avjx web Ave'j Kwd Avm mvevKx (gZ¨ 756 wn.) রচিত লিখিত একটা শরাহ্। এটা উল্লেখ করেছেন হাজী খলিফা।

42. gLZvmvi æj gvmvexn- Aveb bRvBe Avãj Kv‡ni Beb Avãjøvn Avmmvnivl qv'x (মৃ. ৫৬৩)

---

৩৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৩৪০. হাজ্জী খলীফা, KvkdR Rbb, পৃ. ১৬৯৯

৩৪১. ব্রুকলম্যান, ZvixLj Av'wej Aviwe (AvZ ZviRvgvZj Aviweq¨vn), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭

Aóg Aa¨vq : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn GKwU Zjbvgj K chv‡jvPbv

c_g cwi‡"Q' : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn Gi g‡a¨ mb' ms‡hvRb A_ev we‡qvRb msµvšÍ cv_K¨

wØZxq cwi‡"Q' : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn Gi g‡a¨ Aa¨vq wefw³KiY msµvšÍ cv_K¨

ZZxq cwi‡"Q' : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn Gi g‡a¨ Ab¨vb¨ wel‡q cv_K¨

c_g cwi‡”Q' : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn Gi g‡a¨ mb' ms‡hvRb A_ev we‡qvRb msµvšÍ cv_K¨

1. gvmvexûm-mbvn wKZv‡e nv'x‡mi mb' ev eYbvKvixi bvg Dn¨ †i‡L nv'xm msKjb

ইমাম মুহীউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ ফাররা বাগাভী তাঁর রচিত কিতাবুল মাসাবীহ রচনার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত পন্থা তথা শুধু হাদীসের মতন সংগ্রহের পদ্ধতি গ্রহণ করছেন এবং হাদীসের সনদগুলোকে উহ্য রেখেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম বাগাভী বলেন,

"হামদ ও ছানার পর, এগুলো এমন কিছু শব্দ যা নববী বক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে, এমন কিছু 'পথ' যা চলন শুরু করেছে রিসালাতের কেন্দ্রবিন্দু থেকে এবং এমন হাদীসসমূহ যা এসেছে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন এর পক্ষ থেকে। এগুলো নিকষকালো অন্ধকারের প্রদীপমালা, যার উৎপত্তি হয়েছে তাকওয়ার দীপাধার থেকে। ইমামগণ তাদের কিতাবে যা বর্ণনা করেছেন আমি সেগুলোই একত্র করেছি নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইবাদাতকারীদের জন্য, যেন আল্লাহর কিতাবের পর এগুলো তাদের জন্য সুন্নাতের অংশ হয় এবং আনুগত্যের পথে সহায়ক হয়। আমি প্রলম্বনের আশঙ্কায় اسناد এর আলোচনা বর্জন করেছি এবং ইমামদের বর্ণনার উপরই নির্ভর করেছি, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আহাবানে কোন কোন স্থানে আমি বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছি।"[১]

হাদীসের সনদ বর্জনের যুক্তি হিসেবে তিনি ইমামগণের বর্ণনার উপর পূর্ণ আস্থা এবং তাঁদের উপর বাড়াবাড়ির কথা বলেছেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন অর্থগত বাধ্যবাধকতার কারণে। তবে ইমাম বাগাভীর হাদীসের সনদ জানার জন্য তাঁর রচিত হাদীস গ্রন্থ شرح السنة এবং তাফসীর গ্রন্থ معالم التنزيل অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

wgkKvZj gvmvexn wKZv‡e mb' ev eYbvKvixi bvg ms‡hvRb

wgkKvZj gvmvexn গ্রন্থের প্রতিটি হাদীসেই LZxe Zveixhx বর্ণনাকারীর নাম সংযোজন করেছেন। তিনি Ògvmvexnö এর প্রত্যেক হাদীস সম্পর্কে তা কোথা হতে গ্রহণ করা হয়েছে তার সন্ধান দিয়েছেন। হাদীসের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে প্রথম বর্ণনাকারী (রাবী)-এর নাম উল্লেখ করেছেন এবং শেষের দিকে হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে যাঁরা তাঁদের কিতাবে এ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন তাঁদের নাম জুড়ে দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে স্বয়ং খতীব তাবরিযী উল্লেখ করেছেন "হামদ ও ছানার পর নবী (সা.) এর দীপাধার থেকে যা প্রকাশিত হয়েছে তার অনুসরণ ছাড়া তাঁর পন্থাকে আঁকড়ে ধরা সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় আল্লাহর রজ্জুকে পরিপূর্ণ রূপে আঁকড়ে ধরা তার রহস্য উন্মোচন বর্ণনা ছাড়া। 'gvmvexn wKZveö যা সংকলন করেছেন সুন্নতের পুনরুজ্জীবন দানকারী ও বিদ'আতের অপসারণকারী ইমাম আবু মুহাম্মাদ হুসাইন বিন মাসউদ ফার্‌রা আল বাগাভী (আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করুন) তা হল, এই শাস্ত্রে রচিত সর্বাঙ্গিন কিতাব এবং বিরল ও দুর্লভ হাদীসের সংরক্ষক। যখন তিনি সংক্ষিপ্ততার পন্থা অবলম্বন করলেন এবং হাদীসের সনদ 'সংকোচন ও বিয়োজন' করলেন তখন কতক (হাদীস) নিরীক্ষক তাতে সমালোচনায়

---

[১]. ইমাম বাগাভী, gKvÏvgvZ gvmvexnm mbvn

প্রবৃত্ত হলেন। যদিও (নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকে) তার নকল করাটা সনদের মতই ছিল। আর তিনি নিজেও নির্ভরযোগ্যদের একজন। কিন্তু তা সত্বেও 'সনদযুক্ত' 'সনদমুক্তের' মত নয়। তাই আমি আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করলাম এবং তাঁর কাছে তাওফীক চাইলাম। এরপর সনদমুক্তগুলো সনদযুক্ত করলাম এবং প্রতিটি হাদীস যথাস্থানে যুক্ত করলাম। যেমনিভাবে আল্লাহভীরু, নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় জ্ঞান সম্পন্ন ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।

যদি কোন হাদীস আমি তাদের দিকে নিসবাত করতে ভুলে গিয়ে থাকি তাহলে আমি যেন তা নবী (সা.) এর দিকেই নিসবাত করছি। কেননা সম্পৃক্তার কাজটি তারা সম্পন্ন করেছেন এবং আমাদেরকে তা থেকে নির্মুখাপেক্ষী করেছেন।"[২]

2. mb‡'i wfbZvi Kvi‡Y k‡ãi wfbZv n‡q‡Q

কোন হাদীসের কোন বিষয় সম্পর্কে এরূপ এখতেলাফ দেখা যায় যে, ইমাম বাগাভী ওটাকে এক শব্দে বর্ণনা করেছেন, আর খতীব তাবরিযী অপর শব্দে বর্ণনা করেছেন, তার কারণ এই যে, হাদীসের সনদ বিভিন্ন। তিনি যে সনদে বর্ণনা করেছেন সে সনদ তাঁর হস্তগত হয় নি; যে সনদে যে শব্দ পেয়েছেন তাই বর্ণনা করেছেন।

3. wKZvej gvmvexn M‡š' mb' eR‡bi Kvi‡Y mgv‡jvPZ n‡q‡Q

শায়খ ইমাম বাগাভী তাঁর কিতাবে সনদ বর্জন করার কারণে কতিপয় সমালোচক এতে সমালোচনা করেছেন। যদিও তাঁর বর্ণনা এবং তিনি নিজে একজন নির্ভরশীল ব্যক্তি। তথাপি এ কথা সত্য সনদবিহীন কোন হাদীস গ্রন্থ সনদযুক্ত হাদীস গ্রন্থের সমান হতে পারে না।

مصابيح السنة গ্রন্থের হাদীসসমূহকে সনদহীন অবস্থায় উপস্থাপন করার কারণে আল্লামা বাগাভী (র.) পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক সমলোচনা শিকার হয়েছেন নিম্নে কয়েকজন ওলামায়ে কেরামের সমলোচনা তুলে ধরা হলো।

Avjøvgv gvI jv gmZvdv web Avãjøvn Avj gvi æd whwb nvRx Lwjdv bv‡g cwiwPZ wZwb e‡jb, এগুলো এমন কিছু শব্দ যা নবুয়তী বক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে, যা ইমামগণ তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাই একত্র করেছেন নিরবিচ্ছন্ন ইবাদাতকারীদের জন্য, যেন আল্লাহর কিতাবের পর তাদের জন্য এগুলো সুন্নাতের অংশ হতে পারে। তিনি ইমামদের বর্ণনার উপর নির্ভর করে ইসনাদের আলোচনা বর্জন করেছেন এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের হাদীসকে সহিহ ও হাসানে এ ভাগ করেছেন। সহিহ দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন এ হাদীস যা সহীহাইনে রয়েছে, আর হাসান দ্বারা যা আবু দাউদ, তিরমীযী ও অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছেন। আর যয়ীফ ও গরীব হাদীস এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মুনকার ও মওদু হাদীস এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু মানাকিবে কুরাইশ অধ্যায়ের শেষে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে তার শেষে মুনকার বলেছেন। সম্ভবত কোন মুহাদ্দিস এ হাদীসটি যুক্ত করেছেন।[৩]

kvqL Rvgvj Ïxb BZvbx e‡jb,

[2] ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, wgkKvZj gvmvexn,(দিল্লী : বাংলা ইসলামিক একাডেমী) খুতবাতুল কিতাব

[৩]. Avjøvgv gvI jv gmZvdv web Avãjøvn Avj gvi æd, কাশফুজ জুনুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯৮

মুহাক্কিক তাঁর মিরকাতুল মাফাতীহ কিতাবের মুকাদ্দামায় বলেন, ইমাম বাগাভী কিতাব সংকলন করেছেন ইসনাদ মুক্ত ও হাদীসের 'রাবী' উল্লেখ না করে। তিনি নিজস্ব পরিভাষায় কিতাবটিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী কোন হাদীসশাস্ত্রবীদ তা করেননি। তিনি 'সহীহ ও হাসান' এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। সহীহ এর ভাগকে তিনি যুক্ত করেছেন শায়খাইন বা তাদের কোন একজনের বর্ণিত হাদীসের সাথে আর 'হাসান' কে যুক্ত করেছেন চার ইমাম, আহমাদ, দারিমী, বাইহাকী শুয়াবুল ঈমানে ও অন্যান্যদের সাথে। আর তাতে যে غريب ও ضعيف হাদীস রয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম বাগাভী তাঁর কর্মপন্থায় এই বিষয়টি (ضعيف ও অন্যান্য হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করে) বৃহৎ পরিসরে অনিবার্য করেছেন। তিনি কিছু মুরসাল ও যয়ীফ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, এতে করে আঠারটি হাদীস মওদু বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকে ইবনে হাজার আসকালানী একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় জবাব দিয়েছেন।[৪]

we‡kølK bvBg Avkivd DQgvbx e‡jb,
তিনি এই কিতাবে নির্বাচিত করেছেন হাদীসে নববীর মতন, সনদ শূন্যাবস্থায়। নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। যেমন জামে' সহীহ ইমাম বুখারী (র.), সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমীযী ও নাসাঈ ইত্যাদি। সর্বোত্তম পন্থায় তিনি কিতাবের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদগুলো বিন্যস্ত করেছেন। তিনি বিধি-বিধানের প্রমাণগুলো এমন পদ্ধতিতে স্থাপন করেছেন ফকীহ সেটাকে সর্বোত্তম জ্ঞান করে। ভয়-ভীতি, আশা-আনন্দ ও ফাযায়েলের হাদীসগুলো ইলমের দাবি ও চাহিদা অনুযায়ী وضع করেছেন। যদি কেউ কোন অধ্যায়কে একস্থান থেকে অন্যস্থানে (পরিবর্তন করে) নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করে তাহলে তার স্থান ব্যতিরেকে অধিক উপযুক্ত অন্যকোন স্থান পাবে না।[৫]

wgkKvZj gvmvexn M‡š mb' ms‡hvR‡bi Kvi‡Y cksmwZ n‡q‡Q : খতীব তাবরিযী মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে প্রতিটি হাদীস তার সনদসহ উল্লেখ করেছেন যেভাবে হাদীসের প্রজ্ঞাবান ইমাম এবং সুদৃঢ়জ্ঞানের অধিকারী নির্ভরশীল বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেছেন। একারণে এ গ্রন্থটি সমগ্র পৃথিবীতে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছে।

wØZxq cwi‡"Q' : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn Gi g‡a¨ Aa¨vq wefw³KiY msµvšÍ cv_K¨

[৪]. শায়খ জামালুদ্দীন ইতানী, gKvÏvgv wgiKvZj gvdvZxn (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে আশরাফিয়াহ্) ১ম খণ্ড, পৃ. ৬-৭
[৫]. নাইম আশরাফ উছমানী, gKvÏvgv kvinZ wZex, (মাকতাবায় ইদারাতুল কুরআন এবং উলূমে ইসলামিয়্যাহ) ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-১০

1. Dfq M‡š Aa¨vq wefw³ Ki‡Yi †ÿ‡Î I cv_K¨ cwijwÿZ nq
Bgvg evMvfx cwZwU Aa¨vq‡K ‘B fv‡M wef³ K‡i‡Qb
c_g fvM নির্দিষ্ট করেছেন বুখারী-মুসলিমের হাদীসের জন্য, আর তার নাম দিয়েছেন ‘ছেহাহ’ এবং wØZxq fvM নির্ধারিত করেছেন বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অপর ইমামগণের হাদীসের জন্য, আর এর নাম দিয়েছেন ‘হেসান’। কিন্তু এরূপ ছেহাহ- হেসান’ নাম তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিভাষা।

msKwjZ nv‘xm mgn‡K صحاح Ges حسان GB ‘B fv‡M wefvR¨KiY
ইমাম বাগাভী (র.) তাঁর এই গ্রন্থটি রচনায় একটি দুর্লভ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এ পদ্ধতিটি ছিল অভূতপূর্ব তাঁর পরবর্তী কোন ওলামায়ে কেরাম এ পদ্ধতির অনুসরণ করেননি। ভূমিকায় এই পদ্ধতিটির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি একথা বলেছেন "তুমি প্রতিটি অধ্যায়ের হাদীস সমূহকে صحاح এবং حسان এই দুইভাগে বিভক্ত অবস্থায় পাবে, صحاح দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো যা ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম অথবা দুজনের একজন বর্ণনা করেছেন। আর حسان দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং অন্যরা তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

অনেক বাব-এ গারীব হাদীসও আছে অর্থাৎ সে সকল হাদীস যেগুলির সনদ পরম্পরায় কোথাও কেবল একজন মাত্র রাবী পাওয়া যায়; বরং এরূপ হাদীসও আছে যার সনদ (খুব বেশি) নির্ভরযোগ্য নয়। তবে তিনি দাবি করেছেন যে, এ কিতাবে কোন মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বা মওদু (জাল) হাদীস নেই। এ কিতাবে হাদীসের সনদ পরিত্যাগ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসের বিন্যাস পদ্ধতি যা সহীহ হাদীসের বিভিন্ন স্তরের প্রতি নির্দেশ জ্ঞাপনের ভিত্তিতে অবলম্বিত হয়েছে, তা এ কথা বুঝাবার জন্য যথেষ্ট যে, সর্বজনগৃহীত হাদীস কোনগুলি।

مصابيح السنة গ্রন্থের হাদীসসমূহকে صحاح এবংحسان এই দুই ভাগে ভাগ করার কারণে আল্লামা বাগাভী (র.) পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক সমলোচনা শিকার হয়েছেন নিম্নে কয়েকজন ওলামায়ে কেরামের সমলোচনা তুলে ধরা হলো।

1. gvmvexûm-mbvn Gi msKjb c×wZ m¤ú‡K Bgvg beex e‡jb
ইমাম বাগাভী হাসান ও সহীহ এর দিকে বণ্টন করার ক্ষেত্রে সহীহ দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন যা সহীহাইনে রয়েছে, আর হাসান দ্বারা বুঝিয়েছেন যা সুনানে রয়েছে। এই পদ্ধতিটি সঠিক নয়, কেননা সুনানে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও মুনকার (সবই) রয়েছে।[৬] এর উত্তর দেয়া হয়েছে, এটা তাঁর কিতাবের নিজেস্ব পরিভাষা, আর পরিভাষায় কোন বাদানুবাদ গৃহীত হয় না।

2. mvB‡q¨‘ kixd gnv¤§v‘ web Rv©di KvËvbx e‡jb,
আবু মুহাম্মদ বাগাভী মাসাবীহুস সুন্নাহকে সহিহ ও হাসান এ বণ্টন করেছেন। সহীহ দ্বারা বুঝিয়েছেন যা শায়খাইন কিংবা তাদের একজন বর্ণনা করেছেন আর হাসান দ্বারা বুঝিয়েছেন যা চার সুনানের প্রণেতাগণ এবং دارقى কিংবা অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন। এটা তাঁর নিজস্ব পরিভাষা। পৃথকভাবে

৬. ইমাম নববী, আল কবীর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি হাদীসকে 'বর্ণনা' করেছেন এবং কোন সাহাবী তা 'রেওয়ায়েত' করেছেন তা 'নির্ধারণ' করেননি। ইমাম, খতিব ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ তিব্‌রীযী তা 'নির্ধারণ' করেছেন।[৭]

3. আল্লাম নববী (র.) (৬৭৬হি.) তাঁর "التقريب" গ্রন্থে বলেন[৮]। আল্লামা বাগাভী (র.) কর্তৃক "مصابيح" এর হাদীসসমূহকে صحاح এবং حسان এই দুইভাগে ভাগ করা এবং صحاح দ্বারা بخارى ও مسلم কে উদ্দেশ্য করা আর حسان দ্বারা سنن গ্রন্থসমূহ থেকে আনীত হাদীসসমূহকে উদ্দেশ্য করা সঠিক নয়। কারণ سنن গ্রন্থসমূহে حسن -صحيح- منكر- ضعيف- সব রকমের হাদীসই রয়েছে।

4. আল্লামা ইবনুস-সালাহ (৬৪৩হি.) তাঁর مقدمة علوم الحديث গ্রন্থে বিষয়টির সমালোচনা করে বলেন[৯] আল্লামা বাগাভী (র.) কর্তৃক "مصابيح" এর হাদীসসমূহকে صحاح এবং حسان এই দুইভাগে ভাগ করা এবং صحاح দ্বারা بخارى ও مسلم এ বর্ণিত হাদীসকে উদ্দেশ্য করা আর حسان দ্বারা যা ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং অন্যরা তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন সেসকল হাদীসকে উদ্দেশ্য করা এটি পরিভাষা সম্পূর্ণ নতুন। এ পরিভাষা পরিচিত নয়। হাদীস বিশারদগণ حسن হাদীসের সংজ্ঞা এভাবে দেন নি। তাছাড়া এই গ্রন্থগুলোতে حسن এবং غيرحسن দুই ধরনের হাদীসই ।

5. আল্লামা কাতানী (র.) (১৩৪৫ হি.) তাঁর الرسالة المستطرفة গ্রন্থে বলেন[১০] আল্লামা বাগাভী (র.) কর্তৃক "مصابيح" এর হাদীসসমূহকে صحاح এবং حسان এই দুইভাগে ভাগ করা এবং صحاح দ্বারা بخارى ও مسلم এ বর্ণিত হাদীসকে উদ্দেশ্য করা আর حسان দ্বারা سنن গ্রন্থসমূহ ও ইমাম দারেমীসহ অন্যদের গ্রন্থে থেকে আনীত হাদীসসমূহকে উদ্দেশ্য করা এটা একান্ত তাঁর নিজস্ব পরিভাষা।

6. আল্লামা আহমাদ শাকের (র.) (১৩৭৭ হি.) তাঁর دائرة المعارف الاسلاميه গ্রন্থে বলেন[১১] এটা আল্লামা বাগাভী (র.) এর সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিভাষা এবং তা হাদীস বিশারদদের পরিভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি সঠিক পরিভাষা নয়। কারণ حسان দ্বারা তিনি যে গ্রন্থগুলো উদ্দেশ্য করেছেন (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী) সেই গ্রন্থগুলোতে এমন অনেক صحيح হাদীস রয়েছে যা বিশুদ্ধতার দিক থেকে কোন অংশেই بخارى ও مسلم এর হাদীসের চেয়ে নিচে নয়। পূর্ববর্তী অনেক ওলামায়ে কেরাম আল্লামা বাগাভী (র.) এর এই কাজের সমালোচনা করেছেন। যদিও এটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিভাষা।

---

৭. সাইয়্যেদ শরীফ মুহাম্মাদ বিন জা'ফর কাত্তানী, ÔAvi wimvjvZj gmZvZwidv, (দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ষষ্ঠ প্রকাশনা) পৃ. ১৭৭

৮. আল্লাম নববী, AvZ ZvKixe, পৃ. ৬

৯. আল্লামা ইবনুস-সালাহ, gKvÏvgvZ Djwgj nv'xm , পৃ.৩৪

১০. আল্লামা কাতানী, Avi wimvjvZj gmZvZwidv, পৃ. ১৩৩

১১. আল্লামা আহমাদ শাকের, 'v‡qivZj gvqwid Avj Bmjwgq¨v, (১ম সংস্করণ, আত তারজামাতুল আরাবিয়্যা) ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

wgkKvZ c‡YZv LZxe Zvewihx wKZveLwb‡K wkÿv_x‡'i wbKU AvKIYxq I MnY‡hvM¨ K‡i †Zvjvi wbwgË cwZwU Aa¨vq‡K wZbwU fv‡M wef³ K‡i‡Qb|

খতীব অধ্যায় ও পরিচ্ছেদগুলোকে ইমাম বাগাভী (র.) মত করেই উপস্থাপন করেছেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়কে তিনি তিনভাগে ভাগ করেছেন যেমন,

c_g fvM : শায়খাইন (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) কিংবা তাদের একজন যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। যদিও অন্য কেউ তাতে শরীক হয়ে থাকেন (অর্থাৎ ঐ হাদীস বর্ণনা করে থাকেন)। এর কারণ হল, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের অত্যুচ্চস্তর।

wØZxq fvM : তারা ছাড়া অন্যান্য ইমামগণ যা বর্ণনা করেছেন।

ZZxq fvM : অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীস যুক্ত হয়েছে। শর্ত রক্ষায় সঙ্গতি প্রকাশের জন্য। যদিও পূর্ববর্তীদের থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।

কোন অধ্যায়ে যদি কোন হাদীস না পাও তাহলে তা হল এমন পুনরাবৃত্তির কারণে যেটা সে হাদীসকে 'সাকেত' করে দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে স্বয়ং খতীব তাবরিযী উল্লেখ করেছেন, "ইমাম বাগাভী (র.) যেভাবে তাঁর কিতাবকে বিভিন্ন 'বাব' বা অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, আমিও তাই করেছি এবং এ ব্যাপারে তাঁরই পথ অনুসরণ করেছি। তবে আমি প্রায় 'বাবকেই তিনটি 'ফছল' বা পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি।

c_g dQ‡j ইমাম বাগাভী (র.) এর অনুকরণে আমিও কেবল সেসকল হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি, যা বুখারী ও মুসলিম (শায়খাইন) উভয়ে অথবা তাঁদের কোন একজন রেওয়ায়েত করেছেন। তবে, যেহেতু হাদীস রেওয়ায়েতের ব্যাপারে শায়খাইনের মর্যাদা এত উর্ধ্বে যে, তাঁদের নামের সাথে অন্য নামের কোন প্রয়োজন করে না, এজন্য আমি তাঁদের নামের সাথে অন্য কারও নাম উল্লেখ করি নাই, যদিও সেসকল হাদীস অন্যেরাও রেওয়ায়েত করেছেন।

wØZxq dQ‡j আমি তাঁরই মত শায়খাইন ব্যতীত অন্য ইমামগণের হাদীস সংস্থাপন করেছি এবং আমার পরিবর্ধিত

ZZxq dQ‡j ঐ বাবের বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু নতুন হাদীস সংগ্রহ করেছি। তবে ওটার কোন কোনটি রাসূলুল্লাহর বাণী নয়; বরং কোন সাহাবী অথবা তাবেয়ীর বাণী (কেননা, তাঁদের বাণীকেও হাদীস বলা হয়। কিন্তু আমি এ ফছলের প্রত্যেক হাদীসেও অনুরূপভাবে রাবীর নাম এবং যে যে ইমাম তা তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছি"।[১২]

[১২]. ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, wgkKvZj gvmvexn, (দিল্লী : বাংলা ইসলামিক একাডেমী) খুতবাতুল কিতাব

LZxe Zvewihx wgkKv‡Zi cwZwU Aa¨vq‡K wZbwU fv‡M wef³ K‡i‡Qb| Gm¤ú‡K Awjg‡`i AwfgZ

kvqL Avãyj nK gnwÏ‡m †`njex Zvi ÔjvgvÕAvZZ ZvbKxnÕ M‡š'i gKv`Ïvgvq D‡jøL K‡i‡Qb,
মিশকাতুল মাসাবীহ খতীব শায়খ ওয়ালি-উদ্দীন তিবরীযী-এর একটি উত্তম ও বরকতপূর্ণ কিতাব। ভুল-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত এবং ইলম ও আমল সংক্রান্ত বহু হাদীস দ্বারা পূর্ণ। এর বিন্যাস, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও বিশুদ্ধকরণের জন্য এমন চেষ্টা করেছেন যার চেয়ে অধিক চেষ্টা কল্পনা করা যায় না। শিক্ষার্থীর জন্য দ্বীনী উদ্দেশ্য অর্জন এবং আখিরাতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এর মাঝে যা সংরক্ষিত রয়েছে তার উপকারিতাই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর চেষ্টা কবুল করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।[১৩]

ÔKvkdh hbbÕ MšKvi nv¾x Ljxdv D‡jøL K‡i‡Qb,
নিশ্চয় শায়খ ওয়ালি-উদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব সাহেব মাসাবীহ-কে পূর্ণতা দান করেছেন এবং তার অধ্যায়গুলো দীর্ঘায়ন করেছেন। ফলে তিনি যে সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন, যে কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ে সহিহ ও হাসান-এর একটি বিরল তৃতীয় অধ্যায় বৃদ্ধি করেছেন।[১৪]

---

[১৩]. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেছে দেহলবী, jvgvÕAvZZ ZvbKxn, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪
[১৪]. হাজী খলীফা, Kvkdh hbb, (বৈরুতঃ দারল ফিকির, ১৪০২হি./১৯৮২খৃ.) ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯৯

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡”Q‘ : gvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexn Gi g‡a¨ Ab¨vb¨ wel‡q cv_K¨

1. gvmvexûm-mbvn wKZv‡e nv‘xmwU Mixe ev hCd A_ev wfb wKQ n‡j Zv D‡jøL Kiv n‡q‡Q

   ইমাম বাগাভী যে সকল হাদীস 'গরীব' বা 'যঈফ' অথবা ভিন্ন কিছু সে বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শায়খ এর কারণ ব্যাখ্যা করেন নি।

   wgkKvZj gvmvexn wKZv‡e Mixe ev hCd nv‘x‡mi KviY e¨L¨v Kiv n‡q‡Q

   ইমাম বাগাভী যে সকল হাদীসকে 'গরীব' বা 'যঈফ' বলে অভিহিত করেছেন, অধিকাংশ স্থলে খতীব তাবরিযী তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন।

2. gvmvexûm-mbvq †Kvb †Kvb nv‘xm ‘evi ewYZ n‡q‡Q

   ইমাম বাগাভী সংগৃহীত কোন হাদীস কোন বাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার একই হাদীস অপর কোন বাবেও পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

   wgkKvZj gvmvexn wKZv‡e mKj nv‘xm GKevi D‡jøL Kiv n‡q‡Q : যদি বাগাভীর সংগৃহীত কোন হাদীস কোন বাবে উল্লেখ করা না হয়, তাহলে অপর কোন বাবে এরূপ হাদীস রয়েছে বলেই তিনি ওটাকে বাদ দিয়েছেন। এরূপে যদি কোন হাদীসের কোন অংশবিশেষকে বাদ দিয়ে থাকেন অথবা কোন অংশ বাড়িয়ে থাকেন, তা হলে বুঝা যাবে যে, আবশ্যকবোধেই তিনি এরূপ করেছেন। (এক হাদীসকে ভাগ ভাগ করে বর্ণনা করারও রীতি আছে)।

3. gvmvexûm-mbvq nv‘x‡mi gj M‡šíi bvg D‡jøL Kiv nq wb

   ইমাম বাগাভী মাসাবীহুস-সুন্নায় হাদীসের উৎস উল্লেখ করেন নি যেভাবে হাদীসের প্রজ্ঞাবান ইমাম এবং সুদৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী নির্ভরশীল বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেছেন।

   wgkKvZ c‡YZv হাদীসটি যে মূল গ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন হাদীসের শেষে ঐ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে দিয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায়, মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে হাদীস শাস্ত্রের সর্বজন সমাদৃত অমূল্য রত্ন হিসেবে স্বীকৃত। এ কারণেই অসংখ্য হাদীস গ্রন্থের মাঝে এটি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

4. †Kvb Aa¨v‡qi c_g dQ‡j kvqLvBb e¨ZxZ Ab¨ Kvil bv‡gi D‡jøL A_ev wØZxq dQ‡j kvqLvB‡bi g‡a¨ Kvil bvg D‡jøL Kivi wel‡q cv_K¨

   ইমাম বাগাভীর সাথে খতীব তাবরিযীর এরূপ কোন মতভেদ দেখা যায় যে, ইমাম বাগাভী প্রথম ফছল নির্দিষ্ট করেছেন বুখারী-মুসলিমের হাদীসের জন্য, আর খতীব তাবরিযী প্রথম ফছলে শায়খাইন ব্যতীত অন্য কারও নামের বরাত দিয়েছেন অথবা দ্বিতীয় ফছলে শায়খাইনের মধ্যে কারও নাম করেছেন, তার কারণ এই যে, তিনি শুধু শায়খাইনের আসল কিতাবের উপরই নির্ভর করেছেন, যে পর্যন্ত না ওটাতে

কোন হাদীসকে পেয়েছেন সে পর্যন্ত তাঁদের নাম করেন নাই, যদিও হোমাইদী তাঁর কিতাব 'আল জামউ বাইনাস সহীহাইন' (الجمع بين الصحيحين) এ (যাতে তিনি শায়খাইনের হাদীস একত্র করেছেন) অথবা ইমাম যাজিরী তার কিতাব 'জামেউল উসূল'-এ (যাতে তিনি সমস্ত 'ছেহাহ ছিত্তা'র হাদীসকে একত্রিত করেছেন) আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে বুখারী বা মুসলিমের নাম করেছেন। এরূপ স্থলে তিনি তাঁদেরই (হোমাইদী যাজিরীরই) বরাত দিয়েছেন, বুখারী বা মুসলিমের নহে। এভাবে তিনি দ্বিতীয় ফছলের কোন হাদীসকে বুখারী বা মুসলিমের কিতাবে পেয়েছেন বলেই তাঁদের নাম করেছেন।

5. nv'x‡mi mÜvb cvIqvi †ÿ‡Î cv_K¨

শায়খ ইমাম বাগাভী তাঁর কিতাবে এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন যা খতীব তাবরিযীর মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হিসাবে সাহেবে মিশকাত উল্লেখ করেছেন যে সে হাদীস সম্পর্কে তিনি অবগত হননি। তবে এধরনের ক্ষেত্রে হাদীসখানি উসূলের কিতাবে নেই অথবা উসূলের কিতাবে এর বিপরীত আছে এমনটি নয়।

6. †Kvb †Kvb nv'xm Mixe ev hCd m¤ú‡K Bw½Z Kivi †ÿ‡Î cv_K¨

শায়খ ইমাম বাগাভী তাঁর কিতাবে কোন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে গরীব বা যঈফ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেননি এসকল ক্ষেত্রে খতীব তাবরিযীও মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে বিষয়টি বর্জনে তার অনুসরণ করেছেন। তবে প্রয়োজনে কয়েকটি স্থানে মিশকাত গ্রন্থকার এর ব্যতিক্রমও করেছেন।

7. wgkKvZj gvmvexn MšKv‡ii AbmÜvbMZ ÎæwUi Kvi‡Y nv'x‡mi †Kvb wel‡q Bgvg evMvfxi mv‡_ BLwZjvd †'Lv hvq

মাসাবীহ গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে মিশকাত গ্রন্থাকার উল্লেখ করেছেন যে তিনি এরূপ হাদীস খুব কমই পেয়েছেন যে হাদীসটি ইমাম বাগাভী সংগ্রহ করেছেন অথচ হাদীসের কোন প্রসিদ্ধ কিতাবে পাওয়া যায়নি অথবা তিনি এর বিপরীত পেয়েছেন। যদি এটি কোথাও দেখা যায় তাহলে মনে করতে হবে এটি খতীব তাবরিযীর অনুসন্ধানেরই ক্রুটি ইমাম বাগাভীর নয়। তবে এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার কোন ক্রুটি করেন নি। এর পাশাপাশি তিনি আবেদন করেছেন যে এরূপ সনদ যদি কারও জানা থাকে তাহলে দয়া করে তিনি যেন তাকে অবহিত করেন।

8. LZxe Zvewihxi wgkKvZj gvmvexn M‡šì nv'xm msL¨v Bgvg evMvfxi gvmvexn M‡šì Zjbvq †ewk

খতীব তাবরিযী মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে পরিবর্ধিত তৃতীয় ফছলে ঐ বাবের বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু নূতন হাদীস সংগ্রহ করেছেন। তবে ওটার কোন কোনটি রাসূলুল্লাহর বাণী নয়; বরং কোন সাহাবী অথবা তাবেয়ীর বাণী (কেননা, তাঁদের বাণীকেও হাদীস বলা হয়)। কিন্তু তিনি এ ফছলের প্রত্যেক হাদীসেও রাবীর নাম এবং যে যে ইমাম তাঁরা তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। একারণে উভয় গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যাগত প্রার্থক্য দেখা য়ায়। ইমাম বাগাভী রচিত মাসাবীহ গ্রন্থে তিনি সর্বমোট ৪৪৩৪ টি হাদীস সংকলন করেন। খতীব তাবরিযী রচিত মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে পরিবর্ধিত তৃতীয় ফছলে আরো **১৫১১**টি হাদীস সংকলন করেছেন। সর্বসাকুল্যে মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে মোট হাদীস সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯৪৫টি। আবার কারো কারো মতে মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে মোট ৬০০০ হাদীস স্থান লাভ করেছে।[১৫] এক কথায়, মিশকাত হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন।

---

[১৫]. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, অনূদিত, wgkKvZ kixd (e½vbev' I e¨vL¨vmn) (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, অষ্টম মূদ্রন, ১৯৯৩) পৃ. মে-ঘ১

Dhaka University Institutional Repository

9. wdK‡ni ZviZxe Abhvqx msKjb

ইমাম বাগাবী উম্মতের কল্যাণে হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সর্বাধিক জুরুরী হাদীসগুলো বাছাই করে ফিকহের তারতীব অনুযায়ী কিতাবুল মাসাবীহ সংকলন করেছেন। G গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম বাগাবী বলেছেন "শরী'আতের অনুসারী লোকদের জন্য এমন একটি সম্পদ প্রস্তুত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক পথ অনুযায়ী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যা তাদেরকে সহায়তা করতে পারে"।

wgkKvZj gvmvexn MšKvi LZxe Zvewihx I একই তারতীব অনুযায়ী হাদীস সংকলন করেছেন। উম্মতের কল্যান কামনাই ছিল সংকলকদ্বয়ের লক্ষ্য। এ গ্রন্থে সংকলিত হাদীসগুলো খুবই জীবন ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক মুমিনের জীবনে এ হাদীসগুলো অবশ্য পালনীয়। শরী'আ মোতাবেক জীবন যাপনে সহায়ক।

10. nv'xm m¤ú‡K AeMZ n‡q nv'xm Mšve×Ki‡Yi †ÿ‡Î cv_K¨

খতীব তাবরিযী তাঁর মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে ইমাম বাগাভী সংগৃহীত এমন হাদীস উল্লেখ করেননি যে হাদীস সম্পর্কে তিনি অবগত হননি। তবে এধরনের ক্ষেত্রে হাদীসখানি উসূলের কিতাবে নেই অথবা উসূলের কিতাবে এর বিপরীত আছে এমনটি নয়। যদি কোথায়ও এমনটি হয়ে থাকে তাহলে তা খতীব তাবরিযীর অনুসন্ধানের ত্রুটি ইমাম বাগাভীর নয়। উভয় জগতে আল্লাহ ইমাম বাগাবীর মর্যাদা সমুন্নত করুন। আমীন।

11. †Kvb †Kvb RvqMvq eivZ †'qv ev bv †'qvi †ÿ‡Î cv_K¨

খতীব তাবরিযী কোন কোন জায়গায় এরূপও করেছেন যে, সেখানে তিনি কারও বরাত দেন নাই; বরং হাদীসের শেষে স্থান শূন্য রেখে দিয়েছেন। তার কারণ এই যে, তিনি ওটার সন্ধান কোথাও পান নি। যদি কেউ কোথাও এর সন্ধান পান, তা হলে দয়া করে বরাত দিয়ে দেয়ার আবেদন জানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে পরবর্তী মহাদ্দিসগণ বরাত দিয়ে এসকল শূন্যস্থান পূর্ণ করে দিয়েছেন।[১৬]

12. LZxe Zvewihx †Kvb †Kvb nv'x‡mi †ÿ‡Î †ilqv‡q‡Zi wewfbZv †'wL‡q‡Qb

মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থাকার ইমাম খতীব তাবরিযী হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে কোন কোন হাদীস বা শব্দ সম্পর্কে রেওয়ায়েতের বিভিন্নতা দেখিয়েছেন।

13. 'wgkKvZj gvmvexnÕ M‡š c_g dQ‡j ïagvÎ kvqLvB‡bi †ilqv‡qZ Kiv nv'xm mwb‡ewkZ Kiv n‡q‡Q

ইমাম বাগাভীর অনুকরণে খতীব তাবরিযীও মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে প্রথম ফছলে কেবল সে সকল হাদীসই সন্নিবেশিত করেছেন, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (শায়খাইন) উভয়ে অথবা তাদের কোন একজন রেওয়ায়েত করেছেন। তবে যেহেতু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শায়খাইনের মর্যাদা এত উর্ধ্বে যে, তাদের নামের সাথে অন্য নামের কোন প্রয়োজন পরে না, এজন্য তিনি তাদের নামের সাথে অন্য কারও নাম উল্লেখ করেন নি, যদিও সেসকল হাদীস অন্যেরাও রেওয়ায়েত করেছেন।

---

[১৬]. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, অনূদিত †gkKvZ kixd (e½vbev' I e¨L¨vmn) (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, অষ্টম মূদ্রণ, ১৯৯৩) পৃ.৩

14. LZxe Zvewihx wgkKvZj gvmvexn M‡ši ZZxq dQ‡j ev‡ei welq mswkøó Ggb wKQ bZb nv'xm msMn K‡i‡Qb †h¸wj Bgvg evMvfx D‡jøL K‡ib wb

খতীব তাবরিযী মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে পরিবর্ধিত তৃতীয় ফছলে ঐ বাবের বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু নতুন হাদীস সংগ্রহ করেছেন। তবে ওটার কোন কোনটি রাসূলুল্লাহর বাণী নয়; বরং কোন সাহাবী অথবা তাবেয়ীর বাণী (কেননা, তাঁদের বাণীকেও হাদীস বলা হয়)। কিন্তু তিনি এ ফছলের প্রত্যেক হাদীসেও রাবীর নাম এবং যে যে ইমাম তাঁরা তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন।

15. LZxe Zvewihx wgkKvZj gvmvexn M‡š Bgvg evMvfx msMnxZ †Kvb nv'x‡mi Askwe‡kl‡K ev' w'‡q A_ev †Kvb Ask‡K ewo‡q Dc¯vcb K‡i‡Qb

খতীব তাবরিযী মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে ইমাম বাগাভী সংগৃহীত কোন হাদীসের কোন অংশবিশেষকে বাদ দিয়ে অথবা কোন অংশকে বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। কোন ধরনের আবশ্যকতার কারণে তিনি এরূপ করেছেন। কেননা এক হাদীসকে ভাগ ভাগ করে বর্ণনা করার রীতি আছে।[১৭]

[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

beg Aa¨vq : evsjv‡‘‡k wgkKvZ gvmvexn wkÿv‘vb I PPv : cwZôvb I e¨w³

c_g cwi‡”Q‘ : Awjqv gv‘ivmv

wØZxq cwi‡”Q‘ : KvIgx gv‘ivmv

ZZxq cwi‡”Q‘ : wekwe‘¨vjq

PZ_ cwi‡”Q‘ : gnwÏme›‘

Dhaka University Institutional Repository

c_g cwi‡”Q‘ : Awjqv gv‘ivmv

১৭৮০ সালে বড়লাট স্যার ওয়ারেন হোস্টিংস দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানদের দাবী বিবেচনা করে কলিকাতা শহরের বৈঠকখানা রোডে দরস-ই-নিযামিয়ার[১] পাঠ্যসূচী অনুযায়ী একটি মাদরাসা গোড়াপত্তন করেন। এটিই পরবর্তীকালের স্বয়ংসম্পূর্ণ আলিয়া মাদরাসার প্রাথমিক রূপ। এই মাদরাসার দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যসূচী ১৭৯১ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। এরপর পাঠ্যসূচী নতুনভাবে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়।[২] ১৮২৭ সালে কলিকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রীটের পাশে গোলতালাব (বর্তমান হাজী

---

[১]. দারসে নিযামিয়া : লাখনৌর মোল্লা কুতুব উদ্দীন শহীদ (মৃ. ১৬৯১ খৃ.) এ উপমহাদেশের দারসে নিযামিয়ার উদ্ভাবক। তবে তার পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীনের (মৃ. ১৭৪৮ খৃ.) সময় এ শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর উন্নতি ও প্রসার লাভ করে বিধায় তা দারসে নিযামিয়া নামে অভিহিত হয়।

[২]. ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হোষ্টিংস কলিকাতা আলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়ারেন হোষ্টিং মাওলানা মাজুদ্দীন নামক এক আলেমকে মাদরাসার সিলেবাস বা নেসাব তৈরীর জন্য নির্দেশ দেন এবং তিনি এমন নেসাব তৈরীর জন্য দায়িত্ব দেন যাতে ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতির কিছুই না থাকে। শুধু তাফসীর ও হাদীস সংক্রান্ত বিষয়াদি থাকবে। সেমতে কল-কাতাতে যে আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে সব জ্ঞান আহরণে সামর্থ্য মাওলানা ও মৌলভীগণের পক্ষে ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ ছিল না, মুসলিম সমাজের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ বণিকদের যেসব আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত হবে, তার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করা সম্ভব হবে না, এটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। মোল্লা মাজুদ্দীন প্রণীত কলিকাতা আলীয়া শিক্ষাক্রম নিম্নরূপ-

১. ছরফ : মিজান মুনশাব, ছরফেমীর, পাঞ্জেগাঞ্জ, বুবদা, ফসলে আকবরী ও কাফিয়া।
২. নাহু : নাহুমীর, শরহে মিয়াতে 'আমেল, হেদায়াতুন নাহু, কাফিয়া ও শরহে জা'মি।
৩. মানতিক : ছোগরা, কোবরা, ইছাগুজি, তাহজীব, শরহে তাহজীব, কিবতী মা'মীর ও ছুলুমুল উলুম।
৪. হেকমত (বিজ্ঞান) মায়জুরব, ছোগরা, শামছে বাজেগা।
৫. অংক : খোলাসাতুল হেছাব, তাহরিকে আকলিদাস (মালাকায়ে উলা) তা'শরিহুল আখলাক, রেছালায়ে কুশজিয়া, শরহে চগমুনী।
৬. বালাগাত : ভাষা (শরী) মুখতাছারুল মা'আনী, (মোতায়ায়াল)।
৭. ফিক্হ : শরহে বেকায়া, হেদায়া (আখেরাইন) ও আউয়ালাইন।
৮. উছুলে ফিকহ : নূরুল আনোয়ার, তাওজিহ, তালবিহ, মুছুল্লমুদ ছবুত।
৯. কালাম : শরহে আকায়েদ নছফী, শরহে আকায়েদ জালালী, মীর জাহেদ ও শরহে মাওয়াকেফ।
১০.তাফসীর : জালালাইন ও বায়জাবী।
১১.হাদীস : মেশকাত।

উপরে উল্লিখিত সিলেবাসকে ওল্ডস্কীম বলা হয়েছে। দেশের রাষ্ট্রভাষা যখন ফার্সী ছিল তখন এই ওল্ডস্কীম মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের প্রশাসনের জন্য ছাত্রদের গড়ে তোলা হতো। কিন্তু যখন ইংরেজী ফার্সীর স্থলাভিষিক্ত হলো তখন মাদরাসা শিক্ষা নিরাশায় ভরে উঠল, ফলে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে পিছিয়ে পড়ে। যদিও তা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি মৌলিক শিক্ষা এ শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নতির আশাবাদে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এটা ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ফসল। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিধানের আলোকে শিক্ষাধারাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসত এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিল, যার দ্বারা তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে। কিন্তু এই পদ্ধতির ওপর তাদের সাধারণ অসন্তোষ ছিল এজন্য যে, কুরআন, হাদীস, তাফসীর প্রভৃতি ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং ঐতিহ্য মাদরাসার কারিকুলামে সঠিকভাবে সন্নিবেশ করা হয়নি। এই শিক্ষা ব্যবস্থার বড় অসুবিধা হলো, তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয় মানের লেখাপড়ার কোন সম্পর্ক ছিল না। বাস্তবে তা ছিল একটি অন্ধ আবেগের আবর্তে নিমজ্জিত। যদি বিশ্ববিদ্যালয় মানের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ততা থাকতো, তাহলে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা নিজের এবং সমাজের আরও বেশি উপকারে আসতে পারতো। এ পদ্ধতি ১৯০৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

মহসীন স্কয়ার) এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ করে এ মাদরাসা স্থানান্তরিত করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা।[৩] ১৯০৭ সালে এ মাদরাসায় কামিল হাদীস বিভাগ চালু করা হয়। পরবর্তীকালে এই মাদরাসার মডেল অনুযায়ী যে সকল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলিকে আলিয়া ধারার মাদরাসা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের আমলে ১৮৭৪ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা মডেলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে তিনটি মাদরাসা (জামা'আদ-এ-উলা, বর্তমানে ফাযিল পর্যন্ত) স্থাপন করা হয়। কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার পর বাংলাদেশে এই সব মাদরাসা ছিল মুসলমানদের জন্য স্থাপিত প্রথম সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুহসিনিয়া মাদরাসা নামে পরিচিতি এই তিনটি মাদরাসা এতদঞ্চলে চার দশক (১৮৭৪-১৯১৫) ধরে হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রাখে।[৪] কালক্রমে মাদরাসা শিক্ষা পরিব্যাপ্তি লাভ করে এবং ১৯১৫ সালে মাদরাসায়

নিউ স্কিম[৫] পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতি অনুযায়ী যারা হাই মাদরাসা পরীক্ষা পাশ করে তারা সাধারন শিক্ষার ম্যাট্রিকুলেশন এর সমমান সনদ অর্জন করে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদরাসা একজামিনেশন, ক্যালকাটা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। ১৯৪৭ সালে কলিকাতা থেকে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদরাসায় আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে ঢাকায় আলিয়া শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারী ও সরকার অনুমোদিত সকল মাদরাসা এ বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৫০ সাল থেকে মাদরাসায় 'দাখিল' এর পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা হয়।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামকরণ করে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মাদরাসা শিক্ষায় পরিবর্তন এনে দাখিল মাধ্যমিক এর সমমান, আলিম উচ্চ মাধ্যমিক এর সমমান এবং ফাযিলকে বি.এ. পাস এর সমমানে উন্নীত করা হয়। আলিয়া ধারার মাদরাসাসমূহে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিলের পাঠ্যসূচীতে হাদীস অন্তর্ভুক্ত।

অত্র পরিচ্ছেদে আলিয়া ধারার গুরুত্বপূর্ণ মাদরাসাসমূহে মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান তথা হাদীসচর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

---

৩. মাওলানা আব্দুস সাত্তার, Zvix‡L gv' ivmv-B-Awjqv, ঢাকা মাদরাসা-ই-আলিয়া, ১৯৫৯, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬

৪. Dr. A.k.M. Ayub Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangladesh. Dhaka Islamic Foundation, 1983, P39

৫. ১৯০৪ সালে শামছুল ওলামা মাওলানা আবু নছর ওহীদকে (১৮৭২-১৯৫৩) নব গঠিত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম সরকারের গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার কর্তৃক ঢাকা মাদরাসায় সুপার নিযুক্ত করা হয়। তিনি মাদরাসা শিক্ষিতদের দুর্দশা লাঘবের জন্য নিউস্কীম নামক একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং তৎকালীন সরকারের কাছে পেশ করেন। সে নিউস্কীম-মাদরাসায় আরবী, ফার্সী, উর্দু, কুরআন, হাদীসের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ কর্তৃক আনিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এ শিক্ষায় শিক্ষিত মাওলানা-মৌলভিদের পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা লাভ সম্ভব ছিল। তাদের পক্ষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ সম্ভব ছিল এবং সিভিল সার্ভিসে যোগ দেয়া সহজ ছিল। ১৯১৪ সালের ৩ জুলাই (৪৫০ নং পত্রে) সরকার এ নিউস্কীম শিক্ষাধারা অনুমোদন করেন। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এ ধারাই অবিভক্ত বাংলায় প্রবর্তিত ছিল। আবু নসর ওহীদের নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী আরবী ভাষা ও ব্যাকরণকে প্রায় ঠিক রেখে ম্যাট্রিকের ইংরেজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস ও ভুগোল যোগ করে নতুন সিলেবাস প্রবর্তন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিকে নিউস্কীম বলা হয়েছে।

1. ÔQviQxbv ‘viæm-mbvZ Avwjqv gv‘ivmvÕ

বিগত এক শতাব্দী পূর্বে এদেশে ইসলামী শিক্ষার আনুষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থা ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। বিভিন্ন অলী-আল্লাহ, পীর-মাশায়েখদের আগমনে এদেশে ইসলাম প্রচার হয়েছে, বিদআত ও বাতিল আকীদা দূর হয়েছে এবং বিধর্মীকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানা ও বোঝার জন্য ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কুতবুল আলম হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ[৬] (রহ.) হিন্দুস্থানের শিক্ষা জীবন শেষ করার পর মহাগ্রন্থ আলকুরআন শিক্ষা দান, হিকমত ও সুন্নাতের শিক্ষা এবং মানুষের মধ্যে আহলে সুন্নাত অল-জামায়াতের আকিদা ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চরিত্র সংশোধনের নীতিমালা সামনে রেখে তিনি প্রণয়ন করেন ইসলামী দাওয়াতের একটি পরিপূর্ণ কার্যক্রম। হযরত মাওলনা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) তার প্রতিষ্ঠিত খানকায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে তরীকার ছবকাদী শিক্ষাদান ও তালীম তরবীয়াত প্রদান করতে থাকেন। যেহেতু নবীন প্রজন্মকে শিক্ষাদান ও ইসলামী রীতিনীতি, আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের আকিদা, তাছাউফপন্থী তথা সলফে ছালেহীন, বুজুর্গানে দীনের গৃহীত ও পরিচালিত নীতি আদর্শ, আমল- আখলাক, শিক্ষাদানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটি ইসলামী আবহ সৃষ্টি করার প্রবল ইচ্ছে তার মধ্যে জাগ্রত হয়।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময় পূর্ব বাংলায় মাদরাসা মোটেই ছিলনা তা নয়। কিন্তু বিজাতীয় ভাবধারাও কৃষ্টি কালচারের আঘাতে ঐ সকল মাদরাসা রক্ষা পেতে পারেনি। ফলে ঐ সকল মাদরাসা হতে

---

[৬]. বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দা'ঈ ইলাল্লাহ, সমাজ সংস্কারক ও শর্ষিণার পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ ১৮৭২ সালে বরিশাল জেলার স্বরুপকাঠি থানার শর্ষিণা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না থাকলেও তিনি শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শহীদ সুহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীনকে ইসলাম অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার আহ্বান ও দাওয়াত দেন। গ্রামপ্রধান পিতা সদরুদ্দীন ফারায়েজী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ নাতি সাইদুদ্দীনের শিষ্য ছিলেন।

বাল্যকালে পড়াশুনা শুরু করলে হাজ্জে যাবার পথে পিতার ইনতিকাল হলে তিনি মাতার প্রেরণায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমত মাদারীপুর মাদরাসায়, পরে ঢাকার হাম্মাদীয়া মাদরাসায় এবং পরে ১৮৯৬ সালে হুগলী মাদরাসা হতে ফাজিল সর্বশেষ কোলকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। কোলকাতায় ছাত্র অবস্থায় ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিকীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। মুরশিদের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী দাওয়াত ও তরিকা অনুযায়ী তিনি দাওয়াত ও তারিকার পন্থায় আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন। সমাজের শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, মসজিদ নির্মাণ ও বাংলা ভাষায় ইসলামের উপর বই লিখায় তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালান।

মানবতার সেবা, কুসংস্কার প্রতিরোধ ও ইসলামী জিন্দেগী যাপনের দাওয়াত দেন, সারা দেশে মাহফিল ও সভা-সমিতি করে। নিজ বাতিতে তিনি সে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, তা বাংলাদেশে প্রথম কামিল মাদরাসা। বহুকাল ঐ মাদরাসার ছাত্রগণ বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করতো। ছাত্রদের বিনা পয়সায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবসথা করতেন তিনি নিজেই। তাঁর লেখা বইগুলোতে বেশ সুনাম অর্জন করে। সেইগুলো হলো- 'পর্দা', 'ফতোয়ায়ে সিদ্দিকীয়া', 'জুমআর মাসায়েল', 'তরীকুল ইসলাম', 'তা'লীমে মারফত' ইত্যাদি। ফারায়েজী নেতারা বৃটিশ ভারতে জুমআ না পড়লেও তিনি ও তাঁর পীর ছিদ্দিকী জুমআর নামাজ পড়তেন। ফারায়েজীরা পীর-মুরীদে বিশ্বাস করতেন না।

১৯৪৭ সালে তিনি শর্ষিণাতে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের জন্য 'ওলামা সম্মেলন' করেন। ইসলামি বিচার ব্যবস্থা ও ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞকে প্রধান বিচারপতি করার আহ্বান জানান। তিনি জমিয়তে ওলামায়ে বাঙালীর সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন এবং 'হেমায়েতে ইসলাম' ও 'হিজবুল্লাহ' বাহিনী গঠন করেন। দেশে ও দেশের বাহিরে তাঁর অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্ত ছিল। বর্তমানেও আছে। তিনি ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারী ইন্তিকাল করেন। তাঁর বড় ছেলে পীর আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ তিনিও একজন বড় আলেম ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে পীর হন মাওলানা মুহিবুল্লাহ। তাঁর ছোট ছেলে মাওলানা আরিফ বিল্লাহ ছিদ্দিকীও ইসলামের পক্ষে ভাল ভূমিকা রাখছেন।

[ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দোলন, কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক দা'ওয়াহ এন্ড কালচার, ১৪৩২ হিজরী, ২০১১খৃ., পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৫।]

শিক্ষা লাভ করে কিছু সংখ্যক আলেম বের হয়েছে সেই সব আলেমগণের মধ্যে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ তথা সুন্নাত তরিকা খুঁজে পাওয়া মুশকিল হত। তাই মরহুম পীর ছাহেব কেবল এমন একটি মাদরাসা খুলবার প্রতিজ্ঞা নিলেন যা হবে সুন্নাত তরীকার ধারক-বাহক ও প্রচারক, যা হবে বিজাতীয় আদর্শ কৃষ্টি কালচার ও বাতিল আকিদার প্রতি চ্যালেঞ্জ। তাই তিনি প্রাথমিক পর্যায় ১৯১২/১৩ সালে কেরাতিয়া মাদরাসা বা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত পীর ছাহেব কেবলা বলেছিলেন যে, ''আমি যখন এই মক্তব প্রতিষ্ঠা করি তখন আমার কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না।" তিনি নিয়ত করেছিলেন যে, "অপরের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিলে কিয়ামতে তাদের দ্বারা নিজ সন্তানের কাজ হবে। এরাই হবে আমার রূহানী আওলাদ।" জনৈক লোককে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "বাবা! আমার ইচ্ছে দেশী ছেলেরা আল্লাহর কালাম শিক্ষা করে রোজা নামাজ ঠিক মত আদায় করবে ও শরীয়ত মোতাবেক আমল করবে। আমার কয়েকটি ছেলে ছিল সকলেই মারা গেছে।

আমি হাদীস শরীফে পেয়েছি, নিজের ছেলে পেলে না থাকলে অন্যের ছেলে পেলেকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিলে কেয়ামতে তারা শাফায়াত করবে। সেজন্যই আমি ক্বারী খোরশেদ আলী সাহেবকে রেখে কুরআন শরীফ পড়াচ্ছি।" একদিন হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) বলেছিলেন, "ফুরফুরা শরীফের পীর ছাহেব কেবলা হযরত আবুবকর সিদ্দীকী আল কোরাইশী[৭] (র.) যখন প্রথমে আমার বাড়িতে তাশরিফ আনলেন তখন তিনি বলেছিলেন, "বাবা এই দেশ দ্বীনি ইলমের বড়ই পশ্চাদপদ। আপনি ২/১টি ছেলেকে আমার সম্মুখে আনেন, আমি তাদেরকে ছবক দিয়ে যাই।" সুতরাং কয়েকটি ছেলেকে তার সম্মুখে

[৭]. বিখ্যাত আলেম, বাগ্মী ও আধ্যাত্মিক পুরুষ মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিকী জন্ম গ্রহণ করেন বাংলা ১২৫৩ সনে পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার ফুরফুরায়। তিনি ফুরফুরার পীর নামে পরিচিত। বাংলায় ইসলামী দাওয়াতে তাঁর অবদান অপরিসীম। নয় বছর বয়সে আবু বকর ছিদ্দিকীর পিতা আবদুল মুকতাদির (১২৬৬ বাংলা) ইন্তিকাল করলে তাঁর মায়ের প্রেরণায় পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন। মা মুহাব্বতুন নেসার অনুপ্রেরণায় তিনি সিতাপুর মাদরাসায় ভর্তি হন। পরে হুগলী মুহসিনীয়া মাদরাসা থেকে ফাজিল/উলা পাশ করেন। পরে কোলকাতার সিন্দুরিয়া পট্টির মসজিদে সাইয়েদ আহমদ শহীদের খলীফা হাফেজ জামালুদ্দীনের কাছে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন।

এরপর মাওলানা বেলায়েত এর কাছে মানতেক হিকমত অধ্যয়ন করে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপর মক্কায় হাজ্জ করতে গিয়ে মদীনার খাদিম আলিম আদ-দালাইল আমীন রিদওয়ানের কাছে ৪০ হাদীসের সনদ অর্জন এবং দেশে ফিরে ১৮ বছর জ্ঞান-তরিকত সাধনায় রত থেকে একজন আল্লাহর ওলী হন। বিখ্যাত সূফী ও ফকীহ ফাতহ আলীর সাথে হাজ্জে যান। সাথে ছিলেন হাজার খানেক মুরিদ।

মাওলানা ছিদ্দিকী একজন সুবক্তা হিসাবে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াতি কাজ ও ওয়াজ-মাহফিল অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিতেন। তিনি ও তাঁর মুরীদ মাওলানা রুহুল আমীন কয়েক শত বই লিখেন। তাঁর বিখ্যাত বই হলো ছিরাজুম সালেকীন, পীর-মুরীদ তত্ত্ব, বাতেল মতবাদ ইত্যাদি। তিনি আরবি-উর্দুতে ইসলামী বই লেখে হেদায়েত করতেন। নারী-পুরুষের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি উৎসাহ দিতেন। তবে নারীদের জন্য পর্দার উপর জোর দিতেন। ইসলামী দাওয়াতের অংশ হিসেবে তিনি ৮০০ মাদরাসা ও ১১০০ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার গভর্নিং বডির সদস্য মাওলানা ছিদ্দিকী নিজ বাড়িতে নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

খৃস্টানদের ইসলাম বিরোধী প্রচারণা বন্ধ, শিরক বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ছাড়াও তিনি ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন' এর সাথে জড়িত ছিলেন। 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' এর শাখা 'জমিয়তে বাঙালা'র সভাপতি হয়ে ইলমে মারিফাত ও শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

১৯২৬ সালে কংগ্রেসের মত জমিয়তে উলামা-ই হিন্দের আইন অমান্য আন্দোলন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তাছাড়া জমিয়তের সভাপতি হিসেবে সৌদী বাদশাহ আবদুল আযিযকে পত্র লিখেন, ইসলাম বিরোধী কাজ বন্ধ করার জন্য। বাদশাহ তাঁর পত্রের জাওয়াব দেন। তিনি অনেকগুলি পত্র-পত্রিকায় চাঁদা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পাঁচ পুত্রের জনক মাওলানা ছিদ্দিকী ১৯৩৯ সালে শুক্রবারে ইন্তিকাল করেন ডায়াবেটিস রোগে। তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন আবু নছর আবদুল হাই, এরপর মাওলানা আবদুল কাহহার সিদ্দিকী এবং এর পরে আবদুল হাই ছিদ্দিকী মেশকাত। এ বংশের লোকদের ইসলামের দাওয়াতি খেদমত অতুলনীয়।

[ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ ফয়সল, উনিশ-বিশ শতকের ইসলামী দা'ওয়াহ ও সংস্কার আন্দোলন, কুষ্টিয়া : সেন্টার ফর ইসলামিক দা'ওয়াহ এন্ড কালচার, ১৪৩২ হিজরী, ২০১১খৃ., পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০।]

Dhaka University Institutional Repository

আনা হলে হযরত পীর ছাহেব কেবলা (র.) তাদেরকে ছবক দিয়ে বললেন, "বাবা নেছার! আপনি দ্বীনি ইলম শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করবেন।" হযরত পীর ছাহেব কেবলা উপস্থিত সকলকে নিয়ে এই মক্তবের উন্নতি কামনা করে খোদার দরবারে মোনাজাত করেন।

১৯১৫ ইং সন মোতাবেক বাংলা ১৩২২ সালে ২২/ ২৩ হাত লম্বাও ৭ হাত পাশ ১টি গোলপাতর ঘর উঠানো হয়। এই সময় থেকেই নিয়মতান্ত্রিক ক্লাসওয়ারী জামাত চালু হয়। প্রথম তারিখেই ৩০/৪০ জন ছাত্র হাজির হয়। তখন বিশুদ্ধ ভাবে কুরআন তিলাওয়াত, মেফতাহুল জান্নাত ও রাহে নাজাত কিতাব পড়ানো হত। সাথে সাথে ইংরেজী ও বাংলা পড়ানো হত। পরবর্তীতে এ মাদরাসায় ১৯১৮ ইং সনে কোলকাতা আলিয়া মাদরাসার সিলেবাস অনুযায়ী জামাত নিয়মে তা'লীম শুরু হয় এবং মাদরাসার নামকরণ করা হয় ÔQviQxbv ‘viæm mbvZ Awjqv gv‘ivmvÕ| হযরত পীর ছাহেব কেবলা পুরাতন গোলপাতার ছাউনি বিশিষ্ট কুতুবখানা বা খানকাকে ১৯১৯ ইং সন মোতাবেক ১৩৪০ হিজরী সনে বিল্ডিং-এ রূপান্তরিত করেন। যার দৈর্ঘ ছিল ৩০/৩৫ হাত। পীর ছাহেব কেবলা প্রথম থেকেই মাদরাসার ছাত্রদেরকে সুন্নাত তরীকানুযায়ী লেবাস-পোশাক, আদব-কায়দা, চাল-চলন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা ও আমলসহ সর্ববিষয়ে ইসলামী আদর্শে একদল হক্কানি আলেম তথা নায়েবে রসূল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু কোন সহশিক্ষার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেননি। মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হলে বিদেশী ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের জন্য বোর্ডিং হিসেবে গোলপাতার ছাউনী বিশিষ্ট আরো একখানা ঘর নির্মাণ করেন।

ইতোমধ্যে হযরত পীর ছাহেব কেবলার সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নৈকট্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে চতুর্দিক হতে লোকজন দলে দলে এসে হুজুরের হাতে বায়াত হয়ে তরীকার ছবকাদী মশ্‌ক করতে থাকেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার উন্নতি কল্পে সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে থাকেন এবং ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ছুওম জামাত খোলা হয়। সাথে সাথে মাদরাসার ঘরও বড় করা হয়। অন্যদিকে ছাত্র-শিক্ষকদের নামাজ পড়ার জন্য সম্প্রসারিত পাকা মসজিদ নির্মাণর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় ১৯২০ইং সনে ৬৪.. ৪৫ ফুট আয়তন বিশিষ্ট প্রথম পাকা মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তখনকার বিভাগীয় ইন্সপেক্টর জনাব শামসুদ্দীন সাহেব ১৯২৬ ইং সনে একবার মাদরাসা পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি পীর ছাহেব হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) কে নিউ স্কীম মাদরাসা করার জন্য অনেক অনুরোধ করলেন এবং বললেন, "আমরা মদরাসার ঘর দরজা উঠানোর জন্য যথেষ্ট টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করব। ওল্ড স্কিম মাদরাসায় সাহায্য দেয়ার গভর্নমেন্টের কোন কানুন নাই। যদি কোন কানুন থাকত তবে আমরা আপনার এই মাদরাসায় অবশ্যই সাহায্য করতাম।"

হযরত পীর ছাহেব কেবলা বললেন, "নিউ স্কীম মাদরাসা এবং হাই স্কুল আমাদের এই জেলায় অনেক আছে। আমি কিছু লোককে নায়েবে রাসূল তথা সুন্নতের পাবন্দ, আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকিদায় মজবুত একদল হক্কানী আমলী আলেম তৈরী করার জন্য, কুরআন হাদীস এবং দ্বীনি এলেম শিক্ষ দেয়ার একান্ত বাসনা নিয়েই এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি । আপনাদের আইনে যদি এরূপ শিক্ষায় সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা না থাকে, তবে আমার আল্লাহ আছেন তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, নিউ স্কীম মাদরাসার সিলেবাস সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল। বৈষয়িক বিষয় সমূহের পাঠ্যপুস্তক স্কুল মাদরাসার একই ছিল এবং অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা হত। সেসব মাদরাসায় ছাত্রদেরকে সুন্নতি আদর্শে গড়ার কোন প্রচেষ্টা বা বাধ্য বাধকতা ছিল না। বর্তমানে অধিকাংশে আলিয়া মাদরাসা ছাত্রদের আমল- আখলাকের যে চিত্র ওটাই ছিল তৎকালীন নিউ স্কীম মাদরাসার রূপ। অন্য দিকে ওল্ড স্কীম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হচ্ছিল যোগ্য আলেম, নায়েবে নবী, সুন্নতী আদর্শের পাবন্দ রাসূলে পাকের উত্তরসুরী সৃষ্টির লক্ষ্যে। তাই কুতবুল আলম হযরত মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) নিজ মাদরাসাকে নিউ স্কীম মাদরাসায় রূপান্তর করতে রাজী হননি।

পাঠকদের অবগতির জন্য উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, ১৯১৪ ইং সনে বৃটিশ সরকার ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের মানসে আলিয়া মাদরাসার সিলেবাসে বৈষয়িক বিষয়ের প্রাধান্য দিয়ে অপরদিকে দ্বীনি শিক্ষার সংক্ষেপন করে যে সিলেবাস প্রণয়ন ও প্রবর্তন করে উহাই নিউ স্কীম নামে অভিহিত হয়। স্বাভাবিকভাবে ১৭৮০ ইং সনে প্রতিষ্ঠিত কোলকাতা আলিয়া মাদরাসায় প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবে ওল্ড স্কীম নামে অভিহিত হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, এই ওল্ড স্কীম মাদরাসার সিলেবাসে দ্বীনি শিক্ষার প্রাধান্য থাকায় সরকার এসব মাদরাসায় সাহায্য প্রদান বন্ধ করে নিউ স্কীম মাদরাসার প্রতি উৎসাহিত করতে থাকে।

১৯১৫ইং সন হতে ১৯২৭ইং সন পর্যন্ত সময়কে মাদরাসার প্রাথমিক ..বলা চলে। ১৯২৭ ইং সনে মাদরাসার প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সাহেব[৮] কমিটির সভাপতি

[৮] এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালক ও জননেতা। তিনি কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪৩) এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪), পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৫) এবং পূর্ব বাংলার গভর্নরের পদসহ (১৯৫৬-১৯৫৮) বহু উঁচু রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লোকপ্রিয়ভাবে শেরে বাংলা বা হক সাহেব রূপে পরিচিত আবুল কাশেম ফজলুল হক বাকেরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাঞ্চলের বর্ধিষ্ণু গ্রাম সাটুরিয়ায় ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল বরিশাল শহর থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে চাখার গ্রামে। তিনি ছিলেন মুহম্মদ ওয়াজিদ ও সায়িদুন্নিসা খাতুনের একমাত্র পুত্র। হকের পিতা বরিশাল আদালতের একজন খ্যাতিমান দীউয়ানি ও ফৌজদারি উকিল ছিলেন এবং তাঁর পিতামহ কাজী আকরাম আলী ছিলেন আরবি ও ফারসিতে দক্ষ পণ্ডিত ও বরিশালের একজন বিশিষ্টি মোক্তার। বাড়িতে আরবি ও ফারসিতে সনাতন ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ শেষে ১৮৯০ সালে ফজলুল হক বরিশাল জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ এবং ১৮৯৪ সালে বি. এ. পরীক্ষায় (রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যা তিনটি বিষয়ে অনার্সসহ) উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৬ সালে কলকাতাা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গণিত শাস্ত্রে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৮৯৭ সালে কলকাতার 'ইউনিভার্সিটি ল কলেজ' থেকে বি. এল ডিগ্রি লাভ করে ফজলুল হক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। বহুরূপে ও বিভিন্নভাবে অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় এর স্নেহলাভের সৌভাগ্য হকের হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর হক বরিশাল শহরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৩-১৯০৪ সময়কালে তিনি এ শহরের রাজচন্দ্র কলেজে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবেও কাজ করেছিলেন। ১৯০৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে হক সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতেও তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ১৯০৮ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত হক ছিলেন সমবায়ের সহকারী রেজিস্ট্রার। সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি জনসেবামূলক কাজ ও আইন ব্যবসাকে বেছে নেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

স্যার সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর কাছে রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি হয়। তাঁদের সহযোগিতায় ১৯১৩ সালে তিনি তাঁর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রায়বাহাদুর কুমার মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে পরাজিত করে ঢাকা বিভাগ থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মাঝখানে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে দুবছর সময়কাল (১৯৩৪-১৯৩৬) ছাড়া ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বাংলায় দ্বৈতশাসনামলে ১৯২৪ সালে প্রায় ছয় মাসের জন্য হক শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দেশে শিক্ষা সংক্রান্ত অবকাঠামো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম এডুকেশনাল ফান্ড গঠন করে তিনি যোগ্য মুসলমান ছাত্রদের সাহায্য করেন। মুসলমান ছাত্রদের ফারসি ও আরবি শিক্ষাদানের জন্য তিনি বাংলায় একটি পৃথক মুসলমান শিক্ষা পরিদপ্তরও গঠন করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষণেরও তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলায় মাদরাসা শিক্ষার নতুন কাঠামো তৈরীতেও তাঁর ভূমিকা ছিল।

হক সাহেব ও তাঁর অনুসারীরা ১৯৩৫ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির নাম পরিবর্তন করে কৃষক প্রজা পার্টি (কে. পি. পি) রাখে। হকের নেতৃত্বে কে. পি. পি. এক গণআন্দোলন শুরু করে। কৃষকদের অধিকার পুনরুদ্ধার, মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের মুক্তিদান এবং জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে রায়তদের জমির মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল এ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে। এ সব শ্লোগান ১৯৩৫ সালের আইনের বলে ভোটাধিকার লাভকারী কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কে. পি. পি-কে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

এবং হযরত পীর সাহেব কেবলা কমিটির সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। এ সময় থেকেই বিশেষ উপযুক্ত শিক্ষকদের দ্বারা মাদরাসা পরিচালিত হতে থাকে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাদের নাম উল্লেখ না করলেও দু' একজনের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে। যেমন সুপারিন্টেনডেন্ট মাওলানা লৎফুল হক চৌধুরী টাইটেল এম. এ. সিলেটী সাহেব, হেড মাষ্টার মৌলভী আজিজুল্লাহ সাহেব, বি.এ,এল.এল.বি (আলীগড়)। মাদরাসার উন্নতির সাথে সাথে ছাত্র সংখ্যা বর্ধিত হওয়ায় বোর্ডিং ঘরের সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। সুওম জামাতের সেন্টারে পরীক্ষা দেয়ার সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয় ১৯২৭ ইং সনে এবং উলা জামাত খোলা হয় ১৯২৮ ইং সনে। জামাতে উলার সেন্টার পরীক্ষার মঞ্জুরীও হয় ঐ সময়। ১৯২৭ ইং সনে ২৯ জানুয়ারি মাদরাসার প্রথম মঞ্জুরী পাওয়া যায। ১৯৩৭ ইং সনে জামাতে উলার পারমেনেন্ট মঞ্জুরী পাওয়া যায়। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বহু স্থান ভরাট করে বৃহদাকার তিনখানা টিনশেড বোর্ডিং নির্মাণ করা হয়।

পীর সাহেব কেবল হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছার উদ্দীন আহমদ (র.) এ মাদরাসা হতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদায় বিশ্বাসী এবং অর্থ উপার্জনো মানসিকতামুক্ত একদল সত্যিকার নায়েবে রাসূল,

---

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কে. পি. পি আইন সভায় তৃতীয় বৃহত্তম দলরূপে আবির্ভূত হয়। কংগ্রেস প্রথম ও মুসলিম লীগ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল এবং বাংলার রাজনীতিতে হক একজন শক্তিশালী ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হন। তিনি বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে চেয়েছিলেন। বস্তুত, হক-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ ধরনের মন্ত্রিসভা গঠনে রাজি না হওয়ায় হক অত্যন্ত বিব্রত ও হতাশ হন। এ রকম পরিস্থিতিতে হক মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে বাধ্য হন। জিন্নাহ আগ্রহের সঙ্গে এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। এভাবে ১৯৩৭ সালে বাংলায় হককে মুখ্যমন্ত্রী করে হক লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির অভাবে জিন্নাহর সমর্থকরা যে বাংলায় তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে লোকপ্রিয়ভাবে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য জিন্নাহ তাঁকে নির্বাচিত করেন।
১৯৪৭ সালে দেশ-বিভক্তির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি লক্ষ করে হক অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করতে শুরু করেন এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সালে পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্রদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে ফজলুল হক আহত হন। এক মুসলিম লীগবিরোধী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতারূপে আবির্ভূত হন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গণঅভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক নতুন দিকনির্দেশনা দান করে। ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই ফজলুল হক 'শ্রমিক-কৃষক দল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য হক, মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করেন। হক এ জোটের নেতা নির্বাচিত হন। তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণার পক্ষে জনগণকে সমবেত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। শেরে বাংলার ভক্তি ও উৎসাহ সঞ্চয়ের ক্ষমতা বিপুল ভোটে ফ্রন্টের জয়লাভের একটি প্রধান কারণ ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন, যদিও আইনসভায় তাঁর দল আওয়ামী মুসলিম লীগের চেয়ে অনেক কম আসন লাভ করেছিল রাজনৈতিকভাবে এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা না হয়েও হক দুবার বংলার এবং আরও একবার পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। এটা তাঁর রাষ্ট্রপরিচালনায় দক্ষতা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশক।

১৯৫৫ সালের আগস্টে হককে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন এবং ১৯৫৮ সালে সে পদ থেকে অপসারিত হন। তার পর থেকেই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযায় প্রায় পাঁচ লক্ষ শোকাহত মানুষ শরীক হয়েছিল। কাজী নজরুল ইসলাম এভেনিউর দক্ষিণপ্রান্তে শিশু একাডেমীর পশ্চিম পাশে তাঁর সমাধিসৌধ অবস্থিত।

ব্যক্তিগত ও জনজীবনে হক ছিলেন অত্যন্ত সরল। তাঁর জীবদ্দশায়ই জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণ তাঁর উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। দুর্দশাগ্রস্ত ও অতি দরিদ্রদের সাহায্য করতে গিয়ে তিনি নিজেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বাংলার মানুষ হককে তাঁর চাতুর্য বা তাঁর অস্থির রাজনৈতিক আচরণের জন্য স্মরণ করে না, তারা তাঁকে স্মরণ করে পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা, বিপুল সংখ্যক কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচন ও তাঁর উদার প্রকৃতির জন্য। [অমলেন্দু দে ও এনায়েতুর রহিম, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি-২০০৩, ২০০৪]

হক্কানী আলেম, হাদী তৈরী করতে চেয়েছিলেন, যারা এ গোমরাহ জাতিকে সুন্নাতে নববীর আদর্শে গড়ে তুলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রতিটি ছাত্রকে নিজের চোখের সামনে রেখে লেবাস-পোশাক, সিরাত- সুরাত, আদব-আখলাক ও শরীয়তের আমল আকীদায় অভ্যস্ত করার জন্য সর্বদা যত্নবান থাকতেন। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি মাদরাসা প্রায় সকল ছাত্রকেই পরহেজগার মোত্তাকী শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বোর্ডিং-এ রেখে বিনামূল্যে খোরাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার গুরুদায়িত্ব নিজ মাথায় তুলে নিলেন। এ লিল্লাহ বোর্ডিং ১৯২০ ইং সনে প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩০ইং সন মোতাবেক বাংলা ১৩৩৭ সালে হযরত পীর ছাহেব কেবলা নিজ বাড়ির নারিকেল ও সুপারী বৃক্ষে পরিপূর্ণ একখানা বাগান কেটে মাদরাসার জন্য ৮০ হাত দৈর্ঘ্য ও ২০ হাত প্রস্থ একটি দালান নির্মাণের ইচ্ছা করেন। উক্ত ভবনের ভিত্তির মাপ নির্ধারণ করেন হযরত পীর ছাহেব কেবলা শাহ্ সূফী নেছারদ্দীন আহমদ (র.) এর বড় ছাহেবজাদা শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (র.)। তখন তিনি ১৪/১৫ বছরের বালক মাত্র। হয়তবা আল্লাহ পাকের ইচ্ছে ছিল এই ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ জ'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (র.) এর দ্বারাই মাদরাসার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে এবং হয়েছেও তাই মাদরাসার দালানের কাজ আরম্ভ করার পূর্বে হযরত পীর ছাহেব কেবলা শাহ্ সূফী নেছার উদ্দীন আহমদ (র.) তদীয় পীর মুজাদ্দিদে জামান ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী আল কোরাইশী সাহেবের মোবারক হস্ত দ্বারা ইট স্পর্শ করিয়ে আনেন।

কি ধরনের বিরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে কুতবুল আলম শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা নেছারদ্দীন আহমদ (রহঃ) মাদরাসা ভবনের পাকা বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তা তৎকালিন কতক লোকের মন্তব্য শুনে বুঝা যায়। যেমন-"নারিকেল শুপারি গাছের বাগানটা কেটে সর্বনাশ করেছে, এতবড় দালান যদি জাগে তবে সিদ্ধ ধানেও গজ জালাবে।" এমনকি মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হাজী ইউসুফ আলী সাহেবকে একজন শিক্ষিত লোক এই বলে উপহাস করেছিল যে-"এই দালান জাগলে আমি হাতে চুড়ি দিয়ে রাস্তায় হাঁটব" তখনকার ঢাকার একজন রেঞ্জ ইন্সপেক্টর এতবড় দালানের নেওকাটা দেখে বিদ্রূপচ্ছলে বলেছিলেন, "এত বড় দালান উঠবে কি? না শুধু গভর্নমেন্ট হতে টাকা লওয়ার ফন্দি"? আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে এবং আল্লাহর অলীর কারামতে সরকারী অর্থ সাহায্য ছাড়াই এক বছরের মধ্যেই এক তলার কাজ সমাপ্ত হয়। পরের বছরই সেই ইন্সপেক্টর সাহেব পুনঃ পরিদর্শনে এসে দেখে আশ্চার্যান্বিত হন। আল্লাহ পাকের অসীম রহমতের মধ্যেই দ্বিতলের কাজ সম্পন্ন হয়।

তৎকালীন সময় এতদাঞ্চলের মাদরাসার সর্বোচ্চে জামাআতে উলা (বর্তমান ফাজিল) পরীক্ষা কেন্দ্র কোলকাতা হলেও এ মাদরাসার ছাত্ররা কৃতিত্বের সাথে পাশ করে আসে। কিন্তু কোলকাতা যাওয়া আসা, থাকা-খাওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় বিধায় গরীব অভিভাবকগণ পেরে উঠতেন না। হুজুর কেবলা বহু চেষ্টা-তদবীর করে পরীক্ষা কেন্দ্র বরিশালে আনয়নের ব্যবস্থা করেন । ১৯৩৩ ইং সন থেকে বরিশাল কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ লাভ করে এবং ছারছীনায় পরীক্ষার সেন্টার স্থাপিত হয় ১৯৫০ সনে।

লিল্লাহ বোর্ডিং-এ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব নির্মিত কয়েকখানা বৃহদাকার টিনের ঘরেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় এসমস্যা সমাধানের জন্য ২৭২. ২৭ ফুট আয়তন বিশিষ্ট স্থায়ী পাকা ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য চেষ্টা শুরু করলেন। এ বোর্ডিং এর স্থান সংকুলান করতে গিয়ে নিজ বসত বাড়ির অবশিষ্ট ফলবান বৃক্ষ সম্বলিত বাগানের এক বিরাট অংশ দান করেন। মাদরাসা বোডিং ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি নির্মাণের জন্য স্থান দিতে গিয়ে নিজস্ব বসত বাড়ির তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ জমি ওয়াকফ করে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দাদার জীবদ্দশায় হযরত পীর ছাহেব কেবলা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর পিতা সূফী ছদরুদ্দীন আহমদ (র.) ইন্তিকাল করায় মাদুম মিরাসের (ওয়ারিশ থেকে বঞ্চিত) আওতায় পড়ে পৈত্রিক সম্পত্তি বলতে কিছুই পাননি। তার এক ফুফু এতিম নেছারুদ্দীনকে তার অংশ দান করে দেয়ায় তিনি যে সম্পত্তির মালিক হন উহা থেকে সামান্য কিছু অংশ রেখে বাকী সব পূর্ব পুরুষদের যারা এই সমস্ত বাড়িঘর তৈরি করে গিয়েছেন তাদের রূহের ছাওয়াব রেছানি ও দ্বীনের সুমহান খেদমতের নিয়তে ওয়াকফ করে দেন। ত্যাগের এ মহান নজীর বিরল দৃষ্টান্ত প্রথম ওয়াকফ রেজিষ্ট্রি হয় ২০-১২-১৯৩৪ ইং সনে বাংলা ১৩৪১ সালে ৪ পৌষ।

মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে হলুদ-লাল রংয়ের যে দ্বিতল ছাত্রাবাসটি রয়েছে যেটি আবু বকর সিদ্দীকী হল নামে পরিচিত, এটিই পীর মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর অমর কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে। সরকারী ৪০ হাজার টাকা ও জনসাধারণের দানে মনোরম কারুকার্য খচিত ছাত্রাবাসের কাজ ১৯৩৫ ইং সনে সমাপ্ত হয়।

মাদরাসার সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পরায় বৃহত্তর বাংলার গভর্নর জন হারবার্ট ছারছীনা মাদরাসা পরিদর্শনে আসেন বাংলা ১৩৩৭ সালের ১১ইং অগ্রহায়ণ। ছাত্রদের অজু গোছলের জন্য ১৯৩৭ ইং সনে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে ৯০ হাত দৈর্ঘ্য ৫০ হাত প্রস্থ পুকুর খনন করে প্রায় সকল পাড়েই ঘাটলা বাঁধান হয়। ১৯৩৮ ইং সনে ৪৭..২৪ ফুট আয়তন বিশিষ্ট হাফেজী মাদরাসা ভবন নিমাণ করে হুজুর কেবলা হিফজুল কুরআন বিভাগ খুললেন। মাদরাসা ভাবনের পূর্ব দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব ভিটির দ্বিতীয় এই হাফেজী মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হয়। মাদরাসা ও বোর্ডিং এর দ্বিতীয় তলা ১৯২৭-১৯৩৮ ইং সন পর্যন্ত একমাত্র মাদরাসা, হাফেজী মাদরাসা, বৃহত্তর দ্বিতল ছাত্রাবাস, মসজিদ নির্মাণ পুকুর খনন, মাটি ভরাট প্রভৃতি কাজে সেই সস্তার বাজারেও দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হয়েছিল।

হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর প্রধান লক্ষ্য ছিল রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদাংক অনুসরণ করে চলা। হুজুর কেবলার প্রগাঢ় ইচ্ছে ছিল হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস শরীফ ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়ে কামেল আলেমে পরিণত করে দিবেন।

তৎকালীন সময় জামাআতে উলা পাশ করার পর হাদীস শরীফ পড়ার জন্য বা টাইটেল পড়ার জন্য হিন্দুস্থান ছাড়া অন্য কোথাও সুযোগ ছিল না। হুজুর কেবলার ইচ্ছে ছিল গরীব ছাত্ররা যাতে করে ছারছীনায় বসে হাদীস শরীফ শিক্ষা করতে পারে, এজন্য টাইটেল জামাত খোলা। হুজুর কেবলার এই বাসনা পূরণ করার জন্য তথা হাদীস শরীফ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পেশোয়ারের বিচক্ষণ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আঃ জলিল সাহেব এবং মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা সা'দুল্লাহ সাহেবদ্বয়কে নিযুক্ত করেন। মুহাদ্দিস সাহেবদ্বয় বিশেষ দক্ষতার সাথে হাদীস শরীফ তা'লীম দিতে আরম্ভ করেন। পরবর্তী পর্যায় খ্যাতনামা হাদীস বিশারদগণকে হাদীস পড়ানোর জন্য নিয়োগ দেয়া হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন তুর্কিস্থান নিবাসী হযরত মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খোতোয়ানী যাকে সাধারণত: সবাই চীনা হুজুর বলে সম্বোধন করতেন। মাওলানা আব্দুস সাত্তার বিহারী হুজুর এবং কুমিল্লার মাওলানা আব্দুল লতিফ ছাহেব প্রমুখ।

বিশেষতঃ ১৯৪৫ সালে বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা নিয়ায মখদুম খোতানী[৯] (১৩৩৬হি./১৯১৭ খৃ.-১৪০৭হি./১৯৮৬ খৃ.) এ মাদরাসায় যোগদানের পর মাদরাসার কামিল শ্রেণি খুবই সমৃদ্ধি লাভ করে।

[৯]. মাওলানা নিয়ায মখদুম খোতানী তিনি চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল খোতানের সীংগাঙ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তার মাতার নাম সৈয়দা আয়েশা খানম। মাত্র ৬ বছর বয়সে তার পিতৃ ও মাতৃ বিয়োগ ঘটে। এতিম বালক নিয়ায মখদুম চাচা শায়খ মুহাম্মদ কাসেমের তত্ত্বাবধানে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্থানীয় খালাক মাদরাসায় লেখাপড়া করার পর কাশগড় মাদরাসায় গমন করেন এবং তথায় ৭ বৎসর অধ্যয়ন

ফলতঃ এখানকার ছাত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাদীসের কিতাব খরিদ করার জন্য হুজুর কেবলা নিজ তহবিল থেকে এক হাজার টাকা দান করেন এবং ভক্ত মুরীদদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাদীসের কিতাব সংগ্রহ করা হয় । ১৯৩৮ ইং সনে টাইটেল আউয়াল এবং পরবর্তী বছর টাইটেল দুওম পড়ান শুরু হয়।

যেহেতু বাংলায় কোথাও টাইটেল মাদরাসা ছিলনা তাই টাইটেল মঞ্জুরী দেয়ার পূর্বে ১৯৪০ ইং সনে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংল এ. কে. ফজলুল হক সাহেব এবং বৃটিশের ছোট লাট গভর্নর মিঃ জন হারবার্ট আর্থার মাদরাসা পরিদর্শনে আসেন। প্রথমে ১৯৩৯ ইং সনে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কোলকাতা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে অধিকাংশ ছাত্রই কৃতিত্বের সাথে পাশ করতে সক্ষম হয়। ১৯৪২ ইং সনে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের প্রচেষ্টায় শিক্ষা বিভাগের পূর্বের চিরাচরিত আইন রহিত করে মফস্বল বাংলায় সর্বপ্রথম ছারছীনাই টাইটেল খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। একাধিকক্রমে সাত বছর চেষ্টার ফলে ১৯৪৪ইং সনে টাইটেলের (কামিল) মঞ্জুরী পাওয়া যায়।[১০]

আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবাণীতে ১৯৫০ ইং সনে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় পরীক্ষার সেন্টার মঞ্জুরী হয়। বরিশালে ও ছারছীনায় পরীক্ষার কেন্দ্র মঞ্জুরী করান শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর দু'য়া ও চেষ্টার ফসল। ওল্ড স্কীম মাদরাসায় সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দিলেও তারই প্রচেষ্টায় অনেক ওল্ড স্কীম মাদরাসায় সরকারী সাহায্য বলবৎ ছিল। অলীয়ে কামেলের বাসনা আল্লাহপাক পূরণ করেন। তখনকার শিক্ষামন্ত্রী জনাব মোয়াজ্জেম হোসাইন সাহেব ছারছীনা মাদরাসা পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তার আংশিক পাঠকদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করা গেল। "বর্তমানে তিনশত ছাত্র ফ্রি খোরাক ভোগ করতেছে। আমি মনে করি এর মাসিক ব্যয় ছয় হাজার টাকার কম হবে না। ছাত্রাবাস বর্ধিত করার প্রয়োজন খুবই বেশি। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে সরকার এ প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে সাহায্য করবেন। এ মাদরাসার যথার্থ পরিচর্যা করলে সরকার উপযুক্ত যত্ন নিলে এটি ভবিষ্যতে বাংলার "জামে আজহারে পরিণত হবে"।

এখানে ১৯৪৩-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন খান (১৩২৯হি./১৯১১ খৃ.-১৪০০হি./১৯৭৯ খৃ.) এবং ১৯৭৬-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন মাওলানা আবুল খায়ের মুহাম্মদ আবদুল কাদির (জন্ম : ১৩৪৮হি./১৯২৯ খৃ.)। ১৯৮৯ সাল থেকে (১৯৯৯ খৃ.) এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত রয়েছেন ময়মনসিংহ জিলার ফুলপুর নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হোসেন। মাওলনা নিয়ায মখদুম খোতানী এ মাদরাসায় ১৯৪৫-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত হাদীস শিক্ষাদান করেন। এখানে তার নিকট প্রত্যক্ষভাবে ২৮৮৫ জন ছাত্র হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

এছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদির (১৩৬৬হি./১৯৪৬ খৃ.-১৪১১হি./১৯৯০ খৃ.) ১৯৭৩-১৯৯০ সাল পর্যন্ত মাওলানা আবদুল আউয়াল (মৃ. ১৩৭৫হি./১৯৫৫ খৃ.), মাওলানা মুজাফ্ফর আহমদ (১৩৪৪হি./১৯২৫ খৃ.-১৪১৮হি./১৯৯৭ খৃ.) ও মাওলানা আহমদ উল্লাহ (জন্মঃ ১৩৫৪হি./১৯৩৫ খৃ.) প্রমুখ মুহাদ্দিছ এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন।

করেন। এরপর তিনি মুসলামানদের স্বার্থে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং কিছুকাল কর্মরত থেকে নানা যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করার পর বহু বিপদ ও প্রতিকুলতা ডিঙ্গিয়ে চিরতরে জন্মভূমি ত্যাগ করে ভারত আগমন করেন।

অতঃপর তিনি ইসলামী শিক্ষা অর্জনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। কুরআন হাদীস শাস্ত্রে অধিকতর দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি দারুল 'উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং এ মাদরাসা হতে ১৯৪৩ সালে ১ম বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করে দাওরায়ে হাদীস ও ১৯৪৪ সালে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে দাওরায়ে তাফসীর পাস করেন। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ও মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী তার হাদীসের শিক্ষকদের অন্যতম

[১০]. অফিস রেকর্ড, ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা

Dhaka University Institutional Repository

এখানে কামিল শ্রেণির ছাত্রসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৪-১৯৯৭ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় এখানকার কামিল শ্রেণির বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা শতাধিক। এ মাদরাসার অসংখ্য কৃতী ছাত্র পরবর্তীকালে মুহাদ্দিস, তথা ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের মধ্যে উপরোল্লেখিত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদিরসহ মাওলানা মুহাম্মদ বাহার উদ্দীন (জন্ম: ১৩৫৬হি./১৯৩৭ খৃ.), মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল (১৩৬৫হি./১৯৪৫ খৃ.-১৪১৬হি./১৯৯৫ খৃ.), মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন (জন্ম : ১৩৫০হি./১৯৩১ খৃ.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক আবদুল খালেক, ড. আলী হায়দার, ড. আনছার উদ্দীন, অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, ছারছীনা মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ মহীউদ্দীন ও কবি রুহুল আমীন খান-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১১]

2. evqZk kid Av`k Kwgj (Gg.G) gv`ivmv

"বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (এম.এ) মাদ্‌রাসা" বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আজ হতে মাত্র ৩১ বছর পূর্বে এ প্রতিষ্ঠান একটি বৃহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তার শিক্ষাক্রম শুরু করেছিল। স্বল্পকালের ব্যবধানে তা আজ এতদঞ্চলের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও গৌরবের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বায়তুশ শরফের শ্রদ্ধেয় পীর হাদিয়ে যামান শাহ্ সূফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার (র.) ছাহেবের পুণ্য হাতে বপণ করা 'বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা' নামক চারাগাছটি আজ ফুলে ফলে সুশোভিত এক বিশাল মহীরুহ। স্বল্পকালে এ প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যাভিমুখে বিস্ময়কর সফলতায় অগ্রসর হয়েছে- সৃষ্টি করেছে অসংখ্য ঐতিহ্য ও গৌরবগাথা।

c_Pjvi c_g avc

বায়তুশ শরফের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পীর ছাহেব হাদিয়ে যামান হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার (র.) এর অনুপ্রেরণায় ১৯৮১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি এ উপলক্ষে বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিলনায়তনে শ্রদ্ধেয় পীর ছাহেব কেবলার সভাপতিত্বে "বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামা, বুদ্ধিজীবি, পীর-মাশায়েখ, সাহিত্যিক-সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবি ব্যক্তিবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে ইসলামী শিক্ষার আধুনিকায়নে তাদের আগ্রহ ও পরামর্শ প্রকাশ করে মরহুম পীর ছাহেবের প্রতি একটি মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তৃতায় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বলেছিলেন, "আজকের সেমিনারের পরামর্শ, প্রস্তাব ও সুধীমহলের মতামতকে অবলম্বন করে অচিরেই এমন একটি আদর্শ মাদ্‌রাসা স্থাপন করা হবে, যাতে পড়ালেখা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কুরআন-হাদীস ও ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজনীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে যোগ্যতা, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব গুণে যুগপৎ নামাযের ইমামতি ও সমাজের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।"

৪ ডিসেম্বর '৮১ জুমাবার (বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষাক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হওয়ার ২৭ দিন পূর্বে) চট্টগ্রাম মহানগরীর ধনিয়ালাপাড়াস্থ 'বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা'র উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত সুধীবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দেশের এই ব্যতিক্রমধর্মী

[১১]. ড. আহসান সাইয়েদ, evsjv‡`‡k nv`xQ PP©v : DrcwË I µgweKvk, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, প্রথম মুদ্রন ২০০৬, দ্বিতীয় মুদ্রন ২০০৯

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা দেশ ও জাতির সামনে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার 'বাস্তব নুমনা' হবে ইনশাআল্লাহ।

উদ্বোধনী ভাষণে বায়তুশ শরফের শ্রদ্ধেয় পীর ছাহেব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার (র.) প্রচলিত মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার দুর্বলতাসমূহ এবং দেশে বিরাজমান শিক্ষা সংকটের কথা তুলে ধরে বলেন, বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষা মুসলিম সমাজের সীমাবদ্ধ ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হলেও তা দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চাহিদা মেটাতে অক্ষম। অন্যদিকে গোলামী যুগে ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করা হলেও সেখানে ইসলামকে জানা ও শেখার ব্যবস্থা না থাকায় সবকিছু অন্তসারশুন্য হয়ে পড়েছে। ফলে একদিকে মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীরা যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন তেমনি আধুনিক শিক্ষার্থীরাও নিজের জীবনের অতীত ভবিষ্যত সম্পর্কে এবং ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী আপন জীবনকে সাজিয়ে গঠন করার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ বা অনবিজ্ঞ। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আজ এ দুই শিক্ষার মাঝে সেতু বন্ধন রচনা করে দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। আর এই উদ্দেশ্যেই আমরা বায়তুশ শরফে এই আদর্শ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

তিনি সুধীবৃন্দের উদ্দেশে বলেন, বর্তমানে সরকারি মাদ্‌রাসা গুলোকে যুগোপযোগী করণের নামে পাঠ্যসূচীতে স্কুল কলেজের যে সব পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এর দ্বারা মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন বা আধুনিকায়ন নয়; বরং ধ্বংসই ডেকে আনা হবে। মাদ্‌রাসা থেকে প্রকৃত আলেম, ইমাম, মুহাদ্দিস পাওয়া যাবে না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি স্কুল কলেজে প্রচলিত বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞানের বইগুলোকে ইসলামী নীতি এবং আদর্শ ভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত করে প্রণয়ন করব। ধর্মহীন বিজাতীয় শিক্ষার অশুভ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "দেখুন মাটি এদেশের, লাঙ্গল এদেশের, পানি, আলো, হাওয়া এদেশের কিন্তু ফসল ফলে বিদেশের। আমাদের ছেলে আমাদের পয়সায় গড়া স্কুলে পড়াশুনা করে কিন্তু দেখা যায় এই বিজাতীয় শিক্ষার অশুভ প্রভাবে কিছু সংখ্যক লোক ইন্ডিয়া, চিন, রাশিয়া, আমেরিকা কিংবা ইহুদীদের এজেন্ট হিসেবে তৈরি হচ্ছে। এর জন্য প্রধানত অপরাধী-আমরাই।" আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন, "প্রত্যেক মানব সন্তান ইসলামী স্বভাব ও প্রতিভা নিয়ে জন্মলাভ করে কিন্তু তার মাতা পিতা তাকে ইহুদি, খৃষ্টান বা অগ্নিপূজক রূপে গড়ে তোলে।"

পরিশেষে তিনি বলেন, আমরা এই মাদ্‌রাসাকে এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে চাই, যেখান থেকে এমন লোক বের হবে যাঁরা দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয় জ্ঞানে হবেন সমৃদ্ধ, নামাযে যেমন ইমামতি করবেন তেমনি সমাজের সফল নেতৃত্বও দেবেন তাঁরা। তাঁরা একদিকে হবেন ইসলামী বিশেষজ্ঞ, অন্যদিকে হবেন জাতীয় জীবনের পথ প্রদর্শক। তাঁরা ডাক্তার হবেন সাথে সাথে আলেমও হবেন। ইঞ্জিনিয়ার হবেন আবার আলেমও হবেন। বস্তুত এই প্রতিষ্ঠান হবে সমগ্র দেশ ও জাতির সামনে পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মডেল। সুতরাং এ প্রতিষ্ঠান আপনাদের; এ প্রতিষ্ঠান এ দেশ ও জাতির। এই আদর্শ মাদ্‌রাসা আপনাদের সবার অব্যাহত দোয়া, পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করে।"

ïiæ n‡jv c_Pjv

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার উপরোক্ত কথামালা যে হুজুগে আবেগ তাড়িত তাৎক্ষণিক বক্তৃতার ফুলঝুড়ি ছিলো না বরং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দুর্ভাগা জাতির রাহ্‌বার হিসেবে অভিভাবকসুলভ অভিজ্ঞান থেকে তাঁর কথামালা নির্গত হয়েছিল, বছর না পেরুতেই তা প্রমাণিত হলো। তাঁর সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৮২ সালের ০১ জানুয়ারি পাঁচটি ক্লাস নিয়ে "বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা" নামে প্রস্তাবিত মাদ্‌রাসা কার্যক্রম শুরু হয়।

cY©v½ Avj xqv (Kvwgj) gv' ivmvq i|cvšÍi

পূর্ণ ইসলামী শিক্ষাকে আত্মস্থ করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও কারিগরি প্রশিক্ষণসহ ইত্যকার সকল বৈষয়িক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়কে সুবিন্যস্ত পাঠ্যক্রমভুক্ত করে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী মেধা ও মনন তৈরিতে সদা তৎপর এ মাদ্‌রাসার শিক্ষা কার্যক্রম সময়ের সাথে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ মাদরাসা যথাক্রমে ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯৩ ও ১৯৯৬ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে।[১২] অপেক্ষাকৃত কম সময়ের ব্যবধানে একটি ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা পূর্ণাঙ্গ কামিল মাদরাসায় রূপান্তর ও উত্তরণ অত্র প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পাঠদান পদ্ধতি, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, আইন-শৃঙ্খলার বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োগ ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্রদের প্রশংসনীয় সাফল্য ও সর্বোপরি শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বর্তমান অধ্যক্ষ মহোদয়ের অক্লান্ত কর্মদীপ্তিরই পরিচয় বহন করে।

avi‡ewnK fvj djvdj

একটি মাদ্‌রাসার সফলতা-ব্যর্থতা নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো মাদারাসার ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার মান। মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন বৃত্তি ও চূড়ান্ত পরীক্ষায় ছাত্রদের ফলাফলই এ মান নির্ণয়ের প্রধান অবলম্বন। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া, গতানুগতিক মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক উৎকর্ষ সাধন ও পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা বিকাশের প্রত্যয়ে সূচিত তৎপরতা অত্র প্রতিষ্ঠানে এনেছে ধারাবাহিক সাফল্য। প্রতিবছর এ মাদ্‌রাসার ছাত্ররা ইবতেদায়ী ও JDC পরীক্ষা, দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিলের বোর্ড পরীক্ষায় প্রসংশনীয় ফলাফল লাভ করে আসছে। বৃত্তি পেয়ে এবং মেধা তালিকাভুক্ত হয়ে মাদরাসার অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে।

mncvV¨µwgK Kvhµg

প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফলের পাশাপাশি এ মাদরাসায় রয়েছে আনন্দদায়ক বর্ণাঢ্য সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম। পর্যালোচনায় দেখা গেছে সূচনা হতে পথ চলা যত দীর্ঘ হয়েছে এসব কার্যক্রম ততই ব্যাপ্তি লাভ করেছে। নিম্নে এসব সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান তুলে ধরছি।

DbZ cwi‡ek

শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের জন্য নাগরিক ও রাজনৈতিক কোলাহলমুক্ত একটি মনোরম পাঠোপযোগী পরিবেশ নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। ঐতিহাসিক মসজিদ বায়তুশ শরফ সংলগ্ন সুরম্য আকৃতির চার তলা ভবনে ছাত্রদের পাঠদান সম্পন্ন হয়। সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুপ্রশস্ত হাদীস ভবন। মাদ্‌রাসা ভবনের সামনের মাঠে ছাত্ররা প্রাতঃ ও বৈকালিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা করে। মাদরাসা ভবনের বিপরীত পাঁচ তলা ভবনে রয়েছে যথাক্রমে হেফজখানা, এতিমখানা, ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পাশেই শ্রদ্ধেয় পীর ছাহেব কেবলার খানকা ও হুজরা শরীফ।

মসজিদ বায়তুশ শরফের সামনে এদেশের ঐতিহ্যবাহী মননশীল ইসলামী পত্রিকা মাসিক দ্বীন দুনিয়া ও শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়ার কার্যালয় ও বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। অজুখানার পূর্ব পাশে আনজুমনে ইত্তেহাদ প্রেস ও দাতব্য চিকিৎসালয়। মাদরাসায় প্রবেশের প্রধান ফটক লাগোয়া দোতলা ভবনে রয়েছে বায়তুশ শরফ ডাকঘর, বায়তুশ শরফ কম্পিউটার এন্ড অফসেট প্রিন্টার্স, বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী ও বায়তুশ শরফ সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এভাবে সুদক্ষ শিল্পীর নিপুণ পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এক অপূর্ব পরিবেশ যা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

mg× cvVvMvi

আদর্শ মাদরাসার ছাত্রদের জন্য মাদরাসা ক্যাম্পাসেই দু'টি লাইব্রেরী রয়েছে। হাদীস ভবনের নিচতলায় রয়েছে মাদরাসার নিজস্ব পাঠাগার। মাদরাসার সম্মুখ ভবনের দোতলায় রয়েছে বায়তুশ শরফ ইসলামী

[১২]. অফিস রেকর্ড, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক মানের পাঠাগার। এসব পাঠাগারে দেশ বিদেশের প্রচুর দুর্লভ গ্রন্থ রয়েছে। ছাত্ররা নিয়মিত এসব পাঠাগার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্নমুখী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।

এছাড়া বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও দিবসের আলোকে মাঝে মাঝে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারসমূহে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। ক্যাম্পাস চত্বরে অনুষ্ঠিত এসব সেমিনারে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের মেধা ও চিন্তার বিকাশ ও পুনর্গঠনে এসব সেমিনার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ফলত আমরা দেখেছি প্রতি বছর এ মাদ্‌রাসার ছাত্ররা দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেরিন ..একাডেমি ও অন্যান্য নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সাথে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে মাদরাসার গৌরবগাথা রচনায় অনন্য অবদান রাখছে।

Kw¤úDUvi wefvM

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত কম্পিউটার বিভাগ চালু আছে। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের আধুনিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করার প্রয়াসে এই মাদ্‌রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে কম্পিউটার বিভাগ চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটার ল্যাব ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

mvwnZ¨-mvs¯‹wZK Kvh©µg

চট্টগ্রামের সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মুখরিত পদচারণা সকলের নিকট সুবিদিত। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ মাদরাসার অসংখ্য ছাত্র কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেছে। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কেরাত প্রতিযোগিতা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা মাহফিলসহ সকল জনাকীর্ণ জলসার উদ্বোধনীতে অত্র মাদরাসার ছাত্রদের সুললিত কণ্ঠের কেরাত, হাম্‌দ, না'ত ও ইসলামী সংগীতের সুর মুর্ছনা শ্রোতামণ্ডলীকে অভিভূত করে। বেশ কিছু ছাত্র চট্টগ্রামের সুশীল ধারার নাট্যকর্মী ও নির্দেশক হয়েছে। বায়তুশ শরফ হতে প্রকাশিত মাসিক দ্বীনি দুনিয়া ও শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া পত্রিকার সম্পাদক ও অত্র মাদরাসার প্রবীণ সিনিয়র শিক্ষক জনাব মুহাম্মদ জাফর উল্লাহর সযত্ন সম্পাদনায় মাদ্‌রাসার বার্ষিক 'আলো' নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে এবং বায়তুশ শরফের বার্ষিক প্রকাশনা 'আল আছরার' ছাত্রদের সাহিত্য চর্চাকে উৎসাহিত করছে।

১৯৯৯ সাল হতে বায়তুশ শরফের নিয়মিত প্রকাশনা 'শিশু কিশোর দ্বীন-দুনিয়া' ছাত্রদের সাহিত্য চর্চার দুয়ার খুলে দিয়েছে। অনেক ছাত্র জাতীয় পর্যায়ে লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আল হেলাল, আল হিদায়াহ, বিজ্ঞান বিচিত্রা টহর প্রভৃতি শিরোনামে নিয়মিত ইংরেজী, আরবী ও বাংলা দেয়ালিকা প্রকাশের মাধ্যমে ছাত্ররা তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে তৎপর রয়েছে। ছাত্রদের সাহিত্য সংগঠন সোচ্চার' আশির দশকের শেষে একটি মনোরম কবিতাপত্র প্রকাশ করেছিল। বিগত একযুগ যাবত শহীদ হাফেজ আবদুর রহীম স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে বার্ষিক প্রকাশনা হিসেবে 'প্রতিভা' শীর্ষক সাহিত্যপত্র সর্বমহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সাংবদিক ও সাহিত্যকর্মী হিসেবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ছাত্রদের বিচিত্র কর্মকাণ্ড অত্র মাদ্‌রাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকেই সমুন্নত করেছে।

QvÎvevm I AbvevwmK QvÎ‡'i Rb¨ we‡kl mweav

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই মাদ্‌রাসা সংলগ্ন চার তলা ভবন ছাত্রদের আবাসিক সুবিধা প্রদান করে আসছে। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ছাত্রাবাসের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে ৪ জন সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়কের

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনায় প্রায় ২৫০ জন ছাত্র আবাসিক সুবিধায় নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এছাড়া কোমলমতি অনাবাসিক শিশু কিশোর ছাত্রদের নিরাপদ যাতায়াত সুবিধার জন্য মাদ্‌রাসায় রয়েছে ১০ লক্ষাধিক টাকা মূল্যে কেনা নিজস্ব কোস্টার বাস সার্ভিস। মাদ্‌রাসা ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে এরূপ নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা বাংলাদেশে সম্ভবত এ মাদ্‌রাসাই প্রথম চালু করেছে এবং এক্ষেত্রে অত্র প্রতিষ্ঠান অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছে। এতিমখানায় লালিত মেধাবী ছাত্রদেরকে ধনীর ছেলেদের মত ছাত্রাবাসে রেখে উচ্চশিক্ষা লাভের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

†kô gv‘ ivmv

১. উল্লেখিত কার্যক্রম ও সুন্দর ফলাফলের কল্যাণে ১৯৯১ ও ২০০০ সালে এ মাদ্‌রাসা বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে "শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" হিসেবে স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করে দুর্লভ গৌরবের অধিকারী হয়। যুগোপযোগী মাদ্‌রাসা শিক্ষায় আধুনিকায়ন ও পূর্ণ ইসলামী শিক্ষার প্রসারে অত্র মাদ্‌রাসার প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য এ বিরল সম্মান একান্ত অনিবার্য ছিল।

২. ২০০০ সালে আমাদের মাদ্‌রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বায়তুশ শরফের পরম শ্রদ্ধাভাজন পীর বাহ্‌রুল উলুম শাহ্‌ সূফী মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন ছাহেব (মঃ জিঃ আঃ) জাতীয় পর্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান' নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১০, ২০১১, ২০১২ সালের দাখিল পরীক্ষায় বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সারাদেশের সেরা ১০টি মাদ্‌রাসার মধ্যে অবস্থান ও চট্টগ্রাম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেছে।

৪. প্রতি বছর ৫ম শ্রেণি ও ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় এ মাদ্‌রাসার ছাত্ররা আশাব্যঞ্জক ফলাফল ও বৃত্তি লাভ করছে।[১৩]

nv‘xm wkÿv‘vb

প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমৃত্যু শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.) এ মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষাদান করেন এবং মাদরাসার যাবতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তার মৃত্যুর পর এখানকার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন বায়তুশ শরফ এর বর্তমান পীর ছাহেব অসাধারণ প্রতিভাবান আলিম মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন। তিনি উক্ত পদে কর্মরত থেকে নিয়মিত হাদীসের পাঠদান করেন। তাকে কেন্দ্র করে এ মাদরাসা হাদীস শিক্ষার একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বর্তমানে কামিল হাদীস শিক্ষার জন্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাদরাসা হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা সাইয়েদ আবু নোমান। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা জয়নাল আবেদীন। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন হাফেজ মাওলানা জসিম উদ্দিন।

3. avc-mvZMov evqZj gKviig Kwgj gv‘ivmv

gv‘ivmvi msw ÿß Z_¨ve jx : বর্তমানে আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার করে যাচ্ছে তার মধ্যে উত্তরাঞ্চলের ব্যতিক্রম ধর্মী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধাপ-সাতগাড়া বায়তুল মুকাররম কামিল মাদরাসাটি অন্যতম। ১৯৮২ সালে

[১৩]. অফিস রেকর্ড, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা

রংপুর শহরের কোলঘেষে উপশহরে (রংপুর ক্যান্ট চেকপোস্ট) প্রায় দুই একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় মাদরাসাটি। শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর সুষম বিকাশ সাধন এবং আদর্শ সুনাগরিক গড়ে তোলার মহতী উদ্যোগকে সামনে রেখে দ্বীন ইসলামের খিদমত করার লক্ষ্যে এই মাদরাসাটি এগিয়ে যাচ্ছে তার লক্ষ্য পানে।

cwZôvZv I cwZôvKvj

সাবেক বিচারপ্রতি মরহুম আলহাজ্ব ডা: সালামতুল্লাহ চৌধুরী উত্তরাঞ্চলে ইলমে অহীর শিক্ষা বিস্তার, আল্লাহভীরু, সৎ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১ জানুয়ারি '১৯৮২ সালে উপশহর, রংপুর ক্যান্ট চেকপোস্ট, রংপুরে অত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে ইবতেদায়ী তথা প্রাথমিক বিভাগ দিয়ে হলেও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালে এসে কামিল শ্রেণীতে পাঠদান শুরু হয়।

miKvix Ab‡gv`b

১৯৮৯ সালে দাখিল, ১৯৯৪ সালে আলিম, ১৯৯৬ সালে ফাযিল এবং সর্বশেষ ২০০১ সালে কামিল শ্রেণির পাঠদান শুরু হয়। মাদরাসা শিক্ষায় ফাযিল শ্রেণিকে স্নাতক বা ডিগ্রির মান প্রদানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষার জন্য যে কয়টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু হয় তার মধ্যে ধাপ-সাতগাড়া বায়তুল মুকাররম কামিল মাদরাসাটি অন্যতম। বর্তমানে এই মাদরাসাটিতে চারটি বিষয় তথা হাদীস, তাফসীর, আদব ও ফিক্হ অনার্স কোর্স চালু রয়েছে।

QvÎ QvÎx I wkÿK msL¨v

বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার নিয়মিত শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখরিত থাকে দ্বীনি শিক্ষার এই ক্যাম্পাসটি। শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সুমহান দায়িত্ব পালন করছেন প্রায় ৩৬ জন সুযোগ্য শিক্ষক।

Kw¤úDUvi wefvM

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত কম্পিউটার বিভাগ চালু আছে। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের আধুনিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করার প্রয়াসে এই মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে কম্পিউটার বিভাগ চালু করা হয়েছে। এ লক্ষে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটার ল্যাব ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ কম্পিউটার ল্যাবে এগারটি কম্পিউটার রয়েছে।

weÁvb wefvM

মাদরাসাটিতে শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের অংশ হিসেবে দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে চালু করা হয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ। দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য রয়েছে মানসম্মত একটি বিজ্ঞানাগার। আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ এই বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যবহারিক ক্লাস করে থাকেন।

mg× cvVvMvi

মাদরাসাটির অন্যতম আকর্ষণ হল একটি মূল্যবান পুস্তক সমৃদ্ধ পাঠাগার যাতে প্রায় তিন হাজার বই রয়েছে। ছাত্ররা নিয়মিত এ পাঠাগার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্নমুখী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।

AvewmK mweav

এই ক্যাম্পাসে রয়েছে সুবিশাল একটি আধুনিক তিন তলা আবাসিক ছাত্রাবাস, যাতে ৪৯ টি কক্ষ রয়েছে । দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য এ আবাসিক সুবিধা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের নামাযের জন্য রয়েছে সুসজ্জিত একটি দ্বিতল মসজিদ। মাদরাসাটির অন্যতম আকর্ষণ হল একটি মূল্যবান পুস্তক সমৃদ্ধ পাঠাগার যাতে প্রায় তিন হাজার বই রয়েছে।

RvZxq chv‡q †kô gv‘ivmv

২০০৩ সালে অত্র মাদরাসাটি তার লেখাপড়ার মান, ভৌতিক অবকাঠামো, বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল এর ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মাদরাসার গৌরব অর্জন করে।

me‡kl djvdj

২০১৩ সালের আলিম পরীক্ষায় মাদরাসা বোর্ডে চতুর্থ। বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা আ.খ.ম হাদীউজ্জামান। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা আবু বকর। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন মাওলানা রবিউল ইসলাম।[১৪]

4. ‘viæbvRvZ wmÏxwKqv Kvwgj gv‘ivmv

gv‘ivmvi msw¶ß Z_¨vejx : বর্তমানে আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার করে যাচ্ছে তার মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসাটি অন্যতম। ১৯৮৮ সালে রাজধানীর ডেমরা থানার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাছাকাছি স্থানে প্রায় তিন একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় মাদরাসাটি। শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর সুষম বিকাশ সাধন এবং আদর্শ সুনাগরিক গড়ে তোলার মহতী উদ্যোগকে সামনে রেখে দ্বীন ইসলামের খিদমত করার লক্ষ্যে এই মাদরাসাটি এগিয়ে যাচ্ছে তার লক্ষ্য পানে। প্রতিষ্ঠালগ্নে ইবতেদায়ী তথা প্রাথমিক বিভাগ দিয়ে হলেও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০০4 সালে এসে কামিল শ্রেণিতে পাঠদান শুরু হয়।

miKvix Ab‡gv‘b

১৯৯২ সালে দাখিল, ১৯৯4 সালে আলিম, ১৯৯৬ সালে ফাযিল এবং সর্বশেষ ২০০4 সালে কামিল শ্রেণির পাঠদান শুরু হয়। মাদরাসা শিক্ষায় ফাযিল শ্রেণিকে স্নাতক বা ডিগ্রির মান প্রদানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষার জন্য যে কয়টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু হয় তার মধ্যে দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসাটি অন্যতম। ২০১০ সালের ১ জুলাই হতে এই প্রতিষ্ঠানটি অনার্স সমমানের ফাযিল শ্রেণির পাঠদান চালু করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ড অনুমোদিত ইংরেজি ও আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে আরবিতে ৩০০ নম্বর ও ইংরেজীতে ২০০ নম্বর পাঠদান করা হয়।

QvÎ QvÎx I wk¶K msL¨v

প্রায় চার হাজার নিয়মিত শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখরিত থাকে দ্বীনি শিক্ষার এই ক্যাম্পাসটি। শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সুমহান দায়িত্ব পালন করছেন প্রায় ৬০ জন শিক্ষক। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা আ. খ. ম আবু বকর সিদ্দিক।

Kw¤úDUvi wefvM

---

[১৪]. অফিস রেকর্ড, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত কম্পিউটার বিভাগ চালু আছে। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের আধুনিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করার প্রয়াসে এই মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে কম্পিউটার বিভাগ চালু করা হয়েছে। এ লক্ষে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটার ল্যাব ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

weÁvb wefvM

মাদরাসাটিতে শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের অংশ হিসেবে দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে চালু করা হয়েছে বিজ্ঞান । দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য রয়েছে মানসম্মত একটি বিজ্ঞানাগার। আধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত এই বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যবহারিক ক্লাস করে থাকেন।

nv'xm wkÿv'vb

শিক্ষার্থীদের যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে তুলতে উচ্চতর শিক্ষায় কামিল প্রথম পর্বের শিক্ষার্থীদের জামে তিরমিযী খতম করানো হয়। সেই সাথে কামিল দ্বিতীয় পর্বে খতমে বুখারী, আলিম শ্রেণিতে খতমে মেশকাত এবং ফাযিল (অনার্স) এর আল কুরআন বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে খতমে জালালাইন।

AvevwmK mwyeav

এই ক্যাম্পাসে রয়েছে সুবিশাল একটি আধুনিক পাঁচ তলা একাডেমিক ভবন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ছাত্রাবাস রয়েছে ১৫টি। শিক্ষার্থীদের নামাযের জন্য রয়েছে সুসজ্জিত একটি মসজিদ।

mg× cvVvMvi

মাদরাসাটির অন্যতম আকর্ষণ হল একটি মূল্যবান পুস্তকের সমৃদ্ধ পাঠাগার যাতে প্রায় আট হাজার বই রয়েছে। পাঠাগারে রয়েছে ইন্টারনেট সুযোগ সুবিধা। পাঠাগারে বই সংখ্যা : ৮০০০।

me‡kl djvdj

২০১৩ সালের আলিম পরীক্ষায় মাদরাসা বোর্ডে দ্বিতীয়।

5. SvjKvVx Gb Gm Kvwgj gv'ivmv

gv'ivmvi mswÿß Z_¨vejx

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুর (র.) ১৯৫৬ সালে আজকের ঝালকাঠী এন এস কামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন ফোরকানিয়া মাদরাসা হিসেবে। ১৯৬১ সালে দাখিল কার্যক্রম শুরু হয়ে ১৯৮৬ সালে কামিল হাদীস পর্যায়ে উন্নীত হয়। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর যাবত অগণিত হাদীসের ধারক-বাহক উপহার দিয়েছেন কায়েদ সাহেব হুজুরের প্রতিষ্ঠিত বরিশাল অঞ্চলের প্রাণপ্রদীপ এই দ্বীনী প্রতিষ্ঠানটি।

১৯৯৪ সালে বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ খলীলুর রহমান দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মাদরাসাটির বহুমূখী অভিযাত্রা শুরু হয়। কম্পিউটার, আলিমে বিজ্ঞান, কামিলে তাফসীর ও ফিকহ চালু করাসহ একাডেমিক ও আবকাঠামোগত উন্নোয়নের পাশাপাশি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি চলতে থাকে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে মাদরাসা বোর্ডে আলিম পরীক্ষায় সারাদেশে প্রথম স্থান অর্জন করে।

এই ক্যাম্পাসে রয়েছে সুবিশাল একটি আধুনিক দৃষ্টিনন্দন ভবন। এাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে আবাসিক ছাত্রাবাস। শিক্ষার্থীদের নামাযের জন্য রয়েছে সুসজ্জিত একটি

মসজিদ। মাদরাসাটির অন্যতম আকর্ষণ হল একটি মূল্যবান পুস্তক সংবলিত পাঠাগার যাতে তাফসীর ও হাদীসের মূল্যবান কিতাবাদী রয়েছে।

আজকের বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি স্বতন্ত্র ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন অপরিহার্য। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিপালন, ত্যাগী, মুত্তাকী, মুখলেছ শিক্ষকমণ্ডলীর শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানটিকে আজ দেশময় তাফসীর ও হাদীস শিক্ষার শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এ প্রচেষ্ঠা অব্যাহত থাকুক একং দেশের যোগ্য আলেমের সঙ্কট নিরসনে প্রতিষ্ঠানটি অবদান রাখুক-এটাই জাতির প্রত্যাশা।

6. †dbx Avjxqv Kvwgj gv‘ivmv, †dbx

cwZôvi weeiY

ফেনী আলীয়া কামিল মাদরাসাটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম কামিল মাদরাসাসমূহের মধ্যে অন্যতম। মাদরাসাটি ফেনী জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে প্রায় ৩ (তিন) একর জমির উপর সুপরিসর মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। ১৮৯৮ সালে এলাকাবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ মাদরাসাটি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৫] পরবর্তীতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় কতিপয় ধর্মানুরাগী মুসলমানদের প্রচেষ্টায় এ মাদরাসা নবরূপে বৃহৎ আকারে পুন: প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন এম, এল, এ মৌলভী ইব্রাহীম, মৌলভী আবদুর রাজ্জাক, প্রাক্তন এম, পি, এ খায়েজ আহমদ প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট বুজুর্গ ও আলেম মাওলানা ওবায়দুল হক (র.) এর দীর্ঘ দিনের চেষ্টা এবং সহকর্মী হিসাবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসবৃন্দ, সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় পর্যায়ক্রমে এটি একটি আদর্শ ও শীর্ষ স্থানীয় দ্বীনি প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে উঠে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মাদরাসাটি ১৯৩১ ইং সালে আলিম ১৯৩৩ ইং সালে ফাজিল এবং ১৯৫২ ইং সালে সর্বোচ্চ কামিল স্তরে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে স্বীকৃতি লাভ করে। কামিল হাদীস বিভাগসহ এ মাদরাসার সার্বিক উন্নতির পিছনে বরেণ্য আলেম মাওলানা ওবাইদুল হকের (১৩২১হি./১৯০৩খৃ.-১৩৮৪হি./১৯৬৪খৃ.) অবদান বিজড়িত। তিনি ১৯৩১ সালে এ মাদরাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু উক্ত পদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষাদানসহ যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

এখানে যাঁরা হাদীস শিক্ষাদান করেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত গবেষক মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী (১৩১৮হি./১৯০০খৃ.-১৩৯২হি./১৯৭২খৃ.), মাওলানা আবদুল মান্নান (১৩৩৪হি./১৯১৫খৃ.-১৪১২হি./ ১৯৯১খৃ.), ও মাওলনা অবদুল আউয়াল ফোরকানী (জন্ম : ১৩৫১হি./১৯৩১খৃ.) এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৬] এ মাদরাসা থেকে শিক্ষালাভ করে পরবর্তীকালে অনেকেই মুহাদ্দিস আলিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ.ত.ম. মুসলে উদ্দীন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক ড. এ.এফ.এম. আমিনুল হক, ফেনী আলিয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা ইব্রাহীম, মাওলানা ইসমাইল, মাওলানা আব্দুল হান্নান, বিশিষ্ট ইসলামী গ্রন্থকার মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি এর নাম উল্লেখ করা যায়। এ মাদরাসা থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্ররা অন্যান্য বহু মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, প্রিন্সিপাল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এজন্যে ১৯৮৪ ইং সালে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের পরিদর্শক মহোদয় তার লিখিত মন্তব্যে ফেনী আলীয়া (কামিল) মাদরাসাকে ''উম্মুল মাদারেস'' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১৭]

---

[১৫]. এ. টি. এম মুসলেহ উদ্দিন : অধ্যক্ষ মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.) এর জীবনী; আল মিনার, সংখ্যা-১৪, এপ্রিল , ১৯৮৫, ১২৮, এস এম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১

[১৬]. অফিস রেকর্ড, ফেনী আলীয়া কামিল মাদরাসা

[১৭]. অফিস রেকর্ড, ফেনী আলীয়া কামিল মাদরাসা

১৯৭৬ সালে সারা দেশের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত যে ২০ (বিশ) টি কামিল মাদরাসায় মাধ্যমিক এবং ১৯৭৮ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তন্মধ্যে ফেনী আলীয়া (কামিল) মাদরাসা ছিল অন্যতম। এর ফলে এই মাদরাসায় দ্বীনি শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটে। বর্তমানে এই মাদরাসায় পঠিত কোর্স সমূহের মধ্যে রয়েছে ; কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আরবি সাহিত্য তথা দ্বীনি বিষয় সমূহের স্নাতক/স্নাতকোত্তর। বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি মানবিক বিষয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, গণিত ও কৃষি। এখান থেকে শিক্ষা লাভ করার পর শিক্ষার্থীরা পরবর্তী পর্যায়ে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ভর্তি হয়েও কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। বর্তমানে এটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ এর অধীনে একটি কামিল স্নাতকোত্তর মাদরাসা।

7. Avj Rv‡gqvZj dvjwnqv Kwgj gv`ivmv

রাজধানী ঢাকা আর বাণিজ্য নগরী চট্টগ্রামকে সংযোগকারী ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডের পাশে বাংলাদেশের নাভি হিসেবে খ্যাত হাজারো ঐতিহ্যমন্ডিত ফেনী শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার নাম ''আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা''। প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস মাত্র ৩৫ বছরের হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে আজ টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত পরিচিতি লাভে সক্ষম হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানটি আজ কোমলমতি শিশু-কিশোর আর তরুণদের কলকাকলিতে মুখরিত, শিক্ষা-সংস্কৃতি, মেধা মননে প্রাণচঞ্চল তা একদিনে এবং এমনিতেই গড়ে উঠেনি। এর পিছনে আছে কিছু লোকের ঘাম ঝরানোর ইতিহাস এবং অসংখ্য ত্যাগি পুরুষের নির্মল হাতের ছোঁয়া।

AbwPšÍb

নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ নিবাসী বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক জনাব মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেবের পুত্র মুহাম্মদ আব্দুল হাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩য় বর্ষে অধ্যায়নকালে ১৯৭৭ সালে জ্বরাক্রান্ত হয়ে হঠাৎ মারা যায়। ঐ সময় জনাব আবদুল আউয়াল সাহেব লন্ডন ছিলেন। খবরটি তার কাছে পৌছলে তিনি মারাত্মকভাবে মর্মাহত হন। কিছুদিন পর তিনি দেশে ফিরে এসে অকালে হারিয়ে যাওয়া ছেলের স্মৃতিকে ধরে রাখার লক্ষ্যে ফেনীতে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। ছাত্র জীবনে ফেনী কলেজের ছাত্র ছিলেন বিধায় ফেনীর গণমানুষের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাই তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিচিতজনদের সাথে পরামর্শ করেন।

civgk mfv

জনাব আবদুল আউয়াল সাহেবের প্রস্তাবে যারা আগ্রহ প্রকাশ করেন তাদের নিয়ে ১৮-০৫-১৯৭৭ ইং বুধবার সন্ধা ৭.৩০ মিনিটে ফেনী কলেজের তৎকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান জনাব কাজী মোঃ হুমায়ুন কবির সাহেবের নাজির রোডস্থ ভাড়া বাসায় (আলী আকবর ডিপুটি সাহেবের বাসা) এক জরুরী পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব কাজী হুমায়ুন কবির। সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জনাব মাওলানা আব্দুস সাত্তার। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মাওঃ আজিজুর রহমান। এর পর ইয়াতিমখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব অধ্যাপক মাওলানা আবদুল আউয়াল।[১৮]

.[১৮]. অফিস রেকর্ড, আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা

bvgKiY

মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেবের আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যদের মতামত নেয়া হয়। সবাই একটি ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমত হন। অনেক আলোচনার পর প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিক করা হয় "ফেনী ইসলামিয়া ইয়াতিমখানা"।

cv_wgK dvÛ

প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার জন্য একটি তহবিল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ ব্যাপারে উপস্থিত সদস্যগণ ১০০/= (একশত) টাকা হারে দেয়ার ওয়াদা করেন। জনাব আবদুল আউয়াল সাহেব প্রাথমিক ফান্ড হিসেবে নগদ ৫০০/= (পাঁচশত) টাকা প্রদান করেন।

¯vb wbevPb

উক্ত বৈঠকে ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নিরিবিলি স্থান বাছাই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, মরহুম সুলতান আহমদ (শান্তি কোং) সাহেবের বাড়ির সম্মুখে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হবে। মরহুমের সুযোগ্য পুত্র জনাব কে. বি. এম জাহাঙ্গীর আলম সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩ শতাংশ জায়গা দিবেন বলে ঘোষণা করেন।

D‡Øvab

পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগস্টের শুরুতে মোঃ ফখরুল ইসলাম ও মোঃ জহিরুল ইসলাম নামক দু'জন এতিম ছাত্রকে নিয়ে এতিমখানার কার্যক্রম শুরু হয়। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে প্রধান অতিথি ছিলেন তদানিন্তন ফেনী মহকুমা প্রশাসক জনাব শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ জুলফিকার ইসলাম।

Aa¨ÿ I wkÿK wb‡qvM

কমিটি তৎকালীন কাজিরবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাওলানা জনাব মাওঃ রফিকুল আলম মজুমদারকে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেন। এ ছাড়াও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন (১) জনাব আবদুল কাদের - ফাজিলপুর (২) জনাব আবদুল গোফরান- বারাহিপুর (বর্তমান কর্মরত)।

gv'ivmv cwZôv

এতিমখানাটি উদ্বোধন করে মাওঃ আবদুল আউয়াল সাহেব পুনরায় লন্ডন চলে যান। এদিকে এতিমদের কী ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন তা নিয়ে কমিটির সদস্যগণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাই এতিমখানার সম্পাদক সাহেব আবদুল আউয়াল সাহেবের মতামত নেয়ার জন্য চিঠি যোগাযোগ করলে তিনি এতিমদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দেন। সে মতে কমিটি ১৯৭৮ এর শুরুতে একটি মাদরাসার কার্যক্রম হাতে নেন। মাদরাসাটির নাম দেন ''ফেনী মডেল মাদরাসা''।

Uv÷ MVb

নবগঠিত মাদরাসা ও এতিমখানা পরিচালনা এবং আরও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ট্রাস্টের নাম দেয়া হয় "মুসলিম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট"। কিন্তু ২৯-০৪-১৯৭৮ ইং তারিখে এক বৈঠকে ট্রাস্টের এ ইংরেজি নাম পরিবর্তন করে আরবিতে সমঅর্থ বিশিষ্ট "আঞ্জুমান ফালাহিল মুসলেমিন ফেনী" নাম রাখা হয়।

†dbx g‡Wj gv'ivmv

১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতিম ছাত্রদের শিক্ষা ও এলাকায় দ্বীনি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মডেল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির পরিচিতিতে তখন বলা হয় ‘‘বাংলাদেশে দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ও বেসরকারী দু'ধরনের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও খালেস মুসলিম বা আদর্শ মানুষ তৈরির মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিতান্তই কম। নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এ বাংলাদেশে মুসলিম সন্তানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্র দেখলেই এ কথার সত্যতা সহজেই অনুমেয়।

মাদরাসায় শিক্ষিত ওলামাগণ কর্মজীবনে এসে এসব দুর্বলতা ও সমস্যা থেকে জাতিকে মুক্ত করার কোন বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন না বা কোন ভূমিকা নিয়েও কার্যকরী করতে পারেন না। এ সকল দিক চিন্তা করে ‘‘ফেনী আঞ্জুমানে ফালাহিল মুসলেমিন’’ ফেনী মডেল মাদরাসা নামে একটি আবাসিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন। এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সঠিক দ্বীনি শিক্ষা দানের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ সাধন করে একজন ছাত্রকে সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে তোলা। যাতে তারা অন্তরে পূর্ণ খোদাভীতি নিয়ে রাসূল প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে যোগ্যতার সাথে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

bvg cwieZb

মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ফেনী মডেল মাদরাসা হিসেবে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো জেলায় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেও আরবি ইংরেজি মিশ্রিত নামের কারণে সমালোচিতও হয়। এ ব্যাপারে সুধিজনের পক্ষ থেকে নাম পরিবর্তনের পরামর্শ আসে। তাই ১৩-১০-১৯৮৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টের সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। সদস্যদের মতামতের আলোকে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্বের ইংরেজি নাম পরিবর্তন করে ট্রাস্টের নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ‘‘আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া’’ রাখা হয়।[১৯]

[১৯]. অফিস রেকর্ড, আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা

mPbvjM †_‡KB cwZôvbwU Avcb ˆewk‡ó¨ fv¯^i| wb‡¤œ Gi wKQ wb‘K Av‡jvPbv Kiv nj

1. wkÿv c×wZ

এ কথা অনস্বীকার্য বাংলাদেশে দু'ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। একটি সাধারণ শিক্ষা আর একটি হচ্ছে দ্বীনি শিক্ষা। আর এখানেও আধা সরকারী এবং কাওমী দু'ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। তবে বর্তমান সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষা কোনটিই সত্যিকারের নীতি নৈতিকতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন আদর্শ দেশ প্রেমিক এবং সৎ সাহস সমৃদ্ধ যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক তৈরির কোন শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। অথচ সময়ের দাবী হলো আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইসলামী আদর্শের সমন্বয়ে একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। তাই আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া এ ব্যাপারে পরীক্ষা নীরিক্ষা চালাচ্ছে। সরকারী কারিকুলামের পাশাপাশি আরো কিছু রেফারেন্স বই শ্রেণি ভিত্তিক বিন্যস্ত করেছে।

2. wkÿvi welq

প্রচলিত পাঠ্যসূচীর পাশাপাশি একজন ছাত্রকে ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেয়ার কর্তব্যবোধ, ইসলামী মূল্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, আমল-আখলাক, আদব-কায়দার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করতে শিক্ষার্থীদের শরীর চর্চার সাথে স্বাস্থ্য জ্ঞানের ধারণা দেয়া হয়। ছাত্রদের মেধা ও মননের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে সাধারণ জ্ঞান, বক্তৃতা অনুশীলন, বিচিত্রানুষ্ঠান, শিক্ষামূলক ও জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ এবং ইসলামী দিবসসমূহ উদযাপন করা হয়। জীবনের প্রত্যেকটি কাজে খোদাভীতি অর্জনের লক্ষ্যে মহাপুরুষ আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে মৌলিক মানবীয় নৈতিক চরিত্র গঠনের বাস্তব শিক্ষা দেয়া হয়।

3. †Ljvajv, mvwnZ¨ I ms¯wZ PPv

সংস্কৃতি মানেই পরিশীলিত জীবনের চেষ্টা। তাই এটা থেকে কাউকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু আজ শুধু আমাদের দেশে নয় সারা বিশ্বে সাংস্কৃতিক অরাজকতা, বেহায়াপনা চলছে। এ আগ্রাসন থেকে জাতির আগামী দিনের কর্ণধার প্রত্যেক তরুণ কিশোরকে রক্ষা করা প্রত্যেকটি সুনাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। তাই আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া ছাত্রদের মাঝে সুষ্ঠু সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে হামদ, নাত, ইসলামী সঙ্গীত, নাটকসহ জায়েয পদ্ধতির সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের চর্চার ক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা নিয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকে। সুস্থ সাহিত্যের বিকাশের লক্ষ্যে ছাত্রদের অধ্যয়নমুখি করা এবং দেয়ালিকা ও বার্ষিকী প্রকাশের ব্যবস্থা করে থাকে।

4. Øxb cPvi

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ ধারণা জনসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যে তাফসীর মাহফিলের আয়োজন, মসজিদে আলোচনা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করা এবং সামাজিক মোটিভেশন চালানো এর অন্যতম কর্মসূচী।

5. AwffveK mvÿvrKvi I m‡¤§jb

মাদরাসার শিক্ষকগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে ও সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিয়মিত অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করবেন। অভিভাবকগণও নিজ নিজ সন্তানের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে এবং মাদরাসার উন্নতি কল্পে শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন ও পরামর্শ দেন।

miKvix gÄix jvf

প্রতিষ্ঠানটি একটি আধা সরকারী মাদরাসা করার পরিকল্পনা যেহেতু পূর্ব থেকেই কর্তৃপক্ষের ছিল, সেহেতু এটাকে সরকারী মঞ্জুরীভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৮৪ সালে ৯ম শ্রেণি এবং ১৯৮৫ সালে ১০ম শ্রেণি খোলা হয়। সরকারের পক্ষ থেকেই ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দাখিল শ্রেণি খোলার অনুমতি দেয়া হয়। ১ জানুয়ারি ১৯৮৭ থেকে দাখিল মঞ্জুরী লাভ করে। ১ জানুয়ারি ১৯৮৮ সনে দাখিল শ্রেণির

মঞ্জুরী ৩ বছরের জন্য নবায়ণ করা হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে আলিম, ফাযিল খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৮৭ সালে আলিম ১ম ব্যাচ ভর্তি করা হয়। ১ এপ্রিল ১৯৮৯ থেকে আলিম শ্রেণি খোলার সরকারী অনুমতি লাভ করে। ১লা জুলাই ১৯৯১ ফাযিল খোলার অনুমতি পায়। ১ জুলাই ১৯৯৩ সালে ফাযিল মঞ্জুরী লাভ করে। আর ১ জুলাই ১৯৯৪ থেকে ফাযিল পর্যন্ত সরকারী অনুদানভুক্ত হয়। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে কামিল হাদীস বিভাগ এবং ২০০০ ইং সালে কামিল ফিকহ বিভাগ খোলা হয়। ২০০২ সালে হাদীস এবং ফিকহ উভয় বিভাগ খোলার সরকারী অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে কামিল হাদীস বিভাগে ২জন স্বনামধন্য মুহাদ্দিস এবং কামিল ফিকহ বিভাগে ২জন ফকীহ পাঠদানে নিয়োজিত রয়েছেন।

gv'ivmvi Aa¨ÿe›'

µwgK	bvg	KvhKvj
০১	জনাব মাওঃ রফিকুল আলম মজুমদার	প্রতিষ্ঠাকাল -১৯৭৮ ইং এর মাঝামাঝি
০২	জনাব মাওঃ আবদুল ফাতের	১৯৭৮ ইং - ২৭-০৯-১৯৮৪ ইং
০৩	জনাব আসাদুল ইলাহ মোঃ ফয়েজ উল্লাহ	২৮-০৯-১৯৮৪ ইং- ৩১-০৮-১৯৮৭ ইং
০৪	জনাব মাওঃ আবুল হাসেম (ভারপ্রাপ্ত)	০১-০৯-১৯৮৭ ইং- ৩০-১১-১৯৮৭ ইং
০৫	জনাব মাওঃ আবদুস সালাম নিজামী	০১-১২-১৯৮৭ ইং- ৩১-১২-১৯৮৮ ইং
০৬	জনাব মাওলানা আবুল হাসেম	০১-০১-১৯৮৯ ইং- ৩১-০৩-২০০৪ ইং
০৭	জনাব ফারুক আহমাদ	০১-০৪-২০০৪ ইং- অদ্যাবধি

bvix wkÿv

নারীদের মাঝে দ্বীনি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অত্র মাদরাসায় ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে। ২০০৮ সাল থেকে পৃথক ক্যাম্পাসে সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের পড়ালেখার সুবন্দবস্ত করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতা কামিল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের রয়েছে।

Qvî msL¨v

মাদরাসাটিতে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ক্রমান্বয়ে ছাত্র সংখ্যা বেড়েই চলছে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা মোট ২৬৯৭ জন।

weÁvb wefvM

অত্র মাদরাসায় ১৯৯৪ সাল থেকে দাখিল স্তরে এবং ২০০১ ইং থেকে আলিম স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে। ২০০৩ সালে ল্যাবরটরিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়।

Kw¤úDUvi wefvM

২০০২ ইং থেকে কম্পিউটার বিভাগ চালু করা হয়েছে। মুসলিম এইড বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় ১১টি কম্পিউটার এবং ছাত্রীক্যাম্পাস ও অফিসের জন্য পাঁচটিসহ মোট ১৬টি কম্পিউটারের দু'টি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

GKv‡WwgK K¨v‡jÛvi

২০০১ সাল থেকে শিক্ষা বর্ষের শুরুতে পুরো বছরের কার্যক্রমকে একটি পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসার জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে একজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাস, ছুটি, পরীক্ষা, ফলাফল প্রকাশ, দিবস উদযাপন, শিক্ষা সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, স্কাউট সংগ্রহ অভিযান, শিক্ষা সফর ইত্যাদি সম্পর্কে আগাম ধারণা লাভ করে পরিকল্পিত উপায়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

nv‘xm wkÿv‘vb
শিক্ষার্থীদের যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে তুলতে উচ্চতর শিক্ষায় কামিল প্রথম পর্বের শিক্ষার্থীদের জামে তিরমিযী খতম করানো হয়। সেই সাথে কামিল দ্বিতীয় পর্বে খতমে বুখারী, আলিম শ্রেণিতে খতমে মেশকাত এবং ফাযিল (অনার্স) এর আলকুরআন বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে খতমে জালালাইন।

AvevwmK mweav
এই ক্যাম্পাসে রয়েছে সুবিশাল একটি আধুনিক পাঁচতলা একাডেমিক ভবন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ছাত্রাবাস রয়েছে। শিক্ষার্থীদের নামাযের জন্য রয়েছে সুসজ্জিত একটি মসজিদ।

mg× cvVvMvi
মাদরাসাটির অন্যতম আকর্ষণ হল একটি মূল্যবান পুস্তকের সমৃদ্ধ পাঠাগার যাতে প্রায় আট হাজার বই রয়েছে। পাঠাগারে রয়েছে ইন্টারনেট সুযোগ সুবিধা। পাঠাগারে বই সংখ্যা : ৮০০০

8. Bmjvwgqv Awjqv gv‘ivmv, Kwgjøv
কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্রে চকবাজারে এ মাদরাসা অবস্থিত। কুমিল্লা শহরস্থ বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী আবদুস সালাম ১৯৬২ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্নেই এ মাদরাসা একত্রে দাখিল, আলিম ও ফাযিল-এর মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। অবস্থানগত কারণ এবং শিক্ষকদের ঐকান্তিক নিষ্ঠার বদৌলতে অল্প সময়েই এ মাদরাসা দ্রুত উন্নতি লাভ করে। কুমিল্লা জিলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র এখানে এসে সমবেত হয়। এ সকল শিক্ষর্থীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালে এখানে কামিল (হদীস বিভাগ) চালু করা হয়। এখানে এতদঞ্চলের ছাত্রদের হাদীস পড়ার পথ সুগম হয়। সিহাহ সিত্তাহ পাঠদান করে যাঁরা এ মাদরাসার কামিল শ্রেণিকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে মুহাদ্দিস মুহম্মদ মাকছুদুর রহমান। (১৩৬০হি./১৪১৪খৃ.-১৪১৪ হি./১৯১৩খৃ.) অন্যতম।

কামিল চালু করার পর থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৯খৃ.) এ মাদরাসায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র উক্ত শ্রেণিতে অধ্যয়ন করে আসছে। ১৯৯৪-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত চার বৎসরে এখানকার কামিলের প্রতি বছর গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯৭ জন। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে এ মাদরাসা থেকে বহু মুহাদ্দিস ও আলিম বের হয়েছেন, যাঁদের অনেকেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে হাদীস শিক্ষা তথা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত। ১৯৯৮ সালে এ মাদরাসা চট্টগ্রাম বিভাগের ‘শ্রেষ্ঠ মাদরাসা’ পুরস্কার লাভ করে। এখানে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৯ খৃ. পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা শহরের দক্ষিণ চর্থার নিবাসী মাওলানা আলী হোসাইন (জন্ম : ১৯৪৮ খৃ.) এবং প্রধান মুহাদ্দিস পদে অধিষ্ঠিত আছেন নোয়াখালী জিলার হাতিয়া নিবাসী মাওলানা ফখরুল ইসলাম (জন্ম : ১৯৪৭খৃ.)।[২০]

9. KvZjv‡mb Kv‡‘wiqv Awjqv gv‘ivmv, AwjgbMi, gqgbwmsn
ময়মনসিংহ জিলার আলিমনগরে এ মাদরাসা অবস্থিত। বাংলাদেশের কামিল মাদরাসা সমূহের মধ্যে এ মাদরাসা খুবই প্রসিদ্ধ। ১৮৯০ সালে এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্থানীয় সমাজসেবক আবদুল কাদের বক্স সরকার। মাদরাসার নামের মধ্যেও তার স্মৃতির স্বাক্ষর রয়েছে।

[২০]. ড. আহসান সাইয়েদ, evsjv‡‘‡k nv‘xm PP©v : DrcwË I µgweKvk, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

প্রতিষ্ঠার পর প্রায় তিন যুগ এ মাদরাসা কওমী ধারার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরিচালিত হয়। পর্যায়ক্রমে কুমিল্লার ফয়জুর রহমান, টাঙ্গাইলের মাওলানা গোলাম ছরওয়ার ও মাওলানা আবদুল হাকীম ইসলামাবাদী সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে কমিটির সেক্রেটারী আবদুল কাদের বক্স সরকারের পুত্র মোবারক আলী সরকারের নেতৃত্বে মাদরাসায় আলীয়া ধারায় পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন হয়। অতঃপর মাওলানা আলিমুদ্দিন মাদরাসার সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ, মাওলানা ফয়জুর রহমান, মাওলানা হোসাইন খান, মাওলানা কারী ছোহরব আলী ও মাষ্টার অছিম উদ্দীন। এদের মধ্যে মাওলানা আবদুর ওয়াহিদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২১]

এ মাদরাসা ১৯২৭ সালে আলিম ও ১৯৩৭ সালে ফাযিল-এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। মাওলানা আলিমুদ্দীনের কার্যকালের পর ঢাকা নিবাসী সুবিখ্যাত আলেম হাবীবুল্লাহ খান রহমানী আট বছর এ মাদরাসার সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে দয়িত্ব পালন করেন। অতঃপর মাওলানা আবদুস সামাদ (১৩৪১হি./১৯২২খৃ.-১৪০৫হি./১৯৮৪খৃ.) এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৫৭ সালে এ মাদরাসা কামিল (হাদীস) এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে।[২২] মাওলানা আবদুস সামাদ আমৃত্যু এ মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষাদানসহ এর বহুবিধ উন্নতি সাধন করেন। এ ছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ (১৩৪১হি./১৯২২খ.-১৪০৮হি./১৯৮৭খৃ.) এ মাদরাসায় ১৯৬৩-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত হাদীস শিক্ষাদান করেন। বর্তমানে (২০১৩) এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত আছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব । ১৯৯০ সালে এ মাদরাসা ঢাকা বিভাগে শ্রেষ্ঠ মাদরাসা হিসেবে পুরস্কৃত হয়।[২৩] বর্তমানে (২০১৩) হেড মুহাদ্দিস হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন খোরশেদ আলম

10. KvivgwZqv Awwjqv gv`ivmv, †bvqvLvjx

নোয়াখালী জিলা শহরের সোনাপুরে এ মাদরাসা অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট আলিম মাওলানা হামেদ সিদ্দীকী ১৯২৫ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯২৬ সালে এখানে ফাযিল শ্রেণি পর্যন্ত চালু করা হয়। উক্ত সনেই এই মদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন লক্ষ্মীপুর জিলার শ্যামপুর নিবাসী বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আযীযুল্লাহ (১৩২০হি./১৯০২খৃ.-১৪০৩হি./১৯৮২খৃ.)। খুব অল্প সময়ে এ মাদরসা প্রচুর খ্যাতি লাভ করে। হাতিয়া, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও লক্ষ্মীপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু ছাত্র এ মাদরাসায় অগমন করে। হাদীস শিক্ষার্থীদের ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে এখানে কামিল (হাদীস) চালু করা হয়। এখানকার কামিল শ্রেণিতে বিভিন্ন সময় হাদিস শিক্ষাদান করেন নোয়াখালী জিলার বেগমগঞ্জ নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ (১৩২৬হি./১৯০৮ খৃ.-১৩৮৮হি./১৯৬৮খৃ.) লক্ষ্মীপুর জিলা শহরস্থ দত্তপাড়া নিবাসী মাওলানা আবদুল মালিক (১৩৫১হি./১৯৩২ খৃ.-১৪১৩হি./১৯৯২খৃ.) নোয়াখালীর রামগঞ্জ নিবাসী মাওলানা আবু নছর মুহাম্মদ নজীবুল্লাহ (১৩৩৩হি./১৯১৬ খৃ.-১৪১৭হি./১৯৯৬খৃ.) নোয়াখালীর রায়পুর থানাধীন সোমপুর নিবাসী মাওলানা আবদুল লতীফ (জন্ম : ১৩৪৬হি./১৯২৭ খৃ.) নোয়াখালীর মহাদেবপুর নিবাসী মাওলানা ফজলুল করীম (জন্ম : ১৩৫২হি./১৯৩৩ খৃ.) নোয়াখালীর নাটেশ্বর নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ রফীকউল্লাহ (জন্ম : ১৩৭০হি./১৯৫০ খৃ.) এ ছাড়া অধ্যক্ষ মাওলানা আজীজুল্লাহ নিজেও বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ছিলেন এবং তিনিও কামিলে হাদীসের পাঠদান করতেন। সুযোগ্য মুহাদ্দিসদের উন্নত পাঠদান এবং মাওলানা আজীজুল্লাহর নিরলস সাধনার বদৌলতে এ মাদরাসা বাংলাদেশের অনন্য কামিল মাদরাসা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।[২৪] বর্তমানে (২০১৪) এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত আছেন ড. মাওলানা আমিনুল্লাহ।

---

[২১]. মাওলানা মো: আব্দুল জব্বার, কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদরাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মাদরাসা স্মরণিকা' ১৯৯৭, পৃ. ৫

[২২]. অফিস রেকর্ড, কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদরাসা

[২৩]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

11. Ljbv Awjqv gv‘ivmv

খুলনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে খান জাহান আলী রোডের পাশে এ মাদরাসা অবস্থিত। বাগেরহাটস্থ মোরেলগঞ্জ থানার আমতলী নিবাসী বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী সমাজহিতৈষী মওলানা আবদুল লতীফ ১৯৫২ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর অল্প সময়ের ব্যবধানে এ মাদরাসা সমৃদ্ধি অর্জন করে। ১৯৬৫, ১৯৮৫ ও ১৯৯২ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে কামিল হাদীস ও কামিল ফিকহ ও কামিল তাফসীর-এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে।[২৫]

কামিল হাদীস বিভাগ চালু করার পর যে সকল দক্ষ মুহাদ্দিস এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা মুহিববুর রহমান (১৩৩০হি./১৯১১খৃ.-১৪০১হি./১৯৮০খৃ.), মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদির (১৩৬৬হি./১৯৪৬খৃ.-১৪১১হি./১৯৯০খৃ.), ও মওলানা তাহেরুদ্দীন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় এ মাদরাসা হতে সাধারণত প্রতি বছর শতাধিক ছাত্র কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। বাগেরহাট জিলাধীন স্মরণখোলা থানার খোন্তাকাটা নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ ছালেহ (জন্ম : ১৯৫২খৃ.) ১৯৭৫ সাল থেকে অদ্যবধি (১৯৯৯খৃ.) এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এবং প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন সাতক্ষীরা জিলাধীন শ্যামনগর থানার অধিবাসী মাওলানা এ.বি.এম. রিদওয়ানুল করীম।[২৬] খুলনা বিভাগে কামিল (হাদীস) পড়ার জন্য এ মাদরাসা অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

১২. চরফ্যাশন কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা, ভোলা

ভোলা জিলার চরফ্যাশন থানা সদরে স্থানীয় কতিপয় ধর্মানুরাগীর প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদরাসা ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৫ ও ১৯৭২ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। বিগত চার বৎসরে (১৯৯৫-১৯৯৮) এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় এখানকার কামিল শ্রেণির বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৬১ জন। কামিল হাদীস বিভাগ চালুকরণ তথা মাদরাসার সার্বিক উন্নতি বিধানে ভোলা জিলার দৌলৎখান নিবাসী মওলানা অবুল কশেম মুহাম্মদ নূরুল ইসলামের (জন্ম : ১৯৩৫ খৃ.) অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৫৩ সাল থেকে অদ্যাবধি এখানে প্রধান মুহাদ্দিস পদে কর্মরত রয়েছেন ভোলা জিলার লালমোহন নিবাসী মাওলানা আবুল মঈন মুহাম্মদ ইয়াছিন (জন্ম : ১৯৪১ খৃ.)।[২৭] এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন আব্দুল বারী।

13. PvUwLj Kvwgj gv‘ivmv, ‡bvqvLvjx

নোয়াখালী জিলার চাটখিলে এ মাদরাসা অবস্থিত। চাটখিল থানাধীন দৌলতপুর নিবাসী বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী মাওলানা আনোয়ার উল্লাহ ১৯২৪ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১ সালে এখানে দাখিল শ্রেণি চালু হয়। অতঃপর ১৯৫৩, ১৯৫৯ ও ১৯৬৮ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। বিগত পাঁচ বৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৩৯ জন। ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৯খৃ.) এখানে প্রধান মুহাদ্দিস পদে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা জিলার লাকসাম নিবাসী মাওলানা মনিরুজ্জামান (জন্ম : ১৯৭৫ খৃ.) এবং ১৯৯৮ সাল থেকে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন নোয়াখালীর

---

[২৫]. অফিস রেকর্ড, খুলনা আলিয়া মাদরাসা

[২৬]. শরীফ মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, মাদরাসার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, আল ইত্তেহাদ খুলনা আলিয়া মাদরাসা বার্ষিকী '৯৮, পৃ. ৮

[২৭]. অফিস রেকর্ড, চরফ্যাশন কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা

চরজব্বর নিবাসী মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ (জন্ম : ১৯৪৬ খৃ.)।[২৮] বর্তমানে (২০১৪) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা বশির উল্লাহ।

14.wPUvMvs gv' ivmv (cKvk gnwmwbqv gv' ivmv), PÆMvg

হাজী মুহাম্মাদ মুহসিন এর ওয়াকফকৃত মুহসিন ফান্ডের অর্থে ১৮৭৪ সালে চট্টগ্রাম শহরের দেবপাহাড়ের নিকট এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মুহসিনিয়া মাদরাসা নামে পরিচিত । প্রথমে একটি ভাড়া বাড়ীতে এ মাদরাসা চালু হয়। পরবর্তীতে ১৮৭৯ সালে চট্টগ্রাম কলেজের বিপরীতে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। এ মাদরাসার পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষাসমূহ কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এখানে আরবি ও এ্যাংলো পার্সিয়ান নামে ২টি বিভাগ চালু ছিল। এ মাদরাসার আরবি বিভাগ ছিল খুবই জনপ্রিয়। কুরআন-হাদীস ইত্যাদি শিক্ষা করার জন্য বহু ছাত্র এতে অধ্যায়ন করেন। ১৯১৫ সালে সরকার প্রবর্তিত নতুন স্কিম পদ্ধতির আলোকে এটি হাই মাদরাসায় রুপান্তরিত হয়। ১৯২৭ সালের নতুন স্কিম পদ্ধতি আট বছরের মাদরাসা কোর্সের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি চালু করে এর নামকরণ করা হয় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। ১৯৬৭ সালে মাদরাসাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে এটিকে কলেজে রূপান্তরিত করা হয় এবং ১৯৭৯ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ।[২৯]

চিটাগাং মাদরাসা তৎকালে এতদঞ্চলে হাদীস শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ হাসান (১২৬৭হি./১৮৬০খৃ.-১৩৩৯হি./১৯২০খৃ.) মাওলানা আযীযুর রহমান (১২৮০হি./১৮৬২খৃ.-১৩৩৯হি./১৯২২খৃ.) ও মাওলানা আবদুল হামীদ (১২৯৯হি./১৮৮১খৃ.-১৩৫৯হি./১৯৪০খৃ.) প্রমুখ এখনে হাদীস শিক্ষাদান করেন। বালাদেশের প্রাচীনতম এবং প্রসিদ্ধ হাদীস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর চারজন প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবদুল ওয়াহেদ (১২৬৮হি./১৮৫০খৃ.-১৩২৮হি./১৯১০খৃ.) মাওলানা হাবীবুল্লাহ (১২৮৩হি./১৮৬৫খৃ.-১৩৬১হি./১৯৪৩খৃ.), মাওলানা আযীযুর রহমান ও মাওলানা আবদুল হামীদ (১২৮৭হি./১৮৭০খৃ.-১৩৩৮হি./১৯২০খৃ.), উক্ত চিটাগাং মাদরাসারই ছাত্র ছিলেন।[৩০]

15. PbwZ nwKwgqv Awj qv gv' ivmv, †jvnvMov, PÆMvg

চট্টগ্রাম জিলার লোহাগাড়া থানাধীন চুনতি ইউনিয়নে এ মাদরাসা অবস্থিত। ১৯৩৭ সালে চুনতির কৃতী সন্তান তৎকালীন চট্টগ্রাম দারুল 'উলূম আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা নজির আহমদ (১৩০৮হি./১৮৯০খৃ.-১৩৬৪হি./১৯৪৪খৃ.) এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য ইতঃপূর্বে গাযীয়ে বালাকোট মাওলনা আবদুল হাকিম ও তাঁরপুত্র জজ ওয়াজিউল্লাহ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের কাছাকাছি ঘরে ১৮৩৩ সলে এ মাদরাসার গোড়া পত্তন হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ১৯৩৯ সালে এ মাদরাসা তৎকালীন মাদরাসা এডুকেশন বোর্ডের অধীনে ফাযিল শ্রেণি পর্যন্ত মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৭০ সালে এখানে কামিল হাদীস বিভাগ চালু করা হয়। কিন্তু দেশের পট পরিবর্তন ও নানা প্রতিকুলতার কারণে ২ বৎসর চালু থাকার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৭৬ সালে পুনরায় কামিল হাদীস বিভাগ চলু করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে তা অনুমোদন লাভ করে। ১৯৯৭ সালে এ মাদরাসায় কামিল ফিক্হ বিভাগ খোলা হয়। এ মাদরাসা চট্টগ্রাম তথা সারা বাংলাদেশে এক অনন্য ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। এখানে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও আলিম মাওলানা মুজাফ্ফর আহমদ (১৩২২হি./১৯০৪খৃ.-১৩৯১হি./১৯৭১খৃ.)

---

[২৮]. অফিস রেকর্ড, চাটখিল কামিল মাদরাসা

[২৯]. মুহাম্মাদ শামছুল আলম : হাজী মুহাম্মাদ মুহসীন কলেজ, চট্টগ্রাম, প্রেষণা, কলেজ বার্ষিকী'৯৭, পৃ. ২০-২২

[৩০]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

মাওলানা ফয়জুল্লাহ (১৩১৬হি./১৮৯৮খৃ.-১৪০০হি./১৯৭৯খৃ.) মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নায়ের (১৩৪১হি./১৯২২খৃ.-১৪০৬হি./১৯৮৫খৃ.) মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা (১৩৩০হি./১৯১১খৃ.-১৪১৪হি./১৯৯৩ খৃ.) ও মাওলানা কামাল উদ্দীন মুসা খতীবী (১৩৫৩ হি./১৯৩৪খৃ.-১৪১৪ হি./১৯৯৩খৃ.) প্রমূখ শিক্ষাদান করেন।

এ ছাড়া এখানে বিভিন্ন সময় অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন চুনতি নিবাসী মাওলানা শফীক আহমদ, মাওলানা হাবীব উল্লাহ, প্রফেসর ড. মাওলানা অবু বকর রফীক আহমদ (বর্তমানে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য) ও প্রফেসর ড. মাওলানা আ.ক.ম. আব্দুল কাদের। ১৯৯২ সাল থেকে এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন কক্সবাজর নিবাসী মাওলনা মাহমুদুল হক। এখানে হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন স্বনামধন্য মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল হাই নিজামী, মাওলানা আদুর রশিদ। চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার বহু কৃতী ছাত্র তাঁদের কর্মজীবনে মুহাদ্দিস ও আলিম হিসেবে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ মাদরাসার অধ্যক্ষ ও পীর ছাহেব বাহরুল উলুম হিসেবে খ্যাত মাওলানা মুহম্মদ কুতুব উদ্দীন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. শাব্বীর আহমদ, চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আনোয়ারুল হক খতীবী, প্রফেসর ড. হাফেজ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজ, ড. আহমদ আলী, চুনতি মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস যথাক্রমে মাওলানা আতীক ও মাওলানা শাহ আলম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা হাফিজুল হক নিজামী। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা শাহে আলম। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন হাফেজ মাওলানা ফারুক হোসাইন।

16. RwgÔAv Avngw‘qv mwbqv Awjqv, PÆMvg

খ্যাতনামা ওলী খাজা আবদুর রহমন চৌহরভীর অন্যতম খলীফা সৈয়দ অহমদ শাহ ছিরিকোটি সাহেব (মৃ.১৯৬১খৃ.) তাঁর ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রাম শহরস্থ মুরাদপুরের সন্নিকটে বিবিরহাটের পূর্ব পাশে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ সালে এ মাদরাসা একত্রে ফাযিল শ্রেণির সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। অতঃপর ১৯৭২ ও ১৯৮৫ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে কামিল হাদীস ও কামিল ফিক্‌হ এর সরকারি মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। ১৯৮৪ সাল থেকে এখানে বোর্ড পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পীর সাহেব সৈয়দ আহমদ শাহ ছিরকোটির মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র প্রখ্যাত পীর সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ এ মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে মাদরাসাাটির যথেষ্ট উন্নতি হয়।

এখানকার প্রথম প্রধান মুহাদ্দিস ছিলেন মাওলানা অবুল ফছীহ মুহাম্মদ ফুরকান (১৩২৮হি./১৯১০খৃ.-১৩৯৮হি./১৯৭৭খৃ.) এ ছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (১৩৫৭হি./১৯৩৮খৃ.-১৪১০হি./১৯৮৯খৃ.) মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম (১৩৪৮হি./১৯২৯খৃ.-১৪১১হি./১৯৯০খৃ.) মাওলানা মুজাফ্ফর আহমদ (১৩৪৪হি./১৯২৫খৃ.-১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.) মাওলানা আবদুল আউয়াল ফুরকানী (জন্ম : ১৩৫১হি./১৯৩২খৃ.) মাওলানা আবদুল হামীদ (জন্ম : ১৩৫৩হি./১৯৩৪খৃ.) প্রমুখ মুহাদ্দিস এ মাদরাসায় হাদীস শিক্ষাদান করেন। এ মাদরাসায় বিভিন্ন সময় অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন কুতুবদিয়া নিবাসী মাওলানা আবু তাহের মোহম্মদ নায়ের, রাউজান নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, চন্দনাইস নিবাসী মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন ও কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল গফুর নোমানী। ১৯৮০ সাল থেকে এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত রয়েছেন পটিয়া নিবাসী বরেণ্য আলিম মাওলানা মুহাম্মদ

জালালুদ্দিন আল কাদেরী (জন্ম: ১৯৫৩খৃ.) শিক্ষাবিদ ও অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি এতই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যেন এ মাদরাসা দেশে একটি শীর্ষস্থানীয় মাদরাসা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। এখানে অত্যন্ত সার্থকতর সাথে হাদীস শিক্ষাদানে রত আছেন। সুবিজ্ঞ আলিম মাওলানা ওবাইদুল হক নঈমী, মওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ ও মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী। এ মাদরাসার লাইব্রেরী অসংখ্য দুর্লভ ও মূল্যবান হাদীস গ্রন্থ তথা ইসলামী গ্রন্থ দ্বারা খুবই সমৃদ্ধ। মাদরাসার বিশালায়তন, বহুতল বিশিষ্ট দালান ও প্রশস্ত আঙ্গিনা এবং মনোরম ধর্মীয় পরিবেশ সহজেই শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করে। এ প্রতিষ্ঠান আলিয়া ধারায় হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য চট্টগ্রাম তথা সারা বাংলাদেশে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত।[৩১]

বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা সগীর ওসমানী । বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা সোলাইমান আনসারী। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন হাফেজ মাওলানা লিয়াকত আলী।

17. ZvÕwgiæj wgjøvZ Kwgj gv'ivmv, wginwwRievM, XvKv

১৯৬৩ সালে নয় সদস্যবিশিষ্ট তামিরুল মিল্লাত ট্রাষ্ট কর্তৃক এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর পরই মাদরাসাটি দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। এ মাদরাসা ১৯৭৮, ১৯৮২, ১৯৮৪, ও ১৯৮৭ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদিস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে এবং মাদরাসা বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে সরকারি অনুমোদন লাভ করে ১৯৯৭ সালে। এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত রয়েছেন মাওলানা মুহাম্মদ যায়নুল আবেদীন (জন্ম : ১৯৫৪) এবং হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছেন মাওলানা ছালেহ আহমদ ও মাওলানা আবু ইউসুফ, মাওলানা মুহাম্মাদ শাহ জাহান আল মাদানী, মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মাওলানা রফিক আহমাদ প্রমূখ। কামিল হাদিসসহ সকল শ্রেণির ক্ষেত্রে এ মাদরাসা অতি অল্পসময়ে সমগ্র বাংলাদেশে অভূতপূর্ব খ্যাতি অর্জন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে আলিয়া ধারায় যে সকল মাদরাসা দক্ষ মুহাদ্দিস ও আলিম সৃষ্টিতে অবদান রাখছে তন্মধ্যে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার স্থান অতি ঊর্ধ্বে।[৩২]

18. avgZx Bmjvwgqv Awjqv gv'ivmv

কুমিল্লা জিলার দেবিদ্বার থানাধীন ধামতীতে এ মাদরাসা অবস্থিত। দেবিদ্বার থানাধীন পদ্মকুট নিবাসী ফুরফুরা শরীফের বিশিষ্ট খলীফা সূফী মাওলানা মুহাম্মদ আজীম উদ্দীন (মৃ. ১৩৯৪ হি. / ১৯৭৪ খৃ.) ১৯২০ সালে (১৩৩৯ হি.) এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় এতদাঞ্চলে কোন মাদরাসা ছিলো না। অধিকন্তু ধামতী ছিলো যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনুন্নত, ইসলামী শিক্ষায় পিছিয়ে এবং জমিদার প্রভাবিত এলাকা। মাওলানা আজীম উদ্দীন সাহেব এ অঞ্চলে কুরআন হাদীসের আলো বিকিরণে নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে এ মাদরাসাকে ক্রমে সমৃদ্ধ করে তোলেন। ১৯৩৪, ১৯৪১, ও ১৯৬৬ সালে এখানে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) চালু করা হয়। এতে পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয় ১৯৬৮ সালে।

১৯৬৭ সালে সিহাহ সিত্তা পাঠদানের জন্য এখানে নিয়োগ দেয়া হয় নোয়াখালীর টুমচর নিবাসী অসাধারণ প্রতিভাবান মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈলকে ১৩৬৫হি./১৯৪৫খৃ.-১৪১৬হি./ ১৯৯৫খৃ.)। কামিল চালু করার পর দূর দূরান্ত থেকে আগত ও স্থায়ী হাদীস শিক্ষার্থীদের পদচারনায় এ মাদরাসা মুখরিত হয়ে

[৩১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
[৩২]. অফিস রেকর্ড, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা

উঠে। মাওলানা ইসমাঈল অমৃত্যু এখানে হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। কালক্রমে এ মাদরাসা কুমিল্লা তথা সমগ্র বাংলাদেশে অনন্য খ্যাতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় এ মাদরাসার ফলাফল অতীব প্রশংসনীয়। এ মাদরাসার ছাত্র ১৯৭২ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় দ্বিতীয়, ১৯৭৩ সালে তৃতীয় ও পঞ্চম ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে প্রথম ১৯৭৭ সালে তৃতীয় ও চতুর্থ এবং ১৯৮২ সালে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৮৮ সালে এ মাাদরাসা চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে শ্রেষ্ঠ মাদরাসার পুরস্কার লাভ করে। এখানে কুতুব খানায়ে সিদ্দীকিয়া নামে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। যা বহু মূল্যবান দুস্প্রাপ্য কিতাব দ্বারা সমৃদ্ধ । মাওলানা আজীম উদ্দীন মৃত্যু পর্যন্ত এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর এ পদে অধিষ্ঠিত হন তারই তৃতীয় পুত্র প্রখ্যাত আলিম মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল হালিম (জন্ম : ১৯৩৯ খৃ.) ।

মাওলানা ইসমাইলের মৃত্যের পর অদ্যাবধি মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন চাঁদপুর জিলার কচুয়া নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল করিম (জন্ম : ১৯৪৪ খৃ.) মাদরাসার ক্রমোন্নতি বিশেষতঃ কামিলের শিক্ষাগত মান অব্যাহত রাখার ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হালীম ও মুহাদ্দিস ফজলুল করীম যথেষ্ঠ যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাই যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত এবং দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও বহু ছাত্র এ মাদরাসায় আগমন করে । ১৯৬৮ সাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৯ খৃ.) এ মাদরাসা থেকে বের হয়েছে বহু মুহাদ্দিস ও আলিম। কুমিল্লা জিলার দেবিদ্বার, বরুড়া, দাউদকান্দি ও চান্দিনা থানার মাদরাসাসমূহের প্রায় সকল অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস এ মাদরাসারই কৃতি ছাত্র।[৩৩]

19. †bvqvLvjx Bmjvwgqv Awjqv gv‘ivmv

নোয়াখালী জিলা শহরে সোনাপুর থানা সদরে এ মাদরাসা অবস্থিত। বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মাওলানা আবদুস ছোবাহান ১৯১৩ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসা ১৯২২, ১৯৪০, ও ১৯৬৫ সালে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদিস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে । ১৯৯৭ সাল থেকে এতে কামিল ফিকহ বিভাগ চালু করা হয়। মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন (১৩২৬হি./১৯০৮খৃ.-১৩৮৯হি./১৯৭৭খৃ.) সহ আরও কতিপয় উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন। ১৯৫২ সালে এ মাদরাসা বোর্ড পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। এ মাদরাসার ছাত্রসংখ্যা ও পড়ার মান প্রশংসনীয়। নোয়াখালী জিলায় কামিল হাদীস বিভাগের জন্য এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ইতোপূর্বে চৌদ্দগ্রাম নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ রফীকুল হক (জন্ম : ১৯৪৬খৃ.) এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন। বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা ওহিদুল্লাহ। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা নাছির আহমদ। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন আব্দুল হান্নান[৩৪] ।

20. eo isci KvigwZqv Awjqv gv‘ivmv, isci

স্থানীয় সমাজহিতৈষী আবদুর রহমান কর্তৃক ১৯৫৯ সালে রংপুর শহরে মহিগঞ্জে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৮, ১৯৭১ ও ১৯৯৩ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল (হাদীস) ও কামিল ফিক্‌হ-এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৬২ সাল থেকে এ মাদরাসায় পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। বিগত চার বৎসরে (১৯৯৪-১৯৯৭)খৃ.) এ মাদরাসার কামিল হাদীসের বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭০ জন। ১৯৯৭ সালে এ মাদরাসা রংপুর জিলার শ্রেষ্ঠ মাদরাসা পুরস্কার লাভ করে। ১৯৬৭-১৯৭১

---

[৩৩]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

[৩৪]. অফিস রেকর্ড, নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা

সল পর্যন্ত এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষাদান করেন মাওলানা মুহম্মদ আমীন খান রিজভী (জন্ম : ১৩৩৯হি./১৯২১খৃ.)। এ ছাড়া মাওলানা শামসুল ইসলাম ওয়াহেদী (জন্ম : ১৩৪৪হি./১৯২৫খৃ.) এখনে মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

রংপুরের মীরগঞ্জ নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আজীজ (জন্ম : ১৯৫৪) ১৯৯৪ সাল থেকে অদ্যাবধি এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে কর্মরত।[৩৫] বর্তমানে (২০১৪) এখনে হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা লুৎফর রহমান। এ ছাড়া বর্তমানে (২০১৪) মাওলানা হাসিনুর রহমান এখনে মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন।[৩৬]

21. gv' ivmv-B-Awjqv Kiæbv †gvKwgqv

বরগুনা জিলার বেতাগী থানাধীন মোকামিয়া অঞ্চলে এ মাদরাসা অবস্থিত। মোকামিয়া দরবার শরীফের পীর মাওলানা হাছন উদ্দীন ১৯৪২ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও স্থানীয় অধিবাসীদের সহোযোগীতায় মাদরাসাটি ক্রমোন্নতি লাভ করে। এ মাদরাসা ১৯৪৫, ১৯৫০, ও ১৯৬২ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল-এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৮ সালে এখানে কামিল (হাদীস) চালু করা হয়। কামিল চালু হওয়ার পর থেকে এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রের সমাগম হয়। বিগত চার বছরে (১৯৯৫-১৯৯৮খৃ.) পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় এখানকার কামিল (হাদীস) শ্রেণির বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ১১১ জন। সুতারাং প্রতীয়মন হয় যে, ১৯৭৮ সালের পর থেকে অদ্যাবধি এ মাদরাসা থেকে বহু মুহাদ্দিস ও আলিম বের হয়েছে, যাদের অধিকাংশই দেশের বিভিন্নপ্রান্তে হাদীসের পাঠদানে রত আছেন। এ মাদরাসা ১৯৯১ সালে কামিল ফিক্হ বিভাগ চালু করা হয় ১৯৯৫ সালে কামিল তাফসীর বিভাগ চালু করা হয়। উক্ত দুই বিভাগেও উল্লেখযোগ্য সংখক ছাত্র পড়াশুনা করে আসছে। এ মাদরাসা ১৯৯১, ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে জিলা পর্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ মাদরাসার' পুরস্কারে ভূষিত হয়। এ মাদরাসা থেকে ১৯৯১ সাল থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন বেতাগী নিবাসী মাওলানা শাহ মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান (জন্ম : ১৯৬৪খৃ.) এবং ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা জিলার বরুড়া নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার।[৩৭]

22. gv' ivmv-B-Awjqv XvKv

মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, এ মাদরাসা কলিকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত। কলিকাতার কতিপয় মুসলিম শিক্ষাবিদ ও নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন বড়লট স্যার ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮০ সালে (১১৯৪হি.) কলিকাতা শহরের বৈঠকখানা রোডে এ মাদরাসার গোড়া পত্তন করেন। ১৮২৭ সালে ওয়েলেসলি ষ্ট্রিটের পাশে গোলতালাব (বর্তমান হাজী মহসীন স্কোয়ার) এলাকায় নতুন ভবন বির্মাণ করে এ মাদরাসা স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯০৭ সালে এ মাদরাসায় কামিল হাদীস বিভাগ খোলা হয়। তৎকালে ভারত উপমহাদেশে আলিয়া ধারার কোন কামিল মাদরাসা ছিল না। ফলে এতদঞ্চলের ছাত্ররা হাদীসের উচ্চতর শিক্ষার জন্য এ মাদরাসা খুবই বিখ্যাত ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ ছাড়া আর সমুদয় বিভাগ, আসবাবপত্র,

---

[৩৫]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[৩৬]. অফিস রেকর্ড, বড় রংপুর কারমতিয়া আলিয়া মাদরসা রংপুর

[৩৭]. অফিস রেকর্ড, মাদরাসা-ই-আলিয়া করুনা মোকামিয়া; শাহ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, gv' ivmv-B-Awjqv Kiæbv †gvKwgqvi msw ÿß cwiwPwZ। মাদরাসা স্মরণিকা ১৯৯৮, পৃ. ১০

লাইব্রেরী, অফিস রেকর্ড ঢাকা শহরে স্থানান্তরিত করা হয়। ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় সংরক্ষিত ব্রিটিশ আমলের সেই আলমিরা, বইপত্র এখনও অতীত ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। তৎকালীন অধ্যক্ষ খান বাহাদুর মাওলানা জিয়াউল হক ও এ.ডি.পি.আই খান বাহাদুর বদিউর রহমান এবং কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ স্থানান্তর সম্ভব হয়েছিল। স্থানান্তর করার পর মাদরাসার নতুন নামকরণ করা হয় মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা।

তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা শহরের লক্ষ্মীবাজারস্থ ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গণ ও ডাফ্রিন মুসলিম হোস্টেলে এ মাদরাসা চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে ঢাকা শহরের বকশী বাজার এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে এ মাদরাসা স্থানান্তর করা হয়।[৩৮] বর্তমানে এ মাদরাসা বাংলদেশের অন্যতম কেন্দ্রীয় মাদরাসা হিসেবে পরিচিত। এটি সম্পূর্ণ সরকারি মাদরাসা। এ মাদরাসা কামিল হাদীস বিভাগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। যুগযুগান্তরে যাঁরা এ মাদরাসায় হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই দেশবরেণ্য আলিম ও প্রথম সারির হাদীসবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ সকল মুহাদ্দিসদের মধ্যে মাওলানা আলী আজম (১৩৩৮হি./১৯১৯খৃ.-১৩৮৪হি./১৯৬৪খৃ.) মাওলানা অবদুর রহমান কাশগড়ী (১৩৩১হি./১৯১২খৃ.-১৩৯১হি./১৯৭১খৃ.) মাওলানা আবদুল্লাহ নদবী (১৩১৮হি./১৯০০খৃ.-১৩৮৪হি./১৯৬৪খৃ.) মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী (১৩১০হি./১৯৯২খৃ.-১৩৯৪হি./১৯৭৪খৃ.) মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (১৩২৯হি./১৯১১খৃ.-১৩৯৫হি./১৯৭৪খৃ.) মাওলানা মমতাযুদ্দীন আহমদ (১৩০৭হি./১৮৮৯খৃ.-১৩৯৪হি./১৯৭৪খৃ.) মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারী (১৩৫৪হি./১৯৩৫খৃ.- ১৩৯৯হি./১৯৭৮খৃ.) মাওলানা আহমদ হোসাইন চৌধুরী (১৩৩৬হি./১৯১৭খৃ.-১৪১৪হি./১৯৯৩খৃ.) মাওলানা এ.কে.এম. আয়ুব আলী (১৩৩৮হি./১৯১৯খৃ.-১৩১৬হি./১৯৯৫খৃ.) মাওলানা ইয়াকুব শরীফ (জন্ম : ১৩৪৭হি./১৯২৮খি.) ও মাওলানা ওবাইদুল হক (জন্ম : ১৩৪৭হি./১৯২৮খৃ.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার বহু কৃতি ছাত্র কর্মজীবনে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, আলিম তথা ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। এঁদের মধ্যে উপরোল্লিখিত মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. আবু বকর রফীক আহমদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল হক খতীবী, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মহীউদ্দীন খান, ইসলামী গ্রন্থকার মাওলানা আমিনুল ইসলাম, ধামতী আলিয়া মদরাসার অধ্যক্ষ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালিম ও মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার হাদীস বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান মাওলানা এ. বি. এম সিদ্দিকুর রহমান এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে কামিলের অন্যান্য সকল বিভাগ রয়েছে। এ মাদরাসার লাইব্রেরীও অসংখ্য দুর্লভ প্রাচীন গ্রন্থ দ্বারা সমৃদ্ধ।[৩৯]

23. h‡kvni Avgxwbqv Awjqv gv' ivmv

যশোহর শহরের খালধার রোডস্থ বারান্দিপাড়ায় এ মাদরাসা অবস্থিত। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। কামিল হাদীস বিভাগ সম্বলিত এটিই যশোহর শহরের একমাত্র মাদরাসা। ১৯৯৪-১৯৯৭ সালের পরিসংখ্যান মতে এ মাদরাসর কামিল শ্রেণীর বাৎসরিক গড় ছত্রসংখ্যা ৪০ জন। লক্ষ্মীপুর জিলার অধিবাসী মাওলানা আমীনুল্লাহ এ মাদরাসার বর্তমান অধ্যক্ষ। এখানে প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন ফেনী নিবাসী মাওলানা হাসান মুহাম্মদ মুছা।[৪০]

---

৩৮. মাওলানা আব্দুস সাত্তার : তারীখ-এ- মাদরাসা-ই- আলিয়া, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা, ১৯৫৯, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৬-১৩৩

৩৯. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

24. ivRkvnx ‘viæmmvjvg Awjqv gv‘ivmv

১৯৫৭ সালে রাজশাহী শহরের রাজবাড়ী থানাধীন রাজশাহী কোর্টের নিকটে এ মাদরাসা স্থাপিত হয়। ১৯৬১, ১৯৬৪, ১৯৬৭, ও ১৯৬৮ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখানে পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। ১৯৯৭ সালে এ মাদরাসা রাজশাহী জিলার শ্রেষ্ঠ মাদরাসা হিসাবে পুরস্কার লাভ করে। মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ কাসেমী ১৯৬৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। এখানে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাস থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বগুড়া জিলার শেরপুর নিবাসী মাওলানা কে.এম.এম. খলীলুর রহমান (জন্ম : ১৯৫৭ খৃ.) এবং বর্তমানে প্রধান মুহদ্দিস পদে কর্মরত রয়েছেন বগুড়া নিবাসী মাওলানা খাদেম আলী (জন্ম : ১৯৩৯খৃ.)।[৪১]

25. kvnZjx Kwwgj gv‘ivmv, Pv‘ci

চাঁদপুর জিলার শাহতলীতে এ মাদরাসা অবস্থিত। শাহতলী নিবাসী দানবীর ও ধর্মানুরাগী ছমীরুদ্দীন ১৯০২ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২, ১৯৪৯ ও ১৯৬৪ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। কুমিল্লা জিলার বুড়িচং নিবাসী মাওলানা আবদুল হামীদ (জন্ম : ১৯৩৪খৃ.), ফেনী জিলার গজারিয়া নিবাসী মাওলানা রুহুল আমীন (জন্ম : ১৯৪৩ খৃ.) ফেনী জিলার সোনাগাজী নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল্লাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসএখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন। ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৯খৃ.) এখানে প্রধান মুহাদ্দিস পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন লক্ষ্মীপুর জিলার রামগঞ্জ নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ হাছান (জন্ম : ১৯৫১ খৃ.) । ১৯৮৩ সাল থেকে এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন লক্ষ্মীপুর জিলার বাঞ্চানগর নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ শামছুদ্দীন।[৪২] বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা ফয়েজ আহমদ।

26. miKvix Awjqv gv‘ivmv, wm‡jU

সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌহাট্রায় এ মাদরাসা অবস্থিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সিলেট শহরের নইয়ুরপুল এলাকায় আঞ্জুমানে ইসলামিয়া নামে একটি ছোট বেসরকারী মাদরাসা ছিল। তৎকালীন সামা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ এ মাদরাসাটি সম্প্রসারণ ও সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৯১৩ সালে ১৩৩২ হি. সিলেট শহরে চৌহাট্টায় ইবতেদায়ী ক্লাস ও জুনিয়র সেক্টরসহ এ মাদরাসা সরকারি ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠ লাভ করে। এটি পরবর্তীতে সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট হিসেবে রুপান্তরিত হয়। এ মাদরাসার প্রথম সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন মাওলানা সা'দ উদ্দীন আবুল লেইছ। ১৯১৯ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার অনুকরণে উচ্চ শ্রেণিসমূহ চালুর মাধ্যমে অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হলে মাওলানা আবু সাঈদ আবদুল্লাহ মাদরাসার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালে (১৩৫৪ হি.) এ মাদরাসা কামিল (হাদীস) শ্রেণি চালু করার অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু উপযুক্ত শায়খুল হাদীস না পাওয়ায় তা চালু করতে দুই বৎসর বিলম্বিত হয়। অবশেষে ১৯৩৭ সালে দারুল উলুম দেওয়বন্দের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ ছাহুল ওসমানীকে (১২৯৩হি./১৮৭৬খ.-১৩৬৮হি./১৯৪৮খৃ.) এনে এখানে কামিল চালু করা হয়। তিনি ১৯৩৭-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন।[৪৩]

---

[৪১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[৪২]. অফিস রেকর্ড, শাহতলী কামিল মাদরাসা, চাঁদপুর

[৪৩]. অফিস রেকর্ড, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট

27. miKwi g¯Ídweqv Awjqv gv‘ivmv, e¸ov

সাতানী বাড়ীর জমিদার খান বাহাদুর হাফিজুর রহমান কর্তৃক ১৯২৫ সালে বগুড়ার সুত্রাপুর মহল্লার সাতানী মসজিদে এ মাদরাসার গোড়া পত্তন হয়। পরবর্তীতে মসজিদের দক্ষিণ পাশে মাদরাসা ভবন নির্মিত হয়। কালক্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাদরাসা সম্প্রসারণ অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু স্থানাভাবে তথায় সম্প্রসারণ করা সম্ভব না হওয়ায় ১৯৪১ সালে বগুড়া শহরের নামাজগড়স্থ নিশিন্দারায় নতুনভাবে বিশাল মাদরাসা ভবন নির্মাণ করা হয়। ১৯৩৭ সালে এ মাদরাসা আলিম ও ফাযিল, ১৯৪৯ সালে কামিল হাদীস এবং ১৯৬৫ সালে কামিল তাফসীর এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৩৯ সালে এ মাদরাসায় পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। ১৯৮৬ সালে এ মাদরাসা পূর্ণ সরকারি হয়। এটি একটি নামকরা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশেষত কামিল হাদীস বিভাগের জন্য এ মাদরাসা খুবই বিখ্যাত ছিল। মাওলানা শফীকুল্লাহ, মাওলানা ইমামুদ্দীন (১৩৩২হি./ ১৯১৩ খৃ.-১৩৮৭হি./ ১৯৬৭ খৃ.), মাওলানা আবু নছর মুহাম্মদ নজীবুল্লাহ (১৩৩৫হি./ ১৯১৬ খৃ.-১৪১৭হি./ ১৯৯৬ খৃ.) ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী প্রমুখ মুহাদ্দিস এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন। এককালে এ মাদরাসা থেকে তৈরি হয়েছে বহু বিজ্ঞ আলেম ও মুহাদ্দিস। কিন্তু এ মাদরাসা স্বীয় ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। বর্তমানে এর ছাত্র সংখ্যা নিতান্ত কম।[৪৪]

28.mvZ ÿxiv Avjxqv gv‘ivmv

সাতক্ষীরা জিলা শহরে ১৯৬৮ সালে এ মাদরাসা স্থাপিত হয়। ১৯৭০, ১৯৮৩, ১৯৮৫ ও ১৯৯৪ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৭১ সালে এ মাদরাসায় পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। যদিও এর ঐতিহ্য খুব প্রাচীন নয় তথাপি বর্তমান কালে সাতক্ষীরা তথা খুলনা বিভাগে কামিল হাদীস শ্রেণির জন্য এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মাওলানা মুহাম্মদ শামছুর রহমান (জন্ম : ১৯৫১ খৃ.) বর্তমানে এ মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত।[৪৫]

29.mvZ‘iMvn †bQwiqv Kwgj gv‘ivmv, KwoMvg

কুড়িগ্রাম জিলার উলিপুর থানাধীন রামপ্রসাধ গ্রামে এ মাদরাসা অবস্থিত। সাতদরগাহ নিবাসী খ্যাতনামা পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুন্নাছীর ১৯৪২ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কুড়িগ্রাম জিলায় (তৎকালীন রংপুর জিলাধীন থানা) তখনও আলিয়া ধারার কোন উল্লেখযোগ্য মাদরাসা গড়ে উঠেনি। স্থানীয় অধিবাসীগণও ইসলামী শিক্ষা তথা মাদরাসা সম্পর্কে খুব একটা সচেতন ছিলেন না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলে কুরআন-হাদীস শিক্ষার প্রচার প্রসারে এ মাদরাসার ভুমিকা ছিল অপরীসীম। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুন্নাছীর গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে এ মাদরাসা গড়ে তোলেন। ১৯৫১, ১৯৫৯, ১৯৬২ ও ১৯৮৬ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে।

কামিল হাদীস বিভাগ চালু হওয়ার পর থেকে মাদরাসায় ছাত্রসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য হাদীস শিক্ষার্থী এ মাদরাসায় আগমন করে। বিগত চার বৎসরে (১৯৯৫-১৯৯৮খৃ.) এখানকার কামিল শ্রেণির বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯৭ জন। সীমান্তবর্তী উলিপুরের মত একটি গ্রামাঞ্চলের মাদরাসায় হাদীস শিক্ষার্থীর এ সংখ্যা নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ মাদরাসায় ভারত থেকে আগত মাওলানা মুহাম্মদ মওলা বকশ মুর্শিদী (মৃ. ১৩৯১হি./১৯৭১খৃ.) ১৯৬৪-১৯৭১খৃ. সাল

---

[৪৪]. অফিস রেকর্ড, সরকারি মুস্তফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা. বগুড়া

[৪৫]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

পর্যন্ত এবং লক্ষীপুর জিলার চরলরেঞ্চ নিবাসী মাওলানা শামছুল মাওলা ১৯৭১-১৯৮০ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এখানে ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন উলিপুর নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ মতিউর রহমান (জন্ম : ১৯৪৬ খৃ.)। বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা আবুল কাসেম। এ মাদরাসায় ইতঃপূর্বে মুহাদ্দিস পদে কর্মরত ছিলেন নোয়াখালী নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ ও উলিপুর নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হক। এখানে ১৯৯৯ খৃ. থেকে প্রধান মুহাদ্দিস পদে কর্মরত ছিলেন উলিপুর নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সবুর মিয়া (জন্ম : ১৯৪৫ খৃ.)।[৪৬] বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা ফখরুল ইসলাম। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন মাওলানা মোশার্‌রফ হোসাইন।

30. nvRx Avng' Avjx Awjqv gv'ivmv, wmivRMÄ

সিরাজগঞ্জ শহরের সরকারি কলেজ রোডে দত্তবাড়ী এলাকায় এ মাদরাসা অবস্থিত। স্থানীয় দানবীর ও শিক্ষাবীদ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ১৯১৭ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে মাদরাসাটির নাম ছিল সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা। ১৯৫১ সালে হাজী আহমদ আলী প্রচুর অর্থ দান করে এ মাদরাসায় নতুন গতি সঞ্চারে প্রভুত অবদান রাখেন। উক্ত সালে মাদরাসাটির নতুন নামকরণ করা হয় হাজী আহমদ আলী আলিয়া মাদরাসা। এতে কামিল (হাদীস) চালু করা হয় ১৯৫১ সালে। জানা যায়, দেশ বিভাগের (১৯৪৭ খৃ.) পূর্বে এ মাদরাসায় আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা. যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের অসংখ্য ছাত্র পড়াশুনা করত। তৎকালে এ মাদরাসাটি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার পাশাপাশি একটি উচ্চমানসম্পন্ন মাদরাসা হিসেবে বিবেচিত ছিল। বর্তমানেও এ মাদরাসায় ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বিগত ৪ বৎসরের (১৯৯৪-১৯৯৭) পরিসংখ্যানে দেখা যায় এ মাদরাসার কামিল হাদীস শ্রেণির গড় ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১০০ জন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (১৩৩৪ হি./১৯১৫ খৃ.- ১৪১২ হি./১৯৯১ খৃ.) ও মাওলানা মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন (জম্ম : ১৩৫৩হি./১৯৩৪খৃ.) এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন। কুষ্টিয়ার কুমারখালী নিবাসী মাওলানা মাজেদুর রহমান ১৯৯৪ সাল থেকে অদ্যাবধি এখানকার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত এবং প্রধান মুহাদ্দীস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন সিরাজগঞ্জ নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আবছার আলী।

31. nv‡mwgqv Awjqv gv'ivmv, K·evRvi

১৯৫১ সালে স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী ও শিক্ষানুরাগী কলিমুল্লাহ কক্সবাজার শহরের পূর্ব প্রান্তে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৪ সালে এ মাদরাসা একত্রে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে এখানে পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। এ মাদরাসার সার্বিক উন্নতির পেছনে প্রতিভাবান আলিম মাওলানা আবুল কালাম মজহের আহমদ (১৯১২খৃ.-২০০৫খৃ) এর অবদান বিজড়িত। তিনি এখানে ১৯৫২-১৯৮২ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিগত ৪ বৎসরে (১৯৯৫-১৯৯৮ খৃ.) এখানে কামিল হাদীসের গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৮ জন। বর্তমানে এখানে হাদীস শিক্ষাসহ বহুমুখী অবদান রেখে যাচ্ছেন স্থানীয় আলিম মাওলানা এম আজিজুল হক। ঐতিহ্যবাহী এই মাদরাসাটি কক্সবাজার জিলার একমাত্র কামিল মাদরাসা।[৪৭]

বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মুহিবউল্লাহ । বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা আতাউল্লাহ। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন হাফেজ মাওলানা এনামুল হক।

---

[৪৬]. অফিস রেকর্ড, সাতদরগাহ নেছারিয়া কামিল মাদরাসা, কুড়িগ্রাম

[৪৭]. অফিস রেকর্ড, হাসেমিয়া আলিয়া মাদরাসা, কক্সবাজার

32. †nvMjvWvsMx gnv¤§w‘qv Bmjvwgqv Avwjqv gv‘ivmv, ivRevox

রাজবাড়ী জিলার পাংশা থানাধীন হোগলাডাংগীতে এ মাদরাসা অবস্থিত। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন উকিল বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী এ.বি.এম নুরুল ইসলাম এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসাটি ১৯৭৮ সালে দাখিল ও আলিম এবং ১৯৮৪ ও ১৯৮৭ সালে ফাযিল ও কামিল (হাদিস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৭৮ সাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৯খৃ.) এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত রয়েছেন পাংশা নিবাসী মাওলানা মীর মুহাম্মদ আবদুল বাতেন এবং ১৯৮৯ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রধান মুহাদ্দিস পদে অধিষ্ঠিত আছেন কুষ্টিয়া জিলার কুমারখালী নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল ওহ্হাব।[৪৮]

33. AvivgbMi Kwgj gv‘ivmv, Rvgvjci

জামালপুর জিলার সরিষাবাড়ী থানাধীন আরামনগরে এ মাদরাসা অবস্থিত। টাঙ্গাইল নিবাসী বিশিষ্ট ইসলাম প্রচারক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সবুর ১৯২২ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে মাদরাসাটি ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলে। ১৯৪১, ১৯৪৭ ও ১৯৬৪ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। এতদঞ্চলে হাদীস শিক্ষার বিকাশে এ মাদরাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কামিল হাদীস বিভাগ চালু হওয়ার পর থেকে প্রতি বৎসর কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী এ মাদরাসা থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করে আসছে। ১৯৯৫-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত চার বছরের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়-এখানকার কামিল শ্রেণির বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭২ জন। ঢাকা জিলার ধামরাই থানাধীন পাঁচলখী নিবাসী মাওলানা রমজান আলী (জন্ম : ১৯১০ খৃ.) দীর্ঘকাল এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন।

ময়মনসিংহের ত্রিশাল নিবাসী মাওলানা আহমদুল্লাহ রহমানী (জন্ম : ১৯১৪ খৃ.) এ মাদরাসায় দীর্ঘদিন প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৭ সাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৯ খৃ.) এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত রয়েছেন জামালপুরের সরিষাবাড়ী নিবাসী মাওলানা এ.কে.এম আবদুল জলীল (জন্ম : ১৯৪৫ খৃ.) এবং ১৯৯৮ সাল থেকে প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা জিলার কালামপুর নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজুল আমীন সরকার (জন্ম : ১৯৭১ খৃ.)।[৪৯] বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা নুরুলহুদা আবিদী। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা জালাল উদ্দিন। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন মাওলানা সিরাজুল ইসলাম।[৫০]

34. Avj-gv‘ivmvZj Rvgûwiqv Avwjqv, bv‡Uvi

নাটোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এ মাদরাসা অবস্থিত। স্থানীয় ধর্মানুরাগী ও সমাজসেবক শাহ মুহাম্মদ আবদুল কাদের ১৯৫৭ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ মাদরাসা ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকে। ১৯৬২, ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে।

১৯৮২ সাল থেকে এখানে পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। ১৯৯২ সালে এটি জিলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মাদরাসা হিসেবে পুরস্কৃত হয়। বিগত চার বৎসরে (১৯৯৪-১৯৯৭ খৃ.) এখানকার কামিল এর গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০ জন। চাঁদপুর নিবাসী মাওলানা সিকান্দর মিয়া (জন্ম : ১৯৩২ খৃ.) ১৯৮৪ সাল হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত এ মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত।[৫১]

---

[৪৮]. অফিস রেকর্ড, হোগলাডাংগী মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা, রাজবাড়ী

[৪৯]. অফিস রেকর্ড, আরামনগর কামিল মাদরাসা, জামালপুর

[৫০] . প্রাগুক্ত

[৫১]. অফিস রেকর্ড, আল-মাদরাসাতুল জামহুরিয়া আলিয়া, নাটোর

35. AvnQvbvev‘ iwkw‘qv Awjqv gv‘ivmv Pi‡gvbvB, ewikvj

চরমোনাই-এর খ্যাতনামা পীর সাহেব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইছহাক (১৩২৬হি./১৯০৮ খৃ.-১৩৯৪হি./১৯৭৪ খৃ.) ১৯৩৫ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর তিনি একাধারে শিক্ষকতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ মাদরাসার সামগ্রিক উন্নতি বিধানে তিনি বহুবিধ অবদান রাখেন। এ মাদরাসা ১৯৪৭, ১৯৫৩, ১৯৫৬ ও ১৯৭০ সালে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইছহাক এখানে হাদীস সহ অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান করেন। তার মৃত্যুর পর মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন চরমোনাই-এর পীর ছাহেব মাওলানা ফজলুল করীম। তিনি এ মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার করেন। ১৯৯৪ সালে থেকে এ মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হক নুমানী (জন্ম : ১৯৪০ খৃ.)। তিনি একজন যোগ্যতাসম্পন্ন মুহাদ্দিস। তিনি অত্র মাদরাসায় বুখারী ও তিরমীযী শরীফ এর পাঠদান করেন। এ মাদরাসায় ১৯৮৬ সাল থেকে শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা শাহজাহান ফরীদী (জন্ম : ১৯৫৪ খৃ.)। তিনি বুখারী ও মুসলিম শরীফ পাঠদান করেন। এখানে দ্বিতীয় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা আবদুর রহীম। চরমোনাই তথা বরিশালে এ মাদরাসা একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি।[৫২] বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মুসাদ্দিক বিল্লাহ আল মাদানী। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা জাকির হোসাইন।

36. KoB biæj û‘v Awjqv gv‘ivmv, RqcinvU

জয়পুরহাট জিলা সদরস্থ কড়ই এলাকায় এ মাদরাসা অবস্থিত। নোয়াখালী নিবাসী মাওলানা আবদুর রহমান ১৯২৬ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধীরে ধীরে এ মাদরাসার উন্নতি সাধিত হয়। কালক্রমে ১৯৩৮, ১৯৪০ ও ১৯৭৮ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদিস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করেন। ১৯৮৩ সাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৯ খৃ.) এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন জামালপুর নিবাসী মাওলানা আবু সালেহ মুহাম্মদ হাশমত উল্লাহ (জন্ম : ১৯৫৩ খৃ.)। ইতোঃপূর্বে এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন জয়পুরহাট নিবাসী বিশিষ্ট আলিম মাওলানা জসীম উদ্দীন আহমদ। ১৯৯২ সাল থেকে এখানে প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন জয়পুরহাট নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (জন্ম : ১৯৬৬ খৃ.)। এর আগে এখানে প্রধান মুহাদ্দিস পদে কর্মরত ছিলেন নরসিংদী নিবাসী মাওলানা ওসমান গনি। বিগত চার বৎসরের (১৯৯৫-১৯৯৮ খৃ.) পরিসংখ্যান মতে এখানকার কামিল-এর বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৫০ জন।[৫৩]

বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা আব্দুল মতিন। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মুক্কাদ্দাস হোসাইন। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন মাওলানা সুলতান মাহমুদ।[৫৪]

---

[৫২]. অফিস রেকর্ড, আহছানাবাদ রশিদিয়া আলিয়া মাদরাসা চরমোনাই, বরিশাল

[৫৩]. অফিস রেকর্ড, কড়ই নুরুল হুদা আলিয়া মাদরাসা, জয়পুরহাট

[৫৪]. প্রাগুক্ত

37. KvUMo Bmjvwgqv Awjqv gv‘ ivmv, m›Øxc

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ থানার গাছুয়া গ্রামে এ মাদরাসা অবস্থিত। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী আবদুল বারী মিয়া, মোবারক আলী মিয়া ও মাওলানা তাফাজ্জুল বারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯০০ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে এ মাদরাসা একত্রে ফাযিল পর্যন্ত সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৯৭ সালে এতে কামিল (হাদিস) শ্রেণি চালু করা হয়, তবে (১৯৯৮ খৃ.) পর্যন্ত সরকারি মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয় নি। বর্তমানে এখানকার কামিল শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা ২৭ জন। এ মাদরাসা সন্দ্বীপ তথা বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম মাদরাসা। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার সূচনায় সন্দ্বীপ যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান এ মাদরাসা তারই স্বাক্ষর বহন করে। মুছাপুর নিবাসী মাওলানা বেলায়েত হোসাইন তালুকদার (জন্ম : ১৯৫৭ খৃ.) ১৯৮৭ সাল থেকে অদ্যাবধি এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত।[৫৫]

38. KIqvZj Bmjvg Awjqv gv‘ ivmv, Kwóqv

কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে বড়বাজারে এ মাদরাসা অবস্থিত। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মাওলানা আবছার উদ্দীন ও মাওলানা এ.কে.এম. শামসুল হুদার যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৫৫ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদরাসা ১৯৫৬, ১৯৬০, ও ১৯৬৪ সালে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এখানকার ছাত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে এতে কামিল (হাদীস) বিভাগ চালু করা হয় এবং উক্ত সনেই তা সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে।

কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর এ তিন জিলা মিলে বৃহত্তর কুষ্টিয়ায় এটি একমাত্র কামিল মাদরাসা। মাদরাসাটি খুলনা বিভাগ তথা উত্তরবঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ মাদরাসা হিসেবে পরিচিত। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা নিবাসী মাওলানা এ. কে. এম ইয়াকুব (জন্ম : ১৯৪২ খৃ.) ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধি উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত এবং বর্তমানে শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন কুষ্টিয়া শহরের স্বস্তিপুর নিবাসী মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ (জন্ম : ১৯৪৬ খৃ.)। ইতঃপূর্বে ১৯৬২-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন পটুয়াখালী নিবাসী মাওলানা এস. এম. ফতেহ আলী (জন্ম : ১৩৭৪হি./১৯৩৫ খৃ.)। ১৯৯১ সালে এ মাদরাসা খুলনা বিভাগে শ্রেষ্ঠ মাদরাসা পুরস্কার লাভ করে। এখানকার কামিলের ছাত্রসংখ্যারও উল্লেখযোগ্য। বিগত চার বৎসরের (১৯৯৪-১৯৯৭ খৃ.) পরিসংখ্যান মতে এখানকার কামিলে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ১০২ জন। [৫৬]

39. †Kkeci evniæj Djg Awjqv gv‘ ivmv, h‡kvi

যশোর জিলার কেশবপুরে এ মাদরাসা অবস্থিত। যশোর জিলার মনিরামপুর থানাধীন রতনদিয়া নিবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক মাওলানা ইউসুফ ১৯৫৫ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে মাদরাসার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বৎসরই এ মাদরাসা দাখিল এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালে যথাক্রমে আলিম ও ফাযিল-এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ক্রমে মাদরাসায় ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি হতে থাকে। তৎকালে এতদঞ্চলে কামিল শ্রেণিবিশিষ্ট কোন আলিয়া মাদরাসা ছিল না। এখানকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীস শিক্ষার্থী সত্তর দশকের পূর্ব পর্যন্ত বহু দূরবর্তী বরিশাল জিলাধীন (বর্তমান পিরোজপুর) ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় গিয়ে কামিল (হাদীস) শ্রেণিতে পড়াশুনা করত।

---

[৫৫]. অফিস রেকর্ড, কাটগড় ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা, সন্দ্বীপ
[৫৬]. অফিস রেকর্ড, কুওয়াতুল ইসলাম আলিয়া মাদরাসা, কুষ্টিয়া

অতঃপর কুষ্টিয়া কুওয়াতুল ইসলাম আলিয়া মাদরাসা ও খুলনা আলিয়া মাদরাসায় কামিল (হাদীস) চালু করার পর তথায় গিয়ে হাদীস অধ্যয়ন করত। শিক্ষার্থীর এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে এখানে কামিল হাদীস বিভাগ চালু করা হয়। এরপর থেকে মাদরাসায় শিক্ষাধারায় নতুন গতি সঞ্চারিত হয় এবং এতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী হাদীস অধ্যয়ন করতে থাকে। বিগত চার বৎসরে (১৯৯৫-১৯৯৮ খৃ.) এ মাদরাসায় কামিল বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১৭ জন। ফেনী নিবাসী মাওলানা আবদুল মান্নান, নোয়াখালী নিবাসী মাওলানা হাসান মুহাম্মদ মুসা প্রমুখ মুহাদ্দীস এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৯ খৃ.) এখানে প্রধান মুহাদ্দীস পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন লক্ষ্মীপুর নিবাসী মাওলানা মাহমুদুর রহমান (জন্ম : ১৯৭৪ খৃ.) এবং ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ পদে কর্মরত রয়েছেন নড়াইল নিবাসী মাওলানা বোরহান উদ্দীন (জন্ম : ১৯৫৩ খৃ.)।[৫৭]

40. RwgÖAv wgwjøqv Avngw`qv Awjqv gv`ivmv, bwRinvU, PÆMvg

এ মাদরাসা চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার নাজিরহাট বাজারের নিকটে অবস্থিত। স্থানীয় কতিপয় দানবীর ও শিক্ষানুরাগীর প্রচেষ্টায় ১৯৩৯ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪, ১৯৪৭, ১৯৫৫ ও ১৯৭৯ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে এ মাদরাসা চট্টগ্রাম জিলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারী পুরস্কার লাভ করে। ফটিকছড়ি থানায় আলিয়া ধারায় এটিই একমাত্র কামিল মাদরাসা। কুমিল্লার পয়ালগাছা নিবাসী মাওলানা আলী আজম (জন্ম : ১৯৪১ খৃ.) ১৯৭৩ সাল থেকে এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন।[৫৮]

বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা কাজী মোহাম্মদ কামাল উদ্দীন । বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা আব্দুস সালাম শরীফী। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন হাফেজ মাওলানা শহিদুল্লাহ।

41.wSbvB`n wmÏxwKqv Awjqv gv`ivmv

১৯৪৭ সালে ঝিনাইদহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে এ মাদরাসা স্থাপিত হয়। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মাওলানা হানীফ আলী ও ক্বারী আবদুর রহমান এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক-এর স্মৃতি সংরক্ষরণের নিমিত্তে মাদরাসার নামের সাথে 'সিদ্দীকিয়া' যুক্ত করা হয়।[৫৯] এ মাদরাসা ১৯৫০, ১৯৬৭, ১৯৭৪ ও ১৯৮৯ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে এ মাদরাসার কামিল (হাদীস) পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৩ ও ৪৩ জন। পরিবেশগতভাবে মাদরাসাটি খুবই সুন্দর। ঝিনাইদহের কামিল হাদীস বিভাগের ছাত্রদের জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সাতক্ষীরার তালা থানাধীন সুজনসাহার অধিবাসী মাওলানা রুহুল কুদ্দুস (জন্ম : ১৯৬৫ খৃ.) বর্তমানে এ মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত এবং একই এলাকার অধিবাসী মাওলানা বাহরুল ইসলাম এখানে প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত। [৬০]

---

৫৭. অফিস রেকর্ড, কেশবপুর বাহরুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, যশোর

৫৮. মাওলানা মুহাম্মাদ আলী আজম : জামি'আ মিল্লিয়া আহমদিয়া আলিয়া মাদরাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মাদরাসা বার্ষিকী, ১৯৮২, পৃ. ৩৭। অফিস রেকর্ড, জামি'আ মিল্লিয়া আহমদিয়া আলিয়া মাদরাসা

৫৯. মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান, ঝিনাইদহ সিদ্দীকিয়া আলিয়া মাদরাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মাদরাসা বার্ষিকী, ১৯৯৮, পৃ. ১১

৬০. অফিস রেকর্ড, ঝিনাইদহ সিদ্দীকিয়া আলিয়া মাদরাসার

42. ‘viæj ÔDjg Awjqv gv‘ivmv, PÆMvg

চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও নিবাসী খ্যাতনামা ধর্মানুরাগী ও দানবীর চান্দমিঞা সওদাগর (১৮৬৯-১৯৩৩ খৃ.) এর আর্থিক সাহায্যে ১৯১৩ সালে চট্টগ্রাম শহরের চন্দনপুরায় এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসার প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদরাাসার হেড মাওলানা চট্টগ্রাম শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ হাসান (১২৬৭হি./১৮৫০ খৃ.-১৩৩৯হি./১৯২০ খৃ.) এবং প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা ফজলুর রহমান (১৩০৪হি./১৮৮৬ খৃ.-১৩৮৪হি./১৯৬৪ খৃ.)। এ মাদরাসায় আলিম ও ফাযিল ক্লাস চালু হয় যথাক্রমে ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে এবং সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে ১৯১৮ সালে। মাওলানা ফজলুর রহমানের প্রচেষ্টায় এ মাদরাসা ১৯৪৭ সালে কামিল (হাদীস) বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে।[৬১] বাংলাদেশে হাদীস শিক্ষার বিকাশে এ মাদরাসার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বহু বিখ্যাত মুহাদ্দিস এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন। যেমনঃ মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (১৩২৩হি./১৯০৫ খৃ.-১৩৯৮হি./১৯৭৭ খৃ.) ১৯৪৭-১৯৭৭সাল পর্যন্ত, মাওলানা আবদুর মান্নান (মৃ.১৪০০হি./১৯৭৯ খৃ.) ১৯৪৭-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত, মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী (১৩৪০হি./১৯২১ খৃ.-১৪০৭হি./১৯৮৬ খৃ.) ১৯৫২-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল আরকানী (মৃ. ১৪০১হি./১৯৮০ খৃ.) ১৯৫২-১৯৮০ সাল পর্যন্ত, মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম (১৩৪৮হি./১৯২৯ খৃ.-১৪১১হি./১৯৯০ খৃ.) ১৯৭৩-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ মাদরাসায় সিহাহ সিত্তাহ পাঠদান করেন। এছাড়া মাওলানা নওয়াব সাহেব এবং অধ্যক্ষ মাওলানা ফজলুর রহমানও এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন। মাওলানা ফজলুর রহমান সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসর এই মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন।[৬২]

এ মাদরাসার বহু ছাত্র কর্মজীবনে মুহাদ্দিস ও আলিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাদের মধ্যে উল্লিখিত মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীমসহ মাওলানা আবুল মুজাফফর (১৩২৫হি./১৯০৭ খৃ.-১৪০০হি./১৯৭৯ খৃ.), মাওলানা মুজাফ্ফর আহমদ (১৩৪৪হি./১৯২ খৃ.-১৪১৮হ./১৯৯৭ খৃ.), মাওলানা কামালুদ্দীন মুসা খবী (১৩৫৩হি./১৯৩৪ খৃ.-১৪১৪হি./১৯৯৩ খৃ.), মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (১৩৫২হি./১৯৩৩ খৃ.-১৪১৯হি./১৯৯৮ খৃ.), চট্টগ্রামের ছোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন, বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদরাসার অধ্যক্ষ ও পীর ছাহেব প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর ড. আ.ম.ম. আবদুল গফুর চৌধুরী, প্রফেসর ড. রফিক আহমদ, প্রফেসর ড. হাফেজ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. শাব্বীর আহমদ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে এখানে শায়খুল হাদীস পদে অধিষ্ঠিত আছেন মাওলানা নেছারুল হক। এ মাদরাসায় মুহাদ্দিস ছলীমুর রহমান কমরী, অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়েদ আবু নোমানও হাদীছ শিক্ষাদান করেন। বর্তমানে উপাধ্যক্ষ মাওলানা মাহবুবুল আলম ছিদ্দিকী ও মাদরাসায় হাদীস শিক্ষা দানে নিয়োজিত রয়েছেন। উচ্চমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঐতিহ্যবাহী এ মাদরাসার সুনাম দেশব্যাপী।[৬৩] বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মুহাম্মদ মহসীন ভূঞাঁ। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা আহমদুর রহমান।

[৬১]. ছলীমুর রহমান : স্মৃতির পাতায় দারুল ‘উলূম আলিয়া আয যিকরা, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা বার্ষিকী’ ১৯৯৪,পৃ. ১৩
[৬২]. অফিস রেকর্ড, দারুল ‘উলুম আলিয়া মাদরাসা
[৬৩]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

43. ‘ewU gw‘bvZj ÔDjg Awjqv gv‘ivmv, MvRxci

গাজীপুর জিলার কালীগঞ্জে এ মাদরাসা অবস্থিত। কালীগঞ্জ থানাধীন দুবার্টি নিবাসী ক্বারী মুহাম্মদ শফীউল্লাহ ১৯৪৮ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসা ১৯৫২, ১৯৫৫, ১৯৬১ ও ১৯৭০ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এ মাদরাসার ক্রমোন্নতি বিধানে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ নিবাসী মাওলানা আবদুছ ছালাম বহুবিধ অবদান রাখেন। তিনি সুদীর্ঘকাল এখানকার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে শিক্ষার মানোন্নয়নে ও কামিল হাদীস বিভাগ সমৃদ্ধকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। ফলতঃ দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র এ মাদরাসায় আগমন করে। এখানকার কামিল (হাদীস) শ্রেণিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র পড়াশুনা করে থাকে। বিগত চার বৎসরে (১৯৯৫-১৯৯৮ খৃ.) এ মাদরাসার কামিল শ্রেণির বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩২ জন। এ ধরনের ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহে খুবই দুর্লভ। ১৯৯৯ সালের ১ মার্চ থেকে অদ্যাবধি এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন ঝালকাঠি নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম (জন্ম : ১৯৬৮ খৃ.)।[৬৪]

44.bvgvRMo MDmj AvRg Awjqv gv‘ivmv, bIMv

নওগাঁ শহরে যমুনা শাখা নদীর পূর্বতীরে নামাজগড় এলাকায় এ মাদরাসা অবস্থিত। নওগাঁর বোয়ালিয়া নিবাসী ধর্মানুরাগী মীর্জা ইউসুফ (মৃ. ১৯৭১) ১৯৫১ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এটি নওগাঁ শহর থেকে দেড় মাইল দূরে বোয়ালিয়ায় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর এ মাদরাসার কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার (জন্ম : ১৯৫৩ খৃ.) অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর মাদরাসার কার্যক্রম নতুনভাবে চালু হয়। তিনি ১৯৮১ সালে এ মাদরাসা বোয়ালিয়া থেকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করে নতুনভাবে ভবন নির্মাণ করেন। তার কর্মতৎপরতায় মাদরাসাটি ক্রমে চার বিষয়ে কামিল মাদরাসায় উন্নীত হয়।

এ মাদরাসা ১৯৫৬, ১৯৬৪, ১৯৬৯ ও ১৯৮৬ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এছাড়া ১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯৩ সালে এ মাদরাসা যথাক্রমে কামিল তাফসীর, আদব ও ফিক্হ-এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৮৫ সালে এখানে পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। ১৯৯৪-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত হিসাব মতে এ মাদরাসার কামিলের বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৫৬ জন। এ মাদরাসার পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত ভাল। প্রায় প্রতি বৎসরই এ মাদরাসা নওগাঁ জিলার শ্রেষ্ঠ মাদরাসা হিসেবে সরকারী পুরস্কার লাভ করে থাকে। মাদরাাসার লাইব্রেরী দেশী-বিদেশী মূল্যবান গ্রন্থ দ্বারা খুবই সমৃদ্ধ।

এখানে প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন নওগাঁর পুতনিতলা নিবাসী মাওলানা সাদেকুল ইসলাম (জন্ম : ১৯৭০ খৃ.)।[৬৫]বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা আ.ন.ম আকরাম হোসাইন। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা টি.এম আদম আলী। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন মাওলানা ফারুক হোসাইন।[৬৬]

---

[৬৪]. অফিস রেকর্ড, দুর্বাটি মদিনাতুল ‘উলূম আলিয়া মাদরাসা, গাজীপুর

[৬৫]. হাফেজ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ : ইতিহাসের পাতায় নামাজগড় গউসুল আজম আলিয়া মাদরাসা, আযযাহরাহ মাদরাসা স্মরণিকা ’৯৮, পৃ. ৩২

[৬৬]. অফিস রেকর্ড, নামাজগড় গাউসুল আজম আলিয়া মাদরাসা

45.cv½wkqv †bQwiqv Kwgj gv` ivmv, cUqvLvjx

পটুয়াখালী জিলা সদরে পাঙ্গাশিয়া এলাকায় এ মাদরাসা অবস্থিত। ছারছীনার খ্যাতনামা পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন-এর অন্যতম খলীফা পাঙ্গাশিয়া নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ হাতেম আলী ১৯১৯ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৬ সলে এ মাদরাসা একত্রে আলিম ও ফাযিল এবং ১৯৫৩ সালে কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এ মাদরাসায় ১৯৬১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে মাদরাসার ক্রমোন্নতি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন পাঙ্গাশিয়া নিবাসী মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ফারুক (মৃ. ১৪১১হি./১৯৯০ খৃ.)। ১৯৯৪ সাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৯ খৃ.) এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত রয়েছেন পটুয়াখালী জিলার মরিচকুনিয়া নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদির খান (জন্ম : ১৯৫১ খৃ.)। এখানে ইতঃপূর্বে হাদীস শিক্ষাদান করেন বরিশাল জিলার চরমোনাই নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন। বিগত চার বৎসরে (১৯৯৫-১৯৯৮ খৃ.)। এখানকার কামিল শ্রেণির বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৪৭ জন। পটুয়াখালী জিলায় এটিই একমাত্র কামিল মাদরাসা।[৬৭]

46.c®úcvov Awjqv gv` ivmv, cvebv

পাবনা শহরের পুষ্পপাড়ায় এ মাদরাসা অবস্থিত। স্থানীয় সমাজসেবক ও ধর্মানুরাগী মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন ১৯২৭ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসা ১৯৪২, ১৯৫০, ১৯৬২ ও ১৯৭১ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল(হাদীস) এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। এটি পাবনা তথা রাজশাহীর মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ মাদরাসা। কামিল খোলার পরবর্তী সময় এ মাদরাসায় প্রচুর ছাত্র অধ্যয়ন করে। তবে বর্তমানে (১৯৯৯ খৃ.) ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। যেমন- ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে এখানকার কামিলে প্রতি বৎসর ছাত্রসংখ্যা ছিলযথাক্রমে ১০৫, ৭৫, ৫৪ ও ২৮ জন। কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা নযীর আহমদ (জন্মঃ ১৯৩৯ খৃ.) ১৯৯০ সাল থেকে এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত।[৬৮]

47. gwngvMÄ Awjqv gv` ivmv, MvBevÜv

গাইবান্ধা জিলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন মহিমাগঞ্জে এ মাদরাসা অবস্থিত। ১৯৩০ সালে স্থানীয় মাওলানা মুহাম্মদ রহীম বখশ, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজীদ ও মাওলানা মুহাম্মদ শাফায়াতুল্লাহ মহিমাগঞ্জে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য জোর তৎপরতা চালান। এমতাবস্থায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে স্থানীয় কতিপয় আলিমের দ্বিধা-বিভক্তির কারণে মহিমাগঞ্জে পাশাপাশি দুইটি কাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৩৯ সালে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী (১৯৪৪-১৯৪৫) আহমদ হোসাইন উভয় মাদরাসাকে এক করে আলিয়া ধারায় রূপান্তরিত করে নতুনভাবে এ মাদরাসার গোড়াপত্তন করেন এবং এর নামকরণ করেন মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা।

এ মাদরাসা ১৯৪১, ১৯৪৩, ১৯৪৬ ও ১৯৬৪ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে যথাক্রমে কামিল তাফসীর ও কামিল ফিক্‌হ এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এ মাদরাসায় পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয় ১৯৪৫ সালে। ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালে এ মাদরাসার কামিল (হাদীস) এর ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০১ ও ১২৪ জন। অবশ্য পরবর্তীতে এখানে কামিল হাদীসের ছাত্রসংখ্যা বাড়েনি বরং কমেছে। যেমন-১৯৯৮ সালে এ মাদরাসায় কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৯৪ জন। এতদসত্ত্বেও গাইবান্ধা তথা উত্তরবঙ্গের মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা কামিল পড়ার জন্য অদ্যাবধি

---

[৬৭]. অফিস রেকর্ড, পাঙ্গাশিয়া নেছারিয়া কামিল মাদরাসা, পটুয়াখালী
[৬৮]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। এখানে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম (১৩১৩হি./১৯৩৮ খৃ.-১৪১৪হি./১৯৯৩ খৃ.) ও মাওলানা মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (১৩৫৭হি./১৮৯৫ খৃ.-১৪১০হি./১৯৮৯ খৃ.) অধ্যক্ষ পদে এবং মাওলানা মুহাম্মদ বাহার উদ্দীন (জন্ম : ১৩৫৬হি./১৯৩৭ খৃ.) মুহাদ্দিসপদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষাদান করেন।[৬৯]

বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা ইবাদুর রহমান। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন মাওলানা নাজমুল হোসাইন।[৭০]

48. g³vMvQv AveŸwQqv Awj qv gv' ivmv, gqgbwmsn

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল রোডের পাশে এ মাদরাসা অবস্থিত। ১৯৩৩ সালে মুক্তাগাছার তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যান আব্বাছ এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে এ মাদরাসা আলিম ও ফাযিল এবং ১৯৫৫ সালে কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ দেলওয়ার হোসাইন (১৩২৬হি./১৯০৮ খৃ.-১৩৯৮হি./১৯৭৭ খৃ.), মাওলানা মুহিব্বুর রহমান (১৩৩০হি./১৯১১খৃ.-১৪০১হি./১৯৮০খৃ.), মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ (১৪৪১হি./১৯২২ খৃ.-১৪০৮হি./১৯৮৭ খৃ.) ও মাওলানা হাবীবুর রহমান (১৩৩৪হি./১৯১৫ খৃ.-১৪১২হি./১৯৯১ খৃ.) প্রমুখ মুহাদ্দিস এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন। বর্তমানে এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে কর্মরত রয়েছেন মুক্তাগাছা নিবাসী মুফতী মতিউর রহমান। হেড মুহাদ্দিস হিসাবে কর্মরত আছেন মাওলানা মোজাম্মেল হক। মুক্তাগাছা তথা ময়মনসিংহের কামিল পড়ার জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য মাদরাসা হিসেবে পরিচিত।[৭১]

49. iv½wbqv Avjgkvn cvov Avjxqv gv' ivmv, PÆMvg

চট্টগ্রাম জিলার রাঙ্গুনিয়া থানাধীন আলমশাহ পাড়ায় ১৯৩৮ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে মাদরাসাটি খুব উন্নত ছিল না। ১৯৭২ সালে রাঙ্গুনিয়া নিবাসী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আ.ম.ম. শামছুল আলম চৌধুরী (জন্ম : ১৯৫১ খৃ.) এ মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করার পর থেকে মাদরাসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি সাধারন মানের দাখিল স্তরের এ মাদরাসাকে চার বিষয়ের কামিলসম্পন্ন মাদরাসায় উন্নীত করেন। সরকার অনুমোদিত আলিয়া মাদরাসার মধ্যে এটিই বাংলাদেশের একমাত্র মাদরাসা, যাতে একাধারে চার বিষয়ের কামিল এবং মানবিক, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ ও হিফজুল কুরআন ইত্যাদি বিভাগ রয়েছে।

এ মাদরাসা ১৯৭৬, ১৯৮৪, ১৯৮৫ ও ১৯৮৭ সালে যথাক্রমে কামিল ফিক্‌হ, তাফসীর, আদব ও হাদীস বিভাগ এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। মাদরাসার ছাত্রসংখ্যা ও পরীক্ষার ফলাফলও মানসম্পন্ন। ১৯৭৭ সালে এখানে পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। এখানকার কামিল শ্রেণিতে অধ্যয়ন করার জন্য বাংলাদেশের দূর-দূরান্ত অঞ্চল হতে প্রতি বৎসর বহু ছাত্র আগমন করে। মাওলানা আ.ম.ম. শামছুল আলম চৌধুরী এখানকার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। এ সার্থক অধ্যক্ষের যোগ্যতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ মাদরাসা অতীব সমৃদ্ধ অর্জন করেছে। তারই প্রচেষ্টায় এখানে নির্মিত হয়েছে অপরূপ স্থাপত্যশৈলীতে গড়া বিশাল

---

[৬৯]. অফিস রেকর্ড, মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা, মুহাম্মাদ হাফিজুর রহমান : মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসার ইতিকথা, আল মানার-২ মাদরাসা স্মরণিকা'১৯৯৮, পৃ. ২৪

[৭০]. অফিস রেকর্ড, মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা

[৭১]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

জামে মসজিদ। এখানে উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন মাওলানা ফরিদুল আলম। এ প্রতিষ্ঠানে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই, মাওলানা হোসাইন তৈয়ব, মাওলানা আবু হানিফা মুহাম্মদ নুমান হাদীস শিক্ষাদান করেন।[৭২] বর্তমানে (২০১৪) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মির মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। বর্তমানে (২০১৪) হেড মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মজিবুলহক সিদ্দিকী। বর্তমানে (২১০৪) মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন হাফেজ মাওলানা হোসাইন তৈয়ব।

50. Rv‡gqv-B Kv‡mwgqv, biwms'x

Rv‡gqvi Rb¥ K_v : বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী আদর্শ ইসলামী শিক্ষায়তন জামেয়া-ই কাসেমিয়া, নরসিংদী (গাবতলী মাদরাসা) আজ স্বনাম ধন্য সুপরিচিত একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মেঘনা বিধৌত নরসিংদী সদর থানার অন্তর্গত পুরানপাড়া এলাকায় ১৪ একর জমির উপর সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে নিরেট তাওহীদ চর্চার প্রাণ কেন্দ্র জামেয়া-ই কাসেমিয়া। কালের স্বাক্ষী হিসেবে এখানে রয়েছে সুদৃশ্য সুবিশাল এক গাবগাছ। এ গাবগাছের নামানুসারে নতুন গড়ে উঠা এলাকা (মাদরাসা সংলগ্ন) পরিচিতি অর্জন করেছে 'গাবতলী' বলে। আর স্থানীয় শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের কাছে জামেয়-ই কাসেমিয়া 'গাবতলী মাদরাসা' বলেই পরিচিত। আজ জামেয়া-ই কাসেমিয়ায় রয়েছে সুবিশাল মনোরম একাডেমিক ভবন, রয়েছে সুদৃশ্য ছাত্রাবাসসমূহ, সবুজাভ বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ। বায়তুল মুকাদ্দাসের আকৃতি বিশিষ্ট স্থাপত্য শিল্পের অনুরূপ নিদর্শন জামেয়া মসজিদ কমপ্লেক্সসহ বিশাল ক্যাম্পাস।

১৯৭৬ সালে সময়ের স্বাক্ষী রূপকথার নায়ক গাবগাছটি ছাড়া এসবের কিছুই ছিল না। ছিলো হিম করা শীতলতা এবং এক ভৌতিক পরিবেশ। ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই এ প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিক ভাবে পথ চলা শুরু করে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী সেদিন হয়েছিলেন নতুন প্রতিষ্ঠানের কাণ্ডারী। সে থেকে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি জামেয়া-ই কাসেমিয়ার (গাবতলী মাদরাসা) হাল ধরেছিলেন, আজো তরী বেয়ে যাচ্ছেন নিরলসভাবে।

জামেয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধনের আগে প্রস্তুতি পর্বে কেটে যায় দীর্ঘদিন। বাংলা ১৩৮০ পৌষ মাসের ২৩ তারিখে নরসিংদী সদরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সমবেত হন ব্রাহ্মন্দী জামে মসজিদে। সবার মনে প্রাণে দুলছে নতুন একটি স্বপ্ন। অত্র এলাকার জনসাধারণকে আলোর পথের সন্ধান দেয়ার জন্যে, বিশেষত নিজেদের সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দুর্নিবার আকাঙ্খায় সবাই উন্মুখ। নরসিংদী সদরের সচেতন জনগণ একটা আদর্শ মাদরাসার অভাব বোধ করে সেদিন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তারই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে জামেয়া -ই কাসিমিয়ার মত আদর্শ বিদ্যাপিঠ।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে দিন সর্ব জনাব রুস্তম আলী আশরাফি, আসহাব উদ্দীন ভূইয়া, মৌলানা মোঃ জালাল উদ্দীন, আব্দুর রহমান ভূঁইয়াসহ প্রায় পঞ্চাশ সুধীজন একত্রিত হয়েছিলেন। হাকিম রুস্তম আলী সাহেব এই প্রস্তুতি সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় প্রস্তাবিত মাদরাসার জন্য পুরানাপাড়ার আছহাব উদ্দীন ভুঞা (মধুভুঞা) ১০ গণ্ডা জমি এই মর্মে ওয়াকফ করে দিতে সম্মত হলেন যে দানকৃত জমিতে এমন একটি আদর্শ আবাসিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যেখানে আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণাদব শিক্ষা অর্থাৎ কুরআন হাদীসের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পার্থিব জ্ঞান- বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকবে, যাতে এই প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দ কর্মজীবনে সরকারী বেসরকারী তথা সমাজের সর্বস্তরে নিয়োজিত হতে পারে। এ সভায় তায়েব উদ্দীন ভূঁঞার প্রস্তাব অনুসারে প্রস্তাবিত

[৭২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

মাদরাসার জন্যে অর্থ কালেকশান আর আনুষাঙ্গিক কার্যাদি পরিচালনার জন্যে একটি অরগানাইজিং কমিটি গঠিত হয়। সর্ব সম্মতিক্রমে জনাব হাকিম রুস্তম আলী আশরাফি সাহেব চেয়ারম্যান, জনাব তাফাজ্জল হোসেন ও জনাব আছহাব উদ্দীন ভুঁইয়া ভাইস চেয়ারম্যান এবং এ. কে. এম জয়নাল আবেদীন সেক্রটারী নিযুক্ত হন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে মৌঃ জালাল উদ্দীন, জনাব তোতা মিয়া, আব্দুর রহমান ভূঁঞা, জনাব মোছলেহ উদ্দীন ভূঁঞা, শামসুদ্দিন আহমদ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। জামেয়ার অধ্যক্ষ (বর্তমান) মাওলানা কামালুদ্দীন জাফরীও এ কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

১৮ জুলাই ১৯৭৬ সালে জনাব মৌঃ হাকীম রুস্তম আলী আশরাফী সাহেবের সভাপতিত্বে জামেয়া কাসেমিয়া সাংগঠনিক কমিটির এক অধিবেশন জামেয়া প্রাঙ্গনে গাবতলায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সেক্রেটারী মাওলানা সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরীর প্রস্তাবানুসারে জামেয়ার জন্যে নিম্নবর্ণিত স্টাফ মনোনীত হয়।

১. জনাব মাওলানা সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী - অধ্যক্ষ
২. জনাব মাওলানা হাফেজ মোঃ ফয়জুল্লাহ - উপাধ্যক্ষ
৩. জনাব মাওলানা আবুল হাশেম- শিক্ষক
৪. জনাব মাওলানা আব্দুর রশীদ- শিক্ষক
৫. জনাব মাওলানা আমিনুল ইসলাম - শিক্ষক
৬. আবুল হাশেম - শিক্ষক
৭. মোঃ আব্দুল করীম- বাবুর্চি

cwZôvZv Aa¨ÿ mvB‡q¨` Kvgvj Ïxb Rvdix

বিচক্ষন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এ মানুষটির জন্ম ভোলা জেলায় ৩ মার্চ ১৯৪৫ সালে। ছাত্র জীবনে কুমরদী মাদরাসায় লেখা-পড়া করেন। কর্মজীবনের শুরুতে দুর্বাটি আলীয়ায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। সুবক্তা হিসেবে নরসিংদী এলাকায় তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তার সুবাদে ১৯৭৬ সালে অত্র এলাকায় গড়ে তুলেন জামেয়া-ই কাসেমিয়া। জনাব জাফরী মক্কা উম্মুলকুরা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবি ভাষায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। সৌদি বেতারের নিয়মিত আলোচক ছিলেন। বর্তমানে তিনি নানা সামজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও সুদমুক্ত অসংখ্য বীমা কোম্পানীর শরীয়াহ বোর্ডের সাথে তিনি সম্পৃক্ত। দেশের প্রথম সারির মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আজ সর্বমহলে তিনি প্রশংসিত।

mvs¯‹…wZK A½‡b Rv‡gqvi mvdj¨

পড়া-লেখার পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তথা হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা, হামদ-নাত, বক্তৃতা, বিতর্ক ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে বর্ণীল দেয়ালিকা প্রকাশের ফলে জামেয়ার শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার বিশ্বে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

Rv‡gqvi Ab¨vb¨ Kvhµg

জামেয়ার আওতাধীন বেশ কয়েকটি বিভাগের কার্যক্রম সর্বমহলে প্রশংসিত

1. GwZgLvbv : সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই বিভাগটি চালু করা হয়। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়ালে জামেয়া তা সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

2. †ndR Lvbv : এখানের অনেক ছাত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জামেয়ার সুনাম-সুখ্যাতি বৃদ্ধি করেছে।

3. QvÎvevm : ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম হল, মাওলানা আজিজুর রহমান হল, এমারতে বুকশান ও রহিমা খাতুন শিক্ষা ভবনের মাধ্যমে সারা দেশে থেকে আগত অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী আবাসিক সুবিধা লাভ করেছে।

4. gwnjv wefvM : সম্পূর্ণ ৬ তলা আলাদা ক্যাম্পাসে মেয়েদের ১ম শ্রেণি থেকে কামিল শ্রেণি পর্যন্ত পৃথক পাঠ দান দেশের মাদরাসাগুলোর জন্য একটি প্রেরণার উৎস।

5. weÁvb I Z_¨-chw³ : নব নির্মিত 'বিজ্ঞান গবেষণা ও কম্পিউটার ল্যাব' জামেয়াকে নান্দনিকতা এনে দিয়েছে। যা অনেক স্কুল-কলেজে কল্পনাও করা যায় না।[৭৩]

---

[৭৩]. তাওহিদুল ইসলাম তারেক, Rv‡gqvi msw ÿ ß cwiwPwZ BwZnv‡mi ev‡K ev‡K, বার্ষিকী'২০১১

wØZxq cwi‡”Q‘ : KvIgx gv‘ivmv

মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার চেতনাকে জাগরুক রাখা, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলামবিরোধী মতাদর্শের মুকাবিলায় মুসলিম শক্তিকে সুসংহত করা এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলমানদের জীবন গঠনের মহান উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ মাওলানা কাসেম নানুতাবীর (মৃ. ১২৯৭হি./ ১৮৮০ খৃ.) নেতৃত্বে ভারতের উত্তর প্রদেশে সাহারনপুর জিলার দেওবন্দ শহরে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলুম দেওবন্দ নামক বিখ্যাত মাদরাসা যা বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) অসংখ্য মুহাদ্দিস ও আলিম এ বিখ্যাত মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। এই দারুল উলুম দেওবন্দ এর আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির আলোকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত মাদরাসা দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী। এতে দাওয়ায়ে হাদীস চালু করা হয় ১৯০৮ সালে। এটিই বাংলাদেশের প্রথম দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন মাদরাসা। পরবর্তীকালে দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণে এতদঞ্চলে যে সকল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলিকে কওমী মাদরাসা নামে অভিহিত করা হয়। এখানে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ও প্রতিনিধিত্বশীল ২৫ টি কওমী মাদরাসার বিবরণ তুলে ধরা হল।

1. Avj-RwgÕAv Avj-ÕAviweqv wRwi, cwUqv, PÆMvg

চট্টগ্রামের পটিয়া থানাধীন জিরি গ্রামে এ মাদরাসা অবস্থিত। জিরি নিবাসী প্রসিদ্ধ আলিম মাওলানা আহমদ হাছান (১৩০০ হি./১৮৮২ খৃ.-১৩৮৬ হি./১৯৬৭ খৃ.) ১৯১০ সালে (১৩২৮ হি.) এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রাম বিভাগে এটি দ্বিতীয় প্রাচীনতম কাওমী মাদরাসা। প্রতিষ্ঠার পর পরই মাওলানা আহমদ হাছান এ মাদরাসার মুহতামিম এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন সমগ্র বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) শুধু হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস চালু ছিল। মাওলানা আহমদ হাছান এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং সন্দীপ গমন করে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল ওয়াদুদকে (১৩০৫হি./১৮৮৭খৃ.-১৩৮৮হি./১৯৬৮খৃ.) জিরি নিয়ে আসেন। অতঃপর তাকে শায়খুল হাদীস পদে অধিষ্ঠিত করে ১৯২০ সালে (১৩৩৯হি.) এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। দাওরায়ে হাদীস বিভাগের সমৃদ্ধি সাধনে মাওলানা আবদুল ওয়াদুদও অনন্য ভুমিকা রাখেন।

মাওলানা আহমদ হাছান আমৃত্যু এখানে মুহতামিম পদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষাদান করেন। তার মৃত্যুর পর এখানকার মুহতামিম এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন পটিয়া থানাধীন জামিরজুরি নিবাসী মাওলানা নূরুল হক (১৩৩৬হি./১৯১৮খৃ.-১৪০৮হি./১৯৮৭খৃ.)। তার মৃত্যুর পর এখানে মুহতামিম পদে অধিষ্ঠিত হন জিরি নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব। তিনি অদ্যাবধি (১৯৯৯ খৃ.) এ পদে কর্মরত। এ মাদরাসা শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ, মাওলানা নূরুল হক ও চট্টগ্রাম জিলার চন্দনাশই নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক (মৃ. ১৪১৮হি./১৯৯৭ খৃ.)। বর্তমানে এখানে শায়খুল হাদীস পদে কর্মরত বয়েছেন চট্টগ্রামর রাঙ্গুনিয়া নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক।

এ ছাড়া আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত আলিম মুফতী আযীযুল হক (১৩২৩হি./১৯০৫খৃ.-১৩৮০হি./১৯৬০খৃ.) ও এখানে ১৯২৬-১৯৪০ সাল পর্যন্ত হাদীস শিক্ষাদান করেন। জানা যায়, তৎকালে জিরি মাদরাসায় প্রতি বৎসর প্রায় শতাধিক ছাত্র দাওরায়ে হাদীসে অধ্যয়ন করত। উল্লেখিত মাওলানা নুরুল হক, মুফতী আযীযুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ আলী (মৃ.১৪০৪ হি./১৯৮৩খৃ), মাওলানা দানেশ আহমদ (১৩৫০হি./১৯৩১খৃ.-১৩৯১হি./১৯৭১খৃ.) এবং মাদরাসার বর্তমান অধ্যক্ষ প্রমুখ

জিরি মাদরাসার অসংখ্য প্রাক্তন খ্যাতনামা ছাত্রদের অন্যতম। ১৯৪৬ সালে (১৩৬৬হি.) নিকটস্থ পটিয়া থানা সদরে নব প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা আল -জা'মিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় দাওরায়ে হাদীস চালু করার পর জিরি মাদরাসার হাদীস শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পায়।[৭৪]

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২খৃ. মাওলানা শহীদুল্লাহ এবং ২০১৩ খৃ.আব্দুল আউয়াল ও ২০১৪ খৃ. মাওলানা তৈয়ব শাহ মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম প্রত্র পাঠদান করেন। ২০১২-১৩ খৃ. মাওলানা ইসমাইল নজীব ও ২০১৪ সালে মাওলানা শাহাদাৎ হোসাইন মিশকাতুল মাসাবীহ ২য় প্রত্র পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৬৫ জন।

2.Avj-RwgÕAv Avj-Aviweqv gvLhvb Avj-Djg, gqgbwmsn

ময়মনসিংহ শহরের ঢোলাদিয়ায় এ মাদরাসা অবস্থিত। ময়মনসিংহ জিলার গলগোন্ডা নিবাসী মাওলানা মনজুরুল হক ১৯৭৯ সালে (১৪০০হি.) এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এতে ১৯৮৯ সালে (১৪১০হি.) দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। বিগত ৪ বৎসরে এখানকার দাওরায়ে হাদীসে বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০ জন। নেত্রকোনার জারিয়া নিবাসী মাওলানা আবদুর রহমান (জন্ম :১৯৩৩খৃ.) ১৯৯১ সাল থেকে অদ্যাবধি উক্ত মাদরাসার মুহতামিম পদে কর্মরত এবং শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন কিশোরগঞ্জস্থ সাদুল্লা নিবাসী মাওলানা আবদুল হাই রহমানী (জন্ম :১৯৪৩ খৃ.)। জানা যায়, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মাদরাসার ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পড়ার মানও ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলছে।[৭৫]
এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ আব্দুর রহীম মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৩৫ জন।

3. Avj-RwgÕAv Avj-Bg'w'qv, wK‡kviMÄ

কিশোরগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে এ মাদরাসা অবস্থিত। সিলেট নিবাসী বিখ্যাত আলিম মাওলানা আতহার আলী (১৩০৯হি./১৮৯১খৃ.-১৩৯৬হি./১৯৭খৃ.) ১৯৪৫ সালে (১৩৬৫হি.) কিশোরগঞ্জ শহরে ইমদাদুল 'উলুম নামে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মাদরাসায় দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৫৫ সালে (১৩৭৫হি.) এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয় এবং নতুনভাবে নামকরণ করা হয় আল-জামি'আ আল-ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ। ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে এ মাদরাসা একটি সুনামবাহী প্রতিষ্ঠান। অবশ্য বর্তমানে দাওরায়ে হাদীসে ছাত্রসংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

বিগত তিন বৎসরে (১৯৯৬-১৯৯৮খৃ.) দাওরায়ে হাদীসে বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৯ জন। এ মাদরাসার লাইব্রেরী অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যদিও লাইব্রেরীর অসংখ্য কিতাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তথাপি বর্তমানে এতে আট হাজারের অধিক কিতাবপত্র রয়েছে। প্রতিষ্ঠলগ্ন থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত এ মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন মাওলানা আহমদ আলী খান (১৩২২হি./১৯০৪খৃ.-১৪০৩হি./১৯৮২খৃ.)। ১৯৮২ সাল থেকে অদ্যাবধি (২০১৩খৃ.) এখানে মুহতামিম হিসেবে কর্মরত রয়েছেন কিশোরগঞ্জ নিবাসী মাওলানা আনোয়ার শাহ (জন্ম :১৯৪৭খৃ.)। এ মাদরাসর প্রথম শায়খুল হাদীস ছিলেন কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (১৩১৫হি./১৮৯৭খৃ-১৩৯৫হি./১৯৭৫খৃ.)। তিনি

[৭৪]. অফিস রেকর্ড, আল-জামি'আ আল-'আরবিয়া জিরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম
[৭৫]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৫-১৯৭০ সাল পর্যন্ত এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন। মাদরাসার দ্বিতীয় শায়খুল হাদীস ছিলেন কিশোরগঞ্জ নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আলী (মৃ.১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.)। তিনি ১৯৭৩-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর থেকে ১৯৯৯খৃ. পর্যন্ত এখানে শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন সিলেট নিবাসী মাওলানা শফীকুর রহমান (জন্ম :১৯৪৮ খৃ.)।[৭৬]

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ শামসুল ইসলাম মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৫৫ জন

4. Avj-RwgÕAv Avj-Bmjwgqv Kv‡mgj ÔDjg, e¸ov

বগুড়া শহরের চকফরিদস্থ লতীফপুর কলোনী এলাকায় এ মাদরাসা অবস্থিত। ১৯৬০ সালে বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মাওলানা সোহাইল উদ্দীন এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৭ সালে এখানে দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। তবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮১ সালে এতে পুনরায় দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। প্রায় ৭০/৮০ জন ছাত্র প্রতি বছর এখানে দাওরায়ে হাদীসে অধ্যয়ন করে থাকে। বগুড়া শহরে এটিই একমাত্র দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন মাদরাসা। এটি বগুড়া জামিল মাদরাসা নামেও পরিচিত। এই মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবদুল হক, মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা আমীর হামযার সম্মিলিত প্রয়াসে ইসলামী প্রকাশনী বগুড়া হতে বিভিন্ন বিষয়ে ৮টি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[৭৭] বর্তমানে (২০১৩খৃ.) এখানে মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা আব্দুর রহমান।

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪খৃ. মাওলানা শফিক কাসেমী এবং শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম প্রত্র ও ২য় প্রত্র পাঠদান করেন । বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ১৫০ জন।

5. Avj-RwgÕAv Avj-Bmjwgqv ‘viæj ÔDjg Lv‡‘gj Bmjvg, MIniWv½v, †MvcvjMÄ

বাংলাদেশের সুবিখ্যাত আলিম ও লেখক মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৩১৩হি./১৮৯৮খৃ.-১৩৮৮হি./১৯৬৯খৃ.) গোপালগঞ্জ জিলার গওহরডাঙ্গা গ্রামে ১৯৩৭ সালে (১৩৫৬হি.) এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন উক্ত এলাকায় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোন মাদরাসা ছিল না। উপরন্তু এলাকাটি ছিল অনৈসলামিক কার্যকলাপে পরিপূর্ণ। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে উক্ত এলাকায় ইসলামের আলোকে মুসলিম সমাজ গঠনে বিশেষ অবদান রাখেন। এতে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয় ১৯৪৯ সালে (১৩৬৯ হি.)। এ মাদরাসার প্রথম মুহতামিম হলেন পিরোজপুর জিলার নাজিরপুর

[৭৬]. অফিস রেকর্ড, আল-জামি'আ আল-ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

নিবাসী মাওলানা আবদুল আযীয (১৩২৩হি./১৯০৫খৃ.-১৪১৫হি./১৯৯৪খৃ.)। তিনি এ মাদরাসার উন্নতি বিধানে প্রভুত অবদান রাখেন। এখানে বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা আবুল হাসান যশোরী (১৩৩৭হি./১৯১৮খৃ.-১৪১৪হি./১৯৯৩খৃ.) ১১ বছর এবং মাওলানা তাহেরুদ্দীন (১৩৩৭হি./১৯১৮খৃ.-১৪১২হি./১৯৯১খৃ.) ২২ বৎসর হাদীছ শিক্ষাদান করেন। ১৯৯৪ সাল থেকে এখানে মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন গোপালগঞ্জ জিলার কাশিয়ানী নিবাসী মাওলানা আবদুল মান্নান (জন্ম :১৯৩৮খৃ.)। বর্তমানে (২০১৩খৃ.) এখানে মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মুফতী রুহুল আমীন। এ মাদরাসা বৃহত্তর ফরিদপুর তথা বাংলাদেশে একটি প্রথম সারির কাওমী মাদরাসা হিসেবে পরিগণিত।[৭৮]

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ আব্দুস সালাম মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৫০ জন।

6. Avj-RvwgÔAv Avj-Bmjvwgqv, cwUqv, PÆMvg

এ মাদরাসা চট্টগ্রামের পটিয়া থানা সদরে অবস্থিত। পটিয়া থানাধীন চরকানাই নিবাসী বিখ্যাত আলিম মুফতী আযীযুল হক (১৩২৩হি./১৯০৫খৃ.-১৩৮০হি./১৯৬০খৃ.) স্বীয় মুর্শিদ মাওলানা জমীরুদ্দিনের (১২৯৬হি./১৮৭৮খৃ.-১৩৫৯হি./১৯৪০খৃ.) নির্দেশনামতে ১৯৩৭ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে এর নাম ছিল কাসেমুল 'উলুম মাদরাসা। অতঃপর এর নামকরণ করা হয় জমীরিয়া কাসেমুল 'উলুম। পরবর্তীতে এটি আল-জামি'আ আল -ইসলামিয়া পটিয়া নাম ধারণ করে। এ মাদরাসায় ১৯৪৫ সালে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়।[৭৯] এর প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম মুফতী আযীযুল হক অসাধারণ প্রতিভাবান আলিম ও আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে পরিচিতি ছিলেন। তার নিষ্ঠার বদৌলতে অল্প সময়ে এ মাদরাসা প্রভুত সুনাম অর্জন করে।

তিনি ১৯৫৭ সালে অবসর গ্রহণ করার পর এখানে মুহতামিম পদে অধিষ্ঠিত হন খ্যাতনামা আলিম হাজী সাহেব নামে পরিচিত মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (১৩২৭হি./১৯০৮খৃ.-১৪১৩হি./১৯৯২খৃ.)। এ মাদরাসার সার্বিক উন্নতি বিধানে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তার মৃত্যুর পর ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এ মাদরাসায় মুহতামিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পটিয়া নিবাসী অনন্য প্রতিভাবান আলিম মাওলানা মুহাম্মদ হারুন ইসমাইল ইসলামাবাদী (১৩৫৮হি./১৯৩৯খৃ.-১৪২৪হি./২০০৩খৃ.)। এখানে বিজ্ঞ মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ (১৩২৪হ./১৯০৫খৃ.-১৪১৬হি./১৯৯৬খৃ.), মাওলানা ফজলুর রহমান (১৩০৪হি./১৮৮৬খৃ.-১৩৮৪হি./১৯৬৪খৃ.), মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (১৩২৩হি./১৯০৫খৃ.-১৪০৭হি./১৯৮৭খৃ.), মাওলানা ওবায়দুর রহমান (১৩১৮হি./১৯০০খৃ.-১৪০৪হি./১৯৮৪খৃ.), মাওলানা আবুল হাসান (১৩৩৮হি./১৯১৮খৃ.-১৪১২হি./১৯৯২খৃ.), মাওলাান আমীর হোসাইন (১৩৩০হি./১৯১১খৃ.-১৪০৪হি./১৯৮৪খৃ.) ও মাওলানা আলী আহমদ কদুরখিলী প্রমুখ হাদীস শিক্ষাদান করেন। এ মাদরাসায়

[৭৮]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

[৭৯]. মোহাম্মাদ হারুন ইসলামাবাদী : জামেয়ার প্রতিষ্ঠা ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আল জামেয়া স্মরণিকা'১৯৯৪, চট্টগ্রাম, পৃ. ১৮

দাওরায়ে হাদীসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে।[৮০] বর্তমানে (২০১৩খৃ.) এখানে মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আব্দুল হালিম বোখারী।

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৩ খৃ. মাওলানা ফোরকান মাহবুব এবং ২০১৪ খৃ. মাওলানা মুঈনুল ইসলাম মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম প্রত্র পাঠদান করেন। ২০১২-১৪ খৃ. মাওলানা রহমত উল্লাহ মিশকাতুল মাসাবীহ ২য় প্রত্র পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৩৩০ জন।

7. Avj-RwgÂAv Avj-Bmjvwgqv Avj-gvngy`qv, ewikvj

এ মাদরাসা বরিশাল শহরে অবস্থিত। এর আদি নাম ছিল আল-মাদরাসা আল-মাহমুদিয়া। ১৯৮৩ সালে এর উপরোল্লিখিত নতুন নামকরণ করা হয়। সৈয়দ মাহমুদ মোস্তফা আল-মাদানী (১২৬৭হি.) ১৯৪৭সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ কাজে তাকে বিশেষভাবে সহায়তা দান করেন ঝালকাঠি নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ নেছার উদ্দীন। ১৯৫৮ সালে এতে দাওরায়ে হাদীস চালু হয়। বরিশাল শহরে এটিই একমাত্র কাওমী মাদরাসা। মাওলানা ওলী উল্লাহ আল হোসাইনী (১৩২৬হি./১৯০৮খৃ.-মৃ. আনু: ১৪১১হি./১৯৯০খৃ.), মাওলানা ছালাহ উদ্দীন (১৩৪১হি./১৯২২খৃ.-১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.), মাওলানা আবদুল মান্নান (১৩৩৫হি./১৯১৬খৃ.-১৪১৭হি./১৯৯৬খৃ.), মাওলানা আবদুল মজীদ (১৩৩৭হি./১৯১৮খৃ.-১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ। ঝালকাঠি নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ নেছার উদ্দীন (জন্ম :১৩৩৭হি./১৯১৮খৃ.) ছিলেন এখানকার প্রথম মুহতামিম। তিনি অসুস্থ হওয়ায় বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঝালকাঠি জিলার রাজাপুর নিবাসী মাওলানা হাসান আহমদ (জন্ম :১৯৫২খৃ.)। বর্তমানে (২০১৩খৃ.) এখানে মুহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা ওবাইদুর রহমান। এ মাদরাসায় শায়খুল হাদীস পদে কর্মরত রয়েছেন পটুয়াখালী জিলার বলইকাঠি নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক (জন্ম : ১৯৩২খৃ.)।[৮১]

এখানে উল্লেখ্য যে, অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ রফিকুল ইসলাম মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৪০ জন।

8. Avjøvgv Kv‡mgx Bmjvwgqv gv`ivmv, ivRkvnx

রাজশাহী শহরের সুলতানাবাদে এ মাদরাসা অবস্থিত। রাজশাহী নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আল্লামা মিয়া মুহাম্মদ কাসেমী (মৃ. ১৯৮৮ খৃ.) ১৯৭৩ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মিশকাত শ্রেণি পর্যন্ত চালু রয়েছে। এর ছাত্রসংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। সিরাজগঞ্জের নলকা নিবাসী মাওলানা সলিমুদ্দীন বর্তমানে (২০১৩খৃ.) এ মাদরাসার মুহতামিম হিসেবে কর্মরত। উল্লেখ্য, রাজশাহী শহরে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন কাওমী মাদরাসা একটিও নেই।

---

[৮০]. অফিস রেকর্ড, আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া, পটিয়া

[৮১]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. মাওলানা নূর মুহাম্মাদ এবং মাওলানা ইরামুল ইসলাম মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম প্রত্র ও ২য় প্রত্র পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ২৫ জন।

9. RwigÔAv Aviweqv Bg'v'j ÔDjg dwi'vev', XvKv

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৩১৬হি./১৮৯৮খৃ.-১৩৮৮হি./১৯৬৯খৃ.) ১৯৫৬ সালে (১৩৭৫হি.) এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (১৩১৩হি./১৮৯৫খৃ.-১৪০৭হি./১৯৮৬খৃ.) দীর্ঘদিন এ মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে (১৩৮৯ হি.) এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। ১৯৯৫-১৯৯৮ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় এখানকার দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৩২ জন। ১৯৯৫ সাল (১৪১৬ হি.) থেকে অদ্যাবধি (২০১৩ খৃ.) এখানে মুহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিল্লা জিলার বরুড়া নিবাসী মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ (জন্ম :১৯৫৩ খৃ.) এবং ১৯৬৯ সাল থেকে অদ্যাবধি এখানে শায়খুল হাদীস পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন কুমিল্লার হাজীগঞ্জ নিবাসী মাওলানা আবদুল হাফিজ।

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ মতিউর রহমান মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৪৫০ জন।

10.RwigÔAv Bmjwgqv ÔAwRRj ÔDjg, evebMi, PÆMvg

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানাধীন বাবুনগরে এ মাদরাসা অবস্থিত। স্থানীয় বুযর্গ সাহেব নামে পরিচিত মাওলানা মুহাম্মদ মুসা (মৃ. ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.) ১৯২৬ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ সালে এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আমীন বাবুনগরী (১৩১২হি./১৮৯৪খৃ.-১৩৮০হি./১৯৬০খৃ.), মাওলানা ওবাইদুর রহমান (১৩৪২হি./১৯২৩খৃ.-১৪১১হি./১৯৯০খৃ.), মাওলানা নুরুল হক (১৩৩০হি./১৯১১খৃ.-১৪১০হি./১৯৯০খৃ.) ও মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপরী (১৩৩২হি./১৯১৩খৃ.-১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.) প্রমুখ খ্যাতনামা মুহাদ্দিস এ মাদরাসায় হাদীস শিক্ষাদান করেন। এ ছাড়াও প্রখ্যাত আলিম ও লেখক মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ জুনাইদ হাদীস শিক্ষাদানসহ এ মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রমে উন্নতি বিধানে যথেষ্ট অবদান রাখেন। ১৯৯৪-১৯৯৮ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় এখানকার দাওরায়ে হাদীসে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৫৪ জন। এটি চট্টগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য কাওমী মাদরাসা।[৮২]

এখানে উল্লেখ্য যে ২০১২-১৪ মাওলানা আবুল কালাম মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম প্রত্র ও মাওলানা শুয়াইব মিশকাতুল মাসাবীহ ২য় প্রত্র পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৫০ জন।

[৮২]. মাওলানা আহমদ হাছান, মাশায়েখে চট্রগ্রাম, চট্রগ্রাম জিরি মাদরাসা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪

11. RwgÔAv Bmjwgqv I evBw‘qv, bvbci, PÆMvg

এ মাদরাসা চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার নানুপুরে অবস্থিত। মাওলানা ওবায়দুল হক লাল মিয়া ১৮৯১ সালে (১৩০৯ হি.) নানুপুরের কালু মুন্সির হাটে ওবাইদিয়া হেমায়তুল ইসলাম নামে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫৭ সালে (১৩৭৭ হি.) মুফতী আযীযুল হক (১৩২৩হি./১৯০৫খৃ.-১৩৮০হি./১৯৬০খৃ.) বর্তমান স্থানে মাদরাসার দ্বিতীয়বারের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং নামকরণ করেন ওবাইদিয়া হাফেজুল 'উলূম। ১৯৬০ সালে (১৩৮০ হি.) মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী (১৩৩২হি./১৯১৩খৃ.-১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.) এ মাদরাসার মুহতামিম নিযুক্ত হন।[৮৩] তার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে এ মাদরাসার দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। তার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার বদৌলতে ১৯৭৬ সালে এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। উক্ত মাদরাসার প্রথম শায়খুল হাদীস ছিলেন মাওলানা মাসউদুল হক (১৩৩৭হি./১৯১৮খৃ.-১৪০৬হি./১৯৮৫খৃ.)। বিশিষ্ট পীর ছাহেব মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরীর মৃত্যুর পর নানুপর নিবাসী মাওলানা জমীর উদ্দীন (জন্ম : ১৯৩৬ খৃ.) এ মাদরাসার মুহতামিমের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে (২০১৩খৃ.) মুহতামিম পদে কর্মরত রয়েছেন মাওলানা সালাহ উদ্দীন। এটি ফটিকছড়ি তথা চট্টগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাদরাসা।

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ মাওলানা মুঈনুদ্দীন মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম প্রত্র ও মাওলানা শিহাবুদ্দীন মিশকাতুল মাসাবীহ ২য় প্রত্র পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ১৫২ জন।

12. RwgÔAv GÔRwRqv ‘vià j Djg, †ij‡÷kb, h‡kvi

যশোরের প্রখ্যাত দানবীর চৌধুরী আলতাফ হোসেনের ওয়াকফকৃত জায়গায় এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কিছুকাল মাদরাসা পরিচালনা করার পর চট্টগ্রামে চলে গেলে এ মাদরাসায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং মাদরাসার কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়ে। অত:পর ১৯৫৯ সালে যশোরের প্রখ্যাত আলেম আবুল হাছান যশোরী (১৩৩৭হি./১৯১৮খৃ.-১৪১৪হ./১৯৯৩খৃ.) মুহতামিম হিসেবে যোগদান করলে মাদরাসাটি নতুন গতি লাভ করে। তিনি ১৯৫৯ সালেই এ মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস চালু করেন। তার আন্তরিক নিষ্ঠা ও দক্ষতার বদৌলতে মাদরাসাটি দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং এতদঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা নিকেতনে পরিণত হয়। তবে বর্তমানে এ মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত কম। ঝিনাইদহ জিলার হরিণাকুণ্ড নিবাসী মাওলানা আনওয়ারুল করীম (জন্ম :১৯৫০ খৃ.) ১৯৯৩ সাল থেকে অদ্যাবধি এ মাদরাসায় মুহতামিম হিসেবে এবং যশোর জিলার মনিরামপুর নিবাসী মাওলানা ওয়াক্কাস আলী (জন্ম : ১৯৪৩ খৃ.) অদ্যাবধি শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।[৮৪]

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ মুস্তাফিজুর রহমান মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ২৫ জন।

---

[৮৩]. মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী ১৩৭৯ হিজরীতে অস্থায়ীভাবে এবং ১৩৮০ হিজরীতে স্থায়ীভাবে উক্ত মাদরাসায় মুহতামিম পদে যোগদান করেন। মাদরাসা পুন নির্মাণ এবং শিক্ষা স্তর ও মান উন্টরণে তিনি অপরিসীম অবদান রাখেন। (বিস্তারিত আলোচনা : মনোয়ার হোসাইন, হায়াতে নানুপুরী, চট্টগ্রাম, জামেয়া উবায়দিয়া নানুপুর, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩, ৩৪, ৩৭

[৮৪]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

13.RwgÔAv KiAwbqv ÔAviweqv, jvjevM, XvKv

ঢাকা শহরের লালবাগে লালবাগ কিল্লার নিকটে এ মাদরাসা অবস্থিত। মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী (১৩১০হি./১৮৯২খৃ.-১৩৯৪হি./১৯৭৪খৃ.) নির্দেশনায় মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৩১৬হি./১৮৯৮খৃ.-১৩৮৮হি./১৯৬৯খৃ.) ও মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের (১৩১৩হি./১৮৯৫খৃ.-১৪০৭হি./১৯৮৬খৃ.) সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৫০ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খানও (১৩১৮হি./১৯০০খৃ.-১৩৯৪হি./১৯৭৪খৃ.) এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠাকার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করেন।[৮৫] মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী এ মাদরাসার মুহতামিম পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিষ্ঠার বছরই এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করেন। তিনি এখানে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

অত:পর মাওলানা হিদায়তুল্লাহ (১৩২৬হি./১৯০৮খৃ.-১৪১৭হি./১৯৯৬খৃ.) ১৯৬৮-১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এবং মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর ১৯৮৩-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এখানে মুহতামিম পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৬ সাল থেকে এখানে মুহতামিম পদে কর্মরত ছিলেন বিশিষ্ট আলিম মাওলানা ফজলুল হক আমিনী (জন্ম : ১৯৪৫)। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা হিদয়তুল্লাহ ও মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর সহ আরো যারা এখানে হাদীস শিক্ষাদান করেন তাদের মধ্যে মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান, মাওলানা আবদুল মজীদ (১৩৩৭হি./১৯১৮খৃ.-১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.), মাওলানা ছালাহ উদ্দীন (১৩৪১হি./১৯২২খৃ.-১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.) ও মাওলানা আবদুল মুঈয (১৩৩৭হি./১৯১৯খৃ.-১৪০৪হি./১৯৮৪খৃ.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৯ খৃ. থেকে মুহতামিম মাওলানা ফজলুল হক আমিনী নিজেই শায়খুল হাদীসের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে প্রতিবছর প্রায় ৭০/৮০ জন ছাত্র দাওরায়ে হাদীসে অধ্যয়ন করে থাকে।[৮৬] বর্তমানে (২০১৩খৃ.) মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা আব্দুল হাই বরিশালী।

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ আব্দুল হাই মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ১৫০ জন।

14.RwgÔAv †nvmvBwbqv Avkivdj ÔDjg, eoKvUviv, XvKv

এ মাদরাসা ঢাকা চকবাজারে ১৯৩১ সালে স্থাপিত হয়। কিন্তু সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে দুই বছর পর মাদরাসার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৩১৬হি./১৮৯৮খৃ.-১৩৮৮হি./১৯৬৯খৃ.) তার দুই সতীর্থ মাওলানা আবদুল ওহহাব পীরজী হুজুর (১৩০৮হি./১৮৯০খৃ.-১৩৯৬হি./১৯৭৬খৃ.) ও মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (১৩১৩হি./১৮৯৫খৃ.-১৪০৭হি./১৯৮৬খৃ.) এর সহযোগিতায় ১৯৩৬ সালে এ মাদরাসা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুহাম্মদ হোসাইন মাদরাসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করেন। প্রতিষ্ঠার বছরই এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। এ মাদরাসায় মাওলানা আবদুল ওহহাব মুহতামিম, মাওলানা ফরিদপুরী শায়খুল হাদীস ও মাওলানা

---

[৮৫]. মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা : লালবাগ জামেয়া : একটি যুগান্তকারী ইতিহাস, আল জমেয়া স্মরণিকা'৯৩, জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১২

[৮৬]. অফিস রেকর্ড, জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ্জী হুজুর মুহাদ্দিস পদে অধিষ্ঠিত হয়ে হাদীস শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। এই তিনজন আলেম ছিলেন সেই যুগে এ দেশের অন্যতম সেরা মুহাদ্দিস। ফলতঃ অল্প সময়েই এ মাদরাসা প্রচুর খ্যাতি লাভ করে। ঢাকা শহরের বড় ধরনের কাওমী মাদরাসা এটিই প্রথম।

মাওলানা ফরিদপুরী ও মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর ১৯৫০ সালে এ মাদরাসা ত্যাগ করেন। তৎপরবর্তীকালে এখানে মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী (১৩১০হি./১৮৯২খৃ.-১৩৯৪হি./১৯৭৪খৃ.), মাওলানা হিদয়তুল্লাহ (১৩২৬হি./১৯০৮খৃ.-১৪১৭হি./১৯৯৬খৃ.), মাওলানা মুহাম্মদ তফজ্জল হোসাইন (১৩২৩হি./১৯০৫৮খৃ.-১৪১৬হ./১৯৯৫খৃ.) ও মাওলানা ওবাইদুল হক (জন্মঃ ১৩৪৭ হি./১৯২৮ খৃ.) এর মত খ্যাতনামা মুহাদ্দিস হাদীস শিক্ষাদান করেন।

যুগে যুগে এ মাদরাসা থেকে তৈরি হয়েছে বহু খ্যাতনামা আলেম, মুহাদ্দিস ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তাদের মধ্যে মাওলানা আযীযুল হক (শায়খুল হাদীস), ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা আমিনুল ইসলাম (লালবাগ শাহী মসজিদের খতীব), মাওলানা আবদুল আযিয (মুহতামিম, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, গোপালগঞ্জ), মাওলানা আবদুল জব্বার (সভাপতি, বেফাকুল মদারিস, ঢাকা) ও মাওলানা মমতাজুদ্দীন এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এ মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রসংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বর্তমানে (২০১৩ খৃ.) এখানে মুফতী তৈয়ব হোসাইন মুহতামিম ও আব্দুল হাই শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত আছেন।[৮৭]

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ আবুল কালাম মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৪৫ জন।

15. Rwgqv ivngwbqv Avivweqv

রাজধানী ঢাকার ব্যস্ততম এলাকা মোহাম্মদপুরের ঐতিহাসিক সাত মসজিদ বুকে জড়িয়ে বিশাল দেহ-পল্লবী নিয়ে দণ্ডায়মান ঐতিহ্যবাহী জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া। মুজাহিদে আজম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি (রহ.) এর হাতে গড়া স্বর্ণমানব শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) বাঁধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে নিবেদিত প্রাণ কিছু সহযোগীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া। দুই বছর অস্থায়ীভাবে পরিচালিত হওয়ার পর ১৯৮৮ সালে ঐতিহাসিক সাত মসজিদ সংলগ্ন নিজস্ব জায়গায় 'জামিয়া রাহমানিয়া' নামে পূর্ণোদ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

Rwgqvi wkÿvavi

জামিয়া রাহমানিয়া গতানুগতিক কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম নয়। সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে জামিয়া সাজিয়েছে তার পাঠদান পদ্ধতি। শিশুশ্রেণি থেকে শুরু করে দ্বীনি শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীস, ইফতা ও তাফসির পর্যন্ত শ্রেণিভিত্তিক পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি উলুমুল হাদীস, ইসলামী ইতিহাস,

[৮৭]. অফিস রেকর্ড, জামি'আ হোসাইনিয়া আশরাফুল 'উলূম, বড়কাটরা, ঢাকা

আরবি ও বাংলা সাহিত্যসহ নানামুখী পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন করে বহুমুখী যোগ্যতা সম্পন্ন বিচক্ষণ আলেমেদীন জাতিকে উপহার দেওয়ার সুখ্যাতি ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। সুবিন্যস্ত সিলেবাসের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে মৌলিকভাবে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, তাফসির, উসুল, আকায়িদ, বৈষয়িক পর্যায়ে আরবি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ, নাহু, ছরফ, বালাগাতসহ বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, দর্শন ইত্যাদি সমুদয় বিষয় প্রয়োজন পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার পাশাপাশি জনসমাজে ইসলামি শিক্ষার সুফল পৌঁছে দেয়ার মহান লক্ষ্যে জামিয়া বিভিন্ন সময় নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। সবমিলিয়ে জামিয়া রাহমানিয়া বহুবিভাগ সমন্বিত একটি মহাপ্রকল্প।

Rwgqvi wkÿv cKí

1. g³e wefvM : এ বিভাগে মাত্র দু'বছরে সহিহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত, আমপারা ও অর্থসহ ৪০টি হাদীস মুখস্থ করানো হয়। অত্যাবশ্যকীয় মাসআলা-মাসায়েলসহ প্রাথমিক বাংলা, অংক ও ইংরেজি শেখানো হয়।

2. wndR wefvM : মক্তব থেকে আসা ছোট ছোট শিশুদেরকে ৩-৪ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শুদ্ধরূপে মুখস্থ করানো হয়। হিফজ সমাপনকারী ছাত্রদের কিতাব বিভাগে ভর্তির জন্য বিশেষ কোচিং মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়।

3. wKZve wefvM : এটি জামিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সর্বাধিক সমৃদ্ধ, বৃহত্তর ও প্রধান বিভাগ। মূলত এ বিভাগেই তৈরি হয় জাতির কাণ্ডারি যোগ্য আলেমেদীন। দ্বীনি শিক্ষার ক্রমমূল্যায়নের ভিত্তিতে কিতাব বিভাগটি মৌলিক পর্যায়ে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। ইবতিদাইয়্যাহ [প্রাথমিক] মুতাওয়াসসিতাহ [মাধ্যমিক] সানাবিয়্যাহ [উচ্চ মাধ্যমিক] ফজিলত [ডিগ্রী] ও তাকমিল [মাস্টার্স]। এ ৫টি স্তরে মোট ১০ বছর সময়ে পূর্ণ দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে যোগ্য আলেমরূপে গড়ে তোলা হয়।

4. BdZv wefvM : এ বিভাগের মাধ্যমে দাওয়ারে হাদীস চূড়ান্ত পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ আলেমদেরকে ফিকহ স্পেশালিস্ট হিসেবে যুগ সমস্যার সঠিক সমাধানে যোগ্যতাসম্পন্ন মুফতি হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

5. Zvdwmi wefvM : এটাও দাওয়ারে হাদীস সমাপ্তকারী আলেমদের কুরআনে কারিমের তাফসিরে গভীর জ্ঞানসম্পন্নরূপে গড়ে তোলার একটি গবেষণামূলক কোর্স। এ কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রদের তাফসির শাস্ত্রে পারদর্শী মুফাসসির হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

Rwgqvi Qvî cwkÿY KgmPx

দ্বীন ও সমাজের সকল পরিসরে জামিয়ার সন্তানরা যাতে ভূমিকা রাখতে পারে, সেজন্য রয়েছে নানামুখী আয়োজন। এসব আয়োজনকে বাস্তব রূপদানের জন্য মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় ছাত্র সংসদ। যা রাহমানিয়া ছাত্র কাফেলা নামে পরিচিত। তাদের দক্ষ পরিচালনায় সম্পন্ন হয় নিম্নের আয়োজনসমূহ।

K. Qvî Kv‡djv cvVvMvi : পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে সমকালীন অবস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগতির জন্য তথ্যবহুল বই-পুস্তকসমৃদ্ধ একটি উচুমানের পাঠাগার রয়েছে।

L. e³Zv cwkÿY : ইলম অর্জনের পর তা সুন্দর সাবলীলভাবে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ছাত্র কাফেলা আয়োজন করে প্রতিযোগিতামূলক সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ জলসা।

M. †'qwjKv : পাশ্চাত্যমুখী বিকৃত রুচির কলম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ইসলামি সাহিত্যের নির্মল জ্যোতি বিকিরণের মহান লক্ষ্য নিয়ে ছাত্রদেরকে কলমসৈনিকরূপে গড়ে তোলার জন্য বছরে দু'বার নিয়মিত ৫ টি করে বাংলা ও আরবি দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

Rwgqvi †mevcKí

1. dZIqv wefvM : ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও বিভিন্ন ধরনের উদ্ভূত জটিল সমস্যার সমাধানে দক্ষ মুফতি সাহেবগণ এ বিভাগ থেকে বিনিময়হীন শ্রম দিয়ে থাকেন।

2. dvivi‡qh wefvM : এ বিভাগ থেকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে শরিয়তের বিধান মোতাবেক সুষ্ঠু বণ্টনের রূপরেখা প্রদান করা হয়।

3. 'vIqvZ I ZvewjM : সাধারণ মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত ও তাদেরকে দ্বীন শেখানো এবং নিজের আমলি জিন্দেগী গড়ার লক্ষ্যে ছাত্ররা প্রতি ছুটিতে সময় লাগানোর জন্য বের হয়। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ২৪ ঘন্টা তাবলিগি কর্মসূচী পালন করা হয়। দাওয়াত ও তাবলিগ বিভাগ এ সকল কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়ন করে থাকে।

4. gRwj‡m 'vIqvZj nK : হযরত মাওলানা শাহ আবরাবরুল হক (রহ.) প্রতিষ্ঠিত মজলিসে দাওয়াতুল হকের কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেনারেল শিক্ষিত লোকদেরকে দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং বিদআত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে সহিহ সুন্নাতের প্রচার-প্রসার করা হয়।

5. iPbv I cKvkbv : অধুনা সাহিত্যাঙ্গনগুলো পাশ্চাত্যঘেষা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দখলে। ওদের নৈতিকতা বিবর্জিত সাহিত্য পড়ে যুব সমাজের চরিত্র হচ্ছে কলুষিত। তাই যুব সমাজকে অবক্ষয় থেকে উদ্ধার এবং সকল বাংলাভাষী মানুষের কাছে ইসলামের অমীয় বাণী পৌঁছে দেওয়ার মহান ব্রতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে জামিয়া রাহমানিয়া। বেশ ক'জন সুসাহিত্যিক, ক্ষুরধার কলমনৈকি ছাত্র-শিক্ষকের লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও প্রতিবেদন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সাথে প্রকাশিত হচ্ছে তাদের গবেষণাধর্মী এবং আরবী-উর্দু ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী। জামিয়ার আরেকটি সফল প্রকাশনা মাসিক রাহমানী পয়গাম। ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনকে সংরক্ষণ ও যুগের চাহিদা মেটাতে ম্যাগাজিনটি ইতোমধ্যে দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরব উপস্থিতি জানান দিতে সক্ষম হয়েছে।

6. '¯gvbeZvi †mev : জামিয়ার স্বেচ্ছাসেবী ছাত্র-শিক্ষকগণ লেখাপড়ার পাশাপাশি আর্তমানবতার সেবায় সদা তৎপর। জামিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকার গরীব-দুস্থ ও দুর্যোগকালীন সময়ে দেশের মানুষের সেবায় তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

Rwgqvi wkÿv mdjZv

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করার ফলে অতি অল্পসময়ে এ প্রতিষ্ঠানটির সুনাম-সুখ্যাতি বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। সার্বিক দিক বিবেচনায় এ প্রতিষ্ঠানটি উলামায়ে কেরাম ও

সুধী মহলের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত। অপর দিকে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলির আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমূহে বিভিন্ন মারহালায় [স্তরে] মেধা তালিকায় শীর্ষতম ও সম্মানজনক স্থান অধিকার করে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করে আসছে।

বর্তমানে (২০১৩খৃ.) মুহতামিম হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মাহফুজুল হক এবং শাইখুল হাদীস হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা আশ্রাফ আলী।

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ হিফজুর রহমান মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ১৫০ জন।

16. Avj-RwgqvZj Avnwjqv 'viæj Djg gCbj Bmjvg nvUnvRvix

BwZnvm : উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ কাওমী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম এতদাঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে। ইসলামের প্রচার- প্রসারে দারুল উলুম হাটহাজারীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস অতি দীর্ঘ। তদানীন্তন বৃটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিকতা, তাহযীব- তামাদ্দুনের অবস্থা ছিল মুসলিম মিল্লাতের প্রতিকুলে। ঈমান, আমল, তাওহীদ, রিসালাত, শরীয়ত ও দ্বীন সম্পর্কে অধিকাংশের অজ্ঞতা ছিল সর্বজনবিদিত। মুসলিম সমাজের বৃহদাংশ শিরক, বিদআত, কবর পূজা, বৃক্ষ পূজা ও ঈমানের পরিপন্থী কুসংস্কার, হানাহানী, রাহাজানী তথা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে ছিল নিমজ্জিত। মুসলমানের অধঃপতনের এ চরম যুগ সন্ধিক্ষণে পূর্ব বাংলার বন্দর নগরী চট্টগ্রাম জেলার কয়েকজন খ্যাতনামা উলামায়ে কিরাম ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ হতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁরা এদেশে মুসলমানদেরকে কুরআন হাদীস ও দ্বীন-শরীয়তের সহীহ ইলম শিক্ষাদানের নিমিত্তে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দের অনুকরণে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তদানিন্তন নিখিল ভারতের সর্বজনমান্য আলিমে হক্কানী, যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ, হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র.) এর সুযোগ্য শিষ্য, দারুল উলূম দেওবন্দের কৃতি ছাত্র, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্কীদার প্রচার- প্রসার বাস্তবায়নের সংগ্রামী অগ্রনায়ক, আশেকে কুরআন হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহেদ (র.) (১২৬৮হি./১৮৫০খৃ.-১৩২৮হি./১৯১০খৃ.) বাংলাদেশে দেওবন্দী তরীকার মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুদূর প্রসারি প্রচেষ্টার ফলে এবং হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ (র.) (১২৮৭হি./১৮৭০ খৃ.-১৩৬৮হি./১৯২০খৃ.) ও হযরত মাওলানা সুফী আযীযুর রহমান (র.) (১২৮০হি./১৮৬২খৃ.-১৩৩৯হি./১৯২১খৃ.) এর সক্রিয় সহযোগিতায় এবং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর নির্দেশে হযরত শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ (র.) (১২৮৩হি./১৮৬৫খৃ.-১৩৬১হি./১৯৪৩খৃ.) ১৩১৫ হিজরী সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বপ্রথম তিনি হাটহাজারী থানা সদর হতে তিন কিলোমিটার দূরে চারিয়া গ্রামে স্থানীয় ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দান করতে থাকেন।

অত:পর হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ (র.) ও হযরত মাওলানা সুফী আযীযুর রহমান (র.) এর পরামর্শক্রমে চারিয়া গ্রাম হতে স্থানান্তর করে হাটহাজারী বাজারের ফকির মসজিদের পার্শ্বস্থ মিঠাহাটায় আনুমানিক ১৩১৭ হিজরি মোতাবেক ১৮১৯ ইংরেজি সনের কোন এক সময়ে নবপর্যায়ে মাদরাসা চালু করেন। অনিবার্য কারণ বশত: উক্ত স্থান হতে মাদরাসা স্থানান্তর অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে। এহেন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (র.) হযরত মাওলানা সুফী আযীযুর রহমান (র.) হযরত মাওলানা আবদুল হমিদ (র.)-এ তিন বুযুর্গের সাথে প্রত্যেক চাঁদের ১৩ তরিখ, এই নিয়মে পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ হাবীবুল্লাহ (র.) স্থায়ীভাবে মাদরাসা চালুকরণ ও মুসলমানদের দ্বীনি অবস্থার সংশোধন সম্পর্কে পরামর্শ করতে থাকেন। এ সময় কিছুদিনের জন্য হাটহাজারী বাস স্ট্যান্ডের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ঝাড়ুয়া দীঘির মসজিদের পার্শ্বে মাদরাসার তালীমের কাজ আঞ্জাম দেন।

অত:পর আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে বুযুর্গ চতুষ্ঠয়ের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় সুদীর্ঘ এক বছর পরামর্শের বরকতে স্থানীয় দ্বীনদার দানশীল ব্যক্তিত্ব মরহুম গোলবদন জমাদারের স্ত্রী পূত্রগণের বদান্যতায় মাদরাসর স্থায়ী গৃহনির্মাণের জন্য জায়গার ব্যবস্থা হয় এবং ঐ স্থানে হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ (রহ.) ১৩১৯ হিজরি মোতাবেক ১৯০১ ইংরেজি সনে স্থায়ীভাবে মাদরাসা স্থাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথম দিনই হাটহাজারী থানার বিভিন্ন এলাকার ছাত্র ছাড়াও রাঙ্গুনীয়ার ১ জন ও বার্মার ১ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়। পর্যায়ক্রমে প্রথম ৭ দিনেই ৫০ জন ছাত্র ভর্তি হয়। দেশবরেণ্য বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে গড়া সেদিনের জমাআতে পাঞ্জম পর্যন্ত মাদরাসা আজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম নামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উপমহাদেশের অন্যতম ও বাংলাদেশের প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত।

jÿ¨ I D‡Ïk¨ : ইংরেজরা যখন তাদের শিক্ষা- সভ্যতা এবং খ্রীস্টীয় মতবাদ- এর ব্যাপক প্রচার প্রসার শুরু করলো এবং মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাহামারির মত তার প্রভাব বিস্তার শুরু হয়ে গেল। উপরোক্ত মুসলিম সমাজের মধ্যে পীর পূজা ও মাজার পূজাসহ নানা রকম বিদআত ও জাহেলিয়্যাতের ঈমান বিধ্বংসী কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটলো, তখন মসলমানদের ঈমান, আমল, তাহযীব, তামাদ্দুন, শিক্ষা- সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুভূতি, কুরআন-সুন্নাহর মূল আদর্শ তথা ইসলামী শরীয়তের হিফাযতের চেষ্টায় এবং কুফর ও শিরক, বিদআত ও গুমরাহী উৎখাতের মহান লক্ষ্যে একদল আত্মত্যাগী অগ্রসেনানী তৈরির নিমিত্তে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পূর্ব বাংলার মুসুলম অধ্যুষিত চট্টগ্রাম জেলায় হাটহাজারীর প্রাণকেন্দ্রে গড়ে তোলা হয় বাংলার ক্বাওমী মাদরাসাসূহের জননীরূপে খ্যাত দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলার কয়েকজন দ্বীনে মুহাম্মদীর মশালধারী, উম্মতে মুহাম্মদীর পথপ্রদর্শক, হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) এর হাতে গড়া মর্দে মুজাহিদ শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ (র.) এবং ওলীয়ে কামেল হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুবাদাবাদী (র.) এর খিলাফতপ্রাপ্ত আশেকে কুরআন হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ (র.), মুনাযিরে আযম মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আব্দুল হামীদ (র.) এবং হাদিয়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সুফী আযীযুর রহমান (র.) প্রমুখের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম ও ভোর রাতের আহাজারীর বরকাতেই এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বহুমুখী দ্বীনি খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এই মহামনীষীগণের সামনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (র.) এর

জীবনী ছিল একমাত্র আদর্শ । আল্লাহর উপর মজবুত ঈমান ও বিশ্বাস ছিল তাঁদের চলার পথে একমাত্র পাথেয়। সর্বোপরি তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল নিসবতে নববীর উপর রচিত। তাই তো দারুল উলুম হাটহাজারী থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার আলেম তৈরি হয়ে বিশ্বের আনচে- কানাচে দ্বীনের বহুমুখী কাজে ব্রত রয়েছেন। যে সকল লক্ষ্য- উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের আকাবিরগণ দারুল উলুম হাটহাজারী প্রতিষ্ঠা করেন, তা নিম্নে তুলে ধরা হল।

‘viæj Djg nvUnvRvix cÖwZôvi jÿ¨ I D‡Ïk¨vejx

১. ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ, অর্থাৎ- দাওয়াত ও তাবলীগ, তালীম, তাআল্লুম তথা মুজাহাদা ও জিহাদ ফী ছাবীলিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে মর্দে মুজাহিদ তৈরি করা।

২. এহইয়ায়ে সুন্নাত ও ইমাতাতে বিদআত তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাবতীয় সুন্নাতের প্রচার, প্রসার এবং সকল বিদআত ও রসুমাতকে (কুপ্রথা) মিটিয়ে দেয়া।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর পূর্ণ নীতি ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু এবং তদানুযায়ী পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করা। অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও আকাঈদের বিষয়াবলীর যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কীয় সকল প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া।

৪. এমন একটি কাফেলা সৃষ্টি করা, যাদের ক্ষুরধার লেখনী, আলোময়ী অনলঝরা বক্তব্য ইসলামের সঠিক অনুভূতির পুনর্জাগরণে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের অনুপম আদর্শ তথা ইসলামী তাহযিব- তামাদ্দুন সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সঠিক বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্ব মানবতা খুঁজে পাবে হিদায়াতের সঠিক ও সহজতর পথ।

৫. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হানাফী মাযহাব, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর দৃষ্টিভঙ্গী, হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এর চিন্তাধারা, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.), হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুভী (র.) ও হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি ও উপদেশাবলী, শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমদুল হাসান দেওবন্দী (র.) ও শাইখুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) এর সংগ্রামী জীবন দর্শনকে সামনে রেখে তদানুসারে (দারুল উলুম দেওবন্দের ন্যায়) একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা।

‘viæj Djg nvUnvRvixi gjbxwZ : দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতি, যা উসূলে হাশতেগানা নামে অভিহিত, তাই দারুল উলুম হাটাহাজারীর মূলনীতি হিসেবে গৃহীত। যথা-

১. মাদরাসার শিক্ষক কর্মচারীগণ সর্বদাই সাধ্যানুযায়ী অধিকতর জনসাধারণের মুক্তহস্তের দান সংগ্রহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। এতে অপরকেও উৎসাহিত করবেন। দারুল উলুম হাটহাজারীর হিতাকাংক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীগণও এ কথা সর্বদাই স্মরণ রাখবেন।

২. ছাত্রভর্তি ও ছাত্রদের খাদ্য যোগানের ব্যাপারে মাদরাসার শুভাকাঙক্ষিগণ সব সময় চেষ্টা করবেন।

৩. পরামর্শদাতাগণ সর্বদা মাদরাসার উন্নতি, অগ্রগতি ও স্থায়িত্বের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিবেন এবং মাদরাসার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বাস্তবায়নে সঠিক পরামর্শদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজ মতামতের পরিপন্থী হলেও সম্মতি দেবেন। যদি স্বীয় মতামতের বিপক্ষে হওয়ার দরুন

সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরোধিতা করা হয়, তবে মাদরাসার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। মুহতামিম সাহেব মাদরাসার ভিতরের বা বাইরের পরামর্শদাতাগণের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কোন কারণে সবার পরামর্শ গ্রহণে অপারগ হয়ে মাত্র কয়েকজনের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য হলে মুহতামিম সাহেবের উপর অন্য পরামর্শদাতাগণের অসন্তুষ্ট না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. শিক্ষকমণ্ডলী পরস্পর একতাবদ্ধ থাকা অত্যন্ত জরুরী। একে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন না করা এবং অহঙ্কারবোধ পরিহার করা উচিত। যখন অন্যকে হেয় করা হবে এবং অহঙ্কারবোধ দেখা দেবে, তখন মাদরাসার সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হবে।

৫. ক্লাসের পূর্বনির্ধারিত পাঠ্য তালিকা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষগণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা অতীব জরুরী। যদি তা না করা হয়, তবে মাদরাসার লেখাপড়ার মানের উন্নতি হবে না। বাহ্যিক উন্নতি হলেও ফলপ্রসূ হবে না।

৬. যতক্ষণ পর্যন্ত মাদরাসার কোন স্থায়ী আয়ের উৎস না থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে চলবে। যদি মাদরাসার স্থায়ী আয় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ দোকান, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, কারখানা, ব্যবসা ও কোন ব্যক্তি বিশেষের নিয়মিত দানের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে করে অদৃশ্য সাহায্য স্থগিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এবং কর্মকর্তাদের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। মোটকথা আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে বাহ্যিক সহায়-সম্বলের প্রতি একরকম অনাসক্তভাব থাকতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে হবে।

৭. উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের প্রভাব দেখানো মাদরাসার জন্য ক্ষতির কারণ বলে গণ্য হবে।

৮. শর্তহীন দানই হচ্ছে এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও টিকে থাকার প্রধান সহায়।

cwiwPwZ : আল- জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী (হাটহাজারী মাদরাসা) উপ- মহাদেশের অন্যতম বৃহৎ ও সুবিখ্যাত একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার প্রাণকেন্দ্র অবস্থিত। জামিয়ার আয়তন ৪.৪৩ একর বা ১৭,৯২৭ বর্গ মিটার। জামিয়ার বর্তমানে ৮০ জন দেশবরেণ্য সুদক্ষ শিক্ষক এবং কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে প্রায় ৭ সহস্রাধিক ছাত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে আসছে। শুধুমাত্র দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) ক্লাসে ২,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করছে। তাছাড়া প্রায় ৩,৭০০ জন গরীব মেধাবী ছাত্রকে বিনামূল্যে ও অর্ধমূল্যে লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে ফ্রি খোরাকী দেওয়া হচ্ছে। দারুল উলুম হাটহাজারীর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং ক্যাম্পাসে ছাত্র- শিক্ষকদের জন্য প্রচলিত রাজনৈতিক চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ক্যাম্পাসে সবসময় শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে। ছাত্রদের জন্য লেখাপড়ার পরিবেশ ও শান্তিপূর্ণ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করার জন্য জামিয়া কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিক কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করে থাকেন।

দারুল উলুম হাটহাজারীর শিক্ষা বিভাগে শিশু শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত নিম্নোক্ত বিভাগসমূহে শিক্ষাদান করা হয়। যথা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ- মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, বিশেষত: তাফসীর বিভাগ, হাদীস বিভাগ, ফিকহ্ তথা ইসলামী আইন ও গবেষণা বিভাগ, তাজবীদ ও ক্বিরাত বিভাগ, আরবি সাহিত্য বিভাগ এবং বাংলা সাহিত্য ও গবেষণা বিভাগ অন্যতম। এছাড়াও দর্শন বিষয়সহ হিফয-কুরআন

বিভাগের ব্যবস্থা রয়েছে। কুরআন-হাদীসও ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসার, ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, শিরক-বিদআত তথা ধর্মীয় বহুমুখী কুসংস্কার পরিত্যাগ করার জন্য জনসাধারণের মাঝে সঠিক জ্ঞানের বিস্তারেও দারুল উলুম হাটহাজারীর বহুমুখী ভূমিকা রয়েছে। সাধারণ ও শিক্ষিত জনসাধারণের মাঝে সঠিক ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ও ধর্মীয় জ্ঞানও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পৌঁছানোর জন্য দারুল উলুম হাটহাজারীর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাসিক মুঈনুল ইসলাম নামে একটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ওয়াজ-মাহফিল, বক্তৃতা- বিবৃতি এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটিং-প্রতিবাদের মাধ্যমেও দারুল উলুম হাটহাজারীর একদল উলামায়ে কেরাম ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ- সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।[৮৮]

nv'xm wkÿv'vb : দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয় ১৯০৮ সালে (১৩২৬ হি.)। এ হিসেবে এটিই বাংলাদেশের প্রথম দাওরায়ে হাদীসসম্পন্ন মাদরাসা। এ মাদরাসার প্রথম শায়খুল হাদীস ছিলেন মাওলনা সায়ীদ আহমদ (১৩০০হি./১৮৮২ খৃ.-১৩৭৫হ./১৯৫৫ খৃ.) তিনি ১৯০৮-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এ মাদরাসায় অসাধারন দক্ষতার সাথে হাদীস শিক্ষাদান করেন। অতঃপর মাওলানা ইব্রাহীম বলিয়াবী (১৩০৪হি./১৮৮৬ খৃ.-১৩৮৭হ./১৯৬৭ খৃ.) ১৯৪৪-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত, মাওলনা ইয়াকুব (১৩১৫হি./১৮৯৭ খৃ.-১৩৭৭হ./১৯৫৮ খৃ.) ১৯৪৪-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ও মাওলানা আবদুল কাইয়ুম (১৩২৯হি./১৯১১ খৃ.-১৪০১হ./১৯৮১ খৃ.) ১৯৫৮-১৯৮১ সাল পর্যন্ত এ মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮২-২০০০ সাল পর্যন্ত এখানে শায়খুল হাদীস পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি নিবাসী মাওলানা আবদুল আযীয (জন্মঃ ১৯০৯ খৃ,)।[৮৯]

উল্লিখিত শায়খুল হাদীসগণ ছাড়া মাওলানা আযীযুর রহমান, মাওলানা নযীর আহমদ আনওয়ারী (১৩৩২হি./১৯১৩ খৃ.-১৩৯৩হ./১৯৭৩ খৃ.), মাওলানা ফয়যুল্লাহ (১৩১০হি./১৮৯২ খৃ.-১৩৯৭হ./১৯৭৬ খৃ.), মাওলানা মুহাম্মদ আলী (মৃ. ১৪০৪হি./১৯৮৩ খৃ.) ও মাওলানা আবুল হাসান (১৩৩৮হি./১৯১৮ খৃ.- ১৪১২হ./১৯৯২ খৃ.) এর মত খ্যাতনামা মুহাদ্দিস এ মাদরাসায় হাদীস শিক্ষাদান করেন। যুগ যুগ ধরে এ মাদরাসা থেকে বের হয়ে আসছে, বহু আলিম, মুহাদ্দিস ও ইসলামি চিন্তাবিদ। বাংলাদেশের অন্যান্য সকল মাদরাসা থেকে এ মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৯৫-১৯৯৮ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এখানকার দাওরায়ে হাদীসের বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৭৩০ জন। হাদীস শিক্ষার ইতিহাসে এ মাদরাসার অবদান শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪খৃ. মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম প্রত্র পাঠদান করেন। ২০১২-১৩ খৃ. মাওলানা হারুন ও ২০১৪ সালে মাওলানা কবির আহমদ মিশকাতুল মাসাবীহ ২য় প্রত্র পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৯০০ জন।

gnZwgg wn‡m‡e 'wqZ cvjb : মাওলানা হাবীবুল্লাহ ১৯০১-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত, মাওলানা আবদুল ওহহাব ১৯৪৩-১৯৮১ সাল পর্যন্ত, মাওলানা হামেদ ১৯৮১-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত মুহতামিম হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৭ সাল থেকে অদ্যাবধি মুহতামিম হিসেবে কর্মরত রয়েছেন রাঙ্গুনিয়া নিবাসী মাওলানা আহমদ শফী (জন্ম : ১৯২৯ খৃ.)।[৯০]

---

[৮৮]. http:// www. darululum-hathazari.com

[৮৯]. হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, দারুল উলুম হাটহাজারী ও ইলমে হাদীস, gwmK gCbj Bmjvg, (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ : দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী), সংখ্যা এপ্রিল-১৯৯৫পৃ. ১১

[৯০]. অফিস রেকর্ড, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে সবার প্রাণপ্রিয় "বড় মৌলভী সাহেব" নামে খ্যাত, বানীয়ে দারুল উলূম হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল- জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী আজ শত বর্ষ অতিক্রম করে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে প্রতিষ্ঠাতা মুরুব্বীগণের মহান লক্ষ্য- উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নে নিরলস সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম- হাটহাজারীকে কেন্দ্র করে এ দেশে হাজার হাজার দ্বীনি মাদরাসা, মক্তব, খানকা, মাসজিদ, ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন- হাদীস তথা ইলমে ওয়াহীর অসাধারণ প্রচার প্রসার হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে এ প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার উলামায়ে কিরাম তৈরী হয়ে দেশ- বিদেশের আনাচে-কানাচে দ্বীনের বিভিন্ন পর্যায়ের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

১৭.AvRxwRqv AvbIqviæj ÔDjg, w‘bvRci

দিনাজপুর শহরের বাংলাহিলিতে এ মাদরাসা অবস্থিত। নোয়াখালী নিবাসী মাওলানা ছাদেক আহমদ ১৯৬০ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পর এখানে মিশকাত শ্রেণি পর্যন্ত চালু করা হয়। কিন্তু অর্থাভাব ও অন্যান্য প্রতিকুলতায় মাদরাসার শিক্ষাকার্যে নানারূপ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এতদসত্বেও শিক্ষকগণের অপরসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার বদৌলতে মাদরাসার কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। অবশেষে মাদরাসা ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে যায় এবং ১৯৯৪ সালে (১৪১৫হি.) এতে দাওরায়ে হাদীস চালু করা সম্ভব হয়। তবে দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রসংখ্যা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৯৪ সাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৮ খৃ.) এ মাদরাসায় সাধারনত ১০/১৫ জন ছাত্র প্রতি বৎসর দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়ন করেন। বর্তমানে (২০১৩ খৃ.) এখানে মুহতামিম পদে কর্মরত রয়েছেন চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি নিবাসী মাওলানা হারুন চৌধুরী এবং শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বাংলাহিলি নিবাসী মাওলানা আবদুল ওহ্হাব।[৯১]

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ মুহিউদ্দিন ও শায়েখ বুরহান উদ্দিন মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম পত্র ও ২য় পত্র পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ২৫ জন।

18.Avj-RvwgÔAv, Avj-Avivweqv ‘viæj †n‘vqv, †cvikv, bIMv

নওগাঁ জিলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল পোরশা থানায় এ মাদরাসা অবস্থিত। স্থানীয় ধর্মানুরাগী জমিদার মুহাম্মাদ কাসেম শাহ ও এয়ার মুহাম্মদ শাহ ১৯৪৬ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রামের বিখ্যাত হাটহাজারী মাদরাসা কর্তৃপক্ষ নওগাঁ তথা উত্তরবঙ্গে কুরআন হাদীস শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এই মাদরাসার উন্নতি সাধনে তৎপর হন। তাদের নির্দেশনা ও সহযোগীতার বদৌলতে এই মাদরাসায় ১৯৬০ সালে দাওরায়ে হাদীস চালু করা সম্ভব হয়। এই মাদরাসার অধিকাংশ শিক্ষক চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র। পোরশা তথা রাজশাহী ও নওগাঁ জিলায় এত বড় কাওমী মাদরাসা আর একটিও নাই। পোরশা নিবাসী মাওলানা শরীফ উদ্দীন (জন্ম : ১৯৪৪ খৃ.) এখানকার প্রথম শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন। বর্তমানে (২০১৩খৃ.) মাওলানা শরীফ উদ্দীন এই মাদরাসার মুহতামিম এবং পোরশা নিবাসী মাওলানা রিজাউল করিম শাহ (জন্ম : ১৯৩৬ খৃ.) শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত।[৯২]

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ আব্দুল্লাহ শাহ মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৪০ জন।

---

[৯১]. অফিস রেকর্ড, আজীজিয়া আনওয়ারুল 'উলূম, দিনাজপুর

[৯২]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

19.Avj-RwgÔAv Avj-Avkiwdqv, cvebv

পাবনা শহরের লস্করপুরে এই মাদরাসা অবস্থিত। মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের (১৩১৩হি./১৮৯৫ খৃ.-১৪০৭হি./১৯৮৬ খৃ.) বিশিষ্ট ছাত্র ও খলীফা ঢাকার মানিকগঞ্জ নিবাসী মাওলানা আহমদ হোসাইন কাসেমী (জন্ম : ১৯৩৩ খৃ.) স্বীয় পীরের নির্দেশনায় ১৯৬৮ সালে (১৩৮৮ হি.) এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এতে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। ১৯৯৮ সালে এই মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮ জন। ঢাকার মানিকগঞ্জ নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ নে'মত উল্লাহ (জন্ম :১৯৪৬ খৃ.) ১৯৭০ সাল থেকে অদ্যাবধি (১৯৯৯ খৃ.) এই মাদরাসায় মুহতামিম পদে কর্মরত। মাদরাসার শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন উল্লেখিত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহমদ হোসাইন কাসেমী।[৯৩]

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ শামসুদ্দীন কাসেমী মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ২৫ জন।

20.Avj-RwgÔAv Avj-Avkiwdqv ingZzjøvn, bvivqYMÄ

নারায়ণগঞ্জ শহরের আমলাপাড়ায় এই মাদরাসা অবস্থিত। কুমিল্লা জিলার লাকসাম নিবাসী মাওলানা হোসাইন আহমদ (জন্ম : ১৯৩০ খৃ.) ১৯৭৫ সালে (১৩৯৫হি.) এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতা নিজেই মুহতামিম পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এই মাদরাসার উন্নতি বিধানে তৎপর হন। তার ঐকান্তিক নিষ্ঠার বদৌলতে এখানে ১৯৮৭ সালে (১৪০৮ হি.) দাওরায়ে হাদীস চালু করা সম্ভব হয়। সিলেট নিবাসী মাওলানা কুতুব উদ্দীন, কুমিল্লার সোনাকান্দা নিবাসী মাওলাানা সিরাজুল ইসলাম, কুমিল্লাহ বরুড়া নিবাসী মাওলানা আবদুল কাদির প্রমুখ মুহাদ্দিস এখানে হাদীস শিক্ষা দান করেন। বিগত চার বছরে (১৯৯৫-১৯৯৮ খৃ.) এই মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসের বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬ জন। মাওলনা হোসাইন আহমদ অদ্যাবধি (১৯৯৯ খৃ.) এখানকার মুহতামিম পদে কর্মরত রয়েছেন এবং ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি এখানে শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন কুমিল্লার বরুড়া নিবাসী মাওলানা নুরুল আমীন।[৯৪]

21.RwgÔAv ÔAviweqv Kwmgj ÔDjg, Kwgjøv

এ মাদরাসা আদি নাম জামি'আ মিল্লিয়া। কুমিল্লা শহরের লাকসাম সড়কের পাশে এ মাদরাসা অবস্থিত। মাদরাসাটির সঠিক প্রতিষ্ঠা সন জানা যায়নি। তবে মাদরাসার ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা ধারনা করতে পারি, ১৯২১-১৯৩০ সালের মধ্যে এ মাদরাসা স্থাপিত হয়। ১৯৩১-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সময়ে পর্যায়ক্রমে মাওলানা আতহার আলী (১৩০৯হি./১৮৯১ খৃ.-১৩৯৬হি./১৯৭৬ খৃ.), মাওলানা তাজুল ইসলাম (১৩১৫হি./১৮৯৭ খৃ.-১৩৮৭হ./১৯৬৭ খৃ.) ও মাওলানা আলাউদ্দীন আজহারী এ মাদরাসার মুহতামিম পদে কর্মরত ছিলেন। দেশের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও নানা প্রতিকুলতার দরুন ১৯৩৯-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এ মাদরাসার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৪৪ সালে কুমিল্লার বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মুহাম্মদ জাফর এ মাদরাসাটি পুনঃ চালু করার উদ্যোগ নেন। তিনি স্থানীয় ধর্মানুরাগী আলী আফজল খান, তারু মিয়া ও এডভোকেট আনোয়ারুল্লাহ'র সহায়তায় সৈয়দ বাড়ীর জামে মসজিদ সংলগ্ন জায়গায় নতুন ঘর নির্মাণ করে মাদরাসাটি চালু করেন।

---

[৯৩]. অফিস রেকর্ড, আল-জামি'আ আল-আশরাফিয়া, পাবনা

[৯৪]. অফিস রেকর্ড, আল-জামি'আ আল-আশরাফিয়া রহমতুল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ

১৯৫১ সালে লাকসাম রোডের পাশে নতুন ভবন নির্মাণ করে এ মাদরাসা স্থানান্তরিত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় কাসেমুল ‘উলুম মাদরাসা। এভাবে এ মাদরসা পূর্ণ উদ্যমে নবযাত্রা শুরু করে। এখানে ১৯৯৫ সালে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয় এবং মাদরাসার পুনঃ নামরকণ করা হয় জামি’আ ‘আরাবিয়্যা কাসেমুল ‘উলূম। কুমিল্লা শহরের রানীর বাজারস্থ অপর কাওমী মাদরাসা জামি’আ রশীদিয়া আজীজুল ‘উলূম মাদরাসায় অদ্যাবধি দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়নি। ১৯৮৯ সাল থেকে অদ্যাবধি (২০১৩ খৃ.) এখানে মুহতামিম পদে কর্মরত রয়েছেন কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা আবদুর রাজ্জাক (জন্ম : ১৯৩৫ খৃ.) এবং ১৯৮৫ সাল থেকে অদ্যাবধি শায়খুল হাদীস পদে কর্মরত রয়েছেন কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা আশরাফ উদ্দীন (জন্ম : ১৩৪১হি./১৯২২ খৃ.)।[৯৫]

22.RwgÔAv kiÔBqv, gwjevM, XvKv

মাওলানা আইয়ুব সাবেরী ও আলহাজ্ব আনোয়ার আলীসহ এলাকার কতিপয় ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৭৭ সালে ঢাকা শহরের মালিবাগ বাজারের নিকট এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এ মাদরাসার নাম ছিল জামি‘আ কুরআনিয়া মালিবাগ। পরবর্তীতে এ মাদরাসা জামি‘আ শর‘ইয়া মালিবাগ নাম ধারণ করে। এতে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয় ১৯৮২ সালে।[৯৬] বর্তমানে (২০১৩ খৃ.) এখানে অস্থায়ী মুহতামিম পদে কর্মরত আছেন মাওলানা আনোয়ারশাহ এবং শায়খুল হাদীস পদে (অস্থায়ী) কর্মরত আছেন মাওলানা জাফর আহমদ।[৯৭]

এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪ খৃ. শায়েখ আবু সাবের আব্দুল্লাহ মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৫০ জন।

23. ‘viæj ÔDjg ‘viæj nv‘xm gv‘ivmv, KvbvBNvU, wm‡jU

এ মাদরাসা সিলেটের কানাইঘাট থানা সদরস্থ বড় বাজারের নিকটে সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। কানাইঘাট থানাধীন বিষ্ণুপুর নিবাসী বিজ্ঞ আলিম মাওলানা মনছুর বিষ্ণুপুরী (মৃ.আনুঃ ১৩৫৩হি./১৯৩৪ খৃ.) ১৯০৪ সালে এ মাদরাসার গোড়াপত্তন করেন। মাদরাসাটি তখন তার বাড়ীর আঙ্গিনায় কাছারিঘরে পরিচালিত হত। এ সময় মাদরাসার নাম ছিল কানাইঘাট মনছুরিয়া মাদরাসা। ১৯১৭ সালে এ মাদরাসা অস্থায়ীভাবে কানাইঘাট বাজারে স্থানান্তরিত করে এর নামকরণ করা হয় কানাইঘাট মাদরাসা। ১৯৩৮ সালে এ মাদরাসা পুনরায় বর্তমান বিশালায়তনের স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এতে ক্রমে উচ্চশ্রেণি চালু করা হয়। অল্প সময়ে মাদরাসাটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করে। মাওলানা মনছুর বিষ্ণুপুরী আমৃত্যু এ মাদরাসার মুহতামিম পদে কর্মরত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর এখানে মুহতামিম ও শায়খুল হাদীছ হিসেবে যোগদান করেন কানাইঘাটের আরেক বিখ্যাত আলিম আল্লামা মুহাম্মদ মুশাহিদ (১৩২৭হি./১৯০৯ খৃ.-১৩৯০হ./১৯৭০ খৃ.)। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৫৩ সালে এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু হয়। এরপর এ মাদরাসার নামকরণ করা হয় ‘উলুম দারুল হাদীস মাদরাসা।

মাদরাসার শায়খুল হাদীস আল্লামা মুশাহিদের কারণে এখানকার দাওরায়ে হাদীস বিভাগ খুবই সমাদৃত ছিল বিধায় এখানে অধ্যয়ন করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে বহু ছাত্র আগমন করে। ষাট, সত্তর ও আশির দশকে এ

---

[৯৫]. হারুনুনর রশীদ : জামি’আ ’আরাবিয়া কাসিমুল ‘উলূম, কুমিল্লা, প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি, রাহবার, মাদরাসা স্মরণিকা’১৯৯৬, পৃ. ৮-৯

[৯৬]. কাজী মুতাসিম বিল্লাহ : জামিয়া পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ.৩

[৯৭]. অফিস রেকর্ড, জামি‘আ শর‘ইয়া, মালিবাগ, ঢাকা

মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ষাটের অধিক। বর্তমানে এ সংখ্যা কমেছে। জানা যায়, প্রতি বছর গড়ে ৪০ জন করে দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়ন করে। সুতরাং অনুমিত হয় যে ১৯৫৩-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সময়ে এ মাদরাসা থেকে অন্ততঃ ২৭০০ জন শিক্ষার্থী দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়ন করে বের হয়েছে। আল্লামা মুহাম্মদ মুশাহিদ- এর মৃত্যুর পর এ মাদরাসার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন তারই অনুজ তৎকালীন নায়েবে মুহতামিম হিসেবে কর্মরত মাওলানা মুজাম্মিল হক (১৩৩২হি./১৯১৩ খৃ.-১৩৯৩হ./১৯৭৩ খৃ.)। তাঁর মৃত্যুর পর এ মাদরাসার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মাওলানা শাহরুল্লাহ (১৩৩৬হি./১৯১৭ খৃ.-১৪০৮হ./১৯৮৭ খৃ.) তিনি অদ্যাবধি (১৯৯৯ খৃ.) এ পদে কর্মরত। উচ্চ দালান নির্মাণ ও প্রচার-প্রকাশনার দিকে এ মাদরাসার আগ্রহ নেই বরং নিরবে কুরআন হাদীস পঠন-পাঠনই এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মাদরাসা বাংলাদেশের প্রাচীনতম মাদরাসাগুলির অন্যতম।[৯৮]

24. ‘viæj gvÔAwid Avj-Bmjvwgqv, PÆMvg

এ মাদরাসা চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও থানাধীন বহর্দ্দারহাটের নিকটে হাজিপুরে অবস্থিত। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত আলিম বিশিষ্ট আরবীবিদ ও লেখক মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক (জন্ম: ১৯৩৯ খৃ.) ১৯৮৫ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্য ছিল- কাওমী ধারার প্রচলিত রীতি মাফিক নয় বরং যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ধারার উচ্চমানসম্পন্ন কওমী মাদরাসা গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাতা নিজেই মুহতামিম পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নানাবিধ কর্মসূচী হাতে নেন এবং ক্রমে এ মাদরাসাকে সর্বদিক দিয়ে মানসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলেন। এতে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয় ১৯৯১ সালে। এখানকার দাওরায়ে হাদীসে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৪০জন। হাদীস শিক্ষার পাশাপাশি আরবি-ভাষা সাহিত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, পাঠদান পদ্ধতিতে নতুনত্ব ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে কর্মতৎপরতা এ মাদরাসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মাদরাসা থেকে 'আল-হক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।[৯৯]
এখানে উল্লেখ্য যে অত্র মাদরাসায় ২০১২-১৪খৃ. মাওলানা আবু তাহের মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম প্রত্র পাঠদান করেন এবং মাওলানা আফিফ ফোরকান মিশকাতুল মাসাবীহ ২য় প্রত্র পাঠদান করেন। বিগত তিন বছরে মিশকাত শ্রেণিতে বার্ষিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৬৩ জন।

25. gv‘ivmv GkvÔAvZj Bmjvg Avm-mvjwdqvn, ivRkvnx

রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র রাণীবাজারে এ মাদরাসা অবস্থিত। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী শেখ আবদুল হামীদ ও মুহাম্মদ যায়িদুর রহমান যৌথভাবে হাজী ফালাহুদ্দীন ও বেগম হালিমা মঞ্জুরের আর্থিক সাহায্যে ১৯৭৬ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। একসময় এখানকার দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আর্থিক সংকট ও ছাত্রাভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এতে মিশকাত শ্রেণি পর্যন্ত চালু রয়েছে। তবে ছাত্রসংখ্যা খুবই কম। ১৯৯৮ সালে এখানে মিশকাত শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৫ জন। রাজশাহী জিলার চারঘাট নিবাসী মাওলানা আলাউদ্দীন আস-সালাফী ১৯৯৬ সাল থেকে এখানে মুহতামিম পদে কর্মরত রয়েছেন। উল্লেখ্য রাজশাহী শহরে অদ্যাবধি (১৯৯৯ খৃ.) দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন কওমী মাদরাসা একটিও নেই।[১০০]

---

[৯৮]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১; মুহাম্মাদ শামসুদ্দিন :এক নজরে কানাইঘাট, সিলেট, ১৯৮৭, পৃ. ৭২
[৯৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
[১০০]. অফিস রেকর্ড, মাদরাসা এশা'আতুল ইসলাম আস-সালাফিয়াহ, রাজশাহী

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡”Q‘ : wekwe‘¨vjqmgn

1. XvKv wekwe‘¨vjq

এই উপমহাদেশের সর্ব প্রথম শিক্ষাপ্রদ (Teaching) ও আবাসিক (Residential) বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় হল এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। খৃ. ১৯২১ সনে এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯০-৯১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ তম বার্ষিক বিবরণীতে ছাত্র সংখ্যা দেখা যায় ২৪,২৭৯ [তন্মধ্যে ছাত্রী ৫,৯৪০] এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১১৫৮।

মূলত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে ১৯০৫ খৃ. ইংরেজ গভর্নমেন্ট পূর্ববংগ ও আসামকে একত্র করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে, রাজধানী স্থাপিত হয় ঢাকায়। এতে মুসলিম স্বার্থও জড়িত ছিল, কারণ এই নতুন প্রদেশে মুসলিমদের কার্যকর সংখ্যা (Offective majority) নিশ্চিত হল। অবহেলিত পূর্ববংগের দুঃস্থ মুসলিমগণ এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাল, আর হিন্দু সম্প্রদায় বংগ ভংগ রদের এক প্রবল সর্ব ভারতীয় আন্দোলন গড়ে তুলল। ফলে ১৯১১ খৃ. বংগ-ভংগ রদ ঘোষিত হল। এতে পূর্ববংগের সুসলিমগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। কারণ ১৯০৫-১১ সালের মধ্যবতী স্বল্প মেয়াদের মধ্যে মুসলিম- স্বার্থ সংরক্ষণ, বিশেষত মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তার ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দৃষ্ট হয়। বংগ- ভংগ রদ ঘোষণা এই অগ্রগতিকে ব্যাহত করল। মুসলিম নেতৃতের দাবী অনুযায়ী মুসলিম স্বর্থের আংশিক ক্ষতিপূরণস্বরূপ রটিশ সরকার ঢাকায় একটি আবাসিক ও শিক্ষাপ্রদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল ১৯১২ খৃ.। বলা হলঃ (১) একজন ইউরোপীয় অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে কলা অনুষদের আওতায় আরবি-ইসলামিয়াত বিভাগ (Deptt. of Arabic & Islamic Studies) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হবে এবং যদিও প্রধানত মুসলিম-স্বার্থ রক্ষার্থে ঢাকা বি.বি.-র পত্তন হবে, তথাপি (২) সকল জাতের ছাত্রদের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত থাকবে।

ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতৃবৃন্দ বড় লাটের দরবারে দেন-দরবার করল। তাঁরা বলল (১) পূর্ববংগের কৃষক-শ্রমিকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই (২) উৎকৃষ্ট ঢাকা কলেজটি ধ্বংস করে একটি নিকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি অযৌক্তিক এবং (৩) ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন internal partition বিশেষ ইত্যাদি। কিন্তু বড়লাট সংকল্পে অটল রইলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ হ্রাসের জন্যও আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন জরুরী হয়ে পড়েছিল। অন্যপক্ষে একটি Tearching বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সময়ের চাহিদা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শুরু হবার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ বিলম্বিত হল। যুদ্ধ অবসনের পর অর্থাভাবের কারণেও বিলম্ব হয়। অবশেষে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়।

পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের সচিবালয়ের জন্য নির্মিত (পরবর্তী সময়ে ঢাকা মেডিক্যোল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ব্যবহৃত) দ্বিতল ভবনটির নিম্ন তলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর বিভিন্ন অনুষদের অধ্যাপনা শুরু হল। দ্বিতল স্থাপিত হল মুসলিম হল (Hall) অর্থাৎ ছাত্রাবাস, নিম্নতলের একাংশে ছিল মুসলিম হলের ডাইনিং হল [হিন্দু ছাত্রদের জন্য ঢাকা হল প্রতিষ্ঠিত হল। বাস্তবে উভয় হল হিন্দু ছাত্রদের দখলে গেল। পরবর্তী সময়ে Salimullah Muslim Hall নামে স্বতন্ত্র মুসলিম ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য মুসলিম-স্বার্থ সংরক্ষণের ‘উদ্দেশ্যে স্থাপিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিকে হিন্দু শিক্ষক এবং হিন্দু ছাত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমগণের অনগ্রসরতা। সর্ব-ভারতীয় পরি-মণ্ডলেও যোগতাসম্পন্ন মুসলিম শিক্ষক পাওয়া গেল খুবই কম ।

ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসানিক কর্তৃত্বের হিন্দুদের প্রাবল্য রইল। সে যাই হউক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব বংগের সুসলিম সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানগণ অল্প খরচে কাছাকাছি স্থানে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করল টিচিং বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষাসৌকর্য এবং আবাসিক সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সংঘবদ্ধ জীবন (corporate life) তাদেরকে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠন ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করল। সুতরাং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্য হতে নতুন প্রজন্মের এক সারি মুসলিম নেতার উদ্ভব হল, যারা কালে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত মুসলিম পুনর্জাগরণে তাঁদের নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হলেন [হিন্দু ও অপরাপর জাতের ছাত্রদের জীবনের উপরও অনুরূপ শুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল এই শিক্ষাপ্রদ আবাসিক বি.বি.]। উল্লেখ্য প্রতিটি আবাসিক হলে গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্রীড়াকক্ষ, বাগান ও নির্দিষ্ট খেলার মাঠ। তদুপরি মুসলিম হলে ছিল একটি মসজিদ এবং এর ইমাম।

সুযোগ্য প্রভোস্ট (মুসলিম হলের সর্বপ্রথম প্রভোস্ট ছিলেন স্যার এ.এফ. রহমান) এবং পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে পরিচালিত এই হল টিউটরগণের তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত হত হল-ইউনিয়ন-পরিষদ, যার সভাপতি হতেন পদাধিকারে স্বয়ং প্রভোস্ট। বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক, বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্বন্ধে বিশেষত আবাসিক ছাত্রগণকে নিজেদের দৃষ্টিভংগির স্বচ্ছতা অর্জনে সহায়তা করত। অনাবাসিক ছাত্রগণ কোন না কোন হলের সহিত সংশ্লিষ্ট (attached) থাকতে বাধ্য ছিল। অধ্যাপকগণের ক্ষেত্রেও ছিল একই নিয়ম। কয়েকজন প্রখ্যাত হিন্দু অধ্যাপকও স্বেচ্ছায় মুসলিম হলের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন।

অধ্যাপকগণ হল ইউনিয়নের ও বি.বি.-র কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের কর্মতৎপরতায় সানন্দে অংশ গ্রহণ ও নির্বাচন পরিচালনা করতেন। সুবিশাল কলিকাতা বি. বি.-র পক্ষে ছাত্রগণকে সংঘবদ্ধ শিক্ষা জীবনের সুযোগ দান সম্ভব ছিল না। কলকাতা বি. বি.-র পরিবেশও মুসলিম ছাত্রদের অনুকুল ছিল না। অধিভুক্ত কলেজ ও স্কুলসমুহের পরিচালনা ক্ষেত্রেও মুসলিম প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য। মুসলিম ও ইসলামী শিক্ষাক্ষেত্রে ঢাকা বি. বি.-র অন্যতম এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখল পূর্বোক্ত আরবীও ইসলামিক স্টাডীজ-এর সংযুক্ত (অধুনা বিযুক্ত) ডিপার্টমেন্ট।

পূর্বোক্ত পুনর্গঠিত মাদরাসা স্কীমের ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলি ছিল এই ডিপার্টমেন্টের পোষক (feeder)। জুনিয়ার মাদরাসা, হাই মাদরাসা, ইসলামিক ইন্টার- কলেজও বি.বি.-র ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ মিলে একটি সমন্বিত (Integroia) সিস্টেম (সাধারণ্যে কথিত নিউ স্কীম মাদরাসা) এর পত্তন ঘটল, যা ছিল অভূতপুর্ব এবং যাতে নিউ স্কীম মাদরাসার ছাত্রগণ বি.বি.- বি.এ, এম.এ ইত্যাদি ডিগ্রী-ডিপ্লোমা লাভের সুযোগ পেল এবং তাঁদের ডিগ্রী কলা অনুষদের ছাত্রদের ডিগ্রীর সমকক্ষরূপে গণ্য হওয়াতে তাঁরা বি. সি. এস. আই. সি. এস. ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হলেন। এই ডিপার্টমেন্টের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ (Head) পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন শামসু'ল-'উলামা' আবু নাসর মুহাম্মাদ ওয়াহীদ তদানীন্তন ঢাকা সরকারী মাদরাসার সুপারিন্টেনডেন্ট এবং নিউ স্কীম মাদরাসার পরিকল্পনা রচয়িতা। বংগ-ভংগ রদের ক্ষতিপূরণ এবং পূর্ববংগের মুসলিমগণের স্বার্থ রক্ষণের ঘোষিত তাগিদে স্থাপিত ঢাকা বি.বি.পূর্ব বংগের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রভূত্ত উপকার সাধন করেছিল।[১০১]

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বিশ্ববিদ্যায়ে কলা অনুষদের অধীনে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হলে ও তদানিন্তন ভারতে যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার কোনটিতে আরবি ও

[১০১]. আহমদ হোসাইন, ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯২, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৬

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ছিল না। এ বিভাগে বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা নায়েবে হাসান (মৃ. ১৩৪২হি./১৯২৩ খৃ.) ১৯২১ সাল থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী (১২৮৩হি./১৮৬৬ খৃ.-১৩৫৭হ./১৯৩৮ খৃ.) ১৯৩৩-১৯৩৮ সাল পর্যন্ত, মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী (১৩১০হি./১৮৯২ খৃ.-১৩৯৪হ./১৯৭৪ খৃ.) ১৯৪০-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত, মাওলানা শায়খ আবদুর রহীম (১৩২২হি./১৯০৪ খৃ.-১৩৯৩হ./১৯৭৩ খৃ.) ১৯৪৩-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এবং মাওলানা বিলায়ত হোসাইন (১৩০৫হি./১৮৮৭ খৃ.-১৪০৫হ./১৯৮৪ খৃ.) ১৯৪৮-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত হাদীস শিক্ষাদান করেন। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ একত্রে সংযুক্ত ছিল। ১৯৮০ সালের ৭ জুলাই আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়।

2. ivRkvnx wekwe`¨vjq

রাজশাহী শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর বাংলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে গঠিত Calcutta University Commission (যা স্যাডলার কমিশন নামেও পরিচিত) রাজশাহী শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। কিন্তু স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ তখন বাস্তবায়িত হয় নি, তবে বাংলা সরকারের নির্দেশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার অধিভুক্ত রাজশাহী কলেজে বেশ কয়েকটি বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করার অনুমতি দেয়।

১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন এবং স্বাস্থমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহারকে রাজশাহী কলেজের ছাত্র সংসদ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঐ অনুষ্ঠানের পর রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বিবেচনা করে নূরুল আমিন সরকার ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ববাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন করেন। ১৯৫৩ সালের ৩১ মার্চ বিলটি The Rajshahi University Act, 1৯৫৩ (The East Bengal Act XV of ১৯৫২) নামে ব্যবস্থাপক পরিষদে পাশ হয়। ৬ জুন গভর্ণর এই বিলে সম্মতি দেন। ১৬ জুন ১৯৫৩ তারিখে অ্যাক্টটি ঢাকা গেজেট এক্সট্রা অর্ডিনারিতে প্রকাশিত হয়। ৬ জুলাই রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর ইতরাৎ হোসেন জুবেরীকে প্রতিষ্ঠাতা উপচার্য নিযুক্ত করা হয়। ঐদিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ডক্টর জুবেরী এবং মাদার বখ্শ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেন।

বর্তমানে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় অঞ্চলের ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি কলেজসমূহ এবং বৃত্তি ও কারিগরি কলেজগুলির Appliation দেওয়া এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাই ছিল অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য। পূর্ববাংলার গভর্ণর ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমানে ১৯৭৩ সালে প্রণীত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৭৩ সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। অ্যাক্টের আওতায় গঠিত সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ফাইন্যান্স কমিটি এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ কমিটি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালিত হয়। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদের হচ্ছেন উপাচার্য। ১৯৭৩ সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী চ্যান্সেলর, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং স্ট্যাটিউট বর্ণিত অন্যান্য পদের অধিকারীরা হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধিবেশন হিসেবে স্থানীয় সার্কিট হাউসের দু'টি ছোট কক্ষ ব্যবহার করা হয়। এরপর পদ্মা তীরের 'বড়কুঠি' নামে পরিচিতি ঐতিহাসিক রেশম কুঠির নিচতলা উপাচার্যের দপ্তর এবং দোতলা তাঁর বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বড়কুঠি পাড়ার 'মাতৃধাম' নামক ভবনে কলেজ পরিদর্শকের অফিস ও

বাসস্থান এবং ঘোড়ামারা ডাকঘরের নিকটবর্তী কুঞ্জমোহন মৈত্রের জমিদার বাড়ির একাংশে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর স্থাপিত হয়। শহরস্থ বি.বি হিন্দু একাডেমীতে স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, শিক্ষক লাউঞ্জ এবং চিকিৎসা কেন্দ্র।

১৯৫৩-৫৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম সেশনে দর্শন, ইতিহাস, বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু হয়। পরবর্তী তিন শিক্ষাবর্ষে ভুগোল, মনোবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং বাণিজ্য বিভাগ চালু হয়। নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্লাস গ্রহণের ব্যবস্থা হয় রাজশাহী কলেজে সকাল শিফটে (৭.৩০-৯.৩০মি.)। মনোবিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়েছিল সার্কিট হাউজের নিকটবর্তী একটি ভবনে যা বর্তমানে রিভার ভিউ স্কুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে রাজশাহী কলেজের বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁরা নবীন এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ফ্যাকাল্টি গঠনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে ছাত্রাবাস।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করার লক্ষ্যে বর্তমান ক্যাম্পাস মতিহার এলাকায় (যা মতিহার সবুজ চত্বর নামে পরিচিত) ২৯৮.২০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। জন এ জোমানেক নামক একজন বিদেশী আর্কিটেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে নতুন ক্যাম্পাসে দালান-কোঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৫৮-১৯৬৬ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিস ও বিভাগ বর্তমান ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হয়।

শুরুতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স ছিল। ১৯৬২ সাল থেকে অনার্স কোর্স চালু হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০ সালে ভাষা বিভাগের অধীনে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু করা হয়। ১৯৭৮ সালের ২৫শে আগস্ট আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ভাষা বিভাগের আওতামুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে চালু হয়। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি ও বিভাগ খোলা হতে থাকে। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৩-৫৪ সেশনে ২টি অনুষদে (কলা ও আইন) ৭টি বিভাগ খোলা হয়েছিল। বর্তমানে অনুষদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮ এবং বিভাগের সংখ্যা ৫০।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ডিগ্রি সমূহের নাম হচ্ছে : অনার্স পর্যায়ে বি.এ, বি.এফ.এ, বি.এসসি, বি.ফার্ম, বি.এস.এস, বি.বি.এ, এল.এল.বি, এম.বি.বি.এস; মাস্টার্স পর্যায়ে এম.এ, এম.এফ.এ, এম.এসসি, এম.ফার্ম, এম.এস.এস, এম.বি.এ, এল.এল.এম, উচ্চতর গবেষণা পর্যায়ে এম.ফিল ও পিএইচডি; সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা পর্যায়ে-সার্টিফিকেট ইন ল্যাঙ্গুয়েজেস (ফারসি. জার্মান, ফরাসি, হিন্দি, সংস্কৃত), ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, ডিপ্লোমা-ইন- জেনারেল সেরিকালচার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন ১৯৬৪ সালে নির্মিত হয়। এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার। এখানে প্রায় আড়াই লক্ষ বই এবং প্রায় ২,০০০ টাইটেল-এর সাময়িকী আছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও প্রতিটি বিভাগ, আবাসিক হল এবং ইনস্টিটিউটে লাইব্রেরী আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজে সুবিধাদানের জন্য ১৯৮৫ সালে কম্পিউটার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে কম্পিউটার কেন্দ্র ই- মেইল ও অন-লাইন ইন্টারনেট সুবিধা দিচ্ছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০ সালে ভাষা বিভাগের অধীনে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু করা হয়। ১৯৭৮ সালের ২৫শে আগষ্ট আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ভাষা বিভাগের আওতামুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে চালু হয়। অতঃপর ১৯৯৫ সালের ৫ই জানুয়ারি আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ দু'টি পৃথক বিভাগে রুপান্তরিত হয়। আরবি বিভাগ মূলতঃ ভাষা ও সাহিত্য সম্বলিত। রাসূলের হাদীস প্রাচীন আরবি গদ্যের উজ্জলতম নিদর্শন। সুতরাং এ বিভাগে সাহিত্য দৃষ্টিকোণে সীমিতভাবে হাদীস পড়ানো হয়।

3. PÆMvg wekwe‘¨vjq

চট্টগ্রাম শহর থেকে ২২ কিলোমিটার উত্তরে হাটহাজারী থানার ফতেপুর মৌজার ১.৩৩০ একর নয়নাভিরাম পাহাড়ি জায়গা জুড়ে অবস্থিত। ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর এটি উদ্বোধন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষা উপ-পরিচালক জনাব মোহম্মদ ফেরদৌস খান ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করেন। এর আগে ১৯৬১ সালে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবক বাদশাহ মিয়া চৌধুরীকে সভাপতি ও সিটি কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক আহমাদ হোসেনকে আহ্বায়ক করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৬২ সালে স্থান নির্বাচনের আন্দোলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৫৯) ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-৮২) সহ বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সমাজসেবী অগ্রণী ভূমিকা বাখেন।

১৯৬৫ সালের ৩ ডিসেম্বর অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক (১৯১৮-৯৭) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে চট্টগ্রাম নগরীর নাসিরাবাদে অবস্থিত হাউজিং সোসাইটির ৩ নম্বর সড়কের একটি ভবনে মাত্র তিনজন কর্মচারী, একটি টাইপরাইটার ও একটি ফটোকপি মেশিন নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। ১৯৬৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি হয় এবং ঐ দিনই অধ্যাপক মল্লিককে উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপচার্য হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন।

প্রথমে কলা অনুষদের অন্তর্গত বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, অর্থনীতি বিভাগে মাত্র ২০০ জন ছাত্র নিয়ে ১৯৬৬ সালের ২৮ নভেম্বর এম.এ প্রিলিমিনারি ক্লাস শুরু হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থিত চিকিৎসা, প্রকৌশল, আইন ও শিক্ষা মহাবিদ্যালয়সমূহকে পৃথক অনুষদভুক্ত করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তৃত হতে থাকে। কলা অনষদের অন্তর্গত বাংলা, ইতিহাস ও ইংরেজি বিভাগ ১৯৬৬ সালে, চারুকলা বিভাগ ১৯৭০ সালে, দর্শন বিভাগ ১৯৭২ সালে, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং প্রাচ্যভাষা বিভাগ ১৯৭৪ সালে, ১৯৭৪ সালে প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধীনে আরবি ও ফার্সী বিভাগ চালু হয়। ১৯৭৭ সালে আরবি ও ফার্সী বিভাগ প্রাচ্যভাষা থেকে পৃথক হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে আরবী ও ফার্সী বিভাগের অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু করা হয় এবং বিভাগের নতুন নামকরণ করা হয় ‘আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ’। সাংবাদিকতা বিভাগ ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভাগগুলি বি.এ (অনার্স), এম.এ (প্রিলিমিনারি) ও এম. এ(ফাইনাল) প্রোগ্রামে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান অনুষদের অর্ন্তগত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, রসায়ন বিভাগ ও গণিত বিভাগ ১৯৬৮ সালে, পরিসংখ্যান ভিাগ ১৯৭০ সালে, সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ১৯৭১ সালে, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ ১৯৭৩ সালে, ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি ১৯৭৬ সালে এবং রিসার্চ সেন্টার ফর ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সারেপেস ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালাম এ সেন্টার উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে বি.এস.সি.(অনার্স),এম.এস.সি (প্রিলিমিনারি)ও এম.এসসি (ফাইনাল) প্রোগ্রামে শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে।

১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অর্থনীতি বিভাগ ১৯৬৬ সালে, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ ১৯৬৮ সালে, সমাজতত্ত্ব বিভাগ ১৯৭০ সালে, লোক প্রশাসন বিভাগ বিভাগ ১৯৮০ সাল এবং নৃবিজ্ঞান বিজ্ঞান ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অনুষদের বিভিন্ন বিভাগ বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (প্রিলিমিনারি) ও এম. এস.এস (ফাইনাল) প্রোগ্রামে শিক্ষা কার্যক্রম

চালিয়ে যাচ্ছে। বাণিজ্য অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে। ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১৯৭২ সালে এবং ফাইন্যান্স বিভাগ ও মার্কেটিং বিভাগ ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদের অধীনে আইন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে কলা, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদ ছাড়াও চট্টগ্রাম মেডিক্যাল ও সিলেট এমএজি ওসসমানী মেডিক্যাল কলেজ দু'টির সমন্বয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চিকিৎসা অনুষদ রয়েছে। এ কলেজ দুটিতে এমবিবিএস স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রেগ্রামে পড়ানো হয়। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি অপথালামোলজি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার হিসেবে সুপরিচিত। এই গ্রন্থাগারের বইয়ের ষংখ্যা দুই লক্ষের অধিক এবং এখানে ছয় শত সাময়িক পত্র-পত্রিকা রয়েছে। গ্রন্থাগার ভবনের একাংশে অধস্থিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর এতদঞ্চলের বহু পুরাকীর্তির সংবক্ষণ করছে। এটি সাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত।

এখানে ১৯৭৪ সালে প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধীনে আরবি ও ফার্সী বিভাগ চালু হয়। ১৯৭৭ সালে আরবি ও ফার্সী বিভাগ প্রাচ্যভাষা থেকে পৃথক হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে আরবি ও ফার্সী বিভাগের অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু করা হয় এবং বিভাগের নতুন নামকরণ করা হয় 'আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ'।

4. Bmjvgx wekwe'¨vjq, Kwóqv

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন (অ্যাক্ট নং ২৭, ১৯৮০) প্রণয়ন করে এবং ২ নভেম্বর ১৯৮২ এক অর্ডিন্যান্স দ্বারা অ্যাক্ট ১৯৮০ সংশোধন করা হয়। ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানে মানবিক এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর অর্থে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেন চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ভাইস-চ্যান্সেলর।

সরকার ১ ডিসেম্বর ১৯৭৬ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। ১৯৭৭ সালের ২৭ জানুয়ারি ডক্টর এম.এ বারীকে সভাপতি করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ২০ অক্টোবর ১৯৭৭ সালে রিপোর্ট পেশ করেন। ৩১ মার্চ-৮ এপ্রিল ১৯৭৭-এ মক্কায় অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কান্ট্রিজ (ওআইসি) এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের এক সম্মেলনে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকায় একটি প্রকল্প অফিস স্থাপন করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৯ সালে ডক্টর এ.এন.এম মমতাজউদ্দিন চৌধুরীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করেন।

২২ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে বৃহত্তর কুষ্টিয়া-যশোর জেলার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে ১৭৫ একর জমির উপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। ৩১ জানুয়ারি ১৯৮১ সালে ডক্টর এ.এন.এম মমতাজউদ্দিন চৌধুরীকে প্রথম উপাচার্য নিয়োগ করেন। সরকারী এক আদেশবলে ১৯৮৬ সালের জুন (১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে) দু'টি অনুষদে ৪টি বিভাগে ৮ জন শিক্ষক ও ৩০০ জন ছাত্র নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ২ জানুয়ারি

১৯৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়া শহরে স্থানান্তরিত হয়। নতুন ক্যাম্পাসে অবকাঠামোগত অপর্যাপ্ততার কারণে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়া শহরে পিটিআই এবং প্যারামেডিক্যাল ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১ নভেম্বর ১৯৯২ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন মূলত সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সাহায্যে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি আছে। এগুলি হচ্ছে অর্থ কমিটি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি, ওয়ার্কস কমিটি, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি, অনুষদীয় কমিটি এবং প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটি ও একাডেমিক কমিটি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে (২০০০-২০০১) ১৮টি বিভাগ এবং ৫টি অনুষদ আছে। অনুষদ ও বিভাগগুলি হচ্ছে : ১. ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী স্টাডিজ অনুষদ (১৯৮৫) : আল-কুরআন ও ইসলামী স্টাডিজ বিভাগ (১৯৮৫-৮৬), দাওয়াহ্ ও ইসলামী স্টাডিজ (১৯৮৫-৮৬) এবং আল-হাদীস ও ইসলামী স্টাডিজ বিভাগ (১৯৯১-৯২); ২. মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ (১৯৮৭) : অর্থনীতি বিভাগ (১৯৮৭-৮৮), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ (১৯৯০-৯১), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ (১৯৯০-৯১), ইংরেজি বিভাগ (১৯৯০-৯১), রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ (১৯৯০-৯১); ৩. আইন ও শরীয়াহ্ অনুষদ (১৯৯৪) : আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ (১৯৯১-৯২), পূর্বে নাম ছিল আল-কুরআন ওয়াশ শরীয়াহ্ বিভাগ (১৯৮৭-৮৮), ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী স্টাডিজ অনুষদে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়; ৪. ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ (১৯৯৫) : হিসাববিজ্ঞান বিভাগ (১৯৮৫-৮৬) ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ (১৯৮৫-৮৬) এই বিভাগ দু'টি মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত থেকে এর শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করে; ৫. ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ (১৯৯৪) : ইলেক্ট্রনিক ও ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ (১৯৯৫-৯৬), ফলিত রসায়ন ও রসায়ন প্রযুক্তি বিভাগ (১৯৯৫-৯৬), কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (১৯৯৫-৯৬), ইরফরমেশন সায়েন্স ও টেকনোলজি বিভাগ (১৯৯৮-৯৯), বায়ো টেকনোলজি বিভাগ (১৯৯৮-৯৯), ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিভাগ (১৯৯৮-৯৯)। এছাড়া ২৫০ শয্যার হাসপাতালসহ একটি মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠার কাজ প্রক্রিয়াধীন।

এখানে আল-হাদীস ও ইসলামিক স্টাডিজ, আল-দাওয়া ও ইসলামিক স্টাডিজ এবং আল-কুরআন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যসূচীতে হাদীস অন্তর্ভুক্ত।

5. AvšÍRwZK Bmjvgx wekwe`¨vjq, PÆMvg

কতিপয় বুদ্ধিজীবী ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম শহরের চকবাজারের সন্নিকটে প্যারেড মাঠের পশ্চিম পাশে ১৯৯৪ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শরী'আ (আইন) অনুষদে, 'উলুম আল-কুরআন ওয়া আল-দিরাসাত আল-ইসলামিয়া (কুরআন শাস্ত্র ও ইসলামিক স্টাডিজ) বিভাগের পাঠ্যসূচীতে হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

6. `viæj Bnmvb wekwe`¨vjq, XvKv

প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ ও তার কতিপয় সতীর্থ শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত দারুল ইহসান ট্রাস্ট কর্তৃক ১৯৮৯ সালে ঢাকা শহরে এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে Institute of Higher Islamic Learning বিভাগের পাঠ্যসূচীতে হাদীস অন্তর্ভূক্ত। শায়খ মুহাম্মদ সৈয়দ আস-সফতী এ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

PZ_© cwi‡”Q` : gnwÏme›`

1. gvljvbv AvZnvi Avjx (1309wn./1891L.-1396wn./1976L.)

তিনি সিলেট জিলার বিয়ানীবাজার থানাধীন ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে জম্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলবী আবদুল আজীম। বালক আতহার আলী নিজ গ্রামে প্রাথমিক পাঠ শেষে উচ্চ শিক্ষার্থে উত্তর ভারতের মুরাদাবাদ গমন করেন এবং তথা হতে প্রথমে মযাহের-এ-‘উলূম সাহারনপুর ও পরে দারুল ‘উলূম দেওবন্দে লেখাপড়া করেন। শেষোক্ত মাদরাসা হতে তিনি দাওরায়ে হাদীস ও তাফসীর পাস করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (১২৯২হ./১৮৭৫খৃ.-১৩৫২হি./১৯৩৩খৃ.) ও মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (১৩০৫হি./১৮৮৭খৃ.-১৩৬৯হি./১৯৪৯খৃ.) প্রমুখ তার হাদীসের শিক্ষকদের অন্যতম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাশেষে তিনি তিন বৎসর মাওলানা আশরফ আলী থানভীর (১২৮০হি./১৮৬৩খৃ.-১৩৬২হি./১৯৪৩খৃ.) খানকায় অবস্থান করতঃ আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন।

মাওলানা আতহার আলীর কর্মজীবনের সূচনা হয় কুমিল্লার জামি‘আ মিল্লিয়ায় (বর্তমান নামা জামি‘আ আরবিয়া কাসিমুল ‘উলূম) শিক্ষকতার মাধ্যমে। উক্ত মাদরাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি কিশোরগঞ্জে গমন করেন এবং স্থানীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সহায়তায় প্রথমে কিশোরগঞ্জ শহরে একটি মসজিদ এবং পরে ১৯৪৫ সালে ঐ মসজিদের নিকটে জামি‘আ ইমদাদিয়া (বর্তমান নাম আল-জামি‘আ আল-ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ) নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসাকে একটি উচ্চ মানের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাওলানা আতহার আলী যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।[১০২] এখানে তিনি হাদীস শিক্ষাদানসহ অন্যান্য বহুমুখী কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। শেষ জীবনে তিনি কিশোরগঞ্জ ত্যাগ করে ময়মনসিংহ শহরে গমন করেন এবং ১৯৭৬ সালে এখানকার অনুন্নত দারুল ‘উলুম মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বভার গ্রহণ করে এ মাদরাসাকে নবরুপে গঠন করেন। তিনি এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করে এর নামকরণ করেন আল জামি‘আ আল-ইসলামিয়া ময়মনসিংহ। মাওলানা আতহার আলী রাজনীতিকেও এড়িয়ে চলেন নি। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়্যত-ই-উলামা-ই-ইসলাম পার্টির সভাপতি ছিলেন। এ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ১৯৭৬ সালের ৫ অক্টোবর ইন্তিকাল করেন।[১০৩]

2. gvljvbv AvdjvZzb Kvqmvi (Rb¥ : 1347 wn./ 1928 L.)

তার পিতার নাম মুনসী মতিউর রহমান এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। তিনি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ থানাধীন মুছাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে সন্দ্বীপের জিয়াউল ‘উলুম সিনিয়র মাদরাসা হতে আলিম পাশ করে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে দারুল ‘উলুম দেওবন্দ গমন করেন। তথায় পাঁচ বছর পড়াশুনা করে তিনি ১৯৫৩ সালে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন।

মাওলানা আফলাতুন কায়সারের কর্মজীবনের সূচনা হয় লাহোরের দেব্বিবাজারস্থ কুন্দিগারা গলিতে অবস্থিত মাদরাসা তাজবীদুল কুরআন ও শিক্ষকতার মাধ্যমে। এখানে তিনি ১৯৫৪-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করে সন্দ্বীপ প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর সন্দ্বীপস্থ কাজীরখিল ইসলামিয়া মাদরাসায় (কাওমী) দুই মাস এবং নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুরস্থ বশিকপুর দায়েমিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ছয় মাস শিক্ষকতা করে ১৯৫৭ সালে লক্ষ্মীপুরস্থ রায়পুর আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। এই মাদরাসায়

---

[১০২]. ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬, পৃ. ১৯৮

[১০৩]. মুফতী তাহের কাসেমী : Avjøvgv AvZvnvi Avjx, আল-জামি‘আ আল-ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ স্মরণিকা’১৯৯৭, পৃ. ৬, মুহাম্মদ আছাদুল আলম : GKRb Av`k© ivRbxwZ‡Ki Abcg Dcgv gvljvbv AvZvnvi Avjx, ‘স্মরণিকা’ আল-জামি‘আ আল ইসলামিয়া ময়মনসিংহ, ১৯৯৭, পৃ. ৪০

যোগদানের পর তিনি হাদীসের দক্ষ শিক্ষক, লেখক এবং বিজ্ঞ আলেম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে রায়পুর আলিয়া মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এখানে তিনি কামিল শ্রেণিতে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফের পাঠদান করতেন। তার নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করে এ মাদরাসা হতে বহু মুহাদ্দিস আলিম তৈরি হয়। রায়পুর আলিয়া মাদরাসার বর্তমান অধ্যক্ষ আবু ছালেহ মুহাম্মদ আবদুল মুকতাদির ও বিশিষ্ট বক্তা মাওলানা লুৎফর রহমান তার ছাত্র। মাওলানা আফলাতুন কায়সারের লেখা কয়েকটি মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। হাদীসের অনুবাদেও তার অবদান রয়েছে। তার অনুদিত ও রচিত গ্রন্থাবলী নিম্নরূপ

১. মিশকাত শরীফের অনুবাদ (শেষ ৫খণ্ড)[১০৪]
২. সহীহ আল-বুখারী (তয় খণ্ড)[১০৫]
৩. সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা (অনুবাদ)
৪. সহীহ মুসলিম (১ম খণ্ড অনুবাদ)
৫. আসমাউর রিজাল (মৌলিক)
৬. মীযানুল আ'খবার (অনুবাদ)
৭. কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আদর্শবাদ
৮. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার
৯. জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও ইসলাম

মুহাদ্দিস ও গ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে যেমন তিনি সমাদৃত ছিলেন তেমনি সুবক্তা হিসেবেও সারা বাংলাদেশে ব্যাপক পরিচিত লাভ করেন। ওয়াজের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের বাণী প্রচারে তিনি নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত রায়পুর আলিয়া মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম শহরে নিজ বাসভবনে অবসর জীবনযাপন করছেন।

3. gvI jvbv Ave‘ i inxg (1322wn./1904L.-1393wn./1973L.)

মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরস্থ মুহাম্মদপুরে তার জন্ম, পিতার নাম মুহাম্মদ ইয়াকুব। বালক আবদুর রহীম স্থানীয় মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর ঢাকায় আগমন করে ঢাকা ইসলামিক ইন্টার মিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) ভর্তি হন। এ কলেজ হতে তিনি ১৯২৫ সালে আই. এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। অতঃপর তিনি ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে যথাক্রমে বি.এ. অনার্স ও এম.এ. পাস করেন। ১৯৩০ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টার মিডিয়েট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে মাওলানা আবদুল রহীম-এর কর্মজীবনের সূচনা। এখানে তিনি এক বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৩২ সালে তিনি বি.এল. ডিগ্রি লাভ করে কিছুকাল ওকালতি করেন।

অতঃপর জঙ্গীপুর হাই মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। তার হাদীস বিষয়ে শিক্ষকতার স্বর্ণময় অধ্যায় অতিবাহিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। হাদীস বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানার্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে দারুল 'উলুম দেওবন্দ পাঠানো হয়। ১৯৪০-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদরাসায় পড়াশুনা করে দাওরায়ে হাদীস ও তাফসীর এর সনদ লাভ করেন। দারুল উলুম দেওবন্দে মাওলানা সৈয়দ

[১০৪]. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (১৩১৮হি./১৯০০খৃ.-১৩৯২হি./১৯৭২খৃ.) মিশকাত শরীফের ১-৬ খণ্ড অনুবাদ করার পর ইন্তিকাল করেন। এমদাদিয়া লাইব্রেরীর অনুরোধে অবশিষ্ট ৫ খণ্ডের বাংলা অনুবাদ করেন আফলাতুন কায়সার

[১০৫]. বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থের অনুবাদক সর্বমোট ৫জন। আফলাতুন কায়সার এদের একজন

Dhaka University Institutional Repository

হোসাইন আহমদ মাদানী (১২৯৬হি./১৮৭৮খৃ.-১৩৭৭হি./১৯৫৭খৃ.) ও মাওলানা ইব্রাহীম বলয়াবী (১৩০৪হি./১৮৮৬খৃ.-১৩৮৭হি./১৯৬৭খৃ.) প্রমুখ তার হাদীসের ওস্তাদদের অন্যতম। দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মাওলানা আবদুর রহীম ১৯৪৩-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অতীব দক্ষতার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস-তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করেন। তিনি বাংলা একাডেমী প্রকাশিত তাজবীদুল বুখারী গ্রন্থের অনুবাদ কর্মেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১ মে তিনি পরলোক গমন করেন।[১০৬]

4. gvI jvbv Ave‘ j AvDqvj †RŠbcix (1283wn./1866L.-1339wn./1921L.)

তিনি স্বীয় পিতা প্রসিদ্ধ আলিম মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২১৫হি./১৮০০খৃ.-১২৯০হি./১৮৭৩খৃ.) চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ সফরকালে নৌকার উপর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লখনৌর ফিরিঙ্গিমহল মাদরাসা, জৌনপুরের মাদরাসা-এ-হানফিয়্যা ও মক্কা শরীফের মাদরাসা-এ-সাওলাতিয়ায় পড়াশুনা করেন। মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী খুবই উচু স্তরের মুহাদ্দিস, মুফতী ও আরবি ভাষাবিদ হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন না বটে কিন্তু লেখনী ও ওয়াজ নছিহতের মাধ্যমে হাদীসের আলোকে সমাজ বিনির্মাণে তিনি যথেষ্ট অবদান রাখেন । তিনি ১৮৮৯ সালে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মত ঢাকায় আগমন করেন এবং কয়েক মাস ইসলাম প্রচার কাজে ব্যাপৃত থাকার পর পুনরায় জৌনপুর ফিরে যান। পরে ১৮৯১-১৮৯৬ সাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় ৬ বৎসর কাল তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আরও কয়েকবার তিনি বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রংপুর ও সন্দ্বীপ অঞ্চল পরিভ্রমণকরে কুরআন-হাদীসের বাণী প্রচার করেন। আরবি ও ইসলামী সাহিত্য বিষয়ে তার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার রচিত ছোট-বড় ৮৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[১০৭]

5. gvI jvbv Avhxhj nK (1323wn./1905L.-1380wn./1960L.)

তিনি চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানাধীন চরকানাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা নূর আহমদ একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তার মাতার নাম গুলযার বেগম। তিনি গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করে পটিয়ার কৈয়গ্রাম হেমায়তুল ইসলাম মাদরাসায় ভর্তি হন। এক বছর তথায় পড়াশুনা করার পর তিনি ১৯১৪ জিরি ইসলামিয়া মাদরাসায় আগমন করেন এবং ১৯২৪ সালে এ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। এখানে তিনি মাওলানা আহমদ হাছন (১৩০০হি./১৮৮২খৃ.-১৩৮৬হি./১৯৬৭খৃ.) ও মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ (১৩০৫হি./১৯১১খৃ.-১৩৮৮হি./১৯৬৮খৃ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

অতঃপর হাদীস তথা আরবি ও ইসলামী বিষয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি ভারত গমন করেন এবং প্রথমে মাযাহের-এ-উলুম সাহারনপুরে আরবি ভাষা সাহিত্যের উপর এক বছর অধ্যয়ন করার পর তিনি দারুল ‘উলূম দেওবন্দে গমন করেন। এ মাদরাসা হতে তিনি পুনরায় দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। এরপর তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর সান্নিধ্যে ছয় মাস অবস্থান করে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাওলানা আযীযুল হক ১৯২৬ সালে জিরি ইসলামিয়া মাদরাসায় (বর্তমান নাম আল-জামি‘আ আল-আরাবিয়া জিরি) মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীয় কর্মজীবন শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শুধু যে জিরি মাদরাসায় প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন তা নয় বরঞ্চ একজন সুফী ও সাধক পুরুষ হিসেবেও তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি জিরি মাদরাসায় প্রধানতঃ মুসলিম শরীফের পাঠদান করতেন। হাদীস শাস্ত্রে

---

[১০৬]. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, evsjv‡`‡ki L¨vZbvgv Avie‡`, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬, পৃ. ২২৪

[১০৭]. মাওলানা আবুল বাশার : mxivZ-G- Ave`j AvDqvj †RŠbcix, জৌনপুর, ১৩০৭হি. , পৃ. ৩-২১; ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ : gvIjvbv Ave`j AvDqvj †RŠbcix, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫, পৃ. ৩৩-১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

তার গভীর পাণ্ডিত্য উন্নত পাঠদান পদ্ধতি সর্বমহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত ছিল। ১৯৩৪ সালে তিনি মাওলানা জমীরুদ্দীন আহমদ (১২৯৫হি./১৮৭৮খৃ.-১৩৫৯হি./১৯৪০খৃ.) নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। স্বীয় মুরশিদের নির্দেশে তিনি ১৯৩৭ সালে পটিয়ায় জমীরিয়া কাসেমুল উলুম (বর্তমান নাম আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া পটিয়া) নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৯৪০ সালে (১৩৫৯ হি.) তিনি জিরি মাদরাসা ত্যাগ করে নিজ প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় মুহতামিম পদে যোগদান করেন। তিনি আমৃত্যু এখানে মুহতামিম পদে অধিষ্ঠিত থেকে মাদরাসার সার্বিক উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তার যোগ্যতা ও সাধনার বদৌলতে এ মাদরাসা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কাওমী মাদরাসাসমূহের অন্যতম মাদরাসা হিসেবে পরিগণিত হয়। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তার নিকট বহু ছাত্র হাদীস শিক্ষা করে সুদক্ষ মুহাদ্দিস ও আলিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তার অসংখ্য ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা আমীর হোসাইন (১৩০০হি./১৯১১খৃ.-১৪০৪হি./১৯৮৪খৃ.), মাওলানা নুরুল হক (১৩৬৬হি./১৯১৮খৃ.-১৪০৮হি./১৯৮৭খৃ.), মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম (১৩৩৬হি./১৯১৭খৃ.-১৪০১হি./১৯৮০খৃ.), ড. মুহাম্মদ রশিদ, মাওলানা সুলতান যওক-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আযীযুল হক রচিত নিম্নোক্ত বই প্রকাশিত হয় :

১. নি'মআল-আরুয ফী নজম আল ফুরুয

২. এ'তেকাফ-চেহেল রোয

৩. আল-'ইতিদাল

৪. খাযরুযযাদ

৫. মকালাত-এ-হেকমত।[১০৮]

6. gvI jvbv AvjvDÏxb Avj-AvRnvix (1354wn./1935L.-1399wn./1978L.)

তিনি মাদারিপুর জিলার কালকিনি থানাধীন সাহেব রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সী আবদুল করীম। তিনি চাঁদপুরের ইসলামিয়া মাদরাসা হতে ১৯৪৭ ও ১৯৪৯ সালে প্রথমবিভাগে যথাক্রমে আলিম ও ফাযিল পাশ করে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় ভর্তি হন এবং এ মাদরাসা হতে ১৯৫১ সালে প্রথম বিভাগে কামিল পাশ করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মিশর গমন করেন এবং কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আলমিয়া ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটি হতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারী ১৯৫৫-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৫৮-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ঢাকায় বাংলা একাডেমির অনুবাদ বিভাগে সহকারী অফিসার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ সালে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় প্রভাষক পদে যোগদান করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এখানে শিক্ষকতা করেন। হাদীস গ্রন্থের মধ্যে তিনি সাধারণতঃ নাসায়ী শরীফের পাঠদান করতেন। মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আজহারীর পরিচয় বহুমূখী। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, আরবিবিদ, গবেষক ও গ্রন্থ প্রণেতা। আরবি-বাংলা অভিধান, বাংলা-আরবি অভিধান, সহজ আরবি শিক্ষা, ইসলামিয়াত, আল-আদাব আল-আসরী, The Theory and Sources of Islamic Law for Non-Muslims. ইত্যাদি তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ১৯৭৮ সালের ২৭ মার্চ ইন্তিকাল করেন।[১০৯]

---

[১০৮]. Dr. Muhammad Rashid : Growth and Development of Fiqh in Bengal, Unpublished Thesis, University of Dhaka, 1990, P:127-128. মুহাম্মাদ সুলতান যওক, তাযকিরায়ে আযীয, চট্রগ্রাম, মাকতাবা আল মা'আরিফ আততিজারিয়া, ১৯৯৪, পৃ. ৩১-৩২

[১০৯]. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ : evsjv‡`‡ki L¨vZbvgv Avwjgwe`, প্রাগুক্ত পৃ. ২৩৩

7. gvI jvbv Bevnxg ejqvex (1304wn./1886L.-1387wn./1967L.)

তার জন্মস্থান ভারতের ইউ.পি.-এর অন্তর্গত বালিয়া শহরে। প্রথম জীবনে তিনি বালিয়া শহরে অধ্যয়ন করার পর ১৯০৭ সালে দারুল 'উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। ১৯০৯ সালে তিনি এ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। মাওলানা ইব্রাহীম বলয়াবী প্রথমে ভারতের বিভিন্ন মাদরাসায় দুই বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯১২ সালে দারুল 'উলুম দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে (১৩৬২ হি.) তিনি উক্ত মাদরাসা হতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রামের 'উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার তৎকালীন মুহতামিম মাওলানা আবদুল ওহ্হাব (১৩১৭হি./১৮৯৯খৃ.-১৪০২হি./১৯৮১খৃ.) এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ১৯৪৪ সালে উক্ত মাদরাসায় শায়খুল হাদীস পদে যোগদান করেন। তার আগমনে দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর হাদীসের ক্লাসে এক নবতর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তবে তিনি এখানে মাত্র দুই বছর হাদীস শিক্ষাদান করে দেওবন্দ প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩৮৭ হিজরির ২৪ রমজান তার মৃত্যু হয়।[১১০]

8. gvI jvbv KvivgvZ Avjx †RŠbcix (1215wn./1800L.-1290wn./1873L.)

তিনি ভারতের অযোধ্যা প্রদেশের জৌনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবু ইব্রাহীম শায়খ ইমাম বখস। মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী একজন সুবিখ্যাত ইসলাম ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। কুরআন হাদীসের উপর তার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারন। তরীকতের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মাওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদের খলীফা। স্বীয় পীরের নির্দেশে তিনি বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কার কার্যে নিজকে উৎসর্গ করেন। তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, যশোর, বরিশাল, খুলনা ও রংপুর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেন। এ সকল স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করে কুরআন হাদীসের বাণী প্রচার করেন। তিনি নদীপথে কয়েকটি বজরা (বড় নৌকা) যোগে কিছু সংখ্যক অনুসারী ও শিক্ষার্থী সমভিব্যাহারে সফর করতেন। বজরাতে তিনি ইসলামী পুস্তক রচনা ও শিক্ষার্থীদের কুরআন-হাদীসের পাঠ দানে নিমগ্ন থাকতেন। তার বজরাকে চলমান মাদরাসা নামে আখ্যায়িত করা হত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠায়ও তিনি অবদান রাখেন। তিনি ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বমোট ৪১টি গ্রন্থ রচনা করেন। মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী প্রাতিষ্ঠানিক মুহাদ্দিস ছিলেন না। অবশ্য তৎকালে এতদঞ্চলে হাদীস পড়ানোর মত মাদরাসাও ছিল না। তবে তিনি পরবর্তী কালে বাংলাদেশের মানুষ যাতে কুরআন-হাদীস চর্চা করার সুযোগ লাভ করতে পারে এজন্য অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রভূত অবদান রাখেন। তিনি ১২৯০ হিজরীর ২ রবিউস সানী রংপুরে ইন্তিকাল করেন এবং তথায় সমাহিত করা হয়।[১১১]

9. gvI jvbv bi gnv¤§` AvRgx (1318wn./1900L.-1392wn./1972L.)

তিনি ফেনী জিলার সিলোনিয়াস্থ নিয়াজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শায়খ আলী আযম ও মাতার নাম রহীমুন্নেসা। বালক নূর মোহাম্মদ আজমী প্রথমে ফেনীর দাগুনভূঞা মাদরাসা ও চট্টগ্রামের নিজামপুরস্থ আবুরহাট মাদরাসায় লেখাপড়া করার পর ১৯২১ সালে চট্টগ্রামের দারুল 'উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা থেকে ১৯২৫ সালে তিনি উলা (ফাযিল) পাশ করেন। ১৯২৩ সালে তার পিতার মৃত্যু ও নানারূপ অসুবিধার কারণে তার পক্ষে কামিল পড়া সম্ভব হয়নি। তবে তার ব্যক্তিগত

[১১০]. হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, 'viæj Djg nvUnvRvix I Bj‡g nv'xm, cv¸ ³, পৃ. ২১

[১১১]. মাওলানা আব্দুল বাতিন, mxivZ-G- gvI jvbv KvivgZ Avjx †RŠbcix, এলাহাবাদ, আসরারে করীমী প্রেস, ১৩৬৮ হিজরি, পৃ. ৯-২৩

অধ্যয়ন ও হাদীস চর্চা তাকে একজন মুহাদ্দিসের সমপর্যায়ে উন্নীত করে। মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী ১৯২৭ সালে নোয়াখালীর বালুয়া চৌমুহনী মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর তিনি উক্ত মাদরাসায় ১৯২৮-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সাল এই দুই বছর কলিকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী ও কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা লাইব্রেরীতে পড়াশুনা ও গবেষণা করেন।

পরবর্তী জীবনে তিনি লেখালেখি ও ইলমে হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ে গবেষণায় নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। বাংলা ভাষায় হাদীস ও মুহাদ্দিস সম্পর্কে লেখালেখির ক্ষেত্রে তিনি অনন্য অবদান রাখেন। তার রচিত 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস এবং অনুদিত মেশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ, এ দু'টি অতীব মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে সর্বজন সমাদৃত। এছাড়াও তিনি ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে ছোট-বড় সর্বমোট ৩৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত জমঈয়তুল মুদাররিসীন (মাদরাসা শিক্ষক সমিতি) এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এ ছাড়া তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তোলাবায়ে আরবিয়ার সভাপতিও ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালের ১৬ আগস্ট ইন্তিকাল করেন।[১১২]

10. gv I j vbv bi æj Avgxb AvZxKx (1341wn./1922L.-1401wn./1980L.)

তিনি লক্ষ্মীপুর জিলাধীন ধোলাকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীক আতীকী। মাওলানা নূরুল আমীন ভবানীগঞ্জ সিনিয়র মাদরাসা থেকে আলিম এবং কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে ফাযিল ও কামিল পাস করেন। ছাত্রজীবন শেষে মাওলানা নূরুল আমীন ধর্ম প্রচার ও কুরআন হাদীসের শিক্ষা বিস্তারকে নিজ জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নোয়াখালী সদর থানাধীন খলিফার হাট এলাকায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তথায় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। অতীব পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি এ মাদরাসাকে ফাযিল শ্রেণি সম্পন্ন মাদরাসায় উন্নীত করেন। আমৃত্যু তিনি এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া ও তিনি এতদঞ্চলে বহু মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে কুরআন-হাদীস শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৮০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তার ইন্তিকাল হয়।[১১৩]

11. gv I j vbv gnv¤§' jøvn nv‡d¾x ûRi (1313wn./1895L.-1407wn./1986L.)

তিনি নোয়াখালী জিলার রায়পুর থানাধীন লধুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সী ইদ্রিস। স্থানীয় ফতেহপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার পর বালক আবদুল্লাহ লক্ষ্মীপুর থানাধীন চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারস্থ মাদরাসা ও নোয়াখালীর খিলবাইছা মাদরাসায় কয়েক বছর লেখাপড়া করেন। অতঃপর তিনি ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণের তীব্র বাসনায় এক প্রকার সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ভারতের পানিপথ গমন করেন। পানিপথ নগরের বিখ্যাত হেফজখানা হতে পবিত্র কুরআন হিফজ করে ১৯১৪ সালে (১৩৩৩ হি.) তিনি মযাহের-এ-'উলুম সাহারনপুর- এ ভর্তি হন। এখানে ৭ বৎসর পড়াশুনা করার পর তিনি দাওরায়ে হাদীসের সনদ অর্জন করেন। এরপর দারুল 'উলুম দেওবন্দে এক বৎসর অধ্যয়ন এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর সান্নিধ্যে ৬ মাস অবস্থান করে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

---

[১১২]. এ. এস. এম আজিজুল হক আনসারী, gv I j vbv bi gnv¤§' AvRgx, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭, পৃ. ১-৪, ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড-১৪ ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯১৪, পৃ. ২১২

[১১৩]. মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, enËi †bvqvLvjxi BwZnvm, নোয়াখালী, শাহজাহান বুক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৭-১৮৮

মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর ব্রাক্ষণবাড়ীয়া ইউনুসিয়া মাদরাসায় (বর্তমান নাম জামি'আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাক্ষণবাডীয়া) হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমে স্বীয় কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি এখানে ১৯৩০-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কর্মরত থাকার পর সতীর্থ বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল ওহহাব (১৩০৮হি./১৮৯০খৃ.-১৩৯৬হি./১৯৭৬খৃ.) ও মাওলানা শামছুর হক ফরিদপুরী (১৩১৬হি./১৮৯৮খৃ.-১৩৮৯হি./১৯৬৯খৃ.) এর সম্মিলিত প্রয়াসে ঢাকার বড়কাটরায় জামি'আ হুসাইনিয়া আশরাফুল 'উলূম প্রতিষ্ঠা করে তথায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৯৫০ সালে (১৩৭০ হি.) তিনি আল্লামা যফর আহমদ ওসমানীর (১৩১০হি./১৮৯২খৃ.-১৩৯৪হি./১৯৭৪খৃ.) নির্দেশনায় মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খানের (১৩১৮হি./১৯০০খৃ.-১৩৯৪হি./১৯৭৪খৃ.) সহযোগিতায় ঢাকার লালবাগে জামি'আ কুরআনিয়া 'আরাবিয়া প্রতিষ্ঠা করে তথায় হাদীস শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরই উক্ত মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর তথায় আমৃত্যু মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মাওলানা হাফেজ্জী হুজুরের অনেক ছাত্র পরবর্তী কালে মুহাদ্দিস ও আলিম হিসেবে উজ্জ্বল খ্যাতির অধিকারী হন। তাদের মধ্যে মাওলানা হিদায়তুল্লাহ (১৩২৬হি./১৯০৮খৃ.-১৪১৭হি./১৯৯৬খৃ.), মাওলানা আবদুল মজীদ (১৩৩৭হি./১৯১৮খৃ.-১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.),মাওলানা ছালাহুদ্দীন (১৩৪১হি./১৯২২খৃ.-১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.), শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক, চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম, তাবলীগ জামায়াত-এ আমীর মাওলানা আবদুল আজীজ ও গ্রন্থকার মাওলানা আমীনুল ইসলাম-এর নাম উল্লেখ করা যায়। মাওলানা হাফেজ্জী হুজুরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্ম হল বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা। এ ছাড়া ইসলামী রাজনীতির সাথেও তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৪০৭ হিজরির ৮ রমজান ইন্তিকাল করেন।[১১৪]

12. gvI jvbv kvgQj nK dwi'cix (1316wn./1898L.-1388wn./1969L.)

তিনি ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ থানাধীন গওহরডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সি আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। বালক শামছুল হক স্থানীয় টুঙ্গীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোরের নওয়াপাড়া স্কুল ও বাঘুড়িয়া হাইস্কুলে লেখাপড়া করার পর কলিকাতা গমন করেন। তার পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্রকে ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন। এ লক্ষ্যে তাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু পুত্র শামছুল হক ক্রমে ইসলামী শিক্ষার প্রতি ঝুকে পড়েন। অতঃপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে থানাভোনস্থ বিখ্যাত আলিম ও আধ্যাত্মিক সাধক মাওলানা আশরাফ আলী থানভির সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভের পর মাদরাসা শিক্ষার প্রতি তিনি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ফলতঃ তিনি মাওলানা আশরফ আলী থানভির পরামর্শে ১৯২০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করে মযাহের-এ-উলুম সাহারনপুর-এ ভর্তি হন।

এ মাদরাসায় গভীর মনোনিবেশের সাথে চার বছর লেখাপড়া করার পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন এবং তথা হতে দাওরায়ে হাদীসের সনদ অর্জন করেন। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পর মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও কুরআন-হাদীস শিক্ষার বিকাশে আত্মোৎসর্গ করার মহান ব্রত নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এ বিষয়ে তর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন মাওলানা আবদুল ওহহাব পীরজি হুজুর (১৩০৮ হি./১৮৯০খৃ.-১৩৯৭ হি./১৯৭৬ খৃ.) ও মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (১৩১৩ হি./১৮৯৫খৃ.-১৪০৭ হি./১৯৮৬ খৃ.)। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী কর্মজীবনের সূচনালগ্নে ব্রাক্ষণবাড়ীয়া ইউনুসিয়া মাদরাসায় মুহতামিম পদে যোগদান করেন। তৎকালে এতদঞ্চলের কোন মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস ছিল না। তিনি এ মাদরাসায় ১৯৩০ সালেই দাওরায়ে হাদীস চালু করে এতদঞ্চেলে হাদীস শিক্ষার বিকাশে বড় ধরনের অবদান রাখেন। তিনি এখানে ১৯৩০-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।[১১৫]

---

[১১৪]. মুহাম্মদ আব্দুল হক, nhiZ nv‡d¾x ûRi, (ঢাকা : মজলিসে এশায়াতুল হক, ১৪০৮ হি.) পৃ. ১-১৯০

[১১৫]. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, mgvR ms¯‹viK Avjøvgv kvgQj nK dwi'cixi Rxebx, ঢাকা খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, পৃ. ৭১

অতঃপর ঢাকা কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে তিনি ১৯৩৬ সালে ঢাকায় গমন করেন এবং উপরোল্লিখিত সাথীদ্বয়ের সহযোগিতায় ঢাকার বড়কাটরায় ঝিমিয়ে পড়া হোসাইনিয়া মাদরাসাটি (বর্তমান নাম জামি'আ হোসাইনিয়া আশরাফুল 'উলুম) নবরূপে প্রতিষ্ঠা করে তথায় শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন। ১৯৩৬ সালেই এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী এখানে হাদীস শিক্ষাদানকালে একজন অসাধারণ জ্ঞানী মুহাদ্দিস হিসেবে প্রচুর সুনামের অধিকারী হন। তিনি ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে কর্মরত থেকে ১৯৫০ সালে ঢাকার লালবাগে জামি'আ কুরআনিয়া 'আরবিয়া নামক আরও একটি নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তথায় মুহতামিম এর পদ অলংকৃত করেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু আছে। এ মাদরাসায় অবস্থান করে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী হাদীস শিক্ষাদানসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের আলোকে সমাজ সংস্কারে নেতৃত্ব দান করেন। তিনি যেসকল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন তারমধ্যে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া দারুল 'উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা ও জামি'আ আরবিয়া ইমদাদুল 'উলুম ফরিদাবাদ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি খাদেমুল ইসলাম নামে ইসলামী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ইমাম সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুবাদ ও মৌলিক রচনাকর্মেও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ছোট-বড় মিলিয়ে তার রচিত ও অনূদিত সর্বমোট ৭৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত লালবাগ জামি'আ কুরআনিয়া আরবিয়ায় কর্মরত থাকার পর ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বার্ধক্যজনিত কারণে অবসর গ্রহণ করে নিজ গ্রাম গওহরডাঙ্গায় গমন করেন এবং ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী তার মৃত্যু হয়।[১১৬]

13. gvIjvbv mjZvb Avng` bvbcix (1351wn./1932L.-1414wn./1993L.)

তিনি চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন ধর্মপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ফজলুর রহমান এবং মাতার নাম ওমদা খাতুন। বালক সুলতান আহমদ গর্জনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর ১৯৩২ সালে (১৩৫১ হি.) মাদরাসা হেমায়তুল ইসলাম নানুপুরে (বর্তমান নাম জামি'আ ওবাইদিয়া নানুপুর) ভর্তি হন । তিনি এখানে শরহে বেকায়া স্তর পর্যন্ত পড়ার পর ১৯৩৭ সালে দারুল 'উলুম দেওবন্দ গমন করেন এবং তথা হতে দাওরায়ে হাদীস সনদ প্রাপ্ত হন। মাওলানা সুলতান আহমদ ১৯৪৩ সালে (১৩৬৩ হি.) নাজিরহাট নছীরল 'উলুম মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। প্রায় তিন বৎসর উক্ত মাদরাসায় শিক্ষকতা করার পর ১৯৪৬ সালে তিনি জামি'আ ইসলামিয়া আজীজুল 'উলুম বাবুনগরে মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। এখানে তিনি মুসলিম শরীফ পড়াতেন। ১৯৬০ সালে তিনি জামি'আ ওবাইদিয়া নানুপুরে মুহতামিম হিসেবে যোগদান সময় মাদরাসাটি ছিল জামাতে নহুম পর্যন্ত। তিনি ক্রমান্বয়ে এ মাদরাসার উন্নতি সাধন করে ১৯৭৬ সালে (১৩৯৭ হি.) এতে দাওরায়ে হাদীস চালু করেন। তিনি আমৃত্যু উক্ত পদে কর্মরত থেকে হাদীস শিক্ষাদান ও মাদরাসার সার্বিক উন্নতি বিধানে অবদান রাখেন। মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, সুদক্ষ মুহতামিম ও কামিল পীর হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ১৯৭৭ সালের ১৬ আগস্ট মাসে ইন্তিকাল করেন।[১১৭]

---

[১১৬]. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৯

[১১৭]. মনোয়ার হোসাইন, nvqv‡Z bvbcix, PÆMvg, RwgôAv IevBw`qv bvbci, ১৯৯৭, পৃ. ১৩-৩৭, মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ, KZej Avjg kvn mjZvb Avng` bvbcix : জীবন ও দর্শন, চট্টগ্রাম, ১৯৯৭, পৃ. ১৮-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

14. gvI jvbv wn‘vqZzjøvn (1326wn./1908L.-1417wn./1996L.)

তার পিতার নাম মুবারকুল্লাহ। তিনি চাঁদপুর জিলাধীন শাহতলীর পার্শ্ববর্তী মুমিনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জামি‘আ ইউনুসিয়ায় পড়াশুনা করেন। দারুল ‘উলূম দেওবন্দ গমন এবং তথা হতে দাওরায়ে হাদীসের সনদ অর্জন করেন। এরপর তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর দরবারে ১বছর অবস্থান করে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ ঢাকার বড়কাটরা আশরাফুল ‘উলূম হোসাইনিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীয় কর্মজীবন শুরু করেন। এ মাদরাসায় ১২ বৎসর কর্মরত থেকে তিনি ১৯৫২ সালে ঢাকার জামি‘আ কুরআনিয়া আরবিয়া লালবাগ-এ যোগদান করেন। এখানে তিনি দীর্ঘ ৩৪ যাবৎ মুহাদ্দিস ও শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শেষজীবনে তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ মাদরাসা মুহাম্মদিয়া আরবিয়া শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম হিসেবে ১২ বৎসর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ও আদর্শ চরিত্রবান আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ তিনি বুখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফ-এর পাঠদান করতেন। হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তার পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল অসাধারণ। জনসমাজে তিনি মুহাদ্দিস ছাহেব হুযুর নামেই পরিচিতি ছিলেন। ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ তিনি ইন্তিকাল করেন।[১১৮]

15. gvI jvbv ggZvh DÏxb Avng‘ (1307wn./1889L.-1394wn./1974L.)

তিনি নোয়াখালী জিলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন মানিকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মাদ জলীছ ভূঁঞা। নিজ গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৯০৭ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা হতে তিনি ১৯১০, ১৯১৩ ও ১৯১৬ সালে যথাক্রমে সুওয়াম (আলিম), উলা (ফাযিল) ও টাইটেল (কামিল) পাস করেন।

মাওলানা মমতায উদ্দীন ১৯১৯ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং দেশ বিভাগের পর মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় আগমন করেন। তিনি ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এখানে কর্মরত থেকে হাদীস-তাফসীর ইত্যাদি শিক্ষাদান করে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যকর্মেও নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। তার নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়।

১. নি‘মতুল মুনইম ফী শরহি মুকাদ্দমা মুসলিম
২. আল-কাওকাবুদ্দুররী শারহ মুকাদ্দামা আদ-দিহলভী
৩. হল আল-উকদা শারহ সব‘আ আ-মু‘আল্লাকা
৪. কাশাফ আল-মা‘আনী শরহু মাকামাতি হারীরী
৫. নবী পরিচয়
৬. কুরআন পরিচিতি।[১১৯]

16. gvI jvbv bhxi Avng‘ Avb Iqvix (1332wn./1913L.-1393wn./1973L.)

তিনি চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী থানাধীন চারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গোলাম হোছাইন মাতব্বর। তিনি মাওলানা হেদায়ত হোসাইন সন্দ্বীপীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯২২-১৯২৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের দারুল ‘উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে পড়াশুনা করেন। অতঃপর ১৯৩২ সালে তিনি ভারতের ডাবিল মাদরাসায় গমন করেন। তথায় এক বৎসর মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী

---

[১১৮]. মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী, Bj‡g nv‘x‡mi D¾j fv¯‹i Avjøvgv wn‘vqZzjøvn, ঢাকা,তা.বি,পৃ. ৫-৬

[১১৯]. মাওলানা আব্দুস সাত্তার, Zvix‡L gv‘ivmv-B-Avjxqv, ঢাকা, মাদরাসা-ই-আলীয়া, ২য় খণ্ড, ১৯৫৯পৃ. ২১৪, ২১৫

ও মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানীর নিকজ হাদীস শিক্ষা করার পর তিনি ১৯৩৩ সালে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং এ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। ছাত্রজীবন শেষে মাওলানা নযীর আহমদ কিছুকাল দারুল 'উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে শিক্ষকতা করেন।

অতঃপর মাওলানা হিফজুর রহমান ও মাওলানা আতীকুর রহমান দেওবন্দীর সাথে মিলিত হয়ে কলিকাতার লোয়ারচিৎপুর রোড সংলগ্ন এলাকায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় কুরআন-হাদীস শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি সে মাদরাসা ত্যাগ করে পুনরায় দারুল 'উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে যোগদান করেন। এ মাদরাসায় তিনি প্রায় ৩০ বছর হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। পাশাপাশি তিনি আরবি, ফার্সী ও উর্দূ ভাষার বিশিষ্ট কবি হিসেবেও সমাদৃত ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত হাটহাজারী মাদরাসার 'নদওয়া আল-মুআললিফীন' (গ্রন্থাকার সমিতি) এর সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার নিম্নোক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় :

১. তারীখে ওহাবী
২. আল-হাদী
৩. ফাজায়েলে দরুদ শরীফ
৪. তুহফাতুল হাজ্জাজ
৫. ফাতওয়ায়ে কিয়াম ও ফাতেহা
৬. আনীছূল আরব ফী নফীছিল আদব
৭. যুবদাত আল-আছার ফী উমাদাত আল-আযকার
৮. নি'মুর রসায়িল ফী নযমিল মসায়িল
৯. গুলশানে হাবীব
১০. জলীসুততরব মুকাদ্দমায়ে আনীস আল'-আরব
১১. আল-মাও'য়িজা আল-হাসনা
১২. আহসান আল-ওয়ায়িদ
১৩. খেতাবাত আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী[১২০]

17. gvI jvbv Ave' i ingvb KvkMox (1329wn./1911 L.-1395n./1974 L.)

তার জন্মস্থান চীনা তুরস্কের তদানীন্তন রাজধানী কাশগড় নগরে। স্থানীয় আলিমদের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বালক আবদুর রহমান ইসলামী শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে বহু কষ্টে ১৯২২ সালে ভারত আগমন করেন এবং লাখনৌর নদওয়াতুল উলামা মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৩১ সালে তিনি ঐ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন এবং মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৩৮ সালে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে এ মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনিও ঢাকায় আগমন করেন। প্রভাষক পদ থেকে ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি লাভ করে তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার হেড মাওলানা পদে সমাসীন হন। উক্ত পদে তিনি ১৯৬৯-১৯৭১ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।[১২১]

হাদীস-তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে যেমন তার দক্ষতা ছিল অপরিসীম তেমনি আরবি কবি ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তার বহু ছাত্র বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদরাসায় হাদীস

[১২০]. মাওলানা শায়খ আহমদ : 'viæj ÔDjg nvUnvRvix Zmwbdx wL'gZ, মাসিক মুঈনুল ইসলাম, সংখ্যা-এপ্রিল, ১৯৯৫, চট্টগ্রাম, পৃ. ৭৮-৭৯

[১২১]. মাওলানা আব্দুস সাত্তার, Zvix‡L gv'ivmv-B-Avjxqv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাদান তথা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত। মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার হাদীস বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান মাওলানা এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান, কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসার প্রাক্তন প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা মকছুদুর রহমান (১৩৬০হি./১৯৪১ খৃ.-১৪১৫হ./১৯৯৪ খৃ.) তার অসংখ্য কৃতি ছাত্রদের অন্যতম। শিক্ষকতার পাশাপাশি গ্রন্থ প্রণয়নেও তার অবদান রয়েছে। তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থ রচনা করেন :

১. মাহাক্ আল-নক্দ (আরবি কাব্য সমালোচনা)
২. আল-মুহাব্বর ফী আল-মুওয়ান্নছ ওয়া আল-মুযাক্কার। (আরবি লিঙ্গ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ)
৩. শি'রু ইবন মুকবিল
৪. ইমালা আল-খাফা আন খিলাফা আল-খুলাফা
৫. আল-মুফীদ (উর্দূ-বাংলা-ইংরেজি অভিধান)
৬. আল-'ধাবারাত, (আরবি কাব্যগ্রন্থ)
৭. আল-শযরাত, (আরবি কাব্যগ্রন্থ)

মাওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী ১৯৭১ সালে ১ এপ্রিল ইন্তিকাল করেন। তার স্বরণে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার ছাত্রাবাসকে আল্লামা কাশগড়ী হল নামে নামকরণ করা হয়।[১২২]

18. gvI jvbv Ave'j Innve (1308wn./1890 L.-1396n./1976 L.)

তিনি কুমিল্লা জিলার হোমনা থানাধীন রামকৃষ্ণপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সী আহসান উল্লাহ। বালক আবদুর ওহহাব স্থানীয় মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর ঢাকার মুহসিনিয়া মাদারাসায় ভর্তি হন। এখানে কয়েক বৎসর পড়ার পর তিনি ভারত গমন করে প্রথমে মাযাহের-এ-'উলূম সাহরনপুর ও পরে দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশুনা করেন। শেষোক্ত মাদরাসা হতে তিনি দাওরায়ে হাদীস এর সনদ অর্জন করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী তার হাদীসের ওস্তাদদের অন্যতম। দাওরায়ে হাদীস পাস করার পর তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর খানকায় গমন করে তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তথায় ছয় মাস অবস্থান করে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভের পর তিনি কুমিল্লায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১২৩]

কর্মজীবনের সূচনালগ্নেই মাওলানা আবদুল ওহহাব একাধারে প্রতিভাবান মুহাদ্দিস ও আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে জনসমাজে পরিচিত হন। তিনি ১৯৩০-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জামি'আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া ও খুলনার গজালিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে শিক্ষকতা করার পর মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৩১৬হি./১৮৯৮ খৃ.-১৩৮৮হ./১৯৬৯ খৃ.) ও মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (১৩১৩হি./১৮৯৫ খৃ.-১৪০৭হ./১৯৮৬ খৃ.) এর সাথে ঢাকায় আগমন করে বড়কাটরায় ঝিমিয়ে পড়া হোসাইনিয়া মাদরাসাটি (বর্তমান নাম জামি'আ হোসাইনিয়া আশরাফুল 'উলূম) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এখানে আজীবন মুহতামিম পদে কর্মরত থেকে অতীব সাফল্যের সাথে হাদীস শিক্ষাদান করেন। তার সুযোগ্য পরিচালনায় এ মাদরাসা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা আমীনুল ইসলাম, শায়খুল হাদীস মাওলনা আযীযুল হক, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন তার অসংখ্য কীর্তিমান ছাত্রদের অন্যতম। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও খ্যাতনামা পীর মাওলানা আবদুল ওহহাব সাধারণত পীরজী হুজুর নামে পরিচিত। তিনি ১৯৭৬ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর ইন্তিকাল করেন।[১২৪]

---

[১২২]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
[১২৩]. ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৬, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭
[১২৪]. আমীরুল ইসলাম, cxiRx ûRi-Gi msw ÿß Rxebx, স্মরণিকা'১৯৯৭, জামি'আ হোসাইনিয়া বড কাটরা, ঢাকা, পৃ. ৭-৮

19. gvIjvbv Ave‘j Iqv‡n‘ (1268wn./1850 L.-1328n./1910 L.)

তিনি চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার খরনদ্বীপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জিন্নাত আলী ছিলেন একজন মুন্সেফ। বালক আবদুল ওয়াহেদ বোয়ালখালী সরোয়াতলী উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর চট্টগ্রাম শহরস্থ মুহসিনিয়া মাদরাসা (বর্তমান নাম হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ) ভর্তি হন। কয়েক বৎসর পর তিনি উক্ত মাদরাসা ত্যাগ করে দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন। দীর্ঘ ১৪ বৎসর তিনি এ মাদরাসায় অধ্যয়ন করে দাওরায়ে হাদীসের সনদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদীর নিকট বাইয়াত গ্রহণ ও পরে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করেন। ছাত্রজীবন শেষ করার পর মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ প্রথমে কিছুকাল চট্টগ্রাম শহরে টুপির ব্যবসা করেন। পাশাপাশি চট্টগ্রামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও হাদীস শিক্ষা দানের প্রতিও তিনি মনোযোগী হন। অতঃপর তিনি দারুল 'উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি উক্ত মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এ মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস খোলার ব্যাপারেও তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।[১২৫]

20. gvIjvbv Ave‘j gvbvb (1334wn./1915 L.-1412n./1991 L.)

তার পিতার নাম আবদুল মজীদ, জন্মস্থান ফেনী সদরের বারাহিপুর গ্রামে। তিনি ফেনী আলিয়া মাদরাসা হতে ১৯৪১ ও ১৯৪৩ সালে যথাক্রমে আলিম ও ফাযিল পাস করার পর দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন এবং ১৯৪৬ সালে তথা হতে দাওরায়ে হাদীস পাস করে ফেনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। মাওলানা আবদুল মান্নান ১৯৪৭ সালে ফেনী আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষায় তার পাণ্ডিত্য ছিল প্রশংসনীয়। তিনি ফেনী আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। বহু ছাত্র তার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত মাদরাসায় ভর্তি হন। হাদীস শিক্ষার বিকাশে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ ব্যাক্তিত্ব। তিনি ফেনী আলিয়া মাদরাসায় ১৯৪৯-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বৎসর মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তিনি অসংখ্য ছাত্রদের হাদীস শিক্ষাদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম. আমিনুল হক, বিশিষ্ট ইসলামী সাহিত্যিক মাওলনা জুলফিকার আহমদ কিসমতী, ফেনী আলিয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল প্রমুখ তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের অন্যতম। তার দুই পুত্রকেও তিনি দক্ষ মুহাদ্দিস হিসেবে গড়ে তোলেন।[১২৬]

21. gvIjvbv Ave bQi gnv¤§‘ bRxejøvn (1335wn./1916 L.-1417n./1996 L.)

নোয়াখালী জিলার রামগঞ্জ থানাধীন কাসেম নগরে তার জন্ম। তার পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে ১৯২৮, ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে যথাক্রমে সুওয়াম (আলিম), উলা (ফাযিল) ও টাইটেল (কামিল) পাস করেন।

মাওলানা আবু নছর মুহাম্মদ নজীবুল্লাহ ১৯৩২-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতা রমজানিয়া মাদরাসায়, ১৯৩৬-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসায়, ১৯৩৯-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বগুড়া মুসতফাবিয়া আলিয়া মাদরাসায় এবং ১৯৪৪-১৯৪৯ সাল পর্যন্ত নোয়াখালী জিলার কাছেম নগরস্থ নূরিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি ১৯৪৯ সালে বগুড়া মুসতফাবিয়া আলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। এখানে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং

---

[১২৫]. ফয়েজ আহমদ ইসলামাবাদী, ZvhwKi‡q Rgxi, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ফয়েজ মঞ্জিল, ১৯৮৫, পৃ. ২৬

[১২৬]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

রেক্টর হিসেবে আমরণ এই মাদরাসার সাথে যুক্ত ছিলেন। মাওলানা আবু নছর মুহাম্মদ নজীবুল্লাহ স্বীয় দীর্ঘ কর্মজীবনে হাদীস পঠন-পাঠনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। অধ্যক্ষ হিসেবে যেমন তিনি সুনামের অধিকারী ছিলেন তেমনি একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস হিসেবেও তার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। পাশাপাশি তিনি গ্রন্থ রচনায়ও নিয়োজিত ছিলেন। তার নিম্নোক্ত বই প্রকাশিত হয়েছে :

১. মকছুদুল মুত্তাকীন
২. ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান
৩. নারীদের সম্বল
৪. পর্দাতত্ত্ব
৫. বরাকাতে উর্দু
৬. বেহতরীন উর্দু ইনশা
৭. কিতাবুল ইমলা ফী কাওয়ানীন ইনশা
৮. আল-মনহায আল ক্বারী ফী শরহি মুকাদ্দামা আদ্‌দিহলব।

মাওলানা আবু নছর মুহাম্মদ নজীবুল্লাহ ১৯৯৬ সালের ৯ জানুয়ারি ইন্তিকাল করেন।[১২৭]

22. gvIjvbv IevB'jnK (Rb¥ : 1347wn./1928 L.)

তিনি সিলেট জিলার জকীগঞ্জ থানাধীন বারঠাকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা জহুরুল হক (১৩২৬হি./১৮৮৯ খৃ.-১৩৬৬হ./১৯৪৬ খৃ.) একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তার মাতার নাম জোবেদা খাতুন। বালক ওবাইদুল হক স্থানীয় বাহুবল মাদরাসা ও সিলেটের বিয়ানিবাজারস্থ ঘোঙ্গাদিয়া মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে দারুল 'উলুম দেওবন্দ গমন করেন। এ মাদরাসা হতে তিনি ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে যথাক্রমে দাওরায়ে হাদীস ও দাওরায়ে তাফসীর পাস করেন। অতঃপর আরও এক বৎসর তথায় অবস্থান করে আরবি ও ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে লেখাপড়া করার পর ১৯৫০ সালে তিনি দেওবন্দ হতে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মাওলানা ওবাইদুল হক একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অল্পবয়সেই তার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষতঃ হাদীস বিদ্যায় তার দক্ষতায় আলিম সমাজ বিমুগ্ধ হন। ফলতঃ তিনি ঢাকার বিখ্যাত কাওমী মাদরাসা জামি'আ হোসাইনিয়া আশরাফুল 'উলুম বড়কাটরায় মুহাদ্দিস হিসেবে আমন্ত্রিত হন। এখানে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে তিনি করাচী দারুল উলূম মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং এক বৎসর পর পুনরায় ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে পূর্বেকার বড়কাটরা মাদরাসায় যোগদান করেন।

অতঃপর তিনি ১৯৫৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় সিনিয়র শিক্ষক পদে যোগদান করেন। এখানে তিনি ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি লাভ করে ১৯৮০ সালে হেড মাওলানা পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৮৬ সালে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মাওলানা ওবাইদুল হক একজন সুদক্ষ মুহাদ্দিস হিসেবে শিক্ষকতা জীবন অতিক্রান্ত করেন। তিনি প্রথম জীবনে তিরমিযী, আবু দাউদ ও বুখারী শরীফের পাঠদান করতেন। শেষের দিকে ১৯৬৪ সাল হতে অবসর গ্রহণ কাল পর্যন্ত তিনি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় প্রধানতঃ বুখারী শরীফের পাঠদান করতেন। ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ ঢাকার বায়তুল মুকাররম এর খতীব হিসেবে যোগদান করেন । মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তিনি হাদীস শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকেননি। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি

[১২৭]. অফিস রেকর্ড, miKvix gmZdvweqv Awjqv gv'ivmv, বগুড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

চট্টগ্রামের বিখ্যাত আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় দুই বৎসর হাদীস শিক্ষাদান করেন অতঃপর ১৯৯০ সাল থেকে সিলেট শহরস্থ আল-জামি'আ কাসেমুল উলুম (দরগাহ মাদরাসা) এ বুখারী শরীফের পাঠদান করেন । এ মাদরাসায় তিনি প্রতি মাসে এক সপ্তাহ পাঠদান করেন। মাওলানা ওবাইদুল হক হাদীস শিক্ষার পাশাপাশি মাদরাসার পাঠ্য কিতাব নুরুল আনওয়ার, আকাঈদ, শরহ বেকায়া, কাফিয়া ইত্যাদির ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।[১২৮]

23. gvIjvbv Qv‡jn Avng' (1320wn./1902 L.-1392n./1972 L.)

তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া থানাধীন হরিণখাইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পটিয়ার জিরি মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে ভারত গমন করেন। তিনি এখানে প্রথমে সাহারনপুরের মযাহের-এ-উলুম-এ কয়েক বৎসর পড়াশুনা করে ডাবিল মাদরাসায় ভর্তি হন এবং এ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। এখানে তিনি মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ও মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানীর নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি দারুল 'উলুম দেওবন্দে অধ্যয়ন করে পুনরায় দাওরায়ে হাদীসের সনদ অর্জন করেন। এখানে তার হাদীসের ওস্তাদ ছিলেন মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী। মাওলানা ছালেহ আহমদ জিরি মাদরাসায় (বর্তমান নাম আল-জামি'আ আল-আরবিয়া জিরি) মুহাদ্দিস হিসেবে তার সমগ্র কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। দেওবন্দ থেকে ফিরে এসেই তিনি উক্ত মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং তৎকালীন শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ (১৩০৫হি./১৮৮৭ খৃ.-১৩৮৮হ./১৯৯৮খৃ.) এর মৃত্যুর পর তিনি উক্ত মাদরাসার দ্বিতীয় শায়খুল হাদীস। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল ওয়াদুদের অবদানের বদৌলতে জিরি মাদরাসা চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশে যে সুনাম অর্জন করে তা অব্যাহত রাখতে মাওলানা ছালেহ আহমদ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন।[১২৯]

24. gvIjvbv wbqvh gL'g †LvZvbx (1336wn./1917L.-1407n./1986 L.)

তিনি চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল খোতানের সীংগাঙ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দীক একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তার মাতার নাম সৈয়দা আয়েশা খানম। মাত্র ৬ বছর বয়সে তার পিতৃ ও মাতৃ বিয়োগ ঘটে। এতিম বালক নিয়ায মখদুম চাচা শায়খ মুহাম্মদ কাসেমের তত্ত্বাবধানে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্থানীয় খালাক মাদরাসায় লেখাপড়া করার পর কাশগড় মাদরাসায় গমন করেন এবং তথায় ৭ বৎসর অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি মুসলামানদের স্বার্থে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং কিছুকাল কর্মরত থেকে নানা যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করার পর বহু বিপদ ও প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে চিরতরে জন্মভূমি ত্যাগ করে ভারত আগমন করেন।

অতঃপর তিনি ইসলামী শিক্ষা অর্জনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। কুরআন হাদীস শাস্ত্রে অধিকতর দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি দারুল 'উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং এ মাদরাসা হতে ১৯৪৩ সালে ১ম বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করে দাওরায়ে হাদীস ও ১৯৪৪ সালে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে

[১২৮]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[১২৯]. মাওলানা রফিক আহমদ : ভারত ও বাংলাদেশের প্রাতঃস্মরণীয় আউলিয়া ও মুহাদ্দেসীন, পটিয়া, চট্টগ্রাম, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, পৃ. ১২২

দাওরায়ে তাফসীর পাস করেন। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ও মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী তার হাদীসের শিক্ষকদের অন্যতম।[১৩০]

মাওলানা নিয়ায মখদুম খোতানী ১৯৪৫ সালে পিরোজপুর (তৎকালীন বরিশাল) জিলার ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। এ মাদরাসায় তিনি একজন অসাধারন জ্ঞানী মুহাদ্দিসরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি এখানে আমৃত্যু দীর্ঘ ৪১ বৎসর পর্যন্ত হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৪৬-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তার নিকট সর্বমোট ২৮৫৮ জন ছাত্র হাদীস শিক্ষা করেন, যাদের অনেকেই পরবর্তীকালে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল (১৩৬৫হি./১৯৪৫ খৃ.-১৪১৬হ./১৯৯৫ খৃ.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আ.ন.ম. আহমদুল্লাহ, কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন ও কবি রুহুল আমীন খান এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎকালে মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী (১৩১০ হি./ ১৮৯২খৃ.-১৩৯৪হি./১৯৭৪ খৃ.) ও মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (১৩২৯ হি./ ১৯১১খৃ.-১৩৯৫হি./১৯৭৪ খৃ.) ছাড়া মাওলানা নিয়ায মখদুমের সমকক্ষ মুহাদ্দিস ছিল বিরল। উল্লিখিত দুইজনের মৃত্যুর পর মাওলানা নিয়ায মখদম এতদঞ্চলের অন্যতম অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি ১৯৮৬ সালের ২৯ অক্টোবর ইন্তিকাল করেন।[১৩১]

25. gvIjvbv dqRi ingvb (1316wn./1898 L.-1418n./1997 L.)

তিনি ময়মনসিংহ জিলার ফুলপুর থানাধীন ঘোমগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার। তিনি রুপসী ও বালিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ফুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন তিনি মাদরাসা শিক্ষার প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমে নিজ দাদা মাওলানা আবদুল হামীদ-এর নিকট কিছু কিতাব পত্র শিক্ষা করে ভারতের থানাভোনস্থ মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর দরবারে গমন করেন। এখানে তিন বৎসর বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে মযাহের-এ-উলুম সাহারনপুর-এ গমন করেন। এ মাদরাসা হতে তিনি ১৯২৯ সালে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন।

মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পর মাওলানা ফয়জুর রহমান ময়মনসিংহে কুরআন-হাদীস শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯২৯ সালে ফুলপুর থানাধীন বালিয়া অঞ্চলে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তথায় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। কালক্রমে এ মাদরাসা জামি'আ আরবিয়া আশরাফিয়া বালিয়া নামে বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমৃদ্ধ কাওমী মাদরাসা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মাওলানা ফয়জুর রহমান স্বীয় প্রতিষ্ঠিত উক্ত মাদরাসায় ছয় বৎসর মুহতামিম পদে শিক্ষকতা করার পর ময়মনসিংহ শহরস্থ আকুয়া মোঘলবাড়ী মাদরাসায় যোগদান করেন। এখানে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি ময়মনসিংহ শহরস্থ বড় মসজিদের পেশ ইমাম এবং মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসা আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া এর

[১৩০]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, gRwn', gnwÏm Avjøvgv wbqvR gvL'g †LvZvbx, দৈনিক ইনকিলাব, সংখ্যা-২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৬। মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ ড., kvqLj nv'xm Avjøvgv wbqvR gvL'g, ঢাকা : সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ২৩-২৬

[১৩১]. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৪, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬

মুহাদ্দিস নিযুক্ত হন। এ মাদরাসায় তিনি শেষজীবন পর্যন্ত দক্ষতার সাথে মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক এর পাঠদান করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে ২৪ মে ইন্তিকাল করেন।[১৩২]

26. gv I j vbv gnv¤§ ' Ave ' j ReŸvi (1352wn./1933 L.-1419n./1998 L.)

তার পিতার নাম মৌলবী ওয়াছি উদ্দীন। তিনি চট্টগ্রাম জিলার লোহাগাড়া থানাধীন বড়হাতিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫১ সালে চট্টগ্রামের গারাঙ্গিয়া মাদরাসা হতে ফাযিল ও ১৯৫৩ সালে দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা হতে কামিল পাস করেন।

শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার বাংলাদেশের খ্যাতনামা পীর ছাহেবদের অন্যতম। তিনি ১৯৫৪-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক ও মুহাদ্দিস পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি স্বীয় পীর ছাহেব মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতারের[১৩৩] (১৩২৬হি./১৯০৮খৃ.-১৩৯১হি./১৯৭১ খৃ.) নির্দেশে মাদরাসার শিক্ষকতা ত্যাগ করেন এবং পীরের দরবারে চলে আসেন। স্বীয় পীরের ইন্তিকালের পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আমৃত্যু নিবিষ্টচিত্তে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তরীকতের কাজ পরিচালনা করেন।

চট্টগ্রাম শহরের ধনিয়ালাপাড়ায় বায়তুশ শরফ নামে তার প্রসিদ্ধ দরবার আছে। সুতরাং তিনি বায়তুশ শরফের পীর হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত। দেশ-বিদেশে তার অসংখ্য মুরীদ রয়েছে। আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর অন্যতম হলো চট্টগ্রাম শহরস্থ বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদরাসা। তিনি আমৃত্যু এ মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে এখানে কামিল (হাদীস) শ্রেণি চালু হওয়ার পর তিনি এতে বুখারী ও ইবন মাজা শরীফের পাঠদান করেন। হাদীসের শিক্ষক হিসেবে তার যোগ্যতা ছিল বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি ১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ ইন্তিকাল করেন।[১৩৪] ইসলামী সাহিত্য রচনায়ও তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তার লিখিত ও অনূদিত সর্বমোট ২৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী হাদীস বিষয়ক,

১. কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে দু'আ ও মুনাজাতের তত্ত্ব
২. কুরআন-হাদীসের আলোকে যিকরুল্লাহর গুরুত্ব
৩. আল মুনব্বেহাত (অনুদিত)
৪. চল্লিশ হাদীস ও চল্লিশ বাণী।[১৩৫]

---

[১৩২]. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হক, gv I j vbv ˆmq' dqRi ingvb : Rxeb I mvabv, আবাবিল (সাময়িকী) জুলাই'১৯৯৭, ময়মনসিংহ, পৃ. ১৪-১৫, মাওলানা হাম্মাদুর রহমান, gRwn‡' wgjøvZ gv I j vbv dqRi ingvb, বিদায়ী পয়গাম' ১৯৯৬, জামি'আ আশরাফিয়া বালিয়া, পৃ. ১১

[১৩৩]. শাহ মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (র.) কাদেরিয়া আলিয়া তরীকার একজন বরেণ্য পীর ছিলেন। তাঁর দরবারের নাম বায়তুশ শরফ। এখানকার বর্তমান পীর সাহেব হলেন প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ বাহরুল উলুম হিসাবে পরিচিত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন।

[১৩৪]. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[১৩৫]. অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল হাই, evqZk kid cxi mv‡n‡ei cb¨gq Rxe‡bi msw ÿß gj¨vqb, আল-আছরার, সংখ্যা-৭ জানুয়ারী ১৯৯৭, চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ, পৃ. ১০২-১০৩

Dhaka University Institutional Repository

27. gvIjvbv gnv¤§‘ Ievq‘j nK (1321wn./1903 L.-1384n./1964 L.)

তার পিতার নাম হামিদ আলী। তিনি চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানাধীন কেউচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আফজল নগর মাদরাসায় মাওলানা আবদুল বারীর (১৯৮০/৮৫ খৃ.-১৯৪১ খৃ.) তত্ত্বাবধায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে ১৯২০ সালে চট্টগ্রামের দারুল 'উলুম আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯২২ সালে তিনি এ মাদরাসা হতে সুওয়াম (আলিম) পাস করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় গমন করেন এবং এ মাদরাসা হতে ১৯২৫ ও ১৯২৮ সালে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে যথাক্রমে উলা (ফাযিল) ও টাইটেল (কামিল) পাস করেন। টাইটেল পাস করার পর মাওলানা মুহাম্মদ ওবায়দুল হক কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় 'তাযকিয়া-এ-আউলিয়া-এ-বাঙ্গাল' শিরোনামে ২ বৎসর গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন। কর্মজীবনে মাওলানা মুহাম্মদ ওবায়দুল হক ফেনী আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯৩১-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এখানে কর্মরত ছিলেন। তার যোগদান কালে এ মাদরাসাটি ছিল আলিম পর্যায়ের। তিনি স্বীয় যোগ্যতা ও নিষ্ঠার বদৌলতে এখানে ১৯৩২ ও ১৯৪৯ সালে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল চালু করতে সক্ষম হন। ফেনী আলিয়া মাদরাসায় হাদীস শিক্ষাদান এবং এর বহুমুখী উন্নয়নে মাওলানা ওবায়দুল হকের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তার অনেক ছাত্র পরবর্তীকালে মুহাদ্দিস ও আলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তন্মধ্যে মাওলানা আবদুল মান্নান (১৩৩৪হি./১৯১৫ খৃ.-১৪১২হ./১৯৯১ খৃ.), মাওলানা আবদুল আউয়াল ফোরকানী (জন্ম: ১৩৫১হি./১৯৩২ খৃ.), অধ্যাপক আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, বিশিষ্ট ইসলামী সাহিত্যিক জুলফিকার আহমদ কিসমতী এর নাম উল্লেখ করা যায়।[১৩৬]

28. kvqL kidÏxb Ave ZvIqvgv (g.700wn./1300 L.)

তিনি বুখারার রাশিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খোরাসানের প্রসিদ্ধ আলিমদের নিকট ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ধর্মতত্ত্ব, হাদীস, ফিকহ প্রভৃতি বিদ্যায় তিনি অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। রসায়ন বিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও যাদু বিদ্যায়ও তার দক্ষতা ছিল। তবে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ফকীহ হিসেবে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের রাজত্বের প্রারম্ভে (১২৬০ খৃ.) তিনি দিল্লীতে এবং তথা হতে বিহারের মানের হয়ে ১২৭৪-১২৭৭ সালের মধ্যে বাংলার সোনারগাঁও এ আগমন করেন। পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি এখানেই বসবাস করেন এবং ইন্তিকালের পর সোনারগাঁও-এ সমাধিস্থ করা হয়।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁও-এ একটি মাদরাসা ও খানকা স্থাপন করেন। রাজশাহীর মাহিসুনে স্থাপিত মাওলানা তকী উদ্দীন আরবীর মাদরাসার পর এটিকে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) দ্বিতীয় মাদরাসা হিসেবে অভিহিত করা যায়। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় আমৃত্যু হাদীস-তাফসীর শিক্ষাদান করেন। তার এ প্রতিষ্ঠানে হাদীস শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র আগমন করে। এ মাদরাসা তৎকালে সমগ্র উপমহাদেশে হাদীসসহ বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে শিক্ষাদানের একটি উচ্চাংগের আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে। বলা যায়, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ও তার প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞানচর্চায় এক নব জাগরণ সৃষ্টি হয়। সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানেরী (৬৬২হ./১২৬৩ খৃ.-৭৭৩হ./১৩৭১ খৃ.) শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার এক বিশিষ্ট ছাত্র। মাওলানা তকী উদ্দীন আরবী স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মাহিসুনস্থ

[১৩৬]. এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন, Aa¨ÿ gvIjvbv Gg. Ievq‘j nK mv‡n‡ei Rxebx, আল মিনার, সংখ্যা-১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ঢাকা, পৃ. ১-১১

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসায় হাদীস শিক্ষার সূচনা করলেও বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) হাদীস চর্চার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে পথিকৃৎ-এর ভূমিকায় রয়েছেন শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা।[১৩৭]

29. gvI jvbv kvgmÏxb Kv‡mgx (1342wn./1923 L.-1417n./1996 L.)

তিনি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ থানাধীন নয়াবস্তি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলবী মুহাম্মদ মুদ্দাসসির। তিনি স্থানীয় রিয়াজুল 'উলুম মাদরাসায় কয়েক বৎসর লেখাপড়া করে সন্দ্বীপস্থ হরিশপুর বশিরিয়া আহমদিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন এবং এ মাদরাসা হতে আলিম ও ফাযিল পাস করেন। অতঃপর তিনি ১৯৫৫ সালে দারুল 'উলুম দেওবন্দ গমন করেন। এখানে দুই বৎসর লেখাপড়া করার পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে তিনি লাহোর গমন করে জামি'আ আশরাফিয়ায় ভর্তি হন এবং এ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস ও তাফসীর এর সনদ অর্জন করেন।

কর্মজীবনে মাওলানা শামসুদ্দীন ময়মনসিংহের সোহাগী মাদরাসা, ঢাকার বড়কাটরা মাদরাসা, ফরিদাবাদ মাদরাসা ও চট্টগ্রামের শুলকবহর মাদরাসা ইত্যাদিতে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকার মিরপুরস্থ আরজাবাদ জামি'আ হোসাইনিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। তিনি আমৃত্যু এ মাদরাসায় মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[১৩৮]

30. gvI jvbv ZKx DÏxb ÔAviex (638wn.-1240 L.)

তার নাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে তিনি আরবের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজশাহী জিলার মাহিসুনে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন এবং তথায় কুরআন হাদীস শিক্ষাদানে নিজকে ব্যাপৃত রাখেন। বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) এ মাদরাসাটিই সবচেয়ে প্রাচীন। অর্থাৎ এতদঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাদীস শিক্ষার সূচনা হয় এই মাদরাসায়। সুতরাং মাওলানা তকী উদ্দীন আরবীকে বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অবশ্য বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাদীস শিক্ষার প্রথম সার্থক রূপকার হলেন শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃ. ৭০০হি./১৩০০ খৃ.)। মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর (১২০৬ খৃ.) পর তার অধীনস্থ একজন প্রধান আমীর মুহাম্মদ শিরন খলজী দিল্লীর সৈন্যদের সঙ্গে মুকাবিলা করে ব্যর্থ হয়ে মাহিসুন-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ঐ সময় থেকেই মাহিসুন মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরীর (৬৬২হি./১২৬৩ খৃ.-৭৭৩হ./১৩৭১ খৃ.) পিতা শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী মাওলানা তকী উদ্দীন আরবীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন।[১৩৯]

---

১৩৭. Dr. Muhammad Ishaq, *India`s Contribution to the Study of Hadith Literature*. University of Dhaka. 1955. P. 116. ড. আব্দুল করিম, gmwjg evsjvi BZnvm I HwZn¨, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫; ড. এস. এম হাসান, †mvbviMvI, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯, পৃ. ১৪

১৩৮. মাওলানা হাবীবুর রহমান, Avgiv hv‡'i DËimix, পৃ. ৩১৮-৩১৯

১৩৯. Dr. Muhammad Rashid, Growth and Development of Fiqh in Bengal. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩

31. c‡dmi W. gnv¤§' kwdKjøvn

Rb¥ I cwiPq

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ নোয়াখালী জিলার চাটখিল থানার অন্তর্গত আবূ তোরাব নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রংপুর জিলার অন্তর্গত পীরগঞ্জ থানার চতরা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ মৌলভী মোবারক উল্লাহ এবং মাতার নাম শাফিয়া খাতুন। পিতার দিক থেকে তার বংশ পরিক্রমা হলো, ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ইবনে আলহাজ্জ মৌলভী মোবারক উল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আজগর 'আলী মুন্সি ইব্ন জান মুহাম্মদ ব্যাপারী ইব্ন পীর মুহাম্মদ ভূঁইয়া ইব্ন দোস্ত মুহাম্মদ ভূঁইয়া।

wkÿv Rxeb

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ আপন মাতার নিকট কুরআন মাজীদের সবক গ্রহণের পর গ্রামের মক্তবে শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি আবূ তুরাব নগর প্রাইমারী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে চাটখিল মাদ্‌রাসায় দাখিল আউয়্যাল শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ মাদরাসা থেকে পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ১৯৬০ সালের আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৬ষ্ঠ স্থান, ১৯৬২ সালের ফাযিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৩য় স্থান, ১৯৬৪ সালে নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান, ১৯৭২ সালে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলীয়া মাদরাসা থেকে কামিল (তাফসীর) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান এবং ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম পাঁচলাইশ ওয়াজিদিয়া মাদরাসা থেকে কামিল (ফিকহ্) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তিনি চট্টগ্রামের এম. ই. এস. কলেজ থেকে নাইট সিপটে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করে ১৯৬৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এইচ.এস.সি. ও ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ. পাশ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের অধীনে 'আরবি বিষয়ে ১৯৭৩ সালের এম.এ. প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, ১৯৭৪ সালে এম.এ. 'আরবি বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৭৮ সালের এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ইমাম তাহাভীর জীবনী এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান" শীর্ষক থিসিস রচনা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

wkÿKe›'

ড. শফিকুল্লাহ অভিজ্ঞ, সুদক্ষ, দায়িত্ববান, কর্তব্যপরায়ণ ও স্বনামধন্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশে সুউজ্জ্বল পণ্ডিত শিক্ষকগণের শিষ্যত্ব লাভ করেন। তার শিক্ষকগণ চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্নেহবাৎসল্য ও নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। তাঁদের সান্নিধ্যে যে এসেছে সে সফলকাম হয়েছে। ড. শফিকুল্লাহ আজীবন তার শিক্ষকবৃন্দকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন। নিম্নে তার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের নাম উল্লেখ করা হলো,

চাটখিল 'আলিয়া মাদ্‌রাাসার শিক্ষকবৃন্দ হলেন, মাওলানা মুফাজজর আহমদ (মৃত্যু ১৯৯০ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ (১৯০৮-১৯৭২ খ্রি.), মাওলানা লুৎফর রহমান (১৯৩০-১৯৮৭ খ্রি.), মৌলভী মনসূর আহমদ, মাওলানা সা'ঈদুর রহমান, মাওলানা হাফিয রুহুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল গফুর, মৌলভী বশীরুল্লাহ, মাস্টার লুৎফুল আজীম, মাস্টার তরীকুল্লাহ।

নোয়াখালী ইসলামিয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা খুরশীদ আলম, মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুর রশীদ, অধ্যক্ষ মাওলানা আযীযুল্লাহ, মুফাসসির মাওলানা নূরুল্লাহ।

নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আবুল কাসিম, মুহাদ্দিস মাওলানা বদী'উল আলম, মুহাদ্দিস মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন ফেনূবী, মুহাদ্দিস মাওলানা দলীলুর রহমান, মুহাদ্দিস মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ, মুফাসসির মাওলানা আবুল খায়ের।

বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস ও মুফাসসির মাওলানা শফিকুল্লাহ বশিকপূরী, মুফাসসির মাওলানা আযীযুর রহমান বশিকপূরী অন্যতম।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ হলেন, প্রফেসর ড. আফতাব আহমাদ রহমানী (১৯৩৩-১৯৮৪ খ্রি.), প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান (জন্ম ১৯৩৬ খ্রি.), প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সিকান্দর আলী ইবরাহিমী (জন্ম ১৯৪০ খ্রি.), মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন (১৯৩৪-২০০২ খ্রি.)। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান চৌধুরী (জন্ম ১৯৪৪ খ্রি.)।

KgRxeb

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি রংপুর জিলার পীরগঞ্জ থানার সরলিয়া এ. টি. এম. সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারেন্টেডেন্ট (১৯৬৪-১৯৬৭), কুড়িগ্রাম সাতদরগাহ আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস (১৯৬৬-১৯৬৭), চট্টগ্রাম ওয়াজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস (১৯৬৭-১৯৬৮), সিলেট সৎপুর আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস (১৯৬৮), পুনরায় চট্টগ্রাম ওয়াজিদিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস (১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত এবং রংপুর জেলার বড় রংপুর কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস পদে ১৯৭৩-১৯৭৬) পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন।

১৯৭৬ সালে অক্টোবর মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগে আরবি বিষয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন অতঃপর (১৯৮০-১৯৮৬) পর্যন্ত সহকারী অধ্যাপক হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৬ সালে গাজীপুরে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে যোগদান করে ৩১-১২-১৯৯০ পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। উক্ত বিভাগে ০৪-০৭-১৯৮৬ থেকে ৩১-১২-১৯৯০ পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাও'য়াহ্ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি ০৭-০৫-১৯৯০ থেকে ০৮-০৯-১৯৯০, মুসলিম আইন বিভাগের সভাপতি ১৮-০১-১৯৯০ থেকে ০৬-১০-১৯৯০ ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ০৫-০৭-১৯৮৯ থেকে ১৫-০৮-১৯৮৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ এর ডীন হিসাবে ২৫-০৮-১৯৮৮ থেকে ৩১-১২-১৯৯০ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র উপদেষ্ট হিসাবে ০১-০২-১৯৮৯ থেকে ১৬-০৮-১৯৮৯ পর্যন্ত, রেজিস্ট্রার হিসেবে ০৪-০৭-১৯৮৯ থেকে ০৪-০৭-১৯৮৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন। এছাড়া প্রথম আবাসিক হল সাদ্দাম হোসেন হল-এর প্রথম প্রভোষ্ট ও সিন্ডেকেট সদস্যের দায়িত্বও পালন করেন।

০১-০১-১৯৯১ সালে তিনি পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহযোগি অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৩ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তিনি ২৪-০৮-১৯৯৩ থেকে ০৪-০১-১৯৯৫ পর্যন্ত আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আরবি বিভাগের সভাপতি থাকাকালিন সময়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে বিভক্ত করেন এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ০৫-০১-১৯৯৫ থেকে ২৪-০৮-১৯৯৬ পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষে তিনি ইন্তিকালের দিন অর্থাৎ ২৭-০৫-২০১১ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন।

Qvîe›‘ : জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর যশ ও খ্যাতি অর্জন শিক্ষার্থীদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। তিনি চারটি মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস ও প্রধান মুহাদ্দিস হিসাবে ১২ বছর শিক্ষাদান করেন। এরপর তিনি রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ ৩৫ বছর অধ্যাপনা করেন। এ দীর্ঘ ৪৭ বছর শিক্ষকতার ফলে বহুসংখ্যাক ছাত্র/ছাত্রী তাঁর নিকট থেকে হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, উলুমু'ল কুরআন, উসূলুত-তাফসীর, তারীখুত-তাফসীর, উলুমুল হাদীস, উসূলুস-হাদীস, উসূলুল ফিক্‌হ, আহ্‌কামুল-কুরআন, ইলমুল-ফারাইয, ইলমুল-বালাগাত, সীরাতুন্‌-নাববী ও আরবী সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো, রাজশাহী, ইসলামী, চট্টগ্রাম, জগন্নাথ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক শিক্ষক ড. শফিকুল্লাহর ছাত্র ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন তাঁরা হলেন,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ হলেন, প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সালাম, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ নকিবুল্লাহ, প্রফেসর ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুস সালাম মিঞা, প্রফেসর মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, প্রফেসর শামীমা আখতার, প্রফেসর ড. মোঃ নিজাম উদ্দীন, ড. এ. ওয়াই কে. এম. জাহাঙ্গীর, ড. মোঃ জাহিদুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ বিলাল হুসাইন, ড. মুহাম্মদ সেতাউর রহমান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ হলেন, প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন, প্রফেসর ড. মোঃ আসাদুজ্জামান, প্রফেসর ড. এ. কে. এম. আবদুল লতিফ, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবুল খায়ের, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ড. মোঃ আশরাফ উজ জামান, ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, শেখ মোঃ তৈয়বুর রহমান, ড. মোঃ আব্দুল হান্নান, ড. মুহাঃ শহীদুল্লাহ, মোঃ মাসুদ আলম, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন।

iPbvejx : ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে যে শুধুমাত্র শিক্ষা প্রদানই করেছেন তা নয় বরং তিনি লিখনির জগতেও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনার হাত প্রসারিত করেন। তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, উলূমুল হাদীস, উসূলুল ফিক্‌হ, ইতিহাসসহ অন্যান্য বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলো নিম্নরূপ,

cKwkZ MÖšvejx

১. ইমাম তাহাভী (র.) জীবন ও কর্ম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮ খৃ.(দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৮)।
২. 'উলূমুল-কুরআন' ১ম খণ্ড, আল-মাকতাবাতুশ্‌-শফিয়া, রাজশাহী, প্রথম প্রকাশ ২০০১ খৃ. (দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৮, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১)।
৩. কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিন জাতি ও ইবলীস, আল-মাকতাবাতুশ্‌-শাফিয়া, রাজশাহী, (প্রথম প্রকাশ ২০০২খৃ. (দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৮)।

৪. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা ‘আওনুল বারী, আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, রাজশাহী, প্রথম প্রকাশ ২০০৪ খৃ.

৫. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমা’ঈল আল-বুখারী (র) ও তার জামি, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬ খৃ.।

৬. হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, রাজশাহী, প্রথম প্রকাশ ২০০১খৃ. (দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৭ খৃ.)। এ গ্রন্থটি অনুবাদ ও সম্পদনা।

৭. আত্-তাকবীর লিত্-তিরমিযী-এর অনুবাদ, মূল শায়খ মাহমুদ হাসান, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা থেকে ১৯৯৪ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর কয়েকবার প্রকাশিত হয়।

৮. তাফসীর আত্-তিরমিযী, ২য় খণ্ড (অর্ধেক) অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ।

AcKwkZ M‡ši g‡a¨ i‡q‡Q

১. সূরা ইয়াসীনের তাফসীর
২. সূরা আল-ফাতহের তাফসীর
৩. সূরা আর-রহমানের তাফসীর
৪. সূরা আল-ওয়াকি’আর তাফসীর
৫. তাফসীর সূরা নূর (এ সূরার তাফসীর প্রণয়নরত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন) ১০ আয়াতের তাফসীর ১৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখেন।
৬. উসূলুল ফিক্হ
৭. তাফসীর চর্চায় মাহমুদ আল-আলুসী (র) এর অবদান
৮. জামি’উত্-তিরমিযী এর কিতাবুস্-সালাত এর ব্যাখ্যা
৯. কিয়ামতের নিদর্শন।

Abw‘Z AcKwkZ M‡ši g‡a¨ i‡q‡Q

১. তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস
২. শুরুতু আইম্মাস্-সিত্তাহ্
৩. ফিক্হুল হায়া

BwšÍKvj I ‘vdb

তিনি ২৭-০৫-২০১১ তারিখে রোজ শুক্রবার ১০.৩০ মিনিটে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৬ নং ওয়ার্ডে হৃদরোগ বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর ৩ মাস। তার প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮.৩০ মিনিটে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে। দ্বিতীয় জানাযা ২.৩০ মিনিটে রংপুর জেলার অন্তর্গত পীরগঞ্জ থানার চতরা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাকে পারিবারিক গোরস্থানে পিতা-মাতার পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ তা’আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করুন। আমরা সকলে এ দু’আ কামনা করছি।[১৪০]

---

[১৪০]. ড. মাহবুবুর রহমান, ÒDjgj-KiAvbÓ 1g LÐ, আল-মাকতাবাতুশ্-শফিয়া, রাজশাহী, প্রথম প্রকাশ ২০০১খ্রি. (দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৮, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১)

‘kg Aa¨vq : evsjv‡‘‡k cKwkZ evsjv I Ab¨vb¨ fvlvq Abw‘Z wgkKvZj gvmvexn M‡ši GKwU mgxÿv

c_g cwi‡”Q‘ : evsjv fvlvq Abw‘Z wgkKvZj gvmvexn GKwU mgxÿv

wØZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn Gi D‘ Abev‘

ZZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn Gi Aviex I Bs‡iwR Abev‘

c_g cwi‡”Q' : evsjvfvlvq Abw'Z wgkKvZj gvmvexn GKwU mgxÿv

১. †gkKvZ kixd (1-6 LÐ) : Abev'K gvIjvbv bi gnv¤§' AvRgx

নিম্নে মেশকাত শরীফ এর অনুবাদক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী এর জীবনবৃত্তান্ত এবং তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

gvIjvbv bi gnv¤§' AvRgx

নূর মোহাম্মদ আজমী ভারত উপমহাদেশে একজন প্রখ্যাত আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক, গবেষক হিসেবে ইতিহাসে এক অনন্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি নিঃস্বার্থ জ্ঞান সাধক, সাহিত্যিক, সমাজসেবক ও দেশপ্রেমিক হিসেবে এক অসাধারণ ও বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে এবং ইসলামের শান্তি সৌন্দর্য প্রচারে, দেশের মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে, ইসলামের মূল বিধান আল-কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যাদানে নূর মোহাম্মদ আজমী যে স্বতন্ত্র গবেষণা ও সাধনা করে গিয়েছেন মানব মুকুরে তা সত্যিই স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তারই আহবানে জমিয়াতুল মোদাররিসীন নামে একটি মাদরাসা শিক্ষক সমিতি গঠিত হয়। নূর মোহাম্মদ আজমী সারা জীবন জ্ঞান সাধনা করেন। তিনি বাংলা, আরবি, উর্দু ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন । তাঁর রচিত হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস এবং মিশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এ দু'টি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এক মৌলিক অবদান। সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড, জাতির সেবায় প্রতিবাদী কণ্ঠ ও রচিত ইসলাম বিষয়ক অনেক গ্রন্থ তথা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আমাদের ইতিহাসে চিরকালীন স্বরণীয় করে রাখবে।

Rb¥ I esk cwiPq

নূর মোহাম্মদ আজমী উনবিংশ শতাব্দীর শুভলগ্ন ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর[১] ১৩১৭ হিজরি, ১৩০৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ফেনী জিলার অন্তর্গত ফেনী শহরের অদূরে সিলোনিয়া অঞ্চলের নিয়াজপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম ও শায়খ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর নাম নূর মোহাম্মদ, পিতার নাম আলী আজম। পিতার দিক থেকে তার বংশ পরিক্রমা হল নূর মোহাম্মদ ইবন আলি আজম ইবন যফর আলী ইবন শেখ মুনিরুদ্দীন ফারাযী।[৩] পিতার নামানুসারে তিনি আজমী নামে অধিক পরিচিতি লাভ করেন ।[৪] তাঁর মাতার নাম রহিমুন্নেসা।

wkÿv Rxeb

নূর মোহাম্মদ আজমী সর্বপ্রথম তাঁর নানা মুন্সী মোহাম্মদ হাতেমের কাছে কুরআন ফার্সী[৫] এবং পিতা আলী আজম এর কাছে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা করেন।[৬] এর পর তিনি ১৯১৪-১৫ সালে নিজ গ্রামের নৈশ

---

১. ড.মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬/১৪০৬) পৃ. ১৮৮; এস, এম, আজিজুল হক, মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭/১৪০৭) পৃ. ১; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২/১৪০২) পৃ. ৬০

২. বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ, পৃ. ১৮৮; মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, পৃ. ১

৩. ফরাযী ছিলেন হাজী শরীয়াতুল্লাহ ফরিদপুরীর সমসাময়িক। যথাসম্ভব হাজী শরীয়াতুল্লাহর ফরাযী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন বলেই তিনি ফরাযী বলে অভিহিত ছিলেন। নূর মুহাম্মদ আজমী নিজেই বলেন, আমার পরদাদা মনির ফরাযী হাজী শরীয়াতুল্লাহ ফরিদপুরীর সমসাময়িক ছিলেন। দ্রঃ বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ, পৃ. ১৮৩ মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, পৃ. ১

৪. পিতার নামানুসারেই নিজের নামের সংঙ্গে তিনি আজমী শব্দটি জুড়ে দেন। দ্রঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০; বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ, পৃ. ১৮৮

৫. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, তারিখ ফুনুনিত-তাফসীর, (অপ্রকাশিত) ১ম খণ্ড, পৃ. ৬

৬. gvIjvbv bi gnv¤§' AvRgx, পৃ. ২

বিদ্যালয়ে আব্দুল লতিফ মোল্লার কাছে প্রথমে ‘আর্য মাত্রা’ পরে রামসুন্দর বসাকের ‘বাল্যশিক্ষা’ অধ্যয়ন করেন। বলা বাহুল্য, এখানেই তিনি বাংলা বিদ্যা অর্জন শেষ করেন।[৭] উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নূর মোহাম্মদ আজমী বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর বাংলা শিক্ষা মাত্র বাল্যশিক্ষা। তবে তিনি এত বড় একজন সাহিত্যিক হলেন কীভাবে? তা হল তাঁর প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভার বলে।[৮] ১৯১৭ সালে দাগনভুঞা আযীযিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি তিন বছর প্রাথমিক আরবি ফার্সী অধ্যয়ন করেন। ১৯২০-২১ সালে তিনি চট্টগ্রামে নেযামপুরের আবুর হাট মাদরাসায় জামাতে শশম (৬ষ্ঠ শ্রেণি) হাপ্তম (৭ম শ্রেণি) অধ্যয়ন করেন। এরপর ১৯২২ সালে তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসায় জামাতে চাহরমে ভর্তি হন এবং ১৯২৫ সালে উক্ত মাদরাসা থেকেই জামাতে উলা (ফাযিল) পাস করেন।[৯]

weevn

অনেকেই মনে করতেন যে নূর মোহাম্মদ আজমী চিরকুমার ছিলেন। তিনি যে ১১-১২ বছর পর্যন্ত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছিলেন তা অনেকেই জানেন না। মূলত তিনি ২৭ বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের ছয় বছর পর তিন বছর বয়সের কন্যা সন্তানটি মারা যায়। অপর মতে, তিনি ১১ বছর পর্যন্ত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি স্ব-ইচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মুক্ত করেন এবং সম্পূর্ণ খরচ করে নিজেই স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দেন।[১০]

Kg Rxeb

নূর মোহাম্মদ আজমী শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯২৭ সালে সর্বপ্রথম বালুয়া চৌমুহনী মাদরাসায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেন।[১১] অতঃপর ১৯২৮ সালে থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ফেনী আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি অধ্যয়নেও অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি ১৯২৬ সাল হতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত পূর্ণ ১৯ বছর কাল গড়-পড়তায় দৈনিক ৫০ পৃষ্ঠা করে বিভিন্ন বিষয়ের বইপত্র পাঠ করেছি।[১২]

১৯৪৫ সাল হতে ১৯৪৬ সাল, এ দু’বছর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা লাইব্রেরী ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অনেক বিষয়ের বইপত্র বিশেষত কুরআন, হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। যেমন তিনি বলেন, আরবি, ফার্সী ও উর্দুতে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ প্রভৃতি ছাড়াও আমি বাংলা ভাষায় বহু কবিতা, নভেল, নাটক পাঠ করি। নবীন সেন, বঙ্কিকচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ও নুরুন্নেছার প্রায় সমস্ত গ্রন্থসহ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম ও জসিম উদ্দিন প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণের বহু রচনা নেহায়েত তৎপরতার সাথে পাঠ করি। এতদ্ব্যতীত আমি দীনেশ সেন, সুমীতি কুমার, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. এনামুল হক প্রমুখ কর্তৃক লিখিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত রচনাবলীও গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করেছি।

---

৭. তদেব

৮. তদেব

৯. evsjv‡`‡ki L¨vZbvgv Avi‡ewe`, পৃ. ১৮৮; gvIjvbv bi gnv¤§` AvRgx, পৃ. ২

১০. gvIjvbv bi gnv¤§` AvRgx, পৃ. ৯৪

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮, msw ÿß Bmjvgx wek‡Kvl, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০

১২. gvIjvbv bi gnv¤§` AvRgx, পৃ. ২

তিনি আরো বলেন, বিষয়াবলীর মধ্যে কুরআন-হাদীসের পর ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানই হচ্ছে আমার প্রিয় বিষয়। সাময়িক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকাসমূহে এ সকল বিষয়ে ও শিক্ষা বিষয়ক লেখাগুলোই আমি অধিক আগ্রহের সাথে পাঠ করে থাকতাম।[১৩]

কলিকাতা থেকে ফিরে এসে ১৯৪৭ সালে তিনি হিজায গমন করেন এবং সে বছরই হজ্জ সম্পন্ন করেন। সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে পাঁচশত টাকা মূল্যের গ্রন্থাদি ক্রয় করে তা নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।[১৪]

নূর মোহাম্মদ আজমী শাহ ওলীউল্লাহর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার জীবনের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, ইসলামের আদর্শই আমার জীবনের আদর্শ এবং খাটি ইসলামী জীবনাদর্শই অনুসরণের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করাই আমার লিখার উদ্দেশ্য। আমি মনে করি বর্তমানে দুনিয়ার কোথাও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম নেই, অথচ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হলে দুনিয়া স্বর্গরাজ্যে পরিণত হত এবং দুনিয়াতে কখনও শ্রেণি সংগ্রাম সৃষ্টি হত না।[১৫]

Bmjvgx mgvR cÖZôvi D‡Ï‡k¨ AvRgx ‘ÕwU Kgcš'v Aej¤^‡bi civgk c'vb K‡ib

প্রথমত, যুগ সৃষ্ট নব নব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে ইজতিহাদের ধারাকে সক্রিয় রাখতে হবে এবং এমনি করে ইসলামের গতিশীলতাকে চির অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার সাধন করে এমন সব লোক প্রস্তুত করতে হবে যারা বিশ্বের দুয়ারে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গুণাবলীসমূহ ফুটিয়ে তুলতে পারবে। তিনি এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ইজতিহাদ শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধ রচনা করেন।[১৬]

gv'ivmv wkÿv ms¯‹v‡i AvRgx

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্য নূর মোহাম্মদ আজমী বিশেষ চেষ্টা ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[১৭] ১৯২৯ সালে তিনি ফেনী মাদরাসায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করে মাদরাসা শিক্ষা-সংস্কারের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

তিনি বলেন, ১৯২৯ সাল হতে আমি ফেনী মাদরাসায় বাংলা সাহিত্য, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করি। এদিকে বাংলার মাদরাসা সমূহের মধ্যে ফেনী মাদরাসাই হল সকলের অগ্রণী। অবশ্য এইজন্য আমাকে প্রথমে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।[১৮]

নূর মোহাম্মদ আজমী মাদরাসার শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালে জমিয়াতুল মোদাররিসীন নামক একটি শিক্ষক সমিতি গঠন করেন।[১৯] এই প্রতিষ্ঠানটি মাদরাসা শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে বর্তমানেও মাদরাসা শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে তৎপর হয়ে কাজ করে

---

১৩. বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ, পৃ. ১৮৮; তারিখ ফুনুনিত-তাফসীর (অপ্রকাশিত), ২য় খণ্ড, পৃ. ৬

১৪. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, পৃ. ৩-৪

১৫. আমার জীবন, পৃ. ৭-৮

১৬. যার একটি মাসিক মোহাম্মাদিতে ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় এবং অপরটি ইসলামী একাডেমী পত্রিকায় ১৯৬৫ সালের মার্চে প্রকাশিত হয়। দ্রঃ বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ, পৃ. ১৮৯

১৭. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১; বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ, পৃ. ১৮৯

১৮. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, পৃ. ৫

১৯. বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ, পৃ. ১৮৯

যাচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন এ কথাটি তখনকার সাধারণ আলিম সমাজ কল্পনাও করতে পারত না। তিনি জমিয়াতুল মোদাররিসীন এর সহায়তায় এবং তার সম্পাদিত সাপ্তাহিক তালিম পত্রিকার মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার সাধনের ব্যাপারে তাদের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তন ঘটান এবং এ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[২০]

অবশেষে ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে বঙ্গীয় সরকারের তখনকার শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর মোয়াজ্জম হোসাইনের সভাপতিত্বে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের নিমিত্তে একটি কমিটি গঠন করেন। খান বাহাদুর মোয়াজ্জাম হোসাইন উক্ত কমিশনের সভাপতি হিসেবে উপযুক্ত পরামর্শাদি গ্রহণের জন্য ফেনীতে এসে এ ব্যাপারে সাক্ষাত করেন। নূর মোহাম্মদ আজমী সে বছরই উক্ত কমিশনের অধিবেশনে বসার প্রাক্কালে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারকল্পে মাদারিসে আরাবিয়া-কানিযাম-এ তালিম নামে উর্দু ভাষায় একটি পুস্তক প্রকাশ করে তদানীন্তন ভারতের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। দেওবন্দ, সাহরানপুর, নদওয়া, ডাবিল প্রভৃতি বিদ্যাপীঠের পণ্ডিতগণ নূর মোহাম্মদ আজমীর শিক্ষা সংস্কারমূলক এ পুস্তকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এ পুস্তক পাঠে নূর মোহাম্মদ আজমীর গভীর পাণ্ডিত্য ও স্বচ্ছ চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে তারা বিমোহিত হয়ে যান। বাংলার এক দূর প্রান্তে বসে একজন গ্রাম্য মৌলভী এত উচ্চাঙ্গের চিন্তা করতে পারেন এ কথা তারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। সরকারি ও কাওমী মাদরাসা নির্বিশেষে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকদর্শনকারী বলে এ পুস্তকটি বিবেচিত হয়।[২১]

১৯৪৫ মালে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে মাদারিসে আরাবিয়া কা- নিযাম এ-তালিম নামক ৪৮ পৃষ্ঠার এই কিতাবটি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। অতঃপর এ কিতাবটি মাদরাসা সংস্কারের জন্য গঠিত মোয়াজ্জম উদ্দীন কমিটির নিকট ১৯৪৬ সালে পেশ করেন। তারই সুপারিশক্রমে কমিটি মাদরাসার পাঠ্যসূচীতে বাংলা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করা হয়।[২২]

এ ছাড়া মাদরাসা শিক্ষার সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করার জন্যও তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। যার ফলে একদিকে যেমন মাদরাসায় প্রচুর ছাত্র পাওয়া যেত, তেমনি অন্যদিকে মাদরাসার পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা লাভে অভ্যস্ত ছাত্রদের মাদরাসায় পড়ার জন্য মানসিকতা প্রস্তুত হত; তদুপরি মাদরাসা সংলগ্ন প্রাথমিক পাঠশালা বা মক্তবে ছাত্রদের অল্প বিস্তর উর্দু আরবীর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হত। আজমীর সেই আশা-আকাঙ্খা তার জীবনে পূর্ণ হয়নি। তবে মরহুমের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আলহাজ্জ হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ তার আমলে ইবতেদায়ী মাদরাসা নামে তা বাস্তবায়িত করেন। তার এসব সংস্কারমূলক সুপারিশ তখন কার্যকরী হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস হয়তো ভিন্নভাবে লেখা হত। এতদসত্ত্বেও উপমহাদেশের মাদরাসা শিক্ষায় যা কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নূর মোহাম্মদ আজমীর মত নিষ্ঠাবান ও দরদী গবেষক আলিম থাকতেই সম্ভবপর হয়েছে।[২৩]

১৯৪৭ সালে আজমী হজ্জব্রত পালনের জন্য হিজায গমন করেন। হিজাযেও তিনি দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মুসলমানদের সাথে তাদের স্ব-স্ব এলাকা ও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মতবিনিময় করেছিলেন। মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার ও পুর্নবিন্যাস করে এ শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাও তিনি অন্তরে পোষণ করতেন। যদিও শেষোক্ত এ প্রস্তাবের প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ। কিন্তু নূর মোহাম্মদ আজমী এ

[২০]. gvI jvbv bi gnv¤§' AvRgx, পৃ. ৫-৬
[২১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[২২]. evsjv‡'‡ki L¨vZbvgv Avjwewe', পৃ. ১৮৯
[২৩]. gvI jvbv bi gnv¤§' AvRgx, পৃ. ৭

প্রস্তাব উত্থিত হওয়ার সময় থেকেই পরিকল্পনাটির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী যখন ধীরে ধীরে একটি আন্দোলনের রূপায়িত হয়, তখন আজমী এ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তখনকার পূর্ব-পাক জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সভাপতি হিসেবে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। মোটকথা নূর মোহাম্মদ আজমীর আজীবন লালিত ধ্যান-ধারণা ছিল এ দেশের মুসলিম সমাজে শিক্ষার উন্নয়ন।[২৪]

নূর মোহাম্মদ আজমী ১৯৩৭ সাল থেকে আজাদ ও নবযুগ পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন। অতঃপর মোহাম্মদী (ঢাকা), মদীনা (বিজনৌর), ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, মীনার, জাহানে নও (ঢাকা), ইনসাফ প্রভৃতি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িকীতে ধর্মীয়, সমাজ সংস্কার, ইতিহাস, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত তার অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। তিনি উর্দুতে কবি নজরুলের কয়েকটি কবিতার গদ্যানুবাদ করে বিজনৌরের (ভারত) অর্ধ সাপ্তাহিকী মদীনা পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করেন।[২৫] এ ছাড়া তিনি ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক তালিম পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।[২৬] ১৯৬০ সালে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ''তালাবায়ে আরাবিয়া'' সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব প্রদান করেন।[২৭] মোটকথা নূর মোহাম্মদ আজমীর আজীবন লালিত ধ্যান-ধারণা ছিল এ দেশের মুসলিম সমাজে শিক্ষার উন্নয়ন। পাকিস্তান আমলের সরকারী-বেসরকারী যে কোন মহল থেকে মাদরাসা তথা ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি কোন প্রকারের কটাক্ষপাত হলে তিনি অস্বাভাবিকভাবে স্পর্শকাতর হয়ে উঠতেন। এক সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনৈক মুখ্যমন্ত্রী মাদরাসা শিক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত করলে মাওলানা আজমী দৈনিক আজাদ পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ লিখে তার দৃঢ় প্রতিবাদ করেন।[২৮]

iPbvejx

নূর মোহাম্মদ আজমী একজন জ্ঞানসাধক, ধর্মভীরু বিশিষ্ট আলিম, শিক্ষা সংস্কারক, গ্রন্থকার, গবেষক ও প্রবন্ধকার ছিলেন। তিনি বাংলা, আরবি ও উর্দু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং এ তিন ভাষায় বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তার রচিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল।

evsjv fvlvq

1. nv'x‡mi ZË¡ I BwZnvm

হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস গ্রন্থটি বাংলার ইসলামী সাহিত্যে ও হাদীসের ইতিহাস বিষয়ে একটি অনন্য অবদান। বাংলা ভাষায় এটাই হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ।[২৯] এ গ্রন্থটি এক ভলিয়মে দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি চারটি অধ্যায় বিভক্ত। এতে হাদীস ও সুন্নার পরিচিতি, এ গুলির উৎস, হাদীসের পরিভাষা ও বিভাগ থেকে শুরু করে জাল হাদীস ও তার প্রতিকার পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসের কিতাব, স্তর ও শ্রেণি বিন্যাস, ছহীহাইনের বাহিরেও ছহীহ হাদীস আছে, হাদীসের সংখ্যা, শরীয়াতে ছুন্নতের স্থান।

---

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮
২৫. evsjv‡'‡ki L¨vZbvgv Aviwewe', পৃ. ১৯০; Avgvi Rxeb, পৃ. ১৪
২৬. msw¶ß Bmjvgx wek¦‡Kvl, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০; evsjv‡'‡ki L¨vZbvgv Aviwewe', পৃ. ১৯০
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
২৮. gvIjvbv bi gnv¤§' AvRgx, পৃ. ৭-৯
২৯. evsjv‡'‡ki L¨vZbvgv Aviwewe', পৃ. ১৯০

হাদীস হেফাজত, শিক্ষাকরণ, লিখন, আমলকরণ, হাদীস লেখার ক্রমবিকাশ, তাবেঈ ও তা'বে তাবেঈদের হাদীস শিক্ষাকরণ ও লিখন, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, সিহাহ সিত্তা'র সংকলক ও সংকলন প্রসঙ্গ, জারাহ ও তা'দীলকারী কতিপয় প্রসিদ্ধ ইমাম, কতিপয় প্রসিদ্ধ কিতাব।

দ্বিতীয় খণ্ডটি দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় পাক ভারতে ইলমে হাদীস। এ অধ্যায়ে ভারত উপমহাদেশে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের আগমন এবং পাক ভারতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী, শাহ মোহাম্মদ ইসহাক দেহলভী, মাওলানা আলম আলী নগীনবী থেকে আরম্ভ করে ৬২ জন মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থটির শেষে দ্বিতীয় যুগে ২৯৯ জন মুহাদ্দীসের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থটির শেষে একটি পরিশিষ্ট রয়েছে। এতে তিনি বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ৪১ টি মাদরাসার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাসে এ গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাক-ভারত ও বঙ্গে ইলমে হাদীস অংশে মুহাদ্দিসদের জীবনী তুলে ধরার জন্য লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। ফলত : গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। এ গ্রন্থটি এমদাদিয়া লাইব্রেরী প্রকাশ করেছে।[৩০]

2. †gkKvZ kix‡di e½vbev'

আরবি ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মেশকাত শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বাংলা ভাষায় তিনিই সর্বপ্রথম সংকলন করেন। বাংলা ভাষায় এটি তার অনন্য আর একটি অমরকৃর্তি। এ কিতাবটি তিনি দশ খণ্ডে অনুবাদ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর সব কটি খণ্ড এমদাদিয়া লাইব্রেরী প্রকাশ করেছে।[৩১]

3. Bmjv‡gi mgvR e¨e¯v

এ গ্রন্থটিতে ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটি পূর্ব পাকিস্তান আমলে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গ্রন্থটির কিয়দাংশ উর্দুতে অনুদিত হয়ে পাকিস্তানের উর্দু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩২]

4. AwKKvi gvmv‡qj I bv‡gi ZwjKv

এ গ্রন্থটি ব্যতিক্রমধর্মী ও মূল্যবান। এতে আকিকার মাসায়েল বর্ণনা করে তিনি হাদীস থেকে সুন্দর সুন্দর নাম বাচক শব্দ বাছাই করে ইসলামী নামের একটি তালিকা পেশ করেন।[৩৩]

5. Cgvb AvKx'v

ইসলামী বিশ্বাসের উপর লিখিত এ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শ।

---

[৩০]. নূর মুহাম্মদ আজমী, nv'x‡mi ZË I BwZnvm (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯২), পৃ. ১-৩০৩

[৩১]. evsjv‡'‡ki L¨vZbvgv Avwjg I জীবনী —

[৩২]. gvI jvbv bi gnv¤§' AvRgx, পৃ. ১১

[৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

এ ছাড়া তিনি বাংলা ভাষায় অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন যা বিভিন্ন মাসিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে যেগুলোর সন্ধান মিলে তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল :

১. খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ
২. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিকার
৩. ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা
৪. আমাদের শিক্ষা সমস্যা
৫. ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ বাংলা সাহিত্যের উপর ইসলামের প্রভাব
৬. ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগত
৭. ইজতেহাদের আবশ্যকতা
৮. ইসলামে দরিদ্রের অধিকার
৯. ভারতে ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন
১০. ইংরেজি শিক্ষার গোড়ার কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর আলিম সমাজ ও রাজনীতি
১১. ইংরেজি শিক্ষায় মুসলমানদের পশচাতে পড়ার কারণ
১২. ফিলিস্তিনে ইহুদী
১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)
১৪. পাক ভারতে কুরআনের তাফসীর
১৫. পাক ভারতে ইলমে হাদীস
১৬. পাক ভারতে লিখিত হাদীসের কিতাব নামে প্রবন্ধ বিভিন্ন প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩৪]

Aviwe fvlvq iPbvejx

1. ZwiL dbwbZ Zvdmxi

তারিখু ফুনুনিত তাফসীর নামে আরবি গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত। নূর মোহাম্মদ আজমী এই গ্রন্থটি ১৯৪৫-৪৬ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা লাইব্রেরী ও ইম্পিরিয়াল (বর্তমানে ন্যাশনাল) লাইব্রেরীতে অধ্যয়নকালে রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তাফসীর শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন।[৩৫] গ্রন্থটির প্রথমে আল-কুরাআন এবং উলুমুল কুরআন, ইলমুত তাফসীর ও তাবীলের সংজ্ঞা, তাফসীর ও তাবীলের প্রয়োজনীয়তা, তাফসীরের প্রকারভেদ, তাফসীরের শর্তাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন উলামার বক্তব্য, ইলম-এ তাফসীরের ক্রমবিকাশ, প্রভৃতি বিষয় স্থান লাভ করে।[৩৬] এরপর মহানবী (সা.) এর যুগ তথা প্রথম হিজরি সাল থেকে আরম্ভ করে চৌদ্দশত হিজরির শেষ নাগাদ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে লিখিত তাফসীরসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেন।[৩৭] এ গ্রন্থটির আলোচনা ১৪ টি ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করেন। এই সময়ে রচিত প্রায় সাড়ে নয়শত তাফসীরের নাম এ গ্রন্থটিতে স্থান লাভ করেছে। সর্বশেষে তিনি কুরআনের ১১ টি ভাষা যেমন : আরবি, ফার্সী, ফ্রান্স, লেটিন, ইংরেজি, ইলমানী (জার্মানী), সুইডেন, ডেনমার্ক, রুশ ও বাংলা ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাকার, গ্রন্থাদির নাম ও

---

[৩৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩; ZwiL dbwbZ-Zvdmxi, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬-৭
[৩৫]. ZwiL dbwbZ-Zvdmxi, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬
[৩৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[৩৭]. evsjv‡'‡ki L¨vZbvgv Aviwewe', পৃ. ১৯২

লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান উল্লেখ করেন। এর ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল ও সাবলিল। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব মতামতও পেশ করেছেন। এ গ্রন্থটি পাঠ করলে তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় নূর মোহাম্মদ আজমীর গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এ কিতাবটি লিখে জাতিকে যে উপহার দিয়ে গেছেন তা শুধু বাংলাদেশী নয়, সর্বত্র মুসলিম মিল্লাত তার কাছে এ জন্য ঋণী থাকবে। বিশ্বের সকল মুসলিমের সম্মুখে তাফসীরে কুরআনের ইতিহাস তুলে ধরার মন মানসিকতায় তিনি এ কিতাবটি আরবি ভাষায় রচনা করেন।[৩৮] আমার জানা মতে বাংলাদেশে তাফসীর শাস্ত্রে এত বড়, ব্যাপক ও বৃহদায়ন আরবি কিতাব এর পূর্বে বা পরে এমনকি আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। এ গ্রন্থটি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রয়েছে। এটি প্রকাশিত হলে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ এর দ্বারা উপকৃত হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের তাফসীর সম্পর্কে সকলের একটি সুস্পষ্ট ধারণা হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয় খণ্ডটি কিরআত, তাজবীদ, ইরাব, মুজিযা, নাসিখ-মানসুখ বিষয়সমূহ নিয়ে ১৩৯২ হিজরিতে রচনা করেন। এ বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে কিরআত ও তাজবীদের অংশটুকু লেখকের নিকট শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। আর বাকী অংশটুকু চট্টগ্রামের মোহরা গ্রামের মৌলভী সুলায়মান নকল করার জন্য লিখতে নিয়ে যান। কিন্তু লেখকের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে সে অংশটুকু তিনি সুলায়মান থেকে আর ফিরে পাননি।[৩৯] অপর মতে, দ্বিতীয় খণ্ডটি ঢাকা ফরিদাবাদ থেকে হারিয়ে যায়।

2. Avj-Djg Iqvj dbb

এ কিতাবটি আরবি ভাষায় লিখিত একটি বৃহদাকার গ্রন্থ। এটা তারীখু ফুনুনুত তাফসীর এর চেয়েও বড় এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ছয় শত। এ গ্রন্থটিতে আরবি ভাষায় দশটি বিষয়ের উপর ঐতিহাসিক আলোচনা করা হয়েছে।[৪০]

D' fvlvq iPbvejx

1. †bRv‡g Zvjxg (wk ÿv-c×wZ)

এ বইটি ১৯৪৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এ বইটি সম্পাদনার পরপরই তার জ্ঞান গবেষণার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

2. ZvjxKvZ Djvgv-G-cvK-I-wn›' (cvKfviZ I evsjv Djvgv‡'i iPbvejx)

এ বইটিতে আজমী আজ থেকে প্রায় একশত বছর পূর্বে পর্যন্ত এ উপমহাদেশের আলিমগণের লিখিত যাবতীয় গ্রন্থের নাম ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংগ্রহ করেছিলেন। এ বইটি তার গবেষণার ক্ষেত্রে আর এটি অনন্য অবদান ছিল।[৪১]

3. Bmjvgx †bRv‡g gwkqvZ‡K P›' Dmj (Bmjvgx A_©e¨e¯'vi KwZcq gjbxwZ)

বইটি অর্থনীতির উপর লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। বইটি ১৯৬৯ সালে ঢাকা ইদারাতুল মারিফ থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটির বাংলা অনুবাদ ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ও আজমী রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে।[৪২]

---

৩৮. gvI jvbv bi gnv¤§' AvRgx, পৃ. ৯০-৯১
৩৯. ZwiL dbwbZ-Zvdmxi, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬
৪০. gvI jvbv bi gnv¤§' AvRgx, পৃ. ৯১
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

4. Av‘v‡e ZiexqZ (wkÿv ‘v‡bi wbqg c×wZ) : এ গ্রন্থটি মূলত নেজামে তালিমের দ্বিতীয় খণ্ড। আংশিক অনুবাদ মাসিক আত-তাওহীদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গোটা প্রবন্ধটি এ সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত আদর্শ জীবন নামে আজমী রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৪৩]

এ ছাড়া বাঙলা যে ইসলামী সাকাফাত (বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি), বাংলা আদব পর ইসলাম-কা-আছার (বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব) যারাগরাহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আজমীর রচনাবলীতে স্থান পায়।

নূর মোহাম্মদ আজমী কবি নজরুলের সূর্য ও যুবক জয় হউক ও চলরে চল কবিতাগুলো উর্দুতে অনুবাদ করেন। যেমন : তিনি নিজেই বলেন, বিভাগ পূর্ব যুগে ভারতের উর্দূভাষী সাহিত্যিকদের আহবানে আমি কবি নজরুল ইসলামের কবিতা সূর্য ও যুবক জয় হউক ও চল চল এর উর্দু গদ্যে অনুবাদ করে ভারতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা মদীনায় পাঠিয়েছিলাম। প্রথমটি সুবিহ কি দ্বীনি আওর নওজোওয়ান নামে ১৯৩৯ কি ৪০ সালে দ্বিতীয়টি ফাতহ হুয়া নামে ১৯৪৭ ইংরেজীতে ভারতের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে এবং তৃতীয়টি বিভাগ-পূর্ব যুগেই প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর প্রথমটি তথাকার স্কুল পাঠসূচিতে স্থান লাভ করে।[৪৪]

AvRgx I Zvi Mš m¤ú‡K cL¨vZ gbxlx‡‘i AwfgZ

নূর মোহাম্মদ আজমী সম্পর্কে দেশের কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও জ্ঞান তাপস যে বাণী প্রদান করেন তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

wcwÝcvj Avej Kv‡mg

তার রচিত ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে বলেন, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী সমসাময়িক জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের অণ্বেষণে তার নিরলস সাধনা, সত্য উদ্ধারে তার জ্ঞানের অবিশ্রান্ত তৎপরতা ও তন্ময়তা, অতীতের মহাসমুদ্র থেকে বিরল জ্ঞানের মুক্তা আহরণের জন্য তার অতন্ত্র গবেষণা আর নির্ভীক ইজতেহাদী মনোভাবের জন্য তিনি ইংরেজি ও আরবি শিক্ষিত উভয় মহলের কাছে অতিশয় বরণীয় হয়ে আছেন। সত্য কথা বলতে কি তার পুরো জীবনটাই তিনি জ্ঞানের সাধনায় উৎসর্গ করেছেন কোন রকমের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে নজর না দিয়ে খাটি জ্ঞানের এমন নিঃস্বার্থ সাধক এই যুগে আমাদের দেশে আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ।[৪৫]

W. gnv¤§‘ knx‘jøvn

নূর মোহাম্মদ আজমীর হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস গ্রন্থের উপর অভিমত পেশ করতে গিয়ে বলেন, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী সাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ আলিম। তার রচিত হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস বহু অধ্যয়ন ও গবেষণার সুফল। আমার জ্ঞানানুসারে এরূপ হাদীস সম্বন্ধীয় পুস্তক এর পূর্বে রচিত হয়নি। মাওলানা সাহেব এ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের একটি বড় প্রশংসনীয় খেদমত করেছেন।[৪৬]

---

[৪২]. প্রাগুক্ত
[৪৩]. প্রাগুক্ত
[৪৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
[৪৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
[৪৬]. nv‘x‡mi ZË I BwZnvm, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

Aa¨ÿ gvI jvbv †nvmvBb

বলেন, মাওলানা আজমী সাহেব ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ইলমে নববীর জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বাংলা ভাষায় যে অমূল্য অবদান রেখে যাচ্ছেন তজ্জন্য তাকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।[৪৭]

wcÖÝcvj Beiwng Lv GK wPwV‡Z wj‡Lb

মরহুম মাওলানা আজমীর সঙ্গে প্রায় বিশ বৎসর আগে আজাদ অফিসে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি মরহুম আকরাম খার ভক্ত ছিলেন। আকরাম সাহেবও নূর মোহাম্মদ আজমীকে তার গভীর জ্ঞান ও নির্মল চরিত্রের জন্য নিতান্ত স্নেহ করতেন। আজমীর ইসলামিয়াত বিষয় সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান, সত্যের প্রতি তার অটুট নিষ্ঠা, নিজ জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত সাধনা, মুসলিম সমাজের তমদ্দুন ও তাহযীব প্রচারে তার বিনিদ্র আকুতি, কথায় লিখায় চিন্তায় তার প্রশংসনীয় সংযম-তার এসব গুণের কথা স্মরণ করে তার বিদোহী আত্মার প্রতি আজ সশ্রদ্ধ সালাম জানাই।[৪৮]

BwšÍKvj

নূর মোহাম্মদ আজমী ১৯৭২ সালে ১৬ আগস্ট রাত ৯ টার সময় নিজ গ্রাম নিয়াযপুরে ইন্তিকাল করেন।[৪৯] ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, এই জ্ঞান তাপস ১৯৭১ সালে নিজ গ্রামে ইন্তিকাল করেন।[৫০] ড. আবদুল্লাহ বলেন, নূর মোহাম্মদ আজমী ১৯৭৩ সালে ইন্তিকাল করেন।[৫১] তার অন্তিমকালে নির্দেশ অনুযায়ী তাকে তার পিতার কবরের পার্শ্বেই সমাহিত করা হয়।[৫২]

পরিশেষে বলা যায়, নূর মোহাম্মদ আজমী ছিলেন উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, প্রখ্যাত পণ্ডিত, লেখক, সাহিত্যিক, গভীর মনীষা, গবেষক ও শিক্ষা সংস্কারক। এক কথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন বহু গুণে গুণান্বিত। তার মত একাধিক বিষয়ে পাণ্ডিত্য বর্তমান সমাজে বিরল। তার লিখিত গ্রন্থাবলী থেকে আমরা অসংখ্য জ্ঞান আহরণ করতে পারি। তিনি শুধু গ্রন্থ রচনা করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি শিক্ষা সংস্কারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিবেশন ও তথ্যপূর্ণ রচনাবলীর জন্য খ্যাতি অর্জন করলেও মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যই তিনি আমাদের মনের মুকুরে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

1.1 gvI jvbv bi †gvnv¤§` AvRgx Abw`Z wgkKvZ j gvmvexn

বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাসে মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার অনুদিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত মেশকাত শরীফ একটি অনন্য সংকলন। তাঁর এ গ্রন্থটি দশ খণ্ডে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা ছিল, ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত রচনা করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। এমদাদিয়া লাইব্রেরী (ঢাকা)

গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। এতে প্রথমে মূল মেশকাত শরীফের হাদীস লিপিবদ্ধ করতঃ নীচে সাধু বাংলায় অনুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে এবং অনুবাদক যে সকল হাদীসের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করেছেন তার ব্যাখ্যাও লিপিবদ্ধ করেছেন। মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী মেশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদের কাজ শুরু করেন ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে। ১৯৬৬ মিশকাতুল মাসাবীহ এর বাংলা

---

[৪৭]. gvI jvbv bi gnv¤§` AvRgx, পৃ. ৮৮
[৪৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮
[৪৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
[৫০]. msw ÿ ß Bm jvgx wek‡KvI, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০
[৫১]. evsjv‡`‡ki L¨vZbvgv Avi wewe`, পৃ. ১৮৮
[৫২]. gvI jvbv bi gnv¤§` AvRgx, পৃ. ২১

অনুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে গ্রন্থটির অবশিষ্ট খণ্ড সমূহ প্রকাশ হতে থাকে। ষষ্ঠ খণ্ড বাংলা অনুবাদের কাজ হওয়ার পর মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী ইন্তিকাল করেন। সমগ্র বাংলাদেশে এ মিশকাত শরীফের প্রচুর চাহিদা লক্ষ্যণীয়। উক্ত ৬ খণ্ড অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর মেশকাত শরীফের অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ কাজ বন্ধ থাকে। প্রকাশকের ভাষ্যমতে নিবেদিত প্রাণ হাদীস বিশেষজ্ঞ ও আরবি বাংলায় দক্ষ আলিমের অভাবই এ প্রতিবন্ধকতার অন্যতম কারণ। অতঃপর এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ রায়পুর আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ বিশিষ্ট হাদীস শাস্ত্রবিদ মাওলানা আফলাতুন কায়সারকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮ সালে মিশকাতুল মাসাবীহ্ এর ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি পূর্ববর্তী অনুবাদক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর ধারামতে বাকী ৪ খণ্ডে অনুবাদ সমাপ্ত করেন।

K. wgkKvZj gvmvexn Abev‡`i KviY

মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী মিশকাতের অনুবাদের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "শরীয়াতে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস একাধারে কুরআন পাকের ব্যাখ্যা, রাসূলে কারীম (সা.) এর জীবনালেখ্য এবং শরী'আতে মুহাম্মদীর দ্বিতীয় উৎস। হাদীস ব্যতীত কুরআন বুঝাই অসম্ভব। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বহু আহকাম পালনের নির্দেশ দান করেছেন। কিন্তু অনেক আহকামেরই বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নাই, এর ভার ন্যস্ত করেছেন তিনি তাঁর রাসূলের উপর। রাসূল আপন কথা ও কাজ প্রভৃতির দ্বারা এর বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন আর হাদীসে উহা সংরক্ষিত হয়েছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে হাদীসের আলোচনা যতই অধিক হবে ততই তারা শরী'আত সম্পর্কে অধিক অবগত হবে। দুঃখের বিষয় বাংলাভাষীদের মধ্যে বাংলা ভাষায় হাদীসের আলোচনা এ যাবৎ হয় নাই বললেই চলে। মিশকাত শরীফের এক দুইটি খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হলেও সে সমূহে হাদীসের আবশ্যক ব্যাখ্যা নেই, অথচ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে অনেক হাদীসে ভুল বুঝাবুঝির আশঙ্কাই অধিক; বরং কোন কোন হাদীস বুঝা সম্পূর্ণ অসম্ভবও বটে।

এ অভাবের কিঞ্চিৎ পূরণ উদ্দেশ্যে আমি ১৩৭৬ হিজরির ১ মুহাররম মোতাবেক ৭ই আগস্ট ১৯৫৬ ইং -মিশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করি। ইতোমধ্যে দেশের ঘটনাবলী হাদীসের হুজ্জিয়াত (শরীঅতের উৎস হওয়া) সম্পর্কে প্রমাণাদি নতুন করে পেশ করার এবং যুগে যুগে বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে- হাদীসের সংরক্ষণ কিরূপে হয়েছে তার ইতিহাস আলোচনা করার প্রতি জোর তাকীদ আসতে থাকে। অতএব, আমি মিশকাত শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি। কিন্তু আবশ্যক কিতাবাদির অভাব, ঢাকায় আমার স্থায়ীভাবে অবস্থানের অসুবিধা, সর্বোপরি আমার স্বাস্থ্যহীনতা এ ক্ষেত্রে আমার জন্য বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে যা সম্ভবপর হয়েছে তা আমি মেশকাত অনুবাদের ভূমিকারূপে "হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস" নামে সুধীবৃন্দের খেদমতে পেশ করতঃ পুনরায় মিশকাত শরীফের অনুবাদ আরম্ভ করি।"[৫৩]

L. KZÁZv cKvk

যাঁরা তাঁর একাজে সহযোগিতা করেছেন এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "এখানে আমি আমার মোহতারাম দোস্ত মাওলানা মুহাম্মাদ আকরাম খাঁ, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, ঢাকা জামেয়া কোরআনিয়ার শায়খুল হাদীস মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ হাজীগঞ্জী, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দেস মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ

---

[৫৩]. নূর মোহাম্মদ আ'জমী মাওলানা, অনূদিত, †gkKvZ kix¨d (e½vbev` I e¨L¨vmn) (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, অস্টম মুদ্রন, ১৯৯৩) পৃ.৩

ইসহাক ও ঢাকা বাংলা কলেজের অধ্যাপক মাওলানা আবদুর রাজ্জাক সাহেবানের অশেষ শোকরিয়া আদায় করছি যাঁরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন" ।[৫৪]

M. Kewjqv‡Zi Rb¨ Avjøvn ZvÕAvjvi wbKU cv_bv

সর্বশেষ তিনি তাঁর এ খেদমত কবুলের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলেন "অবশেষে রহমান ও রহীম আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার নিবেদন, তিনি যেন দয়া পরবশ হয়ে আমার অকিঞ্চিতকর খেদমতটিকে কবুল করেন এবং আখিরাতে এটাকে আমার নাজাতের ওসীলা করেন। আমীন!"[৫৫]

1.2 Abev' I e¨vL¨vq AbmZ bxwZ

K. সাধু, সরলসাধু ও চলতি বাংলাভাষার এ তিনটি সাহিত্যিক রূপের মধ্যে সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতি সাধুরূপ ক্রমশ তার পাততাড়ি গুটিয়ে নিচ্ছে। আর চলতি রূপ দিন দিন আপন ছায়া বিস্তার করে চলছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয় চলতি রূপের সাথে বাংলাদেশের জনসাধারণ পরিচিত নয়, অথচ সরল সাধুরূপ উভয় অঞ্চলের সাহিত্যক্ষেত্রেই সুপ্রচলিত। এ জন্য অনুবাদে সরল সাধুরূপই এখতিয়ার করেছেন । যাতে তরজমা দ্বারা অল্পশিক্ষিত লোকও উপকৃত হতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে অনুবাদে নেহাত সহজ ভাষা এবং সাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত শব্দসমূহ ব্যবহার করা হল, মূল উহাদের যাই হোক না কেন।

L. ১. হাদীস প্রধানত আইনবিষয়ক। আর আইনের শব্দাবলী হয় গণাগাঁথা-মাপাজোখা যার একটা মাত্র আকার বা ইকারের বেশ-কমই আইনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। এজন্য অনুবাদে যথাসম্ভব শাব্দিক পদ্ধতির অনুসরণেরই চেষ্টা করেছেন, অথচ ভাষাকে তরজমা-গন্ধহীন ও সাবলীল করার জন্য স্বাধীন পদ্ধতির অনুসরণই আবশ্যক ছিল।

২. অনুবাদকে অর্থবোধক করার উদ্দেশ্যে যেখানে কোন শব্দ বা বাক্য বৃদ্ধি করতে হয়েছে। যাতে তা মূল হাদীসের সাথে মিশে না যায় এবং হাদীসের আসল শব্দ কি তা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, এজন্য সাধারণত তাকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে।

3. ব্যাখ্যা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে হাদীসের অর্থ প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝিরই কারণ হয়। অতএব, এতে প্রায় হাদীসের পরই উহার আবশ্যক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

4. হাদীসের ব্যাখ্যায় 'মুতাকাদ্দেমীন' বা পূর্ববর্তীদের কোন মত পাওয়া গেলে সর্বদা উহার অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ, দ্বীনের কথা বুঝার ব্যাপারে তাঁরা আমাদের অপেক্ষা অনেক বিজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সর্বাপেক্ষা উত্তম যুগ হলো আমার যুগ (অর্থাৎ, সাহাবীদের যুগ)। অতঃপর এদের পর যারা আসবেন তাদের যুগ (তাবেয়ীনদের যুগ)। অতঃপর তাদের পর যারা আসবেন তাদের যুগ (তাবে-তাবেঈনদের যুগ)।" এতে বুঝা গেল যে, দ্বীনের ব্যাপারে প্রত্যেক পূর্ববর্তী যুগই ওটার পরবর্তী যুগ অপেক্ষা উত্তম।

5. ইসলাম ও বৈদিক ধর্ম যেমন এক নয়, উভয়ের ধর্মীয় পরিভাষাও এক নয়। এ কারণে ইসলামী পরিভাষাসমূহের তরজমা বৈদিক শব্দে করা হয় নাই। যথা- ঈমান' এর তরজমা 'বিশ্বাস' দ্বারা করা হয় না। কারণ, 'বিশ্বাস' শব্দ সাধারণ অপরপক্ষে 'ঈমান' কতিপয় বিশেষ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসেরই নাম।

---

[৫৪]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩

[৫৫]. প্রাগুক্ত

তাই হাদীসে বর্ণিত ঈমান শব্দের তরজামা যথাসম্ভব ঈমানই রাখা হয়েছে। এরূপে 'রোযা' ও 'উপবাসের' পরিতাজ্য বিষয় ও সময় এক নয় বলে উপবাস দ্বারা ' রোযা' (সওম) এর তরজমা করা হয়নি এবং নামাযের অনুবাদও 'উপাসনা' দ্বারা করা হয় নাই। কারণ, উপাসনা সাধারণ এবং নামায এক বিশেষ পদ্ধতিতে উপাসনারই নাম।

6. অপরিহার্য কারণে যেখানে আরবি বা ফার্সীর কোন নতুন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে বন্ধনীতে ওটার সম্ভাব্য বাংলা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

7. আরবি, ফার্সী প্রভৃতি বিদেশী-মূল শব্দসমূহের বানানে সাধারণত প্রচলিত উচ্চারণের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যথা -ফিকহ্, শরাহ্, মুসলমান, মুহাম্মাদ, আল্লাহ ও কুরআন।

8. হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি সেহাহ ছিত্তার বিভিন্ন শরাহ (শরহ-'নববী' ও ফাতহুল মুলহিম'; আবু দাউদের শরাহ 'বাযলুল মাজহূদ' এবং মিশকাত শরীফের শরাহ 'তা'লীকুস সাবীহ' প্রভৃতি আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সকল কিতাবের দীর্ঘ আলোচনায় যা রয়েছে, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবীর 'মিশকাতের' পারসী তরজমা ও শরাহ 'আশেঅ্যাতুল লুমআত' এ সংক্ষেপে তাই রয়েছে; এতে তারও মীমাংসা রয়েছে। এ কারণে তিনি হাদীসের তরজমা ও ব্যাখ্যায় বরাবর এরই অনুসরণ করেছেন।

1.3

1. †gkKvZ kixd 1g LÐ

প্রকাশকাল - ১ম প্রকাশ ১৯৬৫ খৃ., ৬ষ্ঠ মুদ্রণ-১৯৮৬ আগস্ট

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১০৫

মূল্য - ৫৩ টাকা

এতে অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় অনুসৃত নীতি, বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে হাদীস বিচার, মেশকাত শরীফের পরিচয়, মেশকাত শরীফে যে সকল ইমামের বরাত রয়েছে তাদের বিবরণ, সাহায্য গৃহীত কিতাবের নাম ও মূল গ্রন্থাকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা রয়েছে। অতঃপর অধ্যায় নিয়্যাত ও কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরা-এর অধীনে ১-১৮৭ নম্বর পর্যন্ত হাদীস স্থান পেয়েছে।

2. †gkKvZ kixd 2q LÐ

প্রকাশকাল - ২য় মুদ্রণ-১৯৭৪ খৃ., ৬ষ্ঠ মুদ্রণ-১৯৯৫ খৃ.

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩২৩

মূল্য - ১৫০ টাকা

এ খণ্ডে এলমে পর্ব থেকে তাশাহহুদের মধ্যে দু'আ আদায়ের অধীনে হাদীস নম্বর ১৮৮-৮৯৬ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

৩. মেশকাত শরীফ ৩য় খণ্ড

প্রকাশকাল - ১ম প্রকাশ- ১৯৬৮ খৃ., ৪র্থ মুদ্রণ-১৯৯৫ খৃ.
পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৫৪
মূল্য - ১৩৬ টাকা

এতে নামাজের পর দু'আ কালাম হতে ঝড় তুফান ও মেঘ বৃষ্টিকালীন করণীয় পর্ব-এর অধীনে হাদীস নম্বর ৮৯৭-১৪৩৬ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

4. †gkKvZ kixd 4_ LÐ

প্রকাশকাল - ২য় মুদ্রণ- জানুয়ারি ১৯৭৭ খৃ., ৩য় মুদ্রণ- ১৯৮৬খৃ.
পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৪৪
মূল্য - ১০০ টাকা

এতে জানাজা পর্ব হতে রোজা পর্ব এর অধীনে হাদীস নম্বর ১৪৩৭-২০০৬ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

৫. †gkKvZ kixd ৫ম খণ্ড

প্রকাশকাল - ১ম প্রকাশ- ১৯৭৯ খৃ., ২য় মুদ্রণ-১৯৮৬ খৃ.
পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৭৯
মূল্য - ১১০ টাকা

এতে কুরআনের মহিমা পর্ব থেকে হজ্জ পর্ব এর অধীনে হাদীস নম্বর ২০০৭-২৬৩৭ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

6. †gkKvZ kixd 6ô LÐ

প্রকাশকাল - ১ম প্রকাশ- ১৯৮০ খৃ., ৩য় মুদ্রণ-১৯৯৫ খৃ.
পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৮৩
মূল্য - ১৩০ টাকা
এ খণ্ডে উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা, ছোটদের বালেগ হওয়া ও লালন পালন পর্ব এর অধীনে হাদীস নম্বর ২৬৩৯-৩২৩৫ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

1.4 XvKv, jvjevM Rv‡gqv †KviAvwbqvi wcwÝcvj gvI jvbv kvgQj nK dwi‘cix (i.)

mv‡n‡ei AwfgZ :

আল্লাহ তা‘আলার তাঁর নবীকে ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান দান করেছেন তা দুই প্রকার এক প্রকার জ্ঞান যা মৌল। এর নাম “কিতাবুল্লাহ” বা “আলকুরআন”। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই স্বয়ং আল্লাহর। নবী করীম (সা.) এটাকে আল্লাহর ভাষায়ই প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান যা প্রথম প্রকার জ্ঞানের ভাষ্য। এর নাম “সুন্নাহ” বা “আল হাদীস”। এর ভাব আল্লাহর। নবী কারীম (সা.) একে আপন কথা, কাজ ও সম্মতি অর্থাৎ আপন জীবন দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এটাও প্রথমটির ন্যায় শরী’আতে মোহাম্মাদীর একটি উৎস। অতএব, উম্মাতে মুহাম্মাদী প্রথম প্রকার ওহীর সংরক্ষণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এই দ্বিতীয় প্রকার ওহীর সংরক্ষণের জন্যও ঠিক সে সকল ব্যবস্থাই করেছেন অর্থাৎ শিক্ষাকরণ ও হেফয (মুখস্থ) করণ, অন্যদের এটা শিক্ষাদান, কিতাবে এটা লিপিবদ্ধকরণ এবং বাস্তবে উহাকে কার্যকরীকরণ। আর এই সকল ব্যবস্থা সাহাবীগণের যুগ হতে এ পর্যন্ত বরাবর অব্যাহত রয়েছে। কোন যুগেই এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও শিথিলতা প্রদর্শিত হয় নাই। (অবশ্য সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগে লিখন অপেক্ষা মুখস্থকরণই প্রধান ছিল।)

এতদব্যতীত আইনবেত্তাগণ (ফকীহগণ) আলকুরআনের ন্যায় এর আইনের দিক আলোচনা করেছেন, দার্শনিকগণ মোতাকাল্লেমীনগণ) এর দার্শনিক তথ্য প্রকাশ করেছেন, সূফীগণ এর আধ্যাত্মিক দ্বারা উদঘাটন করেছেন এবং মুহাদ্দেসীনগণ বিশেষ করে জারাহ-তাদীলকারী ইমামগণ এর বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা করেছেন, আর এ ব্যাপারে এরা এত অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন যার নজীর পেশ করতে দুনিয়া সক্ষম নয়।

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী সাহেব তাঁর মেশকাত-অনুবাদের ভূমিকা Ònv‘x‡mi ZË I BwZnvmÓ এ হাদীস সম্পর্কে উম্মতে মুহাম্মদীর এ সকল তৎপরতারই বিশদ আলোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি মূল কিতাবের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যায় তিনি দৃঢ়তার সাথে মোতাকাদ্দেমীনদের (পূর্ববর্তীদের) মত অনুসরণ করেছেন। আমার মতে বাংলা ভাষায় মেশকাত শরীফের সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদ এটাই প্রথম। আর এটার ভূমিকা অর্থাৎ Ònv‘x‡mi ZË I BwZnvmÓ এর ন্যায় একটি মূল্যবান কিতাব বাংলা ভাষায় কেন উর্দু প্রভৃতি ভাষায় লেখা হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। সত্যিই এটা বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য অবদান। প্রকাশক সাহেবের নিকট অনুরোধ, তিনি যেন এর উর্দু অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

2. †gkKvZ kixd (7-11 LÐ) : Abev‘K gvI jvbv AvdjvZb Kvqmvi

wb‡¤œ †gkKvZ kixd (7-11 LÐ) Gi Abev‘K gvI jvbv AvdjvZb Kvqmvi Gi RxebeË¨všÍ Ges Zvi Abev‘ Mš’ m¤ú‡K Av‡jvKcvZ Kiv nj|

2.1 gvI jvbv AvdjvZb Kvqmvi

মাওলানা আফলাতুন কায়সার একজন বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, শিক্ষাবিদ ও হাদীসবিশারদ। সন্দ্বীপ উপজেলার মুসাপুর গ্রামে ১৯৩০ সালে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। পিতা মুনশী মতিউর রহমান ও মাতা জোবাইদা খাতুনের আট পুত্র-কন্যাদের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ। বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন হালিশহর হাউজিং এস্টেট ‘আই’ ব্লকে ১২ নং লেনের বাড়িতে। তার পৈত্রিক বাড়ি বর্তমানে সাগর গর্ভে বিলীন।

esk cwiwPwZ

তিনি সন্দ্বীপের প্রসিদ্ধ কায়সার বংশের সন্তান। সন্দ্বীপের ইতিহাস থেকে জানা যায় অতীতকালে আরব বণিকদল ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিংহল (শ্রীলঙ্কা) ও ভারত হয়ে সন্দ্বীপের উপকূল দিয়ে বার্মা এবং সুদূর চীন পর্যন্ত সওদা পণ্য নিয়ে যাতায়াত করতেন। আরব ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ সন্দ্বীপ ভূ-খণ্ডে স্থায়ীবসতি গড়ে তোলেন। এই ব্যবসায়ীবৃন্দের বিশিষ্ট একজনের নাম কায়সার। তার নামানুসারে পরবর্তীতে কায়সার বংশের পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় কায়সার বংশের ব্যবসায়িক ঐতিহ্য সুখ্যাতি ও স্বীকৃতি পায়। জনাব আফলাতুন কায়সারের দাদা জনাব মনসুর আলী এবং তার পরদাদা (দাদার পিতা) জনাব রমজান আলীও ব্যবসায়িক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বংশতালিকায় পরবর্তীতে অনেকেই ব্যবসায়িক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষায় মনোযোগী হন। জনাব আলফাতুন কায়সার এই বংশের সফল শিক্ষাবিদদের অন্যতম।

wkÿvRxeb

গৃহশিক্ষক ভোলা জেলার অধিবাসী মৌলভী বজলুর রহমানের নিকট জনাব আলফাতুন কায়সার আরবি অক্ষর জ্ঞান লাভ করেন। একই সাথে তিনি স্থানীয় গুরুদাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে উক্ত ওস্তাদের অনুপ্রেরণায় তিনি গ্রামের জিয়াউল উলুম মাদরাসায় মাওলানা মাজেদ উল্লাহ সাহেবসহ অন্যান্য ওস্তাদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে জামায়াতে ছুয়াম শেষ করে তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে দাওয়ায়ে হাদীস কোর্স সুসম্পন্ন করেন।

mvsMVwbK Kvh©µg (†`Iem›`)

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসার জমিয়তে তালাবার বাংলা শাখার সেক্রেটারী হিসেবে জনাব কায়সার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের পাসপোর্ট ভিসা সংগ্রহে সহায়তা করাই এই সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এই দায়িত্ব পালন উপলক্ষে তাকে বহুবার লক্ষ্মৌ এবং দিল্লীস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনে যোগাযোগ করতে হয়েছে। দারুল উলুমে পড়াশোনা শেষে আরো উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালে তিনি লাহোর চলে যান।

†‘Ie‡›‘i I¯Ív‘MY

দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র হিসেবে তিনি অনেক প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীনের সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মুহতামিম জনাব ক্বারি তৈয়ব, বুখারী শরীফের ওস্তাদ জনাব হোসাইন আহমদ মাদানী, মুসলিম শরীফের ওস্তাদ আল্লামা ইব্রাহীম বলিয়াভী এবং তিরমিযী আবু দাউদের ওস্তাদ শায়খুল আদব জনাব এজায আলী প্রমুখ। দেওবন্দে পড়াশোনা শেষে তিনি হোসাইন আহমদ মাদানীর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন।

jv‡nv‡i D”P wkÿv MnY

দেওবন্দের পাঠ শেষে লাহোরে পৌঁছেই শাহ আলম মার্কেটস্থ তাজবীদুল কুরআন মাদরাসায় কিতাব বিভাগের সিনিয়র ওস্তাদ পদে নিয়োগ লাভের পাশাপাশি জনাব কায়সার উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ক্বারি ফজলুল করিমের নিকট ইলমে তাজবীদের শিক্ষা গ্রহণ করেন। একই সময়ে তিনি লাহোর রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারস জামে মসজিদের খতীব নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির অধীনে ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে প্রাইভেট মৌলভী ফাজেল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। এভাবে দেওবন্দে ৫ বছর এবং লাহোরে ৪ বছর প্রবাস জীবনের অধ্যয়ন শেষে ১৯৫৬ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

KgRxeb

দেশে ফিরে প্রথমেই তিনি সন্দ্বীপ কাজীরখিল মাদরাসায় হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন। দু'মাস পর নোয়াখালীর বশিকপুর সিনিয়র ফাযিল মাদরাসায় সরকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ পেয়ে সন্দ্বীপ ত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি লক্ষীপুরস্থ রায়পুর আলীয়া (কামিল) মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগ দেন। নিরবচ্ছিন্ন ৩৬ বছর উক্ত মাদরাসায় হাদীসের খেদমত শেষে ১৯৯৪ সালে উপাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, সুদীর্ঘ কর্মজীবনে জনপ্রিয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলোচক হিসেবে তিনি দেশজুড়ে নন্দিত হন।

cweÎ nRcvjb

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইরাক সরকারের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে জনাব কায়সার পবিত্র হজ্বপালন এবং ইরাক সফরের সুযোগ পান। পুনরায় ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ হজ্ব মিশনের সদস্য হিসেবে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্বপালনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

†jLv‡jwL I cKvkbv

সুলেখক ও গবেষক মাওলানা আফলাতুন কায়সার দৈনিক আজাদ ও মাসিক পৃথিবীতে নিয়মিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক কর্ণফুলীতে প্রতি শুক্রবার 'জুমাবার' শীর্ষক উপসম্পাদকীয় কলাম লিখে তিনি বিপুলভাবে পাঠকনন্দিত হন। ১৯৯৬ সালে দুর্ভাগ্যজনকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার পূর্বপর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে লেখালেখি করেন। এরপর অসুস্থজনিত কারণে আর কোন সৃজনশীল কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। জনাব কায়সারের দীর্ঘ লেখক জীবনে নিন্মোক্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়

১. মাওলানা মওদূদী (রহ.) রচিত ûKKh hv I hvBb শীর্ষক উর্দু কিতাবের প্রথম বঙ্গানুবাদ ¯vgx-¯xi AwaKvi নামে ১৯৮০ সালে ইসলামিক পাবলিকেশন্স ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

২. আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা কর্তৃক ৬ খণ্ডে প্রকাশিত mnxn eLvix kix‡di বঙ্গানুবাদে তৃতীয় ও ষষ্ঠ খণ্ডে তিনি কাজ করেন।

৩. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত mnxn gmwjg kix‡di পূর্ণ বঙ্গানুবাদ (gKvÏvgv‡q gmwjgmn) তিনি সুসম্পন্ন করেন।

৪. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার প্রকাশিত wZigwh kixd ও Ave ‘vD‘ kix‡di বঙ্গানুবাদের বিভিন্ন খণ্ডে তিনি কাজ করেন।

5. Rb¨ wbqšY I Bmjvg শীর্ষক গ্রন্থ রচনা, প্রকাশক-এমদাদিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

6. wgkKvZ kixd (৭ম থেকে ১১শ খণ্ড) প্রকাশক-এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

7. AvmgvDi wiRvj, প্রকাশক-এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

8. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত দাখিল, আলিম ও ফাযিল ক্লাসের wgkKvZ kix‡di নির্ধারিত সিলেবাসের অনুবাদ, প্রকাশক-আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

9. gxhvbj AvLevi এর বঙ্গানুবাদ, প্রকাশক-আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

10. LrevZj AvnKvg এর বঙ্গানুবাদ ও Lrev‡q Beb bevZv (বার চাঁদের খুৎবা) এর বঙ্গানুবাদ, প্রকাশক-আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

11. Kv©ev †_‡K Kvievjv শীর্ষক গ্রন্থ রচনা (একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও পবিত্র হজ্বের লেখচিত্র), প্রকাশক -হাকীম ইউসুফ হারুন, এম.ডি. হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ), জেনুইন পাবলিশার্স. আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

cwiewiK cwiwPwZ

১৯৫৬ সালে সন্দ্বীপের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ এর প্রথম কন্যা বেগম নুরজাহান এর সাথে তিনি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হন। জনাব কায়সার ৪ কন্যা ও ৪ পুত্র সন্তানের জনক। সন্তান-সন্ততিদের সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন।[৫৬]

2.2 †gkKvZ kixd (7-11 LÐ) : Abev‘K gvI jvbv AvdjvZb Kvqmvi

মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী মেশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদের কাজ শুরু করেন ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে। ১৯৬৬ মিশকাতুল মাসাবীহ এর বাংলা অনুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে গ্রন্থটির অবশিষ্ট খণ্ড সমূহ প্রকাশ হতে থাকে। ষষ্ঠ খণ্ড বাংলা অনুবাদের কাজ হওয়ার পর মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী ইন্তিকাল করেন। উক্ত ৬ খণ্ড অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর মেশকাত শরীফের অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ কাজ বন্ধ থাকে। অতঃপর এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ রায়পুর আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ বিশিষ্ট হাদীস শাস্ত্রবিদ মাওলানা আফলাতুন কায়সারকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮ সালে মিশকাতুল মাসাবীহ এর ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি পূর্ববর্তী অনুবাদক মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (র.) এর ধারামতে বাকী ৪ খণ্ডে অনুবাদ সমাপ্ত করেন।

[৫৬]. আফলাতুন কায়সার, Kv©ev †_‡K Kvievjv, (চট্টগ্রাম : জেনুইন পাবলিশার্স. (দ্বিতীয় সংস্করণ), গ্রন্থকার পরিচিতি,

K. †gkKvZ kixd 7g LÐ

প্রকাশকাল - ১ম প্রকাশ- ১৯৮৮ খৃ.

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৭১

মূল্য - ৮০ টাকা

এ খণ্ডে দাস মুক্ত করা পর্ব থেকে জিহাদ পর্ব এর অধীনে হাদীস নম্বর ৪১০৯-৪৫৫৭ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

L. †gkKvZ kixd ৮ম খণ্ড

প্রকাশকাল - ১ম প্রকাশ- ১৯৯০ খৃ.

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪২৪

মূল্য - ১২০ টাকা

এখানে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের প্রস্তুতি পর্ব থেকে চিকিৎসা ও মন্ত্র পর্ব এর অধীনে হাদীস নম্বর ৩৬৮৪-৪৪২১ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

M. †gkKvZ kixd ৯ম খণ্ড

প্রকাশকাল - ১ম মুদ্রণ-১৯৯২ খৃ.

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৯৩

মূল্য - ১১২ টাকা

এ খণ্ডে শিষ্টাচার পর্ব এর সতর্কতা অবলম্বন ও ভীতি প্রদর্শন এর অধীনে হাদীস নম্বর ৪৪২৩-৫১৪৫ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

N. †gkKvZ kixd ১০ম খণ্ড

প্রকাশকাল - ১ম মুদ্রণ-১৯৯২ খৃ.

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৫৫

মূল্য - ১০০ টাকা

এতে ফিতনা পর্ব থেকে নবুওতের নিদর্শনসমূহ এর অধীনে হাদীস নম্বর ৫১৪৬-৫৬১১ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

ঙ. †gkKvZ kixd ১১শ খণ্ড

প্রকাশকাল - ১ম প্রকাশ- ১৯৯৩ খৃ.

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৩৯

মূল্য -১০০ টাকা

এটি শেষ খণ্ড। এ খণ্ড প্রাকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মিশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদ কর্ম সমাপ্ত হয়। মাওলাানা আফলাতুন কায়সার ১৯৯২ সালের ২ ফেব্রুয়ারী এ অনুবাদ কর্ম সমাপ্ত করেন। তিনি তখনও রায়পুর আলিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। এ খণ্ডে মেরাজের ঘটনা, উম্মতে মুহাম্মাদী এর ছওয়ারের বিবরণ-এর অধীনে হাদীস নম্বর ৫৬১২-৬০৩৪ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

3. †gkKvZ kix‡di e½vbev' (4 LÐ) : Abev'K dRjj Kwig

ফজলুল করিম ১৯৩৬ সালে মিশকাত শরীফের ইংরেজি অনুবাদ আল-হাদীস নামে প্রকাশ করেন। তার এই ইংরেজিতে অনূদিত আল-হাদীস বাংলাদেশে তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত

হয়। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থ নিজেই বাংলায় অনুবাদ করে মেশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ নামে ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেন। এখানে হাদীসের মূল পাঠ নেই। কোন কোন হাদীসের সংক্ষিপ্ত মূল বক্তব্য টিকা সংযোগপূর্বক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফজলুল করীম মিশকাত শরীফের ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ করে বাংলাদেশে হাদীসের অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়নে পথিকৃত এর ভূমিকা পালন করেন।

K. †gkKvZ kix‡di e½vbev‘ 1g LÐ

প্রকাশকাল- ১ম প্রকাশ- ১৯৪৯ খৃ., ৪র্থ সংস্করণ- ১৯৬৩ খৃ.
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১-৪৫২
মূল্য - ৪ খণ্ড একত্রে ২০ টাকা
এ খণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদ নিয়ত বা উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে চতুর্থ পরিচ্ছেদ শাস্তি এবং বিবাদ পর্যন্ত হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

L. †gkKvZ kix‡di e½vbev‘ 2q LÐ

প্রকাশকাল- উল্লেখ নেই
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৫৩-৯৫০
মূল্য - ৪ খণ্ড একত্রে ৫৩ টাকা
এ খণ্ডে ৫ম পরিচ্ছেদ এর সাক্ষাতের অনুমতি থেকে ২৩শ পরিচ্ছেদ এর মানত করা পর্যন্ত হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

N. †gkKvZ kix‡di e½vbev‘ 3q LÐ

প্রকাশকাল- ডিসেম্বর, ১৯৭৬ খৃ.
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯৫১-১৪৮৮
মূল্য - ৪ খণ্ড একত্রে ৪০ টাকা
এ খণ্ডে ২৫ পরিচ্ছেদ এর ফৌজদারী আইন থেকে ৩৪শ পরিচ্ছেদ এর বায়ু পর্যন্ত হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

O. †gkKvZ kix‡di e½vbev‘ 4_ LÐ

প্রকাশকাল- আগস্ট, ১৯৬২ খৃ.
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৪৮৯-২০১৬
এতে ৩৫শ পরিচ্ছেদ এর নতুন চাঁদ দর্শন থেকে ৪৯শ পরিচ্ছেদ এর হজরত এর সাহাবীদের কারামত পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

4. Av‡bvqviæj wgkKvZ ki‡n wgkKvZzj gvmvexn Abev‘K : gvI jvbv Avng‘ gvqgb

মাওলানা আহমদ মায়মূন[৫৭] ও মাওলানা আব্দুস সালাম[৫৮] মিশকাতুল মাসাবীহ এর ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ করেছেন, সাত খণ্ডে সমাপ্ত করেছন। ইসলামিয়া কুতুবখানা (ঢাকা) গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। এতে আরবি মতনও সংযোজিত হয়েছে। ৬/১০/২০০৬ খৃ. মিশকাতুল মাসাবীহ এর বাংলা অনুবাদ 'আনোয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

[৫৭]. মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা
[৫৮]. মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

5. wgkKvZ kixd : Abev‘K gvI jvbv wmÏxKi ingvb

প্রকাশনায়- আহমদিয়া কুতুবখান, ঢাকা
প্রকাশকাল- উল্লেখ নেই
সাইজ- ৯"×৭"
কাগজ- নিউজ প্রিন্ট
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৪৮
মূল্য- ৭৯ টাকা

এতে রয়েছে কিতাব আল-ঈমান, আল-ইলম ও আত-তাহারাত এ তিনটি অধ্যায়ের ব্যাখ্যা বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের আলিম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এতে প্রথমে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

6. Avmnv j j gvdvZxn wgkKvZ j gvmvexn : Abev‘K gvI jvbv gnv¤§v‘ mvBdj øvn gbxi

প্রকাশনায়- আল-বারাকা লাইব্রেরী, ঢাকা
প্রকাশকাল- উল্লেখ নেই
কাগজ- নিউজ প্রিন্ট
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৫৪
মূল্য- ১৩০ টাকা

এতে রয়েছে কিতাব আল-আদব এর ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের নবম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এতে প্রথমে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. Avmnv j j gvdvZxn wgkKvZ j gvmvexn : Abev‘K gvI jvbv gnv¤§v‘ mvBdj øvn gbxi

প্রকাশনায়- আল-বারাকা লাইব্রেরী, ঢাকা
প্রকাশকাল- উল্লেখ নেই
কাগজ- নিউজ প্রিন্ট
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৫৪
মূল্য- ১৩০ টাকা

এতে রয়েছে কিতাব আল-আদব এর ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এতে প্রথমে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. †gkKvZj gvmvexn kixd : Abev‘K gvI jvbv gnv¤§v‘ mvBdj øvn gbxi

প্রকাশনায়- আল-বারাকা লাইব্রেরী, ঢাকা
প্রকাশকাল- উল্লেখ নেই
কাগজ- নিউজ প্রিন্ট
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৫৪

মূল্য- ১৩০ টাকা

এতে রয়েছে কিতাব আস-সালাত এর ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের আলিম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এতে প্রথমে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

9. Zvbexiæj wgkKvZ : Abev‘K, W. gvIjvbv bKxe bvmiæjøvn, gvIjvbv †gv: †gvwneyjøvn AvRv‘, nv‡dR gvIjvbv dviæK Avng‘, gvIjvbv gnv¤§v‘ nvexei ingvb

প্রকাশনায়- কুতুবখানা এমদাদিয়া, ঢাকা
প্রকাশকাল- ২০০৬
কাগজ- নিউজ প্রিন্ট
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৭৩
মূল্য- ১৩১ টাকা

এতে রয়েছে কিতাব আল-আদব এর ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের নবম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এ গ্রন্থে প্রথমে মিশকাতের নামকরণ, মাসাবীহ ও মেশকাত গ্রন্থাকারের জীবনী, হাদীসের পরিচয় এবং ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এতে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

10. Zvbexiæj wgkKvZ : Abev‘K, W. gvIjvbv bKxe bvmiæjøvn, gvIjvbv †gv: †gvwneyjøvn AvRv‘, nv‡dR gvIjvbv dviæK Avng‘, gvIjvbv gnv¤§v‘ nvexei ingvb

প্রকাশনায়- কুতুবখানা এমদাদিয়া, ঢাকা
প্রকাশকাল- ২০০৬
কাগজ- নিউজ প্রিন্ট
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৮৭
মূল্য- ১১৪ টাকা

এতে রয়েছে কিতাব আল-আদব এর ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের ১০ম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এ গ্রন্থে কিতাব আল-আদব এর বাবুল বিরির ওয়াসসিলা থেকে বাবুল আমরি বিল মা'রূপ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। এতে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. Zvbexiæj wgkKvZ 1g LÐ : Abev‘K, gvIjvbv †gv: †gwneyjøvn AvRv‘, nv‡dR gvIjvbv dviæK Avng‘, gvIjvbv gnv¤§v‘ †gvqv‡¾g †nvmvBb Avj Avhnvix, gvIjvbv d‡hR Djøvn, gvIjvbv †Mvjvg †gv¯Ídv, gvIjvbv Av‡bvqviæj nK|

প্রকাশনায়- কুতুবখানা এমদাদিয়া, ঢাকা
প্রকাশকাল- ২০০৬
কাগজ- নিউজ প্রিন্ট
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫৩৮
মূল্য- ১৯০ টাকা

এতে রয়েছে কিতাব আল-আদব এর ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের আলিম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এ গ্রন্থে প্রথমে মিশকাতের নামকরণ, মাসাবীহ ও মেশকাত গ্রন্থাকারের জীবনী, হাদীসের পরিচয় এবং ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ইলম, কিতাবুত তাহারাত পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। এতে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

১২.Zvbexiæj wgkKvZ 2q LÐ : Abev‘K, gvIjvbv †gv: †gwneŸjøvn AvRv‘, nv‡dR gvIjvbv dviæK Avng‘, gvIjvbv gnv¤§v‘ †gvqv‡¾g †nvmvBb Avj Avhnvix, gvIjvbv d‡hR Djøvn, gvIjvbv †Mvjvg †gv¯Ídv, gvIjvbv Av‡bvqviæj nK|

প্রকাশনায়- কুতুবখানা এমদাদিয়া, ঢাকা

প্রকাশকাল- ২০০৬

কাগজ- নিউজ প্রিন্ট

পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫৩৮

মূল্য- ১৯০ টাকা

এতে রয়েছে কিতাব আল-আদব এর ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের আলিম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এ গ্রন্থে প্রথমে মিশকাতের নামকরণ, মাসাবীহ ও মেশকাত গ্রন্থাকারের জীবনী, হাদীসের পরিচয় এবং ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে কিতাবুস সালাত আলোচনা করা হয়েছে। এতে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

13. ki‡n †gkKvZj gvmvexn 2q LÐ : Abev‘K, gvIjvbv gnv¤§v‘ wmÏxKjøvn, gvIjvbv Avej Kvjvg gvmg, gvIjvbv Av‡bvqviæj nK|

প্রকাশনায়- ইসলামিয়াকুতুবখানা, ঢাকা

কাগজ- নিউজ প্রিন্ট

পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮২৬

মূল্য- ৪১৫ টাকা

এতে রয়েছে কিতাব আল-আদব এর ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের আলিম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এ গ্রন্থে কিতাবুস সালাত আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রথমে সালাতের গুরুত্ব, সমাজ জীবনে সালাতের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। এতে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

14. ‘wLj wgkKvZj gvmvexn : Abev‘K, c‡dmi gvIjvbv bi gnv¤§v‘, c‡dmi gvIjvbv gnv¤§v‘ Bmjvg MYx

প্রকাশনায়- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

কাগজ- নিউজ প্রিন্ট

পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৯৫

এতে রয়েছে কিতাব আল-আদব এর ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের নবমও দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এ গ্রন্থে কিতাবুল আদব আলোচনা করা হয়েছে। এ

গ্রন্থে প্রথমে হাদীসের পরিচয়, কুরআন ও হাদীসের প্রার্থক্য, হাদীসের প্রকারভেদ এবং হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এতে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

15. nv'xm kixd : Abev'K, gvIjvbv W. ˆmq' gnv. kivdZ Avjx, gvIjvbv gnv¤§v' Avãi ikx', gvIjvbv Av, b, g gvneei ingvb

প্রকাশনায়- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
কাগজ- নিউজ প্রিন্ট
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৭০

এতে রয়েছে কিতাব আল-আদব এর ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের নবমও দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচী অবলম্বনে লিখিত। এ গ্রন্থে কিতাবুল আদব আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রথমে হাদীস পরিচিতি, ইলমে হাদীসের গুরুত্ব, কুরআন ও হাদীসের প্রার্থক্য, হাদীসের প্রকারভেদ এবং হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এতে হরকতযুক্ত মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করে নীচে চলিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীসের কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে।

16.wgkKvZj gvmvexn Gi e¨vL¨vMš gvhwn‡i n‡Ki e½vbev' 1g LÐ : Abev'K, gvIjvbv gxhvbi ingvb Kv‡mgx

প্রকাশনায়- মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা
কাগজ- হোয়াইট প্রিন্ট
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৭৩৫
মূল্য : ৬০০ টাকা মাত্র
প্রথম বাংলা সংস্করণ : ২৭ রজব, ১৪৩০হি., ৫ই শ্রাবণ, ১৪১৬ বাংলা, ২০জুলাই, ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দ

এটি মূলত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র.) এর তরজমায়ে মিশকাত এর পরিবর্তিত রূপ। মিশকাতের দারস দেয়ার সময় তিনি সংক্ষিপ্তাকারে কিছু হাদীসের তরজমা করেছেন। পরবর্তিতে শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র.) এর সুযোগ্য ও স্নেহভাজন ছাত্র আল্লামা নওয়াব মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন দেহলভী (র.) উক্ত তরজমা ও ব্যাখ্যা সামনে রেখে স্বীয় উস্তাদের তাকরীর থেকে তিনি তাতে আরো সংযোজন করে উস্তাদের খেদমতে পেশ করলে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং নিজেও আরো কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষন যোগ করেন। এভাবে তৈরী হয় মাযাহিরে হক। কিন্তু এই কিতাবের ভাষা ছিল অদিকালের সেই উর্দু যা এতই কঠিন যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বর্তমান যুগের শিক্ষিত লোকদের জন্যও তা বোধগম্য হওয়া ছিল কঠিন পরিশেষে দারুল উলুম দেওবন্দের সুযোগ্য ফাজেল আব্দুল্লাহ জাবেদ বাজীপুরী ১৯৬০ সালে নতুন তারতীবে এবং সহজ উর্দুতে এটিকে রূপান্তরিত করেন। প্রতিটি হাদিসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যে, আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয় তার মধ্যে চলে এসেছে। এখন এটির নামকরণ করা হয়েছে মাযাহিরে হক জাদীদ নামে। ৭০০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সাত খন্ডের এই বিশাল কিতাব ইতিমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মাদরাসার তালীবে ইলম ছাড়াও সাধারণ মানুষদের হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে আলোচ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক। বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন মুফতী মীযানুর রহমান কসেমী।

wØZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvwexn Gi D‘ Abev‘

1. Bhvn Avj-wgkKvZ (4 LÐ) : অনুবাদক মাওলানা রফীক আহমেদ

চার খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ মিশকাত শরীফের উর্দূ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মাওলানা রফীক আহমদ ১৯৯০ সালে এ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এখানে হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে লেখকের ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্যণীয়। এতে হাদীস থেকে নির্গত মাসআলা এবং এ সম্পর্কে ইমামগণের ইখতিলাফ যুক্তি প্রমাণসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক এখানে দুই বা একাধিক হাদীসের দ্বন্দ্ব নিরসনে চমৎকার আলোচনা পেশ করতে সমর্থ হয়েছেন। বিভিন্ন মাসআলা বর্ণনায় তিনি সংগৃহীত তথ্যের মূল কিতাবের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে একদিকে লেখকের প্রচুর উর্দূ জ্ঞান, পাশাপাশি হাদীস শাস্ত্রে তার প্রচুর দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১.১

K. Bhvn Avj-wgkKvZ 1g LÐ

প্রকাশনায়- আল-মাকতাবা আল-আমরাফিয়া, জামি'আ ইসলামিয়া রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম
প্রকাশকাল- প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫ খৃ.
সাইজ- ৮"×৫"
কাগজ- সাদা
মূল্য- উল্লেখ নেই।
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১- ৪৪৮

এ খণ্ডে হাদীসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ উসূলে হাদীসের সংজ্ঞা, হাদীস সংকলন প্রসঙ্গ, ইমাম আবু হানীফা ও তার হাদীসগ্রন্থ, মিশকাত শরীফের লেখক পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম দারমী, ইমাম দার কুতনী, ইমাম বায়হাকী, ইমাম রাযীন প্রমুখ ইমামদের ১-৩৬ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা রয়েছে। অতঃপর মিশকাত শরীফের কিতাব আল-ঈমান থেকে আস-সালাত পর্যন্ত হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রয়েছে।

L. Bhvn Avj-wgkKvZ 2q LÐ

প্রকাশনায়- আল-মাকতাবা আল-আমরাফিয়া, জামি'আ ইসলামিয়া রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৪৯-৮৪০
এখানে মিশকাত শরীফের কিতাব আস-সালাত এর বাব আল-মাসাজিদ থেকে কিতাব আল-মানাসিক পর্যন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

M. Bhvn Avj-wgkKvZ 3q LÐ

প্রকাশনায়- আল-মাকতাবা আল-আমরাফিয়া, জামি'আ ইসলামিয়া রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৬৭
এ খণ্ডে কিতাব আন-নিকাহ থেকে কিতাব আল-জিহাদ পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে।

P. Bhvn Avj-wgkKvZ 4_ LÐ

প্রকাশনায়-আল-মাকতাবা আল-আমরাফিয়া, জামি'আ ইসলামিয়া রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৬৯-৬২৪
এখানে বাব আল-জিযয়া থেকে কিতাব আল-ফিতান পর্যন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

2. Zvbhxg Avj-AvkZvZ wj nwjø Awe‘vZ Avj-wgkKvZ (4 LÐ) : Abev‘K gvI jvbv gnv¤§‘ Avej nvmvb

এটি মিশকাত শরীফের এক অনন্য সাধারণ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ৪ খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি একটু ভিন্ন রকম। এতে মূল হাদীস লিখে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা হয়নি। এখানে মিশকাত শরীফের অধ্যায় উল্লেখ করতঃ সেই অধ্যায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত অধ্যায়ের অধীনস্থ হাদীসের যে অংশ ব্যাখ্যার দাবী রাখে তা পূর্ণ তথ্য সহকারে সাবলীল উর্দু ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মাওলানা আবুল হাসান প্রণীত এ গ্রন্থ উপমহাদেশের সর্বত্র বিপুলভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়। গ্রন্থটির ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে দেওবন্দ এর প্রসিদ্ধ প্রকাশক এছালাহী কুতুবখানা ১৯৮১ সালে এ গ্রন্থের চারটি খণ্ড পূনঃ প্রকাশ করে।

২.১

K. Zvbhxg Avj-AvkZvZ 1g LÐ

পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২৮, মূল্য-২৬ টাকা
প্রকাশনায়- দারুল ‘উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
প্রকাশকাল- প্রথম প্রকাশ-১৯৭৬ খৃ., তৃতীয় প্রকাশ- ১৯৮২ খৃ.
সাইজ- ৯"×৬"
কাগজ- সাদা

এ খণ্ডের শুরুতে হাদীসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, হাদীস সংকলন প্রসঙ্গ, সিহাহ সিত্তা ও তার সংকলক ইত্যাদি প্রসঙ্গে ১-৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা রয়েছে। অতঃপর মিশকাত শরীফের কিতাব আল-ঈমান, কিতাব আল-ইলম, কিতাব-আত্-তাহারত ও কিতাব আস-সালাত এর বাব আল-আযান পর্যন্ত আলোচনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

L. Zvbhxg Avj-AvkZvZ 2q LÐ

পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২০, মূল্য-২৮ টাকা
প্রকাশনায়- দারুল ‘উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
প্রকাশকাল- প্রথম প্রকাশ-১৯৭৬ খৃ., তৃতীয় প্রকাশ- ১৯৮২ খৃ.
সাইজ- ৯"×৬"
কাগজ- সাদা

এ খণ্ডে কিতাব আস-সালাত এর ফযল আল-আযান পরিচ্ছেদ থেকে ফী আররিয়াহ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

Q. Zvbhxg Avj-AvkZvZ 3q LÐ

পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৮৪, মূল্য-৩০ টাকা
প্রকাশনায়- দারুল ‘উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
প্রকাশকাল- প্রথম প্রকাশ-১৯৭৬ খৃ., তৃতীয় প্রকাশ- ১৯৮২ খৃ.
সাইজ- ৯"×৬"
কাগজ- সাদা
এখানে কিতাব আল-জানায়িয থেকে ধারাবাহিকভাবে কিতাব আল-ইতক পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

ঘ. Zvbhxg Avj-AvkZvZ 4_ LÐ

পৃষ্ঠা সংখ্যা-, মূল্য-২৮ টাকা

প্রকাশনায়- দারুল ‘উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল- প্রথম প্রকাশ-১৯৭৬ খৃ., তৃতীয় প্রকাশ- ১৯৮২ খৃ.

সাইজ- ৯"×৬"

কাগজ- সাদা

এ খণ্ডে বাবুন মা লা য়ুদমিনু মিনাল জানায়াত থেকে ধারাবাহিকভাবে বাবু নুযুলি ঈসা পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

3. ‘i‡m wgkKvZ (3 LÐ) Abev‘K : gvI jvbv gnvg¥`‘ BmnvK

প্রকাশনায়- মুহাম্মদী কুতুবখানা, জামে মসজিদ মার্কেট বন্দর বাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল- প্রথম প্রকাশ-১৯৯০ খৃ.

সাইজ- ৮"×৫"

কাগজ- সাদা

মূল্য- ৩ খণ্ড একত্রে ১৩০ টাকা

খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটি মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা সম্বলিত। এতে হাদীসের প্রথমাংশ লিখে পুরো হাদীস নির্দেশ করতঃ মূল হাদীসের শব্দ বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, সারকথা ও মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে হাদীসের সরাসরি উর্দু তরজমা পেশ করা হয়নি। এ গ্রন্থে লেখকের গভীর হাদীস বিদ্যা ও সুক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি স্বাক্ষর বিদ্যমান।

৩.১

K. ‘i‡m wgkKvZ 1g LÐ

পৃষ্ঠা সংখ্যা-১-২০৮

১ম খণ্ডে ১-৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী রয়েছে ইলমে হাদীস, হাদীসের বিষয়বস্তু, হাদীস শিক্ষার গুরুত্ব, হাদীস সংকলন, হাদীস বর্ণনাকারী, কিতাব আল-মাসাবীহ এর লেখক এর জীবনী, মিশকাত আল-মাসাবীহ এর লেখক এর জীবনী ও কিতাবের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। অতঃপর এতে মিশকাত শরীফের কিতাব আল-ঈমান থেকে কিতাব আত-তাহারাত পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

L. ‘i‡m wgkKvZ 2q LÐ

পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১-২০৪

এ খণ্ডে কিতাব আস-সালাত থেকে কিতাব আয-যাকাত পর্যন্ত বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

M. ‘i‡m wgkKvZ 3q LÐ

পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১-২০৮

এতে রয়েছে কিতাব আন-নিকাহ থেকে কিতাব আল-ফিতান পর্যন্ত আলোচনা।

ZZxq cwi‡”Q‘ : wgkKvZj gvmvexn Gi Aviwe I Bs‡iwR Abev‘

1. wgkKvZj gvmvexn Gi Aviwe Abev‘

1.1 gxiAv Avj-Avgvjxn Avjv wgkKvZ Avj-gvmvexn

লেখক - মুহাম্মদ আলী
প্রকাশনায় - জমীরিয়া লাইব্রেরী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
প্রকাশকাল - ১৩৮১ হি.
সাইজ - ৯x৭
কাগজ - সাদা
পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৮৫
মূল্য - উল্লেখ নেই।

এ গ্রন্থে মিশকাত শরীফের কিতাব আল-ঈমান, ইলম, তাহারাত, যাকাত ও মানাসিক ইত্যাদি অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে মূল হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়নি, তবে প্রয়োজনীয় অংশের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মিশকাত শরীফের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করত 'কাওলাহু' লিখে তার নীচে আরবিতে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে একাধারে লেখকের অসাধারণ আরবি ভাষাজ্ঞান ও হাদীস বিদ্যায় দক্ষতা স্পষ্ট প্রতিভাত।

2. wgkKvZ kix‡di Bs‡iwR Abev‘

1.1 Avj-nv‘xm : G¨vb Bswjk UvÝ‡jkvb A¨vÛ K‡g›Uvix Ad wgkKvZ Avj-gvmvexn (4 LÐ)

অনুবাদক - আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করীম
সাইজ - 9X6
কাগজ - সাদা
মূল্য - উল্লেখ নেই

এটি বাংলাদেশে প্রকাশিত মিশকাত শরীফের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ। মাওলানা ফজলুল করীম জজ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ১৯৩৩ সালে মিশকাত শরীফের ইংরেজি অনুবাদকর্মে হাত দেন এবং ১৯৩৬ সালে এর ১ম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত করে নিজ ব্যয়ে তা প্রকাশ করেন। স্বীয় গ্রন্থ সম্পর্কে মাওলানা ফজলুল করীম বলেন- " I have tried to present the real Islam before the readers with the best of my abilities, however humble and imperfect they might be, my labours in all these strenuous years will be amply rewarded if even a few people only are inspired by the perusal of these volumes to follow the ideals and instructions left by the greatest man of the world."
ইংরেজী ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে বিভক্ত। পাঠকের সুবিধার্থে অনুবাদক এখানে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অধীনে হাদীসসমূহ নম্বর ভিত্তিক সাজিয়েছেন। বইয়ের প্রত্যেক পৃষ্ঠা দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগে (ডানে) হাদীসের মূল আরবি পাঠ এবং অন্য ভাগে (বামে) রয়েছে উক্ত হাদীসের ইংরেজী অনুবাদ। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদক পৃষ্ঠার নিম্নাংশে নিজস্ব মন্তব্যের মাধ্যমে হাদীসের মূল বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

K. 1g LÐ

প্রকাশনায় - লেখক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল - প্রথম প্রকাশ- ১৯৩৮ খৃ. ২য় সংস্করণ - ১৯৬০ খৃ.

পৃষ্ঠা সংখ্যা -৬৫৬।

এ খণ্ডে কুরআন ও হাদীসের গুরুত্ব, হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ইতিহাস, হাদীসের শ্রেণিবিভাগ, বিভিন্ন যুগের হাদীস সংকলক ও তাদের সংকলন ইত্যাদি প্রসঙ্গে ১-৭৯ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা রয়েছে। অতঃপর এখানে মূল মিশকাত শরীফের প্রথম থেকে ৭ম অধ্যায় পর্যন্ত হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

L. 2q LÐ

প্রকাশনায় - অফিজা খাতুন, ১৮ বকশি বাজার রোড, ঢাকা

প্রকাশকাল - ২য় সংস্করণ - ১৯৬৬ খৃ.

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৭৮০।

এ খণ্ডে মিশকাত শরীফের ৮ম অধ্যায় থেকে ২৯তম অধ্যায় পর্যন্ত হাদীস স্থান পেয়েছে।

M. 3q LÐ

প্রকাশনায় - অফিজা খাতুন, ১৮ বকশি বাজার রোড, ঢাকা

প্রকাশকাল - প্রথম প্রকাশ - ১৯৪০ খৃ., ২য় সংস্করণ - ১৯৬৪ খৃ.

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮১৮

এতে মিশকাত শরীফের ৩০তম অধ্যায় থেকে ৩৮তম অধ্যায় পর্যন্ত হাদীস স্থান পেয়েছে।

N. 4_ LÐ

প্রকাশনায় - অফিজা খাতুন, ১৮ বকশি বাজার রোড, ঢাকা

প্রকাশকাল - ২য় সংস্করণ - ১৯৬৪ খৃ.

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬০৮।

এই শেষ খণ্ডে ৩৯তম অধ্যায় থেকে মিশকাত শরীফের শেষাংশ পর্যন্ত হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়াতী জীবনের সব কথা, কাজ, মৌন সম্মতি, আচরণ, গুনাবলি পরিভাষায় হাদীস নামে অভিহিত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত ওহী প্রধানত দু'প্রকার, প্রথম প্রকারকে 'ওহী'য়ে মাতলু আর দ্বিতীয় প্রকারকে 'ওহী'য়ে গায়রে মাতলু বলা হয়।

শরীয়াতের মূল ভিত্তি হিসেবে কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। আল্লাহর হেদায়েত ও নির্ভুল নির্ভরযোগ্য সত্য জ্ঞানের যে উৎস হতে কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ, হাদীসও ঠিক সেই উৎস হতেই নিঃসৃত। বস্তুত নবী করীম (সা.) দ্বীন সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহর নিকট হতে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করার পরেই কথা বলতেন, নিজে আমল করতেন বা মৌন সম্মতি জানাতেন। দ্বীন সম্পর্কিত কোন কথাই তিনি নিজেস্ব আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে বলতেন না।

ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য এক চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। এজন্য এর প্রধান ও প্রাথমিক বুনিয়াদ কুরআন মাজীদের হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।[৫৯] বস্তুত আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদ নাজিল করার সঙ্গে সঙ্গে এর পূর্ণ সংরক্ষণের সার্বিক ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করেছেন।

কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে কেবল কুরআন মাজীদকে রক্ষা করাই দ্বীন ইসলাম রক্ষা ও স্থায়িত্বের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এ কারণে আমরা দেখেছি, কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা হাদীস সংরক্ষেণেরও যথাযথ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাসে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কুরআন সংরক্ষণের জন্য প্রধানত যে দু'টি বাহ্যিক উপায় (অর্থাৎ লিখে রাখা এবং মুখস্থ করে রাখা) অবলম্বিত হয়েছে, রাসূলের সুন্নাত তথা হাদীসও প্রধানত ঠিক সে দু'টি উপায়েই সুরক্ষিত হয়েছে।

যেসকল মহান ব্যাক্তিত্ব যুগে যুগে অক্লান্ত পরিশ্রম করে রাসূল (সা.) এর হাদীসকে সংকলণ করছেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হিজরি চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর বিদগ্ধ পণ্ডিত হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাভী (র.) ও হিজরি সপ্তম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব আত-তাবরীযী।

ûmvBb Beb gvmÕD' Avj-evMvfx (i.) ছিলেন হিজরি চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি একাধারে হাফিয, ইমাম, মুফাসসির, মুহাদ্দীস, ফকিহ, মুজতাহিদ ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর কারণেই তিনি পরবর্তী যুগের মনীষীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করে রয়েছেন। বিশেষত তাফসীর শাস্ত্রে মা'আলিমুত-তানযীল গ্রন্থটি রচনা করে তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাসে তিনি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। এ গ্রন্থটি সনদ ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ।

Ògvmwweûm-mbvnÕএটি আল্লমা বাগাভী (র.) সংকলিত হাদীসের অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। এ কিতাবে তিনি বিষয়বস্তুর ক্রম অনুযায়ী হাদীস সংকলন করেছেন। প্রতি বাব-এ প্রথমে সহীহ হাদীস অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর হাদীস গ্রহণ করেছেন। এর পরে হাসান হাদীস অর্থাৎ সে

---

[৫৯]. আল কুরআন ১৫ : ৯

Dhaka University Institutional Repository

সব হাদীস যা সুনান-ই আবী দাউদ, জামি তিরমিযী ও অন্যান্য আইম্মা-ই হাদীস-এর কিতাব হতে এনেছেন। অনেক বাব-এ গরীব হাদীসও আছে অর্থাৎ সে সব হাদীস যেগুলির সনদ পরম্পরায় কোথাও কেবল একজন মাত্র রাবী পাওয়া যায়; বরং এরূপ হাদীসও আছে যার সনদ (খুব বেশি) নির্ভরযোগ্য নয়। তবে তিনি দাবি করেছেন যে, এ কিতাবে কোন মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বা মওদু (জাল) হাদীস নেই। এ কিতাবে হাদীসের সনদ পরিত্যাগ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসের বিন্যাস পদ্ধতি যা সহীহ হাদীসের বিভিন্ন স্তরের প্রতি নির্দেশ জ্ঞাপনের ভিত্তিতে অবলম্বিত হয়েছে, তা এ কথা বুঝাবার জন্য যথেষ্ট যে, সর্বজনগৃহীত হাদীস কোনগুলি। কিতাবখানি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

কারও কারও মতে এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা ৪৭১৯ টি।[৬০] তন্মধ্যে বুখারী থেকে ৩২৫ টি, মুসলিম থেকে ৮৭৫ টি এবং মুত্তাফাকুন হিসেবে ১০৫১ টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম বাগাভী (র.) বলেন, এ গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য হল শরী'আতের অনুসারী লোকদের জন্য এমন একটি সম্পদ প্রস্তুত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক পথ অনুযায়ী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যা তাদেরকে সহায়তা করতে পারে।[৬১] উলামাগণ এ গ্রন্থটিকে তৎকালীন যুগ থেকে অদ্যবধি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারণ করে আসছেন। এ গ্রন্থটির পাদটীকা বহু ভাষ্য গ্রন্থে রচিত হয়েছে।

আল্লামা বাগাভী (র.) বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর শিক্ষাদানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি আত্মসংযম ও পরহেযগারীতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পাঠ দানের সময় সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অযুর সাথে থাকতেন। জ্ঞানচর্চার প্রসারের লক্ষ্যে তিনি মারুর-রুয এবং তৎসংলগ্ন আত-তায়সার নামক স্থানকে বেছে নেন। তিনি এ স্থানদ্বয়ে অবস্থান করে তাঁর সঞ্চিত জ্ঞানসমূহকে অকাতরে বিলিয়ে দেন। এ স্থানে তাঁর অবস্থান জানতে পেরে বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞান-পিপাসুরা জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তিনি তাঁদেরকে শিক্ষা দান করেন।[62] শিক্ষা দানের পাশাপাশি তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি লাভ ঘটে।

Iqwj DÏxb gnv¤§`‘ Be‡b Avãjøvn Avj LZxe AvZ-Zveixhx ইলমে হাদীসের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইলমে হাদীসের শিক্ষাদান, হাদীস শাস্ত্রের প্রচার প্রসারে ও এর গুরুত্বপূর্ণ সংকলন তৈরিতে তিনি গবেষণা করেছেন সমগ্র জীবনব্যাপী। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ইসলামের অতি প্রয়োজনীয় এবং ইসলামী জীবন প্রণালীর অপরিহার্য বর্ণনা সংবলিত হাদীসগুলোর সমন্বয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন। "মিশকাতুল মাসাবীহ" নামক তাঁর এ অনবদ্য সংকলনের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মুসলিম জাহানে এটি অসামান্য সমাদর লাভ করেছে। মুসলিম জাহানের এমন কোন স্থান নেই যেখানে এটি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না।

মুহাদ্দিস ওয়ালীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে খতীব তাবরিযীর এই 'মিশকাতুল মাসাবীহ' আসলে মুহাদ্দিস মুহীউস সুন্নাহ বাগাবীর 'মাসাবীহুস সুন্নাহ্' কিতাবেরই বর্ধিত সংস্করণ। ইমাম মুহীউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ ফাররা বাগাভী (মৃ. ৫১৬ হিজরি) 'মাসাবীহ' নামে কিতাবখানি রচনা করেছেন, তা বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস সম্বলিত একটি ব্যাপক কিতাব। তবে তিনি সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে এতে হাদীসের সনদ[৬৩] বর্ণনা করেন নাই। যদিও তাঁর মত একজন নির্ভরশীল (সেকাহ) লোকের হাদীস গ্রহণ করাই 'সনদতুল্য', তবুও একথা সত্য যে, সনদহীন কিতাব সনদওয়ালা কিতাবের

[৬০]. g©Rvg©j-gvZeAvZ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৩
[৬১]. 'vBivZ©j-gv©Awid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮
[৬৩]. সনদ-কোন গ্রন্থকার বা হাদীস বর্ণনাকারী হতে আরম্ভ করে রাসূলুলাহ (সা.) পর্যন্ত হাদীসের যত 'রাবী' বা বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাঁদের সিলসিলা বা সূত্র-পরম্পরাকে 'সনদ' বলা হয়।

সমান নয়। অত:পর শায়খ ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) আল্লামা তিবি (র.) এর অনুরোধে মাসাবীহ গ্রন্থখানা শ্রীবৃদ্ধি ও সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেন। অনিন্দ্য সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত এ গ্রন্থই মিশকাতুল মাসাবীহ নামে পরিচিত।

মিশকাতুল মাসাবীহ এর লেখক আল্লামা খতীব তাবরীযী (র.)Ògvmvexn০ গ্রন্থে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেছেন তা হলো সনদ সংযোজন। তিনি হাদীসের রাবী এবং এর উৎস বর্ণনা করেছেন। সাধারণত তিনি প্রতিটি অধ্যায়কে নিম্নে বর্ণিত তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন।
যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ ওয়ালি উদ্দীন ছিলেন বহু গুণাবলীর অধিকারী। একাধারে তিনি ছিলেন আবেদ, বিশিষ্ট জ্ঞান সাধক, মুহাক্কিক আলেম, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, বহু ভাষাবিদ, লেখক ও গবেষক। হাদীস বর্ণণাকারীদের জীবনীর ওপর তাঁর দখল ছিল ঈর্ষণীয়। এক্ষেত্রে তিনি الاكمال فى اسماء الرجال নামে একটি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী তিনি রাসূল (সা.) এর অমীয়বাণীর খেদমত করেছেন। হাদীসে তাঁর অমর কীর্তি মিশকাতুল মাসাবীহ এর অনবদ্য সংকলনের জন্য তাকে মুহিউচ্ছুন্নাহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

gvmwieûm-mbvn গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম বাগাবী বলেছেন "শরী'আতের অনুসারী লোকদের জন্য এমন একটি সম্পদ প্রস্তুত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক পথ অনুযায়ী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যা তাদেরকে সহায়তা করতে পারে"।[৬৪] উলামাগণ এ গ্রন্থটিকে তৎকালীন যুগ থেকে অদ্যাবধি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারণ করে আসছেন। শায়খ ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) আল্লামা তিবি (র.) এর অনুরোধে মাসাবীহ গ্রন্থখানা শ্রীবৃদ্ধি ও সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করেন। উভয় মুহাদ্দিসের প্রচেষ্টায় এ গ্রন্থখানা সমগ্র পৃথিবীর হাদীস প্রেমিক মানুষের নিকট একটি গ্রহণযোগ্য হাদীস সংকলনে রূপান্তরিত হয়েছে। আল্লাহর ইবাদত ও বিধিবিধান পালনে এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নাহর অনুসরণে এ গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক বেশী সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

Av‡jvP¨ Awfm\`‡f হাদীসের সংজ্ঞা, সুন্নাত, খবর ও আসার-এর সাথে হাদীসের পার্থক্য, হাদীসের শ্রেণি বিভাগ, হাদীসের উৎস ও উৎপত্তি, হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইলমে হাদীস চর্চা, সংরক্ষণ ও সংকলন, খুলাফায়ে রাশেদার সময়ে ইলমে হাদীস চর্চা, সংরক্ষণ ও সংকলন, হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত হাদীস চর্চা সংরক্ষণ ও সংকলন, হিজরি তৃতীয় শতাব্দি থেকে ৫ম শতাব্দি পর্যন্ত হাদীস চর্চা ও সংকলন, হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দি থেকে অধ্যাবদি হাদীস চর্চা ও সংকলনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ÔûmvBb Beb gvmD' Avj evMvfx (i.) এর জীবন চরিত ও সমসাময়িক অবস্থা' উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মজীবন, ছাত্রবৃন্দ, আকীদা ও মাযহাব, সফর, আখলাক স্বভাব চরিত্র, পারিবারিক জীবন, হাদীস বর্ণনা, উল্লেখযোগ্য গুণাবলী, উল্লেখযোগ্য রচনাবলি, সমসাময়িক অবস্থা ইত্যাদি এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

Iqwj DÏxb gnv¤§v' LZxe AvZ Zveixhx (i.) এর জীবন চরিত' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্মস্থানের নামকরণ, ভৌগোলিক অবস্থান, তাবরীযের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মজীবন, উল্লেখযোগ্য গুণাবলি ও উল্লেখযোগ্য রচনাবলী ইত্যাদি এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৬৪. 'vBivZÕj-gvÔAwid, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

মাসাবীহুস-সুন্নাহ পরিচিতি, মাসাবীহুস-সুন্নাহ এর সংকলন পদ্ধতি, মাসাবীহুস-সুন্নাহ এর বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মিশকাতুল মাসাবীহে সংকলিত হাদীসের রেওয়ায়ত কারী প্রসিদ্ধ ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, মিশকাতুল মাসাবীহ এর সংকলন পদ্ধতি, মিশকাতুল মাসাবীহের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ÔwgkKvZj gvmvexn M‡š' †hme Mš' †_‡K nv'xm msKjY Kiv n‡q‡Q †mme Mš' I MšKvi cwiwPwZÕ আলোচনা করা হয়েছে| মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থাকার ওয়ালীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ 'মাসাবীহ'র প্রত্যেক হাদীস সম্পর্কে তা কোথা হতে গ্রহণ করা হয়েছে তার সন্ধান দিয়ছেন। হাদীসের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে প্রথম বর্ণনাকারী যে সাহাবী বা তাবিঈ হতে হাদীসটি বর্ণিত তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন এবং শেষের দিকে হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে যাঁরা তাঁদের কিতাবে এ হাদীস রেওয়ায়ত করেছেন, তাঁদের নাম জুড়ে দিয়েছেন। যথা- (১) ইমাম মালেক (মৃ. ১৭৯ হি.) (২) শাফেয়ী (মৃ. ২০৪ হি.), (৩) আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.), (৪) বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.), (৫) মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি.), (৬) তিরমিযী (মৃ. ২৭৯ হি.), (৭) আবু দাউদ (মৃ. ২৭৫ হি.), (৮) নাসায়ী (মৃ. ৩০৩ হি.), (৯) ইবনে মাজাহ (মৃ. ২৭৩ হি.), (১০) দারেমী (মৃ. ২৫৫ হি.), (১১) দারা কুতনী (মৃ. ৩৮৫ হি.), (১২) বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) (১৩) রাযীন (মৃ. ৫২৫ হি.) (১৪) ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) (১৫) ইবনে জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) প্রমুখ।

ÔwgkKvZj gvmvexn I gvmvexûm-mbvn এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতির' বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থদ্বয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অনেক বিজ্ঞ আলিম এর শরাহ লিখেছেন। এ গ্রন্থের চুলছেরা বিশ্লেষন করেছেন। কঠিন শব্দ সমূহের সহজ অনুবাদ করেছেন। হাদীসগুলোকে তাখরীজ করেছেন।

Ôgvmvexûm-mbvn I wgkKvZj gvmvexnÕ এর মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে উভয় গ্রন্থের সংকলন পদ্ধতি, অধ্যায় বিভক্তি করণ, সনদ উল্লেখ করা অথবা না করা, হাদীসের শেষে মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা অথবা না করাসহ অনেকগুলো বিষয়ে তুলনামূলক একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিশকাতুল মাসাবীহ পাঠদানও চর্চা এবং যে সকল স্বনামধন্য মুহাদ্দিসগণ মিশকাতুল মাসাবীহ তথা হাদীস চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব বিধায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীসহ অনেক বিজ্ঞ আলিম এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করছেন। এছাড়াও বাংলাদেশে আরও অনেক বিজ্ঞ আলিম এ গ্রন্থের উর্দু, আরবী ও ইংরেজী অনুবাদ করেছেন।

সবশেষে গ্রন্থপঞ্জী ও একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করতে হবে এবং রাসূল (সা.) যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। মুহাম্মাদ (সা.) যেহেতু শেষ নবী তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না তাই কিয়ামত পর্যন্ত হাদীসে নববীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং এর উপর গবেষণা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। যে সকল বিদগ্ধ আলিম রাসূল (সা.) এর অমীয় বাণী সংকলন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের জীবনও কর্মের উপর গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন।

আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ তেমনি একটি বিজ্ঞান সম্মত গবেষণা যা জ্ঞানের জগতে একটি নতুন সংযোজন হিসেবে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি এ ও প্রত্যাশা করি যে এ অভিসন্দর্ভের দ্বারা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হবে। ভবিষতে হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের উপর গবেষণা করার জন্য প্রেরণা যোগাবে। এ গবেষণাকর্মে অনাকাঙ্ক্ষিত ভূলের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট এবলে প্রার্থনা করছি আল্লাহ আমাদের সকল ভূলক্রুটি ক্ষমা করুন। আমাদেরকে আমৃত্যূ হাদীসে নববীর খেদমত করার তাওফীক দিন। আমাদের সকল ভালো কাজ কবুল করুন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জী

আলকুর'আনুল কারীম

আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগাভী : মা'আলিমুত-তানযীল, দারু'ল ফিকর, ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৭হি. ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

আবুল ফাদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর আলকরাশী : তাফসীরু'ল কুরআনিল আযীম, দারুত তাইয়্যেবাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ শামছুদ্দীন কুরতুবী : তাফসীরে করতুবী, দারুল কুতুব, মিসর : আল কাহেরা, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি. ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ।

আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাবীব আল : তাফসীরে মাওয়ারদী, দারুল কুতুব আল মাওয়ারদী আল বাসরী, আলামীয়্যা, বৈরুত।

আহসান সাইয়েদ ড., : হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা- চট্টগ্রাম, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ

'আব্দুর রহীম, মুহাম্মদ, মাওলানা : হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ১ম প্রকাশ ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ।

আব্দুল হক দেহলভী, শায়খ, মুহাদ্দিস : আল মুকাদ্দিমা, মাকতাবাহ মুস্তাফাই, কাশ্মীরী বাজার লাহোর, পাকিস্তান ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ

আকরাম যিয়া আল-'উমরী, ড., : বুহুস ফী তারীখুস-সুন্নাহ আল- মুশাররাফাহ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৫হি. /১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ আল- মাদীনাতুল-মুনাওয়ারাহ।

আহমদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-'ইজলী, : তারীখুস্-সিকাত, বৈরুত : দারুল- কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫/১৯৮৪।

'আব্দুল্লাহ ইব্ন আস্-আদ আল-ইয়া'ফিঈ, : মিরআতুল-জিনান, দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৭

আবদুল-আযীয, শাহ : বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন মাতবা'আহ মুজাতবায়ী, দিল্লী, ১ম সংস্করণ, ১৩৩৪/১৯১৫

আবদুল-আযীয, আল-খাওলী : মিফ্তাহুস-সুন্নাহ্, মাতবা'আতুল আরাবিইয়্যাহ, মিসর, ২য় সং, ১৩৪৭/১৯২৮

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল-ওয়াহ্যাব ইব্ন তাকিইয়্যুদ্দীন, আস-সুব্কী : তাবাকাতুশ-শাফিঈয়্যাহ্ আল-কুবরা ১ম সং, আল-মাতবা'আতুল- হুসায়নিয়াহ মিসর।

: মুঈদুন-নি'আম ওয়া মুবীদুন-নিকাম, তাহ্কীক মুহাম্মদ আলী নাজ্জার, দারুল-কুতুবিল আরাবী, মিস্র, ১৯৬৭/১৯৪৮।

আবদুল ওয়াহ্যাব, আশ-শা'রানী : কিতাবুল মীযান, আল-মাতাব'আতুল হুসাইনিয়্যাহ, মিস্র, ১ম সং, ১৩২৯/১৯১১

আবদুল-করীম, আস-সাম'আনী : আল-আনসাব (LEYDEN : E, J, BRIL IMPRMERIE ORIENTAL LONDON : LUZAC & CO, 46, GREAT RUSSELL STREET, 1912.

আবদুল-কাদির, আল-কুরাশী : আল-জাওয়াহিরুল-মুযিয়্যাহ, ১ম সং, দাইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৩২/১৯১৪।

আবদুল-গনী, আল-গুনায়মী : শারহুল-আকীদাতিত্-তাহাভিয়্যাহ, ২য় সং, দারুল-ফিক্র, দিমাশ্ক, ১৪০২ হি.।

আবদুল-মাজীদ মাহমূদ : আবূ জা'ফর আত-তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল-হাদীস, ১ম সং, আল-মাজলিমুল-আ'লা লিরি'আয়াতিল-ফুনূন ওয়াল আদাব ওয়াল উলূমিল ইজতিমাইয়্যাহ, কায়রো, ১৩৯৫/১৯৭৫।

আব্দুর রশীদ মুহাম্মদ : শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়াজ মাখদুম আল খোতানী আত তুর্কিস্থানী (র.), ১ম সং সবুজ মিনার প্রকাশনী, ঢাকা, ১৪১৪/১৯৯৪

আবূ আমর খলীফাহ, ইব্ন খাইয়্যাত : কিতাবুত-তাবাকাত ২য় সং, দারুল তায়্যিবাহ, রিয়াদ, ১৪০২/১৯৮২।

আবূ আবদিল্লাহ, আয-যাহাবী : মীযানুল-ই'তিদাল, ১ম সং, দারু ইহ্ইয়াইল -কুতুবিল্-'আরাবিয়্যাহ, মিস্র,১৩৮২/১৯৬৩

আবূ বকর ইব্ন হিদায়াতুল্লাহ : তাবাকাতুশ্-শফিঈয়্যাহ মাতবা'আহ, বাগদাদ।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান, আস-সাখাভী : তুহ্ফাতুল-আহ্বাব ওয়া বুগয়াতুত্ তুল্লাব ফিল-খিতাতি ওয়াল-মাযারাত ওয়াত-তারাজুম ওয়াল বুকা'ইল মুবারাকাত, মাতাবা'উল-উলূম ওয়াল আদাব, কায়রো, ১৩৫৬/১৯৩৭।

আবুল হাসান, আলী, নদভী : তারীখ-ই-দাওয়াত ওয়া'আযীমত ২য় খ, ৫ম সং, মাজলিস-ই-তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-ইসলাম, লক্ষ্মৌ, ১৪০৩/১৯৮৩।

আলাউদ্দীন ইব্ন আলী আল-মারদীনী : আল-জাওহারুন-নাকী ফির-রাদ্দি আলাল-বায়হাকী, ১ম সং।

আলী বিন সুলতান মুহাম্মাদ, আল-কারী, মুল্লা : মিরকাতুল-মাফাতীহ ফী শারহি মিশকাতিল-মাসাবীহ, ১ম সং, মাজলিসু ইশা'আতিল মা'আরিফ, মূলতান, ১৩৮৬/১৯৬৬।
দারুল ফিকর, বৈরুত, লিবানন, ২য় সংস্করণ ১৪৩২ হিজরি / ২০১০খৃষ্টাব্দ

আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ্ : শারহু মা'আনিল-আসার আত্-তাহাভী ১ম সং, এডুকেশনাল প্রেস, করা ১৩৯০/১৯৭০

: মুশকিলুল-আসার ১ম সং, দাইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৩৩/১৯১৫।

: আল-আকীদাতুত্-তাহাভিয়্যাহ, ১ম সং, আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮৪।

: মুখতাসারুত্-তাহাভী, ১ম সং, দারুল ইহ্ইয়াইল-উলূম, বৈরুত, ১৪০৬/১৯৮৬।

আহ্মাদ ইব্ন আলী আল-খাতীব : তারীখু বাগদাদ ১ম সং, মাকতাবাতুল-খঞ্জী, কায়রো, ১৩৪৯/১৯৩১।

: আল-কিফায়াহ্ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ্, ভারত, ১৩৫৭/১৯৩৮।

আহ্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ সফিয়্যুদ্দীন : খুলাসাতু তাযহীব তাযহীবিল-কামাল ফী খাযরাজী আসমাইর-রিজাল ৩য় সং,

মাকতাবাতুল-মাতবু‘আতিল ইসলামিয়্যাহ্, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯।

আহ্মাদ ইব্ন আবদিল হালীম আবুল : মিনহাজুস্-সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ্ আব্বাস তাকীয়্যুদ্দীন ইব্ন তায়মিয়্যা বুলাক, মিসর, ১৩২২/১৯০৪।

আহ্মাদ আবূ বকর আল-বায়হাকী : কিতাবু মা‘রিফাতিস-সুনান ওয়াল-আসার প্রকাশক, আবূ সালমাহ শফী আহ্মাদ বিহারী, পাটনা, ভারত।

আহ্মদ মুহাম্মদ শাকির : আল-বাইসুল-হাদীস শারহু ইখতিসারিল ‘উলূমিল- হাদীস রিয়াদ : দারুস-সালাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

আহমদ ইবন আলী ইবন হাযম : জামহারাতু-আনসাবিল-আরব, কায়রো।

: দারুল- মা‘আরিফ, ৫ম সংস্করণ।

আহমদ ইবন ফারিস : মুজামুল-মাকাইসিল-লুগাহ, বৈরুত

: দারুল- জালীল, তা. বি.।

আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মুকরী আল-ফায়উমী : আল-মিসবাহ আল-মুনীর, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

আহমদ মুহাম্মদ ‘আলী দাউদ : ‘উলূমুল-কুরআন ওয়াল-হাদীস, আম্মান

: দারুল- বাশারিয়্যাহ, ১৯৮৪ হিজরী।

আমীমুল ইহ্সান, সাইয়্যিদ, মুহাম্মদ : তারীখ-ই-ইসলাম, প্রকাশক সাইয়্যিদ মুহাম্মদ নু‘মান, কলুটোলা, ঢাকা, ১৯৬৯খৃ.

: কাওয়াইদুল-ফিকহ, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৮১ হিজরী/১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

আইয়ূব ইবন মূসা আল-হুসায়নী আবুল-বাকা : কুল্লিয়াত ফিল-লুগাহ আল-আমিরিয়্যাহ প্রেস, ১৩৮০ হিজরী।

আবুল কাসিম আর রাফিয়ী : আখবারু কাযভীন, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮হিজরি/১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

‘আব্দুল করীম মুরাদ ও আব্দুল-মুহসিন : মিন-আতীবিল-মানহ ফী ইলমিল-ইসলামিয়্যাহ ফিল- মুসতালাহ, আল-মাদীনাতুল-মুনাওয়ারাহ, মাতবু‘আতুল-জামি‘আতিল-মাদীনাতিল-মুনাওয়ারাহ, ১৪০০ হিজরি।

‘আব্দুল-ওয়াহাব খাল্লাফ : ইলমু উসূলিল-ফিকহ, কুয়েত : দারুল-কালাম, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি/১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

‘আব্দুল কাদির আর-রাযী : মুখতারুস-সিহাহ, বৈরুত : মাকতাবাতু-লুবনান, ১৯৮৭ হিজরি।

আল-মিযযী : তাহযীবুল-কামাল, বৈরুত

: দারুল-ফিকর, ১৪১৪ হিজরি/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ

‘আব্দুল গণী আল-মাযদীদী আদ্-দেহলূভী : সুনান-ই ইবন মাজাহ, মুকাদ্দামাহ, করাচী : নূর মোহাম্মদ আসাহ আল-মাতাবী, তাঃ বিঃ

আবুল হাসান সিন্দী : মুকাদ্দামাতু শারহি ইবন মাজাহ, তা. বি.।

‘আমর ইবন হাসান ‘ওসমান : আল-ওদউ’ ফিল-হাদীস, বৈরুত : মুআসসাসাতু মানাহিলিল-ইরফান, ১৪০১ হিজরি /১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

আজমী, মাওলানা নূর মুহাম্মাদ : হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২।

আনছারী, এ. এস. এম. আজিজুল হক : মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী, ঢাকা, ই. ফা. বা, ১৯৮৭।

ইউসুফ ইব্ন আবদিল বার : জামিউ বায়ানিল-ইল্ম ওয়া ফাযলিহী ১ম সং, ইদরাতুত-তাবা‘আহ্ আল-মুনীরিয়্যাহ, মিসর।

ইউসুফ মুহাম্মদ বিন্নৌরী : মা‘আরিফুস্-সুনান ১ম সং, আল্ মাকতাবাতুল বিন্নৌরিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান, ১৩৮৩/১৯৬৪।

ইউসুফ, মুহাম্মদ, মাওলানা, কান্দলুভী : মুকাদ্দিমাত আমানিল-আহ্বার ১ম সং, মাকতাবাহ্ কান্দলুভী ইয়াহইয়াভিয়্যাহ, সাহারাপুর, ইউ, পি, হিন্দুস্তান, ১৩৯৭/১৯৭৭।

: আমানিল-আহ্বার ১ম সং, মাকতাবাহ্ ইয়াহ্ইয়া-ভিয়্যাহ, সাহারাপুর, ইউ, পি, হিন্দুস্তান, ১৩৯৭/১৯৭৭।

ইব্ন আবী হাতিম আবদুর রহমান : কিতাবুল-জারহ্ ওয়াত-‘তাদীল ১ম সং, দাইরাতুল-মা‘আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭২/১৯৫২।

ইব্ন আসাকির আলী ইবনুল হাসান : তারীখু দিমাশ্ক ২য় সং, দারুল মাসীরাহ, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯।

ইব্ন কাসীর : আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ নতুন সং, দারুল-ফিক্র, বৈরুত, ১৩৯৮/১৯৭৮।

ইব্ন কুতায়বাহ : কিতাবু তাবীলি মুখ্তালাফিল হাদীস ১ম সং, মাতবা‘আতুত কারদিস্তান আল-ইলমিইয়াহ, মিস্র, ১৩২৬/১৯০৮।

ইব্ন খালদুন : আল-ইবার মুকাদ্দিমাহ, দারুল-কলম, বৈরুত, ১৯৮১।

ইব্ন খাল্লিকান : ওয়াফায়তুল-আইয়ান ওয়া আম্বাই আবনাইয্-যামান

ইব্ন তাইমিয়াহ্ : মিনহাজুস সুন্নাতি নাবাবিয়্যাহ্

ইব্ন তাগরী বারদী : আল-নুজূমুয-যাহিরাহ্ ফী মুলুকি মিস্ও ওয়্যাল-কাহিরাহ্ ওয়াযারাতুস্-সাকাফাহ্, মিস্র, ৮৫৫/১৪৮০।

ইব্ন জারীর তাবারী : তারীখুল-উমামি ওয়াল-মূলূক

ইব্ন নাদীম : আল-ফিহরিস্ত মাকতারাতুল-খাইয়াত, বৈরুত, ১৯৭২ খৃ.।

ইব্রাহীম ইব্ন আলী, আল-শীরাযী : তাবাকাতুল-ফুকাহা বাগদাদ প্রেস, ১৯৫৬/১৯৩৭।

ইবন আবী ইলা : তাবাকাতুল-হানাবিলাহ, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ইবন মানযুর : লিসানুল-আরব, বৈরুত : দারু-ইহইয়াত-তুরাসিল- আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরি/১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ইবনুল-ইমাদ : শাযারাতুয-যাহাব, বৈরুত : দারুল-ফিকর, ১৪০৯ হিজরি/১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ইবনুল-ইমাদ হাম্বলী : শাযারাতুয-যাহাব, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত-তুরাসীল আরাবি, তা. বি.।

ইবনুল-আসীর আল-জাযেরী : জামি'উল উসূল মিন আহাদিসির-রাসূল, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত-তুরাসিল আরাবি, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৪/১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ইবনুস-সালাহ : উলূমুল-হাদীস, হলপ্প : ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ।

ইউসুফ আল-মিযযী : তাহযীবুল-কামাল ফি আসমাইর রিজাল, বৈরুত: দারুল-ফিকর ১৪১৫হিজরি / ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ইউসুফ আল-ইয়ান সারকাইস : মুজামুল-মাতবুআতিল-আরাবিয়্যাহ, কুম : মাকতাবাতু আয়াতিল্লাহ, ১৪১০ হিজরি।

ইউসুফ হামিদ আল-আলিম : আল-মাকাসিদুল-আম্মাতি লিশ-শারী'আতিল-ইসলামিয়্যাহ, রিয়াদ : আদ্-দারুল-ইলমিয়্যাহ লিল-কিতাবিল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ইবরাহীম আনীস ড. : আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ইউ. পি. কুতুব-খানায়ে হুসাইনিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

ইবরাহীম মাকদূর ড. : মাজমা'উল-লুগাতিল-আরাবিয়্যাহ, মিসর : ১০ম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি/১৯৯০খ্রীষ্টাব্দ

ইবরাহীম ইবন মূসা আশ-শাতুবী : আল-মুওয়াফিকাত ফী উসূলুল-আহকাম, বৈরুত : দারুল-ফিকর, তাঃ বিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাঈল বাশা : ইজাহুল-মাকনূন বৈরুত : দারুল-ফিকর, ১৪০২ হিজরি/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসমাঈল পাশা : হাদইয়াতুল-আরিফীন আসমাউল-মুআল্লিফীন ওয়া আসাসরুল-মুসান্নিফীন মিন কাশফুয্যুনূন, দারুল ফিক্‌র, ১৪০২/১৯৮২।

ইসমাঈল ইবনুল-মালিক ইমামুদ্দীন : তাকভীমুল-বুলদান দারুত-তাবা'আতিস-সুলতানিয়্যাহ, প্যারিস, ১৮৪০ খৃ.।

ইব্‌ন ফুরাক মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন : কিতবু মুশকিলিল-হাদীস ওয়া বায়ানিহী, আবূ বকর দারুল-কুতুবিল-ইলমিইয়াহ, বৈরুত, ১৪০০/১৯৮০।

ইবনুল-কাইয়্যিম, মুহাম্মদ ইব্‌ন : ইলামুল-মুকিঈন আন্ রাব্বিল-আলামীন, আবূ বকর মাতবা'আতুস্-সা'আদাহ্, মিস্‌র, ১৩৭৪/১৯৫৫।

ইবনুল জাওযী, আবদুর রহমান : আল-মুনতাযিম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল ইব্‌ন হাজার

: তাহ্‌যীবুত-তাহ্‌যীব, ১ম সং, দাইরাতুল-মা'আরিফ আন্ নিযামিয়াহ্, হায়াদারাবাদ, ডিকান, ১৩২৬/১৯০৮

: তাকরীবুত-তাহযীব আল মাকতাবাতুল ইলমিইয়্যাহ, মদীনা, ১৩৮০/১৯৬০।
হুদা আস্-সারী দারু ইহইয়াইত্-তুরাসিল

: আরাবি, বৈরুত, ১৪০২ হি.।
লীসানুল-মীযান ১ম সং, দাইরাতুল-

: মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩২৯/১৯১১

: ফাতহুল-বারী, ২য় সং, দারুল ইহ্‌ইয়াইত্ তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১৪০২ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল-আসীর : তারীখুল-কামিল ১ম সং, মাতবা'আতুল-আযহারিইয়াহ্, মিস্র, ১৩০১/১৮৮৪।

: গাইয়াতুল-বাইয়ান ফী তাবাকাতিল-কুর্বা, মাতবা'আতুস-সা'আদাহ্, মিস্র, ১৩৫১/১৯৩২।

: আল-বাব ফী তাহযীবিল আনসাব, মাতবা'আতুস-সা'আদাহ্, মিস্র, ১৩৫৬/১৯৩৭।

: উসদুল-গাবাহ্ জামইয়্যাতুল মা'আরিফিল মিসরিইয়্যাহ্, মিস্র, ১২৭৮।

ইব্ন আলী : উমাম ১ম সং, দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ১৩৫৭/১৯৩৮।

ইয়াকূত হামাভী : মু'জামুল বুলদান মাতবা'আতুস্-সা'আদাহ্, মিস্র : ১৩২৪/১৯০৬।

ইয়ায ইব্ন মূসা, আন্দালুসী : আশ্ শিফা বিতারীকি হুকূকিল-মুস্তাফা আল-কাযী বৈরুত, তা. বি.।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আবূ যাকারিইয়া : তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগতা আন-নববী বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তা:বি:।

ইলিয়স আনতুন ইলয়াস : আল-কামূস আল-আলমাদরাসী, নতুন দিল্লী : তাজ কোম্পানী, তা: বি:।

ইসলামী বিশ্বকোষ : ঢাকা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) : আত তালীকুস সাবীহ, দামিশক (১ম চার খণ্ড ছাপানো হয়)। লাহোর (বাকী ৩ খন্ড ছাপানো হয়)।

উসমান ইবন আব্দির রহমান আশ-শাহরাঝাওয়ারী : উলূমিল-হাদীস লি-ইবন সালাহ, বৈরুত : দারুল- ফিকর, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪ হিজরি/১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

উজাজ খতীব ড. : কিতাবু মুসতালাহিল-হাদীস, বৈরুত : দারুল-ফিকর ১৪০১ হিজরি/১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ
: উসূলুল-হাদীস, বৈরুত : দারুল-ফিকর, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০১ হিজরি/১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

কিরমানী : শারহুল-বুখারী, বৈরুত : দারুল-ফিকর, তা: বি:

উমর রিযা কাহ্হালাহ্ : মু‘জামুল-মু‘আল্লিফীন,মাকতাবাতুল-মাসনা, বৈরুত, তা. বি.।

উসমান ইব্ন আবদির রহমান : মুকাদ্দিমাতু ইবনিস-সলাহ্ আবূ উমার ফী‘উলূমিল-হাদীস হিন্দুস্তান, হি, ১৩৫৭।

ওয়াসী আহ্মাদ : তারজুমাতুল-ইমাম আবূ জা‘ফর, মাকতাবাতু আসাফিয়্যাহ্, দিল্লী, ১৩৪৮/১৯২৯

কাসিম ইব্ন কাতলুবাগা : তাজুত-তারাজিম ফী তাবাকাতিল-হানাফিয়্যাহ্, মাকতাবাতুল-‘আনী, বাগদাদ, ১৯৬২ খৃ.।

কারদ আলী, মুহাম্মদ : আল-ইসলাম ওয়াল হাযারাতুল আরাবিয়্যাহ্ মাকতাবাতু দারিল-কুতুবিল-মিসরিয়্যাহ্, ১৩৫৪/১৯৩৬।

খাযরী বেক, মুহাম্মদ : মুহাযারাতু তারীখিল-উমামিদ-দা‘ওয়াতিল আরাবিয়্যাহদারুল-ফিকরিল আরাবি, মিস্ব, তা. বি।

: তারীখুত্-তাশরীইল-ইসলামী ১ম সং, দারুল ইহইয়াইল-কুতুব, ১৩৩৯/১৯৩০।

খায়রুদ্দীন, ইউসুফ, আল্লামা : আল-মু’তাসার মিনাল-মুখ্তাসার মিন মুশকিলিল আসার ২য় সং, দাইরাতুল-মা’আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৯১/১৮৮২।
৬৮.খতীব আল-বাগদাদী
৬৯.খতীব আল-বাগদাদী

খতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, বৈরুত : দারুল-ফিকর, তা বিঃ বি. তা. বি. । তা. বি. ।

: তাকইদুল-ইলম, দারু-ইহইয়ইস-সুন্নাতিন-নাবাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪ হিজরি।

খতীব-আত-তাবরীযি : আল-ইকমাল ফী আসমাইর-রিজাল, দিল্লী : কুতুব-খানায়ে রশীদিয়্যাহ, তাঃবিঃ।

খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী : আল-আ'লাম, বৈরুত : দারুল-ইলম লিল-মালাইন, ১২শ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

খলীল আহমদ সাহারাণপূরী : ৭১.খায়রুদ্দীন আয-বাযলুল-মাজহুদ, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল- ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ। ৭২.খলীল আহমদ সাহারাণপূরী

জালালুদ্দীন, সুয়ূতী, আল্লামা : হুসনুল-মুহাযারাহ্ ফী আখবারি মিস্র ওয়াল কাহিরাহ্ মাতাবা'আতু ইদারাতিল ওয়াতান, মিস্র, ১২৯১/১৮৮২

: দুররুস্-সাহাবাহ্ ফী মান দাখাল মিস্র মিনাস-সাআবহ্ মূল : হুসনুল-মুহাযারাহ্।

: লুববল-লুবাব ফী তাহরুরিল আসার, LUGDUNI BATAVORUM, APHDBE.J. BRILL, CADEMIAE TYPOGRHPHUM, 1851,

: আল-ইত্কান ফী উলূমিল কুরআন ৩য় সং, মাতবা'আহ্ মুস্তাফা আল-বাবী, মিস্র, ১৩৭০/১৯৫১।

: আত-তা'আককুবাত আলাল মাওযূ'আত, হিন্দুস্তান, ১৩০৩/১৮৬০।

: মানাহিলুস-সাফা ফী দাখরীজিল শিফা, হিন্দুস্তান, ১২৭৬/১৮৬০।

জামালুদ্দীন আল-কাসেমী : তাদরীবুর-রাবী শারতু তাকরীবিন-নববী আল-মাতবা'আতুল-খায়রিয়্যাহ, মিস্‌র ১৩৫৭/১৯৩৮।

: কাওয়া'ইদুত-তাহদীস, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬ হিজরি/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

তাকিইয়ূদ্দীন নদভী, মাওলানা : ইলমু রিজালিল-হাদীস ১ম সং, মাতবা'আতু নদওয়াতিল, মিস্‌র, লক্ষ্ণৌ, ১৪০৫/১৯৮৫।

তাহির ইব্‌ন সালিহ্ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল- জাযাইরী, আল্লামা : কিতবু তাওদীহিন- নযর ইলা উসূলিল-আসার আল-মাদাবা'আতুল-জামালিয়্যাহ, মিস্‌র ১৩২৯/১৯১১।

নিজাম, শায়খ : ফাতাওয়া আলমীগীরী এডুকেশন প্রেস, দারুল ইমারাহ্ কলকাতা, ১২৪৩/১৮২৮।

ফু'আদ সিয্‌গীন : তারীখুদ-তারাসিল ইসলামী অনুবাদ : মাহমুদ ফাহমী হিজাযী, ইদরিাতুস সাকাফাহ্ ওঢান-নাশ্‌র, জামি'আতু মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'উদী আরব, ১৪০৩/১৯৮৩।

ব্রোকেলম্যান : তারখিুল-আদাবিল আরাবী আরবী অনুবাদঃ ৪র্থ সং, দারুল-মা'আরিফ, মিস্‌র।

বদরুদ্দীন 'আয়নী, : উমদাতুল-কারী, বৈরুত : দারুল-ফিকর, তাঃ বিঃ।

বুতরুস বুস্তানী, : দাইরাতুল-মা'আরিফ, বৈরুত : দারুল-মা'রিফা, তাঃ বিঃ।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান : আত-তাজ আল-মুকাম্মাল, রিয়াদ : মাকতাবাতুল-ইসলাম, ১৪১৬ হিজরী/১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

: আবজাদুল-উলূম, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০হিজরি/ ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

: আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি / ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

নূরুদ্দীন আতার : ড. মানহাজুন-নাকদ ফী উলূমিল-হাদীস, বৈরুত : দারুল মু‘আসির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি /১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

নাসিরুদ্দীন আল-বানী : আল-হাদীস হুজ্জিয়াতুন, কুয়েত : দারুস-সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬ হিজরি / ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ আবূ যাহু : আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দীসুন, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল- আরাবী, ১৪০৪ হিজরি/ ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশমীরী : ফায়যুল-বারী, দিল্লী : রব্বানী বুক ডিপো, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ আলী কাসেম আল-উমরী : সুওয়ালাতু আবী উবায়দ আল-আজুররী, মদীনা মুনাওয়ারাহ : আল-মামলাকাতুল-আরাবিয়্যাহ আস-সাউদিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি / ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ আলী আদ-দাউদী : তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, বৈরুত : দারুল-কুতুলি- ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

মুহাম্মদ আলী আত-থানূভী : কাশশাফ ইসতিলাহাতিল-ফুনূন, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি / ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ আলী আশ-শাওকানী : ইরশাদুল-ফুহূল, বৈরুত : দারুল-মা‘রিফাহ, তা. বি.।

মুহাম্মদ আলী আস-সিইন : তারীখুল-ফিকহিল-ইসলামী, মিসর : মাকতাবাতু মুহাম্মদ আলী সাবীহ, তাঃ বিঃ।

মুহাম্মদ আমান ইবন আলী আল-জামী : আস-সিফাতুল-ইলাহিয়্যাহ, আল-মামলাকাতুল-আরাবিয়্যাতিস-সাউদিয়্যাহ, আল-জামি'আতুল-ইসলামিয়্যাহ বিল-মাদীনাতিল-মুনাওয়্যারাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি।

মুহাম্মদ আব্দল আযীয আল-খাওলী : মিফতাহুস-সুন্নাহ, মিসর : আল-মাতবা'আতুল- আরাবীয়্যাহ, ২য় সংস্করণ,

মুহাম্মদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী : তুহফাতুল-আহওয়ারী, মুকাদ্দামাহ, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হিজরি / ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ নুমানী : ইবন মাজাহ আওর 'ইলমে হাদীস, করাচী : মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা, তা. বি.।

মুহাম্মদ আদীব সালিহ ড. : লামহাতু ফী উসূলিল-হাদীস, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৯ হিজরি।

মুহাম্মদ ইবন ওলভী আল-মাক্কী আল-হুসাইনী, : আল-কাওয়াইদুল-আসাসীয়্যাহ ফী ইলমি মুসতালাহিল-হাদীস, জিদ্দা : মাতবা'আ সহর, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি।

: আল-মানহালুল-লতীফ ফী উসূলিল-হাদীস, জিদ্দা : মাতবা'আ সহর, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি।

মুহাম্মদ ফু'আদ আব্দুল-বাকী, : আল-মু'জামুল মুফহারাস লি-আলফাযিল-কুরআনিল-কারীম, বৈরুত : দারুল-ফিকর, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ ইবন মাতার আয-যাহ্রাফী, : তাদবীনুস-সুন্নাতুন-নাবাবিয়্যাহ, তায়েফ : মাকতাবাতুস-সিদ্দীক, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরি।

মুহাম্মদ ইবন সালিহ, : কিতাবু মুসতালাহিল-হাদীস, আল-মামলাকাতুল-'আরাবিয়্যাতুস-সা'উদিয়্যাহ, জামি'আতুল লিল-ইমাম মুহাম্মদ ইবন সাউদ লিল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হিজরি।

মুহাম্মদ ইবন জা'ফর আল-কাত্তানী, : আর-রিসালাতুল-মুসতাতরিফাহ, বৈরুত : দারুল-ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৪০০ হিজরি।

মুহাম্মদ আল-ফায়রুয আল-আবাদী, : আল-কামূস-আল-মুহীত, বৈরুত : দারুল ইহইয়ায়ুত-তুরাসিল-আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরি / ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ড., : আত-তাশরিউল-ইসলামী ওয়া-উকবাতুল-মুজরিমীন, রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরি / ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ সাববাগ ড., : আল-হাদীসুন-নববী, আল-মাকতাবুল-ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি / ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ সিকান্দার আলী : তারাজিমুল-মুহাদ্দিসীন, ঢাকা : আল-মাকতাবাতু সোনালী সোপান, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ রাওয়াস ড. ও মুহাম্মদ হামেদ সাদেক ড., : মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা, পাকিস্তান : ইদারাতুল- কুরআন, তা. বি.।

মুহাম্মদ হানীফ গাংগোহী, : যাফরুল-মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল-মুসান্নিফীন, দেওবন্দ : হানীফ বুক ডিপো, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মাহমূদ ইবন উমর আয-যামাখশারী : আল-কাশশাফ, আন হাকাইকিত-তানযীল ওয়া- উয়ূনুল আকাবীল ফী উজুহিত-তা'বীল, মিসর : মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৮৫ হিজরি।

মাহমূদ মুহাম্মদ মাহমূদ হাসান যাচ্ছার : সুনান ইবন মাজাহ, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮ হিজরি / ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

মাহমূদ তাহ্হান ড., : তাইসীরু মুসতালাহিল-হাদীস, করাচী : কাদীমী কুতুব-খানাহ, তা. বি.।

মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী : সহীহ মুসলিম, লাহোর : গোলাম আলী এণ্ড সন্স, ১৩৭৬ হিজরি।

মহী উদ্দীন ইবন শারফ আন-নববী : তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাহ, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

মুসতাফা আস-সুবাঈ ড., : আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত-তাশরী'ইল ইসলামী, বৈরুত : আল-মাতবা'আতুল-ইসলামী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি / ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মালিক ইব্‌ন আনাস,ইমাম : মু'আত্তা আশরাফী বুক ডিপু, হিন্দুস্তান।

মুজীবর রহমান, মুহাম্মদ, মাওলানা, ডক্টর : মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ ১ম সং, ইউনিক প্রেস, রাণী বাজার, রাজশাহী, বাংলাদেশ ১৯৭৫।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবিদুল্লাহ যিরাকসী : আল-বুরহান ফী উলূমিল-কুরআন

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদির রহমান, : আল-মাকাসিদুল হাসানাহ ফী বায়ানি কাসীরিম্‌ মিনাল আহাদিল-মুশতাহারা আলাল আলসিনাহ হিন্দুস্তান, ১৩০৪/১৮৮৭

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ,শামসুদ্দীন আয যাহাবী : তাযকিরাতলি-হুফফায ১ম সংও ৩য় সং, দাইরাতুল-মা'আরিঢ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭৬/১৯৪৬।

: সিয়ারু আ'লামিন্‌- নুবালা ১ম সং, বৈরুত, ১৪০৩/১৯৮৩।

মুহাম্মদ ইবন আহ্‌মাদ, আল-মাক্‌দাসী : আহসানুত-তাকীসীম ফী মা'রিফাতিল-আতুবীল, লাইডন, ১৯০৬ খৃ.।

মুসতাফা ইব্‌ন আবদিল্লাহ, হাজী, খলীফা,কাতিব সালফী : কাশফুয্‌- যুনূন আন্‌ আসামিল- কাতুবি ওয়াল-ফুনূন ১ম সং, মাতরা আতুল আলম, মিসর, ১৩১০/১৮৯৩।

মুহাম্মদ ইবন আহ্‌মাদ, আবু মুহাম্মদ, বদরুদ্দীন, আইনী : উমদাতুল- ক্বারী দারুল- ফিকর,মিসর।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল- কিন্দী : আল- বুলাত ওয়াল কুযাত LEYDEN: E.J. IMPRIMET IEORIENTALE, LONDON: LUZAC & CO., 46 GREAT, RUSSELL STRET,1912.

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রীস, শাফিঈ, ইমাম : কিতাবুল-উম্ম দারুল মা'রিফাহ্, বৈরুত, ১৩৯৩/১৯৭৩।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, বুখাবী, ইমাম : আল-জামিউস্-সহীহুল মুসনাদুল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী ৩য় সং, নূর মুহাম্মদ আসাহুহল মাতাবি, করাচী, ১৩৮১/১৯৬১।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা,আবু ঈসা, আত-তিরমিযী, ইমাম : আল- জামিউত্ -তিরমিযী নূর মুহাম্মদ আসাহহূল মাতাবী, করাচী।

মুহাম্মদ তাহির,মাওলানা : মাজমা' উ বিহারিল-আনয়ার ফী গারাইবিত- তানযীল ওয়া লাতাইফিল- আখ্‌বার, ১ম সং, প্রকাশক-নেওল কিশোর, গুজরাট, হিন্দুস্তান ১২৮৩/১৮৬৬।

মুহাম্মদ ইবনুল-হাসান, ইমাম : কিতাবুল- আসার ১ম সং, ইদারুতুল-কুরআন, করাচী, পাকিস্তান, হি. ১৪০৭।

মুহাম্মদ যাহিদ, আল- কাওসারী : আল- হাভী ফী সীরাতিত্- তাহাভী, মাতবা'আতুল- আনাওয়ার, কায়রো, ১৩৬৮/১৯৪৯।

মীযানুর রহমান কাসেমী, মুফতী মাযাহিরে হক বঙ্গানুবাদ, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১ম বাংলা সংস্করণ ২০জুলাই ২০০৯ / ২৭ শে রজব, ১৪৩০ হিজরি।

যাকী উদ্দীন 'আব্দিল 'আযীম, : আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, সৌদী 'আরবঃ দারুল-হাদীস, তাঃ বিঃ।

যাকী উদ্দীন শা'বান, : উসূলুল-ফিকহিল-ইসলামী, মিসর : মাতবা'আতু দারিত-তা'লীফ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ।

শাসসুদ্দীন আস-সাখাবী : ফাতহুল-মুগীস, দারুল-ইমতিত-তাবারী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ / ১৪০৯ হিজরি ।

শফিকুল ইসলাম ড. : হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০০৫ / ১৪২৬ হিজরি ।

শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, বৈরুত : মুআসসাসাতুর-রিসালাহ, ১১শ সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

: আল-ইরাব, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

: মীযানুল-ই'তিদাল, বৈরুত : দারুল-ফিকর, তাঃ বিঃ।

শামসুল হক আযিমাবাদী (র.) : আউনুল-মা'বুদ, মুকাদ্দামাহ, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ : হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, মিসর : আত-তাবা'আতুল-মুনিরিয়্যাহ, ১৩৫২ হিজরি।

শফিকুল্লাহ মুহাম্মদ ড. : হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, রাজশাহী : মাকতাবাতুশ- শাফিয়া, ১৪২২/২০০১।

হাজী খলীফাহ : কাশফুয-যুনূন, বৈরুত : দারুল-ফিকর, ১৪০২ হিজরি / ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

: কাশফুয-যুনূন, বৈরুত : দারুল-ফিকর, তাঃ বিঃ।

হাশিম হুসাইন : আয়িম্মাতুল-হাদীসিন-নববী, বৈরুত : মানশুরাতিল- মাকতাবাতুল-আসরিয়্যাহ, তা : বি :।

হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবনিল-ফযল আর-রাগিব আল-ইস্পাহানী : আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল-কুরআন, মিসর : আল- মাতবাআতুল-মায়মুনিয়্যাহ, ১৩২৪ হিজরি।

হাসান, আবুল : তানযীমুল আশতাত, হাটহাজারী, চট্রগ্রাম, হাটহাজারী মাদরাসা, ১৯৮৬।

তাকিয়্যুদ্দিন আন-নদভী : ইলমু রিজালিল-হাদীস, লক্ষ্ণৌ : মাকতাবাতুল ফিরদাউস, ১৪০৫ হিজরি/১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

: মুহাদ্দিসীন-ই, ইযাম, করাচী : মাজলিস-ই-নাশারাত-ই ইসলাম, ১ম সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

: মুহাদ্দিসীন-ই ইযাম, আযম ঘাট : নশর ওয়া ইশাআত জামি‘আহ ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

তাশ-কুবরা : মিফতাহুস-সা‘আদাহ, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল- ইলমিয়্যাহ, তা : বি :।

সুলায়মান ইবন আশআস আস-সিজিস্তানী আবূ দাউদ : আবূ দাউদ, আস-সুনান, ইণ্ডিয়া : মাতবা‘আহ আসাহহুল-মাতাবি, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

: রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ, ইণ্ডিয়া : মাতবা‘আহ আসাহহুল-মাতাবি, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

: রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০১ হি.।

লুইস মা‘লুফ : আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ ওয়াল-আলাম, বৈরুত : দারুল-মাশরিক, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

সাদী আবূ জাইয়্যেব : আল-কামূসুল-ফিকহী, বৈরুত : দারুল-ইলম লিল- মালাইন, ১৫শ সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

সায়ফুদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মদ আল-আমাদী : আল-আহকাম ফী উসূলিল-আহকাম, বৈরুত : দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০০ হিজরি / ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

সাঈদ আহমাদ, মাওলানা, পালনপুরী : হায়ত- ই- ইমাম তাহাভী ১ম সং, মাকতাবাহজিাজ, দিওবন্দ, পি, ভারত, হি: ১৪০১।

সুবহী সালিহ্, ডক্টর : উলূমুল- হাদীস ওয়া মুসতলাহুহু ১ম সং, দারুল-ইলম, বৈরুত, ১৯৮৪।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সং, ১৮০২/১৯৮২।

হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ আবুল কাসিম, রাগিব : আল- মুফরাদাতু ফী গারীবিল- কুরআন, মায়মুনয়াহ প্রেস, মিসর, ১৩২৪/১৯০৬।

gvLZZvZ (n¯Íwjwc)

আলী, আল-কারী, মোল্লা : আল- আসমারুল- জানিইয়াহ ফী আসমাইল- হানাফিয়্যাহ্
নং-২৪৫১, খোদা বখ্শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত।

ইব্ন কামাল পাশা, আল্লামা : ফী বায়ানি আকসামিত্ তাবাকাতিল- উলাম
নাদ্ওয়াতুল - উলাম লাইব্রেরী, লক্ষ্ণৌ, ভারত

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ, আবু মুহাম্মদ, বদরুদ্দীন, আইনী : মুগানিল-আখবার ফী রিজালি মা'আনিল- আসার
হাদীস নং- ৭২, দারুল- কতুব, মিস্র।

মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস, আশ-শাফিঈ, ইমাম : কিতাবু ইখতিলাফিল- হাদীস,
ক্রমিক নং ৩৭৬, খোদা বখ্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত।

মুহাম্মদ বাহিলী : তাসহীহুল- আসার
নং- ৫৪৮, খোদা বখ্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা,ভারত।

D. Lacyo, Lwary : Arabic thought and its place in History, Ront ledge and kegan paul ltd, London, 1958,

Philip P.K, Hitti : History if Arans,
(Seventh Edition), SMARTIN, S PRESS, London, 1961.

wcGBP. wW. w_wmm

ডক্টর আফতাব, আহমাদ রহমান মাওলানা : Hafiz Ibn Hajar al- Asqualani and his Contribution to Hadith Literature
Rajshahi Uaiversity, 1967.

ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ : ইমাম ইবন মাজাহ : হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান : আল-ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল-আশ'আশ আস-সিজিস্তানী আসারুহু ফী ইলমিল-হাদীস খুসূসান ফী ইলমিল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ সিকান্দর আলী : ইমাম নাসাঈী (র) : হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান, কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

এস. এম আব্দুছ ছালাম : আব্দুল হক দিহলভী :হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

Bs‡iwR Drm

Ayub Ali Dr. A.K.M : History of Traditional Islami Education in Bangladesh, Dkaka, Islamic Foundation Bangladesh 1983

F. A. Kleim, : The Religion of Islam, New Delhi: Cosmo Publications, 1978.

F. Steingass, : The student Arabic English Dictionary, London: W. H. Allen and Co, 1984.

Fazlur Rahman, : Islamic Methodology in history, Kurachi: Central institute of Islamic Research, 1965

Fazlul Karim, Alhaj Maulana, : Mishkatul masabih, India: Mohammadi press first edition, 1938.

Hans Wehr, : A Dictionary of Modern Written Arabic, New York: Spoken Language Services, Inc, 1976.

Ibrahimy, Dr. Sekander Ali : Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal, Part-v, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1990.

Ishaq, Dr. Muhammad : India's Contribution to The Study of Hadtih Literature, University of Dhaka, 1955

Manzoor Ahmad Hanif, : A Survey of Muslim institution and culture, Lahore : SH Muhammad Ashraf, 1964.

Muhammad Zubayr Siddiqi Dr., : Hadith Literature, Calcutta: Calcutta University, 1961

Maulana Muhammad Ali, : The Religion of Islam, Pakistan: The Ahmadiyyah anjuman isha' at Islam, 1950.

T. P. Hughes, : Dictionary of Islam, New Delhi : Oriental books Reprint Corporation, 1976.

The Encyclopaedia American, Danbury : Grolier Incorporated, 1980.
Encyclopaedia Americana, New York : 1949, P-609.
The Encyclopaedia of Islam, Leeden : E.J. Brill, 1971.
The New Encyclopaedia Britannica, U.S.A. : 15th Edition,1986.
Encyclopaedia Britannica, London : William Benton, Publisher, First Published, 1968.

Aviwe Drm

مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي
المكتب الاسلامي : بيرت — تحقيق
الطبعة الثالثة : 1405هجرى — محمد ناصر الدين الالباني

مرقاة المفاتيح : الشيخ على بن سلطان محمد القاري
شرح — تحقيق
مشكاة المصابيح — الشيخ جمال عيتاني
المكتبة الاشرفية : دوبند الهند

التعليق الصبيح : الشيخ ادريس كندلوي
شرح
مشكاة المصابيح

cÎ-cwÎKv

অগ্রপথিক, মাসিক	:	ঢাকা,ই,ফা,বা,জুলাই ১৯৯৮
আত্-তাওহীদ, মাসিক	:	চট্টগ্রাম,এপ্রিল ১৯৯৮
আবাবীল (সাময়িকী)	:	ময়মনসিংহ, জুলাই ১৯৯৭
আদর্শ মাসিক	:	সিলেট, রজব,১৪০৯ হি.; জুন ১৪৮৯ হি.
আর-রশীদ, মাসিক	:	চট্টগ্রাম, মে/ জুন ১৯৯২; চট্টগ্রাম, মে/ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ত্রৈমাসিক	:	জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৬
ইসলামি বিশ্ববিদালয়, কুষ্টিয়া	:	ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
আল-মিনার সাময়িকী	:	এস.এম.হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়, ১৪এপ্রিল, ১৯৮৫
দ্বীন দুনিয়া, মাসিক	:	চট্টগ্রাম, অক্টোবর, ১৯৯৬
মুঈনুল ইসলাম, মাসিক	:	চট্টগ্রাম, নভেম্বর-২০১০, ১৪৩১হিজরি

0. ewlKx/¯§iwYKv

আল জামি‘আ আল-ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ	:	স্মরণিকা ১৯৯৭
আল জামি‘আ আল-ইসলামিয়া পটিয়া	:	স্মরণিকা ১৯৯৪
আল-জামি’আ আল-ইসলামিয়া ময়মনসিংহ	:	বার্ষিকী ১৯৯৭
কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদারাসা,	:	মাদরাসা স্মরণিকা ১৯৯৭
গাউসুল অযম আলিয়া মাদরাসা, নওগাঁ	:	স্মরণিকা ১৯৯৮
চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম	:	বার্ষিকী ১৯৯৬
ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা,পিরোজপুর	:	বার্ষিকী ১৯৯০
চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ	:	সাময়িকী, জানুয়ারি ১৯৯৭
আল ইত্তিহাদ, খুলনা আলিয়া মাদারাসা	:	বার্ষিকী ১৯৯৮
জামি‘আ আরাবিয়া আশরাফুল উলুম বালিয়া, ময়মনসিংহ	:	স্মরণিকা ১৯৯৬
জামি‘আ আরবিয়া কাসেমুল উলূম, কুমিল্লা	:	স্মরণিকা ১৯৯৬
জামি‘আ আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া চট্টগ্রাম	:	স্মরণিকা ১৯৯৫
জামি‘আ এজাজিয়া দারুল উলুম, চট্টগ্রাম	:	বার্ষিকী ১৯৯৬

জামি‘আ ইসলামিয়া আজীজুল উলুম, বাবুনগর,	:	বার্ষিকী ১৯৯৬
নোয়াখালি ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা	:	বার্ষিকী ১৯৮৩
প্রেষণা, হাজী মুহাম্মাদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম	:	কলেজ বার্ষিকী ১৯৯৭
মাদরাসা-ই-আলিয়া করুনা মোকামিয়া	:	মাদরাসা স্মরণিকা ১৯৯৮
ঝিনাইদহ সিদ্দিকিয়া আলিয়া মাদরাসা	:	মাদরাসা বার্ষিকী ১৯৯৮
জামেয়া মিল্লিয়া আহমদিয়া আলিয়া মাদরাসা	:	মাদরাসা বার্ষিকী ১৯৮২
দারুল উলুম আলিয়া	:	মাদরাসা বার্ষিকী ১৯৯৪
আলজামে‘য়া জামেয়া কুরআনিয়া, লালবাগ, ঢাকা	:	স্মরণিকা ১৯৯৩
রাহবার, জামেয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম, কুমিল্লা	:	মাদরাসা স্মরণিকা ১৯৯৬